৬৬

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী

প্রথম ভাগ

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

3479
13.7.[illegible]

কলিকাতা ইউনিভারসিটী প্রেস
সন ১৯২৫ সাল

৮০০.৫
৮৭৫ ২২

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA

Reg. N 7P July 25 L

উৎসর্গ

যিনি
বঙ্গভাষাকে বিশ্ববিদ্যার গৌরব দান করিয়াছেন
যাঁহার
অনুগ্রহ আগ্রহ ও প্ররোচনায়
এই টীকা রচনার সূত্রপাত হয়
সেই
মহামনীষী কর্ম্মী দেশহিতৈষী পুরুষসিংহ
স্বর্গগত

সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী
মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে
শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্যস্বরূপ
এই গ্রন্থ
উৎসর্গিত হইল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১৯১৯ সাল। আমি পা মচ্‌কাইয়া শয্যাগত ছিলাম। একদিন মাননীয় রায় বাহাদুর ডক্‌টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কথায় কথায় সংবাদ দিলেন যে আগামী বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় এম্-এ ডিগ্রি দিবার ব্যবস্থা হইবে এবং বাংলা ভাষার অধ্যাপনা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। আমাদের মাতৃ-ভাষাকে বিশ্ব-বিদ্যার গৌরব দান করিয়া যিনি সমস্ত বঙ্গদেশ ও বাঙালা জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন সেই পূজনীয় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার আন্তরিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতে দীনেশ বাবুকে অনুরোধ করিলাম।

তখন দীনেশ-বাবু বলিলেন—সার্ আশুতোষই আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন; দেশের বহুলোকের বিপক্ষতা বিরুদ্ধতা ও উদাসীনতার সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি এই নূতন ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছেন; এখন যাহারা এই ব্যবস্থায় সুখী হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে তিনি সাহায্য চান; তুমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবে?

আমি বলিলাম—আযৌবন আমি অনন্যকর্ম্মা হইয়া মাতৃ-ভাষার সেবাকেই জীবনের ব্রত করিয়াছি; আমার মতন সামান্য ব্যক্তির দ্বারা তাঁহার যদি কিছু সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আমি নিজকে ভাগ্যবান্ মনে করিব।

দীনেশ-বাবু বলিলেন—তবে তোমাকে কবিকঙ্কণ পড়াইবার ভার লইতে হইবে।

এই ভার যে কি দুর্ব্বহ গুরুভার তাহা ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই কেবল আনন্দাতিশয্যের আবেগে তৎক্ষণাৎ উহা বহন করিতে স্বীকৃত হইলাম।

দীনেশ বাবু বলিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা নাই; তাহার উপর বাংলা ভাষার অধ্যাপনার প্রতি দেশের লোকের অনুরাগের সমর্থন নাই; কাজেই বাংলা ভাষার অধ্যাপকদিগকে বিনা বেতনে কাজ করিতে হইবে।

আমি বলিলাম—বঙ্গভারতীর সেবার আনন্দই আমার পরম পুরস্কার।

দীনেশ-বাবু পাকা সংসারী অভিজ্ঞ লোক। তিনি বলিলেন—তবে তোমার সম্মতি জানাইয়া সার্ আশুতোষকে একখানা চিঠি লিখিয়া দাও।

দেশে কত-শত কৃতবিদ্য সুপণ্ডিত থাকিতেও সার্ আশুতোষ যে বঙ্গ-সরস্বতীর পূজার অঞ্জলি দিতে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন এই আনন্দের নেশায় তন্ময় হইয়া আমি নিজের অক্ষমতা অযোগ্যতা ও অবস্থার অসুবিধার কথা একদম্ ভুলিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ সার্ আশুতোষের নিকট আমার স্বীকার-পত্র লিখিয়া দিলাম।

দীনেশ-বাবু চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ পরে আমার মনে পড়িল—আমি ত পরের ভৃত্য; আমার সময়ের উপর ত স্বাধিকার নাই। তখন চিন্তিত হইয়া আমার তদানীন্তন প্রভু পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া এক পত্র লিখিলাম। তিনি তখন গিরিডিতে ছিলেন।

চারদিন পরেই রামানন্দ-বাবুর পত্র পাইলাম। তিনি একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া নিজের কর্ম্মের ক্ষতি ও অসুবিধা হইবে জানিয়াও আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অবসর দিতে তাঁহার সম্মতি ও অনুমতি জানাইয়াছেন।

রামানন্দ বাবুর এই চিঠি পাওয়ার পর আমি সার্ আশুতোষের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে সস্নেহে সমাদর করিয়া বলিলেন—পাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে আমার যাহা ইচ্ছা তাহা আমি বাছিয়া লইলে অবশিষ্টগুলি তিনি অপর অধ্যাপকদিগকে বণ্টন করিয়া দিবেন।

আমি কবিকঙ্কণ বাছিয়া লইলাম এবং মনে মনে খুসী হইলাম যে সবচেয়ে সোজা বইখানি আমি বাছিয়া লইয়াছি।

ইহার পর একদিন পূজনীয় কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিকঙ্কণ অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছি শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—তুমি ঠিক বই বাছিয়া লইয়াছ। কিন্তু ঐ বই সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে; পড়াইতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি কিছু আলোচনা করিব।

কবিগুরুর এই কথা শুনিয়া আমার আনন্দও হইল, ভয়ও হইল—কবি-গুরুর সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা! আমি ভয়ে ভয়ে মনকে সম্পূর্ণ সচেতন করিয়া আবার কবিকঙ্কণ পড়িতে আরম্ভ করিলাম,—প্রত্যেকটি শব্দকে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম—কেন তাহা ঐ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে, কেন তাহার রূপ ঐ প্রকার? তখন দেখিলাম আমি কিছুই জানি না। সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

কিছুদিন পরে কবিগুরুর আহ্বানে সকল প্রকার মঙ্গল-কাব্য এক এক খানি সংগ্রহ করিয়া শান্তি-নিকেতনে গেলাম। গিয়া দেখিলাম আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। সামান্যই আলোচনা করিবার সুযোগ ঘটিল। বেশীদিন অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন—বইগুলি রাখিয়া যাও, আমি পড়িয়া আমার মন্তব্য পরে তোমাকে জানাইব।

অল্পদিন পরেই আমার বইগুলি ফেরত পাইলাম। বইগুলি নিজেদের মার্জিনে কবিগুরুর অমূল্য মন্তব্য বহন করিয়া আনিযাছে। তিনিই প্রথমে তাঁহার মন্তব্য দ্বারা আমার মনে সন্দেহ উদ্রেক করিযা দেন যে কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন। এই তথ্য আমি পরে আন্তর ও বাহ্য বহু প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছি বোধ হয়।

কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া একদিন আমার শিক্ষাগুরু পূজনীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশযের নিকটে গেলাম। তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন—কলিকাতা ইউনিভারসিটির সহিত যাহার সম্পর্ক আছে তাহার প্রতি তাঁহার এমনই বিরাগ।

শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে বিতাড়িত হইয়া তাঁহারই প্রতিবাসী অধুনা স্বর্গগত আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের কাছে গেলাম। তখন তিনি খুব পীড়িত। তথাপি তিনি দুই তিন দিন আমাকে অনেক বিষয়ে উপদেশ ও সন্ধান দিয়াছিলেন।

তার পর সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি স্বাভাবিক সৌজন্য ও অমায়িকতার বশে তাঁহার আশ্চর্য্যজনক জ্ঞানভাণ্ডার আমার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন; বাংলা

সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার অনন্যসাধারণ জ্ঞান দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তিন দিন পরেই তিনি মহিষুরে চলিয়া গেলেন।

কবিকঙ্কণ পড়িতে পড়িতে দেখিতেছিলাম তাঁহার রচনা পৌরাণিক আখ্যায়িকার ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। এই-সব allusions সমাধানের জন্য সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হইতে লাগিলাম। ইহাঁদের মধ্যে অধুনা স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ও আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী আমাকে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু সাহায্য করিতে লাগিলেন। সবচেয়ে বেশী সাহায্য পাইতেছিলাম অধ্যাপক (অধুনা ডক্‌টর) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকটে। কিন্তু তিনি অল্পদিন পরেই বিলাতে চলিয়া গেলেন। আমি বিপদে পড়িলাম।

তখন মনে করিলাম আমি নিজেই সমস্ত বেদ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ পাঠ করিয়া কবিকঙ্কণের ইঙ্গিতে উল্লিখিত আখ্যায়িকাগুলি আবিষ্কার ও তাহাদের ক্রমপুষ্টি নির্ণয় করিব।

কিন্তু বই কই? আমার ত অবসর নাই যে কোনো লাইব্রেরীতে গিয়া অধ্যয়নে সময় যাপন করিতে পারিব।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় তখন ছিল না। তথাপি তিনি পরম সহৃদয়তার পরিচয় দিয়া এই অপরিচিতকে বিশ্বাস করিয়া ক্রমাগত পুস্তক যোগাইয়াছেন; যখন যে বই চাহিয়া পাঠাইয়াছি, তখনই তিনি অবিলম্বে নিজের গ্রন্থাগার হইতে অথবা ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরী বা এসিয়াটিক্ সোসাইটীর লাইব্রেরী হইতে তাহা আনাইয়া নিজের লোক দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন; যাহা চাহিয়াছি তাহা ত পাঠাইয়াছেনই, যাহা না চাহিয়াছি অথচ আমার কাজে লাগিতে পারে এমন অনেক বই তিনি নিজেই নির্ব্বাচন করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি আমাকে এইরূপ অসাধারণ সাহায্য না করিলে এত পুস্তক পাঠ করিবার সুযোগ আমি পাইতাম না।

শব্দকল্পদ্রুম, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের

শব্দকোষ, প্রবাসী পত্রের বেতালের বৈঠকের মীমাংসকগণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ও অভিজ্ঞদিগের সাহায্য লাভ করিয়া আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী মহাশয়, শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তাঁহাদের রচিত দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি আমার টীকার মধ্যে সন্নিবেশিত করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন।

অধ্যাপক রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় কবিকঙ্কণের উল্লিখিত সমস্ত গাছ-গাছড়া সনাক্ত করিতে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য লাভ করিয়াছি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট। এই সূত্রে তাঁহার সহিত যে ঘনিষ্ঠ সখ্যবন্ধন ঘটিয়াছে তাহা আমার জীবনের পরম সৌভাগ্যের অন্যতম। আমি তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও সহৃদয়-সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়াছি এবং তাঁহার জ্ঞান-সমুদ্রের অগাধতা দেখিয়া পরম বিস্মিত হইয়াছি; আমি যখন যে সংশয় তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়াছি তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা মীমাংসা করিয়া দিয়া আমাকে মুগ্ধ বিস্মিত ও চিরঋণী করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না।

এই টীকা মুদ্রণের সময়ে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রেসের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক মহাশয়, মুন্‌সীজী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ ভদ্রতার বিশেষ পরিচয় দিয়া আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম ও যাঁহাদের নাম অনুল্লিখিত থাকিল তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি।

কবিকঙ্কণের টীকা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কবিকঙ্কণের জ্ঞানের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের দেশের তাদানীন্তন সমস্ত জ্ঞান ও বিদ্যার সঞ্চয়ভাণ্ডার তাঁহার এই চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য। এইজন্য এই কাব্য বঙ্গসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান চিরকাল অধিকার করিয়া থাকিবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই টীকা রচনায় আমার নিজের কৃতিত্ব কিছু নাই। আমি মাধুকরী করিয়া এই তিলোত্তমা টীকা রচনা করিয়াছি। তাজমহল রচনায় মুটে-মজুরদের যে কৃতিত্ব ছিল, এই টীকা রচনায় আমারও কৃতিত্ব ততটুকু। অবসরের অল্পতা, নির্ব্বাচন শক্তির অপটুতা ও জ্ঞানের অগভীরতার জন্য ইহাতে অনেক অসম্পূর্ণতা ক্রটি ও ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। কতক কতক আমি নিজেই এখন বুঝিতে পারিতেছি। অভিজ্ঞগণ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্রটিগুলি দেখাইয়া দিলে ভবিষ্যতে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিব।

"এষ স্যাম্ অহম্ অল্পবুদ্ধিবিভবোঽপ্যেকোঽপি কোঽপি ধ্রুবম্
মধ্যে ভক্তজনস্য মৎকৃতির্ ইয়ং ন স্যাদ্ অবজ্ঞাস্পদম্।
কিং বিদ্যাঃ শরঘাঃ কিম্ উজ্জ্বলকুলাঃ কিং পৌরুষং কিং গুণাস্
তৎ কিং সুন্দরম্ আদরেণ রসিকৈর্ নাপীয়তে তন্-মধু ?।"

এই আমি অল্পবুদ্ধি, একাকী, অখ্যাত ; তথাপি সাহিত্যভক্তগণের মধ্যে আমার এই কৃতি যেন অবজ্ঞাভাজন না হয় ; মধুমক্ষিকাগণ কি বিদ্যা কি সৎকুল কি পৌরুষ ও কি গুণেব গর্ব্ব করিতে পারে ? তথাপি রসিকগণ কি সাদরে তাহাদের সংগৃহাত সুন্দর মধু পান করেন না ?

আমার বহু পরিশ্রমের ও বহু অপেক্ষিত এই কর্ম্মফল আসন্ন-প্রকাশ হইয়া আসাতেও আমার মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে বেদনা ও পরিতাপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। যে মহামনীষী মহাপুরুষের অনুগ্রহে আগ্রহে ও প্ররোচনায় আমি এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় অকস্মাৎ স্বর্গে গমন কবিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গ-প্রয়াণের অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তোমার বইয়ের আর কত দেরী ?" আমি উত্তর দিয়াছিলাম—"এখনও অন্তত পাঁচ বৎসর !" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"পাঁচ বৎসর ! আমরা কি কেউ পাঁচ বৎসর বাঁচ্‌ব ?" বঙ্গদেশের ও বিশেষ করিয়া আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার এই আশঙ্কা তাঁহার পক্ষে সত্য হইয়া গিয়াছে। এই টীকার প্রথম খণ্ডটিও আমি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না এই ক্ষোভ আমার আজীবন থাকিবে।

ঢাকা — চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈত্র ১৩৩১

চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী

শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

গণেশ-বন্দনা

গণেশের দেবত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাস

প্রত্যেক দেবতারই উদ্ভবের একটা ইতিহাস আছে। দেবতারা ত মানুষেরই মানসী সৃষ্টি। যে মনুষ্যসমাজের সভ্যতা বুদ্ধি বিদ্যা ও চিন্তাশীলতা যেরূপ অবস্থার, তার মনঃকল্পিত দেবতার আইডিয়াও তদ্রূপ হইয়া থাকে। মানবজাতি প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির প্রত্যক্ষদৃষ্ট শক্তির বিভিন্নরূপে প্রকাশকে দেবতা কল্পনা করিয়া পূজা করে—তখন সূর্য্য চন্দ্র ঝড় বৃষ্টি বন্যা তাদের দেবতা। সেই সঙ্গে-সঙ্গে হিংস্র ও উপকারী জন্তু—পশু ও পক্ষী, সরীসৃপ ও জলচর—তাদের কাছে পূজা পায়। সেই প্রথম অবস্থায় মানুষের যা-কিছু রোগ ক্ষতি বিপত্তি ঘটে, তার কারণ সে বাহিরের কোনো শক্তির উপর আরোপ করে; এইরূপে নানা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস জন্মে। ক্রমে বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেবকল্পনাও উন্নত ও আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে।

সমাজের নিম্নস্তরের বহু লোকেরা যতবিধ কল্পনা করিয়া দেবতার সৃষ্টি করে, সমাজের উচ্চস্তরের বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন অল্প লোকেরা সেইগুলিকে বিচারতর্কে সংস্কৃত করিয়া তার মধ্যে অর্থ ও সামঞ্জস্য দিবার চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলে ক্রমশঃ শাস্ত্র রচিত হয়। কিন্তু অল্প লোকের রচিত শাস্ত্র বহু লোকের কল্পিত বিশ্বাসে বারম্বার পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিতে বাধ্য হয়, নতুবা অল্পের শাস্ত্রকে সেই বহু আর গ্রাহ্য করে না, প্রামাণ্য মনে করে না। এমনি করিয়া একদিকে সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপারের নিয়ন্তা একই-শক্তি জানিয়া যেমন পরমেশ্বরের ধারণা সমাজে উদ্গত হয়, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে আবার নানা দেবতা উপদেবতা প্রভৃতিও সেই সমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে।

ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন (১৩০০ খৃঃ পূঃ—অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল। ২০০০—২৪০০ খৃঃ পূঃ—রমেশ দত্ত)। "বেদসংহিতা ভারতবর্ষীয় হিন্দুধর্ম্মের আদিম অবস্থা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক দ্বিতীয় অবস্থা, কল্পসূত্র ও স্মৃতিসংহিতা তৃতীয় অবস্থা, এবং পুরাণ ও তন্ত্র চতুর্থ অবস্থা প্রকটন করিতেছে।" সমুদায়ে চার বা পাঁচ বেদ—ঋক্, সাম, কৃষ্ণ যজুঃ, শুক্ল-যজুঃ, ও [illegible]। ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং অথর্ব্ব সকলের শেষে রচিত। ঋগ্বেদ রচিত হওয়ার পর

সমাজের নব নব কল্পনা বিধিবদ্ধ করিবার জন্যই ঋগ্বেদের কথারই সঙ্গে নূতন কথা জুড়িয়া জুড়িয়া অপর বেদগুলি রচিত হইয়াছিল। এই অনুমানের সমর্থক প্রমাণ এই দেখিতে পাই যে "সামবেদ সংহিতার প্রায় সমুদায় মন্ত্র, যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার প্রায় অর্দ্ধেক এবং অথর্ব্ববেদীয় সংহিতারও অনেকাংশ ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে বিনিবিষ্ট আছে। সায়ণাচার্য্যও এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন।" (ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, উপক্রমণিকা; ও মৎপ্রণীত "বেদবাণী" দ্রষ্টব্য।)

ঋগ্বেদ সংহিতা প্রাচীনতম শাস্ত্র হইলেও তাহাও একই সময়ের রচনা নহে; তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মত ও বিশ্বাস সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র।

সে যাই হোক, গণেশ-ঠাকুরের সন্ধানে আমাদের যাত্রা সুরু করিতে হইবে ঋগ্বেদ হইতেই। ঋগ্বেদে গণপতি শব্দ আছে, কিন্তু তাহা দ্বারা ব্রহ্মণস্পতি বৃহস্পতিকে অভিহিত করা হইয়াছে—

> গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপশ্রবস্তমম্।
> জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্॥
> (দ্বিতীয় মণ্ডল, ২৩ সূক্ত, ১ম মন্ত্র)

এই জ্ঞানদাতা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি গানকারী গণ দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন—

> স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন
> বলং রুরোজ ফলিগং রবেণ।
> বৃহস্পতিরুস্রিয়া হব্যসূদঃ
> কনিক্রদদ্বাবশতীরুদাজৎ॥ (৪, ৫০, ৫)

এইজন্য বৃহস্পতির নাম গণপতি।

ঋগ্বেদে আবার ইন্দ্রকেও গণপতি বলা হইয়াছে (ঋ ১০ ম,—১১০ সূ—৯ মন্ত্র)। বেদে মরুদ্‌গণ রুদ্রের 'গণ' নামে প্রসিদ্ধ। এই গণ যাঁর ইঙ্গিতে পরিচালিত তিনি গণপতি। সুতরাং রুদ্রও গণপতি। ঐ গণদিগের মধ্যে কারো বণ্ডমুণ্ড, কারো বা অন্য জন্তুর মুণ্ড, কারো বা মুণ্ডই নাই—কবন্ধ দেহ। সুতরাং গণেশের কবন্ধ দেহে বৃহৎ পশুর মুণ্ড সংযোগ করিয়া তাঁকে গণপতিত্বে প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের মধ্যে এই মরুদ্‌গণের কথাই প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে বলিতে পারা যায়।

প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্র-ভাগ প্রায়ই ব্রাহ্মণ-ভাগের অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন। মন্ত্র-সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সঙ্কলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা প্রস্তুত হইয়াছে; যথা—ঋগ্বেদ-সংহিতা, সামবেদ-সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা, বাজসনেয়ী সংহিতা, ও অথর্ব্ব-সংহিতা। ব্রাহ্মণ-ভাগ সংহিতা-ভাগের ভাষ্য স্বরূপ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (চতুর্থ খণ্ড, অভিষ্টব মন্ত্র, প্রথম পটল) বৃহস্পতিকে বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মণস্পতি, বৃহস্পতি ও গণপতি নাম ব্যবহার করিয়াছে।

বেদের ভাগবিশেষের নাম আরণ্যক। ইহা অরণ্যে রচিত ও বানপ্রস্থাশ্রমীর বানপ্রস্থ অবলম্বনের জন্য অরণ্যে গীত হইত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী অথবা নারায়ণীয়া উপনিষদে আমাদের গণেশ-ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেখানে গণেশের গায়ত্রী দেওয়া হইয়াছে—"তৎপুরুষায় বিদ্মহে, বক্রতুণ্ডায় ধীমহি, তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ।" আরণ্যক রচনার কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ম শতাব্দী। যাজ্ঞিকী উপনিষৎ কিছু অপ্রাচীন হইলেও খৃষ্টপূর্ব্বের (৪৮০ খৃঃ পূঃ) রচনা বলিয়া আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সুদূর কালেই বক্রতুণ্ড দন্তী গণেশ-ঠাকুরের রূপটি লোকের কল্পনায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গণেশের নামটি তখনো কায়েমী হয় নাই।

রুদ্র শব্দে রুদ্রের ভাবযুক্ত ভূত বুঝাইত। অথর্ব্বশির-উপনিষৎ রুদ্রকে অনেক ভূতের সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। সেইসকল ভূতের মধ্যে বিনায়ক একটি। বিনায়ক মানে বিশিষ্ট নায়ক। সুতরাং তাহা গণপতির সঙ্গে সমার্থক বলিয়া গণপতি ও বিনায়ক একই ব্যক্তির নাম হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এই বিনায়ক গণপতি রুদ্রই—এখনো দুই ভিন্ন দেবতা নহেন।

বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের পর সূত্র। সূত্রের অপর নাম ধর্ম্মসূত্র। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক রচিত সংহিতা ঐ-সমস্ত ধর্ম্মসূত্র হইতে সঙ্কলিত। মানবগৃহ্যসূত্রে বিনায়কের বিবরণ আছে (২।২৪)। কিন্তু এই বিনায়ক ভূতগণের নায়ক ; সর্ব্বদা মানুষের অনিষ্ট করিবার সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত ; সেই অনিষ্টকারক ভূতগণের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাদের গণপতিকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা মানুষের মনে আসে। তার ফলে গণপতি বা গণেশের পূজার প্রবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। পূজা পাইয়াও যে প্রথম প্রথম গণেশ বিঘ্ন করিতে ছাড়িতেন না, তাহা তাঁর বিঘ্নেশ বিঘ্নপতি বিঘ্ননায়ক প্রভৃতি নাম হইতে বুঝিতে পারা যায়।

সূত্র হইতে সংহিতা সঙ্কলন করা হয়। সংহিতা রচনার কাল অধ্যাপক ম্যাক্-ডোনেল সাহেবের মতে ২০০ খৃষ্টপূর্ব্ব—৫০০ খৃষ্টাব্দ। সংহিতাকারদের মধ্যে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রাচীন। যাজ্ঞবল্ক্য সম্ভবত: ৩৫০ খৃষ্টাব্দের লোক। তিনি স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন যে লোকদিগের কর্ম্মবিঘ্ন উৎপাদনের জন্যই ব্রহ্মা ও রুদ্র বিনায়ককে গণদিগের আধিপত্যে নিযুক্ত করেন।—

বিনায়কঃ কর্ম্মবিঘ্নসিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োজিতঃ
গণানাম্ আধিপত্যে চ রুদ্রেণ ব্রহ্মণা তথা॥ (১।২৭১)

এই গণেশ বিনায়কের কুদৃষ্টি পড়িলে লোকের কতরকম দুর্ভোগ ঘটিত তারও বর্ণনা যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় আছে—

তেনোপসৃষ্টো যস্তস্য লক্ষণানি নিবোধত।
স্বপ্নেঽবগাহতেঽত্যর্থং জলং, মুণ্ডাংশ্চ পশ্যতি॥
কাষায়বাসসশ্চৈব, ক্রব্যাদাংশ্চাধিরোহতি।
অন্ত্যজৈর্গর্দ্দভৈরুষ্ট্রৈঃ সহৈকত্রাবতিষ্ঠতে॥
ব্রজমস্তথাত্মানং মন্যতেঽনুগতং পরৈঃ।
বিমনা বিফলারম্ভঃ, সংসীদত্যনিমিত্ততঃ॥
তেনোপসৃষ্টো লভতে ন রাজ্যং রাজনন্দনঃ।
কুমারী ন চ ভর্ত্তারম্, অপত্যং ন চ গর্ভিণী॥
আচার্য্যত্বং শ্রোত্রিয়শ্চ, ন শিষ্যোঽধ্যয়নং তথা।
বণিগ্ লাভং নচাপ্নোতি, কৃষিঞ্চৈব কৃষিবলঃ॥

বিনায়কের কুদৃষ্টি যার উপর পড়ে সে স্বপ্নে দেখে যেন সে জলে ডুবিয়া যাইতেছে, মুণ্ডিত-শির ও কাষায়-বাস-পরিহিত (বৌদ্ধ) লোকদের দেখে, যেন সে কুমীরের উপর চড়িয়াছে এবং অন্ত্যজ গর্দ্দভ উষ্ট্র সহ একত্র বাস করিতেছে, যেন সে ছুটিতেছে ও অপরে তাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে; সে বিমনা হইয়া থাকে, তার কর্ম্মের আরম্ভ বিফল হয়, সে বিনা কারণে দুঃখিত বোধ করে; বিনায়কের কুদৃষ্টি পড়িলে রাজার ছেলে হইয়াও রাজ্য হইতে বঞ্চিত হয়, কুমারীর পতিলাভ ঘটে না, গর্ভিণী হইয়াও সন্তানবতী হয় না, পণ্ডিত হইয়াও শিক্ষক হইতে পায় না, শিষ্য অধ্যয়নের সুবিধা করিতে পারে না, বণিক্ বাণিজ্যে লাভবান্ হয় না, এবং কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য পায় না।

এর পরে গণেশের কুদৃষ্টি খণ্ডনের জন্য অনেক তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লিঙ্গ-পুরাণেও বলা হইয়াছে যে শঙ্কর দেবতাদের অনুরোধে দৈত্যদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য বিঘ্নরাজ গণপতিকে সৃজন করেন। ভবিষ্য-পুরাণে বিনায়ক-চতুর্থী-ব্রতবিধানে ও গরুড়-পুরাণে বিনায়কশান্তি-প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার (উত্তর পর্ব্ব, ৩৩ অধ্যায়) কথাগুলি প্রায় অবিকল উদ্ধৃত ও স্বীকৃত হইয়াছে। শিবপুরাণে একটি আখ্যায়িকা আছে যে গৌতম ঋষিকে পীড়াদানের জন্য তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মণেরা গণেশের পূজা করিয়া তাঁকে ঋষির বিঘ্ন উৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

গণ মানে যেমন ভূতপ্রেতপিশাচ, তেমনি আবার গণ মানে সাধারণ লোক—the Mass, the People। তাদের যিনি দেবতা তিনিও গণেশ। নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোকেরা শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে সকল-প্রকার উপদ্রব ও অমঙ্গলের কারণ ভূতপ্রেতের দৃষ্টি বলিয়াই মনে করে; তাদের উচ্চ কল্পনাশক্তি না থাকাতে তারা সেই-সব অমঙ্গলকারী অপদেবতারই পূজা করে, ভয়ে বাধ্য হইয়া ভক্তি করে। এই গণেশ

যে শূদ্রদের দেবতা এবং যে ব্রাহ্মণ সেই গণেশের পূজা করে সে যে হীন তৎসম্বন্ধে মনু স্পষ্ট বিধান দিয়া রাখিয়াছেন।

> বিপ্রাণাং দৈবতং শম্ভুঃ ক্ষত্রিয়াণাং তু মাধবঃ।
> বৈশ্যানাং তু ভবেদ্ ব্রহ্মা, শূদ্রাণাং গণনায়কঃ॥

যে-সমস্ত ব্রাহ্মণ "গণানাঞ্চৈব যাজকাঃ" তাদের মনু বিগর্হিতাচার, অপাঙ্‌ক্তেয়, দ্বিজাধম এবং সদ্‌ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের বর্জ্জনীয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন।

> এতান্ বিগর্হিতাচারান্ অপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
> দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্বান্ উভয়ত্র বিবর্জ্জয়েৎ॥ (৩ অধ্যায় ১৬৪)

মনু অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের মতে ২০০ খৃষ্টাব্দের এবং ভিন্‌সেন্ট্ স্মিথের মতে ৫ম শতাব্দীর লোক।

মূল রামায়ণ ও মহাভারত খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর রচনা হইলেও খৃষ্টপর ষষ্ঠ শতাব্দী, হয়ত দশম শতাব্দী, পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে নব নব রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়া চলিয়াছিল। তৎসত্ত্বেও মূল রামায়ণে গণেশের উল্লেখ কোথাও নাই। অপ্রাচীন উত্তরাকাণ্ডের স্পষ্ট-স্বীকৃত প্রক্ষিপ্ত ৪র্থ সর্গে গণেশ নাম একবার আছে, কিন্তু শিবকেই সেই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রাবণ শিবকে স্তব করিতে করিতে একস্থানে বলিতেছেন—

> "গণেশো লোকশম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ।
> মহাভাগো মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী মহেশ্বরঃ॥'

মহাভারতের অনুক্রমণিকা-পর্ব্বাধ্যায়ে গণপতি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠরূপে ব্যাসদেবের লেখকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছেন দেখিতে পাই।—

> "ততঃ সস্মার হেরম্বং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
> স্মৃতমাত্রো গণেশানো ভক্তচিন্তিতপূরকঃ
> তত্রাজগাম বিঘ্নেশো বেদব্যাসো যতঃ স্থিতঃ।
> পূজিতশ্চোপবিষ্টশ্চ ব্যাসেনোক্তস্তদানঘ
> লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়কঃ॥—৭৫—৭৭

কিন্তু মহাভারতের এই অনুক্রমণিকা যে মূল মহাভারতের অন্তর্গত ও সমকালের নয় তাহা মহাভারতেই স্বীকৃত হইয়াছে (আদি পর্ব্ব, ১ম অধ্যায়, ৫২ শ্লোক)। তাহা না হইলেও, মহাভারতের অনুক্রমণিকা অন্তত ৫০০ খৃষ্টাব্দের আগের রচনা (ম্যাক্‌ডোনেল)

মহাভারতের অন্য এক জায়গায় গণেশ্বর ও বিনায়ক নামের উল্লেখ আছে।—

এতে দেবা ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্ব্বভূতগণেশ্বরাঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব্বলোকানাং গণেশ্বরবিনায়কাঃ॥

অনুশাসন, ১৫০, ২৪।২৫।

বেদে প্রথমে ত্রিলোকের অধিষ্ঠাতা বলিয়া একই দেবতার তিন স্বরূপ কল্পনা করা হয়; পরে একাদশ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া তিন-এগার—তেত্রিশ দেবতা নির্দ্দিষ্ট হন; পরে সেই তেত্রিশ তেত্রিশ-কোটি হইয়া উঠিয়াছে—এককেই বহুরূপে জানাইবার রূপক হইতে মহাভারতে বেদস্বীকৃত তৃতীয় স্তরের তেত্রিশ জন দেবতাকেই গণেশ্বর বলা হইয়াছে, কোনো একটি বিশেষ দেবতাকে নহে। কিন্তু মহাভারতে যে তেত্রিশ জন গণেশ্বর বিনায়কের নাম আছে, তাঁরা কেউ বৈদিক দেবতা নন, তাঁরা গ্রামণী অর্থাৎ গ্রামের দেবতা, "যোগভূতগণাস্তথা"।

এইসব গ্রাম্য অপদেবতা প্রায়ই ক্ষেত্রপাল হয়। বরাহপুরাণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—গৌরী গণেশ শিব কার্ত্তিকেয় আদিত্য ও মাতৃগণ সকলেই ক্ষেত্রপাল—তাঃ ক্ষেত্রদেবতাঃ সর্ব্বাঃ (১৭।৩৪)। সেইজন্য গণেশের মুখ শস্যধ্বংসকারী শ্রেষ্ঠপশু হাতীর মতন, এবং তাঁর বাহন কৃষির শত্রু মূষিক। লক্ষ্মী, যিনি কৃষিসম্পদ, তাঁর বাহন মুষিক-ভক্ষক পেচক। স্কন্দপুরাণে আছে—গণেশ হস্তে অঙ্কুশ মুষল লাঙ্গল পরশু ধারণ করিয়া থাকেন; ঐ সমস্তই কৃষি ও পশুপালনের অস্ত্র; সুতরাং এই সমস্ত উপকরণ গণেশকে কৃষির দেবতা বলিয়াই সূচিত করিতেছে।

শিব-দুর্গাও আদিতে সমাজের নিম্নস্তরের লোকদেরই দেবতা ছিলেন, তাঁদের নাম ও রূপ হইতেই কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়—শিব গিরিশ, পশুপতি, জটাধারী, শ্মশানবাসী, দরিদ্র, দুর্গা পার্ব্বতী। শিব ও পার্ব্বতী বহুবার ব্যাধ কিরাত ভিল্ল শবর ও শবরীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, বহু পুরাণের বিবিধ উপাখ্যানে দেখা যায়। দুর্গোৎসবের নাম শবরোৎসব। সেই উৎসবে অশ্লীল বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা দেবীর প্রীতি অর্জ্জন করিতে শাস্ত্রের উপদেশ আছে (কালিকা-পুরাণ)। শিব-দুর্গাও ক্ষেত্রপাল, এইজন্য কৃষিসম্পদের চিহ্নস্বরূপ নবপত্রিকা দুর্গাপূজার প্রধান অঙ্গ। বাঙালীর হাতে শিবদুর্গা একেবারে কৃষক গৃহস্থ সাজিয়াছেন; তাঁরা কখনো বা কাপাস বুনিয়া তাঁতির মতন কাপড় বুনেন, কখনো বা শাঁখা বেচিবার জন্য ফেরিওয়ালা হন (শিবায়ন)।

এই শিবদুর্গা পরে গণেশের পিতামাতা হইয়া পড়েন। শিবদুর্গা যখন নিম্নস্তর হইতে বেগ লাভ করিয়া সমাজের উপরের স্তরের লোকদের বাধ্য করিয়া নিজেদের দেবতা বলিয়া স্বীকার করাইতেছিলেন এবং তাদের উচ্চ কল্পনায় ক্রমশ সংস্কৃত হইয়া মহাদেবের

ও মহাশক্তির মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন, তখন গণেশও উচ্চ স্তরে স্বীকৃত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অনুমানের সমর্থক প্রমাণ গণেশের বহুবিধ জন্মবিবরণ ও উপাখ্যান হইতে পাওয়া যায়।

স্কন্দপুরাণের মহেশ্বর-খণ্ডের অন্তর্গত কেদারখণ্ডে এই উপাখ্যানটি আছে—

গণেশ যে শিবেরই পুত্র তা না জানিতেন গণেশ, আর না জানিতেন শিব। কাজেই "গণেশ্বর বহুকাল অজ্ঞানবশে প্রাকৃতজনবৎ শিববিরোধী ছিলেন।" তার ফলে স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য শিব ও গণেশের সংগ্রাম হয়; তাতে শিব গণেশের মুণ্ড ছেদন করেন। তখন শিবশক্তি পার্ব্বতী আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, শিবকে গণেশের প্রকৃত পরিচয় জানাইয়া পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। তখন শিবশক্তির অনুরোধে শিব শক্তিপুত্রের কবন্ধ দেহে গজমুণ্ড যোজনা করিয়া তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দেন। তখন স্থির হইল শিব ও গণেশ অভেদ, এবং গণেশ-ঠাকুরও ঠেকিয়া এই জ্ঞান লাভ করিলেন যে "এই চরাচর সমস্ত লোক শিব ও শিবশক্তি যোগেই সংশ্রিত।" সেই হইতে গণেশকে সম্মানিত ও গণেশজননীকে প্রীত করিবার জন্য শিব সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে গণেশের অর্চনা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

এই উপাখ্যানটির একটু রূপান্তর দেখা যায় শিবপুরাণে। শিব তাঁর গণ লইয়া নানাস্থানে বিচরণ করিতেন, পার্ব্বতী একাকী অরক্ষিত গৃহে থাকিতেন। নিজের পাহারার জন্য পার্ব্বতী এক তাল কাদা দিয়া একটি পুতুল গড়িয়া তাতে প্রাণসঞ্চার করিলেন ও তাকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। পুতুলের উপর হুকুম হইল কাহাকেও পার্ব্বতীর গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে না। শিব গণ লইয়া ফিরিয়া আসিলে সেই প্রাণবান্ পুতুল তাঁকেও বাধা দিল। কাজে-কাজেই শিবের সঙ্গে পুতুলের যুদ্ধ। ফল—শিব কর্ত্তৃক পুতুলের মুণ্ডচ্ছেদ। পার্ব্বতী খবর পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সৃষ্টি ধ্বংস করিতে উদ্যত। ভবানী-ভ্রূকুটিভঙ্গে ভীত ভবেশ নন্দীকে তাড়াতাড়ি পাঠাইলেন—যার হয় একটা মুণ্ড আনিয়া জোগাও, সেইটা জুড়িয়া পুতুলটাকে বাঁচাই, নহিলে আর রক্ষা নাই। নন্দীটা ভূত, বানরমুখ, মোটা-বুদ্ধি; সাম্‌নে পাইল একটা ঘুমন্ত হাতী, তারই মাথাটা কাটিয়া আনিল; আর ভূতনাথও কালবিলম্ব না করিয়া হাতীর মাথাটাই জুড়িয়া পুতুলকে জীবন্ত করিয়া দিলেন, তাতে যে পার্ব্বতীপুত্রের শ্রী কেমন হইল সেদিকে লক্ষ্যও করিলেন না। কিন্তু সেই অদ্ভুতমূর্ত্তি পুতুলকে দেখিয়া পার্ব্বতীর হর্ষ-বিষাদ হইল, কোপ শান্ত হইল না। তখন তাকে গণদিগের অধিপতি করিয়া ও সকল দেবতার পূজার আগে পূজা নির্দ্দেশ করিয়া মহাদেব গৃহিণীর ক্রোধ হইতে কোনো রকমে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিলেন।

এই দুই আখ্যায়িকা হইতে এই বুঝিতে পারা যায় শিব ও গণেশ অপরিচিত দুই সমাজের দেবতা ছিলেন এবং একের দেবতাকে অপরের দ্বারা স্বীকার করাইতে

অনেক আপত্তি ও বাধা উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এই প্রাথমিক বৈরিতা শেষে এই রফায় নিষ্পত্তি হয় যে উঁহাদের উভয়ের মধ্যে পিতাপুত্র সম্পর্ক পাতাইয়া দেওয়া হোক। কিন্তু পিতা যিনি তিনি ত পুত্র অপেক্ষা পূজ্যতর ও মাননীয়, ইহাতে শিবেরই প্রাধান্য রহিয়া গেল। এই ব্যবস্থা গাণপত্যদের মনঃপূত হইল না, তারা আপত্তি তুলিতে লাগিল। সেই বিরোধও মিটাইবার চেষ্টা পুরাণের মধ্যে দেখিতে পাই।—

লিঙ্গপুরাণ বলেন দৈত্যগণের বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য স্বয়ং শঙ্কর উমাগর্ভে সুরেশ্বর গণপতি রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুরপতিগণ সেই অভীষ্টপ্রদ গণেশরূপী মহেশ্বরকে স্তব করেন (১০৪-১০৫ অধ্যায়)। এই পুরাণে গণেশের আকার বা গুণের কোনো বর্ণনা নাই। গণেশ ও মহেশ এক মনে করিয়া গণেশের হাতীর মাথাতেও জটা আছে কল্পনা করা হইয়াছিল। গণেশের ৫১ নামের মধ্যে আমরা পাই—"জটী মুণ্ডী তথা খড়্গী বরেণ্যো বৃষকেতনঃ" (শারদাতিলকের টীকায় রাঘবভট্ট)। স্কন্দপুরাণে কপর্দী পঞ্চবক্ত্র নীলকণ্ঠ নামও গণেশকে দেওয়া হইয়াছে।

গণেশ ও মহেশ এক প্রতিপন্ন করিয়া যখন গাণপত্য ও শৈব সম্প্রদায়ের বিরোধ নিষ্পত্তি হইল, তখন আবার উক্ত দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের বিরোধ বাধে। অমনি তারও সুমীমাংসা হইয়া গেল হরিহরমূর্তি হরগৌরীমূর্তি কৃষ্ণকালীমূর্তি প্রভৃতির পরিকল্পনায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের গণেশখণ্ডে আছে যে শ্রীকৃষ্ণই গণেশরূপে জন্মগ্রহণ করেন— 'গণেশরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কল্পে কল্পে তবাত্মজঃ।" প্রথমে গণেশ 'মুখং নিরুপমং বিভ্রচ্ছারদেন্দু-বিনিন্দিকম্'; শনির দৃষ্টিতে সেই মাথা উড়িয়া গেলে গজমুণ্ড সংযোজিত হয়।

বরাহ মৎস্য ও স্কন্দ পুরাণেও আছে যে গণেশ জন্মাবধিই গজমুণ্ড নন; প্রথমে

প্রদীপ্তাস্যো মহাদীপ্তঃ কুমারো ভাসয়ন্ দিশঃ
পরমেষ্ঠিগুণৈর্যুক্তঃ সাক্ষাদ্ রুদ্র ইবাপরঃ॥

বরাহ-পুরাণের মতে গণেশ মহাদেবের হাস্য হইতে সমুৎপন্ন হন। কিন্তু

উমানিমেষনেত্রাভ্যাং তম্ অপশ্যত ভামিনী।
তং দৃষ্ট্বা কুপিতো দেবঃ স্ত্রীস্বভাবকচঞ্চলং তথা॥
মত্বা কুমাররূপস্ত শোভনং মোহনং দৃশাম্
ততঃ শশাপ তং দেবো গণেশং পরমেশ্বরঃ॥
কুমার গজবক্ত্রস্ ত্বং প্রলম্বজঠরস্ তথা
ভবিষ্যসি তথা সর্পৈর্ উপবীতগতির্ ধ্রুবম্॥—বরাহ, ২৩ অধ্যায়

শিব স্বীয় পত্নীকে তদীয় হাস্যসমুৎপন্ন কুমারের শ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইতে দেখিয়া শাপ দিয়া তাঁকে কুৎসিত করেন।

অন্য পুরাণে এই কবন্ধ হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেওয়া হইয়াছে। পার্ব্বতীর অত্যন্ত সাধ যে একটি ছেলে হয়। একদিন তাঁর অঙ্গরাগের সময় তাঁর দাসীরা যে গাত্রমল তোলে তাহা দিয়া পার্ব্বতী একটি পুতুল গড়িতে আরম্ভ করেন। তখনো পুতুলের মাথা গড়া হয় নাই, শিব সেখানে আসিয়া পড়িলেন ও সেই পুতুল দেখিয়া বলিলেন—'তোমার বড় পুত্র পাইবার সাধ, ঐ পুতুল তোমার পুত্র হোক।' দেববাক্য ব্যর্থ হইবার নয়। যেমন বলা অমনি ফলা—কবন্ধ পুতুল জীবন্ত হইয়া উঠিল। তখন অগত্যা তার ধড়ে হাতীর মাথা জুড়িয়া দেওয়া হইল।

বামন-পুরাণে পার্ব্বতীর গাত্রমল হইতেই একেবারে গজাননের জন্ম, কবন্ধ দেহে গজমুণ্ড যোজনার ব্যাপার নাই (৫৪ অধ্যায়)।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বলেন—পার্ব্বতী পুত্রলাভের জন্য ব্যস্ত হইলে মহেশ্বর পার্ব্বতীর রক্তবর্ণ বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া তাহাই পরিহাসচ্ছলে পার্ব্বতীর কোলে দিয়া বলিলেন—এই তোমার ছেলে। অমনি দেববাক্য ফলিয়া গেল; বস্ত্রাঞ্চলই জীবন্ত শিশু হইয়া পড়িল। কিন্তু সেই শিশুর মাথা উত্তর দিকে ছিল বলিয়া খসিয়া গেল এবং তখন তার স্থানে গজমুণ্ড জোড়া হইল। রক্তবস্ত্র হইতে দেহ উৎপন্ন বলিয়া গণেশ রক্তবর্ণ। কিন্তু তন্ত্রের মতে—দন্তা-ঘাত-বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দূর-শোভাকরং—দন্তাঘাতে বিদারিত শত্রুশরীরের রক্তে অনুলিপ্ত বলিয়া গণেশ রক্তবর্ণ।

বরাহ, মৎস্য, অগ্নি, শিব, ভবিষ্য, বামন ও গরুড় পুরাণে গণেশের প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান আছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই তাদের মধ্যে ঐক্যের চেয়ে পার্থক্য অধিক।

দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত সুপ্রভেদাগমতন্ত্রে গজবক্ত্র গণেশের জন্মের বিবরণ পুরাণ হইতে স্বতন্ত্র। শিব-পার্ব্বতী হিমালয়-সানুতে ভ্রমণ করিতে গিয়া গজমিথুন দেখিয়া নিজেরাও গজরূপ ধারণ করিয়া বিহার করেন ও তার ফলে গজবক্ত্র-পুত্রের জন্ম হয় (৪৩ পটল)।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে আছে যে কার্ত্তিক জ্যেষ্ঠ, গণেশ কনিষ্ঠ। কার্ত্তিক গণেশ দুজনেই বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া আগে আমি বিবাহ করিব বলিয়া বাবার কাছে আব্‌দার ধরেন। শিব বলিলেন, যে পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া আগে ফিরিতে পারিবে তারই আগে বিবাহ হইবে। কার্ত্তিক দ্রুতগামী ময়ূরবাহনে

উড়িয়া পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইলেন; কিন্তু মূষিকবাহন গণেশ পিতামাতাকে সাতবার প্রদক্ষিণ কবিয়া বিবাহ দাবী করিলেন। শিব কারণ জিজ্ঞাসা করাতে গণেশ বলিলেন—"পিতামাতা সর্ব্বতীর্থময়; তাঁদের আমি সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া আমার অঙ্গীকার পালন করিয়াছি।" এইরূপে গণেশ ফাঁকি দিয়া আগে বিবাহ করেন, এবং কার্ত্তিক কুমারই রহিয়া যান। এখন আগে বিবাহের নজিরে গণেশই জ্যেষ্ঠ বলিয়া লোকসমাজে পবিচিত হইয়াছেন।

কার্ত্তিকেয় বা স্কন্দও আদিতে বিঘ্নকারক গণপতি ছিলেন (মহাভারত, বনপর্ব্ব, স্কন্দ-উপাখ্যান)। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে বহুস্থানে বলা হইয়াছে শিব ও স্কন্দ এক অভিন্ন। স্কন্দ-পুবাণে কুমাবনাথ চোরের দেবতা, তিনি চোরশাস্ত্র রচনা কবেন। কালীও চোব-ডাকাতের দেবতা "এবং নানা-ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজিতা সর্ব্বদস্যুভিঃ।" চৈতন্য-ভাগবতেব কাল পর্য্যন্ত কালী দুর্গা চণ্ডী চোবের উপাস্য দেবতা ছিলেন দেখিতে পাই।

গণেশেব কবন্ধদেহে যখন গজমুণ্ড সংযোজিত হয় তখন সেই গজমুণ্ডে দুটি দন্তই ছিল। একদা পরশুবাম শিবদুর্গাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিবার জন্য কৈলাসে গিয়া হবপার্ব্বতীব ঘরে ঢুকিতে গেলে দ্বাববান্ গণেশ পরশুবামকে বাধা দেন। তখন পরশুরাম গণেশেব সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অমনি গণেশ পবশুবামকে শুঁড়ে জড়াইয়া চৌদ্দ ভুবন ভ্রমণ কবাইয়া ও সপ্ত সমুদ্রে চুবাইয়া ফিবাইয়া আনিলেন। পরাহত পবশুবাম তখন গণেশেব প্রতি পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। শৈব অস্ত্রের সম্মান বক্ষার জন্য গণেশ একটি দন্তে সেই অস্ত্র দন্তে গ্রহণ কবেন এবং পবশুধাবে সেই দন্ত কাটা পড়ে (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, গণেশ-খণ্ড)। মতান্তরে এই গল্পটিব নায়ক পবশুবাম নহেন,—রাবণ। কেউবা বলেন—বাবণ যে গণেশেব দাঁত ভাঙিয়া দিয়াছিলেন তাহা কোনো-বকম ক্রোধেব বশবর্ত্তী হইয়া নয়; তাঁর পাশা খেলার পাশ্‌টি ও গুটি করিবার জন্য রাবণ গণেশের একটি দাঁত ভাঙিয়া লইয়াছিলেন। আবাব কেউবা বলেন—খেলা কবিতে কবিতে দুই ভাইয়ে ঝগড়া হওয়াতে কার্ত্তিক গণেশেব একটি দাঁত ভাঙিয়া দেন।

তন্ত্রের কল্পনা আবাব ভিন্ন রকম। এক সময়ে গণেশের ভক্তেরা গণেশকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর লাড়ু খাওয়াইয়াছিল। লাড়ুবোঝাই লম্বোদর বাহন ইঁদুরের পিঠে চড়িয়া বাড়ী ফিবিতেছিলেন। ইঁদুর বেচারা লাড়ুবোঝাই লম্বোদরকে কষ্টে বহন করিয়া যাইতেছিল; তার উপর পথে এক সাপ দেখিয়া ইঁদুর ভড়্‌কাইয়া উঠিল; তাতে গণেশ-ঠাকুর টলিয়া পড়িয়া গেলেন এবং তাঁর লাড়ুবোঝাই পেটটি

ফাঁসিয়া গেল। গণেশের ফাটা পেট হইতে অত সাধের লাড়ুগুলা সব বাহির হইয়া পড়িতেছিল; গণেশের first aid to the wounded জানা ছিল, অমনি চট করিয়া সাপটাকে ধরিয়াই পেটে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ফেলিলেন, যেমন করিয়া চাষারা খড় দিয়া ফাটা ফুটি বাঁধে। তাহা দেখিয়া দেবতারা বিদ্রূপ করিয়া হাস্য করেন; গণেশ ক্রুদ্ধ হইয়া বেয়াদব দেবতাদের মারিবার মতন কোনো প্রহরণ হাতের কাছে না পাইয়া নিজেরই একটা দাঁত উৎপাটন করিয়া দেবতাদের প্রহার করেন। সেই হইতে দাঁতটি তাঁর হাতের অস্ত্র হইয়া আছে। এবং সাপটি হইয়াছে উপবীত। (সুপ্রভেদাগমতন্ত্র)

গণেশ তাঁর বাহন ইঁদুরটি পাইয়াছিলেন পৃথিবী-দেবীর নিকট হইতে জন্মদিনের উপহার। গণেশের জন্মদিনে অনেক দেবতাই অনেক উপহার দিয়াছিলেন—

সরস্বতী দদৌ তস্মৈ লেখনীং বর্ণলোচনা।
জপমালাং দদৌ ব্রহ্মা, ইন্দ্র গজরদং দদৌ॥
পদ্মং পদ্মাবতী প্রাদাদ্, ব্যাঘ্রচর্ম্ম দদৌ শিবঃ।
বৃহস্পতির্ যজ্ঞসূত্রং, পৃথ্বী মূষিকবাহনম্॥
বরাহ-পুরাণ।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে গণেশের হাতের দাঁতটি ইন্দ্রের হাতীর দাঁত, গণেশের জন্মদিনে ইন্দ্রের দেওয়া উপহার।

আগে বহু গণপতি ছিলেন—শিব, গণেশ, কার্ত্তিক, নন্দী, কালভৈরব, বিরূপাক্ষ, কুবের,—এঁরা সবাই গণেশ বা গণপতি। নারসিংহ-পুরাণের ২৬ অধ্যায়ে বিনায়কের যে স্তব আছে তাতে গণপতিকে "ভববক্ত্রসমুদ্ভূত বিনায়ক" বলা হইয়াছে। লিঙ্গ-পুরাণ বলেন—বহু গণপতি ও গণেশ্বর মিলিত হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত জটাধর-বচনে পাই—

আদিত্যা বিশ্ববসবস্তুষিতা ভাস্বরানিলাঃ।
মহারাজিকসাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ গণদেবতাঃ।

শারদাতিলকের টীকায় রাঘবভট্ট ৫১ জন গণেশের নাম করিয়াছেন; বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রে ৫৪ জন গণেশের ধ্যান ও স্তব আছে।

এইসব নানা গণপতির রূপ গুণ ও মর্য্যাদা ক্রমশঃ একস্থানে সম্মিলিত ও এক দেবতায় আরোপিত হইয়া বর্ত্তমান গণেশের উদ্ভব হইয়াছিল বোধ হয়। নাম-সাদৃশ্য হইতে জ্ঞানী বৃহস্পতির গুণ গণেশে সংক্রামিত ও আরোপিত হইয়া গণেশ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠেন।

ক্রমশঃ লোকের দেবকল্পনা উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইলে বিঘ্নেশ গণেশ বিঘ্ন-নাশন হইয়া উঠিলেন।

শাস্ত্রের ন্যায় সাহিত্যের ভিতর দিয়াও গণেশ-ঠাকুরের আবির্ভাব ও প্রভাব অনুসরণ করিতে পারা যায়। পঞ্চতন্ত্র পঞ্চম শতাব্দীর রচনা; তার আরম্ভ হইয়াছে বহুদেবতাকে প্রণাম করিয়া, কিন্তু সেই দেববর্গের মধ্যে গণেশের নাম নাই। বৎস, ভট্টি, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোনো কবির কোনো গ্রন্থে গণেশের উল্লেখ নাই। ঐ যুগের প্রস্তরলিপিতেও গণেশের নাম পাওয়া যায় না। ভরতের নৃত্যশাস্ত্র বা নাট্যশাস্ত্র যত রাজ্যের দেবতার নাম করিয়াছে, কিন্তু গণেশের নাম করে নাই। বাণভট্ট ও ভবভূতি ৭ম শতাব্দীর কবি। বাণভট্টের কাদম্বরীতে গণেশের উল্লেখ আছে; সাহিত্যে এই প্রথম হস্তীমুণ্ড গণপতির সহিত সাক্ষাৎ; কিন্তু এখানে গণপতি গন্ধর্ব্ব কিন্নর প্রভৃতি গণদিগের সহচর মাত্র, স্বাধীন দেবতা নহেন। ভবভূতির মালতীমাধবে সর্ব্বপ্রথমে গণেশের পূজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই।—

নান্দী

নৃত্য করে শূলপাণি তাধিয়া তাধিয়া,
মৃদঙ্গ বাজায় নন্দী আনন্দে মাতিয়া।
তাহা শুনি ডাকি উঠে কার্ত্তিক-ময়ূরে,
ফণিপতি ভয়ে পশে গণপতি-শুঁড়ে।
চীৎকার করিয়া কাঁপে ভয়ে গজানন,
গণ্ড হতে ভৃঙ্গ গুঞ্জি করে পলায়ন।
এই সেই সিদ্ধিদাতা দেব বিনায়ক
চিরকাল তোমাদের হউন রক্ষক।

—মালতীমাধব, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ।

যে-সব পুরাণে গণেশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দেখি সেগুলি সবই দাক্ষিণাত্যে রচিত। ভবভূতিও দাক্ষিণাত্যের কবি। এখনও দাক্ষিণাত্যেই গণপতির পূজা ও প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। গণেশের মহিমা বৃদ্ধির জন্য দ্রাবিড় দেশে অথর্ব্ববেদের অনুকরণে একখানি জাল বৈদিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তার নাম গণেশাথর্ব্বশীর্ষ। ইহা ৮ম শতাব্দীরও পরের রচনা। এই-সব নানা কারণে মনে হয় গণেশ ঠাকুরের প্রথম জন্ম দক্ষিণ দেশেই।

গণেশের মূর্ত্তি কবে হইতে গঠিত হইয়া পূজিত হয় ঠিক বলা যায় না। বেদ-সংহিতায় দেব-প্রতিমা ও স্বতন্ত্র দেব-মন্দিরের কোনো প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগে গণেশের উৎপত্তিও হয় নাই।

মনুসংহিতা রচিত হইবার (২০০-৪০০ খৃঃ) পূর্ব্বে প্রতিমা-পূজা প্রবর্ত্তিত হয়, কারণ উহাতে দেবপ্রতিমা ও দেবল ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু দেবলের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে (৩।১৫২ এবং ৯।২৮৫)।

পৌরাণিক যুগে গণেশ পূজ্য হইয়া উঠিলেও বিরুদ্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পুরাণে গণেশ প্রভৃতির পূজা হীন বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

সৌরস্য গাণপত্যস্য শৈবাদের ভূবিমানিনঃ
শাক্তস্য বৈষ্ণবো বারি হস্তেহন্নং পরিত্যজেৎ।
সঙ্গ বিবর্জ্জয়েৎ শৈবশাক্তাদীনান্তু বৈষ্ণবঃ
ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস তেষাং দ্রব্যম্ অমেধ্যবৎ॥

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১০০ অধ্যায়

বৈষ্ণব ব্যক্তি সৌর গাণপত্য শৈব শাক্ত প্রভৃতির ছোঁয়া জল ও অন্ন ও সঙ্গ বর্জ্জন করিবেন এবং তাঁদের কাছে প্রার্থনাও করিবেন না ও তাঁদের দ্রব্য অশুচি মনে করিয়া পরিহার করিবেন।

এইরূপ পরসম্প্রদায়বিদ্বেষ ও ধর্ম্মকলহ অন্যান্য পুরাণেও অল্পবিস্তর আছে; এমন কি বেদ সম্বন্ধেও পক্ষপাত দেখা যায়

সামধ্বনাবৃগ্‌-যজুষী নাধীয়ীত কদাচন।
বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ।
ঋগ্বেদো দেবদৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাত্তস্যাশুচিধ্বনিঃ॥

মনুসংহিতা, ৪ অধ্যায়, ১২৩-১২৪ শ্লোক

সামবেদের শব্দ কানে গেলে ঋক্‌ যজু পাঠ বন্ধ করিবে—ঋগ্‌বেদ দৈব যজুর্ব্বেদ মানুষ-সম্বন্ধীয়, এবং সামবেদ পিতৃপুরুষ-সম্পর্কীয়—সুতরাং তাহা ভূতের ব্যাপার, এবং সেইজন্য তার ধ্বনি ভূতুড়ে বলিয়া অশুচি।

এইরূপ বিবাদের মধ্য দিয়া সকল ধর্ম্মমতকেই প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতে হইয়াছে গণেশও নির্ব্বিবাদে পূজা আদায় করিতে পারেন নাই।

সে যাই হোক, সর্ব্বপ্রাচীন গণেশ-মূর্ত্তি যাহা দেখা যায় তাহা নেপালে পশুপতিনাথ শিবমন্দিরের উত্তর প্রাচীরে। ঐ মন্দির অশোকের কন্যা চারুমতী খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে

নির্ম্মাণ করান। উহার প্রাচীরগাত্রের গণেশমূর্ত্তি মন্দিরের সমকালে বা পরবর্ত্তী কালে গঠিত তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন। (Archæological Survey of Mayurabhanja—N. N. Bose.)

এলোরা গুহামন্দিরের দুই স্থানে করিবদন গণেশের মূর্ত্তি আছে (Cave Temples by Fergusson)। এলোরার গুহামন্দির ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হয়। যোধপুরের উত্তরপশ্চিমে ২২ মাইল দূরে ঘাটিয়ালা নামক স্থানে একটি স্তম্ভগাত্রে চারিটি গণপতি-মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। স্তম্ভটি ৮৬২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত (Ep. Ind., Vol. IX, p. 277)।

ভবিষ্যপুরাণ পার্জিটার সাহেবের মতে ৭ম শতাব্দীর রচনা, তবে উহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত পরবর্ত্তী রচনা যত আছে অত অন্য কোনো পুরাণে নাই। সে যাই হোক, ঐ পুরাণে দেখা যায়, বিনায়কের স্বতন্ত্র মন্দির তখনো রচিত হয় নাই, বিনায়ক শাকদ্বীপী মগ ব্রাহ্মণদের সূর্য্যমন্দিরে পূজিত হইতেন।

বৌদ্ধরা তান্ত্রিক হইয়া উঠিবার পর হিন্দু দেবদেবীকে নিজেদের দেবব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লয় এবং নিজেদের দেবমূর্ত্তির সঙ্গে-সঙ্গে সে-সব মূর্ত্তিও গঠন করিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ৩০০ বৎসর পরে প্রথম বুদ্ধমূর্ত্তি গঠিত হইতে আরম্ভ করে। তারও অনেক পরে তাঁরই অনুচররূপে তাঁর মূর্ত্তির পার্শ্বচর হিন্দুদেবমূর্ত্তি গঠিত হয়। কিন্তু ললিতবিস্তর বলেন যে বুদ্ধদেবের জন্মের সময় তাঁকে গণেশ স্কন্দ শিব প্রভৃতির মূর্ত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। প্রাথমিক বৌদ্ধ যুগের একটি মূর্ত্তিতে দেখা যায় বিঘ্নান্তক গণপতি বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের বিঘ্ন নিবারণ করিতে নিযুক্ত আছেন (Assistant au nirvāna du Çakyamuni.—A. Foucher, L'Iconographie Bouddhique)। অপর একটি বৌদ্ধ শিলাচিত্রে পাওয়া গিয়াছে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-সময়ে মূষিকবাহন গণেশ, ময়ূরবাহন কার্ত্তিক, বৃষভবাহন শিব ও গজবাহন ইন্দ্র উপস্থিত হইয়াছেন।

On reconnait aisément parmi les personnages accessoires de scenes de la vie du Buddha, Ganeśa sur son rat, Kartikeya sur son paon, Indra sur son éléphant, Çiva sur son taureau, etc.—A. Foucher, L' Iconographie Bouddhique.

নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধ অন্য দেবতার মন্দিরে গণেশের পূজা হয়, গণেশের স্বতন্ত্র মন্দির বড় একটা দেখা যায় না। চীন জাপান মঙ্গোলিয়া যবদ্বীপ প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানেও গণেশের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রে গণেশের নাম বিনায়ক; জাপানীরা সেই শব্দকে উচ্চারণ করে বিনয়কিয়। কিন্তু ঐসব দেশে গণেশের ভিন্ন স্বতন্ত্র মন্দির গঠিত হয় নাই

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে গৌড়ে শৈব কৌমার প্রভৃতি ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল (নগেন্দ্রনাথ বসু); কিন্তু গাণপত্য মতের প্রাধান্য বা প্রাদুর্ভাব জানিতে পারা যায় না।

গণেশের ভক্তরা তাঁকে প্রাধান্য দিবার চেষ্টা করাতে তাঁদের সঙ্গে সন্ধিস্বরূপ গণেশের পূজা সর্ব্বদেবতার অগ্রে স্বীকৃত হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই, এবং গাণপত্য সম্প্রদায়ও বিস্তৃত ও প্রবল হয় নাই।

[এই প্রবন্ধ রচনায় আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তি, পুস্তক ও প্রবন্ধের সাহায্য পাইয়াছি :—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; সিদ্ধিদাতা গণেশ—শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার (বঙ্গদর্শন ১৩১০); গণেশপূজা—৺ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (বঙ্গদর্শন ১৩১০); গণেশ-প্রসঙ্গ—শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার (বঙ্গদর্শন ১৩১০); ঠাকুর পূজার ইতিহাস —শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার (প্রবাসী ১৩১৯); ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়; Encyclopaedia of Religion and Ethics; Religious Sects of the Hindus—H. J. Wilson; Elements of Hindu Iconography—T. Gopinatha Rao; L' Iconographie Bouddhique—A. Foucher; Archaeological Survey of Mayurbhanj—Nagendranath Basu; etc.]

গণেশ-বন্দনার টীকা

বেদ অন্ত দরশনে—বেদান্ত দর্শনে। যে দর্শন-শাস্ত্র বেদ রচনার অন্তে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, উপনিষদাদি গ্রন্থ।

ব্রহ্ম করি জারে ভনে—বেদান্ত দর্শনের মূল মত এই যে ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় দেবতা নাই। অতএব সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে যে দেবতার বন্দনা তিনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই।

"ব্রহ্মেতি যং ব্রহ্মবিদো বদন্তি, তং শম্ভুসূনুং সততং ভজামি।"
—তন্ত্রসারে গণেশের স্তোত্র।

বেদান্ত-গীতং পুরুষং ভজেহম্।—তন্ত্রসার।

পুরুষ প্রধান—বেদে পুরুষ নামে এক শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন। পরে তাঁর মাহাত্ম্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভাগাভাগি করিয়া লন। (ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।) সাংখ্য-দর্শনের মতে পুরুষ অর্থে প্রকৃতির শক্তিকে যিনি পরিপূরণ করেন—যিনি প্রকৃতিও নন, বিকৃতিও নন; পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতির প্রচেষ্টা হয় না। অতএব পুরুষপ্রধান মানে শ্রেষ্ঠ দেবতা। তুঃ—

বিশ্ববীজ ব্রহ্মময় বেদান্তে ব্রহ্মাদি কয় অন্যমতে প্রধান পুরুষ।
—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে গণেশ-বন্দনা।

হেতু অন্তরায় পতি—অন্তরায় বা বিঘ্নের যিনি হেতু বা কারণ এবং যিনি বিঘ্নের পতি বা শাস্তা; অর্থাৎ যিনি বিঘ্ন ঘটান ও বিঘ্ন দূর করেন।

নাথ—সংস্কৃত নক্ত > প্রা° নক্থ।

নিগম—বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র; ন্যায় শাস্ত্র। [নি (নিয়ত)+গম্ (যেথানে মানুষেরা গমন করে)+অ] নিগম=বেদশাস্ত্র; আগম=মন্ত্রবিধি-শাস্ত্র।—শ্রী জীবপাদ-রচিত ভক্তিসন্দর্ভ, ২০৭ সংখ্যা।

পুরাণ—বিশেষ বিশেষ দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক পঞ্চলক্ষণান্বিত ধর্ম্মশাস্ত্র, সংখ্যায় অষ্টাদশ, উপপুরাণও অষ্টাদশ।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥—কূর্ম্মপুরাণ।

গিরিসুতা-অঙ্গজনু—হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীর অঙ্গ হইতে জাত পুত্র। [অঙ্গজন= অঙ্গ+জন্+উ] তুলনীয়—ভরদ্বাজ-অঙ্গজনু।—কাশীরাম দাসের মহাভারত।

তব অঙ্গজনু ত্যজিব এ তনু।—অন্নদামঙ্গল।

খর্ব্ব সুপিবর-তনু—গণেশ আদিতে সুপুরুষ ছিলেন, তাঁকে দেখিয়া পার্ব্বতীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে শিব গণেশকে শাপ দিয়া খর্ব্ব ও পীবর অর্থাৎ স্থূলকায় করিয়া দেন (বরাহ-পুরাণ, ২৩ অধ্যায়)।

য়েকদন্ত কুঞ্জর-বদন—গণেশের একদন্ত ও গজমুণ্ড হইবার কারণ গণেশের উৎপত্তির ইতিহাসে দ্রষ্টব্য—৫, ৯, ১১, ১২, ১৩ পৃষ্ঠা।

নিঘ্ন—(নি+ হন্+অ) আয়ত্ত, বশীভূত, আশ্রয়। যাঁকে প্রণাম করিয়া বশীভূত করা যায় তিনি "প্রণত জনের নিঘ্ন।"

বিঘ্ন—বিঘ্ন।

চারী পুরুসার্থের সাধন—চারি পুরুষার্থ—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—যাঁর কৃপায় পাওয়া যায়।

২ পৃষ্ঠা

বন্ধুক-ছটা—বন্ধুক বা বাঁধুলী ফুলের ন্যায় যাঁর অঙ্গের আভা। বাঁধুলী ফুল টকটকে লাল। পার্ব্বতীর রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র গণেশে রূপান্তরিত হইয়াছিল (বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ) বলিয়া গণেশ লোহিতাঙ্গ, অথবা তন্ত্রমতে "দন্তাঘাত-বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দূর-শোভাকরম্" দন্তাঘাতে বিদারিত অরি-শরীরের রুধিরে সিন্দূরবর্ণ।

জটা—শারদাতিলকের টীকায় রাঘব-ভট্ট যে ৫১ জন গণেশের নাম করিয়াছেন তার মধ্যে দেখিতে পাই—জটী মুণ্ডী তথা খড়্গী বরেণ্যো বৃষকেতনঃ। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে "কপর্দ্দী বিনায়ক" আছেন। কিন্তু গণেশের ধ্যানে বা স্তবে গণেশের জটার উল্লেখ পাওয়া যায় না। জটাধর শিব গণেশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন বলিয়া বোধহয় গণেশও জটাধর (গণেশের উৎপত্তির ইতিহাস, ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তুঃ—

যোগপাটা জপমাল জটাজূট শোভে ভাল
যথেষ্ট ভূষণ যবাঙ্কুশ।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্ম-মঙ্গলে গণেশ-বন্দনা।

কুম্‌কুম—কুঙ্কুম, জাফ্‌রান।

শুণ্ডে শোভে মাতুলুঙ্গ—মাতুলুঙ্গ মানে ডালিম বা ছোলঙ্গ নেবু (অমরকোষ ও রত্নমালা)। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী অথবা নারায়ণীয়া উপনিষদে গণেশের যে গায়ত্রীমন্ত্র আছে তার টীকায় সায়ণাচার্য্য গণেশের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—'বীজপূর-গদেক্ষু-কার্ম্মুকেত্যাগমপ্রসিদ্ধ-মূর্ত্তিধরং বিনায়কং প্রার্থয়তে।" বীজপূর মানে ডলিম। বৃহত্তন্ত্রকোষ গণেশ ও মহাগণেশের যে ধ্যান নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাতেও আছে—"হস্তপদ্মৈর্‌ দধানং দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরু্‌ করবিলসদ বীজপূরাভিরামম্‌।" গণেশমূর্ত্তি গঠনের ব্যবস্থায় রূপমণ্ডন নামক মূর্ত্তিগঠন-বিষয়ক শাস্ত্রে দাড়িম্বের উল্লেখ আছে।

শূনীদন্ত—বঙ্গবাসী ও বটতলা সংস্করণের পাঠ শৃলদণ্ড। শূনীদন্ত বা শূনদন্ত যদি শুনিদন্ত বা শুনদন্ত হয়, তবে মানে হয় কুকুরীর বা কুকুরের দন্ত। কিন্তু গণেশ স্বদন্তধৃক্‌—নিজের ভগ্ন দন্ত প্রহরণ রূপে ধারণ করেন, তিনি শ্বদন্তধারী কোথাও না। ইন্দ্র তাঁকে হস্তীদন্ত দিয়াছিলেন, তাহাও গণেশের প্রহরণ হইতে পারে, কিন্তু কুকুরের দাঁত অস্ত্র হওয়ার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় নাই।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে ইণ্ডিয়ান প্রেসের কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে পাঠ ছাপা হইয়াছে—"শৃণি দন্ত ইষ্ট পাশ করে।" শৃণি = অঙ্কুশ, দন্ত = স্বদন্ত, ইষ্ট = বর, পাশ = ফাঁদ।

শিবসুত লম্বোদর—গণেশের শিবসুত ও লম্বোদর হওয়ার বিবরণ গণেশের জন্ম-ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

শোঙরে—স্মরে = স্মরণ করে। স° স্মৃ > প্রা° সুমরিঅ = স্মরণ করিয়া, ও° সুমর। বিদ্যাপতিতে—সুমরইত = স্মরণ করিতে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে—সোঅরী, সোঙরী, = স্মরণ করিয়া।

সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি।—বলরাম দাস।

পরিধান দ্বিপ-চর্ম্ম—গণেশের জন্মের পর নানা দেবতা তাঁকে নানা বস্তু উপহার দিয়াছিলেন—

সরস্বতী দদৌ তস্মৈ লেখনীং বর্ণলোচনা।
জপমালাং দদৌ ব্রহ্মা, ইন্দ্র গজরদং দদৌ॥
পদ্মং পদ্মাবতী প্রাদাদ্‌, ব্যাঘ্রচর্ম্ম দদৌ শিবঃ।
বৃহস্পতির্‌ যজ্ঞসূত্রং. পৃথ্বী মূষিকবাহনম্‌॥

—বরাহ-পুরাণ।

শিব গণেশকে ব্যাঘ্রচর্ম্ম দিয়াছিলেন, গজাজিন নয়; সুতরাং পাঠ দ্বিপ-চর্ম্ম না হইয়া দ্বীপীচর্ম্ম হইলে সঙ্গত হয়—বঙ্গবাসী ও বটতলা সংস্করণে দ্বীপীচর্ম্ম পাঠই আছে। কিন্তু মাণিক-গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে গণেশ-বন্দনায় হস্তীচর্ম্মের উল্লেখ দেখা যায়—

পরি পরিধান ভাল পিলু পুণ্ডরীক-ছাল
ত্রিনয়ন মূষিকবাহন।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল, গণেশ-বন্দনা।

দুই করে কুশ—কুশ সফলতা ও সিদ্ধির চিহ্ন—"সঙ্কল্প্যা বর্হিষো যত্র তিষ্ঠন্তি ফলদায়িনঃ।"
মৎস্যপুরাণ, ১৫ অধ্যায়, ২ শ্লোক।

যোগপাটা—যজ্ঞোপবীত, পৈতা। দেবতা মাত্রেই ব্রাহ্মণ বলিয়া উপবীতধারী। গণেশের উপবীত লাভ হইয়াছিল বরাহপুরাণের মতে বৃহস্পতির নিকট হইতে জন্মদিনে উপহার পাইয়া—বৃহস্পতির্ যজ্ঞসূত্রম্, আবার মহাদেবের শাপে এই পৈতা সর্প হইয়াছিল—"ভবিষ্যসি তথা সর্পৈর্ উপবীতগতির্ ধ্রুবম্"।—বরাহপুরাণ, ২৩ অধ্যায়। আবার নাগযজ্ঞোপবীত হইবার উপাখ্যান দাক্ষিণাত্যের শিবসময়-পুরাণে ও ভবিষ্যোত্তর-পুরাণে আছে অনুরূপ—গণেশের ইঁদুর সাপ দেখিয়া ভয়চকিত হওয়াতে গণেশ পড়িয়া যান ও তাঁর পেট ফাটিয়া যায় এবং তিনি সেই সাপ জড়াইয়া ফাটা পেটে ব্যাণ্ডেজ বাঁধেন।

"নাগাননে নাগকৃতোত্তরীয়ে"—গণেশস্তোত্র, তন্ত্রসার।

গলাত নগুন দিল কপালেত ফোটা।
মাথাএ আলগ ছাতি বুকে জুগপাটা॥—গোরক্ষ-বিজয়।

অলীকুল মধুলোভে—গণেশের গজমুণ্ড হইতে সর্ব্বদা মদস্রাব হয়; সেই মদগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অলি বা ভ্রমর সর্ব্বদা গণেশের মুখের কাছে উড়িয়া উড়িয়া গুঞ্জন করে। গণেশের ধ্যানে আছে—মদগন্ধলুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলম্।

নিরন্তর তপস্তুতি—মদোল্লসৎপঞ্চমুখৈর্ অজস্রম্ অধ্যাপয়ন্তং সকলাগমার্থান্।
দেবান্ ঋষীন্ ভক্তজনৈকমিত্রং হেরম্বম্ অর্কারুণম্ আশ্রয়ামি॥
—গণেশস্তোত্র, তন্ত্রসার।

জাপকঃ সর্ব্বদা পাতু জানুজঙ্ঘে গণাধিপঃ।—তন্ত্রসার।

হৈমবতী হৃদয়ে নন্দন—হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীর হৃদয়ে যিনি আনন্দ দান করেন। শুদ্ধপাঠ—হৈমবতী-হৃদয়-নন্দন।

গোবীন্দ-ভকতি মাগে—চণ্ডীর মহিমা কীর্ত্তনের উপক্রমে কবি গোবিন্দ-ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কবি আসলে ছিলেন বৈষ্ণব—তাহা

আমরা কাব্যের মধ্যেই বহু আভ্যন্তর প্রমাণ হইতে ক্রমে জানিতে পরিব। কবির সময়ে দেশে যেমন একদিকে চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের তরঙ্গ চলিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি শাক্ত ধর্ম্মও দেশে আসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিল। কবি তাঁর আশ্রয়দাতা রাজা রঘুনাথের আদেশে দেশের জনসাধারণের নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-বিশ্বাস-অনুযায়ী কাব্যরচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন; ইহা যেন কবির task—বেগার সারা; কাব্য রচনার মধ্যে চণ্ডীর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ বা ভক্তি কোথাও প্রকাশ পায় নাই, কবি যেন ছেলেমানুষদের রূপকথা বলিয়া ভুলাইবার মতন শ্রোতাদের একটি গল্প শুনাইতেছেন মাত্র।

এই গণেশবন্দনা মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলের গণেশবন্দনার অনুরূপ।

সূর্য্য-বন্দনা (২-৩ পৃষ্ঠা)

সূর্য্যের দেবত্বের ক্রমবিকাশ

নিরুক্তবিৎ পণ্ডিতগণের মতে তিনটি দেবতা, তাহার মধ্যে অগ্নি-দেবতার স্থান পৃথিবী, বায়ু বা ইন্দ্র-দেবতার স্থান অন্তরীক্ষ এবং সূর্য্য-দেবতার স্থান দ্যুলোক। এই তিন দেবতাই—তাঁহাদের মহৎ ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া—বেদে নানা নামে অভিহিত ও স্তুত হইয়া থাকেন (নিরুক্ত ২।১)। বেদে আর যত দেবতার বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাঁহারা এই তিন দেবতারই আকার-ভেদ ও নাম-ভেদ। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থের দেবতা-প্রকরণে বলিয়াছেন যে দেবতার মহৎ ঐশ্বর্য্য-হেতু একই দেবতাত্মা বহুরূপে স্তুত হইয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতাসকল একই দেবতাত্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ (নিরুক্ত, ৭।৫)। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগে এইরূপ অর্থ প্রকাশিত আছে বলিয়াই যাস্ক উল্লিখিতভাবে দেবতার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। সূর্য্য যে নানা-দেবরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাহাও বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগে দেখিতে পাওয়া যায়।

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরিত্যাদি। ঋ, স, ১।১৬৪।৪৬

"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি।" ঋ, স,

"স ত্রেধা আত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ম্'।—বাজসনেয় ব্রাহ্মণ।

'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব"।—ঋ, স, ৬।৪৭।১৮

"হংসঃ শুচিষৎ বসুরন্তরিক্ষসৎ হোতা বেদিষৎ'।—ঋ, স, ও য, বা ১০।২৪।

"যমেতমাদিত্যে পুরুষং বেদয়ন্তে স ইন্দ্রঃ স প্রজাপতিঃ স ব্রহ্মা।"

শৌনক ঋষি তাঁহার বৃহদ্দেবতাগ্রন্থে (১।৬১—৭১) নিম্ন-লিখিতরূপে এই বিষয়টির বর্ণনা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ একমাত্র সূর্য্যকেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও নাশের কারণ বলিয়া অবগত আছেন। এই প্রজাপতিই সৎ ও অসতের কারণস্বরূপ। ইঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। ইনিই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়—ইনিই শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপ। ইনি নিজ আত্মাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া ও দেবতাগণকে নিজ রশ্মিতে নিবেশিত করিয়া পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে বিরাজ করিতেছেন। রশ্মি দ্বারা রস-গ্রহণ-পূর্ব্বক বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া জলবর্ষণ করেন বলিয়া জগতে ইনি ইন্দ্র-নামে খ্যাত হইয়াছেন। পৃথিবীতে অগ্নি-রূপে, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু-রূপে ও দ্যুলোকে সূর্য্য-রূপে ইনিই বিরাজ করিতেছেন। বিভূতি বা মাহাত্ম্য-হেতু এই তিন দেবতাই বেদে বহুরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বেদে সূর্য্য স্থাবর ও জঙ্গম জগতের আত্মা;—জীবাত্মাই সূর্য্য আদিত্য ব্রহ্ম ইত্যাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।
যোঽহং সোঽসৌ, যোঽসৌ সোঽহং।
অসৌ আদিত্যঃ ব্রহ্ম।

বেদের সময় হইতেই সূর্য্যদেব ভারতবর্ষে প্রধান-দেবভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

বেদসংহিতায় উল্লিখিত দেবতাগণের নামের মধ্যে পাওয়া যায়—সূর্য্য, সবিতা, অর্য্যমন্, আদিত্য, মিত্র, পূষা, ভগ। সবগুলি পরে সূর্য্যের সমনাম বা পর্য্যায় শব্দ হইয়াছে। বরুণ মিত্র ইন্দ্র সূর্য্য দক্ষ অংশ ভগ ও অর্য্যমন্—এই অষ্টদেবতার সাধারণ নাম আদিত্য। মিত্র নাম সর্ব্বদা বরুণের নামের সহিত সংযুক্ত দেখা যায়—মিত্রাবরুণ। বেদমতে সূর্য্যের অপর নাম বিষ্ণু—বিষ্ণু সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (ঋগ্‌বেদ ১।৮।১০,১৬,২২,৭৭)। নিরুক্তভাষ্যে দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন —বিষ্ণুর্‌আদিত্যঃ। বিষ্ণুর বামন অবতারের উপাখ্যান আদিতে সূর্য্যের উদয় অস্ত ও মধ্যগগনস্থিতিরই রূপক ছিল (ঋগ্‌বেদ ১।২২।১৭-১৮)। বিষ্ণুপুরাণেও বিষ্ণুকে আদিত্য বলা হইয়াছে—

বিষ্ণুশক্তির্‌ অবস্থানং সদাদিত্যে করোতি সা।
—বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, ১১ অধ্যায়।

বৈষ্ণবোঽংশঃ পরং সূর্য্যো যোঽন্তর্জ্যোতির্‌ অসংপ্লবম্‌।
—বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, ৮ম অধ্যায়।

ধ্যেয়ায় বিষ্ণুরূপায় পরমাক্ষরস্বরূপিণে।

—বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ, ৫ম অধ্যায়।

শতপথ-ব্রাহ্মণে বহুস্থানে সূর্য্যমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং বিষ্ণুই যে সূর্য্য তাহাও বলা হইয়াছে। সূর্য্যই যজমানের গতি, সূর্য্যই প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে।—শতপথ-ব্রাহ্মণ, ১ম কাণ্ড, ৭ম প্রপাঠক, ৪র্থ ব্রাহ্মণ, ৯ম অধ্যায়, ৩ ব্রাহ্মণ (যজমান-ব্রাহ্মণ)।

পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষে যখন পঞ্চ উপাসক-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইল, তখন সূর্য্যদেব প্রধানতঃ সৌর উপাসক-সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতারূপে পূজিত হইতে লাগিলেন। প্রধানতঃ বলিবার অর্থ এই যে, উপাসক যে সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভূত হউন্ না কেন, তাঁহার অভীষ্ট উপাস্যদেবের উপাসনার সহিত অন্য সম্প্রদায়ের উপাস্যদেবের অপ্রধানভাবে উপাসনা করিবার বিধি সর্ব্বত্রই পালিত হইয়া থাকে। কারণ, সকল সম্প্রদায়ের উপাসকেই "গণেশং চ দিনেশং চ অগ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্। দেবষট্কং প্রপূজ্যাদৌ ততঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ॥"

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে দেবমন্দির নির্ম্মিত ও তথায় দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছে। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে একস্থানে লিখিয়াছেন যে উৎসব-কালে ধনপতি, রাম ও কেশবের মন্দিরে মৃদঙ্গ শঙ্খ ও তূণব পৃথক্‌ভাবে বাদিত হইয়া থাকে—"মৃদঙ্গশঙ্খতূণবাঃ পৃথঙ্‌নদন্তি সংসদি প্রাসাদে ধনপতি-রাম-কেশবানাম্।" মহাভাষ্য—পা, ২।২।৩৪। মহাভাষ্যের উদাহরণে অন্যত্র শিব স্কন্দ ও বিশাখ এই কয়েক মূর্ত্তিরও উল্লেখ আছে (মহাভাষ্য—পা ৫।৩।৯৯)। সূর্য্যমূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দির-প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে (১২৮ অ) একটি উপাখ্যান আছে। জাম্ববতী-গর্ভজাত কৃষ্ণপুত্র সাম্ব তাঁহার অবিনয়হেতু দুর্ব্বাসা ও নিজ পিতা কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হ'ন—পরে নারদের উপদেশে সূর্য্যের অর্চ্চনা করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন। রোগমুক্ত হইয়া সাম্ব সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন, এইরূপ সংকল্প করেন। কিন্তু কিরূপ মূর্ত্তি কোথায় কিরূপভাবে প্রতিষ্ঠা করিবেন—এইরূপ চিন্তা করিতে থাকেন। পরে একদিন চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান ও সূর্য্যের বন্দনা করিবার পর তিনি দেখিতে পান একটি প্রতিমূর্ত্তি ভাসিয়া আসিতেছে। সাম্ব সেই প্রতিমা নদী হইতে উত্তোলন করিয়া চন্দ্রভাগা-নদীতীরে মিত্রবনে স্থাপন করিলেন, এবং প্রতিমাকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই মূর্ত্তি কোথায় কিরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতিমা সাম্বের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এই সূর্য্যমূর্ত্তি পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা কল্পবৃক্ষের শাখা দ্বারা প্রস্তুত করেন; হিমবান্ পর্ব্বতে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তোমার প্রতিমা-স্থাপনের একান্ত অভিলাষ জানিয়া তোমাকে অনুগৃহীত করিবার জন্য এই প্রতিমা এখানে উপস্থিত হইয়াছে।"

প্রতিমা-মুখে সাম্বকে এই কথা বলিয়া সূর্য্যদেব অন্তর্হিত হইলেন। সাম্ব তখন কিরূপে প্রতিমা-স্থাপন ও প্রতিমা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহার জন্য চিন্তান্বিত হইলেন। সাম্বের সৌভাগ্যহেতু নারদ-মুনি তথায় উপস্থিত হইলে, সাম্ব নারদের নিকট প্রতিমা-স্থাপনের উপযুক্ত স্থান ও মন্দির-প্রতিষ্ঠার সমস্ত বিধি সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া চন্দ্রভাগা-নদীতীরে মিত্রবনে সূর্য্যের সুবর্ণ-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় সূর্য্যের সুবর্ণ-প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন (ভবিষ্যপুরাণ, ১৪০ অধ্যায়)। সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মিত হইলে সেই স্থানে সাম্বপুর নামে নগর-নির্ম্মাণ করাইয়া সাম্ব বহু ঐশ্বর্য্যাদি দেবপূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং সূর্য্যপ্রতিমার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পূজা-কার্য্যের উপযোগী ব্রাহ্মণ কোথায় পাইব ?" সূর্য্যদেব বলিলেন, "আমার পরিচর্য্যার উপযোগী কেহই এই জম্বুদ্বীপে নাই। আমার পরিচর্য্যার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ তুমি শাকদ্বীপ হইতে এখানে আনয়ন কর। সেই শাকদ্বীপে চতুর্ব্বর্ণ-সমন্বিত পুণ্য জনপদ আছে। তথায় মগ, মগগ, মানগ ও মন্দগ নামে চারি বর্ণ বাস করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে মগ ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণ-ভূয়িষ্ঠ), মগগ ক্ষত্রিয়, মানগ বৈশ্য, ও মন্দগ শূদ্র।—ইহাদের মধ্যে কোন সঙ্কর বর্ণ নাই। তাহারা অব্যংগ ধারণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বদা আমার আরাধনা করিয়া থাকে। জম্বুদ্বীপে আমি বিষ্ণুরূপে বেদ-বেদাঙ্গ দ্বারা পূজিত হইয়া থাকি। শাল্মলী-দ্বীপে আমি শক্ররূপে, ক্রৌঞ্চদ্বীপে শিব-রূপে, প্লক্ষদ্বীপে ভানু-রূপে, শাকদ্বীপে দিবাকর-রূপে, পুষ্করে ব্রহ্ম-রূপে পূজিত হইয়া থাকি। এইজন্যই আমি মহেশ্বর। সেই মগগণকে আমার পূজার জন্য শাকদ্বীপ হইতে আনয়ন কর।"

সাম্ব সূর্য্যদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গরুড়ে আরোহণ করিয়া শাকদ্বীপ হইতে মগগণকে চন্দ্রভাগা-নদীতীরে মিত্রবনে আনয়ন করিলেন ও চন্দ্রভাগা-নদীর তীরে নিজ-নির্ম্মিত নগরে প্রতিষ্ঠিত সূর্য্য-প্রতিমার পরিচর্য্যা-কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন।

মগদের অন্য পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—এই মগ উত্তম ব্রাহ্মণ (দ্বিজ)। আদিত্যের ঔরসে নিক্ষুভার গর্ভে মগের উৎপত্তি হইয়াছে। নিক্ষুভা-দেবী শাপ-প্রাপ্ত হইয়া মিহির-গোত্রসম্ভূত ঋষিপুত্র সুজিহ্বের কন্যা-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুজিহ্ব কন্যাটিকে অগ্নিপরিচর্য্যা-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সূর্য্য নিক্ষুভার রূপে মুগ্ধ হন; নিক্ষুভাও অগ্নিকে লঙ্ঘন করিয়া সূর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হন্। সূর্য্যের প্রতিমা কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিক্ষুভা সূর্য্যের স্ত্রী এইরূপ কথিত হইয়াছে। সূর্য্যের ঔরসে নিক্ষুভার গর্ভে যে পুত্র হয়, তাহার নাম জরশব্দ। এই জরশব্দ হইতে মগগণ উৎপন্ন হইয়াছে। সুজিহ্ব তাঁহার কন্যার অগ্নি-লঙ্ঘন-অপরাধ-হেতু তাঁহার পুত্র অপূজ্য হইবে,—এই শাপ

প্রদান করেন। পরে নিক্ষুভার প্রার্থনায় সূর্য্যদেব বলিলেন—"আমি সুজিহ্বের শাপের অন্যথা করিতে পারিব না; তবে আমি এইরূপ বিধান করিতেছি যে, তোমার এই পুত্র ও ইহার বংশোৎপন্ন মগগণ সূর্য্যের উপাসক-রূপে জগতে পূজিত হইবে।"

পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সার্ ভাণ্ডারকর বলেন, ভবিষ্য-পুরাণে বর্ণিত সূর্য্যদেবের এই মন্দির মূলতান নগরে বহুকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ('Vaiṣṇavism'—by R. G. Bhandarkar, p. 154)। চীন দেশীয় ভ্রমণকারী হিউয়েন্ স্যাং (৭ম শতাব্দীতে) এই মন্দিরের বর্ণনা করিয়াছেন। চারি শতাব্দী পরে মুসলমান ঐতিহাসিক আল্-বেরুনি, ও ১০ম শতাব্দীতে আবুবিহান এই মন্দির দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ঐ সূর্য্যমূর্ত্তি ছিল কাষ্ঠনির্ম্মিত। আরব ভৌগোলিকগণ শাম্বপুরকে সুবর্ণমন্দির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Al Beruni's India; Cunningham's Ancient Geography of India)। আলেক্জন্দার ভারত বিজয়ে আসিয়া পঞ্জাবে সূর্য্যপূজা প্রচলিত দেখেন। আলেক্জন্দারের পরবর্ত্তী গ্রীক ও শক রাজাদের মুদ্রাতে সূর্য্যমূর্ত্তি খোদা থাকিত। তৎপরে সূর্য্যপূজার বহুল প্রচলন হয়। সূর্য্য-মন্দিরের দুটি প্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষ এখনো ভারতের দুই প্রান্তে বিদ্যমান আছে—কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড-মন্দির আর কোনার্কের অর্কমন্দির।

মূলতানের সংস্কৃত নাম মূলস্থান। পণ্ডিত সার্ ভাণ্ডারকর বলেন যে, প্রথমে সূর্য্যদেবের নূতন-ভাবে উপাসনা এই স্থানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় এই স্থানের নাম মূলস্থান হইয়াছিল।

শকেরা প্রথমে সকলেই সূর্য্যোপাসক ছিল। মগাচার্য্য জরথুস্ত্র অগ্নিপূজা প্রচার করিলে শকেরা অধিকাংশই অগ্নিপূজক হইয়াছিল। শকদিগের সূর্য্যদেবতার নাম ছিল মিথ্র। অগ্নিপূজক শকগণ এই মিথ্রকে আর শ্রেষ্ঠ দেবতা বিবেচনা করিল না। তখন মাত্র ১৮ ঘর মিত্রপূজক ছিল, অপর সকলেই অগ্নিপূজক হইয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণের মতে এই ১৮ কুলই ভারতে চলিয়া আসে; গ্রহযামল বলেন—সকলে আসে নাই, ৮ জন মাত্র আসিয়াছিল। এই শাকদ্বীপী মগব্রাহ্মণেরা ভারতে আসেন খুব সম্ভব এখন হইতে চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে।

এই মগগণ কোনো নূতন উপাসনাপ্রণালী ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল কি না তাহার কোনো নিদর্শন ভবিষ্যপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পুরাণে সূর্য্য-সম্বন্ধে নানারূপ ব্রতের বিধান আছে। এই-সমস্ত সূর্য্যপূজার যে ক্রম বিহিত হইয়াছে, তাহাতেও বিদেশীয় চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই-সমস্ত ব্রতাঙ্গ সূর্য্যপূজায় কোনোস্থানে বৈদিক মন্ত্রের, কোনোস্থানে বা পৌরাণিক মন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। (ভবিষ্য-পুরাণ, ১ম, ১৪৩। ১৫-১৬।)

সূর্য্যপূজার যে ক্রম তাহাতে "মিহিরায়" এই একটি মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মিহির' সূর্য্যের একটি নাম। সূর্য্যের 'মিহির' নাম বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না, অমরকোষে পাওয়া যায়। সার ভাণ্ডারকর বলেন, মিহির-শব্দ পারস্যভাষার 'মিহর' শব্দের সংস্কৃত আকার। পারস্য 'মিহর' আবেস্তার মিথ্র-শব্দের অপভ্রংশ। মিথ্র-শব্দটি মিত্র-শব্দের অপভ্রংশ। কণিষ্ক-কর্ত্তৃক প্রচলিত মুদ্রায় একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তির পার্শ্বে 'মীরো' এইরূপ লিখিত আছে। সার ভাণ্ডারকার বলেন, এই মীরো শব্দ মিহির-শব্দের বাচক। মিহির-উপাসনা প্রথমে পারস্যদেশে উদ্ভূত হয়; পরে এশিয়া মাইনর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, এমন কি পরে রোম পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মাবলম্বীগণের উৎসাহে এই ধর্ম্ম পূর্ব্বদিকেও প্রসারলাভ করিয়াছিল। কণিষ্কের মুদ্রায় মিহির মূর্ত্তি তাহারই নিদর্শন। সুতরাং কুষণবংশীয় কণিষ্কের রাজ্যকালে এই ধর্ম্মমত ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং মূলতানের মন্দিরও প্রায় সেই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। (Sir R. G. Bhandarkar, *Vaiṣṇavism*, p. 151) সূর্য্যোপাসনা বৈদিক কাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল, কাজেই মগগণের আচার যাহাই থাকুক না কেন, সূর্য্য-পূজার ক্রমে ভারতবর্ষের প্রাচীন সূর্য্যোপাসনার প্রণালী প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। সূর্য্যপূজাপদ্ধতিতে দেখিতে পাই—পূজক আচমন করিবার পর শ্বাসরোধের নিমিত্ত বস্ত্র দ্বারা নাসিকা আবৃত ও কেশের জল অপনয়ন-হেতু মস্তক (বস্ত্র দ্বারা) আচ্ছাদিত করিয়া সূর্য্যের পূজা করিবে। কোনও স্থানে আছে, 'মস্তক নাসিকা ও মুখ যত্নপূর্ব্বক ভাল করিয়া আবৃত করিয়া সূর্য্যের পূজা করিবে। এই আবরণ শিথিল করিবে না।' মস্তক নাসিকা ও মুখ আবৃত করিয়া পূজা অন্য দেবতা-সম্বন্ধে লক্ষিত হয় না। সুতরাং এই আচার মগগণ কর্ত্তৃক সূর্য্য-পূজায় ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পারস্য-দেশীয় পুরোহিতগণের যে এইরূপ আচার ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্যাগোজিন্ তাঁহার মিডিয়া-নামক গ্রন্থে একস্থলে লিখিয়াছেন—'বায়ু, জল, পৃথিবী ও অগ্নি—এই ভূত-সকল অতি পবিত্র, অন্য কোনো অপবিত্র পদার্থের সংসর্গে ইহাদিগকে অপবিত্র করা উচিত নয়। এই কারণে পারস্য-পুরোহিত অগ্নিপরিচর্য্যাকালে মুখের উপর একখণ্ড বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে, ইহার উদ্দেশ্য এই যে এইরূপ করিলে তাহার নিঃশ্বাস অতিপবিত্র ভূত অগ্নিকে অপবিত্র করিতে পারিবে না।' এই গ্রন্থের অন্যত্র লিখিত আছে, অথ্রবন অর্থাৎ অগ্নিপুরোহিত যখন অগ্নির সম্মুখে দীর্ঘ শ্বেতবর্ণ পোষাকে আবৃত হইয়া ও মুখ আবৃত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে, তখন তাহার দৃশ্য মহিমান্বিত বলিয়া বোধ হয়। ব্যাগোজিন্-লিখিত পারসী-পুরোহিতগণের বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, মগগণ সূর্য্যপূজার সময় পারসী-পুরোহিতগণের ন্যায় মস্তক নাসিকা ও মুখ বস্ত্র দ্বারা আবৃত

করিত। এই আচার তাহারা শাকদ্বীপ হইতেই আনয়ন করিয়াছিল।—
Media (The Story of Nations Series)—By Zenaide A Ragozin, pp 114-116, 118

মগগণ অব্যংগ ধারণ করিত। সূর্য্যভক্ত মগের এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।—যিনি সর্ব্বদা সূর্য্য-পূজারত জিতেন্দ্রিয় মুণ্ডোপনয়ন (?), অব্যংগী (অর্থাৎ অব্যংগধারী) ও শুক্লবস্ত্র-সমন্বিত, তাঁহাকে সৌরযতীন্দ্র বলিয়া জানিবে। (ভবিষ্যপুরাণ, ১৭১।১৭)

অন্য এক স্থানে আছে, ভোজক মুণ্ডিতমস্তক, অব্যংগধর, গৌর (গৌরবর্ণ), শঙ্খ- ও পুষ্পধারী। পারস্যদেশীয় পুরোহিতগণ পূর্ব্বে অব্যংগ-জাতীয় সূত্র (কুশ্‌তি) ধারণ করিত। বর্ত্তমান পারসিকগণও কুশ্‌তি ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাতে বোধ হয়, সূর্য্যভক্ত ভোজক বা মগগণ কতকগুলি আচার তাহাদের দেশ হইতে আনয়ন করিয়াছিল। যে মগ বা ভোজকগণ শাকদ্বীপ হইতে ভারতে আসিয়াছিল, তাহাদের ভাষা কি ছিল এবং কোন্ ভাষা তাহারা সূর্য্যের পূজায় ব্যবহার করিত, পুরাণ হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে মনে হয়, তখনকার ভোজকগণের ভাষা ও ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণের ভাষায় অধিক ভেদ ছিল না। সেইজন্যই তাহারা পূজকরূপে সম্মানিত হইয়াছিল। অশোকের অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) উভয়েই প্রায় তখনকার সমাজে সমান সম্মান প্রাপ্ত হইত। ভবিষ্যপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভোজক ও ব্রাহ্মণ সেকালে সমান সম্মান প্রাপ্ত হইত, বরং কোনো কোনো স্থানে সূর্য্যভক্তের নিকট ভোজকই অধিক সম্মান প্রাপ্ত হইত। মগগণ সূর্য্য-পূজকরূপে ভারতবর্ষে আনীত হইয়া বিশেষ সম্মান পাইয়াছিল। সেই সময় হইতে উত্তর-ভারতবর্ষে সূর্য্যদেবের বহু মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল ও যাত্রীগণ বহু দূর হইতে এই-সমস্ত মন্দিরে সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিত।

[এই ইতিহাস প্রধানত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী মহাশয়ের লিখিত ও ১৩২৯ সালের বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত ও তাঁহাদের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত হইল।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগের চতুর্থ অংশ" দ্রষ্টব্য।]

২ পৃষ্ঠা

বন্দো—আমি বন্দনা করি।

কমলীনী বন্ধু—কমলিনীর বন্ধু।

যগত অধিপ—সূর্য্যের অপর নাম সবিতা—"সর্ব্বলোক-প্রসবনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্ত্যতে।"—বহ্নিপুরাণ। সেইজন্য সূর্য্যকে জগতের অধিপতি বলা

হইয়াছে। সূর্য্যের ধ্যানে আছে—"রক্তাম্বুজাসনম্ অশেষগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতাম্ অধিপং ভজামি।"

নিরঞ্জন—[নির্ (নাই) অঞ্জন (কজ্জল—সাদৃশ্যে মল) যাহার] শুদ্ধ, নির্ম্মল, অকলঙ্ক।

৩ পৃষ্ঠা

করে ধরি মণীবর—সূর্য্যের ধ্যানে সূর্য্যকে বারংবার "মাণিক্যমৌলি" বলা হইয়াছে—

"পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্ মাণিক্যমৌলিম্ অরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্।" হস্তে মণি ধারণের উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব ধ্যানের শব্দের অন্বয়ে গোলমাল করিয়া "দধতং করাব্জৈর্ মাণিক্যম্" মনে করিয়া কবিকঙ্কণ এই কথা লিখিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে (৪র্থ অংশ, ১৩ অধ্যায়) স্যমন্তকমণির উপাখ্যানে দেখা যায় সূর্য্যের কণ্ঠদেশে মণি ছিল।

আদীদেব—যখন সৃষ্টি আরম্ভ হইল তখন সূর্য্য আবির্ভূত হইয়া জগৎকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁকে আদি দেবতা বলা হইয়াছে।

সর্ব্বস্য জগতস্ত্বাদির্ আদিত্যস্ তেন উচ্যতে॥

—বরাহ-পুরাণ, ২৬ অধ্যায়।

প্রভাকরস্ ত্বং রবির্ আদিদেবঃ।

—বরাহ-পুরাণ, ২৬ অধ্যায়।

রথোপর—"স রথাধিষ্ঠিতো দেবৈর্ আদিত্যৈর্ ঋষিভিস্ তথা।"—বিষ্ণুপুরাণ, ২ অংশ, ১০ অধ্যায়। দেবতা ও ঋষিগণ সূর্য্যকে রথে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

"হিরণ্ময়ো রথো যস্য কেতবোঽমৃতধাম্নিনঃ।

—বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, ৫ অধ্যায়।

"আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্ অমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ
হিরণ্ময়েন সবিতা রথেন দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥"

—গ্রহযাগসংস্কারতত্ত্ব।

সপ্ত অশ্ব রথে নিজোজীত—

"তস্য যে রশ্ময়ো বিপ্রাঃ সর্ব্বলোকপ্রদীপকাঃ।
তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত রশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ॥"

—কূর্ম্মপুরাণ, ৪০ অধ্যায়।

সূর্য্যরশ্মির মধ্যে যে সপ্তবর্ণ সম্মিলিত আছে তাহাই সূর্য্যরথের সপ্ত অশ্ব বলিয়া পরিকল্পিত হইয়া আসিতেছে।

"পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্।"

—গ্রহযাগসংস্কারতত্ত্ব।

আবার—

গায়ত্রী চ বৃহত্যুষ্ণিগ্ জগতী পঙ্‌ক্তির্ এব চ।
অনুষ্টুপ্ ত্রিষ্টুবপ্যুক্তা ছন্দাংসি হরয়ো হরেঃ॥

—কূর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৪০ অধ্যায়।

সপ্তাশ্বযুক্তে চ রথে স্থিতস্ ত্বং
কালাক্ষমন্বন্তরবেগযুক্তে।

বিষ্ণুপুরাণ, ২ অংশ, ৮ অধ্যায়ে সূর্য্যরথের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য।
শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ॥
অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ।
তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ॥

ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ৫০ সূক্ত, ৮, ৯ ঋক্।

দ্বাদশ আদিত্যবর—দ্বাদশ মাসে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্য কল্পনা করিয়া দ্বাদশ আদিত্য; অথবা অদিতির দ্বাদশ পুত্র—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম—দ্বাদশ আদিত্য।

ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণঃ শক্র এব চ।
বিবস্বান্ অথ পূষা চ পর্জ্জন্যশ্ চাংশুর্ এব চ॥
ভগস ত্বষ্টা চ বিষ্ণুশ্ চ দ্বাদশৈতে দিবাকরাঃ।

—কূর্ম্ম-পুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৪১ অধ্যায়।

আদিত্যঃ প্রথমং নাম দ্বিতীয়স্তু বিভাকরঃ।
তৃতীয়ং ভাস্করঃ প্রোক্তশ্ চতুর্থঞ্চ প্রভাকরঃ॥
পঞ্চমঞ্চ সহস্রাংশুঃ ষষ্ঠঞ্চৈব ত্রিলোচনঃ।
সপ্তমং হরিদশ্বশ্চ অষ্টমঞ্চ বিভাবসুঃ॥
নবমং দিনকরঃ প্রোক্ত দশমং দ্বাদশাত্মকঃ।
একাদশং ত্রয়ীমূর্ত্তি দ্বাদশং সূর্য্য এব চ॥

—বিষ্ণু-পুরাণ।

ভবিষ্যপুরাণ ৭৪ অধ্যায়ে দ্বাদশাদিত্যের নাম আছে—

(১) আদিত্য (২) ধাতা (৩) পর্জন্য (৪) পূষা (৫) ত্বষ্টা (৬) অর্য্যমা (৭) ভগ
(৮) বিবস্বান্ (৯) অংশু (১০) বিষ্ণু (১১) বরুণ (১২) মিত্র।

ছাইয়া সঙ্গী দুই নারী—সূর্য্যের দুই স্ত্রী—ছায়া ও সংজ্ঞা। সংজ্ঞা বিশ্বকর্ম্মার কন্যা ও ছায়া সংজ্ঞার দাসী ছিলেন; পরে ছায়া সংজ্ঞা কর্ত্তৃক সূর্য্যের পত্নীত্বে নিয়োজিত হন। (মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, ১০০—১০৮ অধ্যায়; কালিকাপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ইত্যাদি)।

কাশ্যপ সগোত্র—সূর্য্য কশ্যপ মুনির পুত্র; এইজন্য তিনি কাশ্যপেয়, কাশ্যপগোত্র।

ত্রিলোচন—সূর্য্যের ধ্যানে আছে—

"মাণিক্যমৌলিং দিননাথম্ ঈড়ে বন্ধূককান্তিং বিলসংত্রিনেত্রম।"

প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা সূর্য্যের এই ত্রিনেত্র। এইজন্য সূর্য্যের এক নাম ত্রিলোচন।

অন্ধ কুষ্ঠ ব্যাধি ভয়—

ক্ষেমং বৃদ্ধিং সুখং রাজ্যম্ আরোগ্যং কীর্ত্তিম্ উন্নতিম্।
নরাণাং পরিতুষ্টস ত্বং পূজিতঃ সংপ্রদাস্যসি॥
—মার্কণ্ডেয়-পুরাণ।

কৃষ্ণের পুত্র শাম্বের কুষ্ঠব্যাধি হইয়াছিল। তিনি সূর্য্যপূজা করিয়া ব্যাধিমুক্ত হন (শাম্বপুরাণ, বরাহপুরাণ)।

কৃষ্ণগঙ্গোদ্ভবে-স্নাত্বা সূর্য্যম্ আরাধ্য যত্নতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ কুষ্ঠাদিভ্যো বিমুচ্যতে॥
—বরাহপুরাণ, ১৭৭ অধ্যায়।

কুষ্ঠাদিরোগশমনং মহাব্যাধিবিনাশনম্।—ব্রহ্মযামল তন্ত্র।

সুমেরু উপর—

মেরুস্থ শুশুভে দিব্যো রাজবৎ সমধিষ্ঠিতঃ।
আদিত্যাতকণাভাসো বিধূম ইব পাবকঃ।—মৎস্যপুরাণ, ৯৫ অধ্যায়।

তবে—বৈদিক হি, পালি তবে। তবে + হি = তহিঁ > তবে = জন্য (শ্রী বিজয়-চন্দ্র মজুমদার)। √তৃ = তরণ, অতিক্রমণ হইতে (শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়)। সং অন্তরম্ > (কৃষ্ণকীর্ত্তনে) আন্তরে > তবে।—শ্রী সতীশচন্দ্র রায়।

এবে তোর তবে কৈল অবতার কাহ্ন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
থাইবার তবে বাই লইল মাগিয়া।—চণ্ডীদাস।

তৈল-জন্ত্রে যেন বৃষবর—কলুর ঘানীতে জোড়া বলদের মতন সূর্য্য নিরন্তর চক্রাকারে পরিভ্রমণ করেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অন্ন শষ্প দানে—আতপ তণ্ডুল ও দূর্ব্বা সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতে হয়।

করবীর-জবা-শালি কুশ-শ্যামাকতণ্ডুলান।
নিঃক্ষিপেৎ সলিলে তস্মিন্ ঐক্যং সম্ভাব্য ভানুনা॥—তন্ত্রসার।

শ্রীচৈতন্য-বন্দনা (৩-৪ পৃষ্ঠা)

অবনীতে অবতরি—১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দশত-সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত-পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিলাস॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন॥
——চৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

হরি—চৈতন্যদেবের ভক্তগণ চৈতন্যদেবকে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার বা ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন।—

"আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান।"—চৈতন্যভাগবত।
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান।"—চৈতন্যচরিতামৃত।
"সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি।"—চৈতন্যচরিতামৃত।

কিন্তু চৈতন্যদেব স্বয়ং ইহা স্বীকার করিতেন না।—

'প্রভু কহে আমি মানুষ, ব্যভাবে সন্ন্যাসী।"
—চৈতন্যচরিতামৃত।

বন্দই—আমি বন্দনা করি। বন্দহুঁ পদও সুপ্রচলিত।

সন্ন্যাসী-চূড়ামণি—সন্ন্যাসীদের চূড়ামণি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী। চৈতন্যদেব ২৩ বৎসর বয়সে (চৈতন্যচরিতামৃতের মতে 'চব্বিশ-বৎসর-শেষে') ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে কাটোয়ায় ঈশ্বরপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

নিত্যানন্দ—গার্হস্থ্যাশ্রমে এঁর নাম ছিল কুবের পণ্ডিত, সন্ন্যাসাশ্রমে নাম হয় নিত্যানন্দ। তাঁকে ভক্তেরা আনন্দ-কন্দ বা আনন্দের মূল বলিতেন—

একচাকা খলতপুরেতে নিত্যানন্দ
জনম লভিলা প্রভু আনন্দের কন্দ।

—জয়কৃষ্ণদাস-বচিত ভুবনমঙ্গলগীত বা—
চৈতন্যপারিষদের জন্মস্থান-নিরূপণ।

নিত্যানন্দ বলরামের অবতার বলিয়া পরিচিত। ইনি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন। খড়দহের গোস্বামীরা নিত্যানন্দ-বংশ।

আনন্দ-কন্দ—আনন্দের মূল বা মেঘ স্বরূপ।

সরণী—সংস্কৃত সরণি (সৃ+অন—যাহা দ্বারা লোকে গমনাগমন করে) = পথ।

৪ পৃষ্ঠা

শচি—শচী দেবী, চৈতন্যদেবের মাতা।

হৈয়া অখিঞ্চন বস—"অকিঞ্চন অর্থাৎ সামান্য হইয়া" অর্থ করিলে বস শব্দের অর্থ হয় না; "আকিঞ্চন অর্থাৎ ইচ্ছার বশ হইয়া" অর্থ হইবে।

জম্বুদ্বিপ—পৃথিবী সপ্তদ্বীপা—

জম্বু-প্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ, শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমাঃ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ২-২-৫।

প্রত্যেক দ্বীপান্তর্গত এক এক বিভাগের নাম বর্ষ। জম্বুদ্বীপের বর্ষবিভাগ এইরূপ—

ভারতং প্রথমং বর্ষং, ততঃ কিম্পুরুষং স্মৃতম্।
হরিবর্ষং তথৈবান্যং মেরোর্দক্ষিণতো দ্বিজ॥
রম্যকঞ্চোত্তরে বর্ষং, তস্যৈবানু হিরণ্ময়ম্।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা॥

এখানে জম্বুদ্বীপ ভারতবর্ষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাকে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে অধিক-অলঙ্কার বলে।

হরিনাম দ্বিপ—হরিনাম-রূপ দীপ কলি-রূপ অন্ধকারের মধ্যে।

ঘর—সং গৃহ > প্রাকৃত ঘর।

মিশ্র পুরন্দর—চৈতন্যদেবের পিতা। তাঁর অপর অধিক-পরিচিত নাম "জগন্নাথ মিশ্র"।

অবতংস—শিরোভূষণ, কিরীট, কর্ণভূষণ [অব+তন্‌স (ভূষিত করা বা যে ভূষিত করে বা যাহা দ্বারা ভূষিত হয়)+অ]।

অখিল—[অ (না)+খিল (শূন্য), যাহাতে শূন্য নাই] সমস্ত।

সার্ব্বভৌম—বাসুদেব সার্ব্বভৌম।

তবে সেই মতে প্রভু চলিলা সত্বর।
উত্তরিলা বাসুদেব-সার্ব্বভৌম-ঘর॥
—চৈতন্যমঙ্গল।

ইনি চৈতন্যদেবের সহচর, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন (জয়কৃষ্ণদাস-রচিত ভুবনমঙ্গলগীত)।

সান্দীপনী—সান্দীপণি মুনি শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু ছিলেন। চৈতন্যপরিকরেরা সকলেই কৃষ্ণলীলার সময়ের এক-একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন; সেই অনুসারে সার্ব্বভৌমকে সান্দীপণি বলা হইতেছে। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রে গঙ্গাদাসকেই সান্দীপণির অবতার বলা হইয়াছে, সার্ব্বভৌমকে নহে।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে হেন সান্দীপণি।
—চৈতন্যভাগবত।

সার্ব্বভৌম পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁকে কবিকঙ্কণ সান্দীপণি বলিয়াছেন।

ষড়্‌ভুজ—চৈতন্যদেব প্রথমে নিত্যানন্দকে ও পরে সার্ব্বভৌমকে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

অপূর্ব্ব ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি কোটিসূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥
—চৈতন্যভাগবত।

চৈতন্যদেবের এই ষড়্‌ভুজে ধৃত ছিল—

"শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।"
—চৈতন্যভাগবত।

সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ষড়্‌ভুজ চৈতন্যদেবের বিগ্রহ আছে, তার দুই হাত চৈতন্যদেবের, জপমালাধারী ও করঙ্গধারী; দুই হাত কৃষ্ণের, বংশীধারী; আর দুই হাত রামচন্দ্রের, ধনুর্ব্বাণধারী।

কেশব ভাবতি—কেশব ভাবতী চৈতন্যদেবকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করেন।—

ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশবভাবতী শুদ্ধ নাম ॥
তান স্থানে আমাব সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
—চৈতন্যভাগবত।

কপটে শন্যাশী-বেস—মিথ্যা সন্ন্যাসী বেশ। চৈতন্যদেব দীনতায় আপনাকে সন্ন্যাসীব অনুপযুক্ত মনে করিতেন।

প্রভু বোলে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়,
সন্ন্যাসী আমাবে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণেব বিবহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া,
বাহিব হইলুঁ শিখা সূত্র মুড়াইয়া ॥
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড মোব প্রতি।
কৃপা কব যেন মোব কৃষ্ণে হয় মতি ॥
—চৈতন্যভাগবত।

বাম—"প্রভুব পবম প্রিয় শ্রীবাম পণ্ডিত।"—চৈতন্যভাগবত।
"সেই দেশে (শ্রীহট্টে) শ্রীবাম পণ্ডিত-শ্রীনিবাস।"
—ভুবনমঙ্গলগীত।

লক্ষ্মি—চৈতন্যদেবেব অষ্ট মঞ্জবীব অন্যতম বসোন্মাদা মঞ্জবী লক্ষ্মীনাথ।—কবিকর্ণপুর-কৃত গৌবগণোদ্দেশদীপিকা।

[এখানে "লক্ষ্মী' কোন পৃথক ব্যক্তি নয। বৈষ্ণবগণ গদাধরকে লক্ষ্মীর শক্তির প্রকাশ বলিয়া জানেন। সুতরাং ঐ লক্ষ্মী শব্দটি গদাধবেরই দ্যোতক। লক্ষ্মীর অংশসম্ভূত গদাধর ইতি লক্ষ্মীগদাধর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস।—শ্রীরামদুলাল বিদ্যানিধি।

"রাম লক্ষ্মী গদাধর গৌরী বাসু পুরন্দর' এই উক্তিতে আমরা যে লক্ষ্মীর নাম দেখিতে পাই তিনি বোধ হয় চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত "পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ" হইবেন। গদাধর প্রভুর উপশাখা বর্ণনা কালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন——

"শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বঙ্গবাটি চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ॥" (আদি, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।)

ইহার অতিরিক্ত লক্ষ্মীনাথের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের ভক্তগণের বিশ্বাস যে গদাধর লক্ষ্মীর অবতার স্বরূপ; সেইজন্যও হয়ত "লক্ষ্মী গদাধর" উল্লেখ হইয়া থাকিবে।—শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত।

কবিকঙ্কণ তাঁহার চণ্ডীতে চৈতন্য-পারিষদ লক্ষ্মীকান্ত আচার্য্যকেই "লক্ষ্মী" বলিয়া লিখিয়াছেন। প্রত্যেক বৎসর ২৩শে ভাদ্র কৃষ্ণৈকাদশী তিথিতে ইঁহার তিরোভাবোপলক্ষে ৺ ধুপগুরী সত্রে দধি-সত্রে এবং

সুয়ানকুচিগ্রামে ইঁহার তিথি-মহোৎসব হয়। পি এম বাক্‌চির পঞ্জিকাতে কামরূপ আসামদেশীয় বৈষ্ণবদিগের পর্ব্বদিন-মধ্যে ইঁহার নাম এবং উৎসবস্থানগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং এই স্থানগুলি এবং তাঁহার তিরোভাব আসাম প্রদেশের কামরূপে বলিয়াই মনে হয়।—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব। প্রবাসী, ১৩২৯।]

গদাধর—প্রভুর পরম প্রিয় গদাধর দাস।—চৈতন্যভাগবত।

শ্রীহট্টে জন্মিলা পণ্ডিত গদাধর।—ভুবনমঙ্গলগীত।

গৌরী—গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান।—চৈতন্যভাগবত।

বাসু—বাসুদেব ঘোষ অতিপ্রেমরসময়।—চৈতন্যভাগবত।

চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম।
চাটীগ্রামে হইল ইহা সভার প্রকাশ।—চৈতন্যভাগবত।
তথাই জন্মিলা দত্ত বাসুদেব নাম।—ভুবনমঙ্গলগীত।

পুরন্দর—পুরন্দর পণ্ডিত এবং পুরন্দর আচার্য্য দুজন চৈতন্যপার্ষদ ছিলেন।

"পরম সুকৃতি সে আচার্য্য পুরন্দর।"
চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য ৫।

হরিষে চলিলা শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
"বাপ" বলি যাঁরে ডাকে শ্রীগৌর সুন্দর॥
চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৯ অ।

তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়-স্থানে॥
চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য ৫ম অ।

মুকুন্দ মুকুন্দ দত্ত বা মুকুন্দানন্দ। মুকুন্দ বিদ্বান ও সুগায়ক ছিলেন।

"একসঙ্গে মুকুন্দেরো জন্ম চাটিগ্রামে।"
চৈতন্যভাগবত, মধ্য ৭।

"ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ" বলাতে তিনি চৈতন্যদেবের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। মুকুন্দ-সঞ্জয় নামে চৈতন্যদেবের অপর একজন সঙ্গী ছিলেন; তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে বিশ্বম্ভর বিদ্যাসাগর (চৈতন্যদেব) টোল করিতেন।

"আইলেন শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ ভিতরে॥
—চৈতন্যভাগবত, মধ্য, ১ অ।

মুরারী—মুরারি গুপ্ত। ইনি বৈদ্য ছিলেন।

"ভবরোগবৈদ্য সহ চলিলা মুরারি।"—চৈতন্যভাগবত।

অপর একজন ছিলেন মুরারি পণ্ডিত—অপর নাম চৈতন্যদাস।

যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত।—চৈতন্যভাগবত।

বনমালী—বনমালী পণ্ডিত বা বনমালী আচার্য্য। বনমালী আচার্য্য চৈতন্যদেবের বিবাহের ঘটক ছিলেন।

চলিলেন বনমালী-পণ্ডিত মঙ্গল।
যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহল মুষল॥—চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৯ অ।

তপ্ত-কলধৌত গৌর—কলধৌত মানে সোনা; তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ।

ভুবন-লোচন-চোর—যিনি লোকের অনিচ্ছাতেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তুলনীয়—

বাজত রাজ-সমাজ মাহ কোসল রাজ-কিসোর।
সুন্দর সাঁবর গোর তনু বিশ্ব-বিলোচন-চোর॥—তুলসীদাসের রামায়ণ।

করঙ্গ—পাত্র, কমণ্ডলু, ভিক্ষাপাত্র।

কপিন—কৌপীন। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন 'কুপিধান' হইতে সংস্কৃত কৌপীন শব্দের ব্যুৎপত্তি। তুঃ—

কটিতে কৌপীন ডোর করেতে করঙ্গ।
—মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল, গৌরাঙ্গ বন্দনা।

লোর—অশ্রু। সং লোতক, হিন্দী লোয়া, অস° লো। "নয়নে ঝরে লোর।"—বিদ্যাপতি। এখনও পদ্যে এই শব্দের ব্যবহার আছে।

ডোর—সংস্কৃত দোর। দড়ি সন্ন্যাসের চিহ্ন। শূন্যপুরাণে ডুরি; কৃষ্ণকীর্ত্তনে দোড়ী, দড়ী।

বীরবানা—বীরত্ব, বীরপনা। বীর+বানা (পতাকা, চিহ্ন)। তু° বানা=পতাকা।

জগাই মাধাই—প্রসিদ্ধ পাপী; তারা চৈতন্যদেবের প্রভাবে সাধু হয়।

মধ্যখণ্ডে দুই অতি পাতকী মোচন।
জগাই মাধাই নাম বিখ্যাত ভুবন॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহদাহ সর্ব্বক্ষণ॥—চৈতন্যভাগবত।

মহামিশ্র ইত্যাদি—

মহামিশ্র জগন্নাথ কয়ড়ি কুলেতে জাত
একভাবে সেবিলা গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল॥

শ্রীরামবন্দনা (৫-৬ পৃষ্ঠা)

৫ পৃষ্ঠা

শ্রীদশরথ ক্ষাত—ইহা হয় "শ্রীদশরথ খ্যাত" নয় "শ্রীদশরথ-জাত" হইবে। শ্রীদশরথ-জাত পাঠই সমীচীন মনে হয়।

কোদণ্ডরাম—(কোদণ্ড = ধনু, রাম = সুন্দর) সুন্দর ধনু।

জিনী মুখ কত সুধাকর—উপমান হইতে উপমেয়ের উৎকর্ষ বুঝাইলে ব্যতিরেক অথবা অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলঙ্কার হয়।

দইয়াবান—দয়াবান্, দয়ালু। এখনো ওড়িষ্যায় য় ইয়-রূপে উচ্চারিত হয়।

৬ পৃষ্ঠা

কেবল নামের গুণে রাম তরে জগজনে—

রামেত্যক্ষরযুগ্মং হি সর্ব্বমন্ত্রাধিকং দ্বিজ।
যদুচ্চারণমাত্রেণ পাপী যাতি পরাং গতিম্॥

*   *   *   *

মৃত্যুকালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ রামেতি নাম যঃ স্মরেৎ।
স পাপাত্মাপি পরমং মোক্ষমাপ্নোতি জৈমিনে॥

*   *   *   *

জন্মকোটিদুরিতক্ষয়মিচ্ছুঃ সম্পদঞ্চ বিপুলাং ভুবি মর্ত্ত্যঃ।
রামনাম সততং দ্বিজ ভক্ত্যা মোক্ষদায়ি মধুরং স্মরতু স্ম॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ক্রিয়াযোগসারে ১৪ অধ্যায়।

রাম তরে জগজনে—রাম জগজনকে তারণ করেন। জগৎ শব্দের সহিত অন্য শব্দের সমাস হইলে জগৎ স্থানে বাংলায় জগ হয়।

রাম-পদ-যুগাম্বুজ-মত্ত-মধু-অলি দ্বিজ—যে দ্বিজ শ্রীকবিকঙ্কণ রামের পদ-রূপ যুগল অম্বুজে মধুপানে মত্ত অলিসদৃশ।

নখ দশে ভাসে শশোধর—উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া যদি উপমানকেই উপমেয় রূপে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা হইলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।

মহাদেব-বন্দনা (৬-৮ পৃষ্ঠা)

মহাদেবের দেবত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাস

দেবতা মানুষের কল্পনার সৃষ্টি। সুতরাং মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে দেবতাদের ইতিহাস জড়িত। কালে কালে ও দেশে দেশে মানব-কল্পনা পুঞ্জিত হইয়া প্রবাল-দ্বীপের ন্যায় এক এক দেবতাকে গড়িয়া তোলে। যিনি দেবতাদিগের মধ্যে মহাদেব, যিনি রুদ্র অথচ শিব, যিনি গৃহী অথচ সন্ন্যাসী, যিনি ত্রিলোকপতি অথচ ত্যাগী দরিদ্র, সেই মহেশ্বর দেবতা বহু কালের বহু দেশের বহু সমাজস্তরের দেবকল্পনার সমষ্টি।

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন বা সমসাময়িক বহু সভ্য দেশ ভারতবর্ষের বাহিরে ছিল—ঈজিপ্ট বা মিশ্রদেশ, বাবিলন বা বাবরুষ, ক্যালডিয়া, সীরিয়া, গ্রীস, রোম, ইত্যাদি। এই-সব দেশের চিন্তাধারার পরস্পর যোগ অতি প্রাচীন কালেই যে ঘটিয়াছিল তার বহু পরিচয়ের মধ্যে শিব-শক্তি পূজার ইতিহাস একটি প্রধান প্রমাণ। সমস্ত প্রাচীন জনপদের সভ্যতা অনেক বিষয়ে পরস্পরের নিকট ঋণী।

বৈদিক ঋষিরা ছিলেন বিশ্বদেবাঃ অর্থাৎ বিশ্বদেববাদী বা সর্ব্বেশ্বরবাদী, তাঁরা জানিতেন জগতের যত কিছু ঘটনা সমস্তই ঐশী প্রকাশ। একই বহু ও বহুই এক—এই বোধ ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার শক্তিপ্রকাশকে ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করিতে থাকে। আদিতে বেদে একই পরমেশ্বরের প্রকাশকে ত্রিমূর্ত্তিতে কল্পনা করা হয়—অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র বা বরুণ, এবং সূর্য্য বা সবিতা বা বিষ্ণু। এই ত্রিদেব বা ত্রিমূর্ত্তি একই মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশের নামান্তর মাত্র ছিলেন (বেদপ্রবেশিকা, ২১৭ পৃষ্ঠা; উপাসক-সম্প্রদায়, অনুক্রমণিকা)। মানুষের জ্ঞানের দ্বার একাদশ বলিয়া মানুষের নিকট দেবশক্তির প্রকাশের রূপ হইল ১১। এই ১১-কে ত্রিলোকের অধিষ্ঠাতা কল্পনা করিয়া হইল ৩৩। বেদ আবার দেবতার সংখ্যা ৩৩৩৯ বলিয়া একের বহুরূপের কল্পনা করিল (মৎপ্রণীত "বেদবাণী" দ্রষ্টব্য)। তাহা হইতে পৌরাণিক দেবতার সংখ্যা হইল ৩৩ কোটি। তিন সংখ্যাটার প্রতি লোকের কেমন একটা মোহ আছে—এই রাশিটিকে মানুষ রহস্যাবৃত মঙ্গলাত্মক বলিয়া মনে করে। তাই হিন্দুর ত্রিমূর্ত্তি, বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন, ক্রিশ্চানদের ত্রিনিটি দেবস্বরূপের প্রকাশক; তার পর ত্রিলোক, ত্রিতাপ, ত্রিগুণ, ত্রিবর্গ, ত্রিকাল, ত্রয়ী বিদ্যা, ত্রিক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিদশ, ত্রিকুল, ত্রিগণ, ত্র্যম্বক, ত্রিদণ্ডী, ত্র্যহস্পর্শ, ত্রিদোষ, ত্রিধারা, ত্রিপিষ্টপ, ত্রিপুট,

ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিপুর, ত্রিবলি, ত্রিবৃৎ, ত্রিবেণী, ত্রিশূল, ত্রিসন্ধ্যা, ত্র্যম্বক, ইত্যাদি অনেক কিছুতেই ত্রিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদ ৩৩৩৯ দেবতা কল্পনা করিলেও পুবাণ বচনাব আগে পর্য্যন্ত ৩৩ দেবতার বেশী স্বীকৃত হন নাই। রামায়ণ ও মহাভাবতে ৩৩ দেবতারই উল্লেখ পাওয়া যায়—

> "তৎ শৃণুস্ব ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবাঃ সেন্দ্রপুবোগমাঃ।'
>
> বামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১১।১৭।
>
> এতে দেবাস ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্বভূতগণেশ্বরাঃ।
>
> — মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ১০০ ২৪।৭৫।

বৈদিক প্রাথমিক ত্রিদেবতা অগ্নি, বায়ু বা বরুণ বা ইন্দ্র এবং সূর্য্য বা সবিতা বা বিষ্ণু; ইঁহাদেব মধ্যে শিবেব সন্ধান আমবা পাই না। দ্বিতীয় স্তবেব ১১ দেবতাব নামেব মধ্যেও শিবেব পববর্ত্তী হাজাব নামেব সঙ্গে মিলে এমন একটি নামও নাই। এই দ্বিতীয় স্তবেব ১১ দেবতাব মধ্যে এক দেবতা মরুৎ, ইনিই শিব সৃষ্টিব বীজ।

এই মরুৎ বৈদিক দেবসমাজে প্রবেশ লাভ কবেন বহির্ভাবত হইতে আসিয়া। ব্যাবিলনে এক বায়ু-দেবতা পূজিত হইতেন, তাঁব নাম ছিল মেবোডাক। বেদে এই মেবোডাক প্রবেশ কবিয়া প্রথমে হন মার্ডীক—

> 'কস্তে দেবঃ অধি মার্ডীক আসীদ যৎ প্রাক্ষিণাঃ পিতর পাদগৃহ্য।
>
> অবর্ত্যা শুন আন্ত্রাণি পেচে ন দেবেষু বিবিদে মর্ডিতাবম॥
>
> —ঋগ্বেদ, ৪ মণ্ডল ১৮ সূক্ত, ১২-১৩ ঋক।

'এই মার্ডীক দেবতা কে যিনি তোমাব (ইন্দ্রেব) পিতাকে বধ কবিয়াছেন? (ইন্দ্র বলিলেন) ব্রাত্য লোকেবা কুকুবেব অন্ত্র পাক কবিল, কিন্তু দেবতাদেব মধ্যে মর্ডিত বলিয়া কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না।' এই মার্ডীক বা মর্ডিত প্রথমে ইন্দ্রবিবোধী ছিলেন দেখা যাইতেছে, এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে তিনি ব্রাত্য বা নিম্নশ্রেণীব লোকেবও অপবিজ্ঞাত আগন্তু দেবতা ছিলেন। এই মার্ডীক বা মর্ডিত পবে হইয়া পড়েন মরুৎ ও মাতবিশ্বা। মরুৎ যখন দেবমাতা অদিতিব গর্ভে ভ্রূণ হইয়া বৈদিক দেবসমাজে জন্মলাভেব আয়োজন কবিতেছিলেন, তখন ইন্দ্র তাঁকে বধ কবিবাব জন্য দুইবাব বজ্র প্রহাব কবিয়া সাত সাতে ঊনপঞ্চাশ খণ্ড কবেন; বৈদিক দেবতা ইন্দ্রেব বৈবিতা সত্বেও মরুৎ বৈদিক দেবসমাজে জন্মলাভ করিয়া স্থায়ী দেবপদবী কায়েমী করিয়া লইলেন। মেরোডাকেব অন্য এক নাম ছিল বেল-মেবোডাক। বেদে নবাগত মরুৎদিগকে বীলু বলা হইয়াছে—বীলুচিদারুজত্নুভিঃ গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ।

বেদেব তৃতীয় স্তরে দেবতাদেব সংখ্যা যখন ৩৩ হইল, তার মধ্যে এক দেবতা আসিলেন রুদ্র। এই রুদ্র হইলেন মরুৎগণের পিতা—আ তে পিতব্ মরুতাম্—২ মণ্ডল,

৩৩ সূক্ত, ১ ঋক্। এজন্য রুদ্রের অপর নাম হইল মৃগ বা মৃলয়াকু বা মৃড়;—রু
নাম মরুৎ বা মাতরিশ্বা বা মর্ডিত বা মার্ডীক বা মেরোডাক শব্দেরই রূপান্তর।
রুদ্রের পুত্র হইয়া নাম পাইল রুদ্রীয়। রুদ্র সর্ব্বদা মরুৎগণে পরিবেষ্টিত হইয়া
করিতেন, এজন্য রুদ্র হইলেন গণপতি, গণেশ।

মরুৎ বায়ু-দেবতা। রুদ্রও ঋগ্বেদে বিদ্যুৎ বা ঝড় মাত্র। যাস্ক নিরুক্তে রু
ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—রুদ্রো রৌতীতি সত্তো রোরুয়মাণো দ্রবতীতি বা রোদ
—নিরুক্ত, ১০-১,৫।—যে শব্দ করিতে করিতে গলিয়া যায় সেই রুদ্র। অর্থ
এই রুদ্র বজ্রধর।—মেঘই বজ্রধর।

আবার "অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে"—নিরুক্ত, ১০-৭। এইজন্য তিনি "শি
জটিলঃ।" এইখানে আমরা শিবের জটার বীজ দেখিতে পাইতেছি। এইজন্য
রুদ্রকে কপর্দ্দী বলা হইয়াছে। যজুর্ব্বেদে রুদ্র ও অগ্নি একই দেবতা বলা হ
ঋগ্বেদে মাত্র তিনটি সূক্ত রুদ্রের উদ্দেশে রচিত দেখা যায়, যদিও রুদ্র নামের
আছে ৭৫ বার।

"অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ রুদ্র দেবতার মূর্ত্তি। এই রুদ্র দেবতাটিকে লোকে ভয় করিত। ইঁহ
সকলে ভয় করিত। এমন কি, স্পষ্ট করিয়া ইঁহার নাম উচ্চারণে সকলে সাহসী হইত না।
কপর্দ্দী প্রভৃতি বিশেষণে ইঁহার স্বভাবের পরিচয় পাইবেন। ইঁহাকে খুসি রাখিবার জন্য ব
শঙ্কর বলা হইত। ফলে, বেদপন্থীদের অন্যান্য দেবতাদের সহিত ইঁহার পার্থক্য ছিল। ইঁ
দেবতাদের অনুরোধে স্বয়ং প্রজাপতিকে লক্ষ্য করিয়া বাণ ছুড়িয়াছিলেন। দেবতারা খুসী হইয়
পশুগণের আধিপত্য দিয়াছিলেন। তদবধি ইনি পশুপতি হইয়াছেন। অতি পূর্ব্বে ইনি য
পাইতেন না, জোর করিয়া যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করেন। তদবধি স্বিষ্টকৃৎ যাগের প্রচলন। স্বি
যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা রুদ্রদেবই অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ মূর্ত্তিতে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে দক্ষ
পৌরাণিক উপাখ্যান আপনাদের মনে আসিবে।"—"যজ্ঞকথা," রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

বেদে এক দেবতা ছিলেন পূষা; তিনিও ছিলেন কপর্দ্দী। বৈদিক দে
পৃষ্ঠপোষক পুরোহিত দক্ষ যখন যজ্ঞ করেন, তখন তিনি রুদ্র বা শিবকে অবৈদিব
জানিয়া যজ্ঞে আমন্ত্রণ করেন নাই। রুদ্র যখন বাহুবলে বৈদিক দেব-সমাজে
আসন প্রতিষ্ঠা করিতে আসেন তখন তিনি বৈদিক দেবতা ভগের দন্ত ভগ্ন
তাঁকে যজ্ঞস্থল হইতে বিতাড়িত করেন এবং কপর্দ্দী পূষার জটা আকর্ষণ ক
নেত্র উৎপাটন করেন। পরবর্ত্তী কালে পূষার আর সন্ধান পাওয়া যায় না; পূষা
ও নেত্রের সন্ধান পাওয়া যায় শিবের মাথায় ও ললাটে।

বেদের অগ্নির বা অগ্নিশিখার ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল—শিব, শর্ব্ব বা সর্ব্ব
কালী, করালী, ইত্যাদি। শিব ও শর্ব্ব রুদ্রের নামান্তর হইয়াই রহিল; কিন্তু

নাম হইল অগ্নির ও শিবের পুত্র কার্ত্তিকেয়ের, এবং কালী করালী হইলেন রুদ্র বা শিবের পত্নী।

ঋগ্বেদে রুদ্র দেবতার মাথায় মুকুট, অঙ্গে অলঙ্কার, গলায় নিষ্কমালা। তিনি ধনুর্ব্বাণ প্রয়োগে পটু, এবং স্বহস্তে রোগ-নিবারক ঔষধ প্রস্তুত করিতে দক্ষ। রুদ্র বনে পর্ব্বতে বিচরণকারী ভূত এবং তিনি জ্বর ও রোগ দিয়া লোককে পীড়িত করেন। ঋগ্বেদে শিব ও শঙ্কর শব্দ আছে, কিন্তু তাহা বিশেষণ মাত্র, তখনো কারো নাম হইয়া দাঁড়ায় নাই। তিনি ত্র্যম্বক—অর্থাৎ ত্রৈমাতুর, অর্থাৎ তিন মাতার সন্তান—স্বর্গ মর্ত্ত অন্তরীক্ষ তাঁর স্থান বা মাতৃক্রোড়। ইহাই তাঁর পরবর্ত্তী কালে ত্রিনেত্র হইবার বাজ। হিমালয়ের উত্তরে মূজবান নামক পর্ব্বতে রুদ্রদেবতার বাস ছিল।

যজুর্ব্বেদে রুদ্র ও অগ্নি এক। তিনি গিরিশ অর্থাৎ গিরিবাসী এবং উমা হৈমবতী তাঁর গৃহিণী হইয়াছেন। কিন্তু শুক্লযজুর বাজসনেয়ী সংহিতায় রুদ্র ও উমা স্বামী স্ত্রী নহেন, তাঁরা ভাই বোন। শুক্লযজুর মধ্যে ঈশান ও মহাদেবের নাম পাওয়া যায়।

এই ঈশান বৈদিক দেবসমাজে বাহির হইতে আগত দেবতা। ঈজিপ্টের প্রধান দুই দেবতা ছিলেন ইসিস ও অসিরিস, অসিরিস ইসিসের ভাই, কখনো বা পুত্র, কখনো বা পতি। ব্যাবিলনের ইশ্‌তর ও তম্মুজ নামক দেব-দেবীর সম্পর্কও এইরূপ ত্রিবিধ, এবং ব্যাবিলনের তিয়াবৎ ও মেরোডাকের সম্পর্কও এইরূপ ত্রিবিধ। এই ইসিস ও অসিরিস এবং ইশ্‌তর ও মেরোডাক ভারতবর্ষের দেবসমাজে প্রবেশ করিয়া নূতন নাম গ্রহণ করেন ঈশ ঈশ্বর ঈশান ও ঈশানী। তাই ঈশান ও ঈশানী সম্পর্কে প্রথমে ভাইবোন, পরে পুত্র ও মাতা, ও আরো পরে স্বামী স্ত্রী হইয়াছেন দেখিতে পাই।

বাজসনেয়ী সংহিতায় রুদ্র চর্ম্মবাস বা কৃত্তিবাস, নীলগ্রীব বা শিতিকণ্ঠ। ইহা অগ্নিরই রূপক—অগ্নি ও অঙ্গার হলদে-কালো ফোঁটা কাটা ব্যাঘ্রচর্ম্মের মতন, এবং অগ্নির মধ্যে কৃষ্ণ আভা যেন নীলকণ্ঠ।

যজুর্ব্বেদে রুদ্র হইয়াছেন দেবভিষক্‌, অধিবক্তা ও অহিশত্রু—

> "অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যোভিষক। অহীংশ্চ সর্ব্বাঞ্জম্ভয়ন সর্ব্বাশ্চ যাতুধান্যোঽধরাচীঃ পরা সুব।—যজুর্ব্বেদ, ১৬।৫

প্রাচীন সকল দেশের ধর্ম্মেই দেখা যায় অহি নামক এক দৈত্য দেববিরোধী, বৃত্রাসুরের অপর নাম অহি, ক্রিশ্চানদের শয়তান সর্পমূর্ত্তি, ঈজিপ্টে ব্যাবিলনে ইসিস ও ইশ্‌তার সর্পশত্রু। ঈজিপ্টে সূর্য্য দেবতার নাম ছিল রা, একদিন এক সাপ তাঁকে কামড়ায়, রা দেবতা শেখেৎ নামক এক দেবীর সাহায্যে সেই সর্পকে

শান্তি দেন, তখন আর তাঁর বিশেষ যন্ত্রণা রহিল না। এই বা ও রুদ্র এবং শেষেং ও শক্তি ক্রমে অভিন্ন হইয়া উঠেন। এই সর্প পরে সকল দেশের দেবতাদের ভূষণ হইয়া পড়ে।

যজুর্ব্বেদে রুদ্র একদিকে রোগচিকিৎসক, আবার অপর দিকে তিনিই রোগ-উৎপাদক—যে অন্নেষু বিবিধ্যন্তি পাত্রেষু পিবতো জনান্ (যজু, ১৬।৬২)।—তিনি "সাপ হয়ে কামড়ান ও বোজা হয়ে ঝাড়ান।"

যজুর্ব্বেদে রুদ্র অসংখ্য—অসংখ্যাতাঃ সহস্রাণি যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্ (যজু ৩৬।৫৪)।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উমা রুদ্রের স্ত্রী; সেইজন্য রুদ্রের নাম হইয়াছে উমাপতি।

রুদ্রাধ্যায় বা শতরুদ্রীয় নামক যজুর্ব্বেদের অংশে রুদ্র হইয়াছেন গিরিশ, গিরিত্র; তাঁর দেহবর্ণ লোহিত, কণ্ঠ নীল—কৃষ্ণবর্ণ মেঘের উপর বিদ্যুৎস্ফুরণ অথবা সূর্য্যদেবতার লোহিতাঙ্গে কৃষ্ণচিহ্ন। ঈজিপ্টের রা সূর্য্যদেবতা, পরে রুদ্রে পরিবর্ত্তিত হন। অথবা রুদ্র অগ্নি—লোহিত শিখার অভ্যন্তরে অঙ্গারের কালিমা-কলঙ্ক থাকে, এইজন্য রুদ্রের নাম নীললোহিত।

সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ বলেন, যে দেবতা ঈশান ও মহাদেব নামে দেবসমাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনিই পরে শিব হন; রুদ্রের সমস্ত গুণ পরে শিবে আরোপিত হয়।

শতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নিকে মহাদেব বলা হইয়াছে; মহাদেব শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা অগ্নির অষ্ট নামের মধ্যে এক নাম। শতপথ ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণ বলেন—রুদ্র সর্ব্বলোকের ব্রাত্যদিগের রক্ষক। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে অথর্ব্ববেদের ১৫শ অধ্যায়ে মহাদেব ব্রাত্য নামক যাযাবর জাতির দেবতা, ইন্দ্রধনু তাঁহারও ধনু—সেই ধনুর উদর নীল ও পৃষ্ঠ লোহিত, তাঁর অষ্টমূর্ত্তি। আমরা আগে দেখিয়াছি যে মাড়ৗক ছিলেন ব্রাত্য বা পতিতদিগের দেবতা। পরবর্ত্তী কালেও শূদ্র চণ্ডাল ব্যাধ শবর ভিল্ল প্রভৃতি ব্রাত্য জাতিরা শিবপূজার অধিকারী যে হইতে পারিয়াছিল তার কারণ আমরা এখানে পাই।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র বৃহস্পতি রুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে বৃষ বা বৃষভ বলা হইয়াছে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য। এই বৃষ পরবর্ত্তী কালে রুদ্রের বাহন হয়। গৃহ্যসূত্র রুদ্র-তোষণের জন্য শূলগব যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়াছেন; এই যজ্ঞে আস্ত ষাঁড়কে শূলে বিদ্ধ করিয়া আগুনে পোড়াইয়া আহুতি দেওয়া হয়—ষাঁড়ের শিক-কাবাব। ইহা হইতে পৌরাণিক শিবের অস্ত্র শূল ও বাহন ষণ্ড কল্পনা করিবার সাহায্য হয়।

সীরিয়া দেশের প্রাচীন অধিবাসী হেট্টাইটদিগের (১৪০০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ) এক দেবদম্পতি ছিলেন—দেব ছিলেন বৃষরূপী ও দেবী ছিলেন সিংহী। পরে বৃষারোহী

দেব ও সিংহবাহিনী দেবী পরিকল্পিত হন। বৃষারোহী দেব ছিলেন বজ্রপাণি ত্রিশূলহস্ত এবং মুষলধর; ত্রিশূল বিদ্যুৎ-শিখার ও মুষল বজ্রাঘাতের চিহ্ন। এই দেবতা-দম্পতি আমাদের শিবদুর্গা পরিকল্পনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন মনে হয়। (The Syrian Goddess—Prof. Herbert A. Strong, এবং ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের Modern Review পত্রের ৩০৫ পৃষ্ঠায় ঐ পুস্তকের সমালোচনা দ্রষ্টব্য।) ঈজিপ্টের অসিরিস—যিনি পরে গিরিশ ঈশ হন—বৃষমূর্ত্তি ছিলেন।

শুক্লযজুর ষোড়শ ভাগের নাম তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। তার মধ্যে রুদ্র পূজার উল্লেখ আছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আমরা রুদ্রকে শিবরূপে প্রথম দেখিতে পাই। তিনি একদিকে রুদ্র—ভয়ানক, আবার অপর দিকে শিব—মঙ্গলস্বরূপ ; তিনি দেবতাদিগের প্রভব ও উদ্ভব, বিশ্বাধিপ, মহর্ষি; তিনি গিরিশন্ত ও গিরিত্র (তৃতীয় অধ্যায়, ৪, ৫, ৬ শ্লোক)। তিনি ইষুহস্ত। এখানে আমরা প্রলয়ান্তক রুদ্রের পিনাক বা অজগব ধনুর পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইতেছি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তনের প্রথম দ্বার, সেইজন্য আমরা এখানে পরমেশ্বর মহাদেবের রুদ্র ও শিব ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে—ঈশান "যোনিং যোনিং অধিতিষ্ঠতি" (৪।১১)। ইহাই পরবর্ত্তী কালে যুক্তলিঙ্গ পূজার প্রবর্ত্তনের প্রথম ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। জাত প্রাণী মাত্রেই ভূত ও পশু ; তাদের যিনি পতি তিনি সহজেই পরবর্ত্তী কালে ভূতনাথ ও পশুপতি হইতে পারিয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বহু রুদ্র এক হইয়া উঠিয়াছেন—একো রুদ্রো, ন দ্বিতীয়ায়।—৩।২।

অথর্ব্ববেদে রুদ্র ও মহাদেব একই পরম-দেবতা—সোঽর্য্যমা, স বরুণঃ, স রুদ্রঃ, স মহাদেবঃ।—অথর্ব্ব, ১৩।৭।৪।১২। অথর্ব্বশিরোপনিষদে আত্মাকে রূপকচ্ছলে শিব ও বিষ্ণু বলা হইয়াছে, কিন্তু এ শিব কেবল বিশেষণ, বিশেষ দেবতার নাম নহে। অথর্ব্ববেদের ভব ও শর্ব্ব দেবতা পরে শিবের নামান্তর হইলেও ঐ দুই দেবতার সঙ্গে শিবের সাদৃশ্য অথর্ব্ববেদের মধ্যে নাই।

কৈবল্য উপনিষদে ব্রহ্মকেই বলা হইয়াছে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র উমাপতি শিব।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শিবপত্নীর নাম হইয়াছে উমা ও পার্ব্বতী। নারায়ণোপনিষদে মহাদেব ও উমা নাম আছে।

কৈবল্যোপনিষদে ভগবান্ মহাদেব স্বয়ং অশ্বলায়নকে নিজ মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শুনাইতেছেন। অথর্ব্বশিরোপনিষদেও এইরূপ।

সূত্রপিটকে শিব শঙ্কর নাম আছে।

নির্ঘণ্ট (৩।১৬) রুদ্রকে স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন—তিনি অক্ষ ও কৃষির দেবতা।

রুদ্রের নামাবলীর মধ্যে ক্ষেত্রপতি, বনপতি, অরণ্যপতি, স্থপতি, ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। তস্করাণাং পতিঃ, প্রতরণঃ (প্রতারক) প্রভৃতি নামও আছে। এইজন্য আমরা পরবর্ত্তী কালে দেখিতে পাই শিবপার্ব্বতী অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত এবং শিব কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত (শিবায়ন)। এইজন্য পরবর্ত্তী কালের শিব ও কালী "এবং নানা-ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ" (ভবিষ্যোত্তরীয়-বচন তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত দুর্গা-পূজা-প্রসঙ্গে)।

জেন্দ্-আবেস্তায় বৃহস্পতি বিষ্ণু ইন্দ্র অসুর বৃত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবদানবের উল্লেখ আছে, কিন্তু রুদ্রের কোনো উল্লেখ নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে রুদ্র পরবর্ত্তী কালে আগন্তু দেবতা।

ইহার পর রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ। এই যুগে শিবের রূপ গুণ ঐশ্বর্য্য ক্রিয়া আরো স্পষ্ট ও বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতবহির্ভাগের দেবকল্পনা ও বৈদিক ব্রাহ্মণ্য আর্য্য পরিকল্পনার সঙ্গে অন-আর্য্য ও নিম্নশ্রেণীর স্থানীয় জাতি-সকলের দেবস্বরূপের সংমিশ্রণ ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু মহাভারতের বনপর্ব্বে স্কন্দ-উপাখ্যানে স্পষ্ট দেখা যায় যে প্রথমে অগ্নিরই নাম ছিল রুদ্র—"রুদ্রম অগ্নিং দ্বিজা প্রাহু, রুদ্রসূনুস ততস তু সঃ (স্কন্দঃ)।"—'দ্বিজগণ অগ্নিকেই রুদ্র বলিতেন, অগ্নিপুত্র স্কন্দ সেইজন্য রুদ্রপুত্র।' রুদ্র যখন পরে শিবের কায়েমী নাম হইয়া গেল, তখন কাজেকাজেই কার্ত্তিকেয় শিবপুত্র হইয়া পড়িলেন এবং অগ্নিপুত্রকে শিবপুত্র করিবার জন্য শিব ও অগ্নিকে মিলাইয়া এক উপাখ্যান রচনা করা আবশ্যক হইয়াছিল।

বৈদিক ত্রিদেবতা ক্রমশ পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া হন—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। বৈদিক অগ্নি হইলেন ব্রহ্মা, বৈদিক সূর্য্য ত বিষ্ণু নামে পরিচিত ছিলেনই, শিব আবির্ভূত হইলেন দেশ-বিদেশের বহু দেবতার সমষ্টি রূপে—অগ্নিরূপী রুদ্র, বজ্রপাণি ইন্দ্র, মরুৎ, মেরোডাক, অসিরিস, বা, প্রভৃতির সমন্বয় হইলেন শিব। ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মাই পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ ও প্রধান দেবতা ছিলেন। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাই সৃষ্টি ও সংহারের কর্ত্তা এবং তিনিই নারায়ণ, তিনিই পুরুষ।

'ব্রহ্মার মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক মনুসংহিতায় শিব ও বিষ্ণুর নাম উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থের রচনা ও সঙ্কলনের সময়ে তাঁহারা এখনকার মত উন্নত পদ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা ঐ শাস্ত্রে কেবল অঙ্গবিশেষের অধিষ্ঠাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন—

মনসীন্দুং, দিশঃ শ্রোত্রে, ক্রান্তে বিষ্ণুং, বলে হরম্।
বাচ্যগ্নিং, মিত্রমুৎসর্গে, প্রজনে চ প্রজাপতিম্॥

মনুসংহিতা, ১২।১২১।

যে বিষ্ণু ও শিব মনুসংহিতা সঙ্কলনের সময়ে পদ ও বলের অধিষ্ঠাতা মাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ও তন্ত্রে তাঁহাদের মহিমা পরিবর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাদিগকে পরাৎপর পরমেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।"—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

মহাভারতের মধ্যে বৈদিক-রুদ্রের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তবু এখনো রুদ্র ও মহাদেব সম্পূর্ণ এক অভিন্ন দেবতা হইয়া উঠেন নাই। বেদে রুদ্রের স্ত্রীর নাম রোদসী; মহাভারতে রুদ্রের পত্নী রুদ্রাণী (উদ্যোগপর্ব্ব); কিন্তু মহাদেবের পত্নী পার্ব্বতী বা উমা;—তখনো গৌরী অম্বিকা বা উমার সঙ্গে রুদ্রাণী একাত্মতা লাভ করেন নাই। শান্তিপর্ব্বের ২৮২ অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা আছে; ঐ যজ্ঞে শিব বাদে সকল দেবতারই নিমন্ত্রণ হওয়াতে পার্ব্বতী ক্ষুণ্ণ হইয়া শিবকে তাঁর অনিমন্ত্রণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিব বলিলেন—পূর্ব্বকাল হইতে দেবতারা যে বিধান করিয়াছেন, তাতে কোনো যজ্ঞেই তাঁর ভাগ কল্পিত হয় নাই—

> যজ্ঞেষু সর্ব্বেষু মম ন ভাগ উপকল্পিতঃ।২৬
> ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্য ধর্ম্মতঃ॥২৭

এই কথারই প্রতিধ্বনি আমরা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে পাই। দক্ষমহিষী প্রসূতি শিবকে বলিতেছেন—

> বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়।
> সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়॥
> আপনি বিচার কর, পরিহর রোষ।
> দক্ষের এ দোষ কেন, বেদের এ দোষ॥

স্বামীর অনিমন্ত্রণে দেবীর দুঃখ দেখিয়া মহাদেব আত্মমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যজ্ঞভাগ আদায় করিতে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বৈদিক দেবতাদের পৃষ্ঠপোষক দক্ষ শিবকে বলিলেন—"সন্তি নো বহবঃ রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দ্দিনঃ, তুমি তাদের মধ্যে কোন্ জন?" যজ্ঞভাগ না পাইয়া শিব যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন; তখন ব্রহ্মা স্বীকার করিলেন এখন হইতে শিবকে যজ্ঞভাগ দেওয়া হইবে। এখানে যজ্ঞবধ আছে, কিন্তু দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ নাই; পার্ব্বতী আছেন, কিন্তু তিনি দাক্ষায়ণী নহেন, এবং যজ্ঞে তিনি দেহত্যাগও করেন নাই। বৈদিক রুদ্রও প্রথমে যজ্ঞভাগী ছিলেন না, মহাদেবকেও যজ্ঞভাগের জন্য জোর করিয়া স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইল। শিব যে বাহির হইতে ভারতীয় দেবসমাজে আগন্তু দেবতা, তাহা পুরাণেও স্বীকৃত দেখা যায়। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এই শঙ্কর নামক আগন্তু আমাদের অপেক্ষা কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ?"—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ২৫ অধ্যায়, বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

মহাভারতের শিব আদিতে সাধারণ মনুষ্যাকৃতিই ছিলেন—এক মাথা, দুই চোখ। একদিন উমা কৌতুক করিয়া শিবের পিছন হইতে তাঁর চোখ দুটি দুই হাতে চাপিয়া ধরেন; শিবের চক্ষু আবৃত হওয়াতে সৃষ্টি অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া ধ্বংসপ্রায় হইল; তখন দেবতাদের অনুরোধে শিব ললাটে তৃতীয় নেত্র প্রকাশ করিলেন। সেই তৃতীয়

নেত্রেব তেজে পর্ব্বত অবণ্য প্রভৃতি দগ্ধ হইতে লাগিল (অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪০)। পববর্ত্তী কালেব মদনভস্মেব মূল তৃতীয় নেত্রেব অগ্নিতেজ প্রথম ছিল অগ্নিরূপী রুদ্রেব মধ্যে এবং দ্বিতীযতঃ পাওয়া গেল এই তৃতীয় নেত্রেব তেজে।

মহাদেবেব নীলকণ্ঠ হওয়াব কাবণ দেববিবোধেব ফলে পবে অন্যরূপ হইযা পড়ে।—একদিন শিব ও বিষ্ণুব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাব দ্বন্দ্বেব সময় নাবায়ণ মহাদেবেব গলা টিপিযা ধবেন, তাহাতে মহাদেবেব গলায় কালশিবা পডিয়া যায়—

ততঃ এনং সমুদভূতং কণ্ঠে জগ্রাহ পাণিনা।
নাবায়ণঃ স বিশ্বাত্মা তেনাস্য শিতিকণ্ঠতা॥
শান্তি পর্ব্ব ৩৪৪।৮৬, ৮৭।

একদিন বৈদিক দেবতা ইন্দ্র শিবকে বজ্রাঘাত কবেন, সেই আঘাতে শিবেব কণ্ঠ দগ্ধ হইযা যায—

ইন্দ্রেণ চ পুবা বজ্রং ক্ষিপ্তং শ্রীকাঙ্ক্ষিণা মম।
দগ্ধা কণ্ঠং তু তদ যাতং তেন শ্রীকণ্ঠতা মম।
— অনুশাসন পর্ব্ব ১৭১ অধ্যায় ৮ শ্লোক

আমবা পূর্ব্বেই দেখিযাছি, ইন্দ্র মার্ডীক-বিবোধী মরুৎ বিবোধী ছিলেন। দেব-বিবোধে শিবেব পবাজয়েব এই অপমান পববর্ত্তী কালে সমুদ্রমন্থনেব বিষ দিযা ঢাকা হয।

বেদে সোম জলেব মধ্যে, সমুদ্রেব মধ্যে ছিলেন সোম একদিকে চন্দ্র, অপব দিকে অমৃত। পুবাণে সমুদ্রমন্থন কবিযা চন্দ্র ও অমৃত দেবতাবা লাভ কবেন, চন্দ্র পাইযা-ছিলেন শিব, এবং অমৃতেব বদলে পাইয়াছিলেন বিষ। কিন্তু সেই বিষও বিদেশেব আমদানী, ঈজিপ্টেব সূর্য্যদেবতা বা সাপেব কামডেব বিষ লইযা ভাবতবর্ষে আসিয় শিবেব সঙ্গে মিলিত হইযাছিলেন।

মহাদেব একদিন তিলোত্তমাকে দেখিযা রূপমুগ্ধ হন, তিলোত্তমা মহাদেবকে প্রদক্ষিণ কবিতেছিল, শিবেব ইচ্ছা হইতেছিল তিনি তাঁব চতুর্দ্দিকে ভ্রমমানা তিলোত্তমাকে মুখ ঘুবাইয়া ঘুবাইয়া দেখেন, অন্য দেবতাবা উপস্থিত থাকাতে শিব লজ্জায় মুখ ফিবাইতে না পাবিয়া চাবি দিকে চাব মুখ উদ্‌গত কবেন। সেইজন্য শিব চতুর্ম্মুখ। মহাভাবতেব চতুর্ম্মুখ শিব পৌরাণিক যুগে দেববিবোধেব সময় শ্রেষ্ঠত্বগর্ব্বী ব্রহ্মাব পঞ্চ মুণ্ডেব একটি মুণ্ড নখে করিয়া ছিঁড়িয়া নিজে হন পঞ্চমুখ ও ব্রহ্মাকে চতুর্ম্মুখ কবিয়া নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করেন (কাশীখণ্ড)।

মহাভাবতেব মধ্যে শিব-বিষয়ক বহু উপাখ্যান বচিত হইয়াছে—কিবাত-অর্জ্জুন-সংবাদ, পাণ্ডবদেব দ্বাব বক্ষা, অশ্বত্থামাব সঙ্গে যুদ্ধ, ইত্যাদি। এইসব উপাখ্যানে শিব

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, এমন কি ভক্তসেবক। মহাভারতের শিব হিমালয়বাসী, পিনাকী, বৃষভবাহন, ভূতনাথ। তাঁর পত্নীর নাম উমা, পার্ব্বতী, দুর্গা, কালী, করালী, ইত্যাদি। কালী করালী নাম উপনিষদে অগ্নিশিখার নাম ছিল, তাদেরই অগ্নিরূপী রুদ্রের পত্নী করা হয়। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে শিবলিঙ্গ পূজারও সূত্রপাত দেখা যায়।

রামায়ণেও মহাদেবের রূপ গুণ ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব এইরূপ প্রতিষ্ঠিত ও পরিণত দেখা যায়।

পৌরাণিক যুগে ত শিব রীতিমত গৃহস্থ, বহু পত্নীর ভর্ত্তা, পুত্রকন্যার জনক এবং মাদকসেবী। সকল পুরাণেই শিবের উল্লেখ আছে, কিন্তু ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-প্রচারক পুরাণগুলিতে শিবকে একটু নিকৃষ্ট পদবী দেওয়া হইয়াছে। শৈব পুরাণে মহাদেবকে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্রষ্টা বলা হইয়াছে, আবার ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব পুরাণ নিজের নিজের দেবতাকেই শিবের সৃজনকর্ত্তা করিয়াছে (লিঙ্গপুরাণ, ১৭ অধ্যায়, ভাগবত ১ স্কন্ধ ৬ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ, ইত্যাদি)। দেবীমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে শিবপত্নী ভগবতীকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের জননী বলা হইয়াছে।

যিনি আদিজননী তিনিই পরে পত্নী—এই পরিকল্পনা প্রাচীন সকল দেশের পুরাণেই দেখা যায়। ঈজিপ্টের ইসিস ছিলেন অসিরিসের জননী ভগিনী পত্নী, ব্যাবিলনের ইশতর তম্মুজ এবং তিয়ামৎ ও মেরোডাকের সম্পর্কও এইরূপ বিবিধ, ক্রিশ্চানদের কুমারী মা মেরী ঈশ্বরের পত্নীও বটেন, মাতাও বটেন। পিতা ঈশ্বর হইয়াছিলেন পুত্র-ঈশ্বর।

হরিবংশ বৈষ্ণবগ্রন্থ হইলেও সেখানে শিবের মর্য্যাদা খুব বেশী। বাসুদেব বদরিকাশ্রমে গিয়া শিবের তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন দেখিতে পাই।

ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে শিব ও তার পরিবারবর্গের অবস্থা বিভিন্ন। শ্রীমদভাগবতে শিব হাটক (স্বর্ণ) রস পান করেন, শিব-অনুচরদের প্রিয় পানীয় তাড়ী সিদ্ধি, এবং তন্ত্রে তাহা গাঁজায় উঠিয়াছে (প্রাণতোষিণী তন্ত্র), শিব শ্মশানবাসী। বামন পুরাণের শিব দরিদ্র, গণেশ ও কার্ত্তিকেয়ের পিতা। নারদীয় ধর্ম্ম ও কূর্ম্ম পুরাণে লক্ষ্মী ও সরস্বতী শিবের কন্যা—যদিও তারা শিবজননী ও শিবপত্নী শক্তিরই অংশ। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে শিবপার্ব্বতী দ্যূতাসক্ত—কার্ত্তিক মাসে দ্যূতপ্রতিপদে পার্ব্বতী শিবকে পরাস্ত করিয়া ভিক্ষা করিয়া বাজির ঋণ শোধ করিতে বাধ্য করেন। এবং ভিক্ষায় প্রস্থিত শিবের বিচ্ছেদ অসহ্য হওয়াতে পার্ব্বতী শিবের অর্দ্ধাঙ্গ হরণ করেন।

পৌরাণিক যুগে শিবমাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার পর আমরা শিবমূর্ত্তির ও শিববিভূতির নানাবিধ পরিচয় পাই।—পঞ্চবক্ত্র, জটিল, জটায় গঙ্গা, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, অস্থিমাল, অর্দ্ধনারীশ্বর, বৃষবাহন, তিনি পঞ্চবিদ্যার প্রবর্ত্তক,

গঙ্গা উৎপাদনের কারণ; তাঁর মর্ত্তনিবাস কাশী পৃথিবীবহির্ভূত, তাঁর ত্রিশূলের উপর অবস্থিত; তিনি দক্ষযজ্ঞধ্বংসকারী, দক্ষের ছাগমুণ্ড হওয়ার কারণ, তিনি মদনভস্মকারী; তিনি পশুপতি, কৃত্তিবাস, ফণীভূষণ; তিনি লিঙ্গমূর্ত্তি; তিনি শূলপাণি, ভূতনাথ। এই-সমস্ত আখ্যায়িকার মধ্যে দেশ-বিদেশের বহু সমাজস্তরের ধর্ম্মবিশ্বাস ও পুরাণকথা পুনঃ পুনঃ প্রক্ষেপের দ্বারা পুঞ্জীভূত হইয়াছে।

শিবের চতুর্বক্ত্র হওয়ার কারণ তিলোত্তমার রূপদর্শনলালসা ও পঞ্চবক্ত্র হওয়ার কারণ ব্রহ্মার মুণ্ডচ্ছেদন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সরস্বতীর রূপদর্শনলালসাতে চতুর্ম্মুখ হন ও পাপবাসনায় তাঁর সমস্ত তপঃপুণ্য নষ্ট হইয়া পঞ্চম মুখ সৃষ্টি করে; ব্রহ্মা সেই লজ্জা ঢাকিবার জন্য পঞ্চম মুখকে জটাজালে আবৃত করেন; শিব ব্রহ্মার আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ ছিন্ন করিয়া নিজে লন (মৎস্যপুরাণ, ৩য় অধ্যায়)। ব্রহ্মা ও অগ্নি একই দেবতা; অগ্নি শিখাধূমজটিল, ব্রহ্মাও সেইজন্য জটাধারী। রুদ্রও অগ্নি, সুতরাং ব্রহ্মার জটা তাঁর পাওয়া স্বাভাবিক। যদিও এই মুণ্ডচ্ছেদনের গল্পের মধ্যে দুই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিরোধের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

শিব ত্রিনেত্র হইয়াছিলেন উমা তাঁর দুই চক্ষু আবৃত করিলে। ইহা দেবতাকে ত্রিকালদর্শী বুঝাইবার রূপক।

শিবের ললাটে তৃতীয় নয়নের উপর শশিকলা স্থাপিত। যে মুজবান্ পর্ব্বতে রুদ্রের বাস ছিল, সেই পর্ব্বতেই ছিল সোমলতার জন্মভূমি। সোম মানে পরে যখন চন্দ্র হইল, তখন চন্দ্র হইয়াছিল মহাদেবের চিহ্ন। এর পৌরাণিক ইতিহাস এই যে, শিব সতী-বিরহে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁর তপের তেজে বিশ্ব দগ্ধ হইবার উপক্রম হয়; তখন দেবতারা শীতাংশু চন্দ্রকে শিবের ললাটে স্থাপন করিয়া তাঁর তপের তেজ শীতল করেন; এই শশিভূষণের মধ্যে প্রাচীন ঈজিপ্ট্ ব্যাবিলন সীরিয়া প্রভৃতি দেশের সূর্য্য-উপাসনা ও চন্দ্র-উপাসনা সম্মিলনের চেষ্টা দেখা যায়; ঈজিপ্টের সূর্য্যদেবতা রা, চন্দ্রদেবী-পূজকদের দেশ ব্যাবিলন হইতে এদেশে আসিয়া রুদ্র হইয়াছেন; তাই শিব সূর্য্যপ্রভ রজতশুভ্র কর্পূরবর্ণ, এবং তাঁর ললাটে চন্দ্র। বেদের মরুৎগণ সূর্য্যত্বচঃ, এবং তাদের রথধ্বজ ছিল চন্দ্র—আচন্দ্রেণ রথেন। শিবের অষ্টমূর্ত্তির মধ্যে একমূর্ত্তি সূর্য্য ও অপর মূর্ত্তি চন্দ্র। শাকদ্বীপী বা সিথীয় মগব্রাহ্মণরা যখন এদেশে আসে তখন তারা সূর্য্যপূজা লইয়া আসে; তারা সূর্য্যকেই শিব বলিত; সারদাতিলকতন্ত্রে শিবের একটি ধ্যানে তাঁকে 'বন্ধুকাভং' বলা হইয়াছে; সে বর্ণ সূর্য্যের এবং শিবই সূর্য্য। মেগাস্থিনিস (৩০২ খৃষ্টপূর্ব্ব) লিখিয়া গিয়াছেন যে, বৈদিক রুদ্র শাকদ্বীপী মগদের সূর্য্যদেবতা শিবের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিলেন। এরিয়ান বলেন—গ্রীক দেবতা ব্যাকাস ভারতে

আসিয়া শিবস্বরূপে নিমজ্জিত হন ; হ্যাকাসের এক নাম ত্রিয়ম্বস, তাহা সংস্কৃত ছাঁচে পড়িয়া হইয়াছে ত্র্যম্বক।

বুদ্ধদেব এবং জৈন তীর্থঙ্করদেব সঙ্গে শিবও ক্রমশঃ একই ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানী বুদ্ধ, অশোক-তরুমূলে জৈন তীর্থঙ্কর, বিল্বমূলে যোগী শিবে পরিণত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপুরুষলক্ষণ বলিয়া কতকগুলি দৈহিক বিশেষত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—যেমন, আজানুলম্বিত বাহু, উষ্ণীষাকার মস্তক, যুগ্ম ভ্রূ, ইত্যাদি। বুদ্ধদেব মহাপুরুষ নিঃসন্দেহ, সুতরাং তাঁর মস্তক উষ্ণীষাকার ও ভ্রূ যুগ্ম হওয়া উচিত মনে করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি সেইরূপ করিয়াই রচিত হইতে থাকে।

বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইলেও তাঁর মূর্ত্তি মুণ্ডিতকেশ করিয়া গঠিত হইত না, তাঁর সকল মূর্ত্তির মস্তকের মধ্যস্থল উষ্ণীষাকৃতি উচ্চ, মাথায় দক্ষিণাবর্ত্তে কুঞ্চিত অলিকেশ। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিরোধের জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যখন চেষ্টা করিতেছিল, তখন বুদ্ধদেবের সমস্ত গুণ মহাদেবে আরোপ করা ত হইলই, শিবমূর্ত্তিও বুদ্ধমূর্ত্তির নকল হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেবের কুঞ্চিত অলিকেশে আবৃত উচ্চ ব্রহ্মতালু ক্রমে শিবের মাথার জটার চূড়া হইল অতি সহজেই। যুগ্ম ভ্রূর মধ্যস্থলে যে রোমাবর্ত্ত হয়, তার পারিভাষিক নাম ঊর্ণা। এই ঊর্ণা বুদ্ধমূর্ত্তিতে ক্রমে ভ্রূ ছাড়াইয়া কপালের মধ্যস্থলে ঈষৎ উন্নত টিপের আকার ধারণ করে, বুদ্ধদেব যখন মহাদেব হইলেন, তখন সেই ঊর্ণা হইল তৃতীয় নেত্র বা শশিনেত্র। বুদ্ধমূর্ত্তি যখন বিষ্ণুমূর্ত্তি জগন্নাথ হইয়া গেল, তখন ত আর তাকে ত্রিলোচন বা চন্দ্রশেখর করা চলিল না; তখন পুবার জগন্নাথমূর্ত্তির কপালের ঊর্ণা উজ্জ্বল হীরকখণ্ডে ঢাকা দেওয়া হইল। উয়ান চুয়াং এদেশে আসিয়া (৬ষ্ঠ শতাব্দী) লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে অবলোকিতেশ্বর বা শিব অভিন্ন দেবতা। অবলোকিতেশ্বরের মাথায় অমিতাভ বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতেন। তারই অনুকরণে শিবের মাথায় গঙ্গা প্রতিষ্ঠিত হন। বজ্রপাণি' বুদ্ধকে পিনাকপাণি শিব করা হয়। লোকেশ্বর বুদ্ধের ধ্যান শিবের ধ্যানের মতনই—

চতুর্ভুজস্ ত্রিনেত্রশ্ চ চন্দ্রাঙ্কিত জটাধরঃ।
সর্পাভরণস যুক্তঃ শ্বেতবর্ণঃ লোকেশ্বরঃ ॥

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ ও মহাদেবের প্রলয়সমাধির মধ্যে ভাবগত সমতা আছে। ব্রাহ্মণ্য পুরাণের অনুকরণে বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণ রচিত হয়। বৌদ্ধ পুরাণে একটি আখ্যায়িকা আছে যে, শকদিগের আক্রমণ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধদেব মহাদেবকে নিযুক্ত করেন, শিব বৌদ্ধধর্ম্মকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে চামুণ্ডাকে ভার দেওয়া হয়। এই আখ্যায়িকায় এই বোঝা যায় যে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমান্বয়ে শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল এবং শকেরা শৈব ছিল। চীন

পবিব্রাজকেবা বলিয়া গিয়াছেন যে কপিলবাস্তব শাক্যেরা শৈব ছিল। শাকদ্বীপী মগী ব্রাহ্মণেবাও শৈব ছিল। এইরূপে ক্রমে বুদ্ধদেব শিবস্বরূপে এমন বেমালুম নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিলেন যে ভক্তদেব চিনিতে ধোকা লাগিত—সে দেবতাকে বুদ্ধদেবই বলা যাইবে, না মহাদেবই বলা যাইবে। ভক্তিশতকে আছে—

> জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং, যস্যানবদ্যং বচো,
> যস্মিন রাগলবোঽপি নৈব, ন পুনব দ্বেষো, ন মোহস্ তথা।
> যস্যাহেতুব অনন্তনিত্যসুখদানল্পা কৃপামাধুবী
> বুদ্ধো বা গিবিশোঽথবা স ভগবাংস্ তস্মৈ নমস্কুর্ম্মহে॥

মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস কবেন। এই উপাখ্যানেব মূল সূত্র এই যে শিব যজ্ঞভাগ পান নাই। তা-ছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন আখ্যায়িকা আছে। বামায়ণে হবধনুব পবিচয়-প্রসঙ্গে জানা যায় যে শিব যজ্ঞভাগ না পাইযা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদেব অঙ্গশাতন কবেন, পবে তাঁহাদেব স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ছিন্ন অঙ্গ জোড়া লাগাইয়া দেন। মহাভাবতে দক্ষযজ্ঞধ্বংসেব জন্য শিব স্বীয় মুখ হইতে এক ভীষণ প্রহর্ষণ সৃষ্টি কবিয়া তাকে দক্ষযজ্ঞ বধ কবিতে আজ্ঞা দেন. সেই অস্ত্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ বধ কবিল—ছিন্না শিবো বৈ যজ্ঞস্য। তখন ব্রহ্মা ও দক্ষ কবজোড়ে সেই অস্ত্রকে ও মহেশ্বরকে স্তব ও প্রণাম কবিলে প্রীত মহেশ্বর দক্ষকে যজ্ঞসাফল্যেব বব দিয়া প্রস্থান কবেন। ববাহ ও কূর্ম্মপুবাণেব দক্ষ পার্ব্বতীব পূর্ব্বজন্মেব পিতা (কূর্ম্মপুবাণ ১৫ অধ্যায়), দক্ষ শিবকে ত্যাগ কবিয়া যজ্ঞ কবিতে প্রবৃত্ত হইলে পার্ব্বতী শিবকে উত্তেজিত কবিয়া তোলেন. শিব তাঁব গণপতি বীবভদ্রকে যজ্ঞ ধ্বংস কবিতে পাঠাইলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধে, দক্ষেব পক্ষে বিষ্ণুও যুদ্ধ কবেন; শেষে ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন এবং শিবপার্ব্বতী দক্ষকে ক্ষমা কবেন। এইসব গ্রন্থে দক্ষেব ছাগমুণ্ড বা সতীব দেহত্যাগেব কাহিনী নাই। ববাহ-পুবাণেব ২১ অধ্যায়ে দেখা যায় দক্ষ শিবেব ক্ষমা পাইয়া তাঁকে গৌবী নাম্নী কন্যা সম্প্রদান কবেন।

সতীব দেহত্যাগেব কাহিনী ঈজিপ্টেব ঈসিস ও অসিবিসেব কাহিনীব অনুরূপ। ইজিপ্টেব লোকেবা ছিল মাতৃতন্ত্র; সেইজন্য সেখানে দেব অপেক্ষা দেবীব প্রাধান্য ছিল। অসিবিস মবিয়া গেলে ঈসিস শোকবিহ্বলা হন ও পবে মন্ত্রতন্ত্র ও তপস্যাব দ্বাবা নিজেব প্রিয় সহচবকে পুনর্জীবিত কবেন। ঈজিপ্টেব লোকেবা ছিল শিশ্নদেবাঃ। অসিবিস মবিয়া গেলে ঈসিস শিশ্নধ্বজ হইয়াছিলেন। এই কাহিনী পিতৃতন্ত্রেব দেশ ভাবতবর্ষে উল্টিয়া গেল; এখানে মবিলেন স্ত্রী, শোকার্ত্ত হইলেন স্বামী এবং স্ত্রীকে পাইবাব জন্য শিব তপস্যা কবিয়া মীনধ্বজকে ধ্বংস কবিলেন। কিন্তু লিঙ্গ হইয়া বহিল শিবেবই স্বরূপ। ঈসিস-অসিবিসেব পূজা অত্যন্ত দুর্নীতিপূর্ণ; শিবশক্তি-পূজাও তদ্রূপ। ঈসিস অসিবিসেব লিঙ্গ ছেদন কবিয়া লইয়াছিলেন; অসিরিস

পুনর্জীবিত হইলে নপুংসক হইয়া ছিলেন; এইজন্য পরবর্ত্তীকালে দেবীপূজক পুরোহিত-দিগকেও নপুংসক করা হইত। এর দ্বারা এই বোঝানো হইত যে দেব-দেবী স্বামী-স্ত্রী হইলেও তাঁহাদের সম্পর্ক কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক। আমাদের দেশেও সেইজন্য শিব কামারি ও ঊর্দ্ধলিঙ্গ। যিশুমাতা মেরীও গর্ভবতী হন God the Holy Ghost-এর আধ্যাত্মিক মিলনে—Immaculate conception। ইসিস ও ইশ্‌তর নীলবর্ণা; আমাদের কালীও নীলবর্ণা। ঈজিপ্টে অসিরিস বৃষমূর্ত্তি, বেদে রুদ্র বৃষমূর্ত্তি, পরে শিব বৃষবাহন। ব্যাকাসপূজার অঙ্গ ছিল লিঙ্গ, শিবপূজা ক্রমে লিঙ্গপূজাতেই পর্য্যবসিত হয়। ঈজিপ্টে মৃতদেহ মমি করার প্রথা হইতে তাহাদের দেশে ভূতের ভয় প্রবল হয়; শিব ভূতনাথ ও শ্মশানচারী বলিয়া আমাদের দেশেও পরিচিত।

মহাভারতে শিব পার্ব্বতীকে নিজের শ্মশানপ্রিয়তার কারণ বলিয়াছেন—

তত্র চৈব রমন্তীমে ভূতসঙ্ঘা শুচিস্মিতে।
ন চ ভূতগণৈর্ দেবী বিনাহং বস্তুম্ উৎসহে॥
—অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪১ অধ্যায়।

শ্মশানে ভূতেরা বিচরণ করে, আমি ভূতদের ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, তাই শ্মশান আমার প্রিয়।

শিব কালান্তক, সংহারকর্ত্তা; সেইজন্য তিনি শ্মশানবাসী; এজন্য চিতাভস্ম তাঁর ভূষণ (শিবপুরাণ, ৩০ অধ্যায়)। মহাদেব মদনভস্ম করিয়া সেই ভস্ম অঙ্গে লেপন করেন—

কামদেবস্য ভস্মানি লিলেপাঙ্গে মহেশ্বরঃ।—
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ২৩।৪৬।

মহাদেবোঽপি তদ্ভস্ম মনোভব শরীরজম্।
আদায় সর্ব্বগাত্রেষু ভূতিলেপং তদাকরোৎ॥
—কালিকাপুরাণ, ৪২।১৭৮।

সতী যোগের অগ্নিতে দেহ ভস্মসাৎ করিলে শিব প্রেমভরে তাঁর ভস্ম ও অস্থি ধারণ করিয়াছিলেন—

বিভূতিগাত্রঃ স বিভুঃ সতীসংকারভস্মনা।
ধত্তে তস্যা অস্থিমালাং প্রেমভারেণ ভস্ম চ॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৩৬ অধ্যায়।

এক ব্রাহ্মণ তপস্যা করিয়া শরীর হইতে শাকরস নির্গত করিবার শক্তি লাভ করেন ও গর্ব্বিত হইয়া উঠেন। শিব তাঁর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য স্বীয় অঙ্গুলি ছেদন করিয়া দেখান রক্তের পরিবর্ত্তে তাঁর দেহ হইতে ক্ষার নির্গত হইতেছে। তদবধি বিভূতি শিবের ভূষণ।—শিবপুরাণ।

লিঙ্গপুরাণ (১৭ অধ্যায়) শিবকে বলিতেছেন—"তুমি রুদ্ররূপী অগ্নি, এবং সেইজন্য তোমার দেহ ভস্মলিপ্ত।" বেদের রুদ্ররূপী অগ্নি যে শিব হইয়াছেন তার চিহ্ন আছে তাঁর ভস্মলেপনে ও নীললোহিত নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নামে ও গুণে।

নীলকণ্ঠ রজতগিরিনিভ শিব আবার খানিকটা তুষারধবল হিমালয়ের দেবত্ব আত্মসাৎ করিয়াছেন; হিমালয়পর্ব্বতের শুভ্র বিরাট্ দেহের কণ্ঠসানুতে নীলমেঘ সঞ্চরণ করে, তাহা হইতে ত্রিশূলের ন্যায় বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়—দেখিয়া কবিকল্পনায় নীলকণ্ঠ শূলপাণি শিব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, শিবের বাসভূমি হিমালয়, শ্বশুরালয় হিমালয়, স্বয়ং শ্বশুর হিমালয়, গৃহিণী পার্ব্বতী, পুত্র গুহ, তাঁর জটাজালে গঙ্গা—এ একেবারে হিমালয়ের রূপক বলিয়াই অনুমান হয়।

গঙ্গা ও উমা দুজনেই হিমালয়-দুহিতা। দাক্ষায়ণী সতী দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়-মহিষী মেনকার গর্ভে গঙ্গা ও উমা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিব উভয়কেই বিবাহ করিয়া গঙ্গাকে মস্তকে ও পার্ব্বতীকে বামাঙ্গে ধারণ করেন (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ)। এই আখ্যায়িকা পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কেউ বলেন ভগীরথের স্তবে এবং কেউ বলেন স্বয়ং শিবেরই হরিগুণগানে দ্রব বিষ্ণুর পদসম্ভূতা গঙ্গা বিগলিত হইয়া পড়িলে বিষ্ণুভক্ত শিব সেই বিষ্ণুচরণামৃত বিষ্ণুপাদোদক মস্তকে ধারণ করেন (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)। ইহার মধ্যেও একটু প্রাকৃতিক রূপক আছে, বেদে দেখা যায় বিষ্ণু মানে সূর্য্য—বিষ্ণু ত্রিবিক্রম, তিনি ত্রিপাদক্ষেপে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় ত্রিলোককে অতিক্রম করেন; সেই বিষ্ণু বা সূর্য্য দ্বারা হিমালয়ের তুষার বিগলিত হওয়াতে গঙ্গার উৎপত্তি ও হিমালয় হইতে গঙ্গার অবতরণ।

গঙ্গাকে মস্তকে ও পার্ব্বতীকে বামাঙ্গে ধারণের মধ্যেও প্রাকৃতিক রূপকের আভাস পাওয়া যায়। পার্ব্বতী আগে কালী ছিলেন, পরে গৌরী হন, হিমালয়ের অঙ্গে কালো মেঘ সংলগ্ন হইয়া শুভ্র তুষারে পরিণত হওয়ার ছবি হইতে অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

লিঙ্গপুরাণে ও কালিকাপুরাণে অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তি ধারণের যে আখ্যায়িকা আছে তাহা স্ত্রীপুরুষের আসক্তির রূপক মাত্র। কালিকাপুরাণে অপর একটি উপাখ্যান আছে।—একদিন সুন্দরী অপ্সরারা শিবপার্ব্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কৈলাসে আসে, সেইসব সুরসুন্দরীদের সম্মুখে শিব ভিন্নাঞ্জনশ্যামলা পত্নীকে বারম্বার কালী কালী বলিয়া সম্বোধন করাতে কালী অপমান বোধ করিয়া কুপিতা হন। কালী মনের খেদে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ও ব্রহ্মার বরে গৌরী হইলেন। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া পার্ব্বতী স্ফটিক-গৌর শিবের বিশাল মুকুরবৎ বক্ষে নিজের গৌরীমূর্ত্তির ছায়া দেখিয়া নিজেকে চিনিতে পারেন নাই, মনে করেন—অপর নারী শিবের হৃদয়ে রহিয়াছে; এতে গৌরী ক্রুদ্ধা হইয়া

খণ্ডিতা হন। খণ্ডিতা গৌরীকে সতত স্বামী-পাহারা দিবার সুযোগ দিবার জন্য শিব দেহার্দ্ধভাগ ছাড়িয়া দিয়া শান্ত করেন।

পার্ব্বতীর এই কালী রূপ হইতে গৌরী হওয়ার উপাখ্যানের মধ্যে অন্-আর্য্য কৃষ্ণকায় লোকের কৃষ্ণকায় দেবতার গৌর আর্য্যজাতির গৌরবর্ণ দেবতায় পরিবর্ত্তিত হওয়ার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। কালী যখন প্রথম আবির্ভূত হন তখন তিনি ছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী—অনার্য্য দেশের দেবতা; পরে তাঁকে হিমালয়-দুহিতা দক্ষ-দুহিতা করা হয়।

কূর্ম্মপুরাণ বলেন—সৃষ্টিকর্ম্মের জন্য তপস্যারত ব্রহ্মার মুখ হইতে রুদ্র একেবারে অর্দ্ধনারীশ্বর (Hermaphrodite) মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন এবং পরে বিভক্ত হইয়া শিব ও শক্তি রূপ ধারণ করেন। এই আখ্যায়িকার মধ্যে ভারতবহির্ভাগের আদি দেব-কল্পনার আভাস পাওয়া যায়। ইজিপ্ট্ ব্যাবিলন সীরিয়া তিব্বত প্রভৃতি মাতৃতন্ত্রের দেশের পুরাণ বলে—আদিতে এক দেবী ছিলেন; তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাতে আপনি পুত্র উৎপাদন করেন এবং সেই পুত্র তাঁর সহচর পতি হয়। মাতৃতন্ত্রের আখ্যায়িকা পুরুষতন্ত্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া শিবের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছে।

এইরূপ যুক্ত-রূপ কল্পনার কারণ পরবর্ত্তী কালে দার্শনিক তত্ত্বে ব্যাখ্যা করিয়া পুরুষ-প্রকৃতির অভেদত্ব-প্রতিপাদক বলা হইয়াছে। এর মধ্যে বিভিন্ন বিবদমান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আপোষ রফার চেষ্টারও ইতিহাস পাওয়া যায়। [শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের আপোষের ফল হরগৌরী-মূর্ত্তি; শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মিলনের ফল হরিহর-মূর্ত্তি (বিষ্ণুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ); এবং বৈষ্ণব ও শাক্তের মত-সমন্বয়ের ফল কৃষ্ণকালী-রূপের পরিকল্পনা (রাধাতন্ত্র)।] প্রাচীন ঈজিপ্ট্ ব্যাবিলন সীরিয়া প্রভৃতি দেশে মাতৃতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্র সমাজব্যবস্থা পাশাপাশি দেখা যাইত; মাতৃতন্ত্রের লোকেরা ছিল চন্দ্র-উপাসক; এবং পিতৃতন্ত্রের লোকেরা ছিল সূর্য্য-উপাসক। এই দুই সমাজের মিলনে যখন উভয়ের উপাসনাপদ্ধতিও সম্মিলিত হয়, তখন মাতাপিতার একত্র মিলন কল্পনার ফল এইরূপ যুক্ত বা যুগনদ্ধ মূর্ত্তি; সূর্য্যরূপ শিবের ললাটে চন্দ্র স্থাপন, শকদের ভারতে আসিয়া সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হওয়া প্রভৃতির মধ্যেও এই সূর্য্যচন্দ্র-উপাসনার আভাস পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিরোধিতার সময় মহাদেবকেই যখন বুদ্ধদেবের সকল গুণে ভূষিত করা হইতেছিল, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের উপর শৈবধর্ম্মের বিজয়ধ্বজা তুলিয়া মহাদেবকে বৃষধ্বজ করা হয়। এই বৃষ আসলে হইতেছে ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম বৌদ্ধদের আদিদেব, ত্রিরত্নের মধ্যমণি। আমরা দেখিয়াছি ঋগ্বেদে স্বয়ং রুদ্রকেই বৃষভ বলা হইয়াছে; গৃহ্যসূত্রে রুদ্রতোষণের জন্য শূলগব যজ্ঞ করা হইত; তখনো বৃষ মহাদেবের বাহন হয় নাই। বৃষবাহন মহাদেবের সাক্ষাৎ পাই প্রথম মহাভারতে। ব্রহ্মা দেবধেনু সুরভী সৃজন

করেন; সুরভীর বৎস দুগ্ধ পান করিয়া ফুৎকার দেওয়াতে তার মুখোৎসৃষ্ট ফেন গিয়া শিবের গায়ে লাগে; শিব ক্রুদ্ধ হইয়া গাভীদের দগ্ধ করিতে উদ্যত হন; আশুতোষ শিব ব্রহ্মার বিনয়ে নিবৃত্ত হন। শিবরোষের একটু যে আঁচ গাভীর গায়ে লাগে তাতেই তার শুভ্র বর্ণ কর্ব্বুর হইয়া যায় এবং সেই অবধি গাভীগণ নানা বর্ণের হয়। তখন ব্রহ্মা শিবকে তুষ্ট করিবার জন্য সুরভীর বৎস বৃষকে শিবের বাহন করিয়া দেন—

বৃষঞ্চৈনং ধ্বজার্থং মে দদৌ বাহনমেব চ।

—মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ১৪১ অধ্যায়।

এখন পর্য্যন্ত এ বৃষ সামান্য বৃষ মাত্র। তার পর পুরাণে দেখি ধর্ম্ম বৃষরূপী, শিবের বাহন।—

ধর্ম্মস্ ত্ব বৃষরূপেণ জগদানন্দকারকঃ
অষ্টমূর্ত্তের্ অধিষ্ঠানম্, অতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে
ধর্ম্মোঽয়ং বৃষরূপেণ নন্দী নাম গণাধিপঃ

—মৎস্যপুরাণ, ৯৫ অধ্যায়।

নন্দীর বৃষরূপ ধারণ সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে একটি উপাখ্যান আছে। দক্ষ শিববিরোধী ছিলেন; কিন্তু তাঁর কন্যা দুর্গা শিবের রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁর অনুরাগিণী হন। শিব ইহা জানিতে পারিয়া বৃদ্ধের ছদ্মবেশে দুর্গার অন্তঃপুরে অভিসারে আসেন। নন্দী ছিলেন দক্ষালয়ের প্রহরী; তিনি মহাদেবকে চিনিতে পারেন, এবং নিজে বৃষ-রূপ ধারণ করিয়া শিব-দুর্গার পলায়নের বাহন হন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেই আবার আর একটি উপাখ্যান আছে—মহাদেব বৃদ্ধবেশে দুর্গার অন্তঃপুরে অভিসারে আসিলে দুর্গার এক সখী নীলকুন্তলা ছদ্মবেশী শিবকে চিনিতে পারেন। তাঁর কথায় অপ্রত্যয় করিয়া অপর সখী বক্তমুখী ব্যঙ্গ করিয়া বলেন—

বৃষবুদ্ধে মহামূর্খে বদ মা নীলকুন্তলে।
বৃষত্বং যাহি, যেনায়ং বৃষারূঢো ব্রজেৎ পথি॥

'ওগো বৃষবুদ্ধি নীলকুন্তলা, তুমি বৃষ হও, বুড়োটা তাহা হইলে ষাঁড়ে চড়িয়া পথে পথে বেড়াইতে পারিবে।' এই কথার উত্তরে নীলকুন্তলা বলেন—

এবম্ অস্তু পরং ভাগ্যং শিব-বাহনতাম্ অগাম
শিবং শিবাঞ্চ সততং প্রক্ষ্যাম্যেব যথেচ্ছয়া॥
ইত্যুক্ত্বা সা বৃষো ভূত্বা, তাং সমারুরুহে শিবঃ।—

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ৪।২৪—১০

'আমার তেমনি সৌভাগ্য হোক যে আমি শিবের বাহন হইয়া সতত শিব ও শিবাকে দেখিতে পাই।—এই বলিতেই নীলকুন্তলা বৃষ হইলেন ও শিব তার উপর চড়িয়া বসিলেন।'

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেই আবার এই শিববাহন বৃষকে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বলা হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে শিবসময় নামে এক পুরাণ আছে। তাতেও আছে যে ধর্ম্ম আসিয়া বৃষরূপে শিবের বাহন হন।—এক সময় লিঙ্গরূপী শিব সপ্তর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইলে অরুন্ধতী ছাড়া আর ছয় ঋষিপত্নীদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে (তুলনায় মহাভারতে অগ্নির উপাখ্যান ও লিঙ্গপুরাণে শিবোপাখ্যান)। তাহা দেখিয়া ঋষিরা শিবকে বিনাশ করিবার জন্য এক বাঘ লেলাইয়া দেন; শিব বাঘকে মারিয়া তার চর্ম্ম ছাড়াইয়া পরিধান করিলেন। ঋষিরা এক মন্ত্রপূত শূল চালনা করিলে শিব তাহা নিজের আয়ুধ করিয়া শূলপাণি হইলেন। ঋষিদিগের দেবতা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইলেন। ইহা দেখিয়া ভীত ধর্ম্ম বৃষরূপ ধরিয়া শিবের কাছে তাঁর বাহন হইতে প্রার্থনা করিলেন; শিব ধর্ম্মের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া হইলেন বৃষভবাহন।

শিবের ত্রিশূল ইত্যাদি অস্ত্র ধারণের উপাখ্যান আবার অন্যবিধও পাওয়া যায়।—

> দেবকার্য্যার্থসিদ্ধার্থং পিনাকং মে করে স্থিতম্।
>
> মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব ১৪১ অধ্যায়।

সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজ ছিল; সূর্য্যের স্ত্রী সংজ্ঞা সেই তেজ সহ্য করিতে পারিতেন না; সূর্য্যের শ্বশুর বিশ্বকর্ম্মা জামাতার তেজ খানিকটা তক্ষণযন্ত্রে শাতন করিয়া দেন; সূর্য্যের সেই শাতিত তেজ হইতে শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র ও ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মিত হয় (মৎস্য-পুরাণ, ১১ অধ্যায়)।

শিবসময়-পুরাণের উপাখ্যান হইতে আমরা এই জানিতে পারি যে ঋষিরা প্রথমে শিববিরোধী ছিলেন, যেমন দক্ষও ছিলেন। পরে শিব আর্য্যসমাজে দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হন। শিব যে খাঁটি বৈদিক আর্য্যসমাজের দেবতা নন তার প্রমাণ এইরূপ পদে পদে পাওয়া যায়। মহাভারতে অর্জ্জুন শিবকে কিরাত-বেশে দেখিয়াছিলেন; শিবপুরাণে শিব ভিল্লরূপে অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন; লিঙ্গপুরাণে শিব লিঙ্গরূপী ও পশুপতি; শিবপুরাণে ব্যাধবেশী শিব ঋষিদের দ্বারা অভিশপ্ত, কারণ শিবকে দেখিয়া ঋষিপত্নীদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল; শিবরাত্রি-ব্রত প্রচলিত হয় ব্যাধের দ্বারা; বৈদিক দেবতাদের পূজায় শূদ্রের অধিকার নাই, কিন্তু শিব-পূজায় আচণ্ডাল সকলেরই অধিকার—শিব ব্রাত্যদেরই দেবতা। স্কন্দপুরাণ বলেন—কিরাতের শিবপূজাপদ্ধতিই অচ্ছিদ্র। বরাহপুরাণে মহাদেব দ্যূতক্রীড়ায় কৌপীন পর্য্যন্ত হারিয়া পার্ব্বতীর বিদ্রূপে বনে যান ও সেখানে পার্ব্বতী শবরীর বেশে শিবকে প্রলুব্ধ করেন,—বাংলা শিবায়ন প্রভৃতিতেও

শিবের কুঁচুনীর প্রতি টান দেখা যায়। ঈশানসংহিতা বলেন—শিব "আচণ্ডালমনুষ্যানাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ" (নাগরখণ্ড)। স্কন্দপুরাণে স্বয়ং শিব বলিতেছেন—

শূদ্রঃ কর্ম্মাণি যো নিত্যং স্বীয়ানি কুরুতে প্রিয়ে,
তস্যাহম্ অর্চ্চাং গৃহ্নামি চন্দ্রখণ্ডবিভূষিতে॥

শিব অন্‌আর্য্য নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের পরিকল্পিত দেবতা ও ভারতের বাহির হইতে আগন্তুক দেবতার সংমিশ্রণ বলিয়া আর্য্যেরা শিবের পূজা নিষেধ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করে—বেদে লিঙ্গোপাসকদিগকে শিশ্নদেবাঃ বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

অগ্রাহ্য শিবনির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
—তিথিতত্ত্বে বহ্বৃচগৃহ্যপরিশিষ্ট বচন।

সকৃদ এব হি যোঽশ্নাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
নির্ম্মাল্যং শঙ্করাদীনাং স চাণ্ডালো ভবেৎ ধ্রুবম্॥
কল্পকোটীসহস্রাণি পচ্যতে নরকাগ্নিনা॥
পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৭৮ অধ্যায়।

শূদ্রাদীনান্তু রুদ্রাদ্যা অর্চ্চনীয়া প্রযত্নতঃ॥
যত্র রুদ্রার্চ্চনং প্রোক্তং পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি।
তদ অব্রহ্মণ্যবিষয়ম্ এবম্ আহ প্রজাপতিঃ॥
রুদ্রার্চ্চনং ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ পুরা পশু চ গাযতে।
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনা নেতরেষা তদুচ্যতে॥
—বশিষ্ঠ স্মৃতি।

রুদ্রার্চ্চনং ত্রিপুণ্ড্রস্য ধারণং যত্র দৃশ্যতে।
তচ্ছূদ্রাণাং বিধিঃ প্রোক্তো ন দ্বিজানাং কদাচন॥
—বৃদ্ধহারিত-সংহিতা।

দ্রব্যম অন্নং ফলং তোয়ং শিবস্য ন স্পৃশেৎ ক্বচিৎ।
ন লঙ্ঘেৎ শিবনির্ম্মাল্যং কূপে সর্ব্বং বিনিক্ষিপেৎ॥
—পদ্মপুরাণ।

দুর্ল্লভং তব নির্ম্মাল্যং ব্রহ্মাদীনাং কৃপানিধে।
তৎ কথং পরমেশান নির্ম্মাল্যং তব দূষিতম্॥
—লিঙ্গার্চ্চন-তন্ত্র।

শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য লইয়া বিরোধের বহু উপাখ্যান রামায়ণ (১।৭৫), বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ (১৮৩-১৮৪), ভাগবত (১০।৬৪), ইত্যাদিতে আছে। ওয়েবার মুইর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকে শৈব-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মহাভারতের যুগেই শৈব ধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শিব মগ-ব্রাহ্মণদের দেবতা ছিলেন; তারা আবার নাগপূজক ছিল; দুই দেবতাকে একত্র করিয়া তারা ফণীভূষণ শিব পরিকল্পনা করে। জৈন তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তি ফণীভূষণ দিগম্বর করিয়া গঠিত হইত; তার মানে তাঁরা হিংসা ও হিংস্রতাকে বশ করিয়াছেন, এবং তাঁরা লৌকিক প্রথা লজ্জার বশবর্ত্তী ও বিষয়াসক্ত নহেন। জৈন ধর্ম্মের প্রতিকূলে শৈব ধর্ম্ম যখন উত্থিত হইল, তখন দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্কর ফণীভূষণ দিগম্বর শিব হইয়া পূজা পাইতে লাগিলেন।

লিঙ্গপূজা শিবপূজার বহু পূর্ব্ব হইতে বহু দেশে অনুষ্ঠিত হইত—ঈজিপ্টে, ব্যাবিলনে, সীরিয়াতে, গ্রীসে, রোমে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। এই-সমস্ত লোক শিশ্নদেবাঃ বলিয়া আর্য্য-সমাজে ঘৃণিত ছিল; কিন্তু এই সম্প্রদায়ের প্রাবল্য হওয়াতে এই পূজা-পদ্ধতিকে শৈব ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হয়। এইজন্য শিবশক্তি-পূজার মধ্যে বহুবিধ অশ্লীল জঘন্য দুর্নীতিপূর্ণ অনুষ্ঠান স্থান পাইয়াছে। গোড় জাতির এক বীরপুরুষের নাম ছিল লিঙ্গো; তারা লিঙ্গোকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিত, পরে এই লিঙ্গো শিবলিঙ্গের সঙ্গে এক হইয়া যায়। এইরূপে অনার্য্য অন্ত্যজ ভারতবাহ্য যত সমাজের যত দেবতা যখন যখন প্রবল ও প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন, তখন তখন তাঁহাদের সকলকেই এই শিবস্বরূপে নিমজ্জিত করা হইয়াছে।

শিবের মহিমা এইরূপে যখন বহু দেশ-বিদেশের দেবতার দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছিল, তখন শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল কাশী। এই কাশীতে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করেন; সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মকে শৈবধর্ম্মে নিমজ্জিত করিয়া বুদ্ধকে শিবস্বরূপ করিয়া তুলিতে শৈবদের বেগ পাইতে হয় নাই। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা অনার্য্য বৌদ্ধ দেবতার সংমিশ্রণে প্রস্তুত শিবকে যেমন স্বীকার করিতে চাহেন নাই, শিবের পুরী কাশীকেও তেমনি তীর্থ বলিয়া প্রথমে স্বীকার করেন নাই। এইজন্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি বেদ-ব্যাস ব্যাসকাশী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেন; কিন্তু বেদব্যাসের চেষ্টা বিফল হয়। ক্রমে কাশীমাহাত্ম্য প্রবল হইয়া এমন বিশ্বাস প্রচারিত হইল যে সেখানে মরিলেই লোক শিব হয় ও কাশী পৃথিবীবহির্ভূত স্থান। কাশী যে ভূলোকে সংলগ্ন নয় তাহা সকল পুরাণেই আছে—

> "ভূলোকে নৈব সংলগ্নম্, অন্তরীক্ষে মমালয়ম্।"
>
> —মৎস্যপুরাণ, ১৮২ অধ্যায়।
>
> "সপাদযোজনং তত্তু দেশং পৃথ্বীবহিষ্কৃতম্।"
>
> —বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্য, ২২।২৬।

কূর্ম্মপুরাণ (৩০ অধ্যায়), কালিকাপুরাণ (৫০ অধ্যায়) প্রভৃতিতেও আছে। কাশী যদি ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত নয়, তবে আছে কোথায় ?

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥
এতাস্ত্ত পৃথিবীমধ্যে ন গণ্যাস্তু কদাচন ॥
পুরী দ্বারাবতী বিষ্ণোঃ পাঞ্চজন্যোপরিস্থিতা
শ্রীরাম ধনুর অগ্রস্থা অযোধ্যা সা মহাপুরী ॥
মথুরা কেশবোৎসৃষ্ট সুদর্শন বিধারিতা
মায়া চ শিবলিঙ্গস্থ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিসেবিতা।
কাশী শিব ত্রিশূলস্থা কাঞ্চী হরিহরাত্মকঃ ॥

—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্য, ২৮ এবং ভূতশুদ্ধিতন্ত্র

এই কাশী অনাদি ও অনন্তকাল স্থায়ী, বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেও কাশী শিবের শ্রীচরণে ছিল—

ন যদা ভূমিবলয় ন যদাপা সমুদ্ভবঃ।
তদা বিহর্ত্তুম্ ঈশেন ক্ষেত্রম্ এতৎ বিনির্ম্মিতম্ ॥
পরমানন্দরূপাভ্যাং পরম নন্দরূপিণি।
পঞ্চক্রোশ পরীমাণ স্বপাদতলনির্ম্মিত

—কাশীখণ্ড।

এবং বিশ্ব যখন প্রলয়পয়োধিজলে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে তখন শিব তার পুরীকে ত্রিশূলের ডগায় ক্রমশঃ উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিবেন—

যথা যথা হি বর্দ্ধেত জলম্ একার্ণবস্য চ।
তথা তথোন্নয়েদ ঈশঃ তৎ ক্ষেত্র প্রলয়াদপি
ক্ষেত্রম এতৎ ত্রিশূলাগ্রে শূলিনস্তিষ্ঠতি দ্বিজ ॥

—স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড ২০ অধ্যায়।

দিনন্দিনেঽথ প্রলয়ে ত্রিশূলাগ্রে সমুৎক্ষিপ্য পুরী হরঃ স্বাম।
বিভর্ত্তি স বত্ত মহাস্থিভূষণঃ। অতো হি কাশী কলিকাল বর্জ্জিতা ॥

—স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড ৩০ ১১০।

ব্রহ্মণোঽপি দিনে বিশ্ব বিনশ্যতি সুনিশ্চিতম্।
তদা শিব ত্রিশূলেন দধাতি চ মুনীশ্বরাঃ ॥

—শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা, ৪৯।৪৪ ৪৫।

শিবের সঙ্গে পাঁচ সংখ্যার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা যায়—তাঁর পাঁচ মুখ, কাশী পঞ্চক্রোশী, তিনি ভূতনাথ, এবং ভূত পঞ্চ—এই পঞ্চভূত তাঁর অষ্টমূর্ত্তির পঞ্চমূর্ত্তি। তাঁর পঞ্চমুখ পঞ্চবিদ্যারও চিহ্ন—ধনুর্বিদ্যা, গন্ধর্ব্ববিদ্যা (সঙ্গীত), যোগ, আয়ুর্বেদ, পশুবিদ্যা। শিব যে ধনুর্দ্ধর তাহা আমরা বৈদিক রুদ্রের আমল হইতে হিমালয়ের উপর বিদ্যুৎস্ফুরণ

বা রামধনু বিকাশের রূপকের মধ্যে দেখিতে পাই। বেদে বৃহস্পতি ছিলেন সঙ্গীতকারী গণের গণপতি; সেই গণপতিত্ব পরে গণেশ ও শিব আত্মসাৎ করেন; শিবের আদি বীজ রুদ্র ও মরুৎ দুজনেই রোদন করিতেন; সেই রোদন পরে গান হইয়া উঠিল। তাই প্রবাদ হইল—"প্রভুণা শঙ্করেণাত্র গীতবাদ্যং প্রকাশিতম্"—সঙ্গীতদামোদরঃ। শিব যোগী বুদ্ধদেবকে আত্মসাৎ করিয়া যোগশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। শিব আগে জ্বর ও অন্যান্য পীড়া জন্মাইবার ভূতনাথ ছিলেন; যে পীড়ক তারই শরণাপন্ন হইয়া তাঁকে চিকিৎসকও করা হইয়াছিল; শিব আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক সেইজন্য। শিব পশুপতি; সুতরাং পশুবিদ্যা তাঁরই জানিবার কথা। বিশেষত তিনি অশ্বচিকিৎসক, কারণ পারস্য ও ব্যাবিলন হইতে ভারতে অশ্ব প্রথম আনীত হয় এবং শিবও ব্যাবিলনের ও পারস্যের মগ ব্রাহ্মণদের দেবতা হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন, সুতরাং অশ্বের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে—তাঁরা উভয়ে একদেশী।

ডাক্তার ইউজেন বুরনুফ বলেন যে ৬০০ খৃষ্টপূর্ব্বেও ভারতে শিবপূজা প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক ভাষায় রচিত পেরিপ্লাস নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে ভারতের দাক্ষিণাত্যে শিবপূজা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিস (৩০২ খৃষ্টাব্দে) দেখিয়া গিয়াছিলেন যে বৈদিক রুদ্র ও শাকদ্বীপী মগদের দেবতা শিব মিলিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। চীনপরিব্রাজকেরাও শৈবধর্ম্মের অভ্যুদয় দেখিয়া গিয়াছেন। পতঞ্জলি ও কাত্যায়নের সময় (১৫০ খৃষ্টপূর্ব্ব) হইতে শিবের বিগ্রহ মানবাকৃতি করিয়া গঠিত হইত প্রমাণ পাওয়া যায়। কাদম্বরী দশকুমারচরিত প্রভৃতি পুস্তকেও শিবমূর্ত্তি মানবাকৃতি। হুয়েনসাং কাশীতে এক বিরাট্ মানবাকৃতি শিবমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন (৬ষ্ঠ শতাব্দী)। বরাহমিহিরের সময় (৬ষ্ঠ শতাব্দী) পর্য্যন্ত শিবের সাকার উপাসনা প্রচলিত ছিল। সপ্তম শতাব্দী হইতে অনার্য্য লিঙ্গ-দেবতা শিবের বিগ্রহরূপে পূজিত হইতে আরম্ভ হয়। দাক্ষিণাত্যে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল।

শিব-ঠাকুরকে যেমন বহু দেবতার সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে, তাঁর ভক্তদেরও সেইরূপ বহু বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়াছে। অশোক প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে বৌদ্ধ হন। শৈব-বৌদ্ধদের দ্বারা শিবলিঙ্গ বৌদ্ধস্তূপে পরিণত হয়। সেই সুদূর কাল হইতে বহু শৈব রাজা—হয় বৌদ্ধ, নয় জৈন, নয় জোরোস্ত্রীয় ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়া শৈবধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। কুষণ-রাজ কাড্‌ফাইসেস দ্বিতীয় (৮৫ খৃষ্টাব্দ) ভক্ত শৈব ছিলেন; হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬-৬৪৮) মুলতানে জোরোস্ত্রীয়দের হত্যা করিয়া শৈবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন; দাক্ষিণাত্যে কল্যাণ-রাজ্যের (আধুনিক নিজাম রাজ্য) বিজ্জল রাজার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বাসব বেদবিরোধী

ও ব্রাহ্মণবিরোধী বীরশৈব বা লিঙ্গায়ত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন (১১৬৭ খৃষ্টাব্দ)। এইরূপে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের সর্ব্বত্র, গান্ধার, বেলুচিস্থানের হিঙ্গলাজ, বলিদ্বীপ, কাম্বোজ (কাম্বোডিয়া), চম্পা, আনাম, শ্যাম, চীন প্রভৃতি স্থানে শৈব তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। শৈবধর্ম্মের প্রভাব সাহিত্যেও সুপরিস্ফুট—শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, কালিদাসের কাব্য নাটক, প্রভৃতি বহু গ্রন্থে শিবের মহিমা পরিকীর্ত্তিত।

ভারতে প্রাচীনতম দেবমন্দির যা বর্ত্তমান আছে তা শিবমন্দির ; এই মন্দির প্রাচীন অহিচ্ছত্র বা বর্ত্তমান বেরেলি জেলার রামনগরে আছে ; নির্ম্মাণকাল ভিন্‌সেন্ট্‌ স্মিথের অনুমানে প্রথম শতাব্দী খৃষ্টপূর্ব্ব বা খৃষ্টপর। এই মন্দিরের গায়ের ইট ও টালিতে শিবের উপাখ্যানাবলীর পুতুল তোলা আছে (A History of Fine Art in India and Ceylon—Vincent Smith)। অনেকে অনুমান করেন শিবমন্দিরগুলি বৌদ্ধ বিহার চৈত্য ও স্তূপের রূপান্তর বা প্রতিরূপ (The Folk-Element in Hindu Culture—Benoykumar Sarkar)।

বুদ্ধদেবের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই গৌড়ে বঙ্গে শৈব কৌমার ও জৈন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ছিল। অশোকের প্রভাবে দেশ বৌদ্ধ হয়। পরে গুপ্ত রাজাদের প্রভাবে বঙ্গদেশ পুনরায় শৈব হয়। সেই সময় বুদ্ধ ও জৈন তীর্থঙ্করদের আত্মসাৎ করিয়া শিব আত্মরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয় উদাসীন যোগী দেবতা হইয়া পড়িলেন। তখন বঙ্গদেশের এমন এক দেবতার আবশ্যক হইল যিনি উদ্যমপূর্ণ, যিনি শরণাগতবৎসল ও আর্ত্তত্রাণে সক্ষম, শক্তিসম্পন্ন। সেই দেবতা আবির্ভূত হইলেন চণ্ডী—তিনিও বৌদ্ধ ও শৈব ধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিয়াই অবতীর্ণ হইলেন ; তিনি একদিকে হইলেন শিবের পত্নী, অপর দিকে বৌদ্ধশক্তি বাগুলী ও বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যমণি ধর্ম্ম, অথচ তিনি পৌরাণিক শক্তির ন্যায় উদ্যমশীলা ; তিনি নিতান্ত নিরীহ দেবতা হইলেন না—তাহা তাঁহার চণ্ডী নাম হইতেও বুঝিতে পারা যায়।

[এই প্রবন্ধ রচনায় আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তি পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে সাহায্য পাইয়াছি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার—"শিবপূজা" (বঙ্গদর্শন ১৩০৯), ঠাকুরপূজার ইতিহাস (প্রবাসী ১৩১৯), ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, Encyclopaedia of Religion and Ethics; Religious Sects of the Hindus—H J. Wilson ; Elements of Hindu Iconography—T. Gopinatha Rao : L' Iconographie Bouddhique—A Foucher; Archaeological Survey of Mayurbhanj—N. N. Basu; The Folk-Element in Hindu Culture— B. K. Sarkar; Vaisnavism, Saivaism and Saktaism—R G Bhandarkar; A History of Fine Art in India and Ceylon—Vincent A Smith; The Syrian Goddess—Herbert A. Strong; Indo-Aryan Races—Ramaprasad Chanda; Mui 's Sanskrit Texts; The Quarterly Journal of the Mythic Society, April 1920; Vedic Mythology—A. A. Macdonnel; History of Mythology etc.—Dowson ; Vedic Magazine, 1920; বঙ্গকথা—রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদী; পুরাণ; শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের দ্রাবিড় ও বাঙ্গালী প্রবন্ধ, প্রবাসী, মাঘ ১৩২৮, ৪৫৮-৪৫৯ পৃঃ; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মহাদেব' প্রবন্ধ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৮, ৩য় সংখ্যা; Dr. S. Krishnaswami Aiyangar's *Ancient India*; নানা প্রবন্ধ—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; A Study of Hindu Social Polity—Chandra Chakravarty; বাসন্তিকা, প্রথম খণ্ড, ১৩২৯, ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বহির্জগতে ভারতীয় সভ্যতা প্রবন্ধ; ইত্যাদি।]

---

৬ পৃষ্ঠা

ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান—দাক্ষিণাত্যের শিবসময় নামক পুরাণে শিবের ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানের আখ্যান আছে। শিবকে মারিবার জন্য সপ্তর্ষি বাঘ লেলাইয়া দেন। শিব সেই বাঘকে মারিয়া চামড়া ছাড়াইয়া পরিধান করেন (শিবের ইতিহাস দ্রষ্টব্য, ৪১ ও ৫৫ পৃষ্ঠা)।

বৃষবজান—বৃষভযান, বৃষবাহন। এই বৃষ স্বয়ং রুদ্র অথবা ধর্ম্ম, অথবা নন্দী, অথবা দুর্গার সখী নীলকুন্তলা (শিবের ইতিহাস দ্রষ্টব্য, ৫৩—৫৫ পৃষ্ঠা)।

ত্রিলোচন—উমা কৌতুক করিয়া শিবের চক্ষু হস্ত দ্বারা আবৃত করিলে সমস্ত সৃষ্টি প্রলয়ে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল; তখন শিব ললাটে তৃতীয় নেত্র প্রকাশ করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করেন।

ধর্ম্মনিরঞ্জন শব হইয়া ভাসিতেছিলেন, তাঁহাকে চিনিতে পারার ফলে—

ঈশান পাইলা বর ঈশ্বর-বচনে।
ত্রিনয়ন হৈলা শিব তথির কারণে॥

—রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর ষষ্ঠীমঙ্গল, সৃষ্টিপত্তন।
(গন্ধবণিক্ পত্রিকা, ১৩২৮)

ত্রিপুরারী—ত্রিপুরের অরি বা শত্রু। ময় তারক ও বিদ্যুন্মালী নামে তিন দানব স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহের ত্রি-পুর নির্ম্মাণ করে; সেই ত্রিপুর দেবগণের অজেয় ও অভেদ্য হওয়াতে দেবতাদের অনুরোধে শিব এক বাণে ত্রিপুর দগ্ধ করেন (শিবপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ভাগবত, মহাভারত)।

জটায় জাহ্নবী স্থিতি—শিবের মাথায় জটা হইবার কারণ শিবের দেবত্বলাভের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য, ৪৮ পৃষ্ঠা।

ভালে শোভে বসুমতি—বসু মানে দীপ্তি, রশ্মি, অনল (অমরকোষ)। কবিকঙ্কণ যদি বসুমতী অর্থে চন্দ্র অথবা অনল মনে করিয়া লিখিয়া থাকেন তবে একটা সঙ্গত অর্থ হয়; নতুবা বসুমতী মানে পৃথিবী করিলে সঙ্গত অর্থ হয় না। শিবের ললাটে চন্দ্র ও অগ্নি ধারণের ইতিহাস পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

বাসুকী-ভূষণ—শিব সর্পকে ভূষণ করিয়াছিলেন, নাগপূজক ও জৈনদিগের দেবতাদের আত্মসাৎ করিয়া। ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শূলধারী—সপ্তর্ষি শিবকে বধ করিবার জন্য মন্ত্রপূত শূল চালনা করিলে শিব সেই শূল ধারণ করিয়াছিলেন (শিবসময়)। সূর্য্যের শাতিত তেজ হইতে বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদের জন্য নানা প্রহরণ প্রস্তুত করিয়া দেন; শূলও সেই সময় নির্ম্মিত হয়। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ; মৎস্য পুরাণ, ১১ অধ্যায়)।

"দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং পিনাকং মে করে স্থিতং।"

(মহা, অনু, ১৪১)।

সিঙ্গা সে ডমরুধারী— ?

জিনী তনু রূপাগিরী—রৌপ্যময় গিরি হইতেও শুভ্র সুন্দর তনু। "ধ্যায়েন নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভম্।"—শিবের ধ্যান, তন্ত্রসার।

অস্থিমাল—শিব অস্থিমালা ধারণ করেন (১) কালান্তক বলিয়া, (২) সতীদেহের অস্থিতে জপমালা করিয়া—"ধত্তে তস্যা অস্থিমালাং প্রেমভাবেণ ভস্ম চ।"—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৩৬ অধ্যায়। গোরক্ষবিজয়, ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিভূতি-ভূষণ—শিব বিভূতিভূষণ হইয়াছিলেন (১) বিভূতিগাত্র স বিভুঃ সতীসংকার-ভস্মনা (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)। (২) শিব কালান্তক, সুতরাং চিতাভস্ম তাঁর ভূষণ, (৩) তপস্যাগর্ব্বিত শাকরসনিঃসারী ব্রাহ্মণকে হতগর্ব্ব করিবার জন্য (শিবপুরাণ ৩০ অধ্যায়), (৪) কামদেবস্য ভস্মানি লিলেপাঙ্গে মহেশ্বরঃ (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, কালিকাপুরাণ), (৫) শিব রুদ্ররূপী অগ্নি, সেইজন্য তাঁর দেহ ভস্মলিপ্ত (লিঙ্গপুরাণ, ১৭ অধ্যায়)।

কৃতাঙ্গঙ্কার বসনে— ?

নৃত্যগীত অনুক্ষণ—"প্রভুনা শঙ্করেণাত্র গীতবাদ্যং প্রকাশিতম্।"—সঙ্গীতদামোদর।

৬—৮ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

সম্পুট—কৃতাঞ্জলি।

মাঝে—মাঝায়, কটীতে, কোমরে। সং মধ্য > প্রাং মজ্‌ঝ > বা মাঝ, মাঝা, মাজা।

যোগপাটা—যজ্ঞোপবীত, পৈতা। গণেশ বন্দনার টীকা—২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অরুণ-বন্ধু অধর—অধর অরুণের বন্ধু-সদৃশ, অর্থাৎ লোহিত বর্ণ। অরুণ-বন্ধু = সূর্য্য, বান্ধুলী ফুল।

অর্দ্ধ তার সতী অঙ্গ—অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিধারণের কাহিনী শিবের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

জটাতে আছয়ে গঙ্গ—শিবের মাথায় জটা হইবার কারণ—

(১) ব্রহ্মা কন্যার রূপে মুগ্ধ হইলে তাঁর পঞ্চম মুখ উদ্‌গত হয়, এবং

স্বষ্টার্থং যৎ কৃতং তেন তপঃ পরমদারুণম্
তৎ সর্ব্বং নাশম্ অগমৎ স্বসুতোপগমেচ্ছয়া।
তেনোর্দ্ধং বক্ত্রম্ অভবৎ পঞ্চমং তস্য ধীমতঃ
আবিভবঙ্গ জটাভিশ্চ তদ্ বক্ত্রঞ্চাবৃণোৎ প্রভুঃ॥—মৎস্য-পুরাণ, ৩।

সেই জটাসুদ্ধ মাথা শিব ছিঁড়িয়া আত্মসাৎ করেন বলিয়া তিনি জটিল।

(২) রুদ্রগণ জটী ছিল। তাদের সঙ্গে একাত্মতা হেতু শিবও জটী।

বিভূতিভূষণ কলেবর } মহাদেবের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।
গলে শোভে হাড়মাল }

অৰ্দ্ধচন্দ্ররেখা ভাল—সতী-বিরহে শিব উগ্র তপস্যায় বিশ্ব দগ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। সেই তপস্যালব্ধ তেজ প্রশমনের জন্য দেবতারা হিমাংশু চন্দ্রকে শিবের মস্তকে স্থাপন করেন। তদবধি শিব চন্দ্রশেখর। শিব চন্দ্রের রেখা মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া অমৃত-দীধিতি করিয়াছিলেন।

রাগ মান তাল ভেদ—মহাদেব সঙ্গীতের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।

"প্রভুনা শঙ্করেণাত্র গীতবাদ্যং প্রকাশিতম্।"
—সঙ্গীত-দামোদরঃ।

বদনে নাচয়ে যার বাণী—তুঃ—বিষ্ণোর্ জিহ্বা সরস্বতী (বামন-পুরাণ, ৩২)।

যার গানে হৈলা মন্দাকিনী—শিব-সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণরাধিকার দ্রবীভূত অঙ্গ হইতে গঙ্গা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ড, ৩৬ অধ্যায়)।

ভব ভীম ভজে পরায়ণ—এই পদের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—(১) যিনি ভবভীম অর্থাৎ জন্মগ্রহণের ভয়-উৎপাদক, অর্থাৎ যাকে ভজনা করিলে পুনর্জ্জন্ম রহিত হয়; যিনি পরায়ণ—পরম অয়ন বা শ্রেষ্ঠ গতি; তাকে আমি ভজনা করি। (২) যিনি ভজে অর্থাৎ ভজনাকারী ব্যক্তির পক্ষে ভবভীম ও পরায়ণ। ভজে মানে ভজনাকারী, আশ্রিত। তুলনীয়—

পাত্রে হরিল রাজা দৈবের লিখন।
ভজজন শ্রেষ্ঠ হৈল, মুই আইলুম বন॥
—বলদুর্লভ-রচিত দুর্গাবিজয়।

নিরঞ্জন নিরাকার ইত্যাদি—এখানে কবি একবার বেদান্ত-মত ও একবার স্বীয় বৈষ্ণব-মত দিয়া খিচুড়ি করিয়া আসল শিবকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন।

তুমি হরি—কবিকঙ্কণ হরকে হরি ও বারাণসীকে বৈকুণ্ঠ রূপে দেখিয়া নিজের বৈষ্ণবত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

শূল-অগ্রে বারাণসী—বারাণসী বা কাশী যে ভূতলে অবস্থিত নয় ইহা বহু পুরাণের মত। শিবের দেবত্বের ইতিহাস দ্রষ্টব্য ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা।

তাতে যেই মরে ....শিব—

> কালেন নিধনং প্রাপ্তাঃ স্ববিমুক্তে বরাননে।
> চন্দ্রাঙ্কামৌলয়স্ত্র্যক্ষা মহাবৃষভবাহনাঃ।
> শিবে মম পুরে দেবি জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥
>
> যত্র সাক্ষান্ মহাদেবো দেহান্তে স্বয়ম্ ঈশ্বরঃ।
>
> কূর্ম্মপুরাণ, ২৮ অধ্যায়।

মহামিশ্র জগন্নাথ—কবির পিতামহ।

হৃদয়-মিশ্র—কবির পিতা।

কবিচন্দ্র—কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; ইহা নাম না উপাধি ঠিক বলা যায় না।

চণ্ডী-বন্দনা

(৮—৯ পৃষ্ঠা)

শক্তি পূজার ইতিহাস

মানুষ যখন আদিম অসভ্য অবস্থায় ছিল, যখন জীবিকা সংগ্রহের জন্য মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন দলে সমবেত হইয়া এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, যখন পর্য্যন্ত যাযাবর অবস্থা হইতে স্থায়ী সমাজবন্ধন হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের পিতৃপরিচয় নির্দ্দিষ্ট হইবার অবকাশ পায় নাই। এক দলের সঙ্গে অপর দলের পথে সাক্ষাৎ হইলে উভয় দলের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে মিলন ঘটিত; তার পরেই আবার তাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইত। এই অবস্থায় যে-সব সন্তানের জন্ম হইত, তারা চিনিত কেবল তাদের মাকে, মামাদের, মামার জ্ঞাতি গোত্রীয়দের। ছেলে যে সম্পত্তি পাইবার প্রত্যাশা রাখিত তাহা মার বা মায়ের সম্পত্তি; পিতার সে ত পরিচয় জানে না, তা তার সম্পত্তির সন্ধান

করিবে কোথায়? এইরূপে সমাজে প্রথমতঃ মাতৃপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবের যাযাবর জাতিদের মধ্যে, প্রাচীন ঈজিপ্ট্ বা মিশরের রাজবংশে, এবং ভারতের দাক্ষিণাত্যে বহু জাতির ভিতর এই মাতৃনামে পরিচয় ও মাতৃসম্পত্তি দায়াদসূত্রে লাভ প্রথা হইয়াছিল বা এখনো আছে। এই স্ত্রীপ্রাধান্য হইতে আর-একটি প্রথা হইয়াছিল—মার সম্পত্তি মেয়ে পাইত; পুরুষ স্ত্রীর সম্পত্তি হইতে প্রতিপালিত হইত, এখন যেমন স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি হইতে প্রতিপালিত হয়। ভাই যে-সব সম্পত্তির সহিত আবাল্য পরিচিত ছিল, বড় হইয়া দেখিত কোথাকার একজন কে তার ভগিনীকে বিবাহ করিয়া সে-সমস্ত উপভোগ করিতেছে, সে একেবারে বঞ্চিত। আবাল্য-পরিচিত সামগ্রীর প্রতি মানুষের একটা মমতার টান থাকে; এইজন্য পৈতৃক বা মাতৃক সম্পত্তিতে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি অপেক্ষা অধিক টান হয়। এই মাতৃক সম্পত্তি আয়ত্ত করিবার জন্য অনেক সমাজে সহোদরা-বিবাহ, মাতুলের মৃত্যুর পর মাতুলানী-বিবাহ, মাতুলকন্যা-বিবাহ এবং অপরদিকে আবার ভাগিনেয়ের মৃত্যুর পর মাতুল কর্ত্তৃক ভাগ্নে-বৌ-বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচীন মিশরে সহোদরা-বিবাহ রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং তার জন্যই যুবতী ক্লিয়োপেট্রা শিশু ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া পরে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। শাক্য ইক্ষ্বাকু রাজবংশে সহোদরা-বিবাহ রীতি ছিল। সিংহলী মহাবংশ বলেন তৎকালে বঙ্গদেশে সহোদরা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। দশরথ-জাতকে সীতাকে রামের সহোদরা করিয়া এই প্রথারই সমর্থন করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এখনো মাতুলকন্যা বিবাহ সুপ্রচলিত; মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজেও ভগ্নীর্য্য-বিবাহ অবিধি নয়।

এইরূপে সমাজে স্ত্রীপ্রাধান্যর ফলে মাকে কেন্দ্র করিয়াই গৃহস্থালি ও সমাজ গঠিত হইতেছিল। পুরুষ বাহিরের কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিত, সে পশু শিকার করিয়া বা বন জঙ্গল হইতে স্বচ্ছন্দজাত ফল মূল কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিত; আর সেই-সমস্ত রক্ষা বণ্টন রন্ধন পরিবেষণ প্রভৃতি সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্ত্রী হইত স্ত্রী বা মাতা। এইজন্য প্রত্যেক পরিবার পরিবারের প্রধানা স্ত্রীর নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করে। তাহা হইতে ক্রমে দল গোষ্ঠী গোত্র—clan ও tribe—পর্য্যন্ত স্ত্রীর নামেই পরিচিত হয়।

এই সমাজস্তরের লোকেরা যখন ভূত-প্রেত ছাড়িয়া দেবকল্পনা করিতে লাগিল তখন স্বভাবতঃই স্ত্রীদেবতাকেই তারা প্রধান করিয়া তুলিল। এইরূপে স্ত্রী-দেবতা ও মাতৃভাবের দেবতার উদ্ভব।

মানব যেমন অনাদি, মানবের যত কিছু ভাব—শ্রদ্ধা ভক্তি ইত্যাদি সব অনাদি। এই অর্থে মাতৃদেবতা অথবা শক্তিপূজা অনাদি।

ভারতবর্ষের লোকেরা বহু মিশ্রণে উৎপন্ন। তার মধ্যে আর্য্য, দ্রবিড়, মোঙ্গল ও কোল এই* চার শাখা প্রধান। প্রত্যেক মানববংশের এক-একটি স্বতন্ত্র স্বভাব আছে। ভারতবর্ষের লোকচরিত্রে প্রধানতঃ চারি মানবশাখার চার প্রকার স্বভাবের প্রভাব বদ্ধমূল হইয়াছে। আর্য্যজাতির স্বভাব—ইন্দ্রিয়-সংযম, স্ত্রী-পুরুষের একনিষ্ঠতা, দেব-কল্পনায় বুদ্ধিমার্জ্জিত ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতা আরোপ। দ্রবিড় জাতির স্বভাব—সম্ভোগবিলাসিতা, স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কে বাধাবন্ধন অনাবশ্যক বোধ, দেবকল্পনায় উচ্চভাব বা পবিত্রতার অভাব। কোল স্বভাব—আর্য্য ও দ্রবিড় স্বভাবের মধ্যবর্ত্তী—যতক্ষণ স্বামী স্ত্রী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ততক্ষণ তারা পরম একনিষ্ঠ; কিন্তু বিবাহ-বন্ধন তাদের এ-বেলা ও-বেলা খসে এবং যখন নর বা নারী বিবাহে আবদ্ধ নয়, তখন তারা যা-খুসী অনাচার করে; তাদের দেবকল্পনা অত্যন্ত নিম্নস্তরের,—ভূত প্রেত ডাকিনী তুকতাক মন্ত্র ঝাড়ন মাত্র তাদের সম্বল। মোঙ্গল-স্বভাব—আর্য্য দ্রবিড় ও কোল এই তিনের মধ্যবর্ত্তী; তারা একনিষ্ঠ, কিন্তু বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে তারা বাধা-বন্ধনহীন; তাদের দেবতা একাধারে মাতার ন্যায় পূজনীয়া আবার স্ত্রীর ন্যায় সম্ভোগসামগ্রী।।

এই চতুর্ব্বিধ স্বভাবের প্রভাবে পরিকল্পিত স্ত্রী-দেবতা ক্রমশঃ শাস্ত্রস্তরে উত্তীর্ণ হইয়া শাক্তধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। এই ধর্ম্মের আত্মা ব্রাহ্মণ্য এবং দেহ দ্রবিড়-কোল-মোঙ্গল; ইহার অন্তরে অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিকতা বিরাজিত, কিন্তু তাকে আবৃত ও আচ্ছন্ন করিয়া আছে বিবিধ অনুষ্ঠান তন্ত্রমন্ত্র ভূত পিশাচ ঝাড়ফুঁক অনাচার অতিচার।

আদ্যাশক্তি সমস্ত সৃষ্টিরহস্যের কেন্দ্র ও মূল; তিনি সমস্ত দেবতার জনয়িত্রী। আবার তাঁরই অংশ দেবতাদের শক্তি ও স্ত্রী। এই একাধারে মাতৃকা ও পত্নীভাবে উপলব্ধি তান্ত্রিক সাধনার মূল।

এইরূপে জগতের আদিকারণ শক্তিকে (Primordial or Cosmic Energy) স্ত্রীমূর্ত্তিরূপে কল্পনা আর্য্য বা ইরাণীয় নহে; আর্য্যসমাজ ছিল পিতৃতন্ত্র; সেইজন্য আর্য্যদের দেব-কল্পনায় পুরুষ-প্রাধান্য দেখা যায়; বেদে স্ত্রীদেবতার উল্লেখ অল্পই আছে, এবং যাঁরা আছেন তাঁরাও প্রধান দেবতা নন। স্ত্রী-দেবতার পরিকল্পনা দেখা যায় মধ্যধরণী-সাগরের সন্নিহিত জনপদগুলিতে;—এসিয়া মাইনর, সিরিয়া, ব্যাবিলন, ঈজিপ্ট্ প্রভৃতি দেশে সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের কারণ-শক্তিকে মাতৃভাবে কল্পনা করা হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই সেই আদ্যাশক্তি বা জগদম্বা পুরুষ বিনা সন্তান প্রসব করিয়াছেন এবং পরে সেই সন্তানের সহযোগে বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন। Encyclopœdia of Religion and Ethics বলেন :—

"Everywhere is she unwed, but made the mother first of her companion by immaculate conception, and then of the Gods and all life by the embrace of her own

son. In memory of these original facts, her cult is marked by various practices and observances symbolic of the negation of true marriage and obliteration of sex. A part of her male votaries are castrated; and her female votaries must ignore their married state when in her personal service, and often practise ceremonial promiscuity."

এই ভাবেরই প্রকাশ, ঈজিপ্টের দেবতা ইসিসে, মেসোপটেমিয়ার দেবী ইশ্‌তরে, বাইবেলের দেবী Virgin Mary হইতে শিশুর উৎপত্তি ও পুত্রপিতার অভেদত্ব স্বীকারে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাবকে অবলম্বন করিয়া দেবমন্দিরে নপুংসক বা ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী পুরোহিত ও দেবমন্দিরে দেবদাসী নিয়োগ হইতে থাকে; ঈজিপ্টের ইসিস দেবীর মন্দিরে ও মেসোপটেমিয়ার ইশ্‌তর দেবীর মন্দিরে পুরোহিতের ও আমাদের দেশের দেবদাসীর দেবী ও দেবের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী-সম্পর্ক কল্পিত হইত।

Virgin soul অর্থাৎ যে আত্মায় কোনো কিছুরই প্রভাব স্পর্শ করে নাই তাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গ করাই ঐ-সব কল্পনা বা অনুষ্ঠানের অর্থ। পূজক ও পূজিত এক অভেদ—এই বোধ জন্মিলেই সাধনা সম্পূর্ণ হয়; সেইজন্য দেবতার সঙ্গে একাত্ম হইবার আগ্রহে ধর্ম্মাচারে নানাবিধ অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপের প্রাদুর্ভাব হয়। এই একই ভাবের ত্রিধা প্রকাশ আমাদের দেশে দেখা যায়—শক্তিতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র ও বৈষ্ণবভজনা। এই ভাবটি বাংলাদেশে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত।

এই মাতৃভাবে ও স্ত্রীভাবে দেবতার উপাসনাপ্রণালী যখন দেশের দ্রবিড়-মোঙ্গল অংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া বদ্ধমূল হইতেছিল, তখন কোল অংশ তাতে ভূত-প্রেত-ডাকিনী-পিশাচ যোগ করিয়া দিতেছিল এবং আর্য্য অংশ সেই সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার রং লাগাইয়া উজ্জ্বল ও উচ্চ করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। যখন স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল তখন অনার্য্য ভূতপ্রেত পর্য্যন্ত দেবীর মহিমা অর্জ্জন করিতে লাগিল এবং আর্য্য ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ধর্ম্ম ও দেবতার সঙ্গে সুসঙ্গতি করিয়া দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক গোঁজামিল দিয়া বিবিধ পুরাণ রচনা করিল। যে পুরুষদেবতার প্রাধান্য বৈদিক ধর্ম্মে ছিল, তাহা পুরাণে খর্ব্ব হইল; কিন্তু বঙ্গ ও কাশ্মীর ভারতের দুইপ্রান্ত বহুজাতির মিলনভূমি বলিয়া এই পুরাণ লইয়াও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না, তারা তন্ত্র সৃষ্টি করিয়া শক্তিপূজাকেই প্রধান ও প্রবল করিয়া তুলিল। যারা পুরুষদেবতারই ভজনা করিতে লাগিল—যেমন শৈব বা বৈষ্ণব—তারাও তন্ত্রের প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাইল না; শৈব তান্ত্রিকতা ও বৈষ্ণব ভজনা স্ত্রীভাবে ভাবিত হইয়া উঠিল। আভীর বৃষ্ণি জাতি বৈষ্ণব হইল বটে, কিন্তু তাদের স্থানীয় রীতিপদ্ধতি তারা ত্যাগ করিল না, তাহা বৈষ্ণব পঞ্চরাত্রে পরিগৃহীত হইল। বাংলার তন্ত্রেও দ্রবিড় কলিঙ্গ উৎকলের বহু রীতিপদ্ধতি স্থান পাইয়া অমুষ্ঠেয় হইল। কারণ, মানুষ ধর্ম্মের কল্পনায় উন্নত হইয়া উঠিলেও অভ্যস্ত অনুষ্ঠান পদ্ধতি আচার সহসা ত্যাগ করিতে পারে না।

একই দেবীকে একবার মাতা ও অন্যবার স্ত্রী কল্পনা হইতে দেবদেবীর যুগলমূর্ত্তির কল্পনা হয়। ঈজিপ্টে ইসিস ও অসিরিস, মেসোপটেমিয়ায় ইশ্‌তর ও তম্মুজ, সীরিয়ায় তিয়াবৎ ও মেরোডাক, হিট্টাইট্‌দের বৃষ ও সিংহী যুগলমূর্তি।

ভারতবর্ষে বহু জাতীয় স্বভাবের মিশ্রণের ফলে তিনটি প্রধান যুগলমূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল—রামসীতা, শিবদুর্গা, রাধাকৃষ্ণ। শুদ্ধ আর্য্য আদর্শের সৃষ্টি রামসীতা—পরস্পর অনুরক্ত, একনিষ্ঠ, নৈতিক ধর্ম্মপালনে দৃঢ়ব্রত। রাধাকৃষ্ণ আর্য্যপ্রভাবান্বিত দ্রবিড় আদর্শ—কৃষ্ণ বহুভোগী, গোপীগণ স্বামী সত্ত্বেও কৃষ্ণানুরাগিণী,—কিন্তু তারা ঐ এক কৃষ্ণেই আসক্ত, বহুতে নহে। শিবদুর্গা এই দুয়ের মাঝামাঝি—শিব একদিকে এক সময়ে মহাযোগী, তিনি মদনকে ভস্ম করেন; আবার অন্যদিকে অন্য সময়ে শবরপল্লীতে কোচপল্লীতে বা ঋষিপল্লীতে ঋষিপত্নীদের পর্য্যন্ত চিত্তবিক্ষেপ উৎপাদন করিয়া ফিরেন; কিন্তু দুর্গা সতী, পতিনিন্দা শুনিয়াই তিনি দেহত্যাগ করেন, পতিলাভের জন্য দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি উমা ও অপর্ণা; কিন্তু তাঁর স্বামীর সঙ্গে ব্যভিচার ভব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; এবং তাঁর কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী একাধিক-দেবভোগ্যা ত বটেই, মানুষেরও ভোগ্যা—লক্ষ্মী প্রথমে ইন্দ্রের, পরে বিষ্ণুর, এবং এখন পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাজা ও ভাগ্যবানের ভোগ্যা হইয়া আসিতেছেন; কমলার সহিত ঋষি-সহবাসের কথা কাদম্বরীতে আছে; সরস্বতী প্রথমে ব্রহ্মার, পরে বিষ্ণুর, এবং এক সময়ে বাণভট্টের পূর্ব্বপুরুষের অধীন হইয়াছিলেন। দুর্গাকে তন্ত্রে আরো হীন করা হইয়াছে। দুর্গার এক নাম কন্যাকুমারী; সেইজন্য তান্ত্রিক সাধকেরা চক্রে দেবীপ্রতিনিধি কুমারী ভজনা দ্বারা পূজ্য ও পূজকের একাত্মতার আনন্দ স্থূল ও কৃত্রিম উপায়ে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন।

বেদের রূপক শব্দের আশ্রয় লইয়া ও সাংখ্যদর্শনের পুরুষের পত্নীরূপিণী প্রকৃতি ও মায়াবাদের মিশ্রণে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব ও পর প্রথম শতকে শক্তিপূজা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে বলিয়া অনুমান করা হয়। বৈদিকের বিপরীত তান্ত্রিক। বেদের নাম নিগম, তন্ত্রের নাম আগম। আগম অর্থে যাহা আগত, অর্থাৎ যাহা বৈদিক প্রক্রিয়ায় ছিল না। সেই জন্যই তন্ত্র শিবমুখ হইতে আগত বলা হয়। বহুকাল হইতেই হিন্দুধর্ম্ম তান্ত্রিক; এই বঙ্গদেশে তার বিশেষ প্রতিষ্ঠা।

এই শক্তিপূজার ক্রমবিকাশ বা পরিবর্ত্তন কতবার কতরকমে হইয়াছে তার সোপান-পরম্পরা বৈদিক যুগ হইতে অনুসরণ করিয়া দেখা যাক্।—

বেদ-সংহিতা হইতে গৃহ্যসূত্র প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রের মধ্যে দেবীর নাম থাকিলেও দেবীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রোদসী রুদ্রাণী ভবানী নাম আছে বটে, কিন্তু সেগুলি রুদ্র ও ভব শব্দের স্ত্রীত্ববাচক শব্দ মাত্র, কোনো স্বতন্ত্র দেবী নহে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের

১২৫ সূক্তটি দেবী-সূক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং উহা শক্তিপূজার মূল বলিয়া ধরা হইলেও তাহার মধ্যে দেবীর কোনো নাম নাই। একমাত্র হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে ভবানীকে যজ্ঞাহুতি দিবার ব্যবস্থা আছে। সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে ভদ্রকালী নাম পাওয়া যায়; তিনি নগণ্য কুচো দেবতার একজন। বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা দেবীর নামমাত্র পাওয়া যায়; তিনি রুদ্রের ভগিনী। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়—ঈজিপ্টের ইসিস ও অসিরিস আদিতে ভাই বোন ছিলেন; পরে স্বামী-স্ত্রী হন; এ-সব মাতৃতন্ত্র সমাজের কল্পনার ফল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে অম্বিকা রুদ্রের স্ত্রী।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গা কাত্যায়নী ও বৈরোচনী দেবীর সাক্ষাৎ পাই; তিনি সূর্য্য বা অগ্নির কন্যা। ঈজিপ্টের সূর্য্যদেবতা রা ও দেবী শেখেৎ ভারতবর্ষে আসিয়া রুদ্র ও শক্তি হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। মেগাস্থিনিস (৩০০ খৃষ্টপূর্ব্ব) লিখিয়া গিয়াছেন, যে, বৈদিক রুদ্র শাকদ্বীপী মগদের সূর্য্য দেবতার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন। শাকদ্বীপী মগ ব্রাহ্মণরা তাদের সূর্য্য দেবতাকে শিব বলিত। সারদা-তিলকতন্ত্রে শিবের একটি ধ্যানে তাঁকে 'বন্ধুকাভ' বলা হইয়াছে; সে বর্ণ সূর্য্যের এবং সূর্য্যের নামই আগে ছিল শিব। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দ্রবিড় শাখায় রুদ্রের এক নাম পাওয়া যায় উমাপতি।

সামবেদীয় কেন-উপনিষদে হৈমবতী উমা নাম দেখি, কিন্তু তিনি তখন শরীরিণী ব্রহ্মবিদ্যা, শিবগৃহিণী নহেন। এই উমা নামের সঙ্গে হৈমবতী শব্দ সংযুক্ত থাকাতে তিনি পরবর্ত্তী কালে হিমালয়-দুহিতা হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন (রমাপ্রসাদ চন্দ, Indo-Aryan Races)। যজুর্ব্বেদে গিরিশ রুদ্রের স্ত্রী উমা হৈমবতী। এই উমা তখনো স্বতন্ত্র স্বাধীন দেবতা নহেন, দেবপত্নী মাত্র।

Apparently Uma was not an independent goddess, or at least a kind of divine being, perhaps a female mountain ghost haunting the Himalayas, and was later indentified with Rudra's wife —Prof Jacobi in Encyclopoedia of Religion and Ethics.

দেব্যুপনিষৎ ও বহ্বৃচোপনিষদেও শক্তিকে সকলের সৃষ্টিকর্ত্রী রূপে স্তব করা হইয়াছে।

তার পর অথর্ব্ববেদীয় মণ্ডূক-উপনিষদে অগ্নির শিখার সাতটি নাম পাওয়া যায়—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরূপিণী। দুর্গা অগ্নির অপর নাম। বেদে নির্ঋতির পত্নী গৌরী। এই সব নামগুলিই শেষে পার্ব্বতী দুর্গার নাম করিয়া চালানো হইয়াছিল। দুর্গা হইয়াছিলেন প্রধান দেবী, কালী করালী ধূমাবতী বিশ্বরূপিণী প্রভৃতি তাঁর গুণবাচক অথবা অপর রূপ বা অবতারের নাম হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আচার্য্য ভাণ্ডারকার বলেন—

'Different names indicate different goddesses who owed their conception to different historical conditions, but who were afterwards indentified with the one goddess by the usual mental habit of the Hindus.

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী অথবা নারায়ণীয়া উপনিষদে সহস্রাক্ষ মহাদেব রুদ্র, বক্রতুণ্ড গণেশ, নন্দী, ষণ্মুখ কার্ত্তিক ও দুর্গার গায়ত্রী দেওয়া আছে। দুর্গার গায়ত্রীর মধ্যে তাঁর অপর দুই নাম দেওয়া হইয়াছে কাত্যায়ন ও কন্যকুমারী।— "কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যকুমারী ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।" আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন—"যাজ্ঞিকী উপনিষদ্‌কে ব্রহ্মবিদ্যা বলাই কঠিন; ইহা মন্ত্রতন্ত্রে পরিপূর্ণ ;—পাঠের সময় মনে হয়, বেদ পড়িতেছি না, তন্ত্র পড়িতেছি।" আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন এই উপনিষৎ তন্ত্ররচনার পরে দ্রবিড়দেশে তৈয়ারী জাল (বঙ্গদর্শন, ৩য় বর্ষ, ফাল্গুন)।

বেদে উষা, পৃথিবী, ভারতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি আরো দেবী আছেন, তাঁদের কেহই শক্তিরূপিণী দেবী নহেন, কাহাকেও মাতৃভাবে অনুভব করা হয় নাই।

মনুসংহিতায় ভদ্রকালী দেবীর নিকট বলি উপহার দিবার ব্যবস্থা আছে সিকি শ্লোকে।

উচ্ছীর্ষ্যকে শ্রিয়ৈ কুর্য্যাদ্ ভদ্রকাল্যৈ চ পাদতঃ।
ব্রহ্মবাস্তোষ্পতিভ্যাস্তু বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ॥
৩ অ, ৮৯ শ্লো।

কাত্যায়ন-সংহিতায় গণেশ, গৌরী, পদ্মা, শচী, সাবিত্রী, জয়া, বিজয়া প্রভৃতি আধুনিক দেবদেবীর উল্লেখ আছে। এইজন্য রমেশচন্দ্র দত্ত এই সংহিতাকে অপ্রাচীন মনে করেন। পাণিনির বার্ত্তিকপ্রণেতা কাত্যায়ন ছাড়াও বহু অপর কাত্যায়ন শাস্ত্র-সঙ্কলন করিয়াছিলেন ; সুতরাং সংহিতাকার কাত্যায়নকে পাণিনির বার্ত্তিককার মনে করা যায় না।

রামায়ণে দুর্গার কোনো উল্লেখ নাই। মহাভারতের বনপর্ব্বে কতকগুলি রাক্ষসী-রূপিণী মাতৃকা স্কন্দের অনুচরী ছিলেন। ঐ মাতৃকা কথাটার অপর অর্থ মাতা হওয়ায় ও শিশু স্কন্দকে মাতৃকাগণ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া মাতৃকা স্কন্দমাতা হইয়া উঠিলেন ; এবং যখন স্কন্দ শিবপুত্র হইয়া উঠিলেন, তখন মাতৃকা অম্বিকা নামের সাদৃশ্যে ও সমার্থে শিবপত্নী হইয়া পড়িলেন। এই মহাভারতের মধ্যে প্রথম দুর্গাকে স্বতন্ত্র প্রধান দেবীরূপে স্তুত ও পূজ্য হইতে দেখি। ইহার কারণ সমগ্র মহাভারত এক সময়ের বা একজনের রচনা নহে। মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যুধিষ্ঠির দুর্গার স্তুতি করিয়াছেন (বিরাট্ পর্ব্ব, ৬ অধ্যায়), অর্জ্জুন দুর্গার স্তব করিয়াছেন (সৌপ্তিক, ৬ ও ৭ অধ্যায়); ভীষ্মপর্ব্বে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ-জয়ের কামনায় দুর্গাকে প্রণাম ও প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই-সব স্তোত্রে দুর্গার বহু নাম উল্লেখ করা হইয়াছে—দুর্গা, উমা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, চণ্ডী, চণ্ডা, বিজয়া, কালী, করালী, ইত্যাদি। তিনি অসুরনাশিনী,

বিন্ধ্যবাসিনী, মদ্যমাংসপ্রিয় (সীধুমাংসপশুপ্রিয়)। এই বিন্ধ্যবাসিনী নাম হইতে অনুমান হয় হিমালয় ও বিন্ধ্য প্রভৃতি পার্ব্বত্য দেশের অধিবাসীদের ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে একত্র সম্মিলিত করিয়া হৈমবতী পার্ব্বতী ও বিন্ধ্যবাসিনী পার্ব্বতী একই দেবতার নাম করা হইয়াছিল। বহু দেবতা একই এবং একই দেবতা বহুরূপে প্রকাশ পান এই দার্শনিক মত হইতে অবতার ও বহুমূর্ত্তির সৃষ্টি।

মহাভারতে যে দুর্গার উল্লেখ আছে তিনি চতুর্ভুজা ও কৃষ্ণবর্ণা। কিন্তু তিনি ঠিক আধুনিক কালীও নহেন, কারণ তিনি চতুর্বক্ত্রা। তিনি হিমালয়-দুহিতা বা শিবপত্নীও নহেন,—তিনি কুমারী।

মহাভারতের এই দুর্গাস্তোত্র পরবর্ত্তীকালের যোজনা বলিয়াই অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন। মহাভারতে শক্তিপূজার উল্লেখ ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত কোনো সাহিত্যে শক্তিমূর্ত্তির কোনো প্রাধান্য বা প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

কনৌজপতি যশোবর্ম্মার সভাকবি ধোয়ি গউড়বহো (গৌড়বধ) কাব্য রচনা করেন (৭ম শতাব্দী)। সেই কাব্যে হলুদের পাতা মাত্র পরিহিতা অনার্য্য শবরদের বিন্ধ্য-বাসিনী দেবীর পূজার উল্লেখ আছে। ইনিই তন্ত্রে নাম পাইয়াছিলেন পর্ণশবরী—অর্থাৎ শবরদের পর্ণপরিহিতা দেবী। বহু প্রাচীনকালে কদম্ব ও চালুক্য বংশের কুল-দেবতা ছিলেন সপ্তমাতৃকা। পঞ্চম শতাব্দীতে মালব দেশে মাতৃকা দেবীর মন্দির নির্ম্মিত হয়।

মহাভারতের বিরাট্পর্ব্বে দুর্গাস্তবে তাঁকে বলা হইয়াছে "নন্দগোপকুলে জাতা।" এ পর্য্যন্ত তিনি কুমারী, শিবের পত্নী নহেন। সম্বলপুর জেলার অনার্য্য লোকেরা এখনও কুমারী ওসা নামক এক দেবীর পূজা করে এবং তাদের প্রবাদ—

আশ্বিনে কুমারী জনম
গোপিনীকুলে পূজন।

বিন্ধ্যপর্ব্বতের দিকে গোপ আভীর জাতির বাস ছিল। দুর্গা তাদেরই কুলদেবতা ছিলেন বোধ হয়।

মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে দুর্গা শবর পুলিন্দ বর্ব্বরদিগের দেবতা, তিনি মদ্যমাংসপ্রিয়।—"শবরৈর্ বর্ব্বরৈশ্ চৈব পুলিন্দৈশ্ চ সুপূজিতা।" বৈদিক প্রাকৃতিক-শক্তি-বোধক দেবতারা অনার্য্য দেবদেবীর সঙ্গে মৈত্রী করিয়া ক্রমে ব্যক্তি ও গৃহস্থ হইয়া উঠিলেন ; কারণ, সাধারণ লোকদের ভক্তিপাত্র দেবদেবী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক। সেই পূজনীয় দেবতাদের ভক্তদিগকে অনুভবে ধারণা করাইবার জন্য তাঁদের পূজকের দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতে হইয়াছিল। মানুষের গুণদোষ তাঁহাদিগের উপর আরোপিত হইতে লাগিল ; তাঁরা এখন মানুষের ন্যায় সুখে দুঃখে বিচলিত হন ;

কাম-ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর বশবর্ত্তী। বৈদিক সময়ে শাস্ত্রকথার প্রবক্তা ছিলেন—গায়ত্রী সাবিত্রী; এখন আগম প্রচারের ভার লইলেন হরগৌরী।

এই বৈদিক দেবভাবের সঙ্গে অনার্য্য দেবকল্পনার অনিবার্য্য মিলনের সময় বৈদিক আর্য্য-প্রাধান্য রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ্য চেষ্টার ফল পুরাণ রচনা। পুরাণগুলির মধ্যেও দেবতাদের ক্রমবিকাশ দেখা যায় এবং তাঁহাদের বংশ-পরিচয়ও পাওয়া যায়; পুরাণ-গুলি এই গোঁজামিল দিয়া সমন্বয় ও রফা করিবার ব্যাকুল চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া পুরাণে পুরাণে পরস্পর-বিরোধিতা এবং একই পুরাণে পূর্ব্বাপর অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। পুরাণের মধ্যে বায়ু মৎস্য ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণু ভাগবত গরুড় খুব সম্ভব যথাক্রমে ৩য়—৪র্থ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল; অন্যান্য পুরাণগুলি ৬ষ্ঠ—৭ম শতাব্দীর রচনা।

শ্রীমদ্ভাগবতে উমা-পূজার ব্যবস্থা আছে; ব্রজকুমারীরা কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়া-ছিলেন। অন্যান্য পুরাণেও শক্তি-প্রাধান্য সুস্পষ্ট। দুর্গা-পূজার ব্যবস্থা বঙ্গদেশের বহু সংগ্রহকার লিখিয়া গিয়াছেন—শ্রীদত্ত, হরিনাথ, বিদ্যাধর, রত্নাকর, ভোজদেব, জীমূতবাহন, হলায়ুধ, রায়মুকুট, বাচস্পতি মিশ্র, প্রভৃতি।

পুরাণগুলির মধ্যে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপারে আমরা এই পরিচয় পাই যে বৈদিক যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ ঋষি দক্ষ পার্ব্বতী ও শিবকে প্রথমে দেবতা বা আহ্বানযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। মহাভারত হইতে সকল পুরাণে শিবপার্ব্বতীকে উপেক্ষা করার কাহিনী নানা ভাবে বর্ণিত আছে। সেই যজ্ঞে অপমানিতা দক্ষদুহিতা সতী দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু শিবের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাইবার জন্য তাঁকে দুষ্কর তপস্যা করিয়া উমা ও অপর্ণা হইতে হইয়াছিল। শিব যখন অবশেষে তাঁকে পত্নীরূপে স্বীকার করিলেন, তখনও সকল বিরোধ মিটিল না; শিবকে অর্দ্ধনারীশ্বর হইতে হইল, অনার্য্য কৃষ্ণবর্ণা কালীকে আর্য্যোচিত গৌরী হইবার জন্য আবার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইল (মৎস্য ও কালিকা পুরাণ)। হৈমবতী-পার্ব্বতীকে পিত্রালয় হিমালয় বা স্বামীগৃহ কৈলাস ছাড়িয়া অনার্য্য দেশের সীমান্ত বিন্ধ্যপর্ব্বতে গিয়া বাস করিতে হইল; এই বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের দ্বারা, নতুবা অসুরগণ যে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বৈদিক দেবরাজের স্বর্গরাজ্য অপহরণ করিতে যায়। যখন যখন অসুরেরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তখন তখনই হয় দুর্গা, নয় শিব, নয় তাঁদের পুত্র কার্ত্তিকেয়ের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে,—ইন্দ্র সূর্য্য যম প্রভৃতি যে-সমস্ত বৈদিক দেবতা পরবর্ত্তী কালেও নামে মাত্র টিকিয়া ছিলেন তাদের সাধ্যে কুলায় নাই।

শিবদুর্গা যে স্ত্রীপ্রধান গৃহস্থালির আদর্শ হইতে আর্য্য ভিন্ন অপর নানা জাতির দেবতাকল্পনার সংমিশ্রণে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন তার অনেক নিদর্শন শাস্ত্রে ও ইতিহাসে ও অনুমানে দেখিতে পাওয়া যায়। / মাতৃদেবতার প্রাধান্য মধ্যধরণীসাগরের

উপকূল হইতে মঙ্গোলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। রোমানদের এক দেবী ছিলেন অন্নপরেন্না; তিনি অন্নাধিষ্ঠাত্রী; তাঁর পূজা হইত বসন্তকালে ১৫ই মার্চ্চ। ঠিক সেই সময়ে আমাদের দেশের অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা বহু পরবর্ত্তী কালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সুদূর অতীতে রোমানদিগকে দেবীর যে মহিমা ঐরূপ কল্পনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল, বাঙ্গালীকেও স্বতন্ত্রভাবে সেই মহিমা আকৃষ্ট করিয়াছিল। ক্রীট দ্বীপে পর্ব্বতবাসিনী সিংহবাহিনী দেবী পূজিত হইতেন। রোমানদের ব্যাকাস ও মিনার্ভা দেবীর উপাখ্যান ও পূজাপদ্ধতি এমন অবিকল যে হঠাৎ মনে হয় যে ঐ দুই দেব-দম্পতি এক অভিন্ন। শ্রীরামপুরের পাদ্রী ডব্লিউ ওয়ার্ড সাহেব ১৮১৮ সালেরও পূর্ব্বে A View of the History, Literature and Mythology of the Hindus, Including a Minute Description of Their Manners and Customs—নামক অতি আশ্চর্য্য তথ্যপূর্ণ বৃহৎ পুস্তক সঙ্কলন করেন; তাতে তিনি শিবদুর্গা ও ব্যাকাস-মিনার্ভাকে অভিন্ন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে The object of worship is the same throughout India, Tartary, China, Japan, Burma, etc., as also among the Assyrians, Chaldeans, the Magians of Persia, etc.

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অনুমান করেন এই শক্তিপূজার কল্পনাটা আমাদের দেশে শক ও মোঙ্গল প্রভৃতি বহির্ভারতের জাতিদের আগমনের দ্বারাই বদ্ধমূল হয়। পারস্য দেশে ম্যাগিয়ানরা শক্তি-উপাসক ছিল; তাদের বিরোধী ছিলেন জরথুস্ত্র। মুসলমান-ধর্ম্ম বিস্তারের সময় উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়া পুরোহিতেরা স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। জরথুস্ত্র-শিষ্যেরা জলপথে আসিয়া ভারতবর্ষে উপনিবেশ করেন, তাঁরাই আধুনিক পার্সী; আর শাকদ্বীপী মগ পুরোহিতেরা স্থলপথে কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, সিকিম ও আসামের পথে ভারতে প্রবেশ করেন; এবং পথ হইতে মোঙ্গল ভাবও খানিকটা সঙ্গে করিয়া আনেন। তাঁরা ভারতের আর্য্যভূমির চৌহদ্দি বেড়িয়া পাঁচটি আস্তানা গাড়েন—জলন্ধর (পাঞ্জাব), ওড়িয়ান (পুরী), কামাখ্যা, পুনা, শ্রীশৈল (কেহ বলেন, কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে বেলারী জেলায়; কেহ বলেন, মলয় পর্ব্বতের উত্তরাংশ, পালনি হিলস নামে অধুনা পরিচিত; আবার কেহ বলেন নিজাম রাজ্যের দক্ষিণ ও মাদ্রাজ প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত)। এক তন্ত্রে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। শিব দুর্গাকে বলিতেছেন,—গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে অধিকারায় সর্ব্বতঃ। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন,—Through Kamarupa successive hordes of immigrants from Western China poured into India. From them developed Tantrikism of both Buddhism and Hinduism.

এই-সব অনুমানের সমর্থন পুরাণ ও তন্ত্র হইতে এবং তাৎকালিক অপর সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। শিবের উৎপত্তির পর তাঁর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল কৈলাসে, ভারতের সেই দিকে যে দিক্ হইতে আসে শক হূন ও কিরাত; তার পরে তিনি বিবাহ করিলেন হিমালয়ে, যে দিকে মোঙ্গল জাতির বাস; এবং তার পরে দুর্গার লীলাক্ষেত্র হইল বিন্ধ্যপর্ব্বতে যে দিকে ভিল শবর পুলিন্দ জাতিদের প্রাধান্য। বহু পুরাণে দেখা যায় যে শিবপার্ব্বতী কিরাত-বেশে কৈলাসে হিমালয়ে এবং ভিল্ল-বেশে বিন্ধ্যপর্ব্বতে ক্রীড়া করিয়া সেই সেই জাতিদের তুষ্ট করিয়াছিলেন। ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত কোনো সাহিত্যে বা শিলালিপিতে দুর্গা বা চণ্ডীর প্রাধান্য দেখা যায় না। এ পর্য্যন্ত সকল লেখকই চণ্ডীকে শবর কিরাতাদি অনার্য্যের দেবতা সুতরাং হীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মালতীমাধব, বাসবদত্তা, কাদম্বরী, হর্ষচরিত, দশকুমারচরিত, প্রভৃতিতে দেখিতে পাই যে চণ্ডী ও তাঁহার অনুষঙ্গী ভূতপ্রেত ও তন্ত্রমন্ত্র তখন অনার্য্য বলিয়া ঘৃণিত ছিল। ভবভূতির সমসাময়িক বাক্‌পতি তাঁর রচিত প্রাকৃত গউড়বহো কাব্যে চণ্ডীকে শবরী বলিয়াছেন এবং তখন তাঁর পূজা করিত শবরী ও কোলী স্ত্রীলোকেরা। বরাহপুরাণে চণ্ডীর এক নাম কিরাতিনী। হেমচন্দ্র অভিধানচিন্তামণি-পরিশিষ্টে চণ্ডীর এক নাম দিয়াছেন কিরাতী। শরৎকালের চণ্ডীপূজার উৎসবকে শাবরোৎসব বলে; কালিকা-পুরাণের ব্যবস্থা যে দেবীর বিসর্জ্জনের সময় শাবরোৎসব 'অবশ্যকর্ত্তব্য'। এই শাবরোৎসবে অশ্লীল নৃত্যগীত অনুষ্ঠেয় এবং এখনও বিসর্জ্জনের সময় ঢুলিরা মাতৃবোধে পূজিতা দেবী সম্বন্ধে অকথ্য অশ্লীল নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে যায় এবং ভদ্রলোকেরাও তাহা সহ্য করেন। মেরুতন্ত্রে পঞ্চবিধ দেবী-সাধনার মধ্যে অন্যতম শাবর সাধনা। বৃহৎকথায় (৭ম শতাব্দী) বিন্ধ্যবাসিনী-পূজার কথা আছে।

দশমহাবিদ্যার অনেক মূর্ত্তি পরে শাক্তসম্প্রদায়ে গৃহীত হয়। অনেক মূর্ত্তির বর্ণনা ও রূপ নিতান্ত অনার্য্য। দেবী এক দিকে যেমন প্রথমে কুমারী ছিলেন, অপর দিকে ধূমাবতী আসিলেন বিধবা!

মালব দেশের অনার্য্যদিগের মধ্যে বহু মাতৃকার পূজা প্রচলিত ছিল। এই-সব মাতৃকা ক্রমে শিবদুর্গার সহচরী বা দুর্গারই রূপান্তর বলিয়া ভদ্রসমাজে চল হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যোত্তরীয়ে আছে—"এবং নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ।" (শারদীয় দুর্গাপূজার ব্যবহার তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত)।

এখনো অনেক জেলায় গ্রামে রীতি আছে যে দুর্গার পূজা প্রথমে অস্পৃশ্য অনাচরণীয় জাতির—বিশেষতঃ হাড়ির—বাড়ীতে না হইলে ব্রাহ্মণবাড়ীতে পূজা হইতে পারে না। জয়দ্রথ-যামল বলেন দেবী তৈলকার দ্বারা পূজায় বিশেষ প্রীত হন (হরপ্রসাদ)। দাক্ষিণাত্যের গ্রামদেবতাদের পূজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ নয়, যত সব অস্পৃশ্য অনাচরণীয় জাত।

নিম্নশ্রেণীর দেবস্বরূপ যে উচ্চ কল্পনায় আরোপিত হইয়া উচ্চ পদবী লাভ করে তার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের বেঙ্কট, বিঠ্ঠল, দেবী পিষ্টপুরী নিম্নশ্রেণী হইতে উত্থিত হইয়া এখন সর্ব্বজনপূজিত হইয়াছেন। ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্ বলেন—The Tamils were demon-worshippers. The most powerful demoness of the Southern races, Koltavai "the Victorious", has now taken her place in the Hindu pantheon as Uma or Durga, the consort of Siva.

অক্ষয়কুমার দত্ত দেখাইয়াছেন বিঠোবা বিঠ্ঠল রঙ্গনাথ মীনাক্ষী প্রভৃতি দেবদেবী অনার্য্য হইতে আর্য্য-স্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার দেখাইয়াছেন সামলাই নামক গোঁড় দেবতা শেষকালে সামলেশ্বরী কালী হইয়াছেন; গোঁড়দিগের গোঁড়-বাবা গোঁড়েশ্বর শিব বলিয়া পূজিত হইতেছেন (বঙ্গদর্শন ২য় বর্ষ চৈত্র সংখ্যা, শিবপূজা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

কিরাত প্রভৃতি যে-সমস্ত জাতি মৃগয়াজীবী তাদের দেবস্বরূপ যেমন শিব-দুর্গার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, আবার আভীর প্রভৃতি যে-সমস্ত জাতি কৃষিজীবী তাদেরও দেবতা ঐ শিব-দুর্গার মধ্যেই নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। যে শক্তিতে শস্য উৎপন্ন হয়, সেই শক্তিতেই জীবসৃষ্টি হয়, এই সমতাবোধ শিব-দুর্গারূপ দেবদম্পতির মধ্যে নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। দেবী দুর্গার অপর নাম সেইজন্য শাকম্ভরী—যে দেবী শাক অর্থাৎ উদ্ভিজ্জকে ভরণ করেন। কর্ণেল টড রাজস্থানের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন যে শাকম্ভরী আদিতে শকদিগের দেবতা ছিলেন। সে যাই হোক, বৎসরের যে দুই ঋতুতে ফসল উৎপন্ন হয় সেই দুই ঋতুতেই—শরৎ ও বসন্তে—দেবী দুর্গার পূজার উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। দুর্গাপূজায় কলাবৌ নবপত্রিকার পূজা করিতে হয়; ঐ নবপত্রিকা কৃষিসম্পদের প্রতীক বা Symbol (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নবপত্রিকা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, নারায়ণ ১৩২৪)। এইজন্য নবপত্রিকার আর-এক নাম নবদুর্গা। এই নবপত্রিকার মধ্যে ফল ফুল মূল শস্য সমস্তই পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

রম্ভা কচ্বী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ।
অশোক-মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা॥

তন্ত্রশাস্ত্রের অপর নাম কৌলশাস্ত্র; একখানি তন্ত্রের নাম কুলচূড়ামণি তন্ত্র। ঐ তন্ত্রের আদেশ, প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রথমেই কুলবৃক্ষকে নমস্কার করিবে—ওঁ কুলবৃক্ষেভ্যঃ নমঃ; এবং কুলবৃক্ষ দেখিলেই শক্তিপূজক সেই বৃক্ষকে শক্তির আধার জানিয়া নমস্কার করিবে। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর মতে কুলগাছ বলিতে বুঝায় অনেকগুলি গাছ—অশোক, কেশর (বকুল), বিল্ব, কর্ণিকার, চূত, নমেরু (রুদ্রাক্ষ), পিয়াল, সিন্ধুবার (নিগুন্দ), মদন, মরুবক (ঝিণ্টিকা), চম্পক, শ্লেষ্মাতক (বহেড়া), করঞ্জ, নিম্ব, অশ্বত্থ।

তন্ত্রসার-মতে অপর কয়েকটি গাছও 'কুল' সাধারণ নামের অন্তর্গত—বট, উদম্বর, ধাত্রী (আমলক), চিঞ্চা (তিন্তিড়ী)। এইসব বৃক্ষে কুলযোগিনীরা সর্ব্বদা বাস করেন। কুলযোগিনী উদ্ভিদ্-দেবতা বা বৃক্ষাশ্রয়ী ভূতপেত্নী ছিলেন বোধ হয়, পরে দেবী শাকম্ভরীর অনুচর-মধ্যে পরিগণিত হন। কুল মানে বংশও হয়; অনেক জাতির বংশ-চিহ্ন (totem) থাকে গাছ; এই বৃক্ষপূজা সেই বংশ-চিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদিম রীতির জের হইতেও পারে।

পুরাণগুলি যখন রচিত হইতেছিল উত্তর-ভারতে বা দাক্ষিণাত্যে, তখন ভারতের পূর্ব্ব কোণে বঙ্গদেশে (এখন পূর্ব্ববঙ্গ বলিতে যে দেশকে বুঝায় সেখানে) শিব-শক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য যে শাস্ত্র রচিত হয় তার নাম তন্ত্রশাস্ত্র। এই দেশে মোঙ্গল-দ্রবিড় কোল-সংমিশ্রণ অধিক ঘটিয়াছিল বলিয়া মাতৃদেবতার প্রাধান্য এই দেশেই অধিক প্রতিষ্ঠিত হয়; এমন কি বৌদ্ধরা পর্য্যন্ত তাদের তন্ত্রে বহু শক্তির পূজা প্রবর্ত্তন করে এবং ধর্ম্মমূর্ত্তিকে স্ত্রী-রূপিণী করিয়া তোলে। অন্ততঃ কতকগুলি তন্ত্র যে বঙ্গদেশে রচিত তার বহু প্রমাণ আছে, তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি ও প্রচার সম্বন্ধে তান্ত্রিকদের বিশ্বাস এই—

> গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা, মৈথিলৈঃ প্রবলীকৃতাঃ।
> ক্কচিৎ ক্কচিন্ মহারাষ্ট্রে, গুর্জ্জরে প্রলয়ংগতা॥

তন্ত্রে বর্ণানুক্রমিক স্তোত্র রচনায় মাত্র একটি 'ব' ব্যবহৃত দেখা যায়; ক্ষ অক্ষরকে যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা বাংলা অক্ষরের অনুরূপ এবং উচ্চারণ-সূত্র করা হইয়াছে যে, হকার যদি যকারের পূর্ব্বে থাকে তবে তাদের যুক্ত উচ্চারণ ঝকার হইবে, এবং য পদের প্রথমে থাকিলে জকারের ন্যায় উচ্চারিত হইবে (বরদাতন্ত্র, দশম পটল)। এইসব উচ্চারণ বাংলা দেশের বিশেষত্ব।

এইরূপ নানা প্রমাণ দেখিয়া উইল্সন সাহেব বলিয়াছেন—Assam or at least North-east Bengal seems to have been the source from which the তান্ত্রিক and শাক্ত corruptions of the Religion of the Vedas and Puranas proceeded.

ইহা বাঙালীর race-cultureএর ফল। যোগশাস্ত্র প্রচারের সঙ্গে তন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে পতঞ্জলের যোগশাস্ত্র রচিত হয়। ইহার পূর্ব্বেও যোগমত নিশ্চয় প্রচলিত ছিল।

সুতরাং বঙ্গদেশে বহু জাতি মিশ্রণের ফল দেবতাকে একই কালে মাতা ও পত্নীরূপে সাধনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। পুরাণে এই ভাব অস্পষ্ট হইলেও ছিল—

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণম্ অহম্ ঈশান এব চ কারিতা।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

দেবী বিষ্ণুর আমার (ব্রহ্মার) ঈশানের শরীর উৎপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বং সমুদ্ভবাঃ।—কাশীখণ্ড। ব্রহ্মাদি তোমা হইতেই সমুদ্ভূত। তৎপরে তন্ত্রে চক্র-সাধনা স্পষ্ট আকার ধরিয়া সেই ভাবকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। এই ভাব যে বেদবিরোধী তাহা তন্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে (নিত্যাতন্ত্র, প্রথম পটল)। বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলি অধিকাংশই মোঙ্গল-প্রভাবের বচনা, এবং বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রভাবে হিন্দু-তন্ত্র অনেক পরিমাণে গঠিত হইয়াছিল এবং হিন্দু তন্ত্রের আদর্শ লইয়াই আবার বৌদ্ধ-তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। বৈদিক ঋষিরা বেদের দেবতার পূজা করিতেন। কিন্তু মানুষ স্থির হইয়া থাকে না। তার চিত্ত নিত্য নব নব সৃষ্টি করে। এইরূপে বেদাতিরিক্ত বহু দেবদেবীর উপাসনা দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। দেশীয় লৌকিক বিশ্বাস গ্রাহ্য করিয়া সেইসব দেবতাকেও শাস্ত্রস্তরে তুলিয়া সৃষ্ট হইয়াছিল পুরাণ, হিন্দু-শাস্ত্র ও বৌদ্ধ-তন্ত্র।

গোড়ায় হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বড় বিবাদ ছিল না। কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্মে ছিল ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ও শূদ্রের ধর্ম্মচর্চ্চায় অনধিকার। এই দুই কারণে নানা শ্রেণীর লোক দলে দলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

ইহারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও নিজেদের কুলরীতি পরিত্যাগ করে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর-তত্ত্বাদির কোনো আলোচনা ছিল না, কেবল শীল ও সদাচার চর্চ্চাতেই চরিত্রের উৎকর্ষ ও তার ফলে নির্ব্বাণ লাভ হয়,—এই ছিল বুদ্ধদেবের উপদেশ, সুতরাং এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কাহাকেও বংশগত আচার ও সংস্কার ত্যাগ করিতে হয় নাই বলিয়াই বৌদ্ধদের দলপুষ্টি হইয়াছিল। নবাগত লোকেরা নিজেদের কুলদেবতা ভূতপ্রেত জীবজন্তু প্রভৃতির পূজা লইয়াই বৌদ্ধ হইতে পারিয়াছিল। মৌর্য্য গৌরবের অবসানে বৌদ্ধধর্ম্মের জ্বলন্ত ভাব যখন নিবিয়া আসিল এবং নিরীশ্বরতা ও সংসার-বৈরাগ্য কঠোর হইয়া উঠিল, তখন বুদ্ধদেবই প্রধান উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিলেন এবং নানা জাতি নানা কৌলিক দেবতা বুদ্ধদেবের সহচর দেবতার স্থান অধিকার করিতে লাগিল। তৎপরে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ কণিষ্কের সময় বৌদ্ধ আচার্য্য অশ্বঘোষ ও নাগার্জ্জুন মহাযান অর্থাৎ ধর্ম্মের সহজ পথ ও সাধারণের গম্য পথ প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁর পরে পেশওয়ারনিবাসী অসঙ্গ নামক সন্ন্যাসী ষষ্ঠ শতাব্দীতে যোগাচার ভূমিশাস্ত্র প্রভৃতি যোগদর্শন-সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিয়া যোগমত প্রচার করেন। নাগার্জ্জুন ও অসঙ্গ যে মহাযান মত প্রবর্ত্তন করিলেন তাতে এক ঐতিহাসিক বুদ্ধের স্থানে বহু বুদ্ধ কল্পিত হইল, হিন্দু ত্রিমূর্ত্তির অনুকরণে জ্ঞান মঙ্গল ও শক্তির আধার বৌদ্ধ ত্রিরত্ন কল্পিত হইল—ব্রহ্মা হইলেন মঞ্জুশ্রী অথবা বাগীশ্বর, বিষ্ণু হইলেন পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর, শিব হইলেন বজ্রপাণি। তিনের অঙ্কে কি এক মোহিনীশক্তি আছে, তার আদর সর্ব্বত্রই—ত্রয়ী

বিদ্যা, ত্রিগুণ, ত্রিবর্গ, ত্রিলোক, ত্রিকাল, ত্রিমূর্ত্তি, সবেতেই ত্রিত্ব। এই ত্রিত্ববাদের অপর ফল—বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ। দেবতা যদি আসিলেন তবে তার সঙ্গে সঙ্গে দেবশক্তিরও আম্‌দানী হইল। এই মহাযান মত ভোট সিকিম তিব্বতে গিয়া মোঙ্গল-প্রভাবে বৌদ্ধ-তন্ত্র সৃষ্টি করিল। এই মোঙ্গল-প্রভাবে ধম্ম মোঙ্গল দেশে স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন; অবলোকিতেশ্বর জাপানে স্ত্রীমূর্ত্তিতে পূজা পাইতে লাগিলেন। প্রধান বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রধান দেবী তারা হিন্দুতন্ত্রে প্রবেশ করিলেন এবং যন্ত্র মন্ত্র আঁক জোঁক তুক তাক ও নানা অসভ্য জাতির ভূতপ্রেত উভয় তন্ত্রকে ভরিয়া তুলিয়া তান্ত্রিকদিগকে অনাবশ্যক ভয়ে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত মাধ্যমিক পন্থাদিগের বজ্রযান-সম্প্রদায় নানা দেবদেবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহারই অন্য শাখা মন্ত্রযান। ধারণী নামক শাস্ত্রগ্রন্থ পুরাতন হইয়া অবোধ্য হইলে এঁরা সেই অবোধ্য শব্দগুলিকে মন্ত্র করিয়া তাতে শক্তি আরোপ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের পরাভবের পর যখন আবার হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল, তখন বৌদ্ধরা যেমন হিন্দু অহিন্দু বহু দেবদেবী আত্মসাৎ করিয়াছিল, তেমনি হিন্দুরাও বহু দেবদেবী বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল—বুদ্ধ ধম্ম সঙ্ঘ হইলেন জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম; বুদ্ধাস্থি হইল বিষ্ণুপঞ্জর; বৌদ্ধ যন্ত্র-চিহ্নগুলি হইল জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের মুখ চোখ নাক; বুদ্ধপদ হইল বিষ্ণুপদ। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির নির্গুণ ব্রহ্মবাদকে শাস্ত্রীয় করিবার জন্য যখন পৌরাণিক স্তরে বসাইয়া শিবকে সমাধিস্থ বুদ্ধতুল্য করিয়া তোলা হইল, তখন সাধারণ লোকের মন সুখ-দুঃখের সমভাগী আশ্রয়দাতা ও নিগ্রহ-অনুগ্রহ-সমর্থ প্রত্যক্ষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেবতার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। এমন অবস্থায় শক্তিতন্ত্র লোকের মনে বদ্ধমূল হইবার খুব সহজ সুযোগ পাইয়াছিল। এই ভাবকে সাহায্য করিয়াছিল মুসলমানদের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট শক্তি, এবং সেই শক্তি তারা দেবতার দোহাই দিয়া লোককে ভালো করিয়াই সমঝাইয়া দিতেছিল।

বঙ্গদেশের সংলগ্ন নেপাল সিকিম ভোট হইতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা আসিয়া বঙ্গে তান্ত্রিকতা প্রচার করেন। এই তান্ত্রিকতার স্রোত যে তিব্বত প্রভৃতি মোঙ্গল দেশ হইতে আগত তার একটি উপাখ্যান বহু তন্ত্রে আছে, যথা, রুদ্রযামলতন্ত্র, ব্রহ্মযামলতন্ত্র, মহাপ্রাচীনাচারতন্ত্র, ইত্যাদি। উপাখ্যানটি এই—বশিষ্ঠ পিতা ব্রহ্মার উপদেশে দেবী বুদ্ধেশ্বরীর সাধন করিতে কামাখ্যা পর্ব্বতে যান। তিনি বহুকাল তপস্যা করিয়াও দেবীর সাক্ষাৎকার পাইলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ দেবীকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তখন দেবী আবির্ভূত হইয়া বলিলেন বশিষ্ঠ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে সাধনা করিতেছেন; বেদাচারে দেবীর সাধনা হয় না, ঐ সাধনার উপায় মহাচীন (তিব্বত) দেশে পরিজ্ঞাত আছে। বশিষ্ঠ যদি মহাচীনে গিয়া বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেবের পরামর্শ গ্রহণ করেন তবে তাঁর

সিদ্ধি হইবে। এই উপদেশ অনুসারে বশিষ্ঠ মহাচীনে গিয়া দেখিলেন বুদ্ধদেব বামাচারে বামামণ্ডলে বসিয়া মদ্য পান করিতেছেন। বশিষ্ঠ বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষিত হইলেন।

ভারতবর্ষের দুই প্রান্ত কাশ্মীর ও বঙ্গ—মোঙ্গলদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযুক্ত বলিয়া এই দুই স্থানে তন্ত্রাচার প্রবল হইয়া বদ্ধমূল হইতেছিল। কুষাণ সম্রাট্ কণিষ্ক যখন কাশ্মীরের রাজা, তখন তিনি শৈব শাক্ত ধর্ম্মের প্রধান পোষক এবং তাঁরই সময়ে নাগার্জ্জুন ও অশ্বঘোষ তান্ত্রিকতার প্রধান প্রচারক ছিলেন।

বঙ্গদেশে এককালে শক আধিপত্য ছিল; এবং শকেরা ছিল শৈব-শাক্ত। তৎ-পরবর্ত্তীকালে বঙ্গে বর্দ্ধন-গুপ্ত-পাল বংশের রাজারা শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তান্ত্রিক ধর্ম্মে অনুরক্ত হন। এইজন্য বঙ্গে তান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ পায়। এই সময়ে বৌদ্ধতন্ত্র ও শৈব-শাক্ত ধর্ম্ম পরস্পর সন্নিহিত হইতে হইতে একাকার ধারণ করিতেছিল এবং বৌদ্ধতন্ত্র ও শৈব-শাক্ত-তন্ত্র পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গুপ্ত রাজাদের সময়ে ৫ম-৬ষ্ঠ শতকীতে তান্ত্রিকতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং এই সময়েই পীঠস্থানের কল্পনা হইয়া থাকিবে। যতগুলি মহাপীঠ ও উপপীঠ আছে তার অনেক-গুলি বঙ্গে অবস্থিত। প্রধান পীঠ কামাখ্যা আসামে; সুগন্ধা বরিশালে, দেবীর নাসিকার পতনস্থান; দেবীর অধর যেখানে পড়িয়াছিল সেই স্থানের নাম অট্টহাস, দেবীর নাম ফুল্ল-রা অর্থাৎ মঞ্জুভাষিণী, আহমদপুর ষ্টেশন হইতে লাভপুরে যাইতে হয়; বামতল্প পতনের স্থান বগুড়া সেরপুরের সন্নিহিত করতোয়া; কাটোয়ার কাছে জুড়নপুরে দেবীর মুণ্ড পতনের পীঠের নাম কালীঘাট; কলিকাতার কালীঘাটও দেবীর দক্ষিণ চরণের চার অঙ্গুলির দাবী রাখে; অজিমগঞ্জের নিকট কিরীট গ্রাম দেবীর কিরীট পতনে নাম পাইয়াছিল; শ্রীহট্ট দেবীর গ্রীবা পতনের স্থান; নলহাটিতে দেবীর নলা পড়িয়াছিল; চট্টগ্রামে দক্ষিণ-হস্তার্দ্ধ; উজানিতে দেবীর কনুই; কাটোয়ার নিকট কেতুগ্রামে বাম বাহু পড়ে, পীঠের নাম বহুলা; বোলপুরের কোপাই নদীর তীরে কাঞ্চি পীঠ দেবীর কঙ্কালের স্থান; বাম জঙ্ঘা পাইয়াছিল জয়ন্তী—নামের সাদৃশ্যে শ্রীহট্টে ও আম্তার নিকটে দুই স্থান সেই সৌভাগ্য দাবী করিয়া আসিতেছে; দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পড়ে ক্ষীরগ্রামে, কাটোয়ার কাছে; মন বা ভ্রূমধ্য লাভ করে বক্রেশ্বর—আমদপুরের নিকট; হার পাইয়াছিল সাঁইথিয়ার সন্নিকট নন্দীপুর; বামগুল্ফ পতনের স্থান মেদিনীপুরের তম-লুকের নিকটস্থ বিভাস; বাম পদ পড়িয়াছিল জলপাইগুড়ির তিস্তা বা ত্রিস্রোতার বুকে; মালদহের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও চণ্ডীপুর দুই জায়গাই পীঠস্থান বলিয়া দাবী করে। এই-সব নানা পীঠের অবস্থান ও সংখ্যা হইতে দেখা যায় ক্রমশঃ বহু পীঠ কল্পিত হইয়া আসিয়াছে। পীঠমালায় পীঠ বলিয়া অসংখ্য স্থানের নাম আছে। উত্তর রাঢ়ের সহিত তান্ত্রিক ধর্ম্মের একটু বিশিষ্ট সম্পর্ক ছিল বোধ হয়। তন্ত্রবর্ণিত মহাপীঠ ও উপপীঠের মধ্যে অনেকগুলি

এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত। গুপ্তরাজাদের পরে পালবংশের অভ্যুদয়। মাৎস্যন্যায় অনুসারে প্রজাপুঞ্জ প্রবল হইয়া নিজেরা নির্ব্বাচন করিয়া গোপালদেবকে ৭৮৫ খৃষ্টাব্দের সমকালে রাজা করে। তখন সাধারণতন্ত্র বঙ্গে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া সাধারণের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও দেবতা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও দেবতাদের অভিভূত ও পরাভূত করিয়াছিল। ৭ম শতাব্দীতে শবরগণ বঙ্গ ও উৎকলের কিয়দংশ অধিকার করে। এই সময়ে কাশ্মীর ও বঙ্গ মিত্র রাজ্য ছিল। রাজতরঙ্গিণী হইতে জানিতে পারা যায় গৌড়ে সিংহের উৎপাত হইলে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় সিংহ বধ করিয়া গৌড়রাজকুমারী কল্যাণদেবীকে বিবাহ করেন। এই সময়ে উভয় তান্ত্রিক রাজ্যের মিত্রতায় ঐ ধর্ম্ম আরো বদ্ধমূল হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। বাঙালী তান্ত্রিক প্রচারকেরা গুজরাটে ও দাক্ষিণাত্যে গিয়া তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার ও তান্ত্রিক দেবমূর্ত্তি কালিকা ও চামুণ্ডা প্রতিষ্ঠা করেন। এলোরা গুহায় (৭৬০ খৃঃ অঃ) কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে দেখা যায়। ভবভূতির মালতী-মাধব, সুবন্ধু'র বাসবদত্তা (৬ষ্ঠ শতাব্দী), নাগানন্দ নাটক প্রভৃতিতে দাক্ষিণাত্যে তান্ত্রিকপ্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিমে জলন্ধর ও হিংলাজ, পূর্ব্বে কামরূপ কামাখ্যা এবং দক্ষিণে পুনা হইতে ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত রেখা টানিলে যে ভূভাগ সীমাবদ্ধ হয় তার মধ্যে তান্ত্রিক দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও আরাধনা বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমপুর বিহারের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন, এবং তাঁর প্রভাবে বঙ্গে গৌড়ে মগধে তান্ত্রিক মত বহুল প্রচারিত হয়। এইরূপে যে বঙ্গদেশ এক সময়ে অপবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত, গুপ্তরাজ-দিগের সময়েই তাহা তীর্থস্থান-মধ্যে পরিগণিত হয়; স্কন্দপুরাণে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন একটি তীর্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ৬৪৭ সালে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তিব্বতী ও নেপালীরা মিথিলা বঙ্গ আক্রমণ ও জয় করে। তারা নিজের প্রভাব এই দেশে বদ্ধমূল করিয়া রাখিয়া যায়। তৎপরে সেনারাজগণের সময়। কারো কারো মতে গৌড়রাজ জয়ন্ত ও আদিশূর অভিন্ন (৮ম শতাব্দী)। আদিশূর বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ইহা সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু তাঁর তিরোধানের সঙ্গে-সঙ্গেই বঙ্গে বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্ন লুপ্ত হইতে থাকে। মহারাজ বল্লালসেন সিংহগিরি নামক বৌদ্ধ আচার্য্যের উপদেশে বীরাচার তান্ত্রিক হন, পরে হিন্দু তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করেন (১২শ শতাব্দী)। আবার মহারাজ লক্ষ্মণ সেন পিতামহ বিজয়-সেনের ন্যায় বৈদিক আচারের পক্ষপাতী হইয়া তান্ত্রিকপ্রধান গৌড়বঙ্গসমাজে তান্ত্রিক আচারের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বৈদিক আচার প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁর প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধকে দিয়া মৎস্যসূক্ত নামে এক মহাতন্ত্র রচনা ও প্রচার করান। কিন্তু তাঁহার বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করার ও বৈদিক-তান্ত্রিক আচার সমন্বয়ের চেষ্টা সফল হয় নাই।

বঙ্গদেশের অধিকাংশই অনেককাল পর্য্যন্ত জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল ও সেই অরণ্যবাসী আরণ্যকদিগকে কিরাত বলিত। বঙ্গে আর্য্য অপেক্ষা অনার্য্য অধিবাসীরা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল; তাদের প্রভাব সুতরাং অধিক বিস্তৃত হইবারই কথা; তার উপরে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে সাধারণ লোকে স্বাতন্ত্র্য লাভ করাতে তাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও দেবস্বরূপ প্রধান হইয়া উঠে। সুতরাং শক শবর কিরাত জাতির অধিকৃত দেশে শবরী দেবী দুর্গা বা চণ্ডীর পূজা প্রবর্ত্তিত হওয়ার একটা স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

বঙ্গদেশে যে শক্তিপূজা প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজাই প্রধান। দুর্গাপূজা আবার দুইকালে হয়—বসন্তে ও শরতে। দুর্গা-পূজার উল্লেখ—মার্কণ্ডেয়-পুরাণে, শিব-পুরাণ ১০ম অধ্যায়ে, মৎস্য-পুরাণ ২৬০ অধ্যায়ে, গরুড়-পুরাণ পূর্ব্ব খণ্ড ১৩৪ অধ্যায়ে, অগ্নিপুরাণ ৫০ ও ২৬৮ অধ্যায়ে, দেবীপুরাণ ৩৭ ও ৫০ অধ্যায়ে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ২য় ও ৫৭, ৬৪-৬৫ অধ্যায়ে, কূর্ম্ম-পুরাণ পূর্ব্বভাগ ১২ অধ্যায়ে, ব্রহ্মপুরাণ ৩৬ অধ্যায়ে, দেবীভাগবত প্রথম স্কন্ধ ৮ অধ্যায়ে, ও ৩য় স্কন্ধ ৩০ অধ্যায়ে, কাশীখণ্ড ৭২ অধ্যায়ে, বরাহপুরাণ ৯১-৯৫ অধ্যায়ে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্ব খণ্ড ২১-২২ অধ্যায়ে, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণে, কালিকাপুরাণ ৬০-৬১ অধ্যায়ে, ও বিবিধ তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

মনুসংহিতার টীকাকারক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কুল্লুক ভট্টের সন্তান, রাজসাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ, মহামতি আকবর শাহের রাজত্ব সময়ে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় প্রথম দুর্গাপূজা প্রচলন করেন। আচার্য্যাগ্রগণ্য রমেশ শাস্ত্রীর বিধান-মতে রাজসিকভাবে দুর্গোৎসব করিতে কংসনারায়ণের প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন দুর্গোৎসবের বিধি-ব্যবস্থা সংগ্রহ ও প্রচার করেন। মহারাষ্ট্র-পুরাণ নামক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় যে বাংলায় চৌথ আদায় করিতে আসিয়া বর্গী-সর্দ্দার রঘুজী ভোঁসলে বঙ্গদেশের কাটোয়া নগরে দেশীয় প্রথানু-সারে দুর্গাপূজা করেন।

(১৩২৮ সালের প্রবাসীর বেতালের বৈঠকে, ও ১৩২৯ সালের প্রবাসীর কার্ত্তিক মাসের কষ্টিপাথরে দুর্গাপূজার ইতিহাস-সংগ্রহ ও নারায়ণে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "দুর্গাপূজা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৭ সূক্তে ২-৩ ঋকে রাত্রিদেবীর পূজার কথা আছে; এই সূক্তটির নাম সেইজন্য রাত্রিসূক্ত। রাত্রিদেবী বৈদিক দেব ব্যাখ্যা-গ্রন্থ বৃহদ্দেবতায় (২।৭৯) বাক্ সরস্বতী অদিতি ও দুর্গাদেবী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই রাত্রিদেবীই কালী। ঋগ্বেদের খিলসূক্তেও এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। তৈত্তিরীয়

আরণ্যকে (১০।১) রাত্রিদেবীর মন্ত্র আছে। রাত্রিদেবীই কালী বলিয়া কালী কৃষ্ণবর্ণা ও রাত্রিকালে পূজিতা। পুরাণে ও তন্ত্রে কালী-পূজার বহু ব্যবস্থা আছে।

জগদ্ধাত্রী-পূজা ও অন্নপূর্ণা-পূজা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বঙ্গে প্রবর্ত্তিত হয়।

বহু পুরাণে চণ্ডীদেবীর উল্লেখ আছে। পুরাণে শক্তির নাম বা অবস্থান্তররূপে কয়েকজন চণ্ডীর নাম পাওয়া যায়। নিম্নে ইঁহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

১। চণ্ডাংশুনায়িকা—জয়াভিষেক-কালে এই শক্তির পূজা হইয়া থাকে। ইনি তৃতীয় আবরণে দীক্ষা, দীক্ষায়িক, চণ্ডা, সুমতি, সুমত্যায়ী, গোপা, গোপায়িকা, দেবীর সহিত অবস্থান করেন।

—লিঙ্গ-পুরাণ।

২। চণ্ডাক্ষী তিনজন আবরণ শক্তির নাম :—

(ক) সৌভদ্রব্যূহের ২য় আবরণস্থিতা শক্তি।

(খ) বাগীশ্বরীব্যূহের ২য় আবরণের শক্তি।

(গ) ছন্দব্যূহের ১ম আবরণস্থিতা শক্তি।

—লিঙ্গ-পুরাণ।

৩। চণ্ডিকা—পুরাণে এই নামে পাঁচজন শক্তির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) চণ্ডিকা—সাবিত্রীদেবীর নামান্তর। অমরকণ্টকস্থিতা সাবিত্রীদেবীর মূর্ত্তি এই নামে খ্যাতা।

—অগ্নিপুরাণ।

(খ) চণ্ডিকা—হরাব্যূহের অধিষ্ঠিতা দেবী।

—লিঙ্গপুরাণ।

(গ) চণ্ডিকা—এক মাতৃকার নাম। ইনি ভগবতী-দেহ-সমুদ্ভূতা ও ভগবতী-সহচারিণী।

—শিব, দেবী, কালিকা ও লিঙ্গপুরাণ।

(ঘ) শিবের এক শক্তির নাম চণ্ডিকা। ইনি অষ্টনায়িকার অন্তর্ভূতা একটি নায়িকা। বাণাসুরের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধের সময় ইনি বাণাসুরের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

(ঙ) ভগবতীর নামান্তর চণ্ডিকা।

ততো নামান্যনেকানি প্রাপ সা পর্ব্বতাত্মজা।
কালিকা চণ্ডিকা ভদ্রা চামুণ্ডা বিজয়া জয়া॥

—শিবপুরাণ জ্ঞান-সংহিতা ৬ অ ২৩।

ইনি রম্ভতনয় মহিষাসুরকে বধ করেন। রক্তবীজ, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতিকে বিনাশ করেন।

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

৪। চণ্ডী—ভগবতী ভবানীর অপবা মূর্তি বা নামান্তর। শৈব পুরাণসকলে চণ্ডী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, ব্রহ্মার ক্রোধ-সম্ভূত সূর্য্যসম-দ্যুতিমান্ দীপ্তাগ্নি-তেজা অর্দ্ধ-নর-নারী-মূর্তি রুদ্ররূপ প্রাদুর্ভূত হওয়ায় পদ্মযোনি তাঁহাকে "আত্মদেহ বিভক্ত কর" বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, সেই স্ত্রী-পুরুষ মূর্ত্তি বিভিন্নভাবে প্রাদুর্ভূত হইলেন। পুরুষ-মূর্ত্তি একাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া ১১ রুদ্র হইলেন। আর স্ত্রীমূর্ত্তির অর্দ্ধাংশ শ্বেত ও অর্দ্ধাংশ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। স্বয়ম্ভু তাঁহার দেহটিও বিভক্ত করিতে বলায় সেই দেহ হইতে স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা, মেধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা প্রভৃতি গৌরী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। তিনি বিশ্বরূপা পৃথক্ দেহে প্রকৃতি, নিয়তা, রৌদ্রী, দুর্গা, ভদ্রা, প্রমাথিনী, কালরাত্রি, মহামায়া, রেবতী ও ভূতনায়িকা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। দ্বাপরান্তে আবার এই মূর্ত্তি অন্যান্য নামে কীর্ত্তিতা। সেই সময় হইতেই এই দেবী গৌতমী, কৌশিকী, আর্য্যা, চণ্ডী, কাত্যায়নী, সতী, কুমারী, যাদবী, দেবী, মায়া, মহিষমর্দ্দিনী, বিন্ধ্যনিলয়া, প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। অগ্নিপুরাণ-মতে ভগবতী ভবানীর এই চণ্ডীমূর্ত্তির ২০টি হস্ত। এই চণ্ডীর দক্ষিণ পদ সিংহস্কন্ধে ও বাম পদ নীচগ অসুর-পৃষ্ঠে বিন্যস্ত।

—লিঙ্গ, শিব, দেবী, কালিকা ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

৫। চণ্ডেশ্বরী—এই শক্তি অষ্ট নায়িকার মধ্যে একজন। ইনিও বাণাসুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া অপর সপ্ত নায়িকার সহিত খর্পর-হস্তে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

৬। চণ্ডোগ্রা—নবদুর্গান্তর্গতা ভবানীর মূর্ত্তি। ইঁহার ষোড়শ বাহু।

—অগ্নিপুরাণ।

কিন্তু পুরাণের এই-সব চণ্ডী ও বাংলা মঙ্গল-কাব্যের চণ্ডী একই দেবতা নহেন। এই মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ দুখানি আধুনিক পুরাণে পাওয়া যায়—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ "ইংরেজী আট শত সালের পরের লেখা।" পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ "রচনার কাল খৃষ্টীয় ১২ শতাব্দের পরে, বঙ্গে লিখিত।"

এই মঙ্গলচণ্ডী দেবীর রূপ গুণ ইতিহাস ও পূজার ক্রম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে ৩৪ অধ্যায়ে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে আমরা মোটামুটি এই অর্থগুলি পাই—(১) ধর্ম্ম-ঠাকুর মঙ্গলচণ্ডীর পূজার কথা প্রথম প্রকাশ করেন, (২) তিনি মঙ্গলকারিণী বলিয়া নাম মঙ্গলচণ্ডী, (৩) তিনি প্রথমে শঙ্কর (মঙ্গল) কর্ত্তৃক, ও পরে মঙ্গল-গ্রহ, মনুবংশীয় মঙ্গল নামক রাজা, মঙ্গলবারে সুন্দরীগণ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নরগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডিকা, (৪) তিনি মূল

প্রকৃতি ঈশ্বরী ও মূর্ত্তিভেদে তিনিই দুর্গা, (৫) তিনি যোষিৎদিগের ইষ্টদেবতা, (৬) তিনি সঙ্কট-দুর্গতি-নিবারিণী ও ভক্তদিগের সর্ব্বকামদা, (৭) তাঁহাকে মেষ, মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতির মাংস ও মদ্য ও বিবিধ নৈবেদ্য দিয়া সঙ্গীত-নৃত্য-বাদ্য ইত্যাদির সহিত প্রতি মঙ্গলবারে পূজা করিতে হয়।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ১৬ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে এই মঙ্গলচণ্ডিকার উল্লেখ পাওয়া যায়—

ত্বং কালকেতু-বরদা চ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহন নৃপাদ্ বণিজঃ সসূনোঃ
রক্ষে হম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥

বাংলা চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে মঙ্গলচণ্ডিকার প্রসঙ্গে যে দুটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে কেবল সেই দুটি উপাখ্যানের উল্লেখ সংস্কৃত পুরাণের এই শ্লোকে পাওয়া যায়, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে যে কমলে-কামিনীর গজ গ্রাস ও বমনের ব্যাপার আছে তাহা ধর্ম্ম-ঠাকুরের সৃষ্টিলীলার রূপান্তর মাত্র। ধর্ম্ম হইতেছেন বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম; বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে ধর্ম্ম আদিদেব এবং সৃষ্টিকর্ত্তা; মোঙ্গলদেশের প্রভাবে ধর্ম্ম স্ত্রীমূর্ত্তিতে পূজিত হইয়া আদিদেব আদ্যাশক্তি-রূপে গণ্য হইতে থাকেন।

সেই ধর্ম্ম সৃষ্টিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া—

জলেতে আসন গোসাই, জলেতে বৈসন।
জলভর করিয়া ভাসেন নিরঞ্জন॥
* * *
সম্মুখে রচিলা গোসাই পদ্মফুল।
তাহাতে বসিয়া গোসাই জপে আদ্যমূল॥
* * *
আপনে ধর্ম্ম গোসাই গজযুক্ত হইল।
গজের উপরে বসুমতীকে স্থাপিল॥
—মাণিকদত্তের চণ্ডী।

সমুদ্রে কমলাসনা দেবীর মুখ হইতে গজ নির্গত হওয়ার ব্যাপার ধর্ম্ম কর্ত্তৃক সৃষ্টিকার্য্যের ও কমলে কামিনী আবির্ভাবের সমান ঘটনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী পৌরাণিক চণ্ডী নহেন, তিনি বৌদ্ধ দেবতার রূপান্তর মাত্র।

মঙ্গলকাব্যে চণ্ডীকে ডাকিনী, বাশুলী, বিশালাক্ষী বলা হইয়াছে—

তোমার মোহিনী বালা শিক্ষা করে ডাইনী কলা,

নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা।

—ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে লহনার উক্তি।

বাশুলীর এক নাম ডাকিনী—"ডাকিনা বাশুলী নিত্যা-সহচরী—" (পদসমুদ্রে চণ্ডীদাসের পদ)। বামাচারে সিদ্ধা স্ত্রীলোক ডাকিনী—বৌদ্ধ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"নিত্যাষোডশী নামে এক দেবী আছেন বৌদ্ধদের। তাঁহার ষোল জন সহচরী ছিল। বাসুলী তাঁহার এক সহচরী। ধর্ম্মপূজার বিধিতে ধর্ম্মঠাকুরের যত আবরণ-দেবতা আছেন, তাঁহার মধ্যে একজন আছেন বিশালাক্ষী, একজন আছেন বাসুলী। বাসুলীর নমস্কারে তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডী বলা হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডী আমাদের একজন পুরাণ দেবতা। তিনি ব্রাহ্মণের দেবতা নন। বৌদ্ধদের অঞ্চল হইতে আসিয়াছেন।"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৯ সাল, ২৯।৪, ১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠা।

বামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাবিধানে ধর্ম্মের শক্তি বা আবরণ দেবতা বাসুলীর ধ্যান ও আবাহনমন্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে—(১) বাশুলী "আযাতা স্বর্গলোকাদ ইহ ভুবনতলে", (২) বাশুলীর "পদযুগ-কমলে", (৩) বাশুলী "শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা", (৪) তিনি "সরিৎ-তীরে সমুৎপন্না," (৫ তাঁহাকে "অষ্টতণ্ডুল-দূর্ব্বাক্তা অর্চ্চনা" করিতে হয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মঙ্গলচণ্ডীকে বার বার বাশুলী ও বিশালাক্ষী বলা হইয়াছে

এক ভাবে চিন্তে বামা চণ্ডীর চরণ।

বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী।

মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর আবির্ভাব সরিৎ-তীরে—কংসনদীর তীরে, সমুদ্রে ও ভ্রমরা নদীর তটে—হয়, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে "হেমঝারী জলগর্ভা অষ্ট তণ্ডুল দর্ব্বা" আবশ্যক হয়।

এইসব বিবিধ প্রমাণ (বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্ট ও ভূমিকায় দ্রষ্টব্য) হইতে ইহা স্পষ্ট জানা যায় যে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী বৌদ্ধ বহু দেব-দেবী (ধর্ম্ম নিত্যা বাসুলী বিশালাক্ষী) সম্মিলনে ও ব্রাহ্মণ্য দেবতা দুর্গার রূপভেদ স্বরূপে প্রকল্পিত হইয়াছেন।

বাংলা দেশে মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্যপ্রচারক বহু উপাখ্যান প্রচলিত আছে। সেইসব লৌকিক ব্রতের নাম—বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী, হরিষ-মঙ্গলচণ্ডী, জয়-মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কটা, সো-দো, নাটাই-চণ্ডী, কুলুই-চণ্ডী, উদ্ধার-চণ্ডী, সঙ্কট-মঙ্গলচণ্ডী, ইত্যাদি। প্রত্যেক ব্রতেরই এক-একটি উপাখ্যান আছে (মেয়েদের ব্রতকথা—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত—দ্রষ্টব্য)। অতগুলি উপাখ্যানের মধ্যে কেবল দুটি উপাখ্যান—কালকেতু ও ধনপতি-শ্রীমন্ত—মঙ্গলকাব্যে স্থান পাইয়াছিল ; বাকী উপাখ্যানগুলিকে কোনো কবি কাব্যের মর্য্যাদা দান করেন নাই। মঙ্গলকাব্যের উপাখ্যান দুটিরই কেবল উল্লেখ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে ; তাহাতে মনে হয় ঐ পুরাণখানি—অন্ততঃ ঐ শ্লোকটি—বঙ্গে মঙ্গল-কাব্য রচনার পরে রচিত বা পুরাণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মাণিক দত্ত প্রথম চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা, তিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বৌদ্ধ ভাব যত বেশী, পরবর্ত্তী কাব্যে তত নয়। আবার পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম্ম অপেক্ষা চণ্ডীর প্রভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে দেখা যায়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বৌদ্ধ দেবতা ধর্ম্ম ও চণ্ডী অভিন্ন দেবতা বা ঘনিষ্ঠসম্পর্কিত দেবতা।

[আমি আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের মুখ হইতে শুনিয়া এই প্রবন্ধের প্রথমাংশের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বিভিন্ন পুরাণে চণ্ডীর নামের তালিকাটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। গণেশ ও মহাদেবের দেবত্বের ক্রমবিকাশ রচনার শেষে স্বীকৃত পুস্তকাদি হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল' নামক উপাদেয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

চণ্ডী-বন্দনা (৮-৯ পৃষ্ঠা)

৮ পৃষ্ঠা

পূরবি—পূরবী বা পূর্ব্বী, মল্লার রাগের অন্তর্গত রাগিণী, পূর্ব্ব দেশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বোধ হয় ঐ নাম। সন্ধ্যাকালে গেয় ; ইহা আনন্দাংশ স্থর বলিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট।

নারায়ণী—প্রলয়পয়োধিজলে শয়ান নারায়ণের যোগনিদ্রা মহামায়াই আদ্যাশক্তি ; তিনি নারায়ণের অংশ বলিয়া নারায়ণী, বিষ্ণুর শক্তি বলিয়া বৈষ্ণবী। দেবী দুর্গা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে প্রাদুর্ভূত। এজন্য তিনি ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী শক্তিরূপিণী। নারায়ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—

> সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বেষাং জননী পরা।
> মম তুল্যা চ মন্-মায়া তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥
> —ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গণেশখণ্ড, ৭ অধ্যায়।

কামদাত্রী—যিনি ভক্তের কামনা পূর্ণ করেন।

কাত্যায়নী—দুর্গা। হিমালয়ে কাত্যায়ন-মুনির আশ্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মহিষাসুর-বধের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব দেহ হইতে এক দেবী সৃষ্টি করেন ও মহর্ষি কাত্যায়ন প্রথমে সেই দেবীকে পূজা করেন। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে ইনি উদ্ভূতা, ও শুক্লা সপ্তমী অষ্টমী নবমীতে কাত্যায়ন কর্তৃক পূজিতা হন, দশমীতে মহিষাসুরকে বিনাশ করেন। কাত্যায়ন-পূজিতা দেবী দুর্গা কাত্যায়নী। অথবা কাত্যায়ন-গোত্রীয়দের পূজিতা দেবী।

স্মরিদীত তনু বিনাশীনী—দেবী দুর্গা দাক্ষায়ণী সতী রূপে স্বীয় তনু যোগানলে ভস্ম করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন, এবং পার্ব্বতী উমা রূপে মদনের তনু বিনাশের কারণ হইয়াছিলেন।

৯ পৃষ্ঠা

দ্বিতীসুত-ত্রাস-বিনাশিনা—দিতির পুত্র দৈত্যদের ভয় যিনি বিনাশ করেন।

মাইয়াতি ভীষণ শোনা—মাইয়া অর্থাৎ কন্যা—যে কন্যার সেনা অতি ভীষণ। সং মাতৃ <মাই। মাই+ইয়া=মাইয়া<মেয়ে।

গুহ—গোপন গুহার মধ্যে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কার্ত্তিকেয়ের নাম গুহ।

বেহার—বিহার, বিহার কর।

সুখবর নাগ নর নতা—সুখবর-নাগ নর-নতা, যিনি দেবতা নাগ নর প্রভৃতিকে অবনত করিয়া শ্রেষ্ঠ সুখ দান করিয়া থাকেন।

সিংহের কন্ধে—কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে রাখিয়া বসুদেব যশোদার কন্যা যোগমায়াকে বদল করিয়া আনেন, সেই কন্যাকে দেবকীর কন্যা মনে করিয়া কংস শিলায় আছাড় মারিয়া হত্যা করিতে চেষ্টা করিলে যোগমায়া অষ্টভুজা মূর্ত্তি ধরিয়া আকাশে উত্থিত হন। তখন ইন্দ্র আসিয়া সেই দেবীকে বিন্ধ্যপর্ব্বতে স্থাপন করেন এবং

'তত্র স্থাপ্য হরির্দেবী' দত্ত্বা সিংহং বাহনম।
ভবামরারিহন্ত্রীতি উক্ত্বা স্বর্গম অবাপ্তবান।

—বামনপুরাণ।

কালী তাঁর কৃষ্ণবর্ণ মোচনের জন্য তপস্যা করিতে গেলে এক ব্যাঘ্র কালীকে আহার করিতে আসে এবং দেবীর তপঃপ্রভাবে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। সে ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় স্তম্ভিত হইয়া কালীকে কেমন করিয়া খাইবে সেই চিন্তাই করিতে থাকে। ব্যাঘ্র একমনে কালীচিন্তা করিতেছিল বলিয়া দেবী তুষ্ট হইয়া তাকে কৃপা করেন। এবং দেবী ব্যাঘ্রের নাম রাখেন সোমনন্দী এবং তাকে নিজের বাহন করেন। (শিবপুরাণ, বায়বীয় সংহিতা, ২১—২৩ অধ্যায়।) সং স্কন্ধ>কন্ধ। প্রঃ—

কন্ধ ভুঅ আঅতন ইন্দী বিসঅ বিআরুঅ পহুঅ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

বামপাদ মহিষ-আসনে—দেবী দুর্গা মহিষাসুরমর্দ্দিনী ; এজন্য তাঁর পদতলে মহিষমূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট করা হয়।

> দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্।
> কিঞ্চিদ্ উর্দ্ধং তথা বামম্ অঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥
> —কালিকাপুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ।

ষাট বেহানন শূলে—মহিষাসুরের বক্ষ দেবী দুর্গা শূলে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। সাট>সট ছটা—চাবুক, দণ্ড ; বেহানন মানে বোধ হয় বিন্ধেন, বিদ্ধ করেন। অতএব ষাট বেহানন শূলে—শূলদণ্ড বিদ্ধ করেন।

অনুযুগ অবতার—প্রতি যুগে যুগে আবির্ভাব।

লক্ষ্মী-বন্দনা (১০-১১ পৃষ্ঠা)

বৈদিক স্ত্রীদেবতাদের মধ্যে লক্ষ্মী ও শ্রী নাম পাওয়া যায়। তখন লক্ষ্মী বা শ্রী অরূপ ছিলেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় লক্ষ্মী ও শ্রী আদিত্যের স্ত্রী। শতপথ ব্রাহ্মণে শ্রী প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন। তিনি সৌভাগ্য সম্পদ্ ও সৌন্দর্য্যের দেবতা (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১।৪।৩।১)।

মহাভারতের বনপর্ব্বে দেখিতে পাই শ্রী বা লক্ষ্মী স্কন্দপত্নী। পঞ্চমী তিথিতে তাঁর বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া শুক্লা পঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী নামে আখ্যাত হইয়া ঐ দিনে শ্রীর পূজা হইত। এখন কিন্তু শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীর পূজা হয়।

মনুসংহিতায় (৩,৮৯) শ্রীকে বলি উপহার দিবার ব্যবস্থা আছে।

এ পর্য্যন্ত শ্রী অশরীরী দেবতাই আছেন। পুরাণেও প্রথম দিকে তিনি অশরীরী সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্য মাত্রই ছিলেন ; কেবলমাত্র কথার রূপকে দেবরাজ ইন্দ্র ত্রৈলোক্য-শ্রী সম্ভোগ করিতেছিলেন। ইন্দ্র দুর্ব্বাসার শাপে ত্রৈলোক্যশ্রী হারাইয়াছিলেন, (বিষ্ণুপুরাণ, ১।৯)।

সেই নষ্ট শ্রী পুনর্লাভের জন্য দেব-অসুরে সমুদ্র মন্থন করিলে রত্নাকর হইতে লক্ষ্মী আবির্ভূত হন। রামায়ণে আছে যে লক্ষ্মী সমুদ্র-মন্থনে উৎপন্ন ফেন হইতে আবির্ভূতা (সুন্দরাকাণ্ড, ৭ অ)। তিনি তখন দেদীপ্যমানা কান্তিমতী, বিকশিত কমলে স্থিতা, ধৃতপঙ্কজা, অম্লান-পঙ্কজমালা-বিভূষণা ; তিনি হরির বক্ষস্থল আশ্রয় করিয়া হরিপ্রিয়া হইলেন। এই লক্ষ্মী যুগে যুগে হরির অবতারে তাঁর পত্নীরূপে অবতীর্ণ হন (বিষ্ণুপুরাণ, ১।৯)

লক্ষ্মী আবার ভৃগুর পত্নী খ্যাতির গর্ভে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

নারদীয়, ধর্ম্ম ও কূর্ম্ম পুরাণে লক্ষ্মী ও সরস্বতী শিবপার্ব্বতীর কন্যা হইয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলেন, প্রকৃতি পঞ্চধা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, তার এক মূর্ত্তি লক্ষ্মী ইনি কৃষ্ণের মানসকন্যা, অথচ ইনি বিষ্ণুর পত্নী। অন্য পুরাণে আবার লক্ষ্মী পার্ব্বতীর অংশসম্ভূতা।

গরুড় স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণে লক্ষ্মীচরিত্র অর্থাৎ লক্ষ্মীর প্রিয় অপ্রিয় কার্য্য ও বস্তুর বিবরণ আছে।

ইলোরার কৈলাসমন্দিরে গজলক্ষ্মী-মূর্ত্তি আছে, ইলোরার মন্দির ৮ম শতাব্দীর শেষ ভাগে নির্ম্মিত। (Fergusson and Burgess, P. 458).

গুপ্ত রাজাদের মুদ্রায় কমলা-মূর্ত্তি অঙ্কিত হইত।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবীমাহাত্ম্যে মহালক্ষ্মী হইতে সরস্বতী লক্ষ্মী প্রভৃতির উদ্ভব বর্ণিত হইয়াছে এইরূপ—

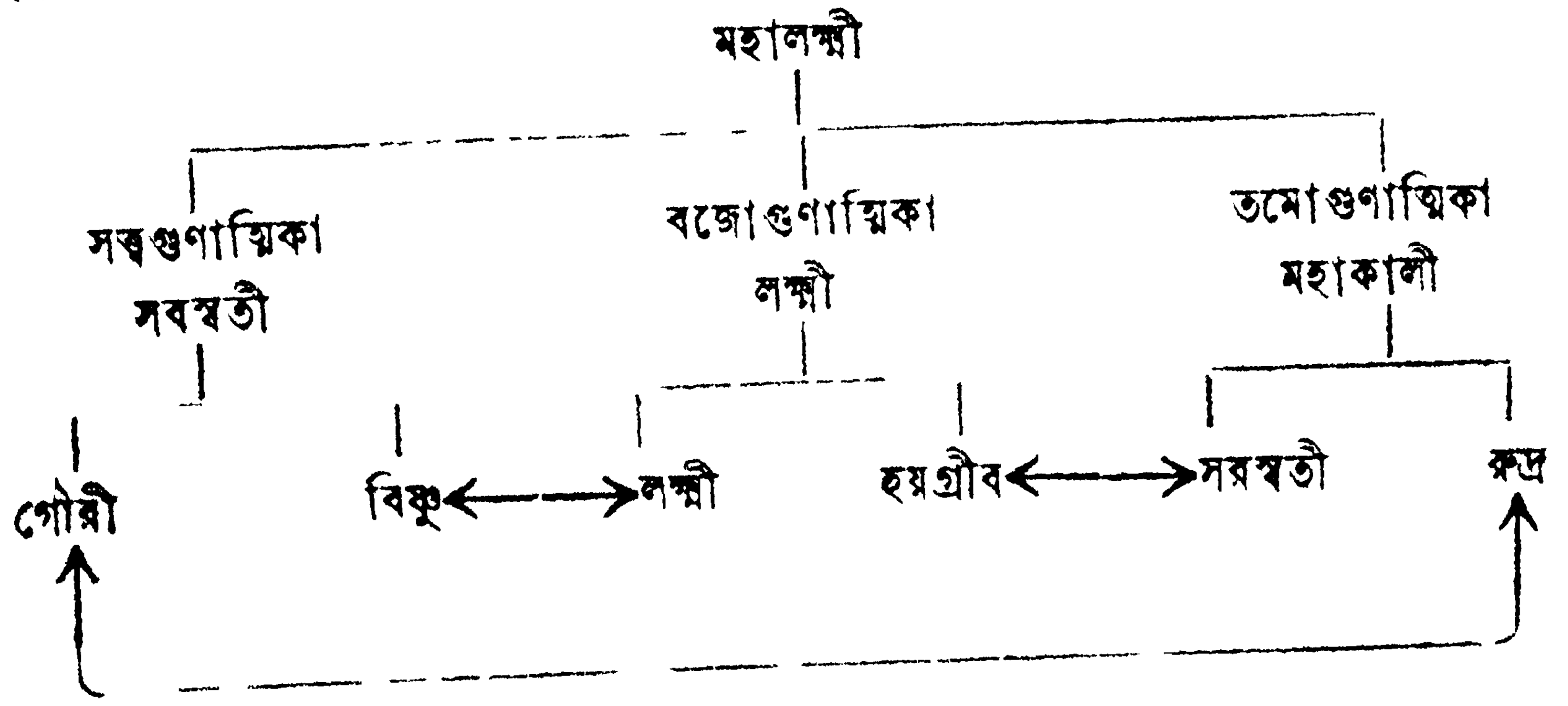

১০ পৃষ্ঠা

মল্লার—ছয় রাগের এক রাগ। বর্ষাকালে গেয়।

অজিত-বল্লভা—অজিত (বিষ্ণু) বল্লভ (স্বামী) যাঁর।

ব্রহ্মার জননী—প্রলয়-পয়োধি-জলে শয়ান নারায়ণ যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন; তখন একমাত্র জাগ্রত ছিলেন বিষ্ণুশক্তি, যিনি পরে লক্ষ্মী নাম লাভ করেন; বিষ্ণুর নাভি হইতে এক পদ্ম উদ্গত হয়, তার মধ্যে ব্রহ্মার উদ্ভব হয়। এই কারণে লক্ষ্মীকে ব্রহ্মার জননী বলা হইয়াছে।

বন্দো—আমি বন্দনা করি। সং বন্দামি > বন্দম্, বন্দোম্ > বন্দোঁ, বন্দো।

জুড়ি—সং√যুজ (= যোজনা করা) > বাং জুড়্ ধাতু।

পাণী—পাণি, হাত।

গ—সংস্কৃত অঙ্গ—সম্বোধন-বাচক, অব্যয় শব্দ; যে সম্বোধিত ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গ স্বরূপ আত্মীয়। অঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ—গ, গো। প্রয়োগ—

ভাল কথা রাউলের ঝি গ কহিছ বচন।—গোরক্ষবিজয়।

এহা দুখ বড়ায়ি গ সহিতে না পাবী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

থাক—স° স্থা ধাতু হইতে। প্রঃ—

নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকউ।—বৌদ্ধ গান ও দোহা।

ঘর—স° গৃহ >প্রা° ঘর। প্রঃ—

আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী।—বৌদ্ধ গান ও দোহা।

হতে—সংস্কৃত শব্দের পঞ্চমী (অপাদান) বিভক্তির চিহ্ন আৎ > প্রা° হন্তে—হঁতে—হতে। 'হইতে' লেখা অশুদ্ধ।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বলে—স° বদ >প্রা° বোল্ল >স° বল্‌হ >বা° বল ধাতু কথা কহা অর্থে। প্রঃ—

হরিণী বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ তো।—বৌদ্ধ গান ও দোহা।

ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জায়।—বৌদ্ধ গান ও দোহা।

ছাড়হ......তার দোষ দেখি—কোন্ কোন্ দোষ দেখিলে লক্ষ্মী বিরূপ হইয়া দোষীকে ত্যাগ করেন তার দীর্ঘ তালিকা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত স্কন্দ ও গরুড় পুরাণে আছে। মোটের উপর সামাজিক শৃঙ্খলা ও পারিবারিক ব্যবস্থা ভঙ্গ করিলে, ব্যক্তিগত ও সমাজগত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, ভব্যতা ও শিষ্টতা পালন না করিলে লক্ষ্মী কুপিতা হন বলা যাইতে পারে।

ছাড়হ—স° √সৃ+ণিচ্=√সারি >ছাড়ি >বা° √ছাড়। সংস্কৃত অনুজ্ঞার হি>হ। প্রাকৃতে √ত্যজ স্থানে ছড্ড আদেশ হয় (শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ)।

কাব্যকোস—কাব্য ও কোষ অর্থাৎ অভিধান।

দইয়া—দয়া। ওড়িষায় এখনও দইযা মাইয়া উচ্চারণ শুনা যায়।

১১ পৃষ্ঠা

আছুক—থাকুক। স° অস >প্রা° অচ্ছ>বা° আছ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন আছুক শব্দের প্রয়োগ এখন অপ্রচলিত হইয়াছে, তার স্থান অধিকার করিয়াছে থাকুক। প্রাচীনকালে আছুক ব্যবহার সুপ্রয়োগ বলিয়া গণ্য হইত।—তুলনীয়—

আছুক রাজার দায়, দেবতা আইলে।—সরল কবির মহাভারত।

আছু যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ইন্দ্রের আছুক কাজ যম যদি আইসে।
যম হয়ে তাহারে গিলিব এক গ্রাসে॥

—কৃত্তিবাসের রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

এক দিন দ্বিজ কড়ি গণিয়া দেখিল।
আছুক লাভের কাজ মূলে হারাইল॥
—জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল।

দারা নিন্দে তারে—তুলনীয়—

মাতা নিন্দতি, নাভিনন্দতি পিতা, ভ্রাতা ন সম্ভাষতে,
ভৃত্যঃ কুপ্যতি, নানুগচ্ছতি সুতঃ, কান্তা চ নালিঙ্গতি।
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ,
তস্মাদ্ অর্থম্ উপার্জ্জয়স্ব চ সখে, স্বার্থস্য সর্ব্বে বশাঃ॥
—উদ্ভটশ্লোক।

দুর্ব্বাশার শাপেতে রাখিলা পুরন্দরে—শক্রপুর বিদারণ করেন যিনি তিনি পুরন্দর—ইন্দ্র। ইন্দ্র ঐরাবতে চড়িয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় দুর্ব্বাসা ঋষি সন্তানক পুষ্পের মালা পরিয়া সেইখানে উপস্থিত হন; দুর্ব্বাসা সেই মালা প্রসাদ স্বরূপ ইন্দ্রকে দান করেন, ইন্দ্র সেই মালা নিজের মস্তকে ধারণ না করিয়া হাতীর মাথায় রক্ষা করেন; হাতী গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া শুঁড়ে তুলিয়া মাথা হইতে মালা নামাইয়া মাটিতে ধূলায় নিক্ষেপ করে। ইহাতে দুর্ব্বাসা অপমানিত বোধ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে শাপ দেন—তোমার ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী নষ্ট হইবে। পরে দেবতারা সমুদ্র মন্থন করিয়া লক্ষ্মীকে পুনরুদ্ধার করেন।—বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, ৯ম অধ্যায়। [বিষ্ণুপুরাণের নবম অধ্যায়ে ইন্দ্রকৃত লক্ষ্মীস্তব অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ লক্ষ্মীবন্দনা লিখিয়াছেন।]

লক্ষ্মী গুণ কথা—লক্ষ্মী-গুণ-কথা—লক্ষ্মীর গুণের কথা।

সরস্বতী-বন্দনা (১১-১২ পৃষ্ঠা)

সরস্বতী বৈদিক দেবতা। সরস শব্দের আদিম অর্থ জ্যোতি, সরস্বতী মানে জ্যোতির্ম্ময়ী। সরস্বতীর অপর নাম ভারতী ধিষণা বাগ্‌দেবী বেদে আছে। বেদে সরস্বতী অরূপা, তিনি স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, তিনি এক অদ্ভুত জ্যোতি মাত্র। যেমন সূর্য্যের আলোকে বৃক্ষলতাদি প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি এই জ্যোতিতে জ্ঞান মানুষের গোচর হয়। বেদে সরস্বতীর তির নাম সরস্বৎ, সরস্বৎ মানে সূর্য্য; সরস্বতী বাগ্‌দেবী আবার সূর্য্যের কন্যা, এই সূর্য্য মানে অন্তর্য্যামী

পরমেশ্বর। (উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিরচিত "বেদপ্রবেশিকা" ও মৎপ্রণীত "বেদবাণী" দ্রষ্টব্য)।

এই বৈদিক সম্পর্ক-বিপর্য্যয়ের সূত্র ধরিয়া পুরাণে সরস্বতীকে ব্রহ্মার কন্যা ও ব্রহ্মাকে কন্যাগামী করা হইয়াছিল বোধ হয়। মৎস্যপুরাণ তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার দশজন মানস পুত্র ও নয়জন শরীরোৎপন্ন অথচ মাতৃহীন পুত্র ও একজন কন্যা জন্মলাভ করেন। সেই কন্যার নাম সরস্বতী গায়ত্রী সাবিত্রী ও শতরূপা, তিনিই আবার ব্রহ্মাণী। ব্রহ্মা সেই কন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া—অহো রূপম্ অহো রূপম্ ইতি প্রাহ পুনঃ পুনঃ। সরস্বতী জন্মলাভের পর যখন জনককে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন তখন কন্যারূপে মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মা সেই রূপ দেখিবার আগ্রহে চতুর্দ্দিকে ও ঊর্দ্ধে মাথা গজাইয়া পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। এই পুরাণে সরস্বতী অনিন্দিতা সুন্দরী এইমাত্র বলা হইয়াছে; তাঁর রূপ-বর্ণনা নাই।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে ব্রহ্মাণীর বাহন ও আভরণের উল্লেখ আছে—

হংসযুক্তাবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আদ্যাপ্রকৃতি পঞ্চধা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হন—

গণেশজননী-দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চমী স্মৃতা॥
রাগাধিষ্ঠাতৃদেবী যা শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদা সদা।
কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা যা চ সা চ দেবী সরস্বতী॥

এই সরস্বতী-প্রকৃতি—

বাগ্-বুদ্ধি-বিদ্যা-জ্ঞানাধিদেবতা পরমাত্মনঃ।
সর্ব্ববিদ্যা সর্ব্বরূপা সা চ দেবী সরস্বতী॥
সুবুদ্ধি-কবিতা-মেধা-প্রতিভা-স্মৃতিদা সতাম্।
নানাপ্রকার-সিদ্ধান্ত-ভেদার্থ-কল্পনা-প্রদা॥
ব্যাখ্যা-বোধ-স্বরূপা চ, সর্ব্বসন্দেহভঞ্জিনী।
বিচারকারিণী গ্রন্থকারিণী শক্তিরূপিণী॥
স্বরসঙ্গীতসন্ধান-তাল-কারণরূপিণী।
বিষয়জ্ঞান-বাগ্রূপা প্রতিবিশ্বেষু জীবিনাম্॥
ব্যাখ্যা-মুদ্রা-করা শান্তা বীণাপুস্তকধারিণী।
হিম-চন্দন-কুন্দেন্দু-কুমুদাম্ভোজ-সন্নিভা॥
জপন্তী পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং রত্নমালয়া।
যয়া বিনা চ বিশ্বৌঘো মূকো মৃতসমঃ সদা॥

এই দেবী সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য উৎসুক হইলে রাধাগত-চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁরই স্বরূপ বিষ্ণুকে বরণ করিতে উপদেশ দেন। এবং সরস্বতীর পূজা "মাঘস্য শুক্ল পঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভ-দিনেঽপি চ" স্থির করিয়া দেন।

নারদীয়, ধর্ম্ম ও কূর্ম্ম পুরাণে সরস্বতী ও লক্ষ্মী শিবের কন্যা হইয়াছেন। বৃহন্নীলতন্ত্র কুলার্ণবতন্ত্র ও সারদাতিলক-তন্ত্রে সরস্বতী ও লক্ষ্মীকে শিব-দুর্গার কন্যা বলা হইয়াছে।

সরস্বতী শিবপার্ব্বতীর কন্যা বলিয়া অন্যত্রও কীর্ত্তিত হইয়াছেন। দেবীপুরাণে আছে যে শিব স্বশক্তিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁর প্রতি শিবের স্নেহ সঞ্জাত হইয়াছিল—

কা পুনঃ স্রষ্টুঃ সুস্নেহা সদাতিপ্রতিপক্ষজিৎ।
তস্যাঃ শক্তিং দ্বিতীয়াঞ্চ সৃজামি অপরাজিতাম॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তির নারীভাগ বিভক্ত হইয়া লক্ষ্মী সরস্বতী উমা হৈমবতী ষষ্ঠী প্রভৃতি উৎপন্ন হন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পার্ব্বতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

তবাজ্ঞয়া মহালক্ষ্মীর অহং বৈকুণ্ঠবাসিনী।
সরস্বতী চ তত্রৈব বামপার্শ্বে হরের অপি।

বরাহপুরাণ বলেন যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সম্মিলিত দৃষ্টি হইতে উৎপন্ন ত্রিকলা দেবীর তিন কলা—ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী। ব্রাহ্মী কলার নাম সৃষ্টি। তিনিই সর্ব্বাক্ষরা বাগীশা বিশ্বেশ্বরী সরস্বতী, তিনি শ্বেতবর্ণা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।

বেদে মরুৎগণ সরস্বতীর সঙ্গী। মরুৎগণ রুদ্রীয়, রুদ্রসন্তান, সুতরাং সেই সূত্রে বোধহয় সরস্বতীও রুদ্ররূপী শিবের কন্যা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। উপনিষদের অম্বিকা ও উমা পরে সরস্বতী হইয়াছেন।

হরিবংশ বলেন, "সরস্বতী চ বাল্মীকে স্মৃতির্দ্বৈপায়নে তথা" স্বয়ং দুর্গাই। বামন-পুরাণের মতে (৩২ অধ্যায়) "বিষ্ণোর জিহ্বা সরস্বতী"।

শিবপুরাণে দক্ষযজ্ঞধ্বংসের ব্যাপারে বাগীশা দেবী দণ্ডিত হইয়াছিলেন, শিব পরে তাঁহাকে অঙ্গ দান করেন।

তন্ত্রোক্ত নীল সরস্বতী স্বর্গলোক হইতে মর্ত্তলোকের মধ্যে বিদ্যাকে পরিবেষণ করিয়া থাকেন।

সরস্বতীর কোনো বিশেষ পূজক-সম্প্রদায় নাই। ইনি বিষ্ণুশক্তি মাত্র। বৌদ্ধ তন্ত্রেও বাগীশ্বরী দেবী বুদ্ধের শক্তি। এই বাগীশ্বরী দেবীর মন্দির বুদ্ধগয়ায় ও নালন্দা-বিহারে ছিল।

দাক্ষিণাত্যে সরস্বতীর বাহন হংস নয়, ময়ূর। হংসবাহনের উল্লেখ দেবীপুরাণে আছে—

ততো দ্যোতিতবান্ শম্ভুঃ স্বশক্তিং কিরণোজ্জ্বলাম্।
হংসস্যন্দনম্ আরূঢা স্বকীয়ায়ুধধারিণী॥

সরস্বতী যে তিথিতে পূজিতা হন, তার নাম শ্রীপঞ্চমী। সেদিন লক্ষ্মীর সঙ্গে স্কন্দের পরিণয় হয় বলিয়া ঐ তিথির নাম হইয়াছিল শ্রীপঞ্চমী (মহাভারত, বনপর্ব্ব, স্কন্দ-উপাখ্যান)। এখন সেই তিথি অধিকার করিয়াছেন সরস্বতী।

সরস্বতী-পূজা

সরস্বতী-পূজা ঠিক কবে কোন্ সময় কাহার দ্বারা আরব্ধ হইল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে ইহা যে পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে সরস্বত্যুপাখ্যানের চতুর্থ অধ্যায়ে মহমুনি যাজ্ঞবল্ক্য কিরূপে গুরুশাপে নষ্টজ্ঞান হইয়া সূর্য্যের উপদেশে সরস্বতীর স্তবস্তুতির দ্বারা সেই নষ্টজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে। সরস্বতীর ইতিহাস অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে আমরা মূর্ত্তি-পূজার ক্রমাভিব্যক্তিও দেখিতে পাই।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুগণ দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি যে-সকল দেবীর পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র সরস্বতী দেবীর নামই বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে স্ত্রী-দেবতাদিগের স্থান নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু ঐ-সকল দেবতার মধ্যে যাঁহাদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব-প্রথম উষা এবং তৎপরেই সরস্বতী। ঋগ্বেদের তিনটি সম্পূর্ণ সূক্তে এবং অন্যান্য সূক্তের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে সরস্বতীর স্তব করা হইয়াছে। 'সরস্বৎ' শব্দের অর্থ 'প্রভূত-জলবিশিষ্ট'। ইহার স্ত্রীলিঙ্গে সরস্বতী হইয়াছে। ঋগ্বেদে সরস্বান্ ও সরস্বতী দুইজনের স্তব আছে। অধিকাংশ স্থানেই তাঁহাদিগকে প্রভূত-জলবিশিষ্ট (নদ বা নদী) রূপেই মনে করা যায়। ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে আছে—

বর্ধ শুভ্রে স্তুবতে রাসি বাজান্॥ ৬॥

অর্থাৎ "শুভ্রবর্ণে দেবী! বর্দ্ধিত হও, স্তবকারীকে অন্ন দান কর।"

উভে যত্তে মহিনা শুভ্রে অন্ধসী অধিক্ষিয়ংতি পূরবঃ। সা নো বোধ্যবিত্রী॥ ৭।৯৬।২।

অর্থাৎ হে শুভ্রবর্ণে (সরস্বতী), যে তোমার মহিমার দ্বারা মনুষ্যগণ উভয়বিধ (দিব্য ও পার্থিব অগ্নি অথবা গ্রাম্য ও আরণ্য) অন্ন প্রাপ্ত হয়, সেই তুমি আমাদিগের রক্ষা-কারিণী হইয়া আমাদিগকে অবগত হও (বা জ্ঞান দান কর)।

ঋষিদিগের স্তবস্তুতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সরস্বতী একটি অজেয় জলপ্রবাহ। কিন্তু তাঁহারা ইহাকে চেতনাবিহীন জলপ্রবাহ বলিয়া মনে করিতেন না। ইহার মধ্যে

এক অতীন্দ্রিয়, অদৃশ্য দেবতার সাক্ষাৎকার যেন তাঁহারা পাইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল অন্নদাত্রী ও জলবাহিকা তাহা নহেন, তিনি অন্নযুক্ত-যজ্ঞবিশিষ্টা, যজ্ঞফলরূপ ধনদাত্রী (সরস্বতী বাজেভিঃ বাজিনীবতী ধিয়াবসুঃ—১।৩।১০), সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী (চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতংতী সুমতীনাং—১।৩।১১), এবং সকল জ্ঞানের উদ্দীপয়িত্রী (ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি—১।৩।১২)। সরস্বতীর এই যে-সকল গুণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার বাগদেবীত্বও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

বেদের মন্ত্রের দ্বারা যাহার বিষয় বলা হয়, তিনিই দেবতা (যা তেন উচ্যতে সা দেবতা) ; সুতরাং নদীপ্রবাহ 'দেবতা'। এই সরস্বতীকে আমরা কখন কখন ইলা ও ভারতী নাম্নী দুইটি স্ত্রীদেবতার সহিতও যুক্ত দেখিয়া থাকি। ইলা পৃথিবী বাক্, অন্ন ও গো-পর্য্যায়ের অন্তর্গত। ভারতীও বাক্-পর্য্যায়ান্তর্গত। কিন্তু ১০ম মণ্ডলে ১১০ সূক্তের ৮ম মন্ত্রে এই তিনজনকেই আহ্বান করা হইয়াছে। সেস্থানে ভারতীর ব্যাখ্যা হইয়াছে—সর্ব্বভূত জল দ্বারা পূর্ণ করেন বলিয়া ভরত অর্থে আদিত্য, ভারতী তাঁহার স্বভূতা ভা অর্থাৎ দীপ্তি।

ঋগ্বেদে সরস্বতীর এই বিবিধ প্রকৃতি দেখিতে পাইলেও ব্রাহ্মণের যুগে ইনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবীতে পরিণত হইয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী পুরাণের যুগে ইনি সর্ব্ববিদ্যা-ধিষ্ঠাত্রী বেদশাস্ত্র-যোগমাতা বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা শাস্ত্রজ্ঞান-বাগ্‌বিভবপ্রদা ব্রহ্মপত্নী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হইয়াছেন।

সরস্বতী নদী আর্য্য ঋষিগণের জীবন চিন্তা যাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। সিন্ধু-সরস্বতীর তীরে বৈদিক আর্য্যগণের জ্ঞান ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। এই সরস্বতীর সাহায্যে আর্য্য অধিবাসীগণ পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার আদান-প্রদান করিতেন। কি ধর্ম্ম, কি সামাজিক জীবন, কি বাণিজ্য, কি জ্ঞানানুশীলন, সমস্ত ব্যাপারই নদীর কৃপায় সুসম্পন্ন হইতে থাকায়, নদী তাঁহাদের জীবনে অতি প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এবং ইহা তাঁহাদের জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যানুভূতির সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। এইসকল বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে সরস্বতী নদী হইলেও কিরূপে বিদ্যা জ্ঞান ও কলাশিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াছিলেন। জ্ঞানের সহিত সরস্বতীর এই অভেদ-কল্পনা তাঁহাকে বাগ্দেবী করিয়া তুলিল।

জ্ঞান উপলব্ধি করিবার বিষয়, প্রকাশ করিবার নহে। ইহা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় ও সৌন্দর্য্যময়। সাধারণ মানব যাহাতে ক্রমে ইহার নিকট উপনীত হইতে পারে তাহার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে আধুনিক সরস্বতী-দেবীর মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির শুভ্র-বর্ণ জ্ঞানের বিশুদ্ধত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। ললাটের অর্দ্ধচন্দ্র সৌন্দর্য্য ও জ্যোতিঃস্বরূপত্ব প্রকাশ করিতেছে। হস্ত-বিধৃত বীণা পুস্তক লেখনী ও পদ্মযুগল এবং আসনস্বরূপ শ্বেতাম্ভোজ সাহিত্য ও শিল্পবিজ্ঞানকে ব্যক্ত করিতেছে। শব্দ দুই প্রকার—ধ্বন্যাত্মক ও

বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক শব্দ বীণার দ্বারা ও বর্ণাত্মক শব্দ পুস্তকের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে। হস্তস্থিত বীণার দ্বারা ইহাও বুঝান হইয়াছে যে, জ্ঞান চিত্ত-তন্ত্রীতে অহর্নিশি স্পন্দন উৎপন্ন করিতেছে। এইরূপ অন্যান্য বস্তুও তাঁহার এক-একটি গুণের প্রকাশক।

সরস্বতীর স্তোত্রে আছে—

> শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
> শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥
> শ্বেতাক্ষী শুভ্রহস্তা চ শ্বেত-চন্দনচর্চ্চিতা।
> শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কার-ভূষিতা॥

—দেবীর আসন শ্বেতপদ্ম, তিনি শ্বেতপুষ্প শোভিতা, তাঁহার বস্ত্র শুভ্র, তাঁহার অঙ্গে শ্বেত গন্ধদ্রব্য অনুলিপ্ত, তাঁহার বীণা শুভ্র, হস্ত শুভ্র, নেত্র শুভ্র, তিনি শ্বেত-চন্দনে চর্চ্চিতা এবং শ্বেতালঙ্কার-ভূষিতা। তাঁহার পূজোপচার দ্রব্য নবনীত, দধি, ক্ষীর, খৈ (লাজ), শুক্ল ধান্য, শুক্লবর্ণ-পক্ক-গুড়, ঘৃতসৈন্ধবযুক্ত শুভ্র হবিষ্যান্ন, যবগোধূম চূর্ণ-নির্ম্মিত ঘৃতসংস্কৃত শুভ্র পিষ্টক, শুভ্র পুষ্প—সমস্তই শুভ্র। তিনি স্বয়ং কুন্দেন্দুতুষার-হার-ধবলা সর্ব্বা-শুক্লা সরস্বতী। নদীতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা সমস্তই ইঁহার রহিয়াছে। পদ্ম, হংস, কচ্ছপী (বীণা)—এ সমস্তেরই জলের সহিত সম্বন্ধ। এই তথ্য আমরা গ্রীক পুরাণের মধ্যে দেখিতে পাই। তথায় বলা হইয়াছে, দেবদূত হার্‌মিস্ কচ্ছপের নাতিগভীর দৃঢ় দেহবর্ম্মের উপরে তন্ত্রী সংযোগ করিয়া বীণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পদ্ম শিল্পের পরিচায়ক; আবার তাহা হৃৎপদ্মেরই প্রতিরূপক শ্বেতাব্জ। *

* ভারহুৎস্তূপ হইতে আনীত প্রস্তর-প্রাচীরের গাত্রে অঙ্কিত বৃত্তাকার কারুকার্য্যময় চিত্রগুলি পদ্ম-ফুলের প্রতিচ্ছবি। সাঁচিস্তূপের পূর্ব্বতোরণের স্তম্ভগুলির উপরও পদ্মের সুন্দর প্রতিকৃতি আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই পদ্ম শিল্পীগণের একটি প্রিয় বস্তু এবং সৌন্দর্য্যবোধের উদ্দীপয়িত্রী। কবিগণ পদ্মের সৌন্দর্য্যে এরূপ মুগ্ধ যে, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়াই তাঁহারা কাব্যে বর্ণনীয় নদীতড়াগাদির সলিলমাত্রেই পদ্মাদি বর্ণনের নিয়ম করিয়াছেন।

হার্‌মিস্ দেবদূত বলিয়া বাগ্মিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি বুদ্ধির দেবতা, বীণা বংশী সঙ্গীত কবিতা জ্যোতিষ ও অঙ্কের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার প্রিয় জীবগণের মধ্যে কচ্ছপ একটি। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে খাদ্যোপহার দেওয়া হইত তাহার মধ্যে ধূপ ধুনা মধু ও পিষ্টক থাকিত। সরস্বতীর সহিত গ্রীক দেবতা হার্‌মিসের গুণের কতকগুলি সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইনি পুরুষ, উনি স্ত্রী। গ্রীকদিগের জ্ঞান ও শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনা (বা মিনার্ভা), দেবরাজ জিউসের কন্যা—তাঁহার মস্তক হইতে উদ্ভূতা। সরস্বতীও এইরূপ পরমাত্মার মুখোদ্ভূতা। মিনার্ভাকে কেহ কেহ বংশীর আবিষ্কর্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গ্রীকদিগের দেবী আর্টিমিসের সহিত সরস্বতীর একটি সাদৃশ্য আছে। দুইজনেই ললাটে নবচন্দ্রকলাধারিণী। আর্টিমিস্ সঙ্গীত-দেবতা অ্যাপোলোর যমজ-ভগিনী।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সরস্বতীর উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বীণাপুস্তক-হস্তা শুক্লবর্ণা এক দেবী আবির্ভূতা হন। সৃষ্টিকার্য্যে যিনি প্রকৃষ্টা তিনিই ত্রিগুণসম্পন্না প্রকৃতি। রাধা, লক্ষ্মী, দুর্গা, সাবিত্রী ও সরস্বতী,—সৃষ্টি-কার্য্যে এই পাঁচটি প্রকৃতি। যিনি পরমাত্মার বাক্য বুদ্ধি বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনিই প্রকৃতি সরস্বতী। তিনি পুস্তক-রচয়িত্রী ও সঙ্গীত তানমান প্রভৃতির কারণ-স্বরূপা দেবী। তাঁহার করে ব্যাখ্যা-মুদ্রা ও তিনি বীণা-পুস্তক-ধারিণী; তাঁহার বর্ণ শ্বেতপদ্ম-সন্নিভ।

ঐ পুরাণেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই প্রথমে সরস্বতীর পূজা প্রবর্ত্তিত করেন। মাঘের শুক্লা পঞ্চমীতে এবং বিদ্যারম্ভে মানবগণ ষোড়শ উপচারে তাঁহাকে পূজা করিবে, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবীকে পূজা করিলেন। তাহার পর অন্যান্য দেবগণ এবং মানবগণ সরস্বতীর পূজা করিলেন। গুরুশাপে ভ্রষ্টজ্ঞান যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যোপদেশে সরস্বতীর উপাসনা করিয়া নষ্টজ্ঞান পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। বিষ্ণুপুরাণে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার গুরুর কলহের কথার উল্লেখ করিয়া কেবল মাত্র সূর্য্যের স্তব দ্বারা শুক্লযজুর্বেদ-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সূর্য্যের সহিত সরস্বতীর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সরস্বতীর মাহাত্ম্য বাড়িল।

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সরস্বতী বিষ্ণুর ভার্য্যা হন। বিষ্ণুর অন্য দুই পত্নীর নাম লক্ষ্মী ও গঙ্গা। একদিন কলহ করার ফলে গঙ্গা সরস্বতীকে শাপ দিলেন, তিনি নদী হইবেন। স্বামী নারায়ণের আদেশে সরস্বতীর এক অংশ ব্রহ্মার স্ত্রী হইলেন। বাকী অংশ লইয়া তিনি নারায়ণের নিকট অবস্থান করিলেন। সরস্বান্ শব্দের অর্থ প্রভূত-জলবিশিষ্ট। সর্ব্বব্যাপী হরি দীর্ঘকাল সমুদ্রে শয়ান ছিলেন, এজন্য তাঁহাকে জলশায়ী বলা হয় এবং তাঁহার পত্নী বাণীকে সরস্বতী বলা হইয়াছে। বেদে সরস্বতীর যে দ্বিভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, পুরাণে এইভাবে তাহাদিগের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইল।

বৈদিক যুগে প্রতিমার সৃষ্টি হয় নাই। পাণিনির আবির্ভাবের কাল খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী (কাহারও কাহারও মতে পাণিনির আবির্ভাব-কাল আরও পূর্ব্বে) ধরিলে পাণিনির আবির্ভাবকাল বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে হয়। পাণিনিতে প্রতিকৃতি-সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। পাতঞ্জলে কোনো কোনো দেবতার মূর্ত্তি-সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়, হিন্দুগণও প্রতিমা গড়িত; কিন্তু ভাস্কর-শিল্প বৌদ্ধগণের হস্তেই চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। স্তূপ, চৈত্য, বুদ্ধের নানারূপ মূর্ত্তি প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত ছাইয়া ফেলিল। যখন খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুপ্তরাজগণের অভ্যুদয় হয়, তৎকালীন খোদিত হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি এখন পাওয়া যায়। তাহার পূর্ব্বের প্রায় ৪ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তির নিদর্শন এখনও কিছু পাওয়া যায় নাই।

সুতরাং যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় বৌদ্ধ যুগেই সুকল্পিত মূর্তির প্রথম সৃষ্টি। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর শেষ হইতে বৌদ্ধ যুগের আরম্ভ। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-ধর্ম্মের বিরোধী ছিল না। অবশ্য বুদ্ধের জীবনী-সম্বন্ধে যে-সকল প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে তাহাতে দেখা যায় ব্রহ্মাদি প্রধান হিন্দু দেবগণ বুদ্ধের স্তব করিতেছেন; ইহা দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হইতেছে। ইহা হইতে আরও বুঝা যাইতেছে যে, তখন ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি হিন্দুগণ পূজা করিতেন ও সেইগুলি কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের বেশ ধারণা ছিল। ক্রমে অনেক হিন্দু বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের দেবতাগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। বৌদ্ধগণের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক হিন্দু দেবতা আপন আপন নামে আশ্রয় পাইলেন। আর-এক সম্প্রদায়ে তাঁহাদের নাম পরিবর্ত্তিত হইল। ইন্দ্র বজ্রপাণি-রূপে, বিষ্ণু অবলোকিতেশ্বর-রূপে এবং ব্রহ্মা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুঘোষ-রূপে বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ করিলেন। মঞ্জুশ্রীর পত্নী রহিলেন সরস্বতী বা বাগীশ্বরী। মঞ্জুশ্রীর অনেক প্রতিমূর্ত্তিতে বীণাবাদিনী একটি দেবী লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ ইনিই মঞ্জুশ্রীর শক্তি-স্বরূপা সরস্বতী। একটি তিব্বতীয় প্রস্তরমূর্ত্তিতে দেখা যায়, সরস্বতী সুন্দর ভঙ্গীতে উপবিষ্টা রহিয়াছেন ও বীণাবাদন করিতেছেন। যবদ্বীপস্থ যোগীয়োকোটায় সিংহাসনাসীনা এক সরস্বতীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, নকুল ইঁহার বিশিষ্ট পরিচায়ক।

গান্ধার হইতে প্রাপ্ত একটি ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় তাহা বাগীশ্বরী দেবীর প্রতিমা। ইনি সিংহবাহিনী ও বীণাবাদনরত'। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত একটি বাগীশ্বরী-মূর্ত্তি আছে। দেবী উপবিষ্ট অবস্থায় আছেন, দক্ষিণ চরণ একটি কমলের উপর ন্যস্ত। ইনি চতুর্ভুজা-মূর্ত্তি, নিম্নে একটি সিংহ।

মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তিতলে দুইটি সিংহমূর্ত্তি দেখা যায়। জাপানে অঙ্কিত মঞ্জুদেবতার কোনো কোনো মূর্ত্তিতে সিংহবাহন আছে। এইজন্য সম্ভবতঃ বাগীশ্বরীরও বাহন সিংহ। বৈদিক যুগে ঋত্বিগ্ ব্রহ্মা বেদবিদ্যা-পারদর্শী। পুরাণে আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদাদিশাস্ত্র নিঃসৃত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সহিত বিদ্যাদেবী সরস্বতীর সম্বন্ধ স্থাপন করা কঠিন হয় নাই। ব্রহ্মার বাহন হংস, সেইজন্য সরস্বতীর বাহনও হংস।

মৎস্যপুরাণ-মতে সাবিত্রী ও সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-অনুসারে সরস্বতী প্রথমে বিষ্ণুপত্নী, পরে তাঁহার এক অংশ ব্রহ্মাপত্নী হন। কিন্তু গরুড়- ও মৎস্যপুরাণ-মতে পুষ্টি ও লক্ষ্মী বিষ্ণুর যুগল পত্নী। তন্ত্রে বলা হইয়াছে, বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে ইন্দিরা (লক্ষ্মী) ও বসুমতী। বরাহ-অবতারে বিষ্ণু বসুমতীকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বসুমতীর পতি। সুতরাং মনে হয়, অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীযুগে বাণী বিষ্ণু-পত্নীরূপে কল্পিত হন। ব্রহ্মার অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি পৌরাণিকযুগে বিষ্ণুর প্রতি

আরোপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, মহাভারত ও রামায়ণে ব্রহ্মার মৎস্য কূর্ম্ম ও বরাহরূপ ধারণের কথা আছে। পুরাণে দেখা যায়, বিষ্ণু বিভিন্ন যুগে ঐ-সকল মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার হিন্দুগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের পৃথক্ উপাসনা করিতেন ও সেই সঙ্গে তাঁহাদের অভেদরূপও কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার পরে ব্রহ্মাপত্নী সরস্বতীর পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়া হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সরস্বতী-মূর্ত্তিযুক্ত বিষ্ণুর প্রস্তরমূর্ত্তিও অনেকটা আধুনিক।

তন্ত্রে বৌদ্ধ মঞ্জুঘোষকে বিকৃত করিয়া দেখা হইয়াছে। তাঁহার আকার-কল্পনায় বৈভিন্ন্য হয় নাই, তবে পূজার প্রণালী বীভৎস বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাগীশ্বরী দেবীকে তন্ত্রে উচ্চস্থান প্রদান করা হইয়াছে। দেবীর ললাটে তরুণ শশিকলা, তিনি শ্বেতবর্ণা ও শ্বেত-পদ্মোপরি উপবিষ্টা, তাঁহার হস্তদ্বয়ে লেখনী ও পুস্তক। কোথাও বা তিনি মাল্য- ও শুভ্রবস্ত্র-বিভূষিতা, চন্দনানুলিপ্তদেহা, ললাটে চন্দ্রকলাধারিণী, হাস্যবদনা ও ত্রিনয়না, তাঁহার চারি হস্তে ব্যাখ্যামুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও পুস্তক। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় প্রতিমা-লক্ষণে চতুর্হস্তা দেবী-মূর্ত্তির বিষয় বলা আছে,—বামহস্তদ্বয়ে পুস্তক ও পদ্ম, এবং দক্ষিণ হস্ত-দুইটিতে অক্ষসূত্র ও বরাভয়। কোথাও বা তিনি হংসোপরি উপবিষ্টা, হস্তে বীণা, অক্ষসূত্র, সুধাপূর্ণ কলস ও পুস্তক। কোথাও বা তিনি ভালোন্মীলিত-লোচনা, পদ্মোপরি উপবিষ্টা, তাঁহার হস্তে জপমালা, দুইটি পদ্ম ও পুস্তক। সর্ব্বস্থানেই তিনি মুক্তেন্দু-কুন্দপ্রভা ও তরুণেন্দুবদ্ধমুকুটা। তিনি প্রবোধপ্রদায়িনী এবং বাগ্বিভব-বৃদ্ধি-কারিণী। ধ্যানভেদে তাঁহার হোমে দুগ্ধ, তিল, মধুমিশ্রিত শ্বেত-পদ্ম, নাগকেশর, চম্পক ও আকন্দ-পুষ্পের প্রয়োজন হয়। এই মূর্ত্তি কল্পনায় আনিলে আধুনিক সরস্বতীর মূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

তন্ত্রে পারিজাত-সরস্বতীর উল্লেখ আছে। ইনি হংসারূঢ়া, শুভ্রবর্ণ, স্মিততরমুখী এবং মৌলিবদ্ধেন্দুলেখা। ইঁহার হস্তে পুস্তক, বীণা, অমৃতময় ঘট এবং অক্ষমালা। ইঁহার হোমে আকন্দ, নাগকেশর বা চম্পক পুষ্প ব্যবহৃত হয়।

তন্ত্রে মাতৃকা-দেবীকেও বাগ্দেবতা বলা হইয়াছে। মাতৃকাদেবীর শরীর অকারাদি-পঞ্চাশদ্বর্ণময়। ইঁহার ললাটে ভাস্বর চন্দ্র বিরাজিত, চারি হস্তে মুদ্রা অক্ষমালা সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা (পুস্তক)। ইনি বিশদ-প্রভা যুক্তা ও ত্রিনয়না।

দেবীগণের আকার তুলনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে বাগীশ্বরী, পারিজাত-সরস্বতী ও মাতৃকাদেবী, সরস্বতীরই বিভিন্ন মূর্ত্তি। ইঁহারা বর্ণময়কায়া রূপে কল্পিত হইয়াছেন। ললাটের চন্দ্রকলা বর্ণমালার চন্দ্রবিন্দু ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কাত্যায়নীতন্ত্রানুসারে চণ্ডীপূজার সময় চণ্ডিকাদেবীর ত্রিভাবে ধ্যান করিতে হয়। এই ত্রিভাব তাঁহার তামসী, রাজসী ও সত্ত্বগুণাশ্রয়া মূর্ত্তি। প্রথম চরিতে তিনি মহাকালী, তাহার পরে মহালক্ষ্মী ও সর্ব্বশেষে সরস্বতী।

এই মহা-সরস্বতী গৌরীদেহ-সমুৎপন্না, সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া, শুম্ভাসুর-নিসূদনী। তাঁহার অষ্টহস্তে বাণ, মুষল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, হল, ধনু। যেন দেবী এই-সকল অস্ত্র দ্বারা মোহরূপ শুম্ভাসুরকে বিনাশ করিতেছেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২৯, হইতে সঙ্কলিত।)

১১ পৃষ্ঠা

সুহইবসন্ত—সুহই বা শুভগা রাগিণী ও বসন্ত রাগের মিশ্র সুর। শুভগা শ্রী-রাগের রাগিণী, পূর্ব্বাহ্ণে গেয়। বসন্ত রাগ গাহিবার সময় শ্রীপঞ্চমী হইতে জন্মাষ্টমী পর্য্যন্ত। সরস্বতী-পূজার দিনকে শ্রীপঞ্চমী ও বসন্তপঞ্চমী বলে; এজন্য সরস্বতী-বন্দনা গাহিতে শ্রী-রাগ ও বসন্ত-রাগ একত্র সংযুক্ত করা হইয়াছে।

বিধিমুখে বেদবাণী—ব্রহ্মার মুখে যে বেদধ্বনি নির্গত হয় তাহাই দেবী সরস্বতী। কিন্তু বৈষ্ণব বামন-পুরাণের মতে (৩২ অধ্যায়) "বিষ্ণোর্ জিহ্বা সরস্বতী"।

ইন্দুকুন্দ তুশার শংকাশা—ইন্দু-কুন্দ-তুষার-সঙ্কাশা—ইন্দু কুন্দ ও তুষার সদৃশ শুভ্র। [সং + কাশ (দীপ্তি পাওয়া) + অ]

এেই—এই, অয়ি। পাঠান্তর—ত্রয়ী = ঋক্ সাম যজু।

বিষ্ণু-মাইয়া—বিষ্ণুমায়া, বিষ্ণুর মায়ারূপিণী। যাহাকে দিয়া বিষ্ণু বিশ্বকে পরিমাণ করেন [মা (পরিমাণে) + য (করণে) + আপ্ = মায়া]

বর্ণময়ী—দেবী সরস্বতী লেখাপড়ার দেবতা, এজন্য তিনি বর্ণময়ী বা অক্ষরময়ী।

পঞ্চাশল্ লিপিভির্‌-বিভক্ত-মুখ-দোঃ মাতৃকা সরস্বতী।—তন্ত্র।

অষ্টাদশ ভাষা—অষ্টাদশ বিদ্যা—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥

—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্।

৪ বেদ + ৬ বেদাঙ্গ + পুরাণ + মীমাংসা + ন্যায় + ধর্ম্মশাস্ত্র + আয়ুর্ব্বেদ + ধনুর্ব্বেদ + গান্ধর্ব্ব সাধনা + অর্থসাধনা = ১৮ বিদ্যা।

অথবা—

শিক্ষা + কল্প + ব্যাকরণ + নিরুক্ত + জ্যোতিষ + ছন্দ + ৪ বেদ + মীমাংসা + ন্যায় + ধর্ম্মশাস্ত্র + পুরাণ + আয়ুর্ব্বেদ + ধনুর্ব্বেদ + গন্ধর্ব্ববেদ + অর্থশাস্ত্র = ১৮ বিদ্যা।

অথবা—

১৮ প্রকার প্রাকৃত ভাষা। তুঃ—

ক খ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি।

অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

অষ্টাদশ-ভাষা-বারবিলাসিনী-ভুজঙ্গঃ।—বিশ্বনাথ কবিরাজ (১৫ শতাব্দী) সাহিত্যদর্পণে আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

১২ পৃষ্ঠা

ধুতি—যাহা ধৌত করা যায়; বস্ত্র। প্রাচীন বাংলায় ধুতি ও শাড়ী সাধারণ বস্ত্র অর্থেই পুরুষ ও নারী উভয়ের পরিধেয় রূপেই ব্যবহৃত হইত।—স° ধৌতি; তে° ও° ধোতি, হি° ধোতী; ম° ধোতর, ধোত্র। প্রঃ—

পরিয়ে লোহিত শাড়ী বুকে আচ্ছাদিত দাড়ি।—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

পরিয়া লোহিত ধুতি বামদিকে শিবদূতী।—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

কেমন বরন আপুনি কেমন পরিছ ধৌতি।—শূন্যপুরাণ।

তনুরুচি—তনু-রুচি, দেহের জ্যোতি (অজ্ঞান) অন্ধকার খণ্ডন করে।

শিরে শোভে ইন্দুকলা—চন্দ্রকলা বহু দেবদেবীর ললাটভূষণ, সরস্বতীরও। প্রমাণ,—

জটাজূটধরা শুক্লা চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরা।

স্কন্দপুরাণ, সূতসংহিতা সরস্বতীর ধ্যান।

সুপ শিশু—শুকশিশু। শুক পাখী বাকপটু, শুকদেব নানা শাস্ত্রের বক্তা; সেইজন্য বাক্‌শক্তির চিহ্নরূপে বাক্‌দেবতার হাতে শুকশিশু আরোপিত হইয়াছে। দেবী-ভাগবতে সরস্বতীর ধ্যানের মধ্যে তাঁর বর্ণনায় আছে—

বহ্নিশুদ্ধা শুকাধানাং বীণাপুস্তকধারিণীম্।

(দেবীভাগবত ৯ স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ৪৬ শ্লোক)।

এই পদের দুরকম অন্বয় ও অর্থ হইতে পারে—(১) বহ্নিশুদ্ধ-অংশুক-আধানাং অর্থাৎ বহ্নিবৎ বিশুদ্ধ উজ্জ্বলবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন যিনি, আর (২) বহ্নিশুদ্ধাং শুক-আধানাং অর্থাৎ যিনি বহ্নিতুল্য শুদ্ধ শুচি এবং যিনি শুকধারিণী। এই দ্বিতীয় অন্বয় ও অর্থ হইতে সরস্বতীর হাতে শুক আছে বলা হইয়াছে বোধ হয়।

সরস্বতী ভিন্ন অন্য দেবতার হাতে শুক স্থাপনের উল্লেখ শাস্ত্রে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।—ক্রিয়াক্রমদ্যোতিত লক্ষ্মীগণেশের ধ্যান নির্দেশ করিয়াছেন এইরূপ—

বিভ্রাণশ্ শুক-বীজপূর-কমলং মাণিক্য-কুম্ভাঙ্কুশম্।

রাজমাতঙ্গীকর রাজমাতঙ্গীর ধ্যানে বলিয়াছেন—

রত্নাসনাং শ্যামগাত্রীং শৃণ্বতীং শুকভাষিতম্।

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরে সুন্দরের বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

শুক-সঙ্গে শাস্ত্র-কথা কহে কুতূহলে।

শুক শুভলক্ষণযুক্ত পাখী—

বামঃ পঠন্ রাজশুকঃ প্রয়াণে শুভং ভবেদ দক্ষিণতঃ প্রবেশে।
বনেচরাঃ কাষ্ঠশুকাঃ প্রয়াতুঃ স্যুঃ সিদ্ধিদা সংমুখম্ আপতন্তঃ॥
—বসন্তরাজশকুন, ৮ বর্গ।

সরস্বতীর হাতের শুক খেচরী-মুদ্রা হইতেও পারে। তুঃ—মাণিক-গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেন দুর্গার স্তব করিতে করিতে বলিতেছে—

সকল আঙ্গুলিময় শুকশিশু সাজে।

পুথি—পুস্তক। সংস্কৃত—পোস্তী, সংস্কৃতপ্রাকৃত—পোংথী, হিন্দী ওড়িয়া মরাঠী—পোথী।

প্রঃ—আগম পোথী ইষ্টমালা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

খুঙ্গি—বই রাখিবার পেটিকা। সং—কবন্ধ। প্রঃ—

মাথায়ধবল ছাতি খুঙ্গি পুথি কাঁখে।—ঘনরাম।

খুঙ্গি পুঁথি মস্যাধার নিরবধি সঙ্গে যাব
নিজ করে লেখনী রঞ্জিত। —মাণিক গাঙ্গুলি।

খুঙ্গী পুথি ধুতি ধরে তারা।—ভারতচন্দ্র।

জড়িমা—জড়তা। [জড় + ইমন্ (ভাবে) = জড়িমন্; প্রথমার একবচনে জড়িমা।]

সমাঝ—সং সমাজ।

তুয়া—সং তব > তুয়া; সং ত্বয়া > তুয়া। তোমাকে। তোমার অর্থও হয়। প্রঃ—

জীবনে মরণে তুয়া পাব।—চণ্ডীদাস।
নাহি তুয়া আদি অবসানা।—বিদ্যাপতি।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

নৌতুন—সং নূতন। প্রঃ—

নৌতন মণ্ডপে ধর্ম্মর সমীপে রানী মাগে পুত্র বর।—শূন্যপুরাণ।

মঙ্গল—মঙ্গল গান, বিশেষ সুর ও প্রণালীর মঙ্গল নামক গান; কল্যাণ।

উরগো—উর গো, আবির্ভূত হও গো। সং উৎ + তৃ ধাতু অনুসারে—উত্তর > হিং উৎরো > উর = অবতীর্ণ হও। প্রঃ—উরিলেন ধর্ম্ম জগপতি।—শূন্যপুরাণ।

শিবরাম—কবিকঙ্কণের পুত্র।

চিত্ররেখা—শিবরামের স্ত্রী, কবিকঙ্কণের পুত্রবধূ।

যশোদা—কবিকঙ্কণের কন্যা।

মহেশ—যশোদার স্বামী, কবিকঙ্কণের জামাতা।

পাঠান্তর (১১ পৃষ্ঠা)

নমহু—আমি প্রণাম করি। বা° নম ধাতুর উত্তম পুরুষের প্রাচীন রূপ, মধ্যম পুরুষে হয় নমহ, প্রণমহ। কিংবা, স° নমঃ+হু-ধাতু হইতে হই অর্থে হও হওঁ=নম হই, নমস্কার করি, নত হই।

পদ্মাসনে—পূজা করিতে বসিবার বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীকে আসন বলে ও পৃথক্ পৃথক্ ভঙ্গীর পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে।

> পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং ভদ্রং বজ্রাসনং তথা।
> বীরাসনম্-ইতি প্রোক্তং ক্রমাদ আসনপঞ্চকম্॥

পদ্মাসনের ক্রম হইতেছে—

> ঊর্ব্বোর্ উপরি বিন্যস্ত সম্যক্ পাদতলে উভে।
> অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াৎ হস্তাভ্যাং ব্যৎক্রমাৎ তথা॥
>
> —তন্ত্রসার।

> বামোরূপরি দক্ষিণং নিয়মতঃ সংস্থাপ্য বামং তথা
> দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিনা ধৃত্বা করাভ্যাং ধৃতম্।
> অঙ্গুষ্ঠং হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রম্ আলোকয়েদ
> ব্যাধিবিকারনাশনকরং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে॥
>
> —গোরক্ষসংহিতা।

পূজক পদ্মাসনে বসিয়া পূজা করুক।

অথবা—ব্রহ্মা সরস্বতীর রূপমুগ্ধ হইয়া তাঁকে যে পদ্মাসনে স্থাপন করিয়া সম্ভোগ করিয়াছিলেন (মৎস্যপুরাণ, ৩য় অধ্যায়) সেই পদ্মাসনে অধিষ্ঠিতা দেবীর পূজা করুক।

আসর—ফার্সী শব্দ। সভা, মজ্‌লিশ। প্রঃ—

> আসরে সজ্জন-সভা, আমি অন্ধ গাব কিবা।—ঘনরাম।

অকথ্য কথন—কথন-অশক্য, কথার অতীত, অনির্ব্বচনীয়। প্রঃ—

> শেষ খণ্ডে শচীদুঃখ অকথ্য কথন।—চৈতন্যভাগবত।

প্রাচীন হিন্দীতেও কবীর, দাদূ, তুলসীদাস, মালিক মহম্মদ জৈসী প্রভৃতি কবিদিগের রচনায় এই অর্থে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রয়োগ পাওয়া যায়। তুঃ—

যহ সব কহু অকথ কহানী।
মরম জানে সোই সমঝৈ বাণী॥
—দাদূ, আসাবরী।

এখন এই শব্দের এই অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া হইয়াছে—উচ্চারণের অযোগ্য।

শুকদেব বন্দনা (১৩-১৪ পৃষ্ঠা)

১৩ পৃষ্ঠা

শুকদেব—ব্যাসদেবের পুত্র। ঘৃতাচীকে দেখিয়া ব্যাসদেবের চিত্তবিক্ষেপ হয়; ঘৃতাচী ব্যাসের আক্রমণ হইতে পলায়নের জন্য শুকরূপ ধারণ করে; ব্যাসও শুকরূপ ধারণ করিয়া ঘৃতাচীর অনুসরণ করেন; তদবস্থায় উৎপন্ন পুত্রের নাম রাখেন শুক। (মহাভারত; হরিবংশ; বায়ুপুরাণ; অগ্নিপুরাণ; বিষ্ণুপুরাণ।)

প্রবেশ করিল কোপে বন—গর্ভবাসকালেই শুকদেবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, এবং সংসারে বৈরাগ্য জন্মে। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র যাহাতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে পারেন এজন্য তিনি গর্ভে থাকিয়াই পিতৃ-অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু ব্যাসদেব স্নেহমোহের বশবর্ত্তী থাকায় আজ্ঞা না দেওয়াতে শুকদেব ষোলো বৎসর গর্ভ ত্যাগ করিলেন না এবং গর্ভে থাকিয়াই পিতাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিতে থাকেন। ষোলো বৎসর পুত্রের উপদেশ শুনিয়া ব্যাসদেবের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে মায়ামুক্ত হইয়া তিনি পুত্রকে বানপ্রস্থ অবলম্বনে অনুমতি দিলেন। অমনি শুকদেব ভূমিষ্ঠ হইয়াই উলঙ্গ অবস্থাতেই বনে তপস্যা করিতে গমন করেন।

কোপে=সংসারে বিরক্ত হইয়া।

লিখন নিগমের সার—যাঁর লেখা রচনা শাস্ত্রের সার। নিগম=বেদ, তন্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র।

প্রকাশিল ভাগবত—শুকদেব পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতকথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উত্তর দিলান তাকে—তাকে উত্তর ন দিলা—পিতার ডাকে উত্তর দিলেন না।

কথ—বৈদিক কতি>স° কিয়ং>বাংলা কত। প্রাচীন বাংলায় কথ, কথো। প্রঃ—

রহিলেন নীলাচলে কথোজন লৈয়া।—চৈতন্যভাগবত।

ডাকে—স° ড=শব্দ। পালি ডাক, ডক্কার=শব্দ। তাহা হইতে বাংলায় অর্থ—আহ্বান। প্রঃ—

কিসের কারণে মোহর ডাকিল মাআধর।—শূন্যপুরাণ।

দেখে—স° দৃশ্ ধাতুর ভবিষ্যৎকালে দ্রক্ষ রূপ হয়; তাহা হইতে প্রা° দেক্খ, দেখ্খ>বা° দেখ। প্রঃ—

আপনার কলেবর আপুনি সে দেখি।—শূন্যপুরাণ।

তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

বাসপি সুত—বাসবী-সুত। ব্যাসদেবের মাতা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর অন্য নাম বাসবী; বাসবীর পুত্র=ব্যাসদেব।

জ্ঞান—স° জ্ঞা ধাতু হইতে। প্রঃ—লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান।—বৌদ্ধগান।

বুঝিআছি—স° বুধ ধাতু হইতে স° বুদ্ধি>প্রা° বুজ্‌ঝি>বা° বুঝি। প্রঃ—

ঢেণ্টণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

কভু—স° কদাপি>হি° কভী>বা° কভু। প্রাচীন বা° কভোঁ।

১৪ পৃষ্ঠা

যেমন—স° বং, মং, মন্ত তুল্যার্থে। এ+মন্ত=এমন্ত, এমত, এমন। প্রাচীন বাংলায় এমন্ত, যেমন্ত।

ছাড়ীলান—স° সৃ ধাতু+ণিচ=সারি ধাতু দূরীকরণে। সারি>ছাড়ি=ত্যাগ করি, দূরে রাখি। বাংলায় স>ছ হইবার প্রবণতা প্রবল, যথা—মুসলমান>মোছলমান; ঋসি>অছি; ইত্যাদি। স°, ত্যজ স্থানে প্রাকৃতে ছড্ড আদেশ হয়। প্রা° ছড্ড>স° ছর্দ—ত্যাগে, মোচনে। ম° সাঁড়ণেঁ। প্রঃ—

উজু রে উজু ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

নারায়ণ—ব্যাসদেবের এক নাম কৃষ্ণ, এবং তিনি কৃষ্ণের পঞ্চকলা (দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী সাবিত্রী) হইতে উদ্ভূত—স ব্যাসঃ পঞ্চকলোদ্ভবঃ (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪ অধ্যায়)। ভাগবত-পুরাণের মতে ব্যাসদেব বিষ্ণুর অবতার। এজন্য ব্যাসদেবকে কবিকঙ্কণ নারায়ণ বলিয়াছেন।

গোবিন্দ পাদারবিন্দে—মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ যে বৈষ্ণব তার অন্য এক পরিচয়—তিনি নিজেকে গোবিন্দের পাদারবিন্দ হইতে বিগলিত মকরন্দে অলি স্বরূপ বলিয়াছেন।

গণেশ বন্দনা (১৪-২০ পৃষ্ঠা)

১৪ পৃষ্ঠা

লম্বোদর তনু খর্ব্ব—মহাদেবের শাপে গণেশের সুন্দর দেহ খর্ব্বাকৃতি ও লম্বোদর হইয়াছিল (বরাহপুরাণ, ২৩ অধ্যায়)। গণেশের দেবত্ব-ক্রমবিকাশের ইতিহাস ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দুই করে শোভে দর্ভ—মহাগণেশের ধ্যানে আছে—

ব্রীহ্যগ্র-স্ববিষাণ রত্নকলসান হস্তৈর্ বহন্তং ভজে।—তন্ত্রসার।

গণেশের হাতে আছে ব্রীহ্যগ্র=ধান যব গমের শীষ।

অথবা গণেশ কুশহস্ত—কুশ সফলতা ও সিদ্ধির চিহ্ন—

সঙ্কল্প্যা বর্হিষো যত্র তিষ্ঠন্তি ফলদায়িনঃ।—মৎস্যপুরাণ, ১৫।২।

নিরন্তর জপ স্তুতি ধ্যান—গণেশের স্তোত্রে আছে—

মদোল্লসৎপঞ্চমুখৈর অজস্রম্ অধ্যাপয়ন্তং সকলাগমার্থান।

পদং শ্রুতীনাম পদং স্তুতীনাম।

জাপকঃ সর্ব্বদা পাতু জাপ্যজপ্যে গণাধিপঃ।—তন্ত্রসার।

কপালে কুঙ্কুম ফোটা—গণেশের স্তোত্রে আছে—

কৃতাঙ্গরাগং নবকুঙ্কুমেন।—তন্ত্রসার।

শূন্যপুরাণে ফোটা শব্দের প্রয়োগ আছে—চিট্টা ফটা দেখ দূত গলাএ তুলসী।

হৃদে শোভে যোগপাটা—গণেশের ধ্যানে আছে—"ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিম্"। গণেশের যজ্ঞোপবীত সর্প। গণেশের স্তোত্রে গণেশকে বলা হইয়াছে "নাগকৃতোত্তরীয়" "ব্যালযজ্ঞোপবীতী"।—তন্ত্রসার।

শার্দ্দূল-অজিন পরিধান—গণেশের জন্ম হইলে গণেশকে "ব্যাঘ্রচর্ম্ম দদৌ শিবঃ"। ১ পৃষ্ঠার গণেশ বন্দনার টীকা এবং গণেশের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

১৫ পৃষ্ঠা

বিগলিত মদজল ..সিন্দুর মণ্ডলে—গণেশের ধ্যানে গণেশের রূপ এইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে—

খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্-মদগন্ধ-লুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাত-বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দূর-শোভাকরং
বন্দে শৈলসুতা-সুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।

—তন্ত্রসার।

১৬ পৃষ্ঠা

শূলী অভিমত বর—শুনি অভিমত বর—প্রার্থনা শুনিবা মাত্র তুমি ঈপ্সিত বর দান কর। অথবা গণেশের হাতে আছে শৃণি (=অঙ্কুশ) ও অভিমত বর। অথবা গণেশ শূলী (শূলধারী) ও অভিমত-বর-দাতা।

করাহ—সংস্কৃত লোটের হি বিভক্তির অবশেষ হ পরে বাংলায় প্রচলিত হইয়াছিল—করাহ=করাও। প্রঃ—

বারেক কাহ্নের মোর করাহ পিরিতী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

১৯ পৃষ্ঠা

সকল কলায় যুত—

মদোল্লসৎপঞ্চমুখৈর অজস্রম অধ্যাপয়ন্তং সকলাগমার্থান।
দেবান্ ঋষীন্ ভক্তজনৈকমিত্রং হেরম্বম্ অর্কারুণম্ আশ্রয়ামি॥
—গণেশধ্যে ত্র, তন্ত্রসার।

ত্রিনয়নগণের প্রধান—মহাদেবের গণ সকলেই ত্রিনয়ন গণপতিও ত্রিনয়ন ও গণপতি বলিয়া ত্রিনয়নগণের প্রধান।

২০ পৃষ্ঠা

অজিত ভকতি বরদান—অজিত=বিষ্ণু। কবিকঙ্কণ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিরূপ বর বারম্বার প্রার্থনা করিতেছেন।

অথ ঠাকুরাণী বন্দনা (১৪-১৬ পৃষ্ঠা, পাঠান্তর)

১৪ পৃষ্ঠা

বিন্ধ্যবিলাসিনী—মহাভারতে শিব পূজা বা স্কন্দ-পূজার প্রসঙ্গে যে দুটি দুর্গাস্তব পাওয়া যায় তাতে দেবী দুর্গা বিন্ধ্যবাসিনী, তাতে কোথাও তাঁর হিমালয়-বাসের উল্লেখ নাই।

বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম।
কালী কালী মহাকালি সীধুমাংসপশুপ্রিয়ে॥—বিরাট ৬, ১৭।

দেবী চণ্ডী শুম্ভনিশুম্ভ অসুরকে বিন্ধ্যপর্বতে হত্যা করেন। "দেবী কহিলেন, সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অন্য অসুরদ্বয় জন্মগ্রহণ করিবে, তখন আমি নন্দগোপ গৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বিন্ধ্যাচল-বাসিনী হইয়া তাহাদিগকেও বিনাশ করিব।"—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৯১ অধ্যায়।

"বিন্ধ্যে হ্যবতীর্য্য দেবার্থাং হতো ঘোরো মহাসুরঃ।
অদ্যাপি তত্র সাবাসা তেন সা বিন্ধ্যবাসিনী॥"
—দেবীপুরাণ।

দেবী চণ্ডী যশোদা-গর্ভে জন্মগ্রহণ করার পর বসুদেব তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া আনেন এবং কংস তাঁকেই দেবকীর সন্তান বিবেচনা করিয়া যেই পাথরে আছাড় মারেন অমনি—

সহস্রাক্ষোঽপি তাং গৃহ্য বিন্ধ্যং বেগাজ্জগাম হ।
তত্র গত্বা তথোবাচ তিষ্ঠস্বাত্র মহাবনে।
পূজ্যমানা সুরৈর্ নাম্না খ্যাতা ত্বং বিন্ধ্যবাসিনী।
তত্র স্থাপ্য হরির্ দেবীং দত্ত্বা সিংহঞ্চ বাহনম্।
ভবামরারিহন্ত্রীতি হ্যুক্ত্বা স্বর্গম্ অবাপ্নয়াৎ।
—বামনপুরাণ।

ভৈরবী—[ভীরু+অ=ভয়ঙ্কর ; ভাব (শৃঙ্গার-চেষ্টা)+ইন্ (অস্ত্যর্থে)+ঈপ্] কামুকী স্ত্রী। অথবা ভয়ঙ্করমূর্ত্তি শিবের স্ত্রী।

নগের নন্দিনী—নগ=পর্ব্বত, হিমালয়। তাঁর নন্দিনী, কন্যা। নগ—ন গচ্ছতি যঃ সঃ।

বাজায়্যা—স° বাদি ধাতু হইতে স° বাজ ধাতুর অর্থ শব্দ। স° বাদ্য>প্রা° বাজ্জ>বা° বাজ।

দণ্ডি—ডিণ্ডিম, আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র, অনুকার শব্দ হইতে নাম।

স্থলনলদল—স্থলকমলদল। নল=কমল।

তনুরুহাঙ্কুর-দাম—তনুতে আরূঢ় যাহা (বহুব্রীহি) তার অঙ্কুর (৬ষ্ঠীতৎপু) তার দাম। লোমাবলী।

করী করে জল পান—স্তনদ্বয় যেন করিকুম্ভ ; উদরের রোমরেখা যেন হাতীর শুঁড় ; নাভি যেন সরোবর ; এই তিনের উৎপ্রেক্ষায় মনে হইতেছে যেন হাতী শুঁড় বুলাইয়া সরোবর হইতে জল পান করিতেছে। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অপর বিষয়ের অভেদ কল্পনা করা যায় সেইস্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।

১৫ পৃষ্ঠা

বিম্বুক-ভোর—বিম্বফলের তুল্য ভাতি, বর্ণ বা আভা। উপমা অলঙ্কার।

নয়ানে খঞ্জন জোর—বোধ হয় 'জোর' স্থলে 'জোড়' হওয়া উচিত। নয়ন-রূপ খঞ্জন-যুগল। রূপক অলঙ্কার। স° যুগ্ম>বা° জোড়।

ইষু—বাণ। ইষু শব্দ পুংলিঙ্গ ; কিন্তু কবি ইহার স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন —অসুরনাশিনী। ইহাতে চ্যুতসংস্কৃতি দোষ ঘটিয়াছে। (ইষু=ইষ্+উ—যে হিংসার জন্য গমন করে)।

হেরি কলঙ্কিনী ইন্দু—শুভ্র ললাটফলকের উপর কৃষ্ণ অলকগুচ্ছের শোভা দেখিয়া তারই অনুকরণের চেষ্টায় চন্দ্র কলঙ্ক-লাঞ্ছন হইয়াছে। চন্দ্র ও ললাট এবং কলঙ্ক ও অলক পরস্পর তুলিত হইয়াছে। প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার। এবং প্রসিদ্ধ উপমানের হীনত্ব প্রতিপাদন দ্বারা প্রতীপ অলঙ্কার হইয়াছে। পুংলিঙ্গ ইন্দু শব্দের বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গ কলঙ্কিনী ব্যবহার করাতে চ্যুতসংস্কৃতি দোষ ঘটিয়াছে।

গায়ন—গায়ক। প্রঃ—

গায়নে বায়নে মা মাগি এই বর।
অন্নে পূর্ণ কর ঘর গলে দেহ স্বর ॥—শিবায়ন।

বেদস্তুতিমতে—বেদের দোহাই না দিলে কোন কিছুই শুদ্ধ বা সম্মানার্হ respectable হয় না, তাই এখানে বেদের দোহাই, যদিও বেদে দুর্গা বা চণ্ডীর নাম পর্য্যন্ত নাই।

১৬ পৃষ্ঠা

দৈবকীনন্দনে ভনে—এখানে কবিকঙ্কণের মাতার নাম পাওয়া গেল দৈবকী। সং ভণ্‌ ধাতু কথনে।

অথ দিগ্‌বন্দনা (১৬-২০ পৃষ্ঠা, অতিরিক্ত পাঠ)

১৬ পৃষ্ঠা

নারায়ণ সবাহনে—নারায়ণের বাহন গরুড়। গরুড় যখন মাতার দাসীত্ব মোচনের জন্য স্বর্গ হইতে অমৃত হরণ করেন তখন বিষ্ণুর সহিত গরুড়ের যুদ্ধ হয়। বিষ্ণুর যুদ্ধকৌশলে তুষ্ট হইয়া গরুড় বিষ্ণুকে বর দিতে চাহিলে বিষ্ণু গরুড়কে বাহন হইতে বলেন। তদবধি গরুড় বিষ্ণুর বাহন।

বৃষোপরে শিব—শিবের বৃষবাহন হইবার পাঁচটি বৃত্তান্ত শিবের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

বিধি হংসযানে—ব্রহ্মা হংস-রূপ ধরিয়া শিবলিঙ্গের আদি অন্ত নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদবধি ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণী সরস্বতীর বাহন হংস (লিঙ্গ-পুরাণ)। ঋগ্বৈদিক দেবতা বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মাতে রূপান্তরিত হন। বিশ্বকর্ম্মার ডানা ছিল; স্বর্গমর্ত্ত্যাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে তিনি এই ডানার সাহায্যে সেগুলিকে ঘুরাইয়া দিতেন। বিশ্বকর্ম্মার এই ডানার বদলে ব্রহ্মাকে ডানাসংযুক্ত হাঁস বাহন করিয়া দেওয়া হইয়াছে বোধ হয়। (শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্যের ব্রহ্মার মূর্তিপরিচয়, সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৮, ও বামাবোধিনীপত্রিকা দ্রষ্টব্য)।

সিংহপৃষ্ঠে ভগবতি—ভগবতী দুর্গাকে ইন্দ্র সিংহবাহিনী করিয়াছিলেন।—বামন-পুরাণ। অথবা শিবকে পরস্ত্রীতে অনুরক্ত মনে করিয়া দুর্গার ক্রোধসঞ্জাত সিংহকে ব্রহ্মা দেবীর বাহন নিযুক্ত করিয়াছিলেন।—কালিকাপুরাণ। অথবা কালীকে বধোদ্যত ব্যাঘ্র (৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মূষিকবাহনে গণপতি—গণেশের জন্মদিনে নানা দেবতা নানা উপহার দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "পৃথ্বী মূষিকবাহনং" দিয়াছিলেন (বরাহপুরাণ)।

দশদিক্‌পাল—দশ দিকের রক্ষক দেবতা ইন্দ্র অগ্নি যম নির্ঋত বরুণ বায়ু কুবের ঈশান ব্রহ্মা ও অনন্ত।—বহ্নিপুরাণ। ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

গণপুর গণাতে—যমপুরে যমানুচরদিগের সহিত।

তম্বলিপ্তে বর্গভীমা—মেদিনীপুর জেলার রূপনারায়ণের দক্ষিণ তীরে তাম্রলিপ্তি বা তমলুক তামিল জাতির প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন নগর, এখানে বর্গভীমা দেবীর মন্দির আছে। প্রবাদ আছে যে ধনপতি সদাগর ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, কারণ বাণিজ্য-যাত্রাকালে সদাগরের নৌকার সমস্ত পিতল বর্গভীমার কুণ্ডজলের স্পর্শে সোনা হইয়া গিয়াছিল। "তাম্রলিপ্তি প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।"—শক্তিসঙ্গমতন্ত্র। বর্গভীমার মূর্ত্তিটি নাকি আসলে পদ্মপাণি বুদ্ধের, এখন স্ত্রী-দেবতার নামে পরিচিত ও পূজিত হইতেছে।

১৭ পৃষ্ঠা

সঙ্কেত মাধব—উড়িষ্যায় যেখানে রাজা গালমাধবের সঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্ন সাক্ষাৎ করিয়া জগন্নাথের মন্দির যে তাঁরই রচিত তাহা সঙ্কেত দ্বারা সাব্যস্ত করেন সেই স্থান। —উৎকল-খণ্ড।

নীলগিরি পঞ্চতীর্থে—উড়িষ্যার নীলগিরির সন্নিহিত পঞ্চতীর্থ—(১) পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র (পুরীধাম)—বৈষ্ণবতীর্থ, (২) ভুবনেশ্বর—শৈবতীর্থ, (৩) অর্কক্ষেত্র (কোনার্ক)—সৌরতীর্থ; (৪) বিরজাক্ষেত্র (যাজপুর)—শাক্ততীর্থ, (৫) মহাবিনায়কক্ষেত্র (ধানমণ্ডল ষ্টেশন হইতে চার মাইল দূরে মহাবিনায়ক পর্ব্বত) —গাণপত্যতীর্থ।

জাজপুর—উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ যাজপুর নহে, এ জাজপুর রাঢ়দেশে হুগলি জেলায়। এখানে ধর্ম্মঠাকুরের দেহারা আছে।

> জতেক দেবতাগন হয়্যা সভে একমন
> প্রবেশ করিল জাজপুর।—শূন্যপুরাণ।

জাড়া গ্রামে কালুরায়ে কামিন্যা সহিত।
জাজপুরে দেহারে বন্দি দার্ঢ্য করি চিত ॥
—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

গঙ্গীর—ছাপার ভুল। হইবে গঙ্গার।

চরণবেন্দ—চরণ বন্দ।

মুণ্ডখোপ—বা মুণ্ডখোপ, এখন নাম মন্তেশ্বর; কালনা মহকুমার খড়ি নদীর পূর্ব্বতীরে।

জড়িয়া নগরী—মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত, বর্ত্তমান জাড়া।
"কেমন করে বল্লি জগা জাডা গোলোক বৃন্দাবন ?"—কবির গান।

কোঙঞ্চিনগরে—কোঙক্রিনগর কাটোয়ার সন্নিহিত বর্ত্তমান কোগ্রাম, অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলে। ইহারই অপর নাম উজানী উজারনী বা উজ্জয়িনী।

চন্দ্রকোণা—মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায়, মাত্তর পাটি ঘি কাপড প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ নগর। এর কাছেই আবডা ব্রাহ্মণভূমি। চন্দ্রকেতু নামে এক রাজপুত খয়ের মল্ল নামক রাজাকে পরাজিত করিয়া নিজের নামে রাজধানীর নাম রাখেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী মল্ল রাজাদের স্মৃতি এখনো রক্ষা করিতেছেন চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর শিব।

বেতারগড়—মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতা থানার অন্তর্গত, গড়বেতা হইতে তিন মাইল পশ্চিমে।

নীলপুর—কেশপুর থানার অধীন, খড়্গাপুর রেল-ষ্টেশন হইতে প্রায় চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

খেপুত—মেদিনীপুর জেলায়, কোলাঘাট রেল-ষ্টেশনের চার মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে, ঘাটাল মহকুমার মধ্যে; এখানে পোষ্টাপিস আছে।

বাইপুর—মেদিনীপুর জেলায় ডেবরা থানার উত্তর-পশ্চিম দিকে নওদার নিকট। অথবা বাঁকুড়া জেলার গ্রাম, বি এন রেলওয়ের গিধনী ষ্টেশন হইতে ৮ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে। অথবা ২৪ পরগনার অন্তর্গত, গঙ্গার ধারে, হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টিমার-ঘাট।

খড়্গাপুর—বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের প্রসিদ্ধ জংশন ষ্টেশন এখানে আছে।

বোড়গ্রাম—কাটোয়ার সন্নিকট বর্দ্ধমান জেলায়। বি ডি আর রেলওয়ের বায়গ্রাম ষ্টেশনের দুইক্রোশ উত্তরে একটি তীর্থস্থান, এখানে বলরামের মূর্ত্তি আছে। অথবা হাওড়া-বর্দ্ধমান-কর্ড্ লাইনে বর্দ্ধমান জেলার মশাগ্রামের নিকট বোড়গ্রাম বা বেড়ুগ্রাম।

গোতান—বৰ্দ্ধমানের রায়না থানার অধীন, রত্নাহু নদীর পূর্ব্বতীরে। দশঘরা হইতে খাড়া পশ্চিমে ৪ ক্রোশ, দামোদরের অপর পারে। গোতানের দক্ষিণ-পাড়ার নাম চণ্ডীবাটী।

পলাশন—রায়নার দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে।

দামিন্যার ঠাকুর……রচিল কবিত্ব—দামিন্যা বা দামুন্যা বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার অধীন। কবিকঙ্কণের পৈতৃক বাসস্থান। দামিন্যার ঠাকুর চক্রাদিত্য শিব। এই ঠাকুরের সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ ২০ পৃষ্ঠায় বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

কাইথি—কাইতি, রায়না হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম ও গোতান হইতে উত্তর-পশ্চিম।

আগে—স° অগ্র > প্রা° অগ্‌গ > বা° আগা, আগ।

মৌলা—চকদীঘি হইতে এক ক্রোশ দূরের গ্রাম।

বঙ্কিনী—বৌদ্ধ তান্ত্রিক শক্তি, চণ্ডাল-পূজিতা।

পাগ—স° প্রগ্রহ > প্রা° পগ্‌গহ > বা° পগ্‌গ, পাগ; হি° পাগ্‌ড়ী।

১৮ পৃষ্ঠা

ঘাটশিলা—খড়্গপুর ও টাটানগর ষ্টেশনের মধ্যে বেঙ্গল-নাগপুর রেলের ধারে, কলিকাতা হইতে ১৩৩ মাইল দূরে।

নাড়িচা—হাওড়া জেলায়, বর্ত্তমান নাম নারীচে। অথবা বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের চার ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে তীর্থস্থান; এখানে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির আছে; বর্ত্তমান নাম নাড়িচে।

বিক্রমন্তপুর—বিক্রমপুর, জাহানাবাদ হইতে দেড় মাইল পূর্ব্ব দিকে।

সেহাখালা—হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায়, শ্রীরামপুর হইতে খাড়া পশ্চিমে; হাবড়া হইতে সেহাখালা পর্য্যন্ত রেল আছে।

বালিডাঙ্গা—ধনেখালির দেড় ক্রোশ পশ্চিমে।

শালিঘাট—?

কুমারহট্ট—বর্ত্তমান হালিশহর, ত্রিবেণীর আড়পার, ২৪ পরগনা জেলায়। অথবা মেদিনীপুর জেলার নওদা হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে দাসপুর থানার অন্তর্গত এক গ্রাম।

মণ্ডলগ্রাম—মোড়লগা, বৰ্দ্ধমান শহর হইতে ৩৷৪ ক্রোশ দূরে, মন্তেশ্বর থানার অধীন। আষাঢ় নবমীতে এখানে মেলা হয়।

নারিকেলডাঙ্গা—মেদিনীপুর জেলায় তমলুকের নিকট, বর্ত্তমান নাম নারিকেলড বা নারিকেলদা।

টিকুরি—বৰ্দ্ধমান জেলায়।

হাসনহাটি—বর্দ্ধমান শহরের নিকট দামোদরতীরে।

কেজাপুর—?

পাঁচড়া—বর্দ্ধমান জেলায় মেমারী ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে। অন্য একটি পাঁচড়া গ্রাম বীরভূম জেলায় আছে—অণ্ডাল-সাঁইথিয়া-কর্ড্‌ লাইনে পাঁচড়া ষ্টেশন।

ক্ষীরগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর ও মঙ্গলকোটের মাঝামাঝি।

ভেরুয়া—নারায়ণপুরের নিকট, হুগলি আরামবাগ মহকুমায়।

তালপুর—মেদিনীপুর জেলায়, বালিচক রেল-ষ্টেশনের প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে।

রাজবলহাট—শ্রীরামপুর মহকুমার আঁটপুর হইতে এক ক্রোশ দূরে দামোদরের পূর্ব্বতীরে।

সাঁত্তাকুল নাউয়ার—মেদিনীপুর জেলার সবং পরগনায়, বালিচক রেলষ্টেশন হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে নাউয়ার গ্রাম।

তারেশ্বর—?

সাটীনন্দ্যে—?

মহানাদ—হুগলি জেলায়, দ্বারবাসিনী হইতে ১ ক্রোশ দূরে, বর্ত্তমান নাম মানাদ।

গোমন্ত—?

বর্দ্ধমান—প্রসিদ্ধ শহর।

মঙ্গলকোট—কুনুর ও অজয়ের সঙ্গমের নিকটে প্রসিদ্ধ গ্রাম।

নগরকোট—?

আমতা—হাবড়া জেলার উলুবেড়ে মহকুমায় দামোদরের পূর্ব্বতীরে, হাবড়া হইতে আম্‌তা পর্য্যন্ত রেল চলে।

হিঙ্গুলাট—মেদিনীপুর জেলার কাঁথীর নিকটে, বর্ত্তমান নাম হিঙ্গুলার।

১৯ পৃষ্ঠা

কিরীটকোণা—?

মাণিক দত্ত—১৩ শতাব্দীতে মালদহ জেলায় ছিলেন, তিনি প্রথম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন, তাতে বৌদ্ধ প্রভাব সুস্পষ্ট। মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল গান শুনিয়া কলিঙ্গের কোনো লোক রাজাকে খবর দ্যায়। রাজা বোধহয় চণ্ডী-বিরোধী ছিলেন, রাজার আদেশে কোটাল কবিকে বন্দী করে। পরে কবি চণ্ডীর কৃপায় কারামুক্ত হইয়া কলিঙ্গে চণ্ডীপূজা প্রচার ও প্রচলন করেন। এই কলিঙ্গ দেশ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কলিঙ্গদেশ নয়; ইহা হিমালয়ের নিকটে কোচবিহার ও আসামের উত্তরে পুণ্ড্রদেশের সন্নিহিত কোনো দেশ। Broucke কৃত ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে এইরূপ স্থান কলিঙ্গবন

বলিয়া চিহ্নিত দেখা যায়। (শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত বিরচিত "আদ্যের গম্ভীরা" পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকবিকঙ্কণ—বলরাম-কবিকঙ্কণ। তাঁর রচিত চণ্ডীমঙ্গল মেদিনীপুর অঞ্চলে গীত হইত।

মেড়—বর্দ্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপের নিকট, বর্ত্তমান মেড়তলা। অথবা বর্দ্ধমান জেলার বোড়গ্রামের কাছে বর্ত্তমান মেড়াল গ্রাম।

রামাইপণ্ডিত-রচিত ধর্ম্মপূজাবিধানে দিক্‌ডাক অংশে বহু গ্রাম ও নগরের নামের তালিকা আছে। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে ও সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে এইরূপ দিগ্‌বন্দনা আছে।

অথ আদি পালারম্ভ (২০-২৪ পৃষ্ঠা)

২০ পৃষ্ঠা

নিরবধ্য—নিরবদ্য; বিশুদ্ধ, নির্দ্দোষ, উৎকৃষ্ট। নির্ (না)+অ (না)+বদ্ (বলা)+য (নিন্দার্থে)—নিন্দনীয় নয় যাহা।

দামিন্যাতি—দামিন্যা অতি।

রাড়া—লিপিকরের ভুল, পাড়া হইবে।

রত্নানু নদ—বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত, অধুনা লুপ্ত।

দেউল—স° দেবালয়, দেবকুল>হি° দেবালা>বা° দেউল।

চলদলে করিয়া সঞ্চার—চল (চঞ্চল) দল (পত্র) যাহার—এমন অশ্বত্থবৃক্ষে অধিষ্ঠান করিলেন। অশ্বত্থশ্চলদলঃ পিপ্পলঃ। চক্রাদিত্য শিব বোধহয় অশ্বত্থবৃক্ষতলে ছিলেন।

ত—পাদপূরণে। স° তু।

রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে—কবিকঙ্কণ বাল্যকালে শিবের গান রচনা করিয়াছিলেন জানা যাইতেছে, কিন্তু তাহা এখনো পাওয়া যায় নাই। রচিলাঙ=রচিলাম।

২১ পৃষ্ঠা

ধামাদিকরণী—ধামাধিকারী, সেই স্থানের বা মন্দিরের অধিকারী।

কাঁটাদিয়া বন্দিঘাটী—"রাঢ়দেশে শূররাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে ভূশূরতনয় মহারাজ ক্ষিতিশূর রাঢ়দেশবাসী ভট্টনারায়ণাদির সন্তানদিগের ভরণপোষণ ও বাসস্থানের জন্য ৫৬ খানি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গ্রামের নামানুসারে গ্রামী

বা গাঞিঁর উৎপত্তি হইয়াছে" (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস)। সেই ৫৬ গ্রামের প্রথম বন্দ্য বা বাঁড়র বা বন্দীঘাটী গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় মেমারি ষ্টেসন হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত বাঁড়র অথবা বীরভূমের অন্তর্গত কাণানদীর নিকট বন্দিঘাট হওয়া সম্ভব। ভট্টনারায়ণ হইতে দশম পুরুষ "মকরন্দের পুত্র বন্দ্য দাশরথি (দাশো) কাঁটাদিয়া গ্রামে গিয়া বাস করেন, তাহা হইতে দাশরথির বংশীয়গণ কাঁটাদিয়ার বন্দ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন" (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস)। ভট্টনারায়ণের প্রথম পুত্র বরাহ বাঁড়র গ্রামে গিয়া বাস করেন।

নিগমপাটী—নিগমপাঠী, শাস্ত্রপাঠী।

বাঙ্গালপাসী—বঙ্গপাশ বা বাঙ্গালপাশ গ্রামের বাসিন্দা বন্দ্য-বংশ। ৩৬ মেলের এক মেল বাঙ্গাল—"হইল বাঙ্গাল মেল মদ-দোষ-হেতু।" "হেড়া হিরণ্যের দোষ বঙ্গপাশী মেলে।"—সম্বন্ধনির্ণয়।

কাঞ্জড়ি—সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের এক গাঞি কাঞ্জপকাঞ্জাবী। সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের উপাধি চক্কত্তি বা চক্রবর্ত্তী।

সাতশতী দলে বলে মেশে যে চক্কত্তিকুলে।—নুলা পঞ্চাননের ঘটক-কারিকা।

আদিশূরের আনীত কান্যকুব্জের পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম বাৎসগোত্রীয় ছান্দড়ের কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণের বাসগ্রাম কাঞ্জাড়ী। বাঁকুড়া জেলায় ছাতনা শহরের ২ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বর্ত্তমান কাঞ্জ্যাকুড়া গ্রাম।

নিধাম—নিধান, আধার।

কয়াড়ি—গৌড়বাসী আদি ব্রাহ্মণ সারস্বত শাখার সপ্তশতীদিগের প্রধান এক গাঁই। বর্দ্ধমান জেলায় সেলিমাবাদ পরগনার মধ্যে সেলিমাবাদ হইতে ৪॥ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রাম এখন কোয়ড়া বা কয়ড়া নামে পরিচিত। এই গ্রাম হইতে কয়ড়ি গাঞি হইয়াছে।

২৩ পৃষ্ঠা

মিশ্রয়—পাঠান্তর নিশ্চয়।

গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ (২১-২৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

২২ পৃষ্ঠা

উরিয়া—উদয় হইয়া। উর ধাতুর অর্থ উত্তরণ। সং উৎ+তৃ ধাতু হইতে সং উত্তরণ > হিং উতরনা > বাং উর, উল।

আচম্বিত—স° অসম্ভাবিত, অত্যদ্ভুত বা আশ্চর্য্যভূত শব্দজ। অকস্মাৎ। প্রঃ—

পরভুর বিম্বুকে জল হইল আচম্বিতি।—শূন্যপুরাণ।

আচম্বিত্ খরতর বাহিলেক বাম।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সেলেমাবাজ—বর্দ্ধমানের অন্তর্গত এক পরগনা। বর্দ্ধমান শহরের ৬ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে দামোদর-নদের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। আইন-ই-আক্‌বরী গ্রন্থে ইহা রাঢ়দেশের একটি সর্‌কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তালুক—আরবী তআল্লুক। প্রঃ—

খানে খানে তালুক সব ছন হইয়া গেল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

মানসিংহ—"মানসিংহ আক্‌বরের রাজত্বকালে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আক্‌বরের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ পদে থাকেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট্ হইবার পর তাঁহাকে (১৪ অক্টোবর ১৬০৫) ঐ কর্ম্মে বহাল রাখিয়া রাজধানী হইতে বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই (১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই আগষ্ট মাসে) তাঁহাকে সরাইয়া কুতবুদ্দীন খাঁকে নুরজাহান হস্তগত করিবার জন্য তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করেন।"—ইক্‌বলনামা, ২ ও ১৯ পৃষ্ঠা হইতে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার কর্ত্তৃক লিখিত।

মামুদ সরীপ—দামিন্যা বা সেলিমাবাজের ডিহিদার ছিলেন। হুগলির আরামবাগ থানার মায়াপুর গ্রামে মামুদ সরীপের বংশের লোক এখনো আছেন।

বেপারি ক্ষত্রিয় খেদা—পাঠান্তর বেপারিরে দেয় খেদা অর্থাৎ ব্যাপারীদের তাড়া করে। খেদা—স° খিদ্ ধাতু হইতে। খেদ বা দুঃখ অর্থ হইতে তাড়না অর্থ।

মাপে—স° মাপি ধাতু পরিমাণে।

দড়া—স° দোর।

মাপে কোণে দিয়া দড়া—জমির চৌহদ্দী সোজা না মাপিয়া কোণাকুণি মাপে, যাতে মাপ বেশী হয়।

পোনের—স° পঞ্চদশ > পালি পন্নরস, প্রা° পণ্ণরহ > হি° পনরহ। প্রাচীন বা° পন্দর।

কাঠা—স° কাষ্ঠা = সীমা; কাষ্ঠা = ৪ হাত দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড, ভূমিমান। ৪ × ৮০ হাত ক্ষেত্র।

কুড়া—বিঘা; কুড়ি কাঠায় এক কুড়া বা বিঘা হয়। স° কুড়ব।

গোহারি—নিবেদন, দোহাই, কাতরোক্তি।—তুঃ—

উমত সবরো পাগল শবরো মা করগুলী গুহাডা তোহৌরি।

—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ব্রহ্মার সদনে গিয়া করিল গোহারি।—কাশীরাম দাস।

স° গো (বাক্য)+হারি (উপহার, উপস্থিত)=কাতর বাক্য উপস্থিত বা নিবেদন করিয়া প্রার্থনা।

স° গোচর>গোঅর। তুঃ—জো মণ গোএর আলা জালা।

—বৌদ্ধ গান ও দোহা।

সরকার—ফার্সী শব্দ। অর্থ—প্রধান, প্রভু, শাসনকর্ত্তা।

খীল ভূমি লিখে লাল—অনুর্ব্বর আচট জমিকে উর্ব্বর উৎকৃষ্ট বলিয়া লিখে।

খীল—স° খিল=শূন্য> শস্যশূন্য অকৃষ্ট ভূমি। লাল-ফা°। উৎকৃষ্ট।

ধুতি—উৎকোচ, ঘুষ। ধুতি বা কাপড় পরিবার জন্য যাহা দেওয়া হয়; তুলনীয় এখনকার পান খাইতে দেওয়া; স্পষ্ট কথায় উৎকোচ বা ঘুষ না বলিয়া ঘুরাইয়া ভদ্র আবরণ দিয়া বলা। তুঃ—

ধুতি খেয়ে ছেড়ে দিল, মালিনী পলায়।—ভারতচন্দ্র।

পোতদার—ফাঃ ফোতেদার=রাজস্ব-আদায়কারী; খাজাঞ্চী।

টাকা—স° টঙ্কা=মুদ্রা।

আড়াই—স° অর্দ্ধতৃতীয় > প্রা° অড্ঢতিতীয় > অড্ঢতিয় > শৌরসেনী ও মাগধী অড্ঢদিয়>অড্ঢইয়>অঢ়াই>অড়াই। অশোকলিপিতে আড়াই অর্থে অঢ়িতিয়, অঢ়তিয় শব্দের প্রয়োগ আছে। দিঅড্ঢ=দুয়ের অর্দ্ধ বা আধ কম; অড্ঢ-তিতীয়=তিনের অর্দ্ধ বা আধ কম। জার্ম্মান্ ভাষাতেও অনুরূপ zwei-halb (two minus half=দেড়) ও drei-halb (three minus half=আড়াই) শব্দের প্রয়োগ আছে।

প্রঃ—আড়াই অক্ষরে খণ্ডন যাবার নয়।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান (১১-১২ শতক)। রামাই-পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজা-বিধানে (১৫৫ পৃষ্ঠায়) আড়াই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আনা—প্রা° আণক।

কম—ফার্সী শব্দ।

পাই—স° পাদ—আণকপাদ=এক আনার চতুর্থাংশ=পয়সা।

জাঁদা—এই শব্দের কোনো মানে হয় না। পাঠান্তর পাওয়া যায় প্যাদা।

রহে—স° অস ধাতু>প্রা° রহ=থাকা।

নাছ—ফার্সী নহজ>যাত্রা, পথ। তাহা হইতে খিড়্কী দরজা।

পাছে—স° পশ্চাৎ>প্রা° পচ্ছা>পাছ, পাছা, পিছন। তুঃ স° পুচ্ছ, পিচ্ছ।

জাঁতিয়া—স° যন্ত্র>জাঁতা=ভারি জিনিসের চাপ দেওয়া।

থানা—স্থান। মনুর টীকাকার গোবিন্দরাজ থানা অর্থে স্থানক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

কুটতালি—কুট—ঘর, কুঁড়ে; তালি=আচ্ছাদন। ঘরের আচ্ছাদন।

টাকাকের—প্রায় এক টাকা দামের।

চণ্ডীবাটী—গোতানের দক্ষিণপাড়ার নাম। সেখানে এখনো শ্রীমন্ত-পুষ্করিণী বর্ত্তমান।

সনে—স° সঙ্গে > সঞ্রে > সনে। স° সমম্ (সহিত) > সমে > সনে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—
সমে ও সনে দুই রূপই আছে।

২৩ পৃষ্ঠা

ভালিয়া—বর্দ্ধমান জেলায় নারায়ণপুরের নিকট মুণ্ডেশ্বরী নদীর তীরে।

রূপরায়—রাজপুত দস্যু।

বৃত্ত—পাঠান্তর বিত্ত।

যদুকুণ্ডু—যদু কুণ্ডুর বংশ এখনো ভেলিয়ার নিকটে নারায়ণপুরে আছে।

আপনার—স° আত্মন > প্রা° অত্তন, অপ্‌পন > বা° আপন।

ডর—স° দর = ভয়।

মুড়াই—মুণ্ডেশ্বরী নদী।

ভেঙটিয়া—পাঠান্তর তেউট্যা। তেউট্যার বর্ত্তমান নাম তেউড়ী, জাহানাবাদের
পূর্ব্বোত্তর ঈশান কোণে।

দারিকেশ্বর—দ্বারকেশ্বর নদ।

পাওলপুরী—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ইহা 'মাতুলপুরী' আন্দাজ করিয়াছিলেন।
কবিকঙ্কণের মামার বাড়ী ছিল আরামবাগের নিকট দ্বারকেশ্বর নদের পরপারে
কালীপুর গ্রামের সংলগ্ন গ্রামে।

গঙ্গাদাস—কবিকঙ্কণের মামাত ভাই।

বড়—স° বৃদ্ধ > প্রা° বড্‌ঢ, বুড্‌ঢঅ > বঢ, বুঢা > বড়, বুড়া > স° বড্র = বৃহৎ, বিপুল।

নারায়ণ পরাশর আমোদর—বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলার অধুনা লুপ্ত ক্ষুদ্র নদী।

গুছিতা—বর্ত্তমান নাম গোথরা। গোথরা গড়-মান্দারণের নৈঋত কোণে।

শিশু—কবির পৌত্র, শিবরামের পুত্র, অভিরাম; অথবা কবির কনিষ্ঠ পুত্র পঞ্চানন।

ওদন—খাদ্য। [উন্দ (আর্দ্র হওয়া) + অন্।]

পুখুর আড়া—পুকুর-পাড়। আড়া—স° আলি। প্রঃ—

চানক দিল মাণিক ভাণ্ডার পুখুর আড়র উপর।—শূন্যপুরাণ।

শালুকনাড়া—কুমুদ ফুলের মূল। সং নাড়া = মূল। শালুক (সংস্কৃত শব্দ) =
পদ্মাদির মূল।

কুমুদ প্রসূনে—কুমুদ ফুল দিয়া পূজা করিবার উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে কুমুদ ফুলে
কোনো দেবতার পূজা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ নাই; অন্য ফুলের অভাবে শাস্ত্রবহির্ভূত
ফুলে পূজা করিতে হইয়াছিল।

ভ্রম—ভ্রমণ।

চণ্ডী দেখা দিলেন-স্বপনে—দেবতার স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করিতেছি বলিয়া প্রচার করার কৌশল প্রাচীন কবিদের একটা বাঁধা দস্তুর হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রহ্মা ও নারদের উপদেশে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন; ব্যাসদেব গণেশের সাহায্যে মহাভারত লেখেন; হোমর দেবাদেশে কাব্য রচনা করেন; ইংলণ্ডের আদি কবি কেড্‌মন স্বপ্নাদেশ পাইয়া কবি হন (J. R. Green's Short History of the English People, Ch. I, Sec. 3, দ্রষ্টব্য)। বাংলার বহু কবির ও কাব্য দেবতার স্বপ্নাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ—কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল দক্ষিণ-রায়ের আদেশে, রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল কালীর আদেশে, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কালীর আদেশে—

স্বপনে রজনী শেষে বসিয়া শিয়র-দেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি,
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে॥

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ মনসার আদেশে—

হেন মতে স্বপ্নকথা কহি উপদেশ।
নাগবথে চড়ি দেবী গেলা নিজ দেশ॥
স্বপ্ন দেখি বিজয় গুপ্তের দূরে গেল নিদ্রে।

কবি রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের চণ্ডীমঙ্গল চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে, রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর ষষ্ঠীমঙ্গল ষষ্ঠীর স্বপ্নাদেশে, ও ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি সমস্তই ধর্ম্মের স্বপ্নাদেশে রচিত হইয়াছিল। যথা—

নিশিশেষ চৈত্রমাসে বুধবার দিনে।
গীত রচিবারে দেবী কহিলা স্বপনে॥
সে কথা অনুসারে করিলাম বর্ণন।

—বিদ্যাভূষণ রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর ষষ্ঠীমঙ্গল।
(গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র)

না যায় খণ্ডন কভু কপালের লেখা।
দেসড়ার মাঠে যারে ধর্ম্ম দিলেন দেখা॥
হুকুম হইল গীত করিতে বর্ণন।
নিজ বীজমন্ত্র লেখা দিলা নিরঞ্জন॥

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

সিলাই—মেদিনীপুর জেলার উত্তর সীমা দিয়া প্রবাহিত নদী, অপর নাম শিলাবতী। শিলাই ও দ্বারকেশ্বর নদ মিলিয়া রূপনারায়ণ নামে পরিচিত হইয়াছে।

আরড়া—মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে ব্রাহ্মণভূম পরগনার গ্রাম। রাঢ়-বহির্ভূত বলিয়া নাম আরড়া। চন্দ্রকোণা হইতে দুই ক্রোশ দূরে, নাড়াজোলের উত্তর ও পশ্চিম সীমায় ব্রাহ্মণভূম পরগনা। দামুন্যা হইতে আরড়া ১৮ ক্রোশ অন্তর। তড়িয়া গ্রামের নিকটে আরড়া-গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে।

ব্রাহ্মণ রাজা—ব্রাহ্মণভূমি আগে মাঝি রাজাদের অধীন ছিল। প্রথম ব্রাহ্মণ রাজা ৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইহা অধিকার করেন; সেই রাজার নাম উমাপতি দেব ভট্টাচার্য্য, কারো মতে ত্রিলোচন দেব (গেজেটিয়ার)।

দশ আড়া—এক আড়ায় ৪ মণ; দশ আড়ায় ৪০ মণ। আড়া < স° আঢ়ক।

বাকুড়া রায়—ধর্ম্মঠাকুরের এক নাম। তদনুসারে আরড়ার রাজার নাম। ইহা হইতে অনুমান করা যায় ঐ রাজবংশে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল। তুঃ—

বিশ্বের কারণ আমি বাকুড়া রায় নাম।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

ভাঙ্গিল সকল দায়—সকল অভাব ও বিপদ দূর করিলেন। দায়—(সংস্কৃত শব্দ) অভাব, ক্ষতি।

সুতপাঠে—ছেলেকে পড়াইতে।

রঘুনাথ—১৫৭২-১৬০৩ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

অবদাত—[অব (রক্ষা, শোধন)+দৈ (পরিষ্কার করা)+ক্ত] নির্ম্মল, বিশুদ্ধ।

২৪ পৃষ্ঠা

ডামাল নন্দী—পাঠান্তর দামোদর নন্দী (কবিকঙ্কণের শিষ্য, ধনেখালির কাছে আলা-গ্রামে বাড়ী ছিল) অথবা ভাই রামানন্দী (কবিকঙ্কণের ভাই রামানন্দ)।

গায়নেরে দিলেন ভূষণ—গায়ককে উপাধি দিলেন কবিকঙ্কণ।

মন্ত্র জপি দশাক্ষর—গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।—তন্ত্রসার, বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র।

ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা।—হরিভক্তিবিলাস।

চৈতন্যদেবকেও তাঁর গুরু এই মন্ত্র দিয়াছিলেন—

গোপাল মন্ত্র দশাক্ষর প্রেম-ভক্তি-শক্তিধর
ঈশ্বর পুরী কহিল উদ্দেশ।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

মঙ্গলবারের পালা আরম্ভ (২৪ পৃষ্ঠা, অতিরিক্ত পাঠ)

পালা—স° পালি=গানের বিষয়।

বারি—(স°) ঘট। প্রঃ—

পূজা ভাঙ্গি বাড়িয়ে ভাঙ্গিল ঘট বারি।—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

ভাল—স° ভদ্র>প্রা° ভল্ল>বা° ভাল, ওড়িয়া ভল, হি° ভলা, মরাঠী ভলা।

অষ্ট বাসর—মঙ্গল গান আট দিন ধরিয়া দুইবেলায় ষোল পালায় শেষ হয়। এজন্য মঙ্গল গানের অন্য নাম অষ্টমঙ্গলা।

লক্ষ্মী বাণী আদি—আদ্যাপ্রকৃতি বিভক্ত হইয়া দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্তি ধারণ করেন; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্ব স্ব তেজ হইতে দেবীকে রূপ দিলে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী ত্রিদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও দেবী পুরাণ)।

শরজন্মা—কার্ত্তিকেয়। কার্ত্তিকেয় পার্ব্বতীর দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হন; অগ্নি নিক্ষেপ করেন গঙ্গাগর্ভে; গঙ্গা নিক্ষেপ করেন শরবনে। সেখানে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়।

হরগৌরীর দ্যূতক্রীড়া (২৫ পৃষ্ঠা)

২৫ পৃষ্ঠা

দ্যূতক্রীড়া—পাশা-খেলা অতি প্রাচীন ব্যসন। ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ মণ্ডল ৩৪ সূক্তে পাশা-খেলার উপকরণ ও আসক্তির বিষম পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে (মৎপ্রণীত "বেদবাণী" দ্রষ্টব্য)। যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিন শাখা ১০ম অধ্যায় ২৮-২৯ কণ্ডিকাতে অক্ষপাত বিহিত বলিয়া ব্যবস্থা আছে। স্মৃতি ও পুরাণে বিশেষ উপলক্ষে ও পর্ব্বে অক্ষক্রীড়া করিবার ব্যবস্থা আছে। কোজাগর পূর্ণিমার নাম দ্যূতপূর্ণিমা।

নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো-জাগর্ত্তীতি-ভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ॥
—তিথিতত্ত্ব।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লপ্রতিপৎ তিথির নাম—দ্যূতপ্রতিপৎ।—

শঙ্করশ্চ পুরা দ্যূতং সসর্জ্জ সুমনোহরম্।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমেঽহনি ভূপতে॥

জিতশ্চ শঙ্করস্ তত্র, জয়ং লেভে চ পার্ব্বতী।
অতোঽর্থাচ্ছঙ্করো দুঃখী, গৌরী নিত্যং সুখোষিতা ॥
তস্মাৎ দ্যূতং প্রকর্ত্তব্যং প্রভাতে তত্র মানবৈঃ।
তস্মিন্ দ্যূতে জয়ো যস্য তস্য সংবৎসরঃ শুভঃ ॥
পরাজয়ো বিরুদ্ধশ্চ লক্ষনাশকরো ভবেৎ।
—ব্রহ্মপুরাণ।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড ৭৫ সর্গে দ্যূতক্রীড়ার উল্লেখ আছে। মহাভারতের পাশা-খেলার কথা সর্ব্বজনবিদিত। নীতিশাস্ত্রে এই ব্যসন নিন্দিত হইয়াছে।—

দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্ট্রান্ নিবর্ত্তয়েৎ।
* * * *
অপ্রাণিভির্ যৎ ক্রিয়তে তল্ লোকে দ্যূতম্ উচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্ তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ।
দ্যূতম্ এতৎ পুরা কল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্ দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থম্ অপি বুদ্ধিমান্ ॥
—মনু।

দেবনে বহবো দোষাস্ তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
—মহাভারত, বিরাট্ পর্ব্ব, কঙ্কের উক্তি।

প্রাচীন কালে মাটিতে ছক কাটিয়া বহেড়া-ফল বা বহেড়া-কাঠের গুটি চালিয়া খেলা হইত (ঋগ্বেদ, ১০।৩৪)। পরে কড়ির প্রচলন হয়। সর্ব্বশেষে কাপড়ের উপর ঘর-কাটা ছক ও অস্থির পাশ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। মহাভারতে শকুনি পিতার অস্থিতে পাশ্টি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

প্রাচীন কালের পাশা-খেলার ক্রম এখন সম্পূর্ণ জানা যায় না।

কার্ত্তিক মাস—কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য্য অবস্থানের মাস।

কুবেরের ঘর—কৈলাস। কৈলাস আগে কুবেরের আলয় ছিল, পরে শিবের হয় ও কুবের শিবের ভাণ্ডারী হন।

গুশঙ্ক—সুসঙ্ক=সুশৃঙ্খল।

পাঠ্যা— ?

পাশা—স° পাশক।

পাটী—পাশা খেলিবার চৌকা লম্বা অস্থিখণ্ড। পাঙ্ক্তি' বা পাশ্টি।

বামঙ্ক— ?

বাহির—স° বহিঃ>প্রা° বহির্>বাহির।

ফেলিলা—প্রাচীন বাংলায় পেলিল, পেলাইল। স° পেল>প্রা° পেল্ল (নিক্ষেপ)>স° ফেল (গতি)। ফেলা ভুক্তসমুজ্‌ঝিতম্‌।—অমরকোষ। ফেলা-ভাত হইতে √ফেল ধাতুর অর্থ হইয়াছে ত্যাগ। চৈতন্যচরিতামৃতের সময় পর্য্যন্ত "কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার ফেলা নাম।"

পড়িলা—স° পত ধাতু হইতে মাগধী-প্রা° পড়।

মনিকর্ণ—কুবেরের পুত্র ?

তিন—স° ত্রিণি>প্রা° তিণ্ণি। পিঙ্গলে—তীণি, তিণ্ণ।

২৬ পৃষ্ঠা

শাঁ ফেলে—শাপ ফেলেন।

অবিধান—অভিধান, নাম।

ধনপতি—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় উপাখ্যানের নায়ক ধনপতি ও নায়িকা লহনা। নায়ক-নয়িকাদিগকে শাপভ্রষ্ট দেবতা—অন্তত পক্ষে গন্ধর্ব্ব—করা প্রাচীন কালের রীতি হইয়া পড়িয়াছিল; মানুষ যেন আপনি ভাল হইতে পারে না। এইরূপে সকল মঙ্গলকাব্যের নায়কই শাপভ্রষ্ট দেবতা।

প্রার্থনা (২৬—২৭ পৃষ্ঠা)

২৬ পৃষ্ঠা

পিতৃগণ—ঋগ্বেদে (১০।১৪, ১৫, ১৫৪ ইত্যাদি) পুণ্যাত্মা মৃত ব্যক্তিগণ পিতৃগণ নামে পরিচিত ছিলেন (মৎপ্রণীত "বেদবাণী" দ্রষ্টব্য)। পুরাণে পিতৃগণ ৩১ জন—

বিশ্বো বিশ্বভুগ্‌ আরাধ্যো ধর্ম্মো ধন্যঃ শুভাসনঃ।
ভূমিদো ভূমিকৃদ্‌ ভূতিঃ পিতৃণাং যে গণা নব॥
কল্যাণঃ কল্যদঃ কল্যতরঃ কল্যতরাশ্রয়ঃ।
কল্যতাহেতুর্‌ অনঘঃ ষড়্‌ ইমে তে গণাঃ স্মৃতাঃ॥
বরো বরেণ্যো বরদো ভূতিদঃ পুষ্টিদস্‌ তথা।
বিশ্বপাতা তথা ধাতা সপ্তৈতে চ গণাঃ স্মৃতাঃ॥
মহান্‌ মহাত্মা মহিতো মহিমাবান্‌ মহাবলঃ।
গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈতে পিতৃণাং পাপনাশনাঃ॥

সুখদো ধনদশ্‌ চান্যো ধর্ম্মদোঽন্যশ্চ ভূতিদঃ।
পিতৃণাং কথ্যতে চৈতৎ তথা গণচতুষ্টয়ম্‌॥
একত্রিংশৎ পিতৃগণা যৈর্‌ ব্যাপ্তম্‌ অখিলং জগৎ।
তে মেঽত্র তৃপ্তাস্‌ তুষ্যন্তু দিশন্তু চ সদা হিতম্‌॥
—গরুড়-পুরাণ, ৮৯ অধ্যায়।

নাট—নৃত্য। স নট্‌ ধাতু+অ।

অনবিজ্ঞ—অনভিজ্ঞ।

আনে—অন্যে। প্রঃ—কে মোর বাঁশী নিল আনে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
বৌদ্ধগান ও দোহায় অণ, অণ্ণ=অন্য। প্রঃ—অণ চাহন্তে আণ বিণঠা।

তুমি কবি মোর ব্যপদেশ—আমাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া তুমিই কবি। ব্যপদেশ=ছল, নাম। "ব্যাজেনাম্নাভিলাষোক্তির ব্যপদেশ ইতীর্য্যতে।"

নায়ক—যিনি সঙ্গীতশাস্ত্রের বিশেষ মর্ম্ম অবগত, যিনি রস ও অলঙ্কার জানেন, যিনি সকল গুণ ও দোষের পরীক্ষক।

সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর। (৮৯-৯১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)

যগজন—জগজন—জগজ্জন। জন ও বন্ধু শব্দের সঙ্গে সমাস হইলে জগৎ শব্দ বাংলায় জগ হয়, যথা—জগবন্ধু, জগজন। প্রঃ—
নাসা তিলফুল তোর জগজন মোহে। —শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

নারায়ণী—মম তুল্যা চ মন্মায়া তেন নারায়ণী স্মৃতাঃ।—
কৃষ্ণের উক্তি, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ।

অথ সৃষ্টিপালারম্ভ (২৮—৩১ পৃষ্ঠা)

২৮ পৃষ্ঠা

আদিদেব

আদিদেব নিরঞ্জন—বৌদ্ধ মতে ধর্ম্ম নিরঞ্জন আদিদেব, এক বুদ্ধেরও নাম আদি বুদ্ধ, তিনি শূন্য, অনস্তিত্ব। নিরঞ্জন=নির+অঞ্জন=কালিমাশূন্য। শূন্যপুরাণে নিরঞ্জন শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে—নীরেত নিরমল কাআ নাম নিরঞ্জন।

পুরুষ পুরাতন—ঋগ্বেদসংহিতা (১০।৯০), অথর্ব্ব-বেদ (১০।১৭), মুণ্ডকোপনিষৎ (২।১।১০), বাজসনেয়ী-সংহিতা ও শতপথ-ব্রাহ্মণে (১৪।১।৬।১) বলা হইয়াছে

পুরুষ হইতে এই জগৎ ও জগতের অন্তর্গত সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। বৈদিক দেবতা পুরুষ কালে আপনার স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য হারাইয়া ফেলিলে তাঁর পদবী একদিকে বৌদ্ধ দেবতা আদিবুদ্ধ ও অপর দিকে পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মা দখল করিয়া জগৎস্রষ্টা হইয়া পড়িলেন। বৌদ্ধ তন্ত্রের মতে আদিবুদ্ধ হইতে সমুদয় বুদ্ধ বুদ্ধশক্তি ও বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে।

শূন্যেতে করিয়া স্থিতি ইত্যাদি—বেদে আছে যে প্রথমে জগৎ জলময় ছিল ও তাহা অন্ধকার শূন্য দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তার মধ্যে 'এক' উৎপন্ন হইলে তাঁর 'কাম' জন্মিল,—ইহাই 'মনস্' সৃষ্টির প্রথম বীজ। মনস হইল সৎ ও অসতের সংযোজক। জলই প্রাচীন সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার আদি কারণ।

ন অসদ্ আসীদ্ নো সদ্ আসীৎ তদানীম্
ন আসীদ্ রজো নো ব্যোমো পরো যৎ।
ন মৃত্যুর্ আসীৎ অমৃতম্ ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।

তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্ অগ্রে অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
কামস্ তদ্ অগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদ্ আসীৎ।

ইত্যাদি। ঋগ্বেদ, ১০। ১২৯।

বিষ্ণুপুরাণে বেদানুরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ আছে—

নাহো ন রাত্রির্ ন নভো ন ভূমির্ নাসীৎ তমো জ্যোতির্ অভূদ্ ন বান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যান্ উপলভ্যম্ একম্ প্রাধানিকম্ ব্রহ্ম পুমাংস্ তদাসীৎ ॥—১-২-২১।

কালিকাপুরাণেও আছে—

ন দিবারাত্রিভাগোঽত্র নাকাশং ন চ কাশ্যপী (পৃথিবী)
ন জ্যোতির্ ন জলং বায়ুর্ নান্যৎ কিঞ্চন সংস্থিতম্ ॥—১২।৬

মনুসংহিতায় আছে—

আসীদ্ ইদম্ তমোভূতম্ অপ্রজ্ঞাতম্ অলক্ষণম্ ইত্যাদি।—১।৫।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণেও বেদানুরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ আছে—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥

নহি ছিল ছিষ্টি আর না ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল॥
দেবতা দেহরা ন ছিল পূজিবাক দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভূর আর আছে কেহ॥
* * *
দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন।
পরভু সঙ্গতি কেহ নহ একজন॥ ইত্যাদি।

বৌদ্ধগান ও দোহায় এইরূপ শূন্য অবস্থার বিবরণ আছে—

নাদ ন বিন্দু ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মুকল।

ঘনরামের (১৬৬৯) ধর্ম্মমঙ্গলের গীতারম্ভেও এইরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ আছে—

এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নির্গুণ নিদান শূন্যভরে।
দেখি সব অন্ধকার সচিন্তিত কর তাঁর,
নাহি সৃষ্টি কেমনে সঞ্চরে॥
পৃথিবী পাতাল স্বর্গ নাহি সুরাসুরবর্গ,
দিবা নিশি রবি শশী নাই।
নাহি জল জীব জন্তু বিষম প্রলয়ে কিন্তু
এক ব্রহ্ম আছেন গোসাঁই॥
শূন্যভরে সনাতন মনে হলো ত্রিভুবন
সৃজন পালন অভিলাষ।
কে বুঝিতে পারে মর্ম্ম আপনি হলেন ব্রহ্ম
বিশ্ববীজ শরীর-প্রকাশ॥

"সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত জলময় ছিল।......সেই জলমধ্যে পদ্মপত্রে একা প্রজাপতি অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার কামনা হইল—আমি সৃষ্টি করিব।......সৃষ্টিকর্ত্তার এই সৃষ্টিকামনাকেই পৌরাণিকেরা প্রজাপতির মানস পুত্র মনসিজ কামে পরিণত করিয়াছেন। জলমধ্যে পদ্মপত্রস্থ প্রজাপতিতেও আপনারা কারণসলিলশায়ী নারায়ণের নাভিপদ্মে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইবেন।"—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত যজ্ঞকথা, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

বৈদিক সৃষ্টিপ্রকরণের পদ্মপত্রাসনস্থ প্রজাপতি বৌদ্ধধর্ম্মে পদ্মপত্রাসনস্থ ধর্ম্ম বা আদিদেব বা আদিদেবী হন। এবং বৌদ্ধ আদিদেবী হিন্দুধর্ম্মের ভোল ফিরাইয়া হন কমলেকামিনী।

সিদ্ধ— অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥
দূরশ্রবণমেবেতি দ্বারকায়াঃ প্রবেশনম্।
মনোযায়িত্বমেবেতি সর্ব্বজ্ঞত্বমভীপ্সিতম্॥
বহ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং চিরজীবিত্বমেব বা।
বায়ুস্তম্ভং ক্ষুৎপিপাসা-নিদ্রাস্তম্ভনমেব চ॥
কায়ব্যূহঞ্চ বাক্‌সিদ্ধিং মৃতানয়নমীপ্সিতম্।
সৃষ্টীনাং কারণঞ্চৈব প্রাণাকর্ষণমেব চ॥
প্রাণানাঞ্চ প্রদানঞ্চ লোভাদীনাঞ্চ স্তম্ভনম্।
ইন্দ্রিয়াণাং স্তম্ভনঞ্চ বুদ্ধিস্তম্ভনমেব চ॥—

যাহারা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহারা সিদ্ধ। ইহারা ৩৪ প্রকারের।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৭৮ অধ্যায়।

ভাগবত-পুরাণে (১১।১৫) শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণাযোগপারগৈঃ।
তাসাম্ অষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ॥ ইত্যাদি।

সেখানে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের "দ্বারকায়াঃ প্রবেশনম্" স্থলে "পরকায়-প্রবেশনম্" পাঠ আছে।

চারণ—গন্ধর্ব্ব।

কটক—স° √কট্ (বেষ্টন করা) + অক = বলয়।

পুরট-মুকুট—স্বর্ণ-মুকুট। তুঃ—

ঘৃত-দধি-মধু-পূর্ণ পুরটের বাটি।—ঘনরাম।

কৌস্তভ—[কু (পৃথিবী) + স্তভ (ব্যাপ্ত করা) + অ = কুস্তভ (বিষ্ণু)। কুস্তভ + অ (সম্বন্ধার্থে) = কৌস্তভ। অথবা, কুস্তভ (সমুদ্র) + অ (জাতার্থে) = কৌস্তভ (যাহা সমুদ্রে জন্মিয়াছে)।] বিষ্ণু ও কৃষ্ণের অলঙ্কার-মণি, সমুদ্রমন্থনে ইহা উত্থিত হইয়াছিল। অথবা সূর্য্যের নিকট হইতে যে মণি সত্রাজিৎ পাইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসেনকে দান করেন, এবং প্রসেন-হন্তা সিংহ ও সিংহহন্তা ভল্লুককে বধ করিয়া যাহা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাতি—পংক্তি। ব্যতিরেক অলঙ্কার—যে বস্তুর সঙ্গে উপমা দেওয়া যায় তার চেয়ে উপমিত বস্তুর উৎকর্ষ দেখাইলে ব্যতিরেক বা অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্যরূপক অলঙ্কার হয়। প্রঃ—

ললিত অলক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

২৯ পৃষ্ঠা

কথার সংহতি ইত্যাদি—শব্দ ব্রহ্ম; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত শব্দ ও বাক্য সৃষ্টি হয় নাই, কেবল ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ও চিন্তা মাত্র আছে।

তনু হৈতে হইলা প্রকৃতি—আদ্যা দেবী প্রকৃতি আদিদেবের তনু হইতে চিন্তাপ্রসূত। শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মমঙ্গল দ্রষ্টব্য।

একেশ্বর রাজ্যভার পালিব কেমনে।
ইহা বোলি ধর্ম্ম তবে ভাবেন আপনে॥
হাস্যতে জন্মিঞা আদ্যা পড়ে ভূমিতলে।
উঠিঞা ডাড়াইল আদ্যা দেখেন সকলে॥
—মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী।

শতপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতেও আছে যে প্রজাপতির কামনা বা চিন্তা হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল- সোঽকাময়ত। বাইবেলেও গড ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্টি করেন।

আদি দেবী (২৯—৩১ পৃষ্ঠা)

দশ নখে দশ চান্দ ভাসে—অতিশয়োক্তি বা নিদর্শনা অলঙ্কার।

চান্দ—সং চন্দ্র > প্রাং চন্দ। প্রঃ—উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

যাবক—[যু (মিশ্রিত করা) + অ = যাব। যাব + কণ্ = যাবক] অলক্তক, আল্‌তা।

যেন গঙ্গা সুমেরু-শিখরে—শ্রীমদ্‌ভাগবত-মতে গঙ্গা বিষ্ণুচরণচ্যুত হইয়া দেবমার্গ দিয়া সুমেরু-পর্ব্বতের শিখরে পতিত হন, এবং সেখান হইতে সীতা অলকনন্দা বংক্ষু ভদ্রা নামে চারি ধারায় চারদিকে প্রবাহিত হইয়া যান (৫ম স্কন্ধ, ১৭ অধ্যায়, ৮ শ্লোক)। দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

পৃষ্ঠা

হেম মণিহার ছলে—অপহ্নুতি অলঙ্কার।

স্থির হয়ে সৌদামিনী বসে—নিদর্শনা বা অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার।

তুহু সে বদন কবে ছবি—অধরের বিদ্রুম-জ্যোতি অর্থাৎ প্রবাল বা কিশলয়ের ন্যায় লালিমা মাণিক্যদর্পণের ন্যায় দন্তে এবং দন্তের শুভ্র জ্যোতি রক্তাধরে পরস্পর প্রতিফলিত হইয়া রক্তাধরকে উজ্জ্বল ও শুভ্র দন্তপংক্তিকে আরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার।

নব অরবিন্দ-বন্ধু—নূতন রবি অর্থাৎ অরুণ।

ধরিয়া কুন্তল ছলা—অপহ্নুতি অলঙ্কার।

বন্দী সে করিলা রবি ইন্দু—সিন্দূরের ফোঁটা নবরবির ন্যায় ও চন্দনবিন্দু ইন্দুর ন্যায়, কেশরূপ তিমির-জালে বন্দী হইয়া আছে। নিদর্শনা অলঙ্কার।

বলুকি—পাঠান্তর বনপ্রিয়=কোকিল।

খঞ্জনগঞ্জন আঁখি অকলঙ্কশশীমুখী—ব্যতিরেক অথবা অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্যরূপক অলঙ্কার।

চাপ সহোদর—ধনুকের সহোদরের ন্যায় ক্রমবক্র ভ্রূ, অথবা দুই সহোদর ধনুকের ন্যায় দুই ভ্রূ।

শিরোরুহ—কেশ। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

পরিহরি চাপল্যতা দোষে—ব্যতিরেক বা অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্যরূপক অলঙ্কার।

বলয়া—সং বলয়, তামিল বলৈ।

রঙ্ক—দরিদ্র।

বিজুলি—সং বিদ্যুৎ>প্রা' বিজ্জুল, বা' বিজুলী, বিজুলি, বিজলি। প্রঃ—

বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

৩১ পৃষ্ঠা

উমাপদ হিতচিত—উমার পদে আহিত অর্থাৎ স্থাপিত বা ন্যস্ত চিত্ত যার। [ধা+ক্ত=হিত (স্থাপিত)।]

গৌরী রাগ (৩১—৩৪ পৃষ্ঠা)

৩১ পৃষ্ঠা

গৌরী রাগ নহে রাগিণী, শ্রীরাগের অন্তর্গত। সায়াহ্নে গেয়, বীরত্ব-ভাব-প্রকাশক। গৌরীর আবির্ভাব সূচনা করিবার জন্য কবিকঙ্কণ এই গৌরী রাগিণীর অবতারণা করিয়াছেন।

বেদদেব—? দেবদেব হইবে বোধ হয়।

হৈতে—প্রা° হন্তে>হঁতে, হতে। হইতে বা হৈতে লেখা ভুল; হতে শুদ্ধ।

হেম হৈতে বস্তুত কুণ্ডল ভিন্ন নয়—বেদান্ত-মত।

প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিলা আধান—বৌদ্ধ শূন্যপুরাণ-সম্মত সৃষ্টিতত্ত্ব। সাংখ্য-মতও বটে।

তনয় মহান্—সাংখ্যসূত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—সত্ত্ব-রজস্-তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্ মহান্। মহতো ঽহঙ্কারঃ। অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি। উভয়ম্ ইন্দ্রিয়ম্ তন্মাত্রেভ্যঃ। স্থূলভূতানি (চতুর্বিংশতি তত্ত্ব)+পুরুষ ইতি= পঞ্চবিংশতির্ গণঃ।

পঞ্চতন্মাত্র হইতেছে শব্দ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ। তাহা হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি—শব্দ হইতে ব্যোম, স্পর্শ হইতে বায়ু, রূপ হইতে অগ্নি, রস হইতে জল, ও গন্ধ হইতে ক্ষিতি। অহঙ্কার অর্থাৎ আমি আছি বা আমি হই এই বোধ হইতে কালের সহযোগে সৃষ্টি হয়। অহঙ্কার ত্রিবিধ—সত্ত্ব রজ তম।

শ্রীমদ্‌ভাগবত, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে এইরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ আছে। পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব থাকা নিয়ম। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলও বাংলা পুরাণ, তাই এতেও সৃষ্টি-প্রকরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সৃষ্টিপ্রকরণে বেদান্ত ও সাংখ্যমতের সংমিশ্রণ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেণীর সাধারণ লোকের মধ্যে যে দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল তাহা না-বৈদান্তিক না-সাংখ্য, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী মিশ্রিত কিছু। তার এক দিকে ঝোঁক দিয়া বেদান্ত-মতবাদ ও অপর দিকে ঝোঁক দিয়া সাংখ্য-মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছিল। কবিকঙ্কণের মতও বেদান্ত-সাংখ্যের মিশ্রণ, তার সঙ্গে আবার লোকায়ত বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদ ও পৌরাণিক মতবাদের মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

বহুত—স° প্রভূত>প্রা° বহুঅ, বহুত্ত হইতে, অথবা স° বহুতর হইতে। প্রঃ—

আল বহুত ফল খায়িলেঁ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

গুণভেদে একদেব হৈল তিন জন ইত্যাদি—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্য খণ্ড ৬।৯৬-৯৭ শ্লোক অনুসারে লিখিত।

৩২ পৃষ্ঠা

নীললোহিত কুমার—অথর্ব্ববেদে ব্রাত্য-দেবতা রুদ্রের উদর নীল ও পৃষ্ঠ লোহিত; যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় বা রুদ্রাধ্যায় নামক অংশে রুদ্রের দেহ লোহিত, কণ্ঠ নীল; রুদ্র অগ্নি, এজন্য তাঁহার উদর নীল ও পৃষ্ঠ লোহিত। অথর্ব্ববেদের ১৫ অধ্যায়ে সপ্তমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। (১৩২৮ সালের ৩য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "মহাদেব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে যে, ভূতপতি গৃহপতি ও তাঁর পত্নী উষা। উষা এক কুমার প্রসব করেন। সেই কুমার ক্রন্দন করিয়া প্রার্থনা করেন যে আমাকে নাম দাও। প্রজাপতি সেই কুমারকে রোদন করিতে দেখিয়া নাম রাখেন রুদ্র। পরে ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব পশুপতি উগ্র অশনি ভব মহান্‌দেব ঈশান এই আট নাম রাখেন। নবম নাম কুমার—ইনি অগ্নি।

সাংখ্যায়ন বা কৌশিতকী ব্রাহ্মণেও এইরূপ উপাখ্যান আছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় রুদ্র তাম্রবর্ণ ও লোহিতবর্ণ। পুরাণে রুদ্রের নীললোহিত নামের কারণ বলা হইয়াছে—কণ্ঠে নীল ও কেশে লোহিত। মহাভারতের মতে শিবের কণ্ঠ ইন্দ্রের বজ্রে দগ্ধ হইয়া অথবা বিষ্ণুর গলাধাক্কা খাইয়া নীল হইয়াছিল এবং তাঁহার জটা লোহিতবর্ণ ছিল।

বৈদিক রুদ্র অগ্নি যখন শিব মহাদেবে রূপান্তরিত হইলেন তখন এই উপাখ্যানও পুরাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া শিবে আরোপিত হইল।—

ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া আত্মতুল্য এক পুত্র কামনা করিলে তাঁর কোলে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁর গায়ের রং নীল-লোহিত। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন রোদন করিতেছ? নীললোহিত কুমার বলিলেন—আমার নাম জায়া ধাম নিরূপণ কর। তখন ব্রহ্মা কুমারের রোদন হেতু প্রথম নাম রাখিলেন রুদ্র; পরে অন্য নাম রাখিলেন—ভব সর্ব্ব ঈশান পশুপতি ভীম উগ্র মহাদেব। রুদ্রের অষ্ট মূর্ত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল—সূর্য্য জল মহী বহ্নি বায়ু আকাশ দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও সোম। আটটি পত্নী নিরূপিত হইল—সুবর্চ্চলা উমা বিকেশী স্বধা স্বাহা দিক্ দীক্ষা রোহিণী। তাঁদের আট সন্তান—শনৈশ্চর শুক্র লোহিতাঙ্গ (মঙ্গল) মনোজব স্কন্দ সর্গ সন্তান বুধ।—শ্রীমদ্‌ভাগবত ৩য় স্কন্ধ, ১২ অধ্যায়; মার্কণ্ডেয় পুরাণ; ইত্যাদি।

পুরাণ-বর্ণিত নামগুলির সঙ্গে কবিকঙ্কণের দেওয়া নামগুলির মিল নাই। কবি কোন্ পুরাণ হইতে ঐসব নাম সংগ্রহ করিয়াছেন আবিষ্কার করিতে পারি নাই।

থুইল—স° স্থাপি ধাতু। প্রঃ—রূপা থোই মহিকে ঠাবী।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

পরমাই—স° পরমায়ু।

জন্মাইব—জন্মিল।

৩২ ক পৃষ্ঠা

আপনার তনু ধাতা কৈল দুইখান—এই উপাখ্যান ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ও শ্রীমদ্‌ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ১২ অধ্যায়ে এবং অন্যান্য পুরাণে আছে। খান>স° খণ্ড।

নিবেদন—নিবেদন করেন।

বসিব—বসিবে।

অসুরে হরিয়া নিল—হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে হরণ করিয়া পাতালে লুকাইয়া রাখিয়াছিল (ভাগবত)।

পাতাল-সরণী—পাতালের সরণিতে অর্থাৎ পথে।

নাসাপথে বরাহ—ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই উপাখ্যানটি আছে—

ইত্যভিধ্যায়তো নাসাবিবরাৎ সহসানঘ।
বরাহতোকো নিরগাদঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ।

বরাহ-অবতারের উপাখ্যান নানা বিভিন্ন আকারে তৈত্তিরীয় সংহিতায়, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, রামায়ণ ২য় কাণ্ডে, লিঙ্গপুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে, বহ্নিপুরাণে, পদ্মপুরাণে ও হরিবংশে আছে। প্রথমে বরাহ ব্রহ্মার অবতার ছিল; শৈবপুরাণে শিবের অবতার হয়; পরে বিষ্ণু যখন অবতার হইবার অধিকার আত্মসাৎ ও একচেটিয়া করিলেন, তখন বরাহও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কায়েমী হইয়া গেল। (১৮৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)।

আচম্বিত—স° অসম্ভাবিত, আচমৎকৃত, আশ্চর্যাভূত বা অত্যদ্ভুত শব্দ হইতে আসিয়া থাকিতে পারে। অর্থ—অকস্মাৎ। ও আচম্বিত, হি আচম্ভিত, ম আচম্বেঁ। প্রঃ—

তাহে আদ্যাশক্তির জনম হইল আচম্বিতে।—শূন্যপুরাণ।

মজুক—স° মজ্জ বা মসজ ধাতু।

নাচাড়ি—যাহা নাচিয়া নাচিয়া গান করা হয়।

মায়—মায়ী—মায়া আছে যার, মায়াবী।

যজ্ঞপত্রজাল—কুশ; যে পত্র যজ্ঞে আবশ্যক বলিয়া অপর নাম হইয়াছিল—যাজ্ঞিক, যজ্ঞভূষণ, পবিত্র। আদিতে বরাহ অবতার যজ্ঞবরাহ বা যজ্ঞের রূপক মাত্র ছিল।

বর্হিষ্মতী নাম পুরী সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতা।
ন্যপতন্ যত্র রোমাণি যজ্ঞস্যাঙ্গং বিধুন্বতঃ॥
কুশকাশাস্ত এবাসন্ শশ্বদ্ধরিতবর্চ্চসঃ।
ঋষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞঘ্নান যজ্ঞমীজিরে॥
—ভাগবত।

৩২খ পৃষ্ঠা

মহারম্ভ—মহান্ আরম্ভ, বৃহৎ উদযোগ।

হিরণ্যাক্ষ—দিতির গর্ভে জাত কশ্যপের পুত্র। হরির অনুচর জয় বিজয় বৈকুণ্ঠে উলঙ্গ ঋষিদিগকে প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে ঋষিশাপে অসুররূপে দিতির গর্ভে

জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে হরণ করিয়া পাতালে লুক্কায়িত হইলে বিষ্ণু বরাহরূপ ধরিয়া আদি-দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করেন (ভাগবত, গরুড়পুরাণ)।

তথি—সং তত্র বা তংহি>প্রাং তথ। প্রঃ—

যমুনার তীরে বাধা কদমের তলে।

তথি মাঝে কাহ্নাঞিঁর থানে॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সিদ্ধ—চতুস্ত্রিংশদবিধঃ সিদ্ধঃ সর্ব্বকর্ম্মোপকারকঃ।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, কৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৭৮ অধ্যায়।

সিদ্ধয়ো হষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণাযোগপারগৈঃ।—ভাগবত, ১১।১৫।

২৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

ঝাড়েন—সং ঝট, জট ধাতু রাশীকরণে। তাহা হইতে ঝাট, ঝাড়=মার্জ্জন। প্রঃ—

ধেআন করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

উঠে বিম্ব সটা ধৃত—কম্পিত দেহ হইতে সটা বা জটা অর্থাৎ লোম ঝাড়া পাইয়া বারিবিম্ব উঠিতেছে।

মহ তপ সত্য জন—সপ্তলোকের চার লোক। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহ জন সত্য তপঃ এই সপ্ত লোক।

মখ—যজ্ঞ।

৩৭ পৃষ্ঠা

অখিলপর্ব্বতগুরু মেরু—ভূগোলকের অভ্যন্তরবর্ষ ইলাবৃত, তার নাভিদেশে অবস্থিত সর্ব্বতঃ-সৌবর্ণ কুলগিরিরাজ মেরু।—ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, ১৬ অধ্যায়। বিষ্ণুপুরাণ ২য় অংশ, ২য় অধ্যায়। অন্যান্য মতের জন্য "মানবের আদিজন্মভূমি" দ্রষ্টব্য।

মন্দার—মন্দরো মেরুমন্দরঃ সুপার্শ্বঃ কুমুদ ইত্যযুত যোজন-বিস্তারোন্নহা মেরোশ্চতুর্দ্দিশম্ অবষ্টম্ভগিরয়ঃ উপক্লিপ্তাঃ।—ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, ১৬ অধ্যায়।

মন্দর পর্ব্বত—বিন্ধ্যপর্ব্বতের একাংশ, ভাগলপুরের নিকটে বর্ত্তমান।

গন্ধমাদন—ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব্বে, কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমায় (ভাগবত ৫।১৬)। কৈলাশের উত্তরে মানস-সরোবরের নিকটে তিব্বতে (ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-শিরোমণি)। সুমেরুর দক্ষিণ দিকে (বিষ্ণুপুরাণ, ২।২)। লক্ষ্মণের শক্তিশেলের পর বিশল্যকরণীর জন্য হনুমান ইহাকে উৎপাটন করিয়া সমগ্রই লঙ্কায় লইয়া গিয়াছিলেন (রামায়ণ)।

মাল্যবান—ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব্বে (ভাগবত ৫।১৬)। কেতুমাল ও ইলাবৃতবর্ষের সীমাপর্ব্বত, নীলগিরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত (সিদ্ধান্তশিরোমণি)। কিষ্কিন্ধ্যায় (রামায়ণ)। ইহার অপর নাম প্রস্রবণগিরি (উত্তররামচরিত)। মান্দ্রাজের বল্লগিরি জেলায় এই পর্ব্বত বিদ্যমান।

নীল—নীলগিরি। ইলাবৃতবর্ষের উত্তর হইতে রম্যক পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত (পুরাণ) উত্তরনীলাচল আসামে; দক্ষিণনীলাচল ওড়িষায়; নীলগিরি বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে বিদ্যমান।

শ্বেত—শ্বেতগিরি বা ধবলগিরি, হিমালয়শৃঙ্গ।

শৃঙ্গবান—উত্তরোত্তরেণেলাবৃতং নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবানিতি ত্রয়ো রম্যক-হিরণ্ময়-কুরূণাং বর্ষাণাং মর্য্যাদাগিরয়ঃ (ভাগবত, ৫।১৬)। শ্বেতবর্ষের উত্তরদেশবর্ত্তী শৃঙ্গবান্ নামে পর্ব্বত (বিষ্ণুপুরাণ ২।৮)।

হেমহিমকূট—হিমালয়ের শিখর কাঞ্চনশৃঙ্গ বা কাঞ্চনজঙ্ঘা। দক্ষিণেনেলাবৃতং নিষধো হেমকূটো হিমালয় ইতি (ভাগবত, ৫।১৬)।

উদয়গিরি অস্তেশশিখরী—কাল্পনিক পৌরাণিক পর্ব্বত। পৌরাণিক মতে সূর্য্য পূর্ব্বদিকের এক গিরি হইতে রথ চালাইয়া পশ্চিমদিকের পর্ব্বতে গিয়া রাত্রি যাপন করেন। ভুবনেশ্বরের নিকটে উদয়গিরি নামে এক পর্ব্বত আছে; বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বিদর নগর হইতে ২০ ক্রোশ উত্তরে অপর এক উদয়গিরি আছে।

লোকালোক—সপ্তদ্বীপা ও সপ্তসমুদ্রা পৃথিবীকে প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে যে পর্ব্বত, তার ভিতর দিকে সূর্য্য ভ্রাম্যমাণ বলিয়া এদিক্ লোক অর্থাৎ আলোকিত এবং বাহির দিকে সূর্য্য যাইতে না পারায় সেদিক্ অলোক অর্থাৎ অন্ধকার; এইরূপে এক পৃষ্ঠ লোক ও অপর পৃষ্ঠ অলোক বলিয়া পর্ব্বতের নাম লোকালোক (রামায়ণ)।

তায় যোগেশ্বর পতি—ভূগোলক নয় বর্ষে বিভক্ত; সেই 'নবস্বপি বর্ষেষু ভগবান্ নারায়ণো মহাপুরুষঃ পুরুষাণাং তদনুগ্রহায়াত্মতত্ত্বব্যূহেনাত্মনাঽদ্যাপি সন্নিধীয়তে' (ভাগবত, ৫।১৭)। যোগেশ্বর = বিষ্ণু, নারায়ণ।

শিশুমার—শিশুমারস্য যঃ প্রোক্তঃ স ধ্রুবো যত্র তিষ্ঠতি। তারকা-শিশুমারস্য নাস্তম্ এতি। ইত্যাদি (বিষ্ণুপুরাণ, ২।৯, ২।১২)। "আকাশে শিশুমারাকৃতি তারাপুঞ্জময় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর যে রূপ দেখা যায়, তাহার পুচ্ছাগ্রভাগে ধ্রুব অবস্থিত।"—বিষ্ণুপুরাণ, ২।৯।১। "শিশুমার-সংস্থানেন ভগবতো বাসুদেবস্য" ইত্যাদি (ভাগবত, ৫।২৩)। "সর্ব্বাধ্যক্ষ জনার্দ্দনই শিশুমাররূপে সকল গ্রহগণের ও ধ্রুবের আধার।"—(বিষ্ণুপুরাণ, ২।৯)। বিষ্ণুর বরে ধ্রুব-পদ লাভ করিয়াও

ধ্রুব সন্তুষ্ট হন নাই ; তিনি বলেন—বিষ্ণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকাতে তাঁর তৃপ্তি হইবে না। তখন বিষ্ণু ভক্তের তৃপ্তির জন্য শিশুমার রূপ ধারণ করিয়া ধ্রুবলোকের নিকটে অবস্থান করিবেন স্বীকার করিলেন। Ursa Minor অথবা The Little Bear নামে পরিচিত তারকাপুঞ্জ। (রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

মেরুশৃঙ্গে হৈল চারি ধারা—গঙ্গা মেরুশৃঙ্গে পতিত হইয়া সীতা ভদ্রা বংক্ষু অলকনন্দা চারি ধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিল (ভাগবত, ৫।১৭ ; বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্য, ১১ অধ্যায়)।

রাজা কৈলা মঙ্গল প্রকাশ—রাজা মঙ্গলকাব্য রচনা করিতে কহিলা, অথবা রাজা মঙ্গলকাব্য প্রচারে সাহায্য করিলা। প্রাচীন বাংলায় উভয় √কহ ও √কর স্থানে √ক ধাতুর প্রয়োগ বিকল্পে হইত।

কথো—বৈদিক কতি > সং কিয়ৎ > বাং কত, কথো।

কথো দূর পথ গিআঁ দেখিল বড়ায়ি।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

৩৪ পৃষ্ঠা

প্রিয়ব্রত—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের উপাখ্যান বিষ্ণুপুরাণে (১ম অংশ, ১১ অধ্যায়) আছে ; মনুর কন্যা ও জামাতাদের বিবরণ আছে ভাগবতে (৩।১২)।

রথচক্রে হইল যার এ সাত সাগর—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র রাজা প্রিয়ব্রত ভগবদ্‌ভক্ত তপস্বী ছিলেন বলিয়া তাঁর অলৌকিক শক্তি ছিল। সূর্য্য পৃথিবীকে দিনমানে মাত্র আলোক দেন ও রাত্রে অন্তর্হিত হন, ইহাতে বিরক্ত হইয়া এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রিয়ব্রত প্রতিজ্ঞা করেন—আমি স্বকীয় তেজে রজনীকেও দিন করিব। অনন্তর তিনি সূর্য্যতুল্য বেগবান্ জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় সাতবার সূর্য্যের পশ্চাৎদিকে ভ্রমণ করেন। তাঁর রথচক্রাগ্র দ্বারা সাতটা গর্ত্ত হইয়াছিল। ঐ-সমস্ত খাত সমুদ্ররূপে পরিণত হইয়াছে।—শ্রীমদ্‌ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও এই আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে। ৮৯-৯১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য। তুঃ—

তাঁহার তনয় নামে পৃথু নরবর।
যাঁর রথচক্রে ছয় হইল সাগর ॥—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

ষোল—সং ষোড়শ > প্রাং ষোড়হ, সোলহ ; হিং ষোলহ, বাং ষোল।

পাঠাল্যা—সং প্রস্থাপন > প্রাং পট্ঠারণ > বাং পাঠাওন।—প্রঃ—

পুরুবেঁ তাহাক আহ্মে পাঠায়িল পান।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

অথ ভৃগুমুনির যজ্ঞারম্ভ (৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা)

৩৪ পৃষ্ঠা

এই প্রসঙ্গের মূল ভাগবত ৪।৪।

ভৃগু—ব্রহ্মার মানসপুত্র। বৈদিক ঋষি।

বিরিঞ্চি—বি (বিবিধ) + রচ্ (সৃষ্টি) + অ + ইন্ (করেন যিনি)। ব্রহ্মা।

হোতা—যে পুরোহিত যজ্ঞস্থলে দেবতাদের আহ্বান করেন।

৩৫ পৃষ্ঠা

চক্রপাণি চাপিয়া গরুড—মাতার দাসীত্ব মোচনের জন্য গরুড স্বর্গে অমৃত লুণ্ঠন করিতে গেলে দেবতাদের পক্ষে বিষ্ণু গরুডের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বিষ্ণুর যুদ্ধ কৌশলে তুষ্ট হইয়া গরুড বিষ্ণুকে বর দিতে চাহে, তখন বিষ্ণু প্রার্থনা করেন যে গরুড যেন তাঁর বাহন হয়। তদবধি গরুড় বিষ্ণুর বাহন।—মহাভারত, আদি পর্ব, ৩৩ অধ্যায়।

বৃষভবাহনে চন্দ্রচূড—শিবের দেবত্বের ইতিহাস (৫৪ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

মহিষে চতুর্দ্দশ যম—যম বৈদিক দেবতা (ঋগ্বেদ ১০।১৪, ১৩৫, ১৫৪)। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৬।৫।২) ও আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে (১৬।৬) যমের বাহন হিরণ্যাক্ষ আয়সখুর অশ্ব। যমলোক জ্যোতির্ময়, তাহার নিম্নে মহিষরূপী অন্ধকার ও মেঘ বিচরণ করে। ইহা হইতে পুরাণে যমের বাহন মহিষ কল্পিত হয়। পুরাণে যম চৌদ্দ জন, যথা—

> যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
> বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ॥
> ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে
> বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ
>
> তিথিতত্ত্ব ধৃত ভবিষ্যপুরাণ বচন

ধর্ম বৃষরূপ ধারণ করিয়া শিবের বাহন হইয়াছিলেন, আর অধর্ম বা পাপ মহিষ-রূপ ধরিয়া যমের বাহন হইয়াছিল। দ্রঃ পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ১১ অধ্যায়।

হরির উপরে উনপঞ্চাশ পবন—ঋগ্বেদে মরুৎগণের সংখ্যা সপ্ত (৫।৫২।১৭)। এই সংখ্যা উল্লেখের সময় সপ্তমে সপ্ত—সাত সাতজন মরুতের উল্লেখ থাকাতে পুরাণে সাত সাতে ৪৯ জন মরুৎ হইয়াছিল। ঋগ্বেদে একস্থানে (৮।৯৬।৮) তেষট্টি জন মরুতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পুরাণের মতে—দিতির গর্ভে দৈত্যদিগের জন্ম ; তারা সকলেই ইন্দ্রশত্রু। দিতির পুনরায় গর্ভসঞ্চার হইলে দিতির গর্ভের সন্তান বধ করিবার জন্য ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে ভ্রূণকে সপ্তধা ছেদন করেন এবং সেই সপ্ত খণ্ড রোদন করিতে লাগিলে ইন্দ্র আবার ঐ সাত খণ্ডকে সাত সাত খণ্ডে ছেদন করেন। ইহাদিগকে "মা রুদঃ" বলিয়া ক্রন্দন করিতে নিষেধ করা হয় ; তাহা হইতে এদের নাম হয় মরুৎ। এই মরুৎগণই বায়ু বা পবন।—মৎস্যপুরাণ, ৭ অধ্যায় ; বামনপুরাণ, ৭১ অধ্যায়।

পবন দ্রুতগামী ; জন্তুদের মধ্যে হরিণ সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ; তাই হরিণকে বায়ুর বাহন কল্পনা করা হইয়াছিল। ঋগ্বেদেই ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় (২।৩৪।৩ ; ১।৩৭।২)।

বহ্নিপুরাণের গণভেদনামাধ্যায়ে উনপঞ্চাশ পবনের প্রত্যেকের নাম আছে।

দশ লোকপাল—দশ দিকে দশ লোক ; প্রত্যেক লোকের পালক এক এক দেবতা ;—পূর্ব্বদিক্‌পাল ইন্দ্র, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণ দুয়ারে যম, নৈঋত কোণে নিঋতি, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরে কুবের, ঈশানকোণে ঈশান, উর্দ্ধে ব্রহ্মা, এবং অধতে অনন্ত।

পাদ্য—পা ধুইবার পুষ্পবাসিত জল।

"কেবলং তোয়মেব তৎ"।—কালিকা-পুরাণ, ৬৮ অধ্যায়।

অর্ঘ্য—দূর্ব্বা আলোচাল ফুল ও জল দ্বারা পূর্ণ পাত্র, পূজ্যজনকে স্বাগত অভ্যর্থনার চিহ্নস্বরূপ দিতে হয়।

পাদ্যে চার্ঘ্যে জলং তাবদ্ গন্ধ-পুষ্পাক্ষতং যবাঃ।
দূর্ব্বাস্-তিলাশ্চ চত্বারঃ কুশাগ্র-শ্বেতসর্ষপাঃ॥—তন্ত্রসার।
(৪১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)

মধুপর্ক—

দধি সর্পির্ জলং ক্ষৌদ্রং সিতা তাভিস্ চ পঞ্চভিঃ।
প্রোচ্যতে মধুপর্কস্তু সর্ব্বদেবৌঘতুষ্টয়ে॥
তদ্ দদ্যাৎ কাংস্যপাত্রেণ রৌপ্য-শ্বেতভবেন বা।
—কলিকাপুরাণ, ৬৮ অধ্যায়।

কাঁসা সোনা বা রূপার পাত্রে দই ঘি জল মধু চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়াকে মধুপর্ক বলে।—কাংস্যে মধুপর্কে ঘৃতং মধু দধ্না সহ পলৈকস্তু।—তন্ত্রসার।

সিদ্ধান্ত—মীমাংসা।

পূর্ব্বপক্ষ—প্রশ্ন। ন্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ।

দক্ষ কাঁপে রোষে—দক্ষ ব্রাহ্মণ ; তিনি সকলের সম্মান পাইয়া অহঙ্কৃত ; শিবের সম্মান না পাওয়াতে ক্রুদ্ধ। এই ঘটনায় অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অস্বীকারের

আভাস পাওয়া যায়। ভৃগু ও দক্ষ ব্রহ্মার পুত্র, বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত; শিব অনার্য্য শবরকিরাতদের দেবতা, বৈদিক যজ্ঞে তাঁর ভাগ বৈদিক ঋষি ও দেবতারা নির্দ্দেশ করেন নাই; ইহাতে একদিকে যেমন বৈদিকগণ শিবকে অগ্রাহ্য করিতেছেন, অপর দিকে শিবও তেমনি ব্রাহ্মণকে অমান্য করিয়া যজ্ঞ পণ্ড করিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দক্ষের কোপের বর্ণনা ভাগবতের ৪।২।৮ শ্লোক অনুসারে লিখিত।

দক্ষের শিবনিন্দা (৩৬—৩৭ পৃষ্ঠা)

৩৬ পৃষ্ঠা

দক্ষ—ঋগ্বেদে দক্ষ অগ্নির বিশেষণ মাত্র, অর্থ—নিপুণ, সমর্থ, কুশলী, পরে দক্ষ অগ্নি-যজ্ঞের ঋত্বিক হইয়া দক্ষযজ্ঞব্যাপারের নায়ক হইয়াছেন।

ঝি—সংস্কৃত দুহিতা>প্রাকৃত ধীদা, পালি ধিতা, ধী, ধি>বাংলা ঝি=কন্যা। ধীদা, ধিতা>ঝিঅ, ঝিয়া, ঝিয়ে>ঝি। প্রঃ—

শুক্রবার দিনে গো ঝিএ করিব হবিস্য।—শূন্যপুরাণ।

হেন ক—এখন ‘ক’ অব্যয় কেবল মাত্র না শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়—সে করেনাক, খায়নাক, ইত্যাদি। ‘হেন ক’ স্থলে এখন ‘হেন ত’ ব্যবহার চলিতেছে। প্রঃ—

বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কোন গুরু শিখাইল হেনক চরিতে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

হেনক গোবিন্দ বিনে না ভাবিহ আন।—শ্রীকৃষ্ণবিলাস।

হেনক আমার ভার।—চণ্ডীদাস।

ভাঙড়—ভাঙ্‌খোর, যার মতি বুদ্ধি ভাঙের নেশায় বিকৃত। স ভঙ্গা>ভাং।

অধিপাপ—শ্রেষ্ঠ পাপ, পাপিষ্ঠ।

নাহি জানি আদি মূল ইত্যাদি—এই পদে দ্ব্যর্থ সংগোপনে আছে। সুতরাং ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার (Irony). শিব অনাদি অনন্ত অজ স্বয়ম্ভু, সুতরাং তাঁর জাতি কুল পিতামাতা নাই; অপর পক্ষে শিবের বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে ঘৃণা ও নিন্দা প্রকাশ করা হইতেছে।

মন্দধিয়ে—মন্দ ধী (বুদ্ধি) যার।

হেট—সংস্কৃত অধঃ>প্রাকৃত হেট্‌ঠং, পালি হেট্‌ঠা>বা° হেট, হেঠ, হেঁট=নত।

দেববুদ্ধি করে কোন্ জন—এমন অনার্য্য-আচারী লোককে কে দেবতা বলিয়া বিবেচনা করিল? এই কথার মধ্যে শিবকে ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা দেবতা বলিয়া স্বীকার করায় আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

দানা—দানব শব্দজ।

দিগপতি—শিব ঈশানকোণের অধিপতি।

চাহিবারে ভাল ভাল—উত্তম জামাতা খুঁজিতে খুঁজিতে।

৩৭ পৃষ্ঠা

শ্বশুর যেমন তাত—শ্বশুর পিতৃতুল্য, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সপ্ত বা পঞ্চ পিতার অন্যতম।—

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা।
জনয়িতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥—চাণক্য।

কন্যাদাতাঽন্নদাতা চ জ্ঞানদাতাঽভয়প্রদঃ।
জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৩৫ অধ্যায়।

কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, ১১ অধ্যায়ে শ্বশুরকে পিতৃতুল্য গুরুজন বলা হইয়াছে।—

উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ।
মাতুলঃ শ্বশুরস্ ত্রাতা মাতামহ-পিতামহো ॥
বন্ধুর্ জ্যেষ্ঠপিতৃব্যশ্ চ পুংস্বেতে গুরবঃ স্মৃতাঃ।

লয় লোকে অনুরাগ······বেদপথে নয় অবধান—লয়=নয়, নাই। লোকের সঙ্গেই তার প্রীতি নাই অথবা সংসারে তার আসক্তি নাই; যজ্ঞভাগী হওয়া ত দূরের কথা সে বেদাচারই অবগত নয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণসমাজের লোকে এখনো শিবের পরিচয়ই জানে না, সেও লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া পরিচিত হয় নাই, তাকে যজ্ঞে স্থান দিব কেমন করিয়া; বেদনির্দ্দিষ্ট যজ্ঞবিধির মধ্যে ত শিবের উল্লেখও পাওয়া যায় না, শিব বৈদিকদিগের অপরিচিত, সুতরাং দেবতা কি না সন্দেহ।

ভাগবত ৪।২ অধ্যায় অবলম্বনে এই অংশ লিখিত।

দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ (৩৭ পৃষ্ঠা)

৩৭ পৃষ্ঠা

নন্দী—শিলাদ-মুনির যজ্ঞকুণ্ডোদ্ভব পুত্র, শিবপার্ব্বতীর দ্বারা পুত্রীকৃত (শিবপুরাণ, সনৎকুমারসংহিতা, ৪৫ অধ্যায়)। অথবা পার্ব্বতীরই পুত্র গণপতি (কালিকা পুরাণ, ৬৩ অধ্যায়)। অথবা দক্ষানুচর হইতে শিবানুচরত্ব লাভ করেন—

অহং নন্দী নাম নাম্না দক্ষস্যানুচরঃ সদা।
শিষ্যো দধীচের্ বিপ্রর্ষেস্ ত্বৎপ্রভাববিদঃ সতঃ ॥

শিবো হরঃ সনাতনো মহেশ্বরঃ পুরাতনঃ।
বৃষেশপৃষ্ঠশোভনো নমামি তে পদাম্বুজম্॥
ভবৎসমীপবাসিতাং শ্রয়ামি চিত্তবাঞ্ছয়া।
সমাগতোঽহম্ অত্র তে সতীপতে প্রসীদ মে॥

—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ৪ অধ্যায়।

শাপ দিতে নন্দী কুশ লৈলা—স° কুশ = জল।—

পিত্র্য-মন্ত্রানুহরণে আত্মালম্ভে হ্যবেক্ষণে।
অধোবায়ু-সমুৎসর্গে প্রহাসে ঽনৃত ভাষণে॥
মার্জ্জার-মূষিক-স্পর্শে আক্রুষ্টে ক্রোধসম্ভবে।
নিমিত্তেষু চ সর্ব্বেষু কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপঃ স্পৃশেৎ॥

—ছান্দোগপরিশিষ্ট, কাত্যায়ন, শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

রৌদ্র পিত্র্য সুরান্ মন্ত্রান্ তথা বৈ চাভিচারিকান।
ব্যাহৃত্যালভ্য চাত্মানম অপঃ স্পৃষ্ট্বান্যদ-আচরেৎ॥

—যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

বরদাতন্ত্রে (১ম পটল) লিখিত আছে যে পূজাকালে বা কোন মন্ত্র উচ্চারণের সময় সর্ব্বদা কুশহস্ত হইয়া থাকিবে; কুশহস্ত না হইলে পূজা বিফল হয় এবং মন্ত্রের ও ফল পাওয়া যায় না। অভিশাপ দেওয়া একপ্রকার মন্ত্রবিশেষের উচ্চারণ মাত্র; সুতরাং অভিশাপ দেওয়ার সময়ে কুশহস্ত হওয়া শাস্ত্রানুমোদিত।

(শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত, প্রবাসী।)

শাপ দেওয়ার সময় যাহাতে শাপবাক্য নিষ্ফল না হয় সেজন্য শাপদাতা আচমনাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া লয়েন, এরূপ প্রমাণ শাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে। শুদ্ধ এবং পবিত্রভাবে যে কথা বলা যায় তাহার গুরুত্ব যে সাধারণ কথা হইতে অনেক বেশী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাপদাতা শুদ্ধ হইয়া ইহাও দেখান যে তিনি ঠাট্টা করিতেছেন না, তিনি প্রকৃতপক্ষেই শাপ দিতে উদ্যত। কুশ হিন্দুদিগের অতি পবিত্র জিনিষ। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা কুশ হাতে রাখিবার নিয়মও রহিয়াছে। কোনও শাস্ত্রীয় কার্য্যাদির সময় কুশ না লইলে অপবিত্রই থাকিতে হয়, ইহা আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। এ অবস্থায়, শাপ-দান-কালে কুশ হাতে লওয়া অতি স্বাভাবিক।

(শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, প্রবাসী।)

তুঃ—

মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে নিল জল।

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

মহাক্রোধ করি মুনি জল নিল হাত।
অভিশাপ দিল তারে হইয়া কুপিত॥
—কৃত্তিবাস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

লৈল—স° নী ধাতু বা লভ ধাতু>বা° ল ধাতু। প্রঃ—

মেরু শিখর লই গঅণ পইসই। —বৌদ্ধগান ও দোহা।

ব্রাহ্মণের রাজা—দক্ষ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিনিধি, কাজেই তিনি অবৈদিক দেবতা শিবের বিরোধী।

ধরাইল ছাতা—ছত্র রাজচিহ্ন; কারো মাথায় ছাতা ধরা মানে তাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করা।

ইত্যয়ং নবদণ্ডাখ্যশ্ছত্ররাজো মহীভুজাম্।
অভিষেকে বিবাহে চ গ্রহণাৎ প্রীতিবর্দ্ধনঃ॥
—ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু।

কনক পইতা—

সত্যে স্বর্ণময়ং সূত্রং ত্রেতায়াং রাজতং তথা।
দ্বাপরে তাম্রজং প্রোক্তং কলৌ কার্পাসসম্ভবম্॥
—বৃহদ্রাজমার্ত্তণ্ড।

দক্ষ সত্যযুগের লোক, তাই তাঁর কনক পইতা।

পইতা—স° পবিত্র। উপবীত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণের জন্য "অর্চ্চনা" ভাদ্র ১৩৩০, "প্রবাসী" আশ্বিন, ১৩৩০, ৮১৩ পৃষ্ঠা, Vishwa-bharati 1923 July-Sravan দ্রষ্টব্য। প্রঃ—

নবগুন পইতা গোশাঞি ব্রাহ্মণে দিল।—ধর্ম্মপূজাবিধান।
যোড় যোড় পৈতা দিলে গলায় তুলিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
কনক পৈতা খুলিয়া লইল ততখন।—শূন্যপুরাণ।

ওঝা—স° উপাধ্যায়<প্রা° উঅজ্‌ঝায়, ওজ্‌ঝায়; সিংহলী ঝাঝো।

ব্রাহ্মণে পালিতে······হইল পালধি—ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথ পালধি-বংশীয় ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ কবিকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এইজন্য কৃতজ্ঞ কবিকঙ্কণ আশ্রয়দাতার স্তুতি করিতেছেন দক্ষ রাজার কথার ছলে।

নিবেদন—নিবেদন করেন।

খোঁটা—গঞ্জনা। স° কূট=কীলক, গোঁজ; মিথ্যা। গোঁজ-খোঁটার সদৃশ তীক্ষ্ণ সূচীমুখ বাক্য, বা মিথ্যা গঞ্জনা। প্রঃ—

তোমার যৌবন রাধে পাণির ফোটা।
চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলেও খোঁটা শব্দ গঞ্জনা অর্থে আছে। কীলক অর্থে খোঁটা খুঁটি শব্দ বৌদ্ধগান ও দোহায় এবং শূন্যপুরাণে আছে।

ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় অবলম্বনে এই অধ্যায় লিখিত।

শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনা (৩৯-৪০ পৃষ্ঠা)

৩৯ পৃষ্ঠা

বাপা—স° বপ ধাতু হইতে। যিনি বীজ বপন করেন। বাপা>বাবা। প্রঃ—

মূল নখলি বাপ সংঘারা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

তুমি হেন থাকিতে বাপা কেমতে মরিল।—গোবিন্দচন্দ্রের গান।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে—বাপ, বাপু।

সুপড়সি—উত্তম প্রতিবাসী। সং পট্টবাসী। পাটক গ্রামার্দ্ধে।—হেমচন্দ্র।

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।

হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী॥—বৌদ্ধগান ও দোহা।

জুড়াইতে—স° জড=হিম। প্রঃ—

জুড়াইলে সোআদ লাগে তপত দুধ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সুমঙ্গল সূত্রকরে—বিবাহের সময় হাতে দূর্ব্বাগুচ্ছ সহ সূত্র বন্ধন করিতে হয় মিলনবন্ধন ও বংশবিস্তারের চিহ্ন-স্বরূপ। যখন সেই সূত্র হাতে বাঁধা ছিল। আট দিন পর্য্যন্ত সূত্র হাতে বাঁধা থাকে। তাহা হইতে অর্থ—নববধূবেশে।

মায়ের বন্ধনে খাব ভাত—গৌরীর এই সাধ বাঙালী মেয়ের সাধ।

করিবে ব্যাভার—ব্যবহার-যোগ্য দ্রব্য উপহার দিবে।

এই প্রসঙ্গের মূল ভাগবত ৪।৩।

৪০ পৃষ্ঠা

এইখানে কবিকঙ্কণের একটু পরিচয় আমরা পাই—তিনি হৃদয় মিশ্রের সুত, সঙ্গীতকলায় রত ও সঙ্গীতে অভিলাষী, অনেক পুরাণ পাঠ করিয়া এই কাব্যে তাঁর জ্ঞান প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং তিনি দামিন্যা-নগরবাসী।

গৌরীর দক্ষালয় গমন (৪০-৪২ পৃষ্ঠা)

৪০ পৃষ্ঠা

দক্ষালয় কৈলাসের পশ্চিম দিকে ছিল, এবং দক্ষযজ্ঞ হয় রবিবারে; যেহেতু সতী পিতৃযজ্ঞে যাইবার অনুমতি চাহিলে শিব বলিয়াছিলেন—"পশ্চিমা দিক্ সা রবিবারোত্তমে সদা।"—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ৬ অধ্যায়। হরিদ্বারের নিকট কনখলে দক্ষের আলয় ছিল ও যজ্ঞ হইয়াছিল।

পশুপতি—বেদে রুদ্রকে পশুপতি বলা হইয়াছে; ঋগ্বেদে রুদ্র পশুর মঙ্গলকর্ত্তা; অথর্ব্ববেদ ও বাজসনেয়ী সংহিতায় রুদ্র পশুহন্তা; লোকে পালিত পশু রক্ষার জন্য রুদ্রের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিত।

মৈত্রায়ণী সংহিতায় উপাখ্যান আছে যে, প্রজাপতি স্বীয় কন্যা উষাকে দেখিয়া প্রলুব্ধ হইলে উষা পলায়নের জন্য হরিণী হইলেন; প্রজাপতিও অমনি হরিণ হইয়া পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; ইহা দেখিয়া রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাপতিকে বাণবিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে প্রজাপতি রুদ্রকে এই বলিয়া প্রসন্ন করেন যে—আপনাকে পশুপতি করিব।

এই উপাখ্যান ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৩।৩।৯), শতপথ-ব্রাহ্মণ (৬ প্রপাঠক ২ ব্রাহ্মণ ৭ অধ্যায় ৪ ব্রাহ্মণ), তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণ (৮।২।১০), ঋগ্বেদ-সংহিতা (১০।৬১। ৫-৭) প্রভৃতিতেও আছে।

জয়তীর্থ এই বৈদিক উপাখ্যান উল্লেখ করিয়াছেন—অগ্নিঃ স্তূয়মানঃ শুনঃশেফম্ উবাচ—রুদ্রম্ স্তুহি, রৌদ্রা হি পশবঃ।

পুরাণে এই উপাখ্যান পল্লবিত হইয়াছে:—রুদ্রকে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা রুদ্রকে প্রজা সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করিলেন। রুদ্র প্রজা সৃষ্টি না করিয়া জলমগ্ন হইলেন ও বহুকাল নিরুদ্দেশ রহিলেন। তখন ব্রহ্মা দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিদিগকে মানস হইতে সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সৃষ্টির বাহুল্য হইলে ব্রহ্মযজ্ঞ আরম্ভ হইল। তখন রুদ্র জল হইতে উঠিয়া যজ্ঞ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পূষার দন্ত বিপাটিত, ভগের নেত্র উৎপাটিত ও ক্রতুর বৃষণদ্বয় বিদ্ধ করিলেন। দেবগণ পশুবৎ রুদ্ধ হইয়া ভবের পদে প্রণত হইলেন। তার পর ব্রহ্মা ও দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহাদেব বলিলেন—'তোমরা সকলে পশু হও এবং আমি তোমাদের পতি হই।' দেবগণ তাহাই স্বীকার করিয়া অব্যাহতি লাভ করিলেন।—বরাহপুরাণ, ৩৩ অধ্যায়।

পূষা ভগ ক্রতু ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতা। এই উপাখ্যানে বৈদিক দেবতাদের কেবল পরাজয় হয় নাই, তাদের একেবারে পশু বানাইয়া অপমান করিয়া ছাড়া হইয়াছে এবং শিবরূপ রুদ্রের জয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

বরাহপুরাণেই আবার মহাদেবকে দিয়া বলানো হইয়াছে যে—

অহঞ্চ সর্ব্ববিদ্যানাং পতির্ আদ্যঃ সনাতনঃ।
অহং বৈ পতিভাবেন পশুমধ্যে ব্যবস্থিতঃ॥
অতঃ পশুপতির্ নামত্বং লোকে খ্যাতিম্ এষ্যতি।

শিবপুরাণ বলিতেছে—

ব্রহ্মাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ দেবদেবস্য শূলিনঃ।
পশবঃ পরিকীর্ত্ত্যন্তে সংসারবশবর্ত্তিনঃ॥
তেষাং পতিত্বাদ্ দেবেশঃ শিবঃ পশুপতিঃ স্মৃতঃ।
—শিবপুরাণ, বায়বীয়সংহিতা, ২য় অধ্যায় ৯-১০ শ্লোক।

মৎস্যসূক্তত‌ন্ত্রে এক এক পশুর এক এক ভিন্ন ভিন্ন দেবতা পতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই পশু সেই দেবতার বাহন। ঐ তন্ত্রে সাধকদের পারিভাষিক নাম—পশু।

"পশুভাবস্থিতো মন্ত্রী মহাসিদ্ধি লভেদ্ ধ্রুবম্।"

রুদ্রযামলতন্ত্রে সাধনার প্রথম সোপান পশুভাব, তৎপরে বীরভাব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জীবমাত্রই পশু, তাদের পতি পশুপতি।

দাক্ষায়ণী—(দক্ষ+আয়ন+ঈ) দক্ষের কন্যা।

সভারে—সবারে, সকলের প্রতি। প্রঃ—

বলিব কি আর শুনহে তৎপর বিদা এ সভারে কর।—শূন্যপুরাণ।

বৃষভের করিয়া সাজন—দেবীর বাহন সিংহ; কিন্তু কোনো কোনো রূপে তাঁর বাহন বৃষভ।

শিবা বৃষাসনা কার্য্যা ত্রিনেত্রা বরপাণিকা।
মাহেশ্বরী বৃষারূঢা পঞ্চবক্ত্রা ত্রিলোচনা॥
মাহেশ্বরী প্রকর্ত্তব্যা বৃষভাসনসংস্থিতা।
—রূপমণ্ডন।

সারীকা—সারিকা। সৃ ধাতুর অর্থ গমন করা; যা গড়াইয়া যায় তাই সারিকা। সারিকা=পাষ্টি, পাশার দান ফেলিবার অস্থিফলক, পাশক।

কন্দক—কন্দুক, গোলা, বল্।

পেড়ি—পেটারী। পিটক পেটক পেড়া মঞ্জুষা।—অমরকোষ। বৌদ্ধগান ও দোহায় পুট অর্থে পুড় শব্দের প্রয়োগ আছে।

চেড়ী—স° চেটী >প্রা° চেড়ী=দাসী। প্রঃ—

অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড।

বিউনী—ব্যজনী, ব্যজন, পাখা। প্রঃ—

গোসাই দিলেন তবে বিউনির বাঅ।
জত ছিল ছার পাঁস উড়িআত জাঅ॥—শূন্যপুরাণ।

ঝারী—যাহা হইতে ধারা নির্গত হয়, গাড়ু। অথবা ঝৃ ধাতু ক্ষরণে। ধারা+ঈ=ঝারী; ঝৃ+ঈ=ঝারী; অথবা স° ভৃঙ্গার>ঝারী। তুঃ হিন্দী ঝঝ্‌ঝর। প্রঃ—

চামর ঢুলায় কেহ কার হাতে ঝারি।—কৃত্তিবাস, সুন্দরকাণ্ড।

রাঙ্গা ধূলা মাথে গায়—যুদ্ধে রক্তপাত করিবার সূচনা বুঝাইবার জন্য যোদ্ধারা গায়ে রাঙা ধূলা বা বীরমাটি মাথে।

রাঙ্গা—স° রঙ্গ=বর্ণ। পরে বিশেষ একটি রঙের নাম রাঙ্গা হইয়া দাড়াইয়াছে।

গাএ মাথে রাঙ্গা ধূলা পরে বীর ঘাটী।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

হরশীতা—হরষিতা, হৃষ্টা।

৪১ পৃষ্ঠা

চাপে—সংস্কৃত চপ্‌ ধাতু নিপীড়নে; তাহা হইতে চাপ দেওয়া মানে ভার দেওয়া; তাহা হইতে কিছুর উপর চড়িয়া বসা—কিছুর উপব চড়িলে তাতে ভার লাগে।— প্রঃ—

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

বন্দী—বন্দি', বন্দনা করিয়া।

দুই পরে—দুই প্রহরে। প্রঃ—

ঠিক দুপুর ভাড়ুয়া যম করিয়া গেল মেলা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

পাদ্য—পদ প্রক্ষালনের জন্য জল পাদ্য—"কেবলং তোয়মেব তৎ।"—কালিকাপুরাণ, ৬৮ অধ্যায়।

অর্ঘ্য—অতিথিকে সম্মান ও অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাঁর সাম্‌নে—

কুশপুষ্পাক্ষতৈশ্চৈব সিদ্ধার্থৈশ্‌চন্দনৈস্‌ তথা।
তোয়ৈর্‌ গন্ধৈর্‌ যথালব্ধৈর্‌ অর্ঘ্যং দদ্যাৎ তু সিদ্ধয়ে॥
—কালিকাপুরাণ, ৬৮ অধ্যায়।

(৩৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)

আসন—বসিবার আধার—পুষ্পময়, দারুময়, বস্ত্র চর্ম্ম বা কুশনির্ম্মিত হওয়া বিধি—

আসনং প্রথমং দদ্যাৎ পৌষ্প্যং দারবমেব বা।
বাস্ত্রং বা চার্ম্মণং কৌশং মণ্ডলসোত্তরে সৃজেৎ॥
—কালিকাপুরাণ, ৬৮ অধ্যায়।

আসন মসৃণ ও সুখকর হওয়া আবশ্যক। আসনের আকার ও পরিমাণ ইত্যাদিরও বিস্তৃত বিবরণ কালিকা-পুরাণে আছে। সতীকে কনক-আসনে বসিতে দেওয়া হইল, কারণ স্বর্ণাসন—

সর্ব্বেষাং তৈজসানাঞ্চ আসনং শ্রেষ্ঠম্ উচ্যতে।
আয়সং বর্জ্জয়িত্বা তু কাংস্য সীসকম্ এব বা॥

পাঞ্চালী—স° পঞ্চালী=বিশেষ প্রকারের গীতপদ্ধতি। প্রা° পঞ্চাল=ছন্দবিশেষ। অথবা পঞ্চাল দেশ হইতে আগত পদ্যরচনাপদ্ধতি। অথবা পাদচার করিয়া যে গান হয়। অথবা পাঁচ জনে মিলিয়া যে গান করে। অথবা গান বাজনা নাচ ছড়া-কাটা ও গানের উতর কাটিয়া লড়াই—এই পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট বিশেষ গীতপদ্ধতি। পুতুল-নাচ দ্বারা অভিনয় হইতে পাঞ্চালী বা পাঁচালী শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ অনুমান করিয়াছেন (তাঁহার গোপীচন্দ্রের পাঁচালীর টীকা ৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

হেট—সংস্কৃত অধঃ, প্রাকৃত হেট্‌ঠং, পালি হেট্‌ঠা, বাংলা হেট, হেঁট, হেঠ। প্রঃ—

আছে হেটমুণ্ডেতে সুগ্রীব অপমানে।—কৃত্তিবাস, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

আইয়াত—আয়ুষ্মতী শব্দজ, স্ত্রীলোক বিধবা হইলেই তাকে সহমরণে যাইতে হইত, যারা সহমরণে যাইত না তারা বাঁচিয়াও মরার সমান সর্ব্ববঞ্চিত হইয়া থাকিত, সুতরাং স্ত্রীলোকের আয়ু ততদিনই ধরা হইত যতদিন সে সধবা থাকে, ইহা হইতে আইয়াত বা এয়োত শব্দে স্ত্রীলোকের সধবা অবস্থা বুঝায় ও এয়ো মানে আয়ুষ্মতী অর্থাৎ সধবা বুঝায়। সতীকে দক্ষ আইয়াতে থাকিতে আশীর্ব্বাদ করিয়া শিবের মৃত্যুঞ্জয়ত্ব অস্বীকার করিলেন।

চিরজীবী হউক স্বামী—শিব যে মৃত্যুঞ্জয় তাহা তখনো প্রমাণিত হয় নাই, তাই দক্ষ এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

সুস্থির সুমতি—শিব অভব্য অনাচারী বলিয়া দক্ষের ধারণা, তাই দক্ষ কন্যাকে এই আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এসব দেবতার কথা নয়, এসব বাঙালী গৃহস্থের ঘরের কথা। এই বাক্যগুলির মধ্যে বাংলার সামাজিক ছবি লুক্কায়িত আছে!

বাপ—সং বপ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; যিনি জীবন বপন করেন তিনিই বাপ। প্রঃ—

মূল নথলি বাপ সংঘারা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

নিবেদন—নিবেদন করেন।

টুটিল—সং ত্রুট্ ধাতু হইতে। কমিল। প্রঃ—

তা মহামুদেরী টুটি গেল কংথা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

অবধান—লক্ষ্য, মনোযোগ।

ধর্ম্ম আদি—দক্ষের বন্ধুদের মধ্যে প্রথম ও আদি জন হইলেন ধর্ম্ম। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে বৌদ্ধ দেবতা ধর্ম্মঠাকুরের প্রভাবের ইহা একটি পরিচয় বলিয়া মনে হয়।

মখ—যজ্ঞ।

৪২ পৃষ্ঠা

দুরাদৃষ্ট—দুরদৃষ্ট।

দক্ষের শিবনিন্দা (৪২-৪৩ পৃষ্ঠা)

৪২ পৃষ্ঠা

বামপথি—বামাচারী, বামমার্গী, যে ধর্ম্মাচারে আবশ্যক—

পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতাম্।
বামাচারো ভবেৎ তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্॥
—আচারভেদ-তন্ত্র।

বামং বিরুদ্ধরূপস্তু বিপরীতন্তু গীয়তে।
বামেন সুখদা দেবী, বামা তেন মতা বুধৈঃ॥
—দেবীপুরাণ, ৪৫ অধ্যায়।

অথবা—অনাচারী, সদাচারবহির্ভূত।

পরিধান বাঘছাল—সপ্তর্ষিরা শিবের উপর বাঘ লেলাইয়া দিলে শিব সেই বাঘকে মারিয়া তার ছাল পরিয়াছিলেন।

গলাতে হাড়ের মাল—শিব কালান্তক, এজন্য শ্মশান তাঁর প্রিয়স্থান ও চিতাভস্ম ও হাড়মাল তাঁর ভূষণ (শিবপুরাণ)। হাড়—স° অস্থি > প্রা° হড্ড > স° হড্ড। প্রঃ—

তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী।—বৌদ্ধগান।

বিভূতি ভূষণ—শিব শাকরসনিঃসারী ব্রাহ্মণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য অঙ্গুলি হইতে ভস্ম বাহির করিয়াছিলেন, তদবধি তিনি বিভূতিভূষণ। শ্মশানবাসীর অঙ্গে চিতাভস্ম। শিব রুদ্ররূপী অগ্নি, এজন্য ভস্মলিপ্ত। মদনের বা সতীর দেহভস্ম অঙ্গে লেপন করিয়া তিনি বিভূতিভূষণ হইয়াছিলেন (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ)। কিন্তু এখনো সতী দেহত্যাগ করেন নাই, কাজেই এটি কারণ হইলে anachronism বা কালানৌচিত্যতা দোষ ঘটে।

প্রেত ভূত সঙ্গে—রুদ্র সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই উৎপাদন করেন প্রেত ভূত; তদবধি তাহা শিবের অনুচর। (৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

আরোহণ বৃষবরে—বৃষ ধর্ম্ম অথবা নন্দী অথবা দুর্গার সখী নীলকুন্তলা (৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

শিঙ্গা সে ডমরু করে— ?

খায় শিব ধতুরার ফল—শিব যে ধুতুরাপ্রিয় সে বিষয়ে প্রমাণ আছে।—

"ধস্তূরকৈশ্চ যো লিঙ্গং সকৃৎ পূজয়তে নরঃ।
স গোলক্ষফলং প্রাপ্য শিবলোকে মহীয়তে॥"—ভবিষ্যপুরাণ।

লাগে বড় অভিলাস—(শিবের দেবত্বের ইতিহাস ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৪৩ পৃষ্ঠা

ডেরি—সং দ্বিঅর্দ্ধ, দ্ব্যর্দ্ধ > প্রা দিঅড্‌ঢ > বাং দেঢ > দেড়=দ্বি+আড=দুইয়ের আধ কম=দেড়, ঠিক এইরূপ প্রয়োগ জার্ম্মান ভাষাতেও পাওয়া যায়।—zwei-halb=two, less by half=দেড়। ডেরি=দেড় দিনের, এক দিনের ও এক বেলার। ডেরি অন্ন নাহি থাকে—অর্থাৎ রোজ আনে রোজ খায়, একদিন ভিক্ষা না মিলিলে উপবাস করিতে হয়।

য়েক ঠাঁই না করে নিবাস—দেবসমাজে শিব যে সহজে স্থান পান নাই তারই আভাস এই বাক্যে আছে।

তু—সং তু পাদপূরণে।

থরথর—স্থবিরের ভাব থরথর। প্রঃ—

ডরএ জম কাঁপএ থরথর।—শূন্যপুরাণ।

ব্রাহ্মণ মহীধর—ব্রাহ্মণভূম পরগনার ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথ (১৫৭২—১৬০৩)।

সতীর দেহত্যাগ (৪৪ পৃষ্ঠা)

হেন—বৈদিক এনা। প্রাচীন বাংলায় যেমন্ত>যেমত, যেমন>হেমন, এমন>হেন। সং এবং, অনেন=অপভ্রংশ-প্রাকৃত হিমি, হেম্ব। অসং হেন, এনে। প্রঃ—

হেন বর পাঞা সব দেব গেলা বাসে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

পিনাক—শিব প্রলয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া "স ভুক্‌ত্বা তাণ্ডবরসং স্বেচ্ছয়ৈব পিনাকধৃক্" হইয়াছিলেন।—কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, ৪৪ অধ্যায়। পিনাক=ধনু ও বাদ্যযন্ত্র।

অনন্ত—শেষ নাগ।

সিঞ্জীনী—শিঞ্জিনী, ধনুকের গুণ বা ছিলা। মৎস্যপুরাণের মতে শিবের ধনুকের ছিলা হইয়াছিলেন বাসুকি—"গাণ্ডীবং মন্দরং কৃত্বা গুণং কৃত্বা চ বাসুকিম্" (১৮৮ অধ্যায়), কিন্তু শিবপুরাণের মতে ছিলা হইয়াছিলেন জগৎপতি বিষ্ণু—"জ্যাঞ্চৈব ধনুষশ্চক্রুর্ দেবদেবং জগৎপতিম্"। (সনৎকুমারসংহিতা, ৫৩ অধ্যায়)।

শর জায় চক্রপাণী—যে ধনুকের শর হইয়াছিলেন চক্রপাণি বিষ্ণু—স্বয়মেব ততশ্ চক্রে শম্ভুর্ বিষ্ণুং শরোত্তমম্।—শিবপুরাণ, সনৎকুমারসংহিতা, ৫৩ অধ্যায়।

বিষ্ণুং কৃত্বা শরোত্তমম্।—মৎস্যপুরাণ, ১৮৮ অধ্যায়।

ত্রিপুর—ময় তারক ও বিদ্যুন্মালী নামে তিন দানব স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহের ত্রিপুর নির্ম্মাণ করিয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিত; সেই ত্রিপুর দেবগণের অজেয় ও অভেদ্য হইয়াছিল; দেবতাদের অনুরোধে শিব এক বাণে সেই ত্রিপুর দগ্ধ করেন। (মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, শিবপুরাণ)।

অব্যক্তং জগতো যোনিঃ সংহরেদ্ একম্ অব্যয়ঃ।
—কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, ৪৪ অধ্যায়।

অনোত্তর—কদুত্তর, কুকথা, কটুকথা।

নিছনি—নির্ম্মঞ্ছন; মুছিয়া ফেলা; যা দিয়া অমঙ্গল মুছিয়া ফেলা হয়; আরতি বা বরণের দ্রব্য। প্রঃ—

শতেক হাত নেতে কৈল ঘোড়ার নিছনি।—শূন্যপুরাণ।

অজ—যিনি জন্মরহিত স্বয়ম্ভূ, ব্রহ্মা।

গুরু নিন্দা সুনী ইত্যাদি—তুলনীয়—

ন কেবলং ভজেৎ পাপং নিন্দাকর্ত্তা শিবস্য চ।
যো বৈ শৃণোতি তাং নিন্দাং পাপভাক্ স ভবেদ ইহ ॥
অয়ং দুষ্টঃ পুনর্ নিন্দাং করিষ্যতি শিবস্য চ।
স্থলমেতৎ তথা হিত্বা যাস্যামোঽন্যত্র মা চিরম্ ॥
—শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ১৪ অধ্যায়।

ন কেবলং যো মহতো ঽপভাষতে।
শৃণোতি তস্মাদ্ অপি যঃ স পাপভাক্।
ইতো গমিষ্যাম্যথবেতি।
—কুমারসম্ভব, ৫ম সর্গ, ৮৩ শ্লোক।

দক্ষযজ্ঞ নাশে শিবদূতের গমন (৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা)

৪৫ পৃষ্ঠা

দানা—স° দানব।

পত্তি—[পদ্ (গমন করা) + তি—যাহারা পদব্রজে গমন করে] পদাতিক; অথবা—

একো রথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ।
ত্রয়শ্চ তুরগাস্ তজ্‌জ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে॥

অথবা—নরাণাং পঞ্চপঞ্চাশদ্ এষা পত্তির্ বিধীয়তে।

অথবা—একৈভৈকরথা ত্র্যশ্বা পত্তি পঞ্চপদাতিকা।

—ইত্যমরঃ।

ধাউয়াধাই—(ধাবন শব্দজ) দৌড়াদৌড়ি, শীঘ্র। প্রঃ—

শুনি সখিগণে ধাওয়াধাই যাই।—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

আনন্দেব সীমা নাই যায় ধাওয়াধাওয়ি।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

ছিণ্ডিয়া = স° ছিদ্ ধাতু। ছিন্ন > ছিণ্ড। প্রঃ—

ছিণ্ডিআ পেলাইবোঁ বড়ারি সাতেসীর হার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ক্ষেতী হৈলা—সৃষ্ট হইল। ক্ষেতী = ক্ষেত্রকর্ম্ম, চাষ-আবাদ। শস্য উৎপাদনের ন্যায় উৎপন্ন হইল।

তিন বিলোচনে—শিবের গণের মধ্যে অনেকেরই ত্রিলোচন ছিল (মৎস্যপুরাণ)।

লাগিলা—স° লগ্ ধাতু সংস্পৃষ্ট হওয়া।

৪৬ পৃষ্ঠা

দামা—স° দম্ম।

ব্যাল্লিশ বাজনা—ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী মিলিয়া বিয়াল্লিশ; তাহার বাজনা। অথবা ৪২ রকম বাজনা।—প্রাচীন কাব্যে এই ৪২ বাজনার ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়।

বেআল্লিশ বাজনা বাজে জয়ঢাক বাজে।—শূন্যপুরাণ।

দামামা দগড় বাজে বেয়াল্লিশ বাজনা।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

লাথালোথা—সং লত্তা = পদাঘাত। লত্তা হইতে লাথা লাথি লোথা। শব্দের দ্বিরুক্তি দ্বারা লাথি ও তৎসদৃশ অপরবিধ প্রহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রঃ—

লাথালাথি চড়চাপড় ধাক্কাধুক্কা মেরে।
রেখে এল নিরাগেশে পদ্মা পার করে॥
কেহ মারে লাথালুথা কেউ চড়চাপড়।
অকালে অনর্থ যেন বয়ে যায় ঝাড়॥—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

অধ্বর—যজ্ঞ।

দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ (৪৬-৫৩ পৃষ্ঠা)

৪৬ পৃষ্ঠা

পশারিলা—(প্রসর শব্দজ) অগ্রসর হইল। প্রঃ—

মাআজাল পসরি উরে বাধেলি মাআহরিণী।—বৌদ্ধগান ও দোহা।
অমিয়া ঘট ভরি হাথ পসারলুঁ বাঢ়ল গরলক ধার।—জ্ঞানদাস।
বেকত বিভূষণ অঙ্গ পসারল অধরে মিলায়ই বোল।—বিদ্যাপতি।

কাড়িয়া—স° কর্ষণ > প্রা° কড্ঢণ > বা° কাঢ়া, কাড়া।

ডোর—সং দোর, ডোর। দড়ি। প্রঃ—

পাটের ডুরি ধরি দিল পরমেসরের আগে।—শূন্যপুরাণ।

দাড়ী—সং দাঢ়িকা শব্দ মনুসংহিতায় আছে। প্রঃ—

পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাঁড়ি।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ছিণ্ডিলান—ছিন্ন করিল। প্রাচীন বাংলায় সর্ব্বত্র ছিন্ন স্থানে ছিণ্ড।

শ্রুপ—স্রুব, যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত চরু ঢালিবার চমস বা হাতা, কাষ্ঠে নির্ম্মিত।

বাড়ী—আঘাত। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় স° বাট শব্দ হইতে বাড়ি বলিতে চান। প্রঃ—

লাভে কিল বাড়ী খাই বান্ধিল জাই।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মুটকি—মুষ্টিক শব্দজ। তুঃ—

এক মুটকির ঘায় লইতাও প্রাণ।—কৃত্তিবাসী রামায়ণে বালির উক্তি।

পানি-পশালা—পানীয় অর্থাৎ জল বর্ষণ। ফার্সী পাশীদন্ ধাতুর অর্থ প্রবর্ষণ। তুঃ—গুলাব্-পাশ=গোলাপজল ছড়াইবার ধারাযন্ত্র।

জইছন—সং যাদৃশ বা যস্মিন্ শব্দজ; হিন্দী যৈসন। যেমন, যথা।

জৈসানে রতি জাণবোঁ। তেসানে কাহ্ন আণিবোঁ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
মাহ শাওন বরিখে যৈছন ঐছন নয়নক নীর রে।—বিদ্যাপতি।
জইসনে অছিলে স তইছন অচ্ছ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

টান—সং তন্ ধাতু বিস্তারে।

ভাঙ্গিল নো মুণ্ড—বোধ হয় 'ভাঙ্গিলান মুণ্ড' পাঠ হইবে। মুণ্ড ভগ্ন করিল।

কাকড়ি—সং কর্কটী। প্রঃ—

কঙ্গুরি ন পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

খান খান—খণ্ড খণ্ড।

ফড়া—(ফার্সী ফরা=শাখা, সং ফটা=ফণা) কাটা বা ছেঁড়া পা ছিন্ন-শাখাকৃতি বা সর্পফণাকৃতি দেখিতে হয় বলিয়া ফড়া মানে কাটা বা ছেঁড়া পা।

অষ্ট কু চলাচল—অষ্ট কুলাচল শুদ্ধ পাঠ। কুল=দেশ, অচল=পর্ব্বত; ভারতবর্ষের আটটি দেশের প্রসিদ্ধ পর্ব্বত—

(১) মহেন্দ্র—চিল্কা হ্রদ হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত পর্ব্বত।

(২) মলয়—নীলগিরি পর্ব্বতের শৃঙ্গ,

(৩) সহ্য—পশ্চিম ঘাট;

(৪) শক্তিমান্—বিন্ধ্যপর্ব্বতের সন্নিহিত উত্তর ও পশ্চিম দিকের ঋক্ষবান্ ও পূর্ব্বের মহেন্দ্রগিরির সংযোজক পর্ব্বতশ্রেণী,

(৫) ঋক্ষবান্—নর্ম্মদার নিকট চিন্দোয়ারা বিলাসপুর ও বালঘাটের অন্তর্গত পর্ব্বত।

(৬) পারিযাত্র বা পারিপাত্র—বিন্ধ্যগিরির উত্তরপশ্চিমাংশ অথবা পশ্চিম সমুদ্রে স্থিত পর্ব্বত,

(৭) বিন্ধ্য;

(৮) হিমালয়।

"মানবের আদি জন্মভূমি"-প্রণেতা পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন (ভূতত্ত্ববিচার-প্রণেতা) অষ্ট কুলাচলের সংস্থান অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। মৎস্যপুরাণে হিমালয় ভিন্ন অপর সাতটি কুলপর্ব্বতের নাম আছে—

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষবান্ অপি।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ ইত্যেতে কুলপর্ব্বতাঃ॥—৯৫অ।

ফনীপতি—বাসুকি, যার মাথায় পৃথিবী ধৃত আছে।

উভ—উর্দ্ধ। প্রঃ—

ক্ষীর ননী ছেনা চাছিঁ উভু করি শিকাগাছি
যতনে তুলিয়া রাখি তাতে।

—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

শূণীতে—শোণিতে।

পানা—স° পানীয়, পানক।

ভগের বিলোন করিল বিবেচন—'ভগের লোচন করিল মোচন বা বিলোচন' পাঠ শুদ্ধ ও অর্থযুক্ত। শতপথ-ব্রাহ্মণে এই উপাখ্যানের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়—যজ্ঞরূপী প্রজাপতির স্খলিত রেত দেখিয়া ভগের নেত্র দগ্ধ হইয়াছিল; পূষা ইহা ভক্ষণ করাতে তাঁহার দন্ত ভগ্ন হইয়াছিল।—৬ প্রপাঠক, ২ ব্রাহ্মণ, ৭ অধ্যায়, ৪ ব্রাহ্মণ।

শতপথ-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একটু বড় আখ্যায়িকা দেখা যায় গোপথ-ব্রাহ্মণে (গোপথ-ব্রাহ্মণ, উত্তরভাগ, ১।২)। এখানে যজ্ঞকর্তা প্রজাপতি রুদ্রকে অস্বীকার করেন; রুদ্র যজ্ঞাঙ্গ ছেদন করেন; এবং সেই যজ্ঞাঙ্গ দেখিয়া ভগের "চক্ষুঃ পরাপতৎ, তস্মাদ্ আহুর্ অন্ধো বৈ ভগ ইতি" এবং তাহা ভক্ষণ করিয়া "অদন্তকঃ পূষা"।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে (৪র্থ স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়) দক্ষযজ্ঞবিনাশে বীরভদ্র কর্তৃক ভগের চক্ষু উৎপাটন ও পূষার দন্ত ভগ্ন করার কথা আছে। বায়ু ও কালিকাপুরাণেও আছে।

ভগ ও পূষা বৈদিক দেবতা; পরবর্তী কালে তাঁরা অপরিচিত হইয়া দেবসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পড়েন ও অবৈদিক দেবতা শিব প্রধান দেবতা হইয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন; পূষার দন্ত ভগ্ন ও ভগের চক্ষু উৎপাটনের ব্যাপারে আগন্তুক শিবের পরাক্রমে পুরাতন দেবতাদের পরাজয় সূচিত হইয়াছে।

৫০ পৃষ্ঠা

লঙ্গট্টা—উলঙ্গ, নগ্ন। স° লিঙ্গবস্ত্র > প্রা° লিংগবট্ট > লংগোট, লংগোট মাত্র যাহার সম্বল সে লংগোটিয়া বা লেঙ্গটা = প্রায় নগ্ন। অথবা, স° নগ্নাট, হি° লম্বটাঙ্গা = যাহার অনাবৃত লম্বা পা লোকচক্ষুর গোচর। প্রঃ—

আসিতে লেঙ্গটা রাজা যাইতে যাবা শূন্য।
সঙ্গে করি নিয়া যাবে পাপ আর পুণ্য॥—ময়নামতীর গান।

৫১ পৃষ্ঠা

ঢালয়ে—ধার, ধারা শব্দ হইতে ঢালা।

৫২ পৃষ্ঠা

পেলাইলা—ফেলিল। সং পেল্ ধাতু গতিতে। প্রা° পেল্ল—ক্ষেপণে। অস° ও° পেল। ফেলা ভুক্তসমুজ্‌ঝিতম্।—অমরকোষ। প্রঃ—

আপনার শরে তাক কাটিয়া পেলাইল।—মাধবকন্দলির রামায়ণ।
পাএ পেলাইল রাধা তোর গুআ পান।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
জাতি কুল জীবন এ রূপ যৌবন
নিছিয়া পেলিলুঁ তার পায়।—জ্ঞানদাস।

অতিরিক্ত পাঠ (৪৮-৫৩ পৃষ্ঠা)।

দক্ষের ছাগমুণ্ড (৪৮ পৃষ্ঠা)

কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন—কৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষযজ্ঞের কোনো সম্পর্ক নাই, তবু কৃষ্ণের কৃপা উপস্থিত করা কবির বৈষ্ণবত্বের পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়।

রহাবারে—থাকাইতে, নিবৃত্ত করিতে। যোগেশ-বাবুর মতে সং √অস্ > প্রা √রহ = থাকা। বসন্তরঞ্জন বাবু বলেন সং √রহ = ত্যাগে বা বর্জ্জনে। আবার অপর কাহারো আন্দাজ সং √রাজ > প্রা √রহ। প্রঃ—

সুরসরি সিরমহ রহই [সুরসরিং শিরোমধ্যে রহতি (বসতি)]।—
প্রাকৃতপৈঙ্গল, ১।১১১।

সুপুরুস গুণেণ বন্ধা থির রহই।—প্রাকৃতপৈঙ্গল, ২।৮৫।

ষোল শত গোপী জাএ আপন ইছাএ।
দারুণ করম-দোষে আহ্মাকে রহাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ছুটিল পরমহংস জোজন সত জায়।
ঠাকুর উলুকে চড় উঠিআ রহায় ॥—শূন্যপুরাণ।

৪৯ পৃষ্ঠা

ঘাটশিলা—বেঙ্গল-নাগপুর রেল-লাইনে খড়্গপুর ও টাটানগর ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

যাজপুর—কটকের নিকট প্রসিদ্ধ জেলা, অথবা হুগলী জেলার গ্রাম।

রাজবোলহাট—শ্রীরামপুর মহকুমার আটপুর হইতে এক ক্রোশ, দামোদরতীরে।

বালিডাঙ্গা—ধনেখালীর দেড় ক্রোশ পশ্চিমে।

ক্ষীরগ্রাম—বর্দ্ধমান রেল-ষ্টেশন হইতে ২০ মাইল উত্তরে, কাটোয়ার নিকট।

ধুর্জ্জটে—ধূর্জ্জটি শব্দ মিলের খাতিরে বিকৃত করা হইয়াছে। চ্যুতসংস্কৃতি দোষ।

নগরকোট—?

জ্বালামুখী—পঞ্জাবে।

হিংলাজ—বেলুচিস্থানে।

দেবকরে তন্ত্র মান—?

কামরূপ কামাখ্যা—আসামে।

কারুণ্য পদাঙ্গ—?

তন্ত্রে যে স্থানে সতীর যে অঙ্গ পতনের উল্লেখ আছে, কবিকঙ্কণ তার ব্যতিক্রম করিয়াছেন। পীঠমালা বা উপপীঠমালা কিছুরই সঙ্গে কবিকঙ্কণের পীঠস্থানগুলির মিল হয় না। কবিকঙ্কণের উল্লিখিত পীঠস্থানের অনেকগুলিই কবির বাসস্থানের সন্নিকটস্থ গ্রাম, লৌকিক প্রবাদে পীঠস্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

বীরভদ্রের কৈলাস গমন (৫০—৫১ পৃষ্ঠা)

৫০ পৃষ্ঠা

কেশ নাহি বান্ধে কেহ—প্রাচীন বাংলার পুরুষেরাও বড় চুল রাখিত অনুমান হয়, কারণ—প্রাচীন কাব্যে সর্ব্বত্রই পুরুষের দীর্ঘ কেশের বর্ণনা পাই, যথা—কৃষ্ণের "আজি কেন পিঠে দোলে বেণী।"—চণ্ডীদাস। চৈতন্যদেবের কেশমুণ্ডনের সময়—

কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশবন্ধন।
কিমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন॥

—চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড।

পলায় রামের সৈন্য নাহি বাঁধে কেশ।—কৃত্তিবাস।
পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল।—বিজয় গুপ্ত।
উদ্ধশ্বাস হীনবাস আউদড়চুলি।
দণ্ড কমণ্ডলু পড়ে, নাহি লয় তুলি॥—কাশীরামদাস।

ত্রিদশ—যাঁদের কেবল তৃতীয় দশা যৌবন আছে তাঁরা; যাঁরা জীবের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপ নষ্ট করেন; অথবা যাঁরা সংখ্যায় ত্রি ত্র্যধিক ত্রিরাবৃত্ত দশ পরিমাণ=৩৩৩; অথবা যাঁরা সংখ্যায় ৩৩—দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমার-দ্বয় (কোনো মতে প্রজাপতি ও ইন্দ্র)।

গজেন্দ্রগমনে—ঐরাবত-বাহনে; হাতীর মতন গতিভঙ্গীতে অর্থ এখানে নয়।

নাকে মুখে রক্ত পড়ে—সূর্য্য আরক্তিম; তাহা প্রহার খাইয়া রক্তারক্তি হওয়ার ফল কল্পনা করায় কবিত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

৫১ পৃষ্ঠা

ঠেকিয়া—স্থগ ধাতু=বাধা প্রাপ্ত হইয়া; তাহা হইতে অর্থান্তর স্পৃষ্ট হওয়া।

ফাপরে—স°$\sqrt{}$প্রস্ফার=স্ফীতি=ছিদ্র>বিপদ্।

বেণু ফেল্যা পালাইলাম হইয়া ফাফর।—লোচন দাস।
জমরাজা পড়িল ফাপরে।—শূন্যপুরাণ।

কুটা নিল দাঁতে—নিজকে তৃণভোজী পশুর সমান স্বীকার করা, চরম দীনতার লক্ষণ। প্রাচীন কালে এইরূপে দীনতা প্রকাশ করা হইত—

দশনেত তৃন করি বোলোঁ মো তোহ্মারে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

দাঁতে খড় গলায় বড় চুনকালি কপালে।—মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল।

কিষ্কিন্ধ্যায় আসি বেটা দাঁতে করে খড়।—কৃত্তিবাস কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

কাণ্ড মাণ্ড করএ জম দাঁতে করএ খড়।—শূন্যপুরাণ।

দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে কর জোড় করি॥
—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

দাঁতে কুটে করে এলি পরশুরামের স্থানে।
—কৃত্তিবাসের রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, অঙ্গদ-রায়বার।

কোন রাবণ মান্ধাতার বাণে দন্তে করিলেক তৃণ।—কবিচন্দ্রের রামায়ণ।

রণজিৎ সিংহের সেনাপতি হরিসিং নুলিয়া পাঠানদিগকে এমন শাসন করিয়াছিলেন যে তাঁর আগমনের সংবাদ পাইলেই তারা দাঁতে কুটা করিয়া হামাগুড়ি দিয়া বলিত—ম্যয় গৌ হুঁ—অর্থাৎ হিন্দু তোমার অবধ্য।—See Sir Lepel Griffin's Ranajit Singh.

কুটা—সং কুট ধাতু ছিন্ন করা। কুটা = ছিন্ন তৃণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণে কুটা শব্দ আছে।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শিবের স্তব (৫১—৫২ পৃষ্ঠা)

৫১ পৃষ্ঠা

নিরঞ্জন—নির্+অঞ্জন (কালিমা, বর্ণ) = নির্ম্মল, নিরাকার।

অহঙ্কার—অহং (আমি) + কার (বোধ করায় যে) = আমি হই বা আছি এই বোধ।

কৈবল্যাধার—কেবল সংস্বরূপের পরম জ্ঞান কৈবল্য, সেই জ্ঞানানন্দের আধার যিনি। অথবা, কেবল ব্রহ্ম আছেন এই জ্ঞানে আত্মনির্ব্বাণ কৈবল্য; সেই অবস্থার আধার যিনি।

বাখানি—ব্যাখ্যা করি, প্রশংসা করি। প্রঃ—

রাধা যেহ্ন সতী তাক জগতেঁ বাখানী।— শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মৈল—মরিল। প্রঃ—

মিশ্র পুরন্দর শুনি মইলা আচম্বিতে।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

বিভা-দিনে পতি মৈল তোমার কপালে।—কেতকাদাসের মনসামঙ্গল।

জীয়াও অমর নর—যারা অমর তারা ত মরেই নাই, তাদের আবার জীয়ানো কি? এখানে দেবতা অর্থে অমর ভ্রমক্রমে প্রয়োগ হইয়াছে। কালানৌচিত্য দোষ।

ভুঞ্জহ যজ্ঞের ভাগ—বৈদিক দৈব কার্য্যে শিবের সংস্রব এখানে স্বীকৃত হইল প্রথম।

এই স্তবে সাংখ্যমত বেদান্তমত ও বৌদ্ধধর্ম্মের ধর্ম্মপূজার মত একত্র মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

হৈলুঁ সুখী—দুই কারণে সুখী হইলাম—(১) যজ্ঞভাগ পাইয়া ও (২) সতী পুনর্জন্ম লাভ করিবেন জানিয়া।

দক্ষের জীবন-লাভ এবং হেমন্তগৃহে গৌরীর জন্ম

(৫২—৫৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

৫৩ পৃষ্ঠা

মুখলাজে—চক্ষুলজ্জায়, লোকের সম্মুখে খাতিরে পড়িয়া যে লজ্জা হয়।

নাহি দেয় যজ্ঞভাগ—যজ্ঞভাগ না পাওয়াটা শিবের মনে বড় বাজিয়াছিল, তাই বার বার ঐ একই কথার উল্লেখ করিতেছেন।

ঘাঘর—ঘুঙুর। স° ঘর্ঘর শব্দজ। প্রঃ—

চন্দন চর্চ্চিত গাএ ঘাগর মগর পাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

উরমাল—ফা° রুমাল্। প্রঃ—

মোর মুকুট কটি-কাছনী কর মুরলী উরমাল।—হিন্দী-কবি বিহারীলাল।

লঘু টালৈঁ, লঘু লঘু করবালৈঁ, লঘু লঘু কর উরমালৈঁ।—হিন্দী-কবি রঘুরাজ।

পালান—সং পর্য্যাণ, প্রা° পল্লান; পশুপৃষ্ঠে বসিবার আসন।

ভিড়িয়া—বেষ্টন করিয়া। স° মীল ধাতু সঙ্কোচে। মীল > মীড়, ভিড়। তুঃ—

তোমার নাকাল ডোর কোপীন বান্ধিমু ভিড়িয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

লঙ্গমালতীএ খোঁপা ভরাআঁ ভিড়িআঁ বান্ধে গোটনে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কেঁদো—কাঠের কুঁদার মতন বড়। প্রঃ—

কতনা পরির গোসাই কেওদা-বাবের ছড়।—শূন্যপুরাণ।

মেঘের পশ্চাতে যেন ঐরাবত গজে—এখানে মেঘ ও ঐরাবতের সঙ্গে কার উপমা দেওয়া হইয়াছে বুঝা কঠিন; ঐরাবত হস্তী শ্বেতবর্ণ, অতএব উহা শ্বেত বৃষ বা রজতগিরিনিভ শিব উভয়েরই উপমান হইতে পারে, এবং বাঘছাল ঢাকা শিব বা বৃষ মেঘের উপমান হইতে পারে। দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

বেতাল—শিবগণাধিপের অন্যতম। ভৃঙ্গী ও মহাকাল বেতাল-ভৈরব রূপে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে, এরা হরাত্মজ—

সোঽসৌ ভৃঙ্গী হরসুতৌ মহাকালোঽপি ভর্গজঃ।
বেতাল ভৈরবৌ জাতৌ পৃথিব্যাং নৃপবেশ্মনি॥
—কালিকাপুরাণ, ৪৬ অধ্যায়।

৫৪ পৃষ্ঠা

সঙ্কে সঙ্ক—সন্ধি শব্দজ, প্রত্যেক সন্ধিতে সন্ধিতে, প্রত্যেক গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।—তুলনীয়।—

দাসী-সনে ছিল কিছু সঙ্কেত সরস।
সঙ্ক জানি হানি চোট বাড়ালে পৌরুষ॥—ঘনরাম।

অনুবন্ধ—উপক্রম। প্রঃ—

কান্ত সনে করিয়া কথার অনুবন্ধ।—শিবায়ন।
শঙ্করে ছলিতে তবে হলো অনুবন্ধ।—ঘনরাম।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর পীবইতে কর অনুবন্ধ।—গোবিন্দদাস।

রড়ে—বেগে। সং রণ ধাতু গতিতে।

বরযাত্রগণ লইয়া জীবন পলাইল দিয়া রড়।—ভারতচন্দ্র।
কিষ্কিন্ধ্যানগর-পথে যান রড়ারড়ি।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

সর্ব্ব দেব হাসে—(১) সর্ব্ব=শিব। (২) সর্ব্ব=সকল। যদি শেষোক্ত অর্থ হয় তবে দেব-চরিত্র মানুষেরও অধম করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। যে দক্ষ দেবতাদের প্রধান সমর্থক, যজ্ঞে যিনি সকল দেবতাকে ভাগ দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁরই দুর্গতি দেখিয়া অকৃতজ্ঞ দেবতারা নীচ লোকের মত হাসিয়া অস্থির! কবিকঙ্কণ শুধু অজ্ঞবালকতুল্য শ্রোতাদের প্রহসন শুনাইয়া আনন্দ দিবার জন্য ইহা লিখিয়াছেন, দেবচরিত্র যে হীন হইয়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই।

৫৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ।

আন—অন্যথা। স° অন্য > প্রা° অন্ন > বা° আন। প্রঃ—

দুইজনে করিবু ছিষ্টি ইথে নাহিক আন।—শূন্যপুরাণ।

তোহ্মার বোলত আহ্মে না করিব আন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সমাধান—মীমাংসা। প্রঃ—

কর সমাধান বুঝিলাম কান আর না বলিহ মোরে।—চণ্ডীদাস।

ঠাকুরাণীর জন্মপালা (৫৪—৫৫ পৃষ্ঠা)

৫৪ পৃষ্ঠা

ছাগমাথে দক্ষকন্ধে—দক্ষযজ্ঞের বীজ শতপথ-ব্রাহ্মণ, কৌষিতকী-ব্রাহ্মণ, গোপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে আছে। পরে অঙ্কুরিত দেখা যায় রামায়ণ ও মহাভারতে; পল্লবিত হইয়া উঠে পুরাণে।

দাক্ষায়ণী সতীর পার্ব্বতী হইয়া জন্মগ্রহণের বীজ শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে প্রজাপতি দক্ষ যে যজ্ঞ করেন তাহা দাক্ষায়ণ যজ্ঞ নামে পরিচিত; দক্ষসন্তানগণও দাক্ষায়ণ নামে উক্ত হইয়াছে; এবং স্বয়ং দক্ষের অপর নাম পার্ব্বতি (পর্ব্বতপুত্র) পাওয়া যায়।—শতপথ-ব্রাহ্মণ, ৪ প্রপাঠক, ১ ব্রাহ্মণ, ৪ অধ্যায়, ৪ ব্রাহ্মণ।

রামায়ণে হরধনুর পরিচয়প্রসঙ্গে দক্ষযজ্ঞের যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায় মহাদেব যজ্ঞভাগ না পাওয়াতে ধনু দিয়া দেবতাদের অঙ্গশাতন করেন; পরে স্তবে তুষ্ট হইয়া শাতিত অঙ্গ আবার জোড়া লাগাইয়া দ্যান।

মহাভারতে আছে—দক্ষ যজ্ঞভাগ দিতে অস্বীকার করাতে দেবী পার্ব্বতী দুঃখিত হইয়া শিবকে উত্তেজিত করেন; শিব মুখ হইতে এক ভীষণ প্রহর্ষণ সৃষ্টি করিয়া সেই অস্ত্রকে যজ্ঞ বধ করিতে আজ্ঞা দ্যান; সেই অস্ত্র তৎক্ষণাৎ দক্ষযজ্ঞ বধ করিল—"ছিত্ত্বা শিরো বৈ যজ্ঞস্য।" তখন ব্রহ্মা ও দক্ষ করজোড়ে সেই অস্ত্রের ও মহেশ্বরের স্তব করিলেন, দক্ষ মহেশ্বরকে প্রণাম করিলেন, এবং মহেশ্বর প্রীত হইয়া দক্ষকে যজ্ঞসাফল্য বর দিয়া প্রস্থান করিলেন। এখানে যজ্ঞের শিরশ্ছেদের কথা আছে, দক্ষের নহে।

পুরাণেও দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার নানারূপ দেখা যায়। শিব যজ্ঞভাগ না পাইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া শিব দক্ষকে ক্ষমা করেন; দক্ষ শিবকে প্রসন্ন করিবার জন্য গৌরী নাম্নী কন্যাকে রুদ্রের হস্তে সমর্পণ করেন।—বরাহপুরাণ, ২১ অধ্যায়।

দক্ষ পার্ব্বতীর পূর্ব্বজন্মের পিতা। দক্ষ শিবকে ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া পার্ব্বতী শিবকে দক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। শিব তাঁর গণপতি বীরভদ্রকে প্রেরণ করেন দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিতে। তাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়—বিষ্ণু পর্য্যন্ত দক্ষের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করেন। পরে ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মীমাংসা করিয়া শিবকে যজ্ঞভাগ দিলে শিব ও পার্ব্বতী দক্ষকে ক্ষমা করেন।—কূর্ম্মপুরাণ, ১৫ অধ্যায়।

বায়ু ও কালিকাপুরাণে যজ্ঞধ্বংসের কথা আছে, কিন্তু দক্ষের ছাগমুণ্ডের কথা নাই। পরে অন্যান্য পুরাণে দক্ষের ছাগমুণ্ডের আখ্যায়িকা রচিত হয়। প্রচলিত আখ্যায়িকা ভাগবত পুরাণের।

দক্ষযজ্ঞের অনুরূপ একটি উপাখ্যান প্রাচীন ঈজিপ্টেও প্রচলিত ছিল।

The myth on the subject must be of considerable antiquity, seeing that we have a ram-headed divinity among the most ancient sculptures of Egypt, representing one of the eight great gods of the country. His name was variously spelt Kneph, Neph, Nef, Cnouphis, Chnoubis, Noub, and, perhaps also, Nou. Sati, the daughter of Daksha, became, among the Egyptians, Saté (Juno), one of the wives of their Jove. Anyhow there is a remarkable analogy between the two gods, and the idea suggests itself that perhaps they owe their origin to a common source, or one of them is derived from the other.—Raja Rajendralala Mitra's Introduction to the Gopatha Brahmana, p. 35.

শিবের অনুচরদের মধ্যে অনেকেরই পশুমুণ্ড ছিল—নন্দীর বানর-মুখ, ভৃঙ্গীর ছাগমুখ, গণেশের গজমুখ, কার্ত্তিকেয়ের ছয়মুখের একমুখ ছাগলের, ইত্যাদি। এখানে বেদপন্থী শিববিরোধী দক্ষকে পরাজিত করিয়া একেবারে শিবানুচরদের সামিল করিয়া ফেলা হইল। এই বিরোধ যে বৈদিক দেবসমাজের সঙ্গে শৈবধর্ম্মের বিরোধ তাহা অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন; দক্ষমহিষী প্রসূতি শিবকে বলিতেছেন—

বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়।
সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়॥

আপনি বিচার কর পরিহর রোষ।
দক্ষের এ দোষ কেন, বেদের এ দোষ ॥

শিবপূজা যে বেদবিরোধী তাহা প্রায় সকল পুরাণেই স্বীকৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইলা জীবন—অকস্মাৎ কৃষ্ণের কৃপা অবতারণা করার কারণ কবিকঙ্কণের বৈষ্ণবত্ব বলিয়া মনে হয়। ভাগবতে (৪।৭) এইটুকু আছে যে বিষ্ণু অবশেষে দক্ষযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন; কিন্তু সকল পুরাণের মতেই দক্ষ জীবন পাইয়াছিলেন আশুতোষের কৃপায়।

স্কন্দপুরাণ কাশীখণ্ড ৮৮ অধ্যায়ে আছে যে দক্ষ হরিদ্বার-সমীপে নীলাচলে রবিবার জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে নবমী তিথিতে যজ্ঞ করেন, এবং সতীর জন্ম হইয়াছিল ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে; এবং যজ্ঞস্থান কৈলাস-পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। এবং সতীর বিবাহ হইয়াছিল স্বায়ম্ভুব মনুর আদিতে হাটকেশ্বর-ক্ষেত্রে। হাটকেশ্বর-ক্ষেত্র আনর্ত্তদেশে বর্ত্তমান গুজরাটের কাঠিয়াবাড় প্রদেশ (স্কন্দপুরাণ, নাগরখণ্ড ৭৭ অধ্যায়, নাগরখণ্ড ১২২।৫২ শ্লোক, হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব ১০ম অধ্যায়, বিষ্ণুপর্ব্ব ১১২ ও ১১৩ অধ্যায় হইতে আনর্ত্তদেশের অবস্থান জানা যায়)।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্যখণ্ড ৬ অধ্যায় ও স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কেদারখণ্ড ২ অধ্যায় অনুসারে দক্ষযজ্ঞের স্থান কনখল।

৫৫ পৃষ্ঠা

দইয়া—দয়া। য়=উচ্চারণে ইয়; ওড়িষ্যায় এখনো—দইয়া উচ্চারণ।

চণ্ডী লভিলা জনম—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের (পূর্ব্বখণ্ড, ১৬ অধ্যায়) মতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে উমার জন্ম হয়, সেইজন্য সেই তিথিতে উমাচতুর্থী ব্রত করিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠশুক্লচতুর্থ্যান্ তু জাতা পূর্ব্বম্ উমা সতী।—১৯ শ্লোক।

কিন্তু কালিকাপুরাণের মতে দেবী উমার জন্ম হয় বসন্তনবমীর অর্দ্ধরাত্রে মৃগশিরা নক্ষত্রে—

বসন্তসময়ে দেবী নবম্যাম্ ঋক্ষগোগতঃ।
অর্দ্ধরাত্রে সমুৎপন্না গঙ্গেব শশিমণ্ডলাৎ ॥
—কালিকাপুরাণ, ৪১ অধ্যায়, ৪১ শ্লোক।

বরাহ পুরাণের (২২ অধ্যায়, ৫০-৫১ শ্লোক) মতে গৌরীর জন্ম ও বিবাহ তৃতীয়া তিথিতে সম্পন্ন হয়।

প

মৈনাক—হিমালয়মহিষী মেনকার পুত্র—

ততঃ কালে তু সম্প্রাপ্তে মৈনাকম্ অচলোত্তমম।
পক্ষেণ সহ যো হ্যাপি সিন্ধুমধ্যে প্রবর্ত্ততে—
মেনকা সুষুবে দেবী দেবেন্দ্রং স্পর্দ্ধযাগতম।

—কালিকাপুরাণ, ৪১ অধ্যায়। স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ২৬ অধ্যায় ৬৩ শ্লোক। হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব্ব ১৭ অধ্যায়।

বৈদিক সংস্কৃতে পর্ব্বত মানে মেঘ, মেঘ উড়িয়া বেড়ায়, ইন্দ্র বা বায়ু মেঘের পক্ষ ছিন্ন করেন। পরে পর্ব্বত মানে যখন পাহাড় বুঝাইতে লগিল, তখন মেঘের পক্ষছেদনের উপাখ্যান পাহাড়ের পক্ষছেদনে পরিবর্ত্তিত হইল। ইন্দ্র কেবল মৈনাকের পক্ষছেদন করিতে পারেন নাই, মৈনাক সমুদ্রগর্ভে আত্মনিমজ্জন করিয়া প্রাণ দিয়া মান বাচাইয়ছিল।

পুরন্দর—দৈত্যদের পুর যিনি বিদীর্ণ করেন, ইন্দ্র।

কর্ম্মদীন—কর্ম্মাধীন।

ওদন-প্রাশন—অন্নপ্রাশন। প্রঃ—

ছয়মাস বয়স্ক হইলে চারিজন।
করাইল সবাকার ওদনপ্রাশন॥—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

ঠাকুরাণীর বাল্যখেলা (৫৬—৫৭ পৃষ্ঠা)

৫৬ পৃষ্ঠা

গৌরী—পার্ব্বতী. উমা বাল্যাবধিই গৌরাঙ্গী ছিলেন না, সতী ছিলেন গৌরাঙ্গী (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ৩ অধ্যায়, ৩১ শ্লোক)। কিন্তু উমা ছিলেন কালী; শিবের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর একদিন উর্ব্বশী প্রভৃতি সুন্দরী অপ্সরাদের সম্মুখে শিব উমাকে বার বার কালী কালী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন; ইহাতে কালী অপমানিত বোধ করিয়া নিজের কালীত্ব মোচনের জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং ব্রহ্মার বরে কালীরূপের কোষ বা নির্ম্মোক ত্যাগ করিয়া তিনি গৌরী হন। কোষ বা খোলস ছাড়ার জন্য তাঁর অপর নাম হয় কৌষিকী।—কালিকাপুরাণ, ৪৪-৪৫ অধ্যায়; মৎস্যপুরাণ, ১৫৫ অধ্যায়; শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, ১০ অধ্যায়, শিবপুরাণ, বায়বীয় সংহিতা, ২১ অধ্যায়, স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ২৭-২৯ অধ্যায়; ইত্যাদি।

ব্রহ্মার অনুরোধে রাত্রিদেবী মেনাগর্ভে প্রবেশ করিয়া উমার বর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণকায়া করেন (পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৪৩ অধ্যায়; স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বর-খণ্ডে কুমারিকাখণ্ড, ২২ অধ্যায় ও আবন্ত্যখণ্ডে অবন্তীমাহাত্ম্য ১৮ অধ্যায়)। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে বৈদিক রাত্রিদেবীই পৌরাণিক পার্ব্বতীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন (৮১ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য)।

উরুযুগ করিকর, নাভি সে গভীর সর—উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

গৌরীর দশনরুচি ইত্যাদি—উপমান হইতে উপমেয়ের উৎকর্ষ প্রকাশ করিলে ব্যতিরেক বা অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্যরূপক অলঙ্কার হয় (Excess of object and subject)।

হেন লখি অনুমানে ইত্যাদি—প্রস্তাবিত বিষয়ে অপ্রস্তাবিত বিষয়ের যে কবিকল্পিত সংশয়, তাকে সন্দেহ অলঙ্কার (Rhetorical Doubt) বলে।

অধর বন্ধুকবন্ধ, বদন শারদ ইন্দু—উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

কুরঙ্গগঞ্জন বিলোচন—ব্যতিরেক অলঙ্কার।

তারা শোভে সুধাকর মাঝে—দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

লখীতে নারিয়া কিবা ইত্যাদি—সন্দেহ অলঙ্কার।

লখি, লখীতে—সং লক্ষ্য, লক্ষ।—লখি আগে না দেখিনু।—চণ্ডীদাস।

মনের যুকতি কেহ লখিতে না পারে।—জ্ঞানদাস।

মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা—নিদর্শনা অলঙ্কার (Transference of Attributes)।

স্থূলতা উদরে ছিল ইত্যাদি—আপনার গুণ পরিহার করিয়া অন্যের গুণ গ্রহণের নাম তদ্‌গুণ অলঙ্কার (Exchange of Quality)।

বাল্যে পেট মোটা ও বক্ষ হস্ত পদ কৃশ থাকে; যৌবন-সমাগমে তদ্বিপরীত হয়। সেই পরিবর্ত্তনগুলি যেন একে অন্যের নিকট হইতে জোর করিয়া দখল করিতে লাগিল—ইহাই কবির অলঙ্কার। ইহা রাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনার অনুকরণ।—

চরণ চপলগতি লোচন লেল।
শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল॥
শ্রবণক পথ দুঁহু লোচন লেল।—বিদ্যাপতি।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুঁহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল।
মদন-কিতাব পহিল পরচার।
তিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার॥

কটিকে গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইন্‌কে ক্ষীণ, উনহি অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরণ প্রকট ফের উহুকে নেল॥
চরণ চপলগতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥
নব কবিশেখর কি কহিতে পার।
ভিন ভিন রাজা, ভিন ব্যবহার॥—পদকল্পতরু।

উল্লিখিত অলঙ্কার ছাড়া রূপক ও উপমা অলঙ্কার পদে পদে ব্যবহৃত হইয়াছে।

নারদাগমন (৫৮—৬২ পৃষ্ঠা)

৫৮ পৃষ্ঠা

কোথা—স° কুত্র > প্রা° কুথ > বা° কোথা। শূন্যপুরাণে—কথি; চৈতন্যচরিতামৃতে কতি; বাঁকুড়ায় কুথা; ঢাকায় কনে; বিক্রমপুর ও মালদহে কোন্‌ঠে, কুন্‌ঠে; ফরিদপুরে কোন্‌ঠাই; চাটিগাঁয়ে কন্‌তে; ওড়িয়া কৌঠি, কোআড়ে, কঁড়ে; হিন্দী কহাঁ, কিধর; মারাঠী কোঠেঁ। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে—কোন্‌টি।

অকুলিনে দিলা সুতা ইত্যাদি—বল্লাল সেনের প্রবর্তিত কৌলীন্য-কঠোরতায় বাঙালী বাপের কন্যার বিবাহ দেওয়ার সমস্যা যে কেমন ব্যাপক ভাবে দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা গৌরীর বিবাহের জন্য উদ্বিগ্ন হিমালয়ের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে।

বিদ্যানিবেশিত মন ইত্যাদি—কুলীনের লক্ষণাবলী এই—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্ তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

হিমালয় এইসব লক্ষণযুক্ত পাত্র খুঁজিতে ব্যস্ত।

মিলি করি—মিলিত করিয়া, একত্র করিয়া।

শ্রীনারদ—

কান্যকুব্জে চ দেশে চ দ্রুমিলো গোপরাজকঃ।
কলাবতী তস্য পত্নী বন্ধ্যা চাপি পতিব্রতা॥

সেই গোপরাজমহিষী কলাবতী কাশ্যপবংশীয় নারদ নামক এক মুনির দ্বারা গর্ভবতী হন। ইহার পর গোপরাজ দ্রুমিল স্বীয় পত্নী ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া বদরিকাশ্রমে গঙ্গাতীরে গিয়া যোগাবলম্বন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন এবং বৈকুণ্ঠে হরিদাস্য লাভ করিয়া হরিদাস নামে প্রসিদ্ধ হন। স্বামীপরিত্যক্তা কলাবতীও অগ্নিতে আত্মহত্যার উপক্রম করিতেছিলেন; এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে রক্ষা করেন ও নিজগৃহে লইয়া গিয়া রাখেন। সেই দাসী অবস্থায় কলাবতী যে পুত্র প্রসব করেন, তিনি নারদ।

অনাবৃষ্ট্যবশেষে চ কালে বালো বভূব হ।
নারং দদৌ জন্মকালে তেনায়ং নারদাভিধঃ॥
দদাতি নারং জ্ঞানঞ্চ বালকেভ্যশ্চ বালকঃ।
জাতিস্মরো মহাজ্ঞানী তেনায়ং নারদাভিধঃ॥
বীর্য্যেণ নারদস্যৈব বভূব বালকো মুনে।
মুনীন্দ্রস্য বরেণৈব তেনায়ং নারদাভিধঃ॥
কল্পান্তরে ব্রহ্মকণ্ঠাদ্ বভূবুর্ বহবো নরাঃ।
নরাদ্ দদৌ তং কণ্ঠঞ্চ তেন তন্ নারদঃ স্মৃতঃ॥
ততো বভূব কালশ্চ নারদাং কণ্ঠদেশতঃ।
ততো ব্রহ্মা নাম চক্রে নারদশ্চেতি মঙ্গলম্॥
মবাচিমিশ্রৈব্ মুনিভিঃ সাদ্ধং কণ্ঠাদ্ বভূব সঃ।
নারদশ্চেতি বিখ্যাতো মুনীন্দ্রস্ তেন হেতুনা॥

ঐ বালক অনাবৃষ্টিব শেষে জন্মলাভ করিবামাত্র নার (জল) দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁর নাম নারদ; জাতিস্মর মহাজ্ঞানী বালক অপর বালকদিগকে নার (জ্ঞান) দান করিতেন বলিয়া তাঁর নাম নারদ; নারদ নামক মুনীন্দ্রের ঔরসে জন্ম বলিয়া নাম নারদ; ধর্ম্মের পুত্র নর নামে মুনির বরে এই পুত্র জন্মিয়াছিলেন বলিয়া নাম নারদ; কল্পান্তরে ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে বহু নরেব উৎপত্তি হয় বলিয়া ব্রহ্মার কণ্ঠকে নরদ বলে, নরদ হইতে জন্ম বলিয়া নাম নারদ।

নারদ ব্রহ্মার মানস পুত্র; সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইতে অস্বীকাব কবায় ব্রহ্মাব শাপে শূদ্রাপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ২১-২২ অধ্যায়। শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়। হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব ৩ অধ্যায়।

নারদ জন্মাবধি হরিভক্ত ছিলেন, এবং কৃষ্ণধ্যান করিতে করিতে জীবন ত্যাগ করিয়া শূদ্রজন্ম হইতে মুক্ত হন।

ব্রহ্মার শাপে নারদ গন্ধর্ব্ব উপবর্হণরূপে ও পরে নররূপে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষ প্রজাপতি যখন দেখিলেন যে নারদের উপদেশে তাঁহার পুত্রগণ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অস্বীকার করিলেন তখন—

তাংশ্চাপি নষ্টান্ বিজ্ঞায় পুত্রান্ দক্ষপ্রজাপতিঃ।
ক্রোধং চক্রে মহাভাগঃ নারদং স শশাপ চ ॥
—বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ ১৫ অধ্যায়।

এই শাপহেতুই নারদ বিশ্বপর্য্যটক।

তস্মাল লোকেষু তে মূঢ ন ভবেদ ভ্রমতঃ পদম।—ভাগবত।

অথবা নারদের পিতা ব্রহ্মা—

নারদায় বরং প্রাদাদ ঋষীণামুত্তমো ভবান্ ॥
ভবিতা মৎপ্রসাদেন কলিকেলিকথাপ্রিয়ঃ।
গতিশ্চ তেঽপ্রতিহতা দিবি ভূমৌ রসাতলে ॥
—পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৪।১৩৩-১৩৪ শ্লোক।

নারদ সত্যযুগে এক জন্মে অবন্তীপুরীতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তার নাম ছিল সারস্বত। পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তখন নারায়ণ বিষ্ণু তাঁহাকে বলেন—

নারং পানীয়ম্ ইত্যুক্তং পিতৃণাং তদ দদৌ ভবান্।
তদাপ্রভৃতি তে নাম নারদেতি ভবিষ্যতি ॥—বরাহপুরাণ ৩ অধ্যায়।

ব্রহ্মা ও তুম্বুরু ও উলূকেশ্বর নামক গন্ধর্ব্বদের কাছে ও কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কাছে নারদ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ডের ১৫২ অধ্যায়ে আছে যে নারদ ভৈরবের পূজা করিয়া শতজ্ঞ হন। ব্রহ্মার বরে নারদ বীণাবাদনপটু, কাহারো কাহারো মতে নারদই বীণাযন্ত্রের উদ্ভাবক। ইনি চিরযৌবন। ইনি ঢেঁকিবাহনে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন এবং দেবতাদের ঘটকালি দৌত্য ও কর্ম্ম পণ্ড করিতে তিনি সদাই বিনা আহ্বানে প্রস্তুত থাকিতেন। নারদ সাক্ষাৎ কলির ন্যায় কলহপ্রিয় (হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব ৫৪ অধ্যায়, শিবপুরাণ, জ্ঞান-সংহিতা ৩৪ অধ্যায়ের ৭১ শ্লোক)।

শিব বিবাহের ঘটক নারদ—ইহা প্রায় সকল পুরাণেই আছে। কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মধ্যখণ্ড ৫ অধ্যায়ে আছে যে শিব সতীকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন; ব্রহ্মপুরাণ ৩৬ অধ্যায়ে আছে যে দাক্ষায়ণী সতী স্বয়ম্বর-সভায় শিবকে পতিত্বে বরণ করেন।

নারদের নামে একখানি পুরাণ, স্মৃতি ও সংহিতা আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ে সনৎকুমারের সহিত নারদ ব্রহ্মবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং নারদ অতি প্রাচীন ঋষি। রামায়ণ মহাভারতেও নারদের উপাখ্যান আছে।

আচমন—মুখ ধোবার জল—

"দদ্যাদ্ আচমনীয়ন্তু সুগন্ধিসলিলৈঃ শুভৈঃ।"

"শুদ্ধং বারি তথাচমে"।—তন্ত্রসার।

৫৯ পৃষ্ঠা

বিভা—বিবাহ। প্রঃ—

শ্রীহরি-শয়নে বিভা অনুচিত প্রায়।—ঘনরাম।

সপ্তম বছরের কালে জানি বিভা কৈলা।

—ময়নামতীর গান।

অৰ্দ্ধ অঙ্গ দিব—শিবের ইতিহাস (৫২ পৃষ্ঠা) এবং লিঙ্গপুরাণ, পূর্ব্বভাগ ৯৯, কূর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বভাগ ১১, কালিকাপুরাণ ৪৫, স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ২৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ষোল উপচার—পূজার যোল রকম উপকরণ—

আসনং স্বাগতং পাদ্যং অর্ঘ্যম্ আচমনীয়কম্।

মধুপর্কাচম-স্নানং বসনাভরণানি চ।

গন্ধ-পুষ্পে ধূপ-দীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা॥

অথবা—

পাদ্যম্ অর্ঘ্যং তথাচামং স্নানং বসন-ভূষণে।

গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাচমনং ততঃ।

তাম্বূলম্ অর্চ্চনা স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়া।

প্রয়োজয়েচ্চ পূজায়াম্ উপচারাংস্তু ষোড়শ॥—তন্ত্রসার।

তারক—বজ্রাঙ্গ নামক দৈত্য একদিন স্ত্রীকে রোদন করিতে দেখিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈত্যপত্নী বলিলেন—

ত্রাসিতাস্ম্যপবিদ্ধাস্মি কর্ষিতা পীড়িতাস্মি চ।

রৌদ্রেণ দেবরাজেন নষ্টনাথেব ভূবিশঃ॥

তাহাতে বজ্রাঙ্গ ইন্দ্রকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিলেন যে তাঁর পুত্র দ্বারা ইন্দ্র লাঞ্ছিত হইবে। সেই পুত্র

তারক। তারক আবার তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বর পাইল যে সাত দিনের শিশুর হাতে ছাড়া তার মৃত্যু হইবে না। তারকাসুরের বিক্রমে দেবগণ পরাজিত হইয়া মহাদেবের বিবাহসংঘটন করিল এবং ষড়ানন জন্মের সপ্তম দিবসে তারককে যুদ্ধে নিহত করিলেন।—মৎস্যপুরাণ, ১৪৭-১৬০ অধ্যায়; মহাভারত, শল্যপর্ব্ব, ৪৬ অধ্যায়; অনুশাসন পর্ব্ব ৮৬ অধ্যায়; শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ৯ অধ্যায়; বামনপুরাণ ৫৮ অধ্যায়; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৪২ অধ্যায়; ব্রহ্মপুরাণ ৭১ অধ্যায়; স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ১৪, ১৫ অধ্যায়; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পান দিয়া—কোনো কর্ম্মে নিয়োগের চিহ্ন, অতি প্রাচীন প্রথা। পদ্মপুরাণ পাতাল-খণ্ডের ৫।৪, ১৫।১৭ শ্লোকে কর্ম্মনিয়োগ ও স্বীকার স্বরূপ পান দেওয়া ও লওয়ার উল্লেখ আছে।

আহ্মার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে।
তাক লআঁ জাই আহ্মে রাধিকার থানে।
—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

আড়তি—আরতি, নিয়োগ, আদেশ, ইচ্ছা। স' আর্ত্তি=ইচ্ছা।—নির্দ্দেশ অর্থে প্রয়োগ—

সুনিঞাঁ রাধার আরতী।
কাহাকেহো না কৈল সংহতী॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
আরতি কৈল দিয়া পুষ্প পান।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ইচ্ছা অর্থে প্রয়োগ—ভোকে শোকে কেমনে কুলাবে এ আরতি।
—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতে না পারে॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

স্বস্তিক আসন—যোগসাধনে বসিবার পঞ্চপ্রকার করচরণাদি-সংস্থান-বিশেষকে আসন বলে,—

পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং ভদ্রং বজ্রাসনং তথা।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদ্ আসনপঞ্চকম্॥

স্বস্তিক আসনের ক্রম এইরূপ—

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে॥
—তন্ত্রসার।

ঝারী—(ঝৃ ধাতু ক্ষরণে) যাহা হইতে জল ক্ষরিত হয় তাহা ঝারী। অথবা ধারা হইতে ঝারা, ঝারী—যে পাত্র হইতে ধারা আকারে জল ঢালা যায়। তুঃ হিন্দী ঝঝ্ঝর=ঝারী। প্রঃ—

চরিত্রা তুরিতে রূপার ঝারিতে লইল খীর পুরিআ।—শূন্যপুরাণ।

ঝাট—স° ঝটিতি।

ফুলময় পঞ্চবাণ—

অরবিন্দম্ অশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥

এড়িলা—বৈদিক √ইড়=ত্যাগ। বেদে সরস্বতী ও যজ্ঞহবির নাম ইড়া=যাহা ত্যাগ করিতে হয়, দান করিতে হয়।

দেখিতে দেখিতে ভস্ম হৈলা মদন—এই মদনভস্ম ব্যাপারে মহাদেবের চরিত্রমাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি পত্নী-শোকার্ত্ত, পত্নীকে পুনর্লাভের জন্য তপস্যানিরত; এই অবস্থায়ও উমাকে দেখিয়া তাঁর বিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইলে তিনি তাহা দমন করিলেন—এবং তাহাই মদনভস্ম। তিনি ইহাই দেখাইলেন যে পত্নীকে কামের সামগ্রীরূপে লাভ করায় গৌরব নাই, পত্নীকে অর্জ্জন করিতে হইবে পরস্পরের আত্মিক অনুরাগের তপস্যার দ্বারা।

পুরাণের কাহিনীকে কালিদাসের ন্যায় মহাকবি যে মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন তাহা বাংলার ছোট কবিদের হাতে পড়িয়া অনাবশ্যক অশ্লীল রসিকতার চেষ্টায় একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছে। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণও মদন ভস্ম হইলে শিবকে অন্যস্থানে পাঠাইয়া মহাদেবের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অশ্লীলতালোলুপ ভারতচন্দ্র শিবকে অপমান না করিয়া ছাড়েন নাই—

মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া
ফিরেন সকল স্থানে॥
কামে মত্ত হর দেখিয়া, অপ্সর
কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া; পশ্চাতে তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল॥

—অন্নদামঙ্গল

রামায়ণে মদনভস্মের যে কথা আছে তাহা হরপার্ব্বতীর বিবাহের পূর্ব্বসময়ের ব্যাপার নহে, এবং মদন হিমালয়ে মহাদেবের তপস্যাক্ষেত্রেও দগ্ধ হন নাই, হরগৌরীর বিবাহের পরও মহাদেব সংযমী হইয়া ছিলেন, তখন কাম তাঁর দেহে প্রবেশের চেষ্টা করাতে শিব ক্রুদ্ধ হইয়া কামকে অনঙ্গ করেন।

মহাদেবের এই ক্রোধ বড়বানল হইয়া সমুদ্রে বিদ্যমান আছে।

—কালিকাপুরাণ, ৪২ অধ্যায়।

অতিরিক্ত পাঠ (৫৯—৬০ পৃষ্ঠা)

৬০ পৃষ্ঠা

গাছ আরোপিয়া মাঠে ইত্যাদি—কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের একটি উপমার অনুবাদ—

বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুম্ অসাম্প্রতম্।

—দ্বিতীয় সর্গ, ৫৫ শ্লোক।

আরতি দেই কামবাণে—অঙ্গীকার করেন, সমাদর করিয়া গ্রহণ করেন।

আরতি<স আর্ত্তি=ইচ্ছা। তু:—মনে মনমথ সর আরতী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

[আ+√রম্+তি=বিরতি, নিবৃত্তি অর্থ এখানে নয়।]

রতির খেদ (৬২—৬৩ পৃষ্ঠা)

৬২ পৃষ্ঠা

পাসরিলা—স বিস্মরণ > পাসরণ। বৌদ্ধ গান ও দোহায় বিশমই= ভুলিয়া গিয়াছি।

আমিয়া আচ্ছন্তে বিস গিলেসি রে চিঅ পসর বস অপা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

পরম আনন্দ রাজা পাসরে আপনা।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

জইয়া—জায়া।

অনাথিনী—সংস্কৃত অনাথা, বাংলায় অনাথিনী স্ত্রীলিঙ্গ পদ। অনাথী পদও দেখা যায়।

—শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দ হে। অনাথী নারীক সঙ্গে নে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

অনাথী জনের বেতন কই।—চণ্ডীদাস।

মোর তরে পোহাল রজনী—এই রজনী যেন আমার অমঙ্গল ঘটাইবার জন্যই প্রভাত হইয়াছিল মনে হইতেছে।

৬৩ পৃষ্ঠা

সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ—

সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্ তাপনস্ তথা।
স্তম্ভনশ্ চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥—ভবত।
সম্মোহনং সমুদ্বেগবীজং স্তম্ভনকারণম্।
উন্মত্তবীজং জ্বলনং শশ্বচ্ চেতনহারকম্ ॥
—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৩২ অধ্যায়।

তোমারে করিলা বল—প্রবল হইয়া তোমাকে আক্রমণ করিল।

য়েই বড় রহিল গঞ্জন—তোমার বিরহে রতি তিলেক কালও বাঁচে না, লোকের এই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এখন তার অন্যথা দেখিয়া লোকে আমাকে নিন্দা করিবে।

কুড়ি—সং কুট্ট ধাতু ছেদনে। কুট্ট > কুট > কুড়। তু° কোড়ি, কুড়ি=কোদাল। এখন খনন অর্থে বাংলায় খুঁড়্ ধাতু প্রচলিত হইয়াছে, কেবল 'নারিকেল কোরা' 'কুরুনী' প্রভৃতি দুই একটি শব্দে কুড় ধাতুর রূপান্তর ব্যবহার আছে। প্রাচীন বাংলায় কিন্তু কুড়্ ধাতুরই ব্যবহার ছিল।—তুলনীয়—কুড়িতে কুড়িতে ঠেকিল কূর্ম্মর পিঠি।—শূন্যপুরাণ। কৃত্তিবাস ও বৈষ্ণবপদাবলীতেও কুড়্ ধাতুর প্রয়োগ আছে।

অনুমৃতা হব রতি—বৈদিক কালে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল কি না তাহা লইয়া মতদ্বৈধ আছে; কিন্তু মহাভারতে দেখা যায় মাদ্রী পাণ্ডুর সহমরণে গিয়াছিলেন। দধীচি দেহদান করিলে তাঁহার পত্নী সুবর্চ্চা সহমরণে গিয়াছিলেন (স্কন্দপুরাণ, কেদারখণ্ড ১৭ অধ্যায়); পরশুরামের মাতা রেণুকা পতির সহমরণে গিয়াছিলেন (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ গণেশখণ্ড ২৮ অধ্যায়); শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার মহিষীগণ সহমরণে গিয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৮); মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১৩৪ অধ্যায়ে একটি সহমরণের উল্লেখ আছে; স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড উত্তরখণ্ড ২ অধ্যায়, কাশীখণ্ড ৪৭ অধ্যায়, প্রভাসখণ্ড ২৯ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৬৫, সৃষ্টিখণ্ড ৫২, উত্তরখণ্ড ২১৩, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতিতে সহমরণের দৃষ্টান্ত ও প্রশংসা আছে; স্মৃতিশাস্ত্রে (অঙ্গিরা, উশনা, মদনপারিজাত, আপস্তম্ব-সংহিতা ইত্যাদিতে) উহার ব্যবস্থা আছে; শাস্ত্রে পতিব্রতার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে "মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা" (ছন্দোগপরিশিষ্ট কল্পতরু; শুদ্ধিতত্ত্ব)। সুতরাং দেশে সহমরণ বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণ স্বচক্ষে সহমরণের যেসব ব্যাপার দেখিয়াছিলেন তারই ছবি রতির সহমরণে দিয়াছেন অনুমান হয়।

রেভারেণ্ড্ ওয়ার্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার বহু-পরিচয়-বিষয়ক বইএ সহমরণের বিস্তৃত বর্ণনা দেখা যায়। মাণিকচন্দ্রের গানে সহমরণের একটি চিত্র আছে (বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, ৪১ পৃষ্ঠা)।

কবিকঙ্কণের রতির খেদের সহিত পুরাণের ও কালিদাসের ও ভারতচন্দ্রের রতিবিলাপ তুলনীয়।

রতির প্রতি দৈববাণী (৬৪—৬৫ পৃষ্ঠা)

৬৪ পৃষ্ঠা

পুড়িয়া—সং পুট > প্রাং পুড়হ > বাং পুড়।

সম্বর—অসুর। ইহাকে কামদেব নিহত করিয়া সম্বরারি নামে অভিহিত হন। এই আখ্যায়িকার ভিতরে একটি রূপক লুক্কায়িত আছে—সম্বর মানে ইন্দ্রিয়সংযম, তার বাড়ীতে রতি গিয়া ছদ্মবেশে থাকিয়া কামকে লালন পালন করে, এবং কাম প্রবল হইয়া উঠিলে সম্বর নিহত হয়। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই—মদন শিবরোষে ভস্মসাৎ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন; সূতিকাগৃহ হইতে প্রদ্যুম্নকে সম্বরাসুর চুরি করিয়া আনিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দায়; শিশুকে বৃহৎ বোয়াল মাছে গিলিয়া খায়; সেই মাছ আবার জেলের জালে ধরা পড়িয়া সম্বরাসুরের বাড়ীতে আনীত হয়; সম্বরাসুরের ক্রীতদাসী পাচিকা মায়াবতীরূপিণী রতি মাছ কুটিতে গিয়া মাছের পেটের ভিতর হইতে ঐ শিশুকে বাহির করেন, ও তাকে স্বীয় স্বামী মদন বলিয়া চিনিতে পারিয়া পালন করেন। মদন বড় হইয়া উঠিলে রতির অনুরোধ ও উপদেশে সম্বরকে বধ করেন। অসুর নিধনের পর প্রদ্যুম্ন বা মদন ও মায়াবতী বা রতি বিবাহিত হন।—বিষ্ণুপুরাণ ৫।২৭; ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১১২ অধ্যায়; স্কন্দপুরাণ, কেদারখণ্ড ২১ অধ্যায়; হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়; ইত্যাদি।

ভাণ্ডীব—সং ভণ্ডন=প্রতারণা। প্রঃ—

তিরী কলা পাতি ভাণ্ডিবারেঁ চাহ কাহে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

উবাস—সং উদ্বাস=মোচন। ওং উদাস। প্রঃ—

বিরহাহি ছয়মে উর ধক ধক ধকি কর উসসি উসসি তৈ শাসা।—বিদ্যাপতি।

৬৫ পৃষ্ঠা

বোয়ালী—স° বোদাল।

ভেট—স° মেল ধাতু > ভেট। মিলন; মিলন উপলক্ষে উপহার; উপহার। শূন্যপুরাণে সাক্ষাৎ অর্থে ভেট ধাতুর প্রয়োগ আছে।

কাথে—কক্ষে। স° কক্ষ > প্রা° কক্‌খ > কাখ, কাঁখ।

কোলে—ক্রোড়ে। স° কোল=আলিঙ্গন। স° ক্রোড় > কোল=অঙ্ক। মাণিক-চন্দ্র রাজার গানে কোলা। প্রঃ—

মাআজাল কি লেহ রে কোলে।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

নাচাড়ি—(নাচ+আড়ি) যে গানের ছন্দে নৃত্য করা চলে, নাচিতে নাচিতে যে ছন্দ আবৃত্তি করা হয়।

রতির প্রতি দৈববাণী ভাগবত (১০।৫৫, ১-১৭) প্রভৃতি বহু পুরাণে ও কুমারসম্ভবে আছে।

গৌরীর তপস্যা (৬৫—৬৬ পৃষ্ঠা)

৬৫ পৃষ্ঠা

টুটাল্যা—টুটাইল, কম করিল। স° ত্রুট্ ধাতু ভঙ্গে, ছেদনে, স্বল্পতায়। প্রঃ—

তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংথা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

৬৬ পৃষ্ঠা

পঞ্চতপ—চারিদিকে চার অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া ঊর্দ্ধে তপন-তাপ সহ্য করিয়া কৃচ্ছ্রসাধন।

পঞ্চমঃ পঞ্চতপসস্ তপনো জাতবেদসাম্।—মাঘ।

তপশ্চচার পঞ্চানাম্ অগ্নীনাং মধ্যম্ আশ্রিতা।
চতুর্ণাং শিখিনাং মধ্যে স্থিতা সূর্য্যবিনিষ্টদৃক্॥

—স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে অরুণাচলমাহাত্ম্য ২০ অধ্যায় ২৪ শ্লোক

বন্ধবাশা—বাস বা কাপড় আঁট করিয়া পরা যায়।

পিঙ্গকেশা—কৃষ্ণকেশা।

পারণা—উপবাসের পর নিয়মপূর্ব্বক আহার।

সবে—সর্ব্ব সাকল্যে, মোটের উপর।

কপীথ্য—কপিত্থ, কয়েতবেল।

বদর—কুল।

পুষ্কর—যে পোষণ করে, জল।

ছলিতে আইলা হর—বহু পুরাণে, কুমারসম্ভবে, দ্বিজ কালিদাসের কালিকামঙ্গলে এই ব্যাপারটি আছে।

এই আখ্যায়িকার মূল দেখা যায় বহু পুরাণে—মৎস্যপুরাণ ১৫৪।৩০৮—৩১০ শ্লোক; শিবপুরাণ ১২ অধ্যায়; ইত্যাদি।

পুরুষ যখন স্ত্রীকে পাইবার জন্য তপস্যা করে, তখন সেই স্ত্রীও যদি সেই পুরুষকে পাইবার জন্য তপস্যা করে, তবেই তাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়, তাতেই অর্দ্ধনারীশ্বর ভাব ধারণের সম্ভাবনা জন্মে। পরস্পরের ঐকান্তিক আগ্রহ ব্যতীত মিলন স্থায়ী হয় না, তা শুধু কামের ঘটকালি মাত্র হয়—হরগৌরীর তপস্যার ইহাই নিগূঢ় অর্থ।

শঙ্করের ছলনা (৬৭—৬৮ পৃষ্ঠা)

৬৭ পৃষ্ঠা

কেনী—সং কেন হেতুনা > বাং কেন। প্রাচীন বাংলায় কেনে, কেনী ব্যবহৃত হইত।

তুলনীয়—

সোনার নাতিনী এমন যে কেনি হইলা বাউরী পারা।—চণ্ডীদাস।

কই—সং কথ > বাং কহ, ক ধাতু।

মিলিলা গঙ্গা রত্নাকরে—এ কথায় কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার (Implied Causality) হইয়াছে; যাহা প্রকৃত কারণ নয় তাহাকেই প্রকৃত কারণ বলিয়া আরোপ করা হইলে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়।

৬৮ পৃষ্ঠা

নির্ধনে কেহ না আদরে—এ সম্বন্ধে একটি উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোক আছে—

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ, শুষ্কং সরঃ সারসাঃ,
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপাঃ, দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ,
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকাঃ, ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ,
সর্ব্বঃ স্বার্থবশাজ্ জনো হভিরমতে, কস্যাস্তি কো বল্লভঃ॥

কাহার পুত্রবর ইত্যাদি—এই বাক্যে দ্ব্যর্থ আছে ; (১) হর স্বয়ম্ভু অনাদি সর্ব্বব্যাপী পশুপতি, এজন্য তাঁর পিতা কেহ নাই, সর্ব্বত্র তাঁর বাসস্থান, সকলেই তাঁর আত্মীয় বলিয়া কেউই বিশেষ আত্মীয় নয়, তিনি জীব মাত্রেরই পতি ; (২) তিনি কুলশীলহীন দরিদ্র স্বজনত্যক্ত। এই বাক্যে দ্ব্যর্থ থাকাতে বক্রোক্তি বা শ্লেষ অলঙ্কার হইয়াছে। তুলনীয়—ভারতচন্দ্র ; স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড, ২৬ অধ্যায় ও কেদারখণ্ড ২৫ অধ্যায় ; পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১০ অধ্যায় ২৪ শ্লোক।

দারিদ্র্যে গুণরাশি নাশে—কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গের তৃতীয় শ্লোকে হিমালয় বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন—

অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য
হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥

এই শ্লোকের উত্তরে এক দরিদ্র কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীথং কবি যদ্ বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশিনাশী॥

এই শ্লোকের শেষ চরণ স্মরণ করিয়াই কবিকঙ্কণ তাঁর পংক্তিটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তুঃ—

ঐছন বহু গুণ এক দোষে নাশই
এক গুণ বহু-দোষ-নাশা।—পদকল্পতরু।

অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং দিশঃ শূন্যা হ্যবান্ধবাঃ।
মূর্খস্য হৃদয়ং শূন্যং সর্ব্বশূন্যং দরিদ্রতা॥
—স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্যখণ্ড, রেবাখণ্ড, ১০৩।১২৮ শ্লোক।

দারিদ্রে কেহ না সম্ভাসে—এই উক্তির মূল বোধ হয় স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ড ১৬৫ অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষ্মীমাহাত্ম্যের অনুরূপ একটি উদ্ভট শ্লোক—

মাতা নিন্দতি, নাভিনন্দতি পিতা, ভ্রাতা ন সম্ভাষতে,
ভৃত্যঃ কুপ্যতি, নানুগচ্ছতি সুতঃ, কান্তা চ নালিঙ্গতি,
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ,
তস্মাদ্ উপার্জ্জয়স্ব সখে, হ্যর্থস্য সর্ব্বে বশাঃ।

কুলহীন কেবল কুলীন হয় ধনে।
আপদ উদ্ধার হয় ধনের অর্জ্জনে ॥
ধনে হতে ধর্ম্ম ভাই ধনে হতে ঝাকা।
দ্বাদশ মোহর লও দুই শত টাকা ॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

জে যার মনে তার শে নারী ভজে তায়—তুলনীয় কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনাকাব্যের এই চরণ—

যে যাহারে ভালোবাসে সে যাইবে তার পাশে।

তায়—প্রতিভাত হয়, শোভা পায়।

শঙ্করের এইরূপ ছলনার বিবরণ বহু পুরাণে ও কুমারসম্ভব কাব্যে আছে।

হরগৌরীর কথোপকথন (৬৮—৬৯ পৃষ্ঠা)

৬৮ পৃষ্ঠা

অষ্টসিদ্ধি—

(১) অণিমা (২) মহিমা চৈব (৩) লঘিমা (৪) প্রাপ্তির্ এব চ
(৫) প্রাকাম্যঞ্চ (৬) তথেশিত্বং (৭) বশিত্বঞ্চ তথাপরম্ ॥
যত্র (৮) কামাবসায়িত্বং গুণান্ এতান্ অথৈশ্বরান্।
প্রাপ্নোত্যষ্টৌ নরব্যাঘ্র পরনির্ব্বাণসূচকান্ ॥—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

(১) অণিমা=অণুতুল্য সূক্ষ্ম হইবার ক্ষমতা, (২) মহিমা=স্বীয় শরীরকে স্থূল করিবার শক্তি, (৩) লঘিমা=শরীরকে লঘু করিবার শক্তি, (৪) প্রাপ্তি=ইচ্ছামাত্র সর্ব্বত্র গমনাগমনের ক্ষমতা ও অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তির ক্ষমতা, (৫) প্রাকাম্য=কামনা পূর্ণ করিবার শক্তি, (৬) ঈশিত্ব=সর্ব্বভূতের প্রভুত্ব, (৭) বশিত্ব=সকল প্রাণীকে বশ করিবার ক্ষমতা, (৮) কামাবসায়িত্ব=ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিবার শক্তি, অথবা অন্যের উপর ইচ্ছা প্রয়োগে তাকে স্বাভিমত করার ক্ষমতা, will power. ১২৭ পৃষ্ঠায় ২৮ পৃষ্ঠার টীকা ও স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ৫৫ অধ্যায়ের ১১৬—১২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৬৯ পৃষ্ঠা

চঞ্চল অধর—বাক্য বলিবার উদ্যমে অধরের স্ফুরণ বা কম্পন।

অন্যন্তর—অন্য স্থানে, স্থানান্তর।

শমুখে—সম্মুখে। তুঃ—সুন্দরী রাধে সুণ সমুখে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সম্ভ্রমে—হর্ষ-ভয়-শ্রদ্ধা-ভক্তি-জনিত আবেগময় ত্বরায়।

ত্রিদশ—১৫৫ পৃষ্ঠায় ৫০ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

দিবে বরদান—এখানে বর শব্দ দ্ব্যর্থ—(১) প্রার্থিত বস্তু দিতে দেবতার আশীর্ব্বাদ বা অঙ্গীকার, (২) স্বামী, পতি। ইহাতে শ্লেষ বা বক্রোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

আমার পিতারে নাথ করহ প্রমাণ—আমার পিতাকে প্রধান জানিয়া তাঁর কাছেই বিবাহের প্রস্তাব করিয়া আমাকে প্রার্থনা করো। একবার শিব শ্বশুরকে মান্য না করাতে বিপদ্ ঘটিয়াছিল, তাই এবার গৌরী তাড়াতাড়ি শিবকে এই অনুরোধ করিতেছেন।—ততঃ প্রাহ মহেশানং প্রমাণং মে পিতা গুরুঃ।

—স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ২৪৫ অধ্যায় ১৫ শ্লোক।

আনন্দে তরল—আনন্দে গদ্‌গদ। এমন আনন্দ যেন দেহ মন দ্রব হইয়া গলিয়া বহিয়া যাইবে। প্রঃ—

চারিদিশি চাহে রাধা তরল নয়নে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

আনন্দে তরল বান্ধিআ মঙ্গল দিঢ় কবি নিল মুঠি।

—শূন্যপুরাণ।

এই প্রকরণের উপাখ্যান বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ২১ অধ্যায়, ২৬-৩৬ শ্লোক, ও অন্যান্য বহু পুরাণে আছে।

হরগৌরীর বিবাহ (৭০—৭১ পৃষ্ঠা)

৭০ পৃষ্ঠা

মঙ্গল রাগ—বিবাহরূপ মঙ্গল কার্য্যের বিবরণে মঙ্গলরাগ সুপ্রযুক্ত হইয়াছে।

আজু—সং অদ্য > প্রাং অজ্জ > আজ, আজি, আজু। প্রাচীন পদ্যে আজু।

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া-মুখচন্দা।—বিদ্যাপতি।

আজু কে গো মুরলী বাজায়।—চণ্ডীদাস।

স্বস্তিক বচন—শুভ বাক্য উচ্চারণ—ওঁ পুণ্যাহং; কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বিবাহকর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু; ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্; ওঁ স্বস্তি নো ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র।

হেমঝারী—[বৃ ধাতু মানে আবরণ করা ; বৃ+ণিক=বারি ; বারি+ই=বারি, ঝারী।]
স্বর্ণময় জলপাত্র , স্বর্ণকলস। তুঃ—

ধাতুময়ী মোর ঝারি প্রতিষ্ঠা করিয়া।
যেই জন রাখে ঘরে প্রত্যহ পূজিয়া ॥—মনসামঙ্গল।
পূজা ভাঙ্গি ঝাড়িয়ে ভাঙ্গিল ঘট ঝারি।

—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

গন্ধাধিবাসন—[গন্ধ+অধি+বাস্ (সুগন্ধীকরণ সংস্কার)+অন] গন্ধমাল্যাদির দ্বারা মঙ্গলাচার সংস্কার, একটি ডালায় ২০ রকম মাঙ্গল্য দ্রব্য রাখিয়া অধিবাস করা হয়।—

মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং দূর্বা পুষ্পং ফলং দধি।
ঘৃতং স্বস্তিক-সিন্দূরং শঙ্খ-কজ্জল-রোচনা ॥
সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রো দীপশ্চ দর্পণম ॥

[অথবা তাম্রশ্চামরদর্পণম]

সিদ্ধার্থ=শ্বেতসর্ষপ।—ভবদেব।
স্বস্তিক=পিটুলি দিয়া তৈয়ারি ত্রিকোণ যন্ত্র।

কর্ণপূর—কর্ণভূষণ। বরণডালায় সোনা দিতে হয়, মেয়েরা প্রায় কান থেকে সোনার মাকড়ি খুলিয়া দেয়, তাহা হইতে লোকের সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে বরণডালায় বুঝি কর্ণভূষণই দিতে হয়।

বান্ধিলা করে সূত্র—হাতে সূতা বাধার তাৎপর্য্য বরবধূর মিলন।

প্রশস্ত দ্বিপপাত্র—প্রশস্ত দীপপাত্র। একটি পাত্রে চাল রাখিয়া তার উপর প্রদীপ বসাইয়া জ্বালা হয়; ইহা পূর্ণতা ও উজ্জ্বলতার প্রতীক, এই পাত্রকে পূর্ণপাত্র বা প্রশস্ত পাত্র বলে। প্রশস্ত=শ্রেষ্ঠ।

দীপঃ প্রশস্তিপাত্রং চ বন্দনীয়ং শুভে দিনে।
হর্ষাদ উৎসবকালে যদ অলঙ্কারাংশুকাদিকম।
আকৃষ্য গৃহ্যতে পূর্ণপাত্রং পূর্ণানকঞ্চ তৎ।—জটাধরঃ।
বিনা পাত্রেণ যঃ কুর্য্যাৎ প্রতিষ্ঠা যাজ্ঞিকীং ক্রিয়াম।
বিফলা ভবতে সর্ব্বা বাহনাদিধনাপহা ॥—দেবীপুরাণ।
দীপেন লোকান্ জয়ন্তি দীপস্তেজোময়ঃ স্মৃতঃ।
চতুর্ব্বর্গপ্রদো দীপস্ তস্মাদ দীপং যজেৎ প্রিয়ে ॥

—কালিকাপুরাণ, ৬৮ অধ্যায়।

বন্দিয়া প্রশস্ত পাত্র সূত্র বাঁধে করে।

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

সিথি—স° সীমন্ত। সীমন্তদেশের অলঙ্কার।—

সুবর্ণ চিরুণী করি আঁচুড়িলা কেশ।
নানা ছাঁদে কবরি বান্ধি বনাইল বেশ॥
কিবা শোভা পায় তার সুবর্ণের সিঁথি।
গজমুকুতা তাহে দিলেন পাঁতি পাঁতি॥
নয়নে কাজল-রেখা সিঁথায় সিন্দূর।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

কাণা হরিদত্তের মনসামঙ্গলে সীমন্ত অর্থে সীতা শব্দ আছে।

৭১ পৃষ্ঠা

মাতৃকা—ষোড়শ মাতৃকা—গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তি পুষ্টি ধৃতি তুষ্টি আত্মদেবতা ও কুলদেবতা; এঁরা অসুরবধে দেবী দুর্গাকে সাহায্য করিবার জন্য দেবশক্তি হইতে উৎপন্না হন।—বরাহপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, দেবীপুরাণ, স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ড অরুণাচলমাহাত্ম্য উত্তরার্দ্ধ ১৯ অধ্যায়। ইত্যাদি। স্কন্দসহচরীদিগের নামও মাতৃকা (মহাভারত, বনপর্ব্ব)।

বিবাহের সময় "গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করা মানবীয় বিধি; কিন্তু গৌরীর বিবাহে গৌরীরই পূজার কথা বলাতে কবিকঙ্কণের উক্তিতে অনুচিততা দোষ হইয়াছে।

বসুধারা—বসু ছিলেন চেদিরাজ্যের রাজা; তাঁর সঙ্গে ইন্দ্রের মিত্রতা ছিল, ইন্দ্র বন্ধুকে একখানি পুষ্পকরথ উপহার দেন; তিনি সেই রথে শূন্যে বিচরণ করিতেন বলিয়া তাঁর অপর নাম হয় উপরিচর; এঁরই কন্যা মৎস্যগন্ধা—ব্যাসদেবের মাতা! উপরিচর বসু চন্দ্রবংশীয় কৃতিরাজের পুত্র; তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। একদা ঋষিগণে ও দেবগণে বিবাদ উপস্থিত হয় যজ্ঞে কোন্ বলি মেধ্য তার মীমাংসা লইয়া—ঋষিগণ বলিতেছিলেন ওষধি বলি সমীচীন ও দেবগণ বলিতেছিলেন পশু বলি মেধ্য। উভয় পক্ষ উপরিচর বসুকে মধ্যস্থ মানিলেন। চেদিরাজ বসু বলিলেন—পশু বলিই বিধেয়। ইহাতে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বসুকে শাপ দেন—যেমন তুমি দেবপক্ষপাতে অশাস্ত্রীয় মীমাংসা করিলে, সেইহেতু তুমি পাতালে যাও। শাপ উচ্চারিত হইবা মাত্র বসু ভূবিবরে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণু ভক্তের ভক্ষণের জন্য নির্দ্দেশ করিলেন যে নান্দীশ্রাদ্ধাদিতে গৃহভিত্তিতে ঘৃতধারা দিতে হইবে এবং চেদিরাজ বসু সেই ঘৃতধারা পাতাল হইতে পান করিবেন।

—মহাভারত।

চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে গৃহপ্রাচীরে পঞ্চঘৃতধারা দিবার ব্যবস্থা শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত ছান্দোগ্যপরিশিষ্টের কাত্যায়ন-বচনে পাওয়া যায়। আবার পরবর্ত্তী কালে স্বয়ং চেদিরাজ বসু ও দক্ষ দীর্ঘায়ু ও স্বর্গকামনায় বসুধারা দিয়াছিলেন।

—দেবীপুরাণ, ৩৫ অধ্যায়।

বসুধারা দিবার নিয়ম ও তাৎপর্য্য—

কুড্যলগ্নাং বসোর্ ধারাং সপ্তবারান্ ঘৃতেন তু
কারয়েৎ পঞ্চবারান্ বা নাতিনীচাং ন চোচ্ছ্রিতাম্।
আয়ুষ্যাণি চ শান্ত্যর্থং জপ্ত্বা তত্র সমাহিতঃ
ষড়্ভ্যঃ পিতৃভ্যস্ তদ্ অনু শ্রাদ্ধদানম্ উপক্রমেৎ ॥—শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

নান্দী—[নন্দ্ + ই = নান্দি (আনন্দিত হওয়া) + ঈ] অভিপ্রেত কার্য্যের নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য মঙ্গলাচরণ উদ্দেশ্যে স্তবনন্দনায় দেবতার আনন্দবিধান নান্দী। "নন্দন্তি দেবতা যস্মাৎ তস্মান্ নান্দী প্রকীর্তিতা।"—অমরকোষের টীকায় ভরত। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পিতৃপূজা ও তর্পণ কর্ত্তব্য (গোভিলসূত্র)। মালতীমাধবের টীকায় আছে—

দেবদ্বিজনৃপাদীনাম্ আশীর্বন্দনপূর্ব্বিকা
নান্দী কার্য্যা বুধৈর্ যত্নান্ নমস্কারেণ সংযুতা।
গঙ্গা নাগপতিঃ সোমঃ সুধা নন্দা জয়াশিষঃ।
এভির্ণামপদৈঃ কার্য্যা নান্দী ধারাভির্ অন্বিতা।
আশীর্ব্বাদপরা নান্দী যোজ্যেয়ং মঙ্গলাত্মিকা ॥

নান্দী বা নান্দীমুখ করিতে হয়—

কন্যাপুত্রবিবাহেন, প্রবেশে নববেশ্মনঃ,
নামকর্ম্মণি বালানাং, চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা,
সীমন্তোন্নয়নে চৈব, পুত্রাদিমুখদর্শনে,
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী ॥—বিষ্ণুপুরাণ।

দেব-বৃক্ষ-জলাদীনাং প্রতিষ্ঠায়াং বিশেষতঃ।
তীর্থযাত্রা-বৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥—মৎস্যপুরাণ।

জল সে শয়ে—জল সাধে অর্থাৎ জল প্রার্থনা করে। গ্রামস্থ প্রত্যেক গৃহস্থের সম্মতি ও আশীর্ব্বাদের চিহ্ন স্বরূপ প্রত্যেক গৃহ হইতে জল চাহিয়া চাহিয়া ঘট ভরিতে হয় ও সেই জলে যার কল্যাণে অনুষ্ঠান সেই শিশু বা বর বা কন্যাকে স্নান

করাইয়া তার অমঙ্গল ধৌত করিয়া ফেলা হয়। ইহা বোধ হয় লৌকিক স্ত্রীআচার মাত্র, শাস্ত্রীয় ব্যাপার নয়। তুঃ—

নগরে চত্বরে প্রতি ঘরে ঘরে
নাছে বাটে হাটে ঘাটে।
আনন্দ-কোলাহলে পাণি সাহি বুলে
রসিক রমণী ঠাটে॥—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

স° সংগ্রহ, সাধ > সহা, সওয়া ; আ° সহী (=সম্মতি, স্বীকার, ইচ্ছা) > সহা, সওয়া।

আয়্য—সধবা। আয়ুষ্মতী শব্দের সংক্ষেপ। স্ত্রীলোক বিধবা হইলেই হয় সে সহমরণে যায়, নয় সর্ব্ববঞ্চিতা হইয়া মৃতকল্পা হইয়া থাকে; এজন্য যে পর্য্যন্ত তার স্বামী জীবিত থাকে সে পর্য্যন্তই তারও আয়ু ধরা হয়: তাহা হইতে আয়ুষ্মতী শব্দ সধবা শব্দের সমার্থক হইয়াছে।

হুলাহুলি—মুখবিবরে দ্রুত জিহ্বাতাড়না করিয়া হুলুহুলু শব্দ; একে সংস্কৃতে মুখঘণ্টা বলে (ত্রিকাণ্ড-শেষ)।

মঙ্গলকর্ম্মে হুলুধ্বনি করা মঙ্গলজনক—

বিবাহে স্নানশুভ্রাঙ্গভষোল্লুত্রয়ীববাঃ।
দেবীসঙ্গীততাবেক্ষা লাজমঙ্গলবর্ত্তনম্॥
—কবিকল্পলতা ১ স্তবক ৩ কুসুম।

হুলুধ্বনি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রবিধি হইলেও এখন বোধ হয় এক বঙ্গদেশ ছাড়া অন্য কোনো প্রদেশে প্রচলিত নাই। বর্ত্তমান ইজিপ্টের কপ্‌ট্‌ জাতির মধ্যে উলুধ্বনি করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।—The Manners and Customs of the Modern Egyptians, by Lane. প্রঃ—

সঙ্গ হুলাহুলি পড়ে নেতর পতকা উড়ে
ধবল আসনে নিরঞ্জন।—শূন্যপুরাণ।
জয় জয় হুলাহুলী দিল দেবগণ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
পঞ্চ বৈরাতী তখনই আনিল ডাক দিয়া।
উলু উলু শব্দ করিবার লাগিল।
—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

তণ্ডুল মঙ্গলন—ভূতপ্রেতের কুদৃষ্টি অপসারণের জন্য গুড়চাল ছুড়িয়া শ্বশুরালয়ের দ্বারে সমাগত বরকে মারে; উদ্দেশ্য—যেসব ভূত বরের সঙ্গ লইয়া আসিয়াছে তারা গুড়মাখা চাল খাইবার লোভে বরকে ছাড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া-পড়া গুড়চাল

খুঁটিয়া খাইতে থাকিবে ও সেই অবসরে বরকে শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করাইয়া লওয়া হইবে। এইরূপ তুক বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন আকারে আছে; ইংরেজেরা ছেঁড়া জুতা ছুড়িয়া বরের ভূত ভাগায়।

দেয়ড়ি—দীপালি > দীয়ালি > দীয়াড়ি > দেয়ড়ি > দেউটি। সং দীপিকা = মশাল। সং দীপ্তি > দেউটি > দেয়ড়ি। কৃত্তিবাসী রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে—জলন্ত দীপতি। শূন্যপুরাণে দীবর = দীপ। বৌদ্ধগান ও দোহায় দিধলি = দগ্ধ করিল।

দানা—সং দানব শব্দজ। আরবী দানা = ভূত।

ঝড়—সং ঝর = বর্ষণ। চট্টগ্রামে ঝড় = বৃষ্টি; মালদহে ঝড়ি = বৃষ্টি। তাহা হইতে ঝড় অর্থান্তর পাইয়াছে জোর বাতাস। সং ঝঞ্ঝা > প্রাং ঝড় > সং ঝটিকা।

আহিলা—ছাপার ভুল। শুদ্ধ পাঠ—আইলা।

বিরল করি স্থল—পাছে কুলোকের কুদৃষ্টি লাগিয়া অমঙ্গল হয় এই ভয়ে বরণের ও শুভদৃষ্টির সময় অপর লোককে অপসৃত করা হয়। এখনো বিবাহের শুভদৃষ্টির সময় নাপিতেরা কুলোকদের ভয় দেখাইয়া ছড়া কাটে—

আমার মতন হাত হবে,
ভাতার-পুতের মাথা খাবে।

পাছে ইহাতেও কুলোক না সরিয়া যায় তাই বরকন্যার মাথায় কাপড় ঢাকা দিয়া শুভদৃষ্টি করানো হয়।

হরগৌরীর এই বিবাহবর্ণনার মধ্যে দেবত্ব কিছুই নাই, ইহা যেন বাঙালী দম্পতিরই বিবাহ বর্ণনা। কবিকঙ্কণ স্বসময়ের ও স্বসমাজের বিবাহের ছবির শব্দচিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছেন।

মেনকার খেদ (৭২—৭৩ পৃষ্ঠা)

৭২ পৃষ্ঠা

ঢালিলা দধি—বিবাহের সময় জামাতার পদপ্রক্ষালন করিতে হয় এই মন্ত্রে—প্রজাপতির ঋষির বিরাড়্-গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীর্ দেবতা সব্যপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। সব্যং পাদম্ অবনেনিজে অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে।" এই মন্ত্রের দধে শব্দের অর্থ দান করা; কিন্তু দধির সঙ্গে রূপসাদৃশ্য থাকাতে বরের পায়ে দধি ঢালা রীতি হইয়া

দাড়াইয়াছে অনুমান করি। দধি ঢালা বরের মেজাজ ঠাণ্ডা করার প্রতীক হইতে পাবে। এই রীতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত দেখা যায়।

চবণে ঢালিল দধি হরষিত চিতে।—চৈতন্যমঙ্গল।

পায়ে দধি দিল, শিরে দুর্ব্বাধান।
মাথায় নিছিঞা পেলেন শত শত পান ॥
—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড।

মাইয়া—স° মাতৃ > মাই। মাই+ইয়া=মাইয়া। ও° মাইকিনিঅঁা, অসমীয়া মাইকী= মাতৃজাতীয়া, কন্যা। প্রঃ—

কাঞ্চন পাটে ধরিয়া বসায়া মহেশ্বরে দিবায় যৎেক মেয়া।
-রমাই পণ্ডিত।

মোয়—মোহে, মমতায়। প্রঃ—

সম্পদ সম্মান সুখ সংসাবেব মো।—ঘনরাম।

ঝলক—স জলকা, ঝলা, ঝল্লী=আতপের উর্ম্মি বা অগ্নিশিখা। -জ্বালার্চ্চির্ঝলকা।—হেমচন্দ্র। প্রঃ—

সুন্দর আলকে সিন্দূর ঝলকে।—কৃষ্ণানন্দ (অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী)।

লোয়—স° লোতক > লোত > লোহ > লো=অশ্রু। লো+য় সপ্তম্যন্ত বিভক্তি।

পইতা—স° পবিত্রা শব্দজ।

চক্ষু খায়্যা—দৃষ্টিহীন হইয়া। Typical মেয়েলি গালি।

হেন—বৈদিক এনা; এমন > হেমন > হেন। স এবং, অনেন > অপভ্রংশ প্রাকৃত হিম্ম, হেম।

বাদিয়া—স° বৈদ্য বা ব্যাধ শব্দজ; অথবা আরবী বাদ (জঙ্গল)+ইয়া=জঙ্গুলে, বনচর। আরবী বদ্দ=বেদুইন যাযাবর জাতি। প্রঃ—

বাদিয়ার বেশ ধরি বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী।—চণ্ডীদাস।

ডাকিনী-যোগিনী-ভয় ধড়ে প্রাণ নাহি রয়
বাদিয়া সাধিয়া আনে মায়।
—রাজশেখর (অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী)।

পোয়—স° পোত > প্রা পোঅ > বা° পো, ও° পুঅ, তে° পৈয়, তা° পৈয়ন। প্রঃ—

যশোদার পোঅ আহ্মে হাতে ধরী বাঁশী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
বিরহে বিকলী খোজো মো নন্দের পোএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ছোয়—স° কবল > ছোবল > ছো=হঠাৎ দংশন। কিংবা স° √ ছুপ=ঈষৎ স্পর্শ। স° √ ছম—ভক্ষণে। প্রঃ—

কাহ্নাঞি মোবে নাকি ছো।
—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছো দিয়া সে পড়ে।—কৃত্তিবাস।

বৌদ্ধগান ও দোহায় ছুপই=ছোয়।

ঔষধ সাধিয়া—ঔষধ সংযোগ করিয়া, ঔষধের দ্বারা সিদ্ধি করিয়া।

ধান্ধা—স° দ্বন্দ্ব শব্দজ। প্রঃ—

কিছু না'হ কর অপবাধা।
তভো কোপ তোব এ বড় ধান্ধা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সাপের মাথায় চান্দা—সাপের মাথায় মণি।

হের—স° √ ভল, জৈন সংস্কৃত √ হের=নিরীক্ষণ, নিরূপণ। তুলনীয় সংস্কৃত শব্দ হেরিক=গুপ্তচর (তুঃ ই° Spy)।

হের আসে আইহন গোআল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বৌদ্ধগান ও দোহায় হের=দেখ।

গরুড় মণি—মরকত মণির নামান্তর। প্রঃ—

গলায় গরুড়মণি গজমতি হার।—মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল।

কানাকানি—কানে কানে কথা কানাকানি। বহুব্রীহি সমাস।

ছানী—স° ছন্ন, ছাদন হইতে। চক্ষের তারা আবরক শ্বেতবর্ণ ঝিল্লি যাতে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

৭৫ পৃষ্ঠা

ঈশ্বরমূল—স অর্কমূলা, বাংলা অপর নাম পাখীলতা, Aristolchia indica.

তথি—তথায়, তাহাতে। স° তত্র > প্রা° তত্থ।

ডালা—ডল্লক, বংশনির্ম্মিত পাত্র। প্রঃ—

ফুলে তাম্বূলে ভরি লআঁ যাহা ডালী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ফালি—স° √ ফল=ভেদন; অসমীয়া ফাল=টুক্‌রা। লম্বা টুক্‌রা। প্রঃ—

উঠিয়া সত্বরে নারায়ণ বাহু ফাল করিলা তখন।
দুফার হৈল শিলা কালীর কৃপায়।—মাণিক গাঙ্গুলী।
চান্দ সুজ বেণি পথ ফাল।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

গুড়িগুড়ি—(স° √ গুর্ = গতি) দ্রুতগতি ; অথবা (স° √গূর্ = গোপন) সঙ্কুচিত হইয়া।

সিংহনাদ—স° শৃঙ্গনাদ—নাথপন্থী কানফট যোগীদের গলার গণ্ডারের শিঙ্গা। প্রাচীন বাংলায় শৃঙ্গ > সিংহ হইত।

অলকা তিলকা ভালে বনমালা দেহ গলে
সিংহা বেত্র বেণু দেহ হাতে।—পদরত্নাবলী।

ধুত ধুত করি দিল সিঙ্গাতে নাদয়।
চমকিত হইল তবে মীননাথের গাও॥
পুরিব ভিতরে থাকি সিংহনাদ শুনি।
আস পাশ চাহে মীনে নিজ মনে গুণি॥
সিংহনাদ শুনি তবে মীনে কহে ছলে।—গোরক্ষবিজয়।

পদক—দেবতা-পদ-অঙ্কিত কণ্ঠভূষণ।

এই পরিচ্ছেদের মূল শিবপুরাণের (১৭ অধ্যায়) মেনকার খেদ। মুকুন্দভারতী-বিরচিত জগন্নাথবিজয় কাব্যে কাঠের জগন্নাথের বিবাহ উপলক্ষে জগন্নাথের শাশুড়ীও মেনকার খেদোক্তির ন্যায় খেদ করিয়াছেন দেখা যায়।

এইসব উপাখ্যান ছেলেমানুষকে রূপকথা শুনাইবার মত—সম্ভব-অসম্ভবের খিচুড়ি পরিবেষণ। শ্রোতাদের খাতিরে দেবতাদের কেবল মানুষ নয়—নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মানুষ করিয়া ফেলা হইয়াছে।

নারীগণের পতিনিন্দা (৭৪—৭৫ পৃষ্ঠা)

৭৪ পৃষ্ঠা

এই প্রসঙ্গটির ছন্দ একটু নূতন; এর ওজন অক্ষর গণনায় নয়, ইহা মাত্রাবৃত্ত; শব্দের অন্তের হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে শব্দের অপর ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাতে চঞ্চল নর্তনপর ছন্দ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা বাংলার ছড়ার বিশেষ নিজস্ব ছন্দ; ইহা কেবল চল্‌তি কথায় রচনা করা চলে, সংস্কৃত-বাংলায় রচনা করা অসম্ভব। কবিকঙ্কণ কিন্তু ছন্দটি ঠিক আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, প্রতি পদে ছন্দপতন যতিভঙ্গ হইয়াছে।

ভ

শাক সূপ ঘণ্ট—অর্থাৎ যাহা কোমল, সুপাচ্য, সহজে গলাধঃ করা যায়, এমন ব্যঞ্জন।

ঘণ্ট—সংস্কৃত শব্দ। ঘাঁটিয়া পাক করা ব্যঞ্জন। প্রঃ—

কমল-কুলিশ-ঘাণ্ট করহুঁ বিআলী।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক।—ভারতচন্দ্র।

দড়—দৃঢ়, কঠিন। প্রঃ—

লোচন বোলে আগো দিদি বুক করো গা দড়।—

—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

মারয়ে পিড়ির বাড়ি—সেকালে স্বামীরা স্ত্রীকে মারিত, স্ত্রীরা পতি-দেবতার মার খাইয়া প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না, কেবল রোদন সম্বল ছিল। সেকালে মারিবার অস্ত্র ছিল পিঁড়ি; ইহা বারবার দেখা যাইবে।

পিড়ি—সং পীঠ। শূন্যপুরাণে পিড়ি; রমাই-পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাবিধানে পেঁড়ি।

বাড়ি—? আঘাত।

গোদা, গোদ— ? প্রঃ—

তখনে গোদা যম চলিল হাটিয়া।—রাজা মাণিকচন্দ্রের গান।

বারমাস দারুণ গোদে গন্ধ ছাড়ে।— মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল।

কোয়া—সং কোষ।

কতি—সং কুত্র > প্রাং কুথ > বাং কতি, কোথা। প্রঃ—

দেখ সক্ষে নিকুঞ্জে গোবিন্দ গেলা কতী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ভাদ্রপদমাস—যে মাসে সূর্য্য পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে থাকে।

পাঁকাইড়—সং পঙ্ক > প্রাং পাঁক। পাঁক+আইড়=পাঁক সম্বন্ধীয় বা পাঁক হইতে সঞ্জাত রোগ। পাঁকুই।

নাকার—সং ন্যক্কার।

পারা—সং প্রায়=সদৃশ।

কালা—তেলেগু তামিল কেল=শোনা। যে শোনে না সে কালা। তাহা হইতে অর্ব্বাচীন সংস্কৃত কল্ল > ওড়িয়া কাল, আসাং কলা। প্রঃ—

গুরুবোধসে সীসা (=শিষ্য) কাল।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

আনের—অন্যের। প্রঃ—অণ চাহন্তে আণ বিণঠা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ভাল—সং ভদ্র > প্রাং ভল্ল > ওং ভল, হিং মং ভলা, বাং ভাল। প্রঃ—

মরে ভাল জীএ ভাল জানাইলোঁ তোবে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ঠারেঠোরে—স° √ স্থ—আচ্ছাদনে। চোখের পাতা চাপিয়া ইঙ্গিত। বা° ঠাহর শব্দের সঙ্গে যোগ আছে; শব্দের উদ্ভব অনিশ্চিত।—প্রঃ—

ঠাঁরেয়া ঠাঁরেয়া স্ত্রী আঙ্গুল দেখাইল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ঠারেঠোরে তারেতোরে দেখিলাম নয়ানে।—লোচনদাস।

শনে—স° সঙ্গে > সঞে > সনে। স° সমম্ > বা° সমে (কৃষ্ণকীর্ত্তন) > সনে।

গরুর শয়নে—(১) গরুর ন্যায় নির্ব্বোধের সঙ্গে, অথবা (২) গরুড়ের ন্যায় গভীর নিদ্রাবিষ্টের সঙ্গে। গরুড় হাজার বছর ডিমের ভিতর ছিল।

—মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১৬ অধ্যায়।

নাতি—স° নপ্তৃ < নপ্তা > প্রা° নত্তি। প্রঃ—

আহ্মে তোর বড়ায়ি, তোহ্মে মোর নাতি।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ঝি—স° দুহিতা > প্রা° ধীদা > পালি ধিতা, ধীতা, ধা, ধি > ঝি। স° ধীলটি, ঝলা =কন্যা।

প্রয়োগ তেল—ঔষধযুক্ত তেল।

বটে—স° বর্ত্ততে > পালি বট্টতি, প্রা° বট্টই > বা° বটে। বৌদ্ধগান ও দোহায় বত্তই বট্টই বট ত্রিবিধ রূপই আছে।

খোড়া—স° খঞ্জ > প্রা° খোড়—(খোড় খোরৌ তু খঞ্জকে।—হেমচন্দ্র।) > অর্ব্বাচীন স° খোড়, খোড়র। প্রঃ—খনে হএ খোর খোণেকেঁ কানে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কুজা—স° কুব্জ। প্রঃ—কুজা কুটুজ কদম্ব।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

খান্দা—স° ক্ষুদ্র > প্রা° খুদ্দ > বা° খাঁদা=ছোট (নাক যার)। প্রঃ—

খান্দা নাকে ধান্দা লেগে রক্ত পড়ে স্রোতে।—কৃত্তিবাস, অরণ্যকাণ্ড।

৭৫ পৃষ্ঠা

মন্দার—মন্দর পর্ব্বত।

কামনা করিয়া গিয়া সাগরে মরিব—কোন কিছু কামনা করিয়া সাগরে আত্মহত্যা করিলে পরজন্মে সেই কামনা পূর্ণ হয় এই জনপ্রবাদে বিশ্বাসে। এই বিশ্বাসের শাস্ত্রবিধি খুঁজিয়া পাই নাই।

রহিব—স° √ অস বা √ রাজ > প্রা° রহ।

ঘরে—স° গৃহ > প্রা° ঘর।

কেন—কেমন। প্রঃ—

আহ্মা এড়ি কেনমতেঁ ধরিলেঁ পরাণী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মনকলা—মানসাঙ্ক কষায় প্রচলিত কথা। কাউকে বলা হয় তুমি মনে মনে কলা খাও, কটা কলা খাইলে তাহা আমি বলিয়া দিব। তার পর তার সেই খাওয়া কলার সঙ্গে একটা অঙ্ক যোগ করিয়া যোগফল জানিতে হয় ও যোগফল হইতে শেষের অঙ্ক বাদ দিলেই তার কলা খাওয়ার সংখ্যা বলা যায়। এই অঙ্ক নানা উপায়ে জটিলও করা চলে। সে যাই হোক, যে ব্যক্তি কাল্পনিক কলা খায়, তার সেই কলাকে মনকলা বলে। তাহা হইতে মনকলা খাওয়ার মানে—কল্পনায় সুখভোগ করা, যে সুখের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। প্রঃ—

দেখি বিশ্বম্ভর যেন পাঁচশর
জানি মনকলা খাই।

—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড।

মজুক—স° √মস্‌জ, মজ্জ। বৌদ্ধগান ও দোহায় মজ্জ ধাতু, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মজ ধাতু।

সুপুরুষ দর্শনে স্ত্রীলোকদিগকে দিয়া পতিনিন্দা করানো প্রাচীন কাব্যের একটা মামুলি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জগৎজীবনের মনসার গীতে লখিন্দরের রূপ দেখিয়া, ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনের রূপ দেখিয়া, অন্নদামঙ্গলে সুন্দরের রূপ দেখিয়া ও অন্যান্য বহু কাব্যে রমণীগণের পতিনিন্দা আছে। এমনকি জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে চৈতন্যদেবের রূপ দেখিয়া নারীদের পতিনিন্দা আছে।

স্ত্রীলোকদের দিয়া এইরূপে পতিনিন্দা করাইয়া স্ত্রীচরিত্রকে হীন ও হেয় করা ত হইয়াছেই, স্ত্রীলোকদের নৈতিক বলের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইয়া সমাজকেও অধঃপাতে ফেলা হইয়াছে ও দেবকাহিনীকে শুধু মর্ত্ত্য নয়, হেয় করিয়া ছাড়া হইয়াছে। ইহা Epic বা মহাকাব্যের একেবারে উল্টা পিঠ। এখনকার কোনো কবি এমন করিতে পারে না, তার কারণ সেকালের তুলনায় একালের outlook ঢের উন্নত ও প্রসারিত হইয়াছে।

শিবের মোহন রূপ দেখিয়া নারীগণের পতিনিন্দার মূল—মৎস্যপুরাণ, ১৪৫ অধ্যায়, ৪৭০-৪৭৮ শ্লোক।—

দগ্ধমনোভব এষ পিনাকী
কাময়তে স্বয়মেব বিহর্ত্তুম্।
কাচিদপি স্বয়মেব পতন্তী
প্রাহ পরাং বিবহস্খলিতাঙ্গীম॥ ইত্যাদি।

কিন্তু কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের এই পতিনিন্দার আদর্শ মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে (সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ ৮৫ পৃষ্ঠায়) দেখিতে পাওয়া যায়।

হরগৌরীর বিবাহ (৭৫—৭৬ পৃষ্ঠা)

হরগৌরীর বিবাহ হইয়াছিল হিমালয়ের প্রিয় আলয় ঔষধিপ্রস্থে বৈবস্বত মন্বন্তরে।

—স্কন্দপুরাণ, নাগরখণ্ড ৭৭ অধ্যায়।

৭৫ পৃষ্ঠা

কাণ্ডার পট্ট—সং স্কন্ধাবার, কাণ্ডপট (দশকুমারচরিত)। কানাত, পর্দা।

কাপড় কাণ্ডার আড়ে কানড়া রূপসী।—ঘনরাম।

শিশুরে আনিয়া রাখ কাণ্ডার ভিতরে। উদ্ধবের রাধিকামঙ্গল।

চৈতন্যমঙ্গলে—অন্তঃপট।

নিছিয়া—বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে সুপ্রচলিত শব্দ। বাং √নিছ (=অশুভ মুছিয়া ফেলা) > সং প্রতিরূপ নির্মঞ্ছন। নিছনি শব্দের প্রয়োগ শূন্যপুরাণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যে প্রচুর দেখা যায়।

পেলীয়া—সং √ পেল=গতি। প্রা পেল্ল > বাং ফেল=নিক্ষেপ করা। তুঃ—

আল-মাল-ব্যবহারে পেল্লহ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

মাথায় নিছিঞা পেলেন শত শত পান।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উ, কা।

সুন ভার পেলাইঞা হাটে। রাধা সঙ্গে যায় বাটে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ছামনি—সং সম্মুখ > বাং সামনে, সাম্না-সামনি। দন্ত্য স-এর বাংলা প্রতিরূপ ছ হয়, যথা—ওস > ওছি, সৈয়দ > ছৈয়দ, মুসলমান > মুছলমান, ইত্যাদি। সামনি > ছামনি। উভয়ে মুখামুখী হইয়া শুভদৃষ্টি। প্রঃ—

ছামনি নাড়িয়া অভিচারে দিল মন।—শিবায়ন।

ছামুনি নাড়িল দোঁহে আনন্দে বিভোলা।—চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড।

হুলাহুলী—৭০-৭১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

বাক্যের বিধান—ব্রহ্মা হইতে বাক্য ও বাগ্‌দেবতার উদ্ভব। (মৎস্যপুরাণ ১৫৪ অ, ৪৮৩ ৪৮৫ শ্লোক। স্কন্দপুরাণ বদরিকা ৬, অরুণাচল ৯, অবন্তী ২, প্রভাস ২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

গ্রন্থছড়া—গাটছড়া, বরকন্যার অঞ্চলে অঞ্চলে গ্রন্থি—উভয়ের মিলনের প্রতীক। গ্রন্থি+ছটা।

বন্দনে—বন্ধন।

৭৬ পৃষ্ঠা

দেখিলা অরুন্ধতী—অগ্নি (পরবর্ত্তী উপাখ্যানে শিব) সপ্তর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইলে অরুন্ধতী ভিন্ন অপর ছয় ঋষি-পত্নীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল (মহাভারত, বনপর্ব্ব স্কন্দজন্মাখ্যান)। বিকারহেতু উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও অরুন্ধতী পাতিব্রত্যস্খলিত হন নাই। তাই তিনি আদর্শ সতী, তাঁহার সপ্তর্ষিমণ্ডলে স্থান হইয়াছে। বিবাহের পর বধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র (Alkor of Ursa Major) দেখানোর তাৎপর্য্য—অরুন্ধতী দেবীর আশীর্ব্বাদে এই বধূও পতিব্রতা হইবে।—স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড ১৮ অধ্যায় ; গৃহ্যসূত্র।

তবে ধ্রুব অরুন্ধতী দরশন করি।
শ্বশুর-মন্দিরে গৌর বঞ্চিল সর্ব্বরী।
—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

সখী দিলা—প্রাচীনকালে রাজকন্যার বিবাহ হইলে সঙ্গে সখী বা দাসী দেওয়া পদ্ধতি ছিল, তারা বরের উপপত্নীরূপে রাজবাড়ীতে থাকিত। তুঃ—

একশত বান্দী দিলে ব্যবহার কারণে॥
—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

পদ্মাবতী—পদ্মাবতী পরে চণ্ডীর সপত্নীকন্যা পদ্মসম্ভবা মনসা দেবী হইয়াছেন। পদ্মাপুরাণ দ্রষ্টব্য।

গোঙলো—সং √ গম = যাপন করা। প্রঃ—

সকল রজনী ধনি কোপে গোঙায়লি
কেলি করবি কোন বেবা।—বিদ্যাপতি।

গণেশের জন্ম (৭৬—৭৮ পৃষ্ঠা)

৭৬ পৃষ্ঠা

গণেশ-জন্মের উপাখ্যান নানা পুরাণে নানারূপ। তাহার কতকগুলি গণেশের ইতিহাসে ৯-১০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। অপর কয়েকটির সংক্ষেপ পরিচয় এখানে দিতেছি—

(১) পার্ব্বতীর স্নানের সময় শিব উপস্থিত হওয়াতে পার্ব্বতী লজ্জা পান ; এবং পাহারা দিবার জন্য জলাশয়ের পঙ্ক তুলিয়া গণেশকে গঠন ও প্রাণদান করেন ; পরে

শিবকে পার্ব্বতীর স্নানের স্থানে যাইতে বাধা দেওয়াতে শিবের হাতে গণেশের মাথা কাটা যায় ও পরে একদন্ত এক হস্তীর মুণ্ড সংযোজিত হয়।—শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা ৩২—৩৪ অধ্যায়।

(২) শিব দেবতাদের শত্রু দৈত্যদের বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য স্বয়ং উমাগর্ভে প্রবেশ করিয়া গজানন বিঘ্নপতি গণেশ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।—লিঙ্গপুরাণ পূর্ব্বভাগ ১০৫ অধ্যায়।

(৩) পার্ব্বতী স্বীয় গাত্রমল হইতে গজানন পুত্র সৃষ্টি করেন।—বামনপুরাণ ৫৪ অধ্যায়। স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ২৭ অধ্যায়। প্রভাসখণ্ড প্রভাসমাহাত্ম্য ৩৮ অধ্যায়।

(৪) পার্ব্বতী উদ্বর্ত্তনলেপ হইতে একটি পুতুল প্রস্তুত করেন, কিন্তু লেপ কম পড়ায় উহার মস্তক গঠিত হয় না; কার্ত্তিক এক গজমুণ্ড আনিয়া জুড়িয়া দেন। তখন কার্ত্তিক কুঠারাস্ত্র ও গৌরী মোদকপূর্ণ ভোজ্যপাত্র উপহার দেন। মোদকের গন্ধে এক মূষিক গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসে ও সেই মোদক খাইয়া অমর হইয়া গণেশের বাহন হয়।—স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড অর্ব্বুদখণ্ড ৩২ অধ্যায়।

(৫) শ্রীকৃষ্ণ গণেশরূপে পার্ব্বতীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গণেশখণ্ড ৮ অধ্যায়।

(৬) পার্ব্বতীর গাত্রমল হইতে একেবারে গজানন গণেশ প্রস্তুত ও প্রাণবান্ হইলে শিব তাঁহাকে উপহার দিলেন কুঠার, পার্ব্বতী দিলেন অক্ষয় মোদকপূর্ণ পাত্র, কার্ত্তিকেয় দিলেন বাহন মূষিক, ব্রহ্মা দিলেন অতীত অনাগত বর্ত্তমান সম্বন্ধে জ্ঞান, বিষ্ণু দিলেন প্রজ্ঞা, ইন্দ্র ও কামদেব দিলেন উত্তম সৌভাগ্য, কুবের দিলেন বিভব, সূর্য্য প্রতাপ, চন্দ্র কান্তি, এবং অন্যান্য দেবীগণ বিবিধ ইষ্টবস্তু।

—স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ১৪২ অধ্যায়।

(৭) বিষ্ণু নিজ পাণিতল মন্থন করিয়া সর্ব্বদেবময় গজাননকে সৃষ্টি করেন।

—দেবীপুরাণ ১১২ অধ্যায়।

গণেশের জন্ম ও বাসস্থান মালবা পর্ব্বত।—দেবীপুরাণ ৪৪ ও ১১১ অধ্যায়।

পাকে—কর্ম্মের ফলে, উপায়ে। তুঃ—

কোন্ পাকে সে পত্রী আইলা প্রভুস্থানে।—চৈতন্যচরিতামৃত।

তুন্দ—তুন্দ। স° তুণ্ড=মুখ।

৭৭ পৃষ্ঠা

আল্যা—আইলা, আসিলা।

কহ—স° √কথ> প্রা° কহ।

শালভূঞ্জী—স॰ শালভঞ্জী=শালকাঠে গড়া পুতুল, তাহা হইতে কাঠের পুতুল। তুঃ—
রাজশেখর-কৃত বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটক।

নির্ম্মিতি—নির্ম্মাণ।

দিলান—দিলেন।

আঁখিঠার—স॰ অক্ষি>প্রা॰ অক্‌খি>বা॰ আখি, আঁখি, ও॰ আখি, হি॰ আঁখি।
তুলনীয় আরবী আইন=চোখ। ঠার—√ স্থ, স্তৃ < আচ্ছাদনে। ও॰ ঠার।
চোখের পাতা টিপিয়া ইঙ্গিত।

চোটে—স॰ √ চুট ছেদনে, আঘাতে। প্রঃ—

লাথির চোটে কপাট ভেঙ্গে প্রবেশিল গড়।
—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

কন্ধে—স॰ স্কন্ধ>প্রা॰ কন্ধ>বা কাঁধ>অর্কাচীন স কন্ধ।

কাটা কন্দে নাচে সর্ব্বকাল।—শূন্যপুরাণ।
দুই আখি খাউ পড়ুক তাব কন্ধ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

৭৮ পৃষ্ঠা

উঠি—উৎ+√ স্থা হইতে উত্থান>প্রা॰ উট্‌ঠ>বা উঠ ধাতু।

নাহি—স॰ ন হি>প্রা নহিং>ম হি নাহিঁ, ও নাহি, বা নাহি, নাই।

কেমতে জাইব পুত্র দেবতা-সমাঝ—দেবসমাজের উপযুক্ত পুত্র হয় নাই বলিয়া উমার খেদ। ইহার মধ্যে দেবত্বের এই ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে যে ভদ্রলোকদের দেবসমাজে গণেশ পরবর্ত্তী কালে আগন্তুক দেবতা, এবং গণেশের সঙ্গে অপর দেবতাদের রূপসাদৃশ্য না থাকায় প্রথমে গণেশের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল।

সুতবুদ্ধি গণাধিপে করিলা পার্ব্বতী—গণেশ-ঠাকুর যে পার্ব্বতীগোষ্ঠীর কেউ নন, তিনি যে বাহিরের ঠাকুর আসিয়া পার্ব্বতীর পোষ্যপুত্ররূপে দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন তার ইতিহাস এই পদে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ১১ অধ্যায়ে আছে যে গৌরী বন্ধ্যা কৃত্রিমপুত্রিকা। ইহা ঠিক; কারণ, গণেশ কার্ত্তিক লক্ষ্মী সরস্বতী কেহই গৌরীর গর্ভজাত সন্তান নহেন।

এই গল্পে বাস্তবতার সঙ্গে অনৈসর্গিকতার, Realism এর সঙ্গে Transcendentalism এর খিচুড়ি করিয়া শ্রোতাদের নির্ব্বিচারে পরিবেষণ করা হইয়াছে। কিন্তু এইসব স্বপ্নবৎ কাহিনীতে কারো আপত্তি নাই। এর মধ্যে গৌরীর পুতুল গড়ার চিত্রে যে বাস্তবতা আছে সেইটাই শ্রোতাদের ভালো লাগে, তারা আর অন্য কিছুর

সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রশ্ন মনেও আনে না। গ্রাম্য শ্রোতাদের কাছে Idealism দেবতাতেও দরকার নাই মানুষেও না। অদ্ভুত অসঙ্গতির ভিতর দিয়া ক্ষণে ক্ষণে পাড়াগেঁয়ে দৈনিক গৃহযাত্রার যে চিত্রটুকু ফোটে, সকলে তাতেই খুসী।

কার্ত্তিকেয়ের জন্ম (৭৯—৮০ পৃষ্ঠা)

বৈদিক দেবতাগণের মধ্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের নাম নাই। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে শতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নির বহুনামের মধ্যে কুমার নাম পাওয়া যায়। ললিতবিস্তরে দেখা যায়, বুদ্ধদেবের জন্মের পর সূতিকাগৃহে তাঁকে স্কন্দমূর্ত্তি দেখানো হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে রচিত মহাভাষ্যে দেখা যায়, দেবলেরা স্কন্দমূর্ত্তি গঠন করিয়া বিক্রয় করিত। ইহার পরেই মহাভারতে ও রামায়ণে স্কন্দ-উপাখ্যান লইয়া পুরাণ রচনার সূত্রপাত দেখা যায়। মহাভারতের বনপর্ব্বে আছে যে স্বাহা সপ্তর্ষিপত্নীদের মধ্যে এক অরুন্ধতী ছাড়া অপর ছয় জনের রূপ ধরিয়া অগ্নিকে ভজনা করেন ও অগ্নির স্কন্ন বা স্খলিত তেজ হইতে স্কন্দ উৎপন্ন হন। অগ্নির এক নাম রুদ্র ছিল বলিয়া, এবং অঙ্গিরা ঋষির পত্নীর নাম শিবা ছিল বলিয়া, পরে সহজেই স্কন্দ রুদ্রপুত্র ও শিবা-পুত্র নামে পরিচিত হন। লোহিত-সাগরের কন্যা (গ্রীক পুরাণে এঁর নাম এ:বা) কুমারকে ইন্দ্রপ্রেরিত জাতহারিণী মহেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃকাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। ইন্দ্র কুমারকে বজ্র প্রহার করিলে কুমারের দেহ হইতে অপস্মার পূতনা প্রভৃতি মাতৃকাদের উৎপত্তি হয় (মহাভারত বনপর্ব্ব ; স্কন্দপুরাণ)। কুমারের ছয় মস্তক, তার একটি ছাগমুণ্ড। কুমারের বাহন তাম্রচূড় কুক্কুট—ময়ূর নহে। এই "কুক্কুটশ্চাগ্নিনাদত্তস্ তস্য কেতুর্ অলঙ্কৃতঃ" (মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২২৮ অধ্যায়)। মৎস্যপুরাণে এই কুক্কুট কুমারকে দেন বিশ্বকর্ম্মা—দদৌ ক্রীড়নকং ত্বষ্টা কুক্কুটং কামরূপিণম্।—মৎস্যপুরাণ, ১৫৯ অধ্যায়। এই পুরাণেই আবার স্কন্দকে ময়ূরবাহনও বলা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণেও তাঁহার এক নাম কুক্কুটী (মাহেশ্বর কুমারিকা ২৯)। কুমার স্কন্দ লক্ষ্মী ও দেবসেনা ষষ্ঠীকে বিবাহ করেন। মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমীতে স্কন্দ ও লক্ষ্মীর পরিণয় হয় বলিয়া ঐ তিথি আজ পর্য্যন্ত শ্রীপঞ্চমী নামে প্রসিদ্ধ আছে এবং ষষ্ঠী তিথিতে স্কন্দ তারকবিজয় করেন।

কুমারজন্মের সঙ্গে সপ্তর্ষির সম্পর্ক আগেই দেখিয়াছি। সপ্তর্ষি নক্ষত্রকে কৃত্তিকা বলিত ; কৃত্তিকা সম্পর্কে কুমারের নাম হয় কার্ত্তিকেয়।

পরে যখন রুদ্র-অগ্নি রুদ্র-শিবে পরিণত হইলেন, তখন রুদ্রপুত্র ও শিবপুত্র সমার্থক হইল। কিন্তু শিবের পুত্ররূপে জন্মলাভের উপাখ্যানেও অগ্নি মধ্যস্থ থাকিলেন; অগ্নি (অথবা বায়ু—স্কন্দপুরাণ, নাগরখণ্ড ৭০ অধ্যায়) হরপার্ব্বতীর রতিবিঘ্ন ঘটাইলে শিববীর্য্য অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়; অগ্নি তাহা ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেন; এবং সেখানে কৃত্তিকা প্রভৃতি ছয় নক্ষত্র কুমারকে গোপনে পালন করেন বলিয়া স্কন্দের নাম হয় গুহ ও কার্ত্তিকেয়। কুমারজন্মের মধ্যস্থ হইয়া গঙ্গা মহাদেবের পত্নী হইয়া গেলেন (রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৩৬, ৩৭ অধ্যায়)।

কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে ছয় সংখ্যার ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা যায়। সপ্তর্ষির ছয় পত্নীর রূপ ধরিয়া স্বাহা স্কন্দের জন্ম-হেতু হন। কুমারের ছয় মুণ্ড। তাঁর স্ত্রী ষষ্ঠী। তাঁকে পালন করেন কৃত্তিকা প্রভৃতি ছয় নক্ষত্র। ছয় দিনের দিন তিনি তারকাসুরকে বধ করেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যখন শকেরা এদেশে আসে, তখন তারা স্কন্দকে সূর্য্যানুচর করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করে।

চতুর্থ শতাব্দীর পরে গুপ্ত-সম্রাট্‌দের উপর স্কন্দ কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করেন; গুপ্ত রাজাদের মধ্যে কুমারগুপ্ত স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। কালিদাসের সময় স্কন্দপূজা বহুপ্রচারিত হয়। দক্ষিণ প্রদেশের চালুক্য রাজারা সপ্তম শতাব্দীতে স্কন্দপূজা বিস্তারিত করেন। কিন্তু তখনও একদল লোক স্কন্দকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছিল না।—মৃচ্ছকটিক, দশকুমারচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে স্কন্দকে চোরের দেবতা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। স্কন্দমহিমা প্রচারের জন্যই রচিত স্কন্দপুরাণেও কুমারনাথ চোরের দেবতা।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ও বরাহপুরাণে (২৫ অধ্যায়) স্কন্দ ও শিব অভিন্ন। মৎস্যপুরাণে (১৬৮ অধ্যায়ে) ষড়্‌মুখ কুমার পার্ব্বতীর কুক্ষি ভেদ করিয়া উৎপন্ন হন।

বঙ্গদেশের প্রাচীনতম ধর্ম্ম ছিল স্কন্দপূজা (রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব বিরচিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ)। দাক্ষিণাত্যে এখনও স্কন্দ কুমারস্বামীর প্রভাব প্রবল; স্কন্দপুরাণ নিঃসন্দেহ দাক্ষিণাত্যে রচিত তাহার আভ্যন্তর প্রমাণ পাওয়া যায়।

কার্ত্তিকেয় আগে গণদেবতা ছিলেন। পরে প্রমথনাথ শিবের পুত্র ও গণপতি গণেশের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইয়া পড়েন। গণেশের ফাঁকিতে পড়িয়া ইনি বিবাহ করিতে পারেন নাই (গণেশের জন্ম-ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। এজন্য ইনি চিরকুমার—অথচ দেব-সেনা এঁর পত্নী। ইনি দেবসেনাপতি, দেবসেনা রূপক মাত্র। মহাভারতের মতে এই দেবসেনা প্রজাপতি-দুহিতা, কিন্তু স্কন্দপুরাণের মতে মৃত্যু-দুহিতা (মহেশ্বরখণ্ড

কেদাবখণ্ড ২৮ অধ্যায়। কার্ত্তিকেব তত্ত্বজ্ঞান লাভ হওয়াতে তিনি বিবাহ করেন নাই (স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ২৬৪, ব্রহ্মপুরাণ ৮১ অধ্যায়)।

মহাভাবতে আছে যে কার্ত্তিকেয় জন্মলাভ কবিয়াই ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত বাণ দ্বারা বিদ্ধ কবেন (বনপর্ব্ব ২২৪ অধ্যায়), কিন্তু স্কন্দপুবাণেব মহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ৩২ অধ্যায়ে আছে যে কার্ত্তিকেয় তাবকাসুবকে বধ কবিয়া বলাসুব-সুত বাণাসুবকে বধ কবিবাব জন্য শক্তি-প্রহাবে ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বত ভেদ কবেন। এই ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের বর্ত্তমান নাম নিতিপাস্—গাড়োয়ালেব ও তিব্বতেব সংযোজক গিরিপথ।

ব্রহ্মপুবাণে আছে (৮৮ অধ্যায়) যে উষা ও সূর্য্যেব সমাগমে গঙ্গা হইতে কুমাব কার্ত্তিকেয় উৎপন্ন হন। কার্ত্তিকেব জন্মস্থান শোণিতপুব (বর্ত্তমান আসামেব তেজপুব) নগব (হবিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব ১৭৫ অধ্যায়)। কার্ত্তিকেয়েব জন্ম হয় চৈত্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে (পদ্মপুবাণ, সৃষ্টিখণ্ড ৪৪ অধ্যায়)। স্কন্দপুবাণে কার্ত্তিকেয়-জন্মেব ক্রমান্বয় তিথি দেওয়া আছে:—শিববীর্য্য শুক্লাপ্রতিপদে শববনে ক্ষিপ্ত হয়, দ্বিতীয়ায় উহা সমীকৃত হয়, তৃতীয়ায় উহা সর্ব্বলক্ষণ-লক্ষিত আকাব প্রাপ্ত হয়, চতুর্থীতে পবিপূর্ণাঙ্গ ষড়্‌মুখ ও দ্বাদশচক্ষু হয়, পঞ্চমীতে কুমাব অলঙ্কৃত ও ষষ্ঠীতে সমুত্থিত হন। ব্রহ্মা কুমাবেব জাত-সংস্কাব কবেন, এবং কুমাব-জন্মে তুষ্ট হইয়া শিব শক্তি দান করেন, কুবেব তাঁহাব নাম বাখেন (স্কন্দপুবাণ আবন্ত্যখণ্ডে অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনায় ৩৪ অধ্যায়)। কুমাবেব বাহন ময়ূব স্বয়ং নীলকণ্ঠ চন্দ্রশেখব ত্রিলোচন শিব (বেবাখণ্ড ৬ অধ্যায়)। শিব সেই ময়ূব কার্ত্তিককে দান কবেন কার্ত্তিকেব বাহন স্বরূপ (নাগবখণ্ড ৭১ অধ্যায়)। অসুববধেব জন্য আহূত মন্ত্রণা-সভায় প্রত্যেক দেবতা স্ব স্ব শক্তি প্রকাশ কবেন, তখন কৌমাবী শক্তিও আবির্ভূতা হন, তিনি ময়ূববাহনা শক্তিকুক্কুটধাবিণী কৃষ্ণবর্ণা কবালদশনা বক্তমাল্যাম্ববধবা ধর্ম্মবাজবাহনস্বরূপা দৈত্যদেহমথিনী দণ্ডমুদ্গব-ধাবিণী ললাটলোচনা নীলা কপালভূষিতা সিংহাজিনধবা কর্ত্রীহস্তা, তাঁহাব শবীবে চর্ম্ম অস্থি কেশ বিবাজিত, তিনি চামুণ্ডা (অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য ৩৭ অধ্যায়)।

কার্ত্তিকেব বৃত্তান্ত পূর্ব্বোল্লিখিত পুবাণগুলি ছাড়া নিম্নলিখিত পুরাণগুলিতে আছে:—শিব জ্ঞানসংহিতা ১৯ অধ্যায়, ববাহ ২৫, বামন ৫৭, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, গণেশখণ্ড ১৪, স্কন্দপুবাণ মাহেশ্ববখণ্ডে কুমাবিকাখণ্ড ২৯, বৃহদ্ধর্ম্মপুবাণ মধ্যখণ্ড ২৩।৫৪ ৫৯।

জেন—স° যেন>প্রা° জেন, জনু> আধুনিক বাংলা যেন।

হিমভানু—শীতল সূর্য্য।

শবমুলে কৈল বিভূষীত—শবমূলকে বিভূষীত কবিল। শবমুলে—কর্ম্মকাবকে দ্বিতীয়ায় এ বিভক্তি।

চন্দের—সং চন্দ্র > প্রা° চন্দ। শূন্যপুরাণে চান। প্রঃ—

কাল মেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

চন্দ সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।—বৌদ্ধ গান ও দোহা।

ছয়—সং ষট্ > প্রা° ছঅ > বা° ছয়। প্রঃ—

ছয় মাসের কাহিলা রাজা মহলের ভিতর।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ছ মাসের হৈল রাম দেন হামাগুড়ি।—কৃত্তিবাস আদিকাণ্ড।

আচম্বিত—সং অত্যদ্ভুত > প্রা° অচ্চব্‌ভুত। স আশ্চর্য্যভূত, অসম্ভাবিত।

অসু—(সং) প্রাণ।

কলি—(সং) কলহ।

দৈব নিজোজনে—দৈব-নিয়োজনে, দৈব-নিয়োগে। মহেশ্বর ও আদ্যাশক্তি যাঁরা, তাঁদেরও যে দৈবনিযোগ এড়াইবার উপায় নাই এই বিশ্বাস উৎপীড়িত অত্যাচরিত দরিদ্র কবি ও শ্রোতাদের পরম সান্ত্বনা। কিন্তু সেই প্রবল দৈব যে কোন দেবতার প্রভাব সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করার তাগাদা করে নাই। মহেশ্বর ও আদ্যাশক্তিরও যে প্রবল দৈবের হাতে নিস্কৃতি নাই ইহা জানাই যথেষ্ট ও তাহাতেই সকলে নিশ্চিন্ত।

ভাসে—ভাষে, ভাষণ করে, বলে।

হরগৌরীর পাশাক্রীড়া

(৮০—৮২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

পুরাণের শিবদুর্গা অত্যন্ত দ্যূতাসক্ত (স্কন্দপুরাণ, কেদারখণ্ড ৩৪ অধ্যায়, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড ১৫ অধ্যায়)। দ্যূতপ্রতিপদ বলিয়া একটা ব্রতেরই ব্যবস্থা হইয়া গেছে (পদ্ম, বামন, ব্রহ্মপুরাণ ও তিথিতত্ত্ব), এই কার্ত্তিকী শুক্লাপ্রতিপদে মহাদেব অক্ষক্রীড়া সৃষ্টি করেন ও প্রথম পার্ব্বতীর সঙ্গে খেলেন।—ব্রহ্মপুরাণ। কোজাগর পূর্ণিমায় দ্যূতক্রীড়ায় রাত্রি জাগরণ করিতে হয় (ব্রহ্ম ও লিঙ্গপুরাণ ; তিথিতত্ত্ব); কালীপূজার অমাবস্যা রজনীও দ্যূতক্রীড়ায় যাপন করা শাস্ত্রবিধি (তিথিতত্ত্ব)। ২৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

৮০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ত্রিপুরা—নাভিদেশে মণিপুর (ব্রহ্মগ্রন্থি), হৃদয়ে অনাহত (বিষ্ণুগ্রন্থি), ও ভ্রূ-মধ্যে আজ্ঞাচক্র (রুদ্রগ্রন্থি)। এই ত্রিচক্রস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডলের নাম ত্রিপুর। এই ত্রিপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রিপুরা=দুর্গা (তন্ত্র)। যে দেবীর শক্তিতে আবিষ্ট

হইয়া শিব ত্রিপুর দগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার নাম ত্রিপুরা (স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ৪৭।২৪, ২৫)।

পাশা—স° পাশক।

খেল—স° কেল, খেল, ক্রীড়। প্রঃ—

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅ বল।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

হারি—স° হৃ ধাতু। পরাভূত হই। প্রঃ—

ইঙ্গিতকারেঁ হারিল রাধা কাহ্নের বচনে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ত্রিপুরারি—ময়, তারক ও বিদ্যুন্মালী নামে তিন দানবের স্বর্ণ—রৌপ্য—ও লৌহ-নির্ম্মিত ত্রি-পুর যিনি দগ্ধ করেন,—শিব। (মহাভারত কর্ণপর্ব্ব ৩৩; শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ৮০, সনৎকুমার-সংহিতা ৫৪; লিঙ্গপুরাণ পূর্ব্বভাগ ৭১ ইত্যাদি; মৎস্যপুরাণ ১৪১; স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ড ২৮ ইত্যাদি)।

খেলহ—সংস্কৃত অনুজ্ঞার হি বিভক্তির অবশেষ হ। তুমি খেল। বৌদ্ধগান ও দোহায় —খেলহুঁ=খেলা করুক।

লইতে—স° √লভ>প্রা° লহ, লে>বা° লহ, ল ধাতু। স° নী ধাতু হইতেও বা° ল ধাতু আসা সম্ভব।

বুঝি—স° বুধ>প্রা° বুঝ। প্রঃ—

চেণ্ঢণ-পাএর গীত বিরলে বুঝঅ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

৮১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ঝুলি—স° দুল>প্রা° ঝুল। যাহা ঝুলে বা দুলে তাহা ঝুলি=থলি। তুঃ—মাণিকচন্দ্র রাজার গানে ঝোলা। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে ঝুলি।

সারি—সৃ+ণিচ=সারি=গমন করানো। যাহাকে গমন করানো যায়, চালা যায় তাহা সারি; পাশক, পাষ্টি।

হীরার ঢাল—যাহা ঢালিয়া বা ফেলিয়া দিতে হয় তাহা ঢাল; পাশক, পাশা, পাষ্টি। হীরায় নির্ম্মিত বা খচিত ঢাল—হীরার ঢাল। শিবের সম্বল মাত্র ত সিদ্ধির ঝুলি, কিন্তু তিনি খেলিতেছেন হীরার পাষ্টি দিয়া।

কহিতে—স° কথ>প্রা° কহ ধাতু।

চরের গতি খেলে—?

পাষ্টি—স° পাষ্ণি=জিগীষা হইতে। পাশক।

পাষ্টি ঘষি বুকে—অভিলষিত সংখ্যার দান ফেলিবার চেষ্টায় খেলোয়াড়েরা পাষ্টি ঘষিয়া ঘষিয়া ফেলে।

চৌরঙ্গ—চক, ২ + ১ + ১ = ৪। স° চতুষ্ক।

দানে—একবার পাশা ফেলা বা বাজি খেলা। পূর্ব্বে পাশা খেলায় পণ রাখিয়া খেলিতে হইত বলিয়া খেলার নাম হইয়াছিল—দান।

এক দানে দুই কাট—একবার পাশা ফেলিয়া দুই গুটি কাটা।

সাতা সাতা—সাত অথবা চোদ্দ।

দোয়া চারি—১ + ১ + ২ = ৪।

দুরী—দুই + দুই + দুই = তিন দুরী। পাশায় কেবল মাত্র দুই পড়িতে পারে না। পাশার চার পাশে যথাক্রমে ১, ২, ৫, ৬, দাগ কাটা থাকে; সুতরাং দান ফেলিলে তিনটি পাশায় সব চেয়ে কম ১ + ১ + ১ = ৩ ও সবচেয়ে বেশী ৬ + ৬ + ৬ = ১৮ পড়িতে পারে।

দু-তিয়া—১ + ২ + ২, দুই ও তিন = ৫ (পঞ্চুড়ী)। কিংবা তিনটি দুই—২ + ২ + ২ = ৬ (তিন দুরী)।

হিয়া—স° হৃদয় > প্রা° হিঅঅ > বা° হিয়া। প্রঃ—

হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

৮২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

বাড়ে—স° বৃদ্ধ > প্রা° বড্ঢ > বা° বড়, বাড়। প্রঃ—

নান্দোঘরে বালাঁ বাড়ে তোহ্মা বধিবারে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বলে পাত আর চাল—শিবের খেলায় রোখ চাপিয়া গিয়াছে, পরাজিত হইয়া পুনরায় খেলিবার প্রস্তাব করিতেছেন।

লেহ—লহ, লও।

ঠাকুর—অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে ঠক্কুর = শ্রেষ্ঠ, মাননীয় ব্যক্তি। হি° ঠাকুর = ক্ষত্রিয়, রাজপুত, নাপিত। প্রঃ—

কীটউ দুআ মাদেসিরে ঠাকুর।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

আছয়ে—স° √অস > প্রা° আছ।

কাজ—স° কার্য্য > প্রা° কজ্জ > বা° কাজ।

সাথ—স° সার্দ্ধং, সহিত > বা° সাথ।

দশ দুই চারি—১৬।

হরিণলাঞ্ছনমৌলি—হরিণ হইয়াছে লাঞ্ছন (চিহ্ন) যার সে হরিণলাঞ্ছন (চন্দ্র); হরিণলাঞ্ছন মৌলিতে যার তিনি হরিণলাঞ্ছনমৌলি (মহাদেব)। ডবল বহুব্রীহি সমাস। চন্দ্র দক্ষশাপে হরিণলাঞ্ছন হন (স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ২১ অধ্যায়;

রেবাখণ্ড ৮৫; কালিকা ২১ অধ্যায়)। এবং শিব চন্দ্রমৌলি হন বিষপান করিয়া তাহার জ্বালা উপশমের জন্য (স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ১৮ অধ্যায়), অথবা সতীবিরহী শিবের তপস্যাতেজে দগ্ধ বিশ্বকে শীতল করিবার জন্য।

দিগম্বর—দশ দিক্ অম্বর যাঁর, অথবা দিক্ (শূন্য) অম্বর (বস্ত্র) যাঁর। মহাদেব। মহাদেব সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তিনি দিগম্বর। অথবা জৈন তীর্থঙ্করদিগের অনুকরণে শিব দিগম্বর। এবং পাশা-খেলায় পার্ব্বতী শিবের সর্ব্বস্ব জয় করিয়া লন এবং শিব দিগম্বর হইয়া ভিক্ষা করিয়া পার্ব্বতীর ঋণ শোধ করেন (স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে কার্ত্তিকমাসমাহাত্ম্য বর্ণনায় ১০ অধ্যায়, কেদারখণ্ড ৬ ও ৩৪ অধ্যায়, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্যখণ্ড ১১ অধ্যায়, বামনপুরাণ, ইত্যাদি)।

দুহে কভু ভিন্ন নহে—বেচারা শিব ত সর্ব্বস্ব পুঁজি সিদ্ধির ঝুলি ও বাঘছাল খোয়াইয়া ফতুর হইয়া দিগম্বর হইয়াছেন, তবে আহার জুটিল কোথা হইতে, প্রশ্ন হইতে পারে। তাই কবি বলিতে চাহিতেছেন যে গৌরীর অন্নেই শিব ভাগ বসাইলেন। কিন্তু স্ত্রীর কাছে দান গ্রহণের কথা শুনিয়া পাছে কোনো পুরুষ রুষ্ট হইয়া উঠে এই ভয়ে কবি বলিয়াছেন—দুহে কভু ভিন্ন নহে।

কভু—স° কদাপি > হি° কব্হী, কভী, ও° কেবেহেঁ, ম° কধী, বা° কভু। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতে কবহুঁ, কবহু, কবহি।

পরিবন্ধ—প্রবন্ধ, রচনা।

গৌরীর সহিত মেনকার কলহ (৮১—৮৩ পৃষ্ঠা)

৮১ পৃষ্ঠা

কালী—কালং তমিস্রম্।—দেশীনামমালা। য়ুরোপীয় জিপসী-ভাষায় Kaulo (কাউলো) = কালো, কৃষ্ণবর্ণ। স° কাল, কালী = কৃষ্ণবর্ণ।

বাঙ্গী—স° বঙ্গ = বর্ণ। ক্রমে বাঙ্গা একটি বিশেষ বর্ণের নাম। বাঙ্গী = লোহিতবর্ণ।

হাথে—স° হস্ত > প্রা° হত্থ > বা° হাথ, হাত; হি° হাথ।

শুনিঞা চিত্রগুপ্ত কর্ণে হাথ দিল।—রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাবিধান।

গরব্যাল—স° গর্ব্ব > বা° গরব; গরব + ঈ (অস্ত্যর্থে) = গরবী; গরবী + আল (ভাবার্থে) = গরব্যাল। বাংলায় ভাব-অর্থে বা অস্ত্যর্থে আল প্রত্যয় হয়, যথা—কাঁটা + আল = কাঁটাল; ঘোর + আল = ঘোরাল; গোল + আল = গোলাল; দাঁত + আল = দাঁতাল; ঝাঁক + আল = ঝাঁকাল; জমক + আল = জমকাল; ইত্যাদি।

৮২ পৃষ্ঠা

গণাক্রি—গণেশ শব্দের বাংলা-প্রাকৃত অপভ্রংশরূপ।

সম্ভাপনা—লিপিকর-প্রমাদ—সম্ভাবনা।

নাক্রি—স° ন হি > হি° নেহি, বা° নাহি, নাক্রি, নাই।

দারিদ্র—লিপিকর-প্রমাদ—দরিদ্র।

ছাল—স° ছল্লী = চর্ম্ম। যাহা ছাড়ান যায় তাহা ছাল। প্রঃ—

বনের হরিণ মারো ছাল তুলে তখন।—ধর্ম্মপূজাবিধান।

সবে—স° সর্ব্ব > প্রা° সব্ব > বা° হি° সব। সবে = সাকল্যে, মোট।

মাল—তা° মালা = ফুল। স মাল, মালা > প্রা° মল্লং > বা° মাল, মালা = অনেক ফুল একত্র গ্রথিত হার।

উথালীলা—স° উত্তাল > বা° উথাল, উথল (কৃত্তিবাস)। উথালীলা = উথলিলে, উত্তাল হইয়া উঠিলে। (স উৎ-স্থল ধাতু গতিতে।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।) বৌদ্ধগান ও দোহায়—উতলিঅ = উত্থিত অর্থে আছে।

বুম্বকে উথলে জল ঝাঁট মার পাণী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সোল জোজন জুড়িআ অগ্নিপ্রভা উথল তৎপর।—শূণ্যপুরাণ।

পাণী—স° পানীয়। বাংলায় অর্থ—জল। প্রঃ—

তবাতুরি আইলা তীর্থ বারানসীর পানি।—শূন্যপুরাণ।

দুধ জ্বাল দিলে দুধ ফুটিতে থাকে ও দুধের মধ্যেকার বাতাস বুদ্বুদ হইয়া ক্রমাগত উপরে ভাসিয়া উঠে, খানিকক্ষণ জ্বাল পাইলেই দুধের জলাংশ বাষ্প হইয়া উঠিয়া যাইতে থাকে ও কঠিনাংশ ঘন হইয়া উপরে সরের আবরণ সৃষ্টি করে; তখন বুদ্বুদ সেই আবরণ ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না, সরের তলা হইতে ঠেলা মারিতে থাকে; তখন দুধ ফুলিয়া পাত্র ছাপাইয়া উথলিয়া পড়িতে চায়, সেই সময় একটু জল দিলে দুধ আবার তরল হইয়া যায় ও উপরের আবরণ সর ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে বাতাস নির্গত হইবার পথ পায়, এবং দুধ উথ্‌লানো থামিয়া যায়। মেনকা বলিতেছেন যে, দুধ উথ্‌লাইয়া পড়িবার উপক্রম হইলে জল ঢালিয়া দেওয়ার মতন সামান্য কাজও তুমি করো না, চোখের সাম্‌নে অপচয় হইতে দেখ।

চাশ বাস—বাংলার গৃহস্থের উপার্জ্জনের প্রধান উপায় চাষ। তাই মেনকা বাণিজ্য বা চাকরির কথা না তুলিয়া চাষের কথা বলিলেন। ঋগ্বেদে রুদ্রকে কৃষাণু বলা হইয়াছে। কৃষাণু ও কৃষাণ শব্দদ্বয়ের ধ্বনি-সাদৃশ্য হইতেই বোধ হয় শিবকে

বাংলার কবিরা চাষারূপেই চিত্র করিয়াছেন। স° √চষ্ (ভক্ষণ করা) + অ (ঘঞ্) = চাষ—কৃষিকর্ম। স° চাষ = লাঙ্গলবিদীর্ণ ভূমিরেখা > কৃষিকর্ম। স° বাস—অবস্থান। চাষ বাস—সহচর শব্দ।

৮৩ পৃষ্ঠা

অব্যাগত—অভ্যাগত। অতীতব্যাগতের—অতিথি-অভ্যাগতের।

বেলে বাত—স° বেল চালনে। বাত ধরিল।

সাষুড়ি—স° শ্বশ্রূ > প্রা° শাসু (বৌদ্ধগান ও দোহায়)। শাসু + ড়ি (তেলেগু প্রত্যয়—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতে)। বৌদ্ধগানে সুসুরা। স° শ্বশুর > স্ত্রীলিঙ্গে শ্বশুরী > শাশুড়ী।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

কিণী—স° ক্রী ধাতু। স° ক্রীণাতি > পা° কিনাতি > বা° কিনা, কেনা।

বড়িমাই, ভাল বিকি কিনি শিখাইলি।—জ্ঞানদাস।

সুখের বাজারে যেন করে বিকি কিনি।—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ভাঙ্গে—স° ভঙ্গা। অমরকোষ প্রভৃতিতে ভঙ্গা মানে শণ। ভাং গাছ হইতেও শণ পাওয়া যায়। বহুপরবর্ত্তীকালে ভাং অর্থে মাদকদ্রব্য বুঝাইতে আরম্ভ করে।

মহাদেব অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির ঈশ্বর ছিলেন এবং তাঁহার এক নাম সিদ্ধিদেব। বটুক-ভৈরবস্তবে আমরা মহাদেবকে "সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিসেবিতঃ" রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। কালক্রমে লৌকিকমতে বোধ হয় এই সিদ্ধি হইতেই 'ভাং' খাওয়ার কথা মহাদেবে আরোপ করা হয়।—শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৯।

শিব দক্ষশাপে পানশীল হইয়াছিলেন।—স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ড, কেদারখণ্ড ১ম অধ্যায়।

কোচবধূকে শক্তি করিয়া শিব সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন (শক্তিকাগমসর্ব্বস্ব তন্ত্র)। সেই সিদ্ধি পরে মাদকদ্রব্যে পরিণত হইয়া ভাং হইয়াছে।

আপনি ভিখারী ভূচি ভাঙ্গ নাই ঘরে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

পাকে—জন্য।

তথি—স° তত্র > প্রা° তত্থ > বা° তথি, তথা, তথায়। বৌদ্ধগান ও দোহায়—তহি, তহিঁ। (স° তংহি > তথি।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।) প্রঃ—

তথি চিত্ত মজিল আহ্মার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মল্লিকা মালতী বিকশিত তথি।—চণ্ডীদাস।

সুহ—স° সৌভাগ্য > প্রা° সোহগ্‌গ > সোহাগ। স° সুভগা > বা° সোহাগী > বা° সুহ, সুয়ো = সৌভাগ্যবতী, স্বামীসোহাগী, স্বামীর প্রিয়। মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে আজও সধবার নামের পূর্ব্বে সৌভাগ্যবতী লেখা রীতি প্রচলিত। তুঃ—

আইহ-সুহ লঞা শচী করে শুভ কার্য্য।—চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড।

নাহ-সুহাগে অছল জগ-বল্লভ
অব হেরি পুছই না কোই।—জ্ঞানদাস।

সতা—স° সপত্নী > প্রা° সবত্তী, বা° সতীন, সংক্ষেপে সতা। গৌরীর সুহ সতা গঙ্গা, যাঁকে স্বামী মাথায় করিয়া রাখিয়াছেন। (৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

কব—স° √কথ > বা° √কহ, ক।

মাস—মাষ, মাষ কলায়। প্রঃ—

ভৃষ্ট-মাষ মুদ্‌গ-সূপ অমৃতে নিন্দয়।—চৈতন্যচরিতামৃত।

শরশা—স° সর্ষপ > সরিষা।

কাপাষ—স° কার্পাস > বা° কাপাস। প্রঃ—

কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়।—শূন্যপুরাণ।

ধান—স° ধান্য > প্রা° ধান্ন, ধণ্ণ, ধন্ন; বৈদিক ধানা = শস্য। প্রঃ—

ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
জতেক ধান গোসাঞি সকলি বুনিল॥—শূন্যপুরাণ।

খোঁটা—স° কূট = মিথ্যা, কীলক। তাহা হইতে তীক্ষ্ণ মিথ্যা গঞ্জনা। প্রঃ—

তোহ্মার যৌবন রাখে পাণির ফোটা।
চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
আপু ছিদ্র না জানিস পরকে দিস খোঁটা।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

কাঁটা—স° কণ্টক। যেখানে কাঁটা সেখানে লোকে যায় না; গৌরী মার বাড়ীর পথে কাঁটা দিলেন, মানে—এ পথ আর মাড়াইবেন না।

মৈনাক—মেনকার পুত্র।

অন্নন্তর—অন্যান্তর, অন্য + অন্তর—অন্য দূরস্থানে।

চণ্ডী—ক্রোধবতী।

এই প্রসঙ্গগুলিতে দৈব ও মানবিকতার অদ্ভুত মিশাল করা হইয়াছে। এক দিকে গ্রাম্যতা, অন্যদিকে ঈশিত্ব, জোড়াতাড়া দিয়া খাড়া করা হইয়াছে। দেব-কাহিনীতে এমন গ্রাম্যতা ও মানবিকতার আরোপ এক বঙ্গদেশ ছাড়া অন্যদেশে পাওয়া দুর্ঘট। ইহা ব্যাপক বৌদ্ধপ্রভাবের ফল বলিয়া মনে হয়।

কবিকঙ্কণ তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী শিবের গানগুলির অনুকরণে হরগৌরীর এই গৃহস্থালির চিত্র যথেচ্ছ দিয়া গিয়াছেন, কোনো দ্বিধা করেন নাই। তাঁর শ্রোতারাও দেবতাকে নিজেদের মতন একঘর গৃহস্থ মনে করিয়া খুসী হইয়াই কাহিনীগুলি শুনিয়াছে।

কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ভারতচন্দ্র দেবতার মানুষিকতার বর্ণনা করিয়াছেন ভয়ে ভয়ে ও সেইসঙ্গে তার জবাবদিহি করিয়া কৈফিয়ৎ দিয়া কারণ দেখাইয়া লোককে সন্তুষ্ট করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি গৌরীকে দিয়া বলাইয়াছেন—

হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই॥
কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ।
কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ॥

মেনকার মুখে শিবনিন্দা ও জামাতাভৎসনা শিবের গান ও শিবায়নেও আছে। কাশীদাসানুজ গদাধর দাসের জগৎমঙ্গল কাব্যেও আছে।

শঙ্করের ভিক্ষা (৮৪—৮৫ পৃষ্ঠা)

৮৫ পৃষ্ঠা

চলিলা কৈলাশ-গিরি—রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে কৈলাশ কুবেরপুরী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শিব সেখানে কুবেরের সঙ্গে পাশা খেলিতে যাইতেন, কৈলাশের সঙ্গে তাঁর এই ছিল সম্পর্ক। পরবর্ত্তী কালে কৈলাশ শিবপুরী ও কুবের শিবের ভাণ্ডারীতে পরিণত হইয়াছিল।

সসুরের—শ্বশুরের।

সম্বলহীন—বামন-পুরাণে শিবের দারিদ্র্যের বর্ণনা আছে। স্কন্দপুরাণে ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পার্ব্বতী মহাদেবকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করিয়া সর্ব্বস্ব জিতিয়া লইয়া ভিক্ষায় যাইতে বাধ্য করেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে (মধ্যখণ্ড, ১১ অধ্যায়) আছে যে সতীর দেহত্যাগের পর শিব সতীদেহ মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন; বিষ্ণু তাহা সুদর্শন-চক্রে ছেদন করিয়া সতীর আসন্ন প্রাণকে আবার আশ্রয়চ্যুত করেন; এজন্য সতী বিষ্ণুকে শাপ দেন; সতীর শাপে বিষ্ণু বৎসরে চার মাস নিদ্রিত থাকেন এবং রাম-অবতারে পত্নী-বিচ্ছেদ-দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন; এবং হরিহর অভেদাত্মা বলিয়া—

এবম্ এব মহেশো হয়ং শাপম্ অর্হতি নান্যথা।
প্রেতভূমিপ্রিয়ো হস্তেষ দরিদ্রো ধনবান্ অপি॥

মাগেন—স° মৃগ ধাতু অন্বেষণে। স° মার্গ > ও° মারগ ; ম° মারগ্‌ ; বা° মাঙ্গ, মাগ।
অন্বেষণ অর্থ হইতে গৌণ অর্থ প্রার্থনা, ভিক্ষা আসিয়াছে।

ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগিআ বুলেন ঈশ্বর।—শূন্যপুরাণ।

পাটা—স° পট্ট। যজ্ঞোপবীত, পৈতা।

কপাল—স° করোটি অর্থ হইতে অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া বাংলায় ললাট, অদৃষ্ট, নিয়তি।

চাঁদ—স° চন্দ্র > প্রা° চন্দ > বা° চাঁদ। শূণ্যপুরাণে—চান। বৌদ্ধগানে চন্দ, চান্দ; শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চান্দ, চাঁদ।

ফোটা—স° স্ফুট, স্ফোট—বুদ্বুদ। বুদ্বুদাকৃতি তিলক। প্রঃ—

চিট্যা ফটা দেখ দূত গলাঅ তুলসী।—শূন্যপুরাণ।

বাজ্যা—বাজাইয়া।

বাজয়ে—স° বজ ধাতুর গতি অর্থ হইতে অর্থান্তর—আবদ্ধ হওয়া, আঘাত লাগা। পাঠান্তর আছে বাড়য়ে।

রঙ্গ—স° রঙ্গ, ফা° রঙ্গ্‌—নৃত্য, আনন্দ, কৌতুক। প্রঃ—

চৌরী পিরিতি হোয় লাখ গুণ রঙ্গ।—বিদ্যাপতি।

নগর্যা—নগরিয়া, নগরবাসী, নাগরিক।

যোগান—স° যুজ্‌, যুগ—যোগ করা। সরবরাহ, অভাবপূরণ। যোগান আসি ধরে—অভাব বস্তু আনিয়া উপস্থিত করে, অথবা অনুসরণ করে, অনুগমন করে।
প্রঃ—উদআ তুআরে গঙ্গা আর্মিনি গতি নিলা জগানে মধু বাটী।—শূন্যপুরাণ।

বেড়িত—স° বেষ্টিত। স° বেষ্ট > ও° হি বেঢ়, ম° বিঢ় > প্রাচীন বাংলা বেঢ়, বেড়।
তুঃ—জালি দিল চারি চৌদিকে সারি সারি মুকুতা করিয়া বেটিত।—শূন্যপুরাণ।

উজান—স° উদ্ধ > উর্ধান > উঝান > উজান, অথবা উদ্‌ধান (উদ্‌গমন) > উজান। অথবা স° উদ্ধ্য, উধ্য (জলোৎক্ষেপক নদ) > উজান। উদ্ধ + জলবাহ > উজান। উদ্‌যানি > উজান। উল্টা দিকে জলস্রোতের গতি। প্রঃ—

ধর্ম্মে নৌকা বাহে উজানি ভাটালি।—শূন্যপুরাণ।

ভাটী—"সুন্দরবন ও সমুদ্র-সমীপবর্ত্তী ভূভাগ এক সময়ে ভাটি বা ১৮ ভাটি নামে পরিচিত ছিল। উহার পূর্ব্বসীমা মেঘনা নদ এবং পশ্চিমে হিজলি-পরগনা। বর্ত্তমানে বাখরগঞ্জ ও খুলনা জেলার দক্ষিণাংশকে ভাটি বলে। ভাটি অর্থে নিম্নভূমি, দক্ষিণ দেশ।"—গোপীচন্দ্রের গানের টীকা,—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়। স° ঘট্ট ধাতু চালনে; কিংবা হট্‌, হঠ্‌ ধাতু পরাবর্ত্তনে। নিম্ন দিকে জলস্রোতের গতি। প্রঃ—

ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাঁড়ি।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ভ্রমেন উজান ভাটী—এদিক্‌ ওদিক্‌ করিয়া ভ্রমণ করেন। Up and down।

চৌদিকে—স° চতুর্দ্দিকে>প্রা° চউদিকে>বা° চৌদিকে। তুঃ—

চৌপথর মাঝত রাজা যুড়িল কান্দন।—মাণিকচন্দ্ররাজার গান।

জালি দিল চারি চৌদিকে সারি সারি।—শূন্যপুরাণ।

কোচের পটি—কোচ জাতির বসতির পাড়া। হিমালয়-সানুর বাসিন্দা মোঙ্গল শাখার জাতি। শিবের সঙ্গে কোচ জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। শক্তিকাগম-সর্ব্বস্ব তন্ত্রে শিব বলিতেছেন—কোচবধূ তাঁর শক্তি, এবং শক্তিহীন শিব শব মাত্র। কোচবধূর সঙ্গে থাকাতেই শিবের সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল—এই সিদ্ধি নামসাদৃশ্যে শেষে নেশা ভাঙে পরিণত হইয়া থাকিবে।

শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ।

* * * *

সাবিত্রী-সহিতো ব্রহ্মা সিদ্ধোঽভূন্ নগনন্দিনী।

দ্বারবত্যাং কৃষ্ণদেবঃ সিদ্ধোঽভূৎ সত্যয়া সহ॥

তথা কোচবধূসঙ্গান্ মম সিদ্ধির্ বরাননে।

—শক্তিকাগমসর্ব্বস্ব তন্ত্র।

যোগিনীতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে কোচবিহার-রাজবংশ শিব হইতে উৎপন্ন এবং কোচকে কুবাচা ও তাদের কামিনীকে শাবরীচরিত বলা হইয়াছে।

এই শবর কোচজাতির সঙ্গে শিবের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে শিবের দেবত্ব বিবর্ত্তনের ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—শিব আসলে আদিতে ছিলেন এইসব অনার্য্য অসভ্য জাতিরই দেবতা।

পটি—স°। পল্লী, পাড়া। প্রঃ—

পাত্র মিত্র সবে বলে করি যোড়পাণি।

হরিশ্চন্দ্রভূপে দিতে পটি একখানি॥—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

থালে—স্থালী>থালী>থাল>থালা। প্রঃ—

থালি খুরি ডাবরে পুরিআ লহি চন্দন।—শূন্যপুরাণ।

হৈতে—অপাদান কারকের ৫মী বিভক্তির প্রাকৃত রূপ হিংতো, হন্তে>হঁতে> হতে, হইতে, হৈতে।

চালু—স° তণ্ডুল>বা° তাঁড়ুল, তাঁউল (শূন্যপুরাণে)>চাউল>বর্ণবিপর্য্যয়ে চালু। প্রঃ—

কে ফেলিল সর্ব্বগৃহে ধান্য চালু মুদগ।—চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড।

গুলি—তা° গল=সমূহ।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। স° কুল>প্রা° গুল। গুলি গুলা বাংলার বহুবচনান্ত প্রত্যয় মাত্র।

ঝুল—স° দুল। যাহা দুলে তাহা ঝুলি=থলি।

ডালী—স° দ্বিদল>বা° দাইল, দাল, ডাল। দাইল, ডাইল হইতে বর্ণবিপর্য্যয়ে দালী ডালী>স° দলি, দলী=কলায় শস্য।

বড়ি—স° বটী। দাল-বাটা দিয়া প্রস্তুত বুদ্‌বুদাকার বটিকা শুষ্ক, রন্ধনেব তরকারী। প্রঃ—

ফুলবড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।—চৈতন্যচরিতামৃত।

কোঁপি—স° কূপী=কূপসদৃশ গভীর পাত্র। চামড়ার বা মাটিব বা বাঁশের চোঙেব শিশি। হি° কুপ্‌পী।

তেলী—তেল বেচে যে সে তেলী। স° তৈলী, তৈলিক>মাগধী তেলিএ।

লবণীঞা—লবণ-বিক্রয়ী।

লোণ—স° লবণ>প্রা° লোণ>ও লুণ-অ, হি° লোন নোন লুন, প্রাচীন বা° লোণ, আধুনিক বা° নুন।

বাণ্যা—স° বণিক্>প্রা° বণিঅ>হি° বাণিয়া, ও° বণিআ, বা° বাণিয়া>বাণ্যা, বেনে।

নাগ্যের—স° নাগ=সীসা, রাং, সিন্দুর।

পুটলী—স° পুট=আচ্ছাদিত পাত্র। পুট+লী=পুটলী>অর্ব্বাচীন স পোট্টলী। স° পুলক=পুটলী=ছোট বোচ্‌কা।

৮৫ পৃষ্ঠা

খই—স° খদী। প্রঃ—

ছড়াইয়া ফেলে সেইখানে খই কলা।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

গুয়া—স° গুবাক। প্রঃ—

কাব হাথে চাউল গুআ চলিল একত্র হুআ।—শূন্যপুবাণ।

পান—স° পর্ণ>প্রা° পণ্ণ>বা° পান।

পর—প্রহর। প্রঃ—

দু দু পরে দেই এক খেয়া।—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

আগুয়ান—স° অগ্রবান্>হি° অগ্‌ওয়ান=অগ্রযায়ী, অগ্রসর। স° অগ্রযান>আগুয়ান।

তব রণে কোন জন হবে আগুয়ান।—কৃত্তিবাস।

একলি চললি ধনি হয়ে আগুয়ান।—পদকল্পতরু।

ঝাড়িলা—স° জট, ঝট ধাতু রাশীকরণে। তাহা হইতে ঝাট ধাতু মার্জ্জনে। ঝাট>ঝাড়। প্রঃ—

অসংখ্য বানর উঠে দিয়া গাত্র ঝাড়া।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ঝাড়া কাপড় পরি যদি বোলে দ্বিচারিণী।—লোচনদাস।

থুল্যা—থুইলা, স্থাপিলা। প্রঃ—

পথে মাহাদানী থুয়িল হেন আছিদর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ঠাই—স° স্থান, থাম > প্রা° ঠান, ঠাম > বা° ঠাঞি, ঠাঁই, ঠাই।

নউ তসু দোসজে এককবি ঠাই।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ধাই—স° ধাব ধাতু হইতে বাংলা ধা ধাতু দ্রুতিগতি।

ধাঞাঁ ধাঞাঁ মথুরা পালাসী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

নন্দ যশোদা ধায়িঞাঁ আইল সেই থানে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কন্দল—স°। কং (মুখ) + দল (ভিন্ন হয় যাতে) + অ। ঝগড়া, বিবাদ, বচসা।

বাটিয়া—স° বণ্ট ধাতু হইতে বাংলা বাঁট, বাট ধাতু = বিভাগ করা। প্রঃ—

হইবি গিন্নি ব্যঞ্জন বাটিবি না ছুঁইবি হাঁড়ী।—চণ্ডীদাস।

গুহ—গুহ্ (সংবরণ করা) + অ—যিনি ভাবকাসুরের বলবীর্য্য সংবরণ বা আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, অথবা যিনি গুহায় অর্থাৎ গোপনস্থানে জন্মিয়াছিলেন—কার্ত্তিকেয়।

হরগৌরীর কলহারম্ভ (৮৫—৮৮ পৃষ্ঠা)

৮৫ পৃষ্ঠা

রাম রাম শোঙরণে—রাম নাম স্মরণ করিলে সর্ব্বাপদ শান্তি হয়, দিন ভাল যায়, কারণ—

ব্যাস উবাচ

বামেত্যক্ষরযুগ্মং হি সর্ব্বমন্ত্রাধিকং দ্বিজ।
যদুচ্চারণমাত্রেণ পাপী যাতি পরাং গতিম্॥
বিষ্ণোর নামসহস্রং হি পঠন্ যৎ লভতে ফলম্।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো রাম নাম স্মরন্নপি॥
রাম নাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাশুভনিবারণম।
কামদং মোক্ষদং চৈব স্মর্ত্তব্যং সততং বুধৈঃ॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ক্রিয়াযোগসার, ১৪ অধ্যায়। স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ২৫৬ অধ্যায়েও রামনামের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন আছে।

পোহাল্য—স° প্রভাত শব্দজ। প্রঃ—

নিফলে পোহাইল রাতী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

জোইণিজালে রএণি পোহাঅ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

বসিলান—বসিলেন।

জণী—মুদ্রাকর-প্রমাদ। শুদ্ধ পাঠ ডানি। স° দক্ষিণ > প্রা° দহিণ, দাহিণ > ডাহিন, ডাইন, ডানি, ডান।

গৃহী—গৃহিণী।

শমুখে—সম্মুখে।

৮৬ পৃষ্ঠা

পাল্য—পাইল, পাইলাম।

শকলে—সকালে, যথাকালে, বেশী বেলা না করিয়া।

গণেশের মাতা—পুত্রের মাতা ইহাই রমণীর প্রধান পরিচয়। তুঃ—

কয়ে কথা কষ্ট দিলে কার্ত্তিকের মা।
উচিত কহিলে ঠক গণেশের মা।
—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে হরগৌরীর আহার লইয়া কলহ।

সিম—সং শিম্বী।

নিম—সং নিম্ব।

বাগ্যানে—সং বার্ত্তাক, বার্ত্তাকী, বার্ত্তাক; সং বাতিগ, বাতিঙ্গণ, বাতিঙ্গন, বঙ্গন। বাতিঙ্গন > বাং বাইঙ্গন > বাইগন > বাগ্যান, বাগন, বাগুন, বেগুন। গুণ-শব্দ-সাদৃশ্যে বাগন হইয়াছে বাগুন, বেগুন। মাগধী বংগন। শূন্যপুরাণে বাগন, কৃত্তিবাসে বাগুন। ময়মনসিংহে বাইঙ্গন, বরিশালে বাইগুন, চট্টগ্রামে বাইঅন। হিং বৈগন, বৈঙ্গন, মং বৈগণ, বৈগন, বাঙ্গে; তেং বঙ্গ। ফাং বাদঙ্গান, ইংরেজী Brinjal প্রঃ—

সুধু মাধবলতা বুনেন বাগন-বিচি।—শূন্যপুরাণ।

তিত—সং তিক্ত > প্রাং তিত্ত > বাং তিতা, তিত, হিং তিতা, তিত্। প্রঃ—

চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সুকতা—সং সুতিক্ত > সুক্তা। বৈদ্যক গ্রন্থে শুক্তা শুক্ত বিশেষ ব্যঞ্জন।

কন্দ-মূল-ফলাদীনি সস্নেহ-লবণানি চ।
সংস্তদ্ দ্রব্যে হভিষূয়ন্তে তচ্ ছুক্তম্ অভিধীয়তে।—বাক্যনির্ঘণ্ট।
দশ প্রকার শাক নিম্ব-সুকুতার ঝোল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

অগ্নিপুরাণ ২৭৯।২৫, ২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কুমড়া—সং কুষ্মাণ্ড > প্রাং কুম্হাণ্ড > মাগধী কমঢ়এ (কমঠক:) > হিং কোঁমড়া; বাং কুমাড়, কুমড়া। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে—কুমার। মাণিকচন্দ্র রাজার গান, দ্বিজবংশীবদনের মনসামঙ্গল প্রভৃতিতে কুমড়া। গোরক্ষবিজয়ে—কোমড়া।

কড়ুই—সং কঠোর কটু > কড়া = কঠিন, শুষ্ক।

কটু তৈল—সর্ষপ-তৈল ঝাঁঝাল বলিয়া নাম। প্রঃ—

কটুতৈল-সমাযুক্তং নস্যে পানে চ দাপয়েৎ।—পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৭৮।৫৩।

অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন বস্ত্রাম্বরবিভূষিতঃ।—দেবীপুরাণ ১৩ অধ্যায়।

অগ্নিপুরাণ ২৮৯।২৩ শ্লোকেও কটুতৈলের উল্লেখ আছে।

সাজ কটু তৈলে বান্ধে কুমারের চাক।—বিজয়গুপ্ত।

বাথুয়া—স° বাস্তুক। ও° বাথুআ। Chenopodium album. প্রঃ—

কোমল বাথুয়া শাক করিয়া কেচা কেচা।—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল।

ভাজি—স° ভৃজ ধাতু হইতে ভজ্জ > বা° ভাজ। ভাজি = ভাজিয়া, অথবা আমি ভাজি। এখানে অর্থ ভাজিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া।

ফুলবড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ফেল—ফেলা ভুক্ত-সমুজ্ঝিতং।—অমরকোষ। ভুক্তাবশিষ্ট ফেলা ভাত। তাহা হইতে ক্রিয়ার অর্থ ত্যাগ, নিক্ষেপ। তুঃ—

কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার ফেলা নাম।—চৈতন্যচরিতামৃত।

স° পেল > প্রা° পেল্ল > প্রাচীন বা° পেল > ফেল।

ফুলবড়ি—ফুল + বড়ি। ফুলের মতন ফুল্ল ফুলো ফাঁপা কোমল বড়ি।

চড়ীচড়ী—স° চট ধাতু ভেদনে। চড়চড়ি = রসশূন্য শুষ্ক ব্যঞ্জন।

পলতা—পটোল-পাতা। প্রঃ—

বেগুন দিয়া বান্ধে ধনিয়া পোলতা।

পাটায় ছেচিয়া লয় পোলতার পাতা।—

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল (১৪ শতাব্দী)।

পল্‌তা-শাক কহি-মাছ। বলে ডাক ব্যঞ্জন সাছ।—ডাক।

কড়ি—স° কলি। কুড়ি।

ছোলা—তা° তে° চোল্লাম। স° চণক, হি° চনা, ও সোলা।

খণ্ড—(স°) যে গুড় খণ্ড খণ্ড করা যায়, খাঁড় গুড়, পাটালি গুড়, শুষ্ক গুড়পিণ্ড। প্রঃ—

খণ্ডমোদকমিব চন্দ্রম্ উদিতম্ অবলোকয়।—শকুন্তলা।

নটিয়া—স° তণ্ডুলীয়—বীজ বা ফল তণ্ডুলাকার বলিয়া এই নাম। হি° নাম চোলাই—চাউল হইতে। বৈদ্যশাস্ত্রে নাম—লূণ্টক। তণ্ডুলীয় > তঁউলিয়া > নটিয়া > লূণ্টক হইয়াছে বোধ হয়। Amarantus.

কাঁঠালবিচি—বা° কাঁটা + আল (অস্ত্যর্থে) = কাঁটাল। স° কণ্টকফল, কণ্টাফল (অমরকোষের টীকা) > প্রা° কণ্টআল (টীকাসর্বস্ব) > হি° কটহল, কটহর, মা°

কণ্টকহাল, কামতাবিহারী কঠোআর। কাঁটালের বিচি (বীজ)—কাঁটালবিচি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস)।

গুআ নারিকেল কঠোআল তাল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সুধু মাধবলতা বুনেন বাগন-বিচি।—শূন্যপুরাণ।

সারী—সারি (সৃ+ণিচ), সরাইয়া, ছাড়াইয়া (খোসা), সংস্কার করিয়া, মেরামত করিয়া।

গোটা—একটি, একটা > এগটা > গটা > গোটা।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। তেº ওকটি (=একটি) > গুটি, গোটা।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। গোটা=অখণ্ড। সংখ্যাব পূর্ব্বে বসিলে সংখ্যার অনিশ্চয়তা ও কাছাকাছি অর্থ বুঝায়।

মাণিকচন্দ্র রাজাব গানে—গোটেক, গোঠে, গোঠ; কৃত্তিবাসে—গুটি, গোটা;

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে—গটা।

কাঠে—সº কাষ্ঠ > প্রাº কট্‌ঠ > বা কাঠ।

আদা—বৈদিক আদাব > বাº আদা, অর্বাচীন স আদ্রক, হিº আদ্‌বক। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় বলেন—আদাব হইতে আদা আসে নাই, আদক হইতেই আসিয়াছে। প্রঃ—

লাড়িয়া চাড়িয়া বান্ধে দিয়া আদা-ছেঁচা।—বিজয় গুপ্তেব মনসামঙ্গল।

জিবা—সº জীবক।

সন্তুলন—সং+তোলন—সম্যক্‌ভাবে উত্তোলন। ব্যঞ্জনে সম্বরা দিয়া, ফোড়ন ঘি তেল দিয়া বন্ধন শেষ কবা।

ঘণ্ট—(সº) একত্র বহু সামগ্রী মিশ্রিত ব্যঞ্জন। প্রঃ—

কমল-কুলিশ-ঘাণ্ট কবহুঁ বিআলী।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকবা।—চৈতন্যচবিতামৃত।

পূরিব—পূবিবে। প্রথম পুরুষেব একবচনে।

মুসরি—সº মসূর।

টাবা—সº মাতুলুঙ্গ, ওº টভা। এক জাতেব নেবু। Citron. প্রঃ—

হিঙ্গী পিআল টাভাগণে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুব।—চৈতন্যচরিতামৃত।

করঞ্জা—সº করঞ্জক, ওº করঞ্জ। Pongamia indica.

মান—সº মানক। কচু বিশেষের মূল। Alocasia indica.

বেশারি—সº বেসবার, বেষবার।—

হরিদ্রা সর্ষপং পিষ্টমার্দ্রকঞ্চ মরীচকম্।

জীরকং শুষ্কপত্রঞ্চ বেসবারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥—অমরকোষের টীকা।

দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গলে—বসবাস।

বেশারি=রন্ধন মসলা। অথবা, বিশেষ কোনো ব্যঞ্জনের নাম। প্রঃ—

দুগ্ধতুম্বী দুগ্ধকুষ্মাণ্ড বেসারি লাফরা।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ভাঙ্গিয়া—স° ভন্জ ধাতু হইতে বা° ভাঙ্গা। খণ্ড করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া।

কুড়ি—স° কুড়ব। বিজয়-বাবু বলেন এটি মোঙ্গল শব্দ।

কোরা—স° কুট্ট ধাতু ছেদনে। প্রাচীন বাংলায় কুড় ধাতুর প্রয়োগ সুপ্রচলিত ছিল—

কুড়িতে কুড়িতে ঠেকিল কূর্ম্মর পিঠি।—শূন্যপুরাণ।

নখে কোড়ে হনুমান দীর্ঘ সরোবর।—কবিকঙ্কণ চণ্ডী ৯২ পৃষ্ঠা।

এখন কেবল কুরুণী, নারিকেল-কোরা, কুমড়া-কোরা, মূলা-কোরা প্রভৃতি দুই তিনটি শব্দে কুব বা কুড় ধাতুব প্রয়োগ প্রচলিত দেখা যায়! প্রঃ—

নারিকেল কোরা দিয়া বান্ধে মুণ্ডবীর স্তূপ।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।

নারিকেল—কেরল দেশে নাম—কেল। নাল (উত্তম)+কেল (ফল)=নালকেল=উত্তম ফল।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদাব।

গুবাক নারিকেল অমৃত সম ফল

দাড়িম্ব টাবা সাবি সাবি।—শূন্যপুরাণ।

"বাঙ্গালী ও দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্পর্শ সমালোচনা কবিয়া দেখিতে পাই যে, নাবিকেল, তাম্বূল ও চন্দন দ্রাবিড় দেশ হইতেই বাঙ্গালী পাইযাছে। এগুলি দ্রাবিড় দেশেবই নিজস্ব সম্পত্তি। নাবিকেলকে তামিলভাষায় তেন্ন-মরম্ অর্থাৎ দক্ষিণ দেশের বৃক্ষ বলে। নাবিকেল ফলকে ইহাবা "তেন্নংকাই" ও "তেংকাই" বলে (Asiatic Quarterly Rev. July 1897, p. 100)। তেলুগুভাষায় ইহার নাম "নাবীকেলমু"। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে য়ুয়ন চয়ঙ্ "নাড়ীকের-দ্বীপে"র উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, নালীকের জাতি নালীকের-দ্বীপেরই অধিবাসী ছিল। কথা-সরিৎসাগরে নারীকেল নামে একটি বড় ও সুন্দব দ্বীপের কথা আছে। পুবাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থিব করিয়াছেন যে প্রথমে নারীকেল নিকোবার দ্বীপেই জন্মিত। তথা হইলে সিংহলে আসিয়া সিংহলের উর্ব্বরভূমিতে বহু পরিমাণে জন্মিতে থাকে। দক্ষিণভারত হইতেই বাঙ্গালায় নারিকেলের আগমন হইয়াছে। দ্রাবিড় প্রভাবের পর হইতেই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পূজা ও ক্রিয়ায় নারিকেলের ব্যবহাব দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বের শাস্ত্রাদিতে নারিকেলের নামগন্ধই ছিল না। সম্ভবতঃ দ্রাবিড় প্রভাবের অবান্তর ফলে ক্রমশঃ শাস্ত্রাদিতেও নারীকেল প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মহাভারতে নারীকেল অনেক পরে

সংযোজিত হইয়াছে।”—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, “বাঙ্গালী ও দ্রাবিড়,” প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৮, ৪৫১-৪৫৫ পৃষ্ঠা।

চৈতন্যদেবের সময় বঙ্গদেশে নারিকেল প্রচুর পাওয়া যাইত দেখা যায়। —চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ৯ অধ্যায়; চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড ১৫ অধ্যায়, অন্ত্যখণ্ড ১০ অধ্যায়। শূন্যপুরাণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (২০৬ পৃষ্ঠা) প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকেও নারিকেল ফলের উল্লেখ আছে।

সমুলিয়া—সন্তোলন করিয়া, সম্বরা দিয়া।

চঞী—স° চবিকা > বা° চই। ইহা লতা, ফল পিপুলের মতন, ঝাল। Piper chaba.

প্রঃ—

চৈ মরিচ সুক্তা দিয়া সব ফল মূলে।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ঝাল—স° জ্বালা। বিজয়-বাবু বলেন—স° ধার, ধারা (তীক্ষ্ণ, Sharp) হইতে। প্রঃ—

মরিচের ঝাল ছানাবড়া বড়ী ঘোল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

আমড়াঞা—স° আম্রাতক > বা° আমড়া। আমড়াঞা (সহযোগে তৃতীয়া বিভক্তির প্রাচীন রূপ) = আমড়ার সহিত।

পলঙ্ক—স° পালঙ্কী, পালঙ্ক্যা > আধুনিক বাংলায় পালং (শাক)।

ঝাট—স° ঝটিতি। প্রঃ—

ঝাঁট করী জাই আহ্মে রাধার উদেশে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

গোটা—মেথি কালো-জিরা সর্ষে প্রভৃতি মসলা ভাজিয়া একত্র গুঁড়া করিলে যে মসলা হয় তাহাকে গোটা বলে।

কাসন্দী—স° কাশমর্দ্দ। বৈদ্যকগ্রন্থে—কাসন্দী। হি° কাসোন্দী। সরিষা বাটা বা গুঁড়া, তৈল, লবণ যোগে রক্ষিত কাঁচা আমের আচার। প্রঃ—

নিমপাতা কাসন্দির ঝোল।—ডাক।

কাসন্দি আচার আদি।—চৈতন্যচরিতামৃত।

পূর্ব্ববঙ্গে আচারের গোটা নামক মসলাকেই কাশন্দী বলে।

জাম্বীর—স° জম্বীর, এক জাতীয় নেবু—Citrus medica. পূর্ব্ববঙ্গে বাতাবী-নেবুকে জামীর বলে।

হাণ্ডী—স° ভাজন > ভান্‌জ > স° ভাণ্ড > বা° ভাঁড় > বা° হাঁড়ি > স° হণ্ডী, হণ্ডা > বা° হি° হাণ্ডী। প্রঃ—

হিণ্ডীর সমীপে চণ্ডী দিল হাণ্ডী ভরি।—শিবায়ন।

ক্ষীরি—ক্ষীর, মিলের খাতিরে ইকার যোগ।

৮৭ পৃষ্ঠা

গোসাঞী—স° গোস্বামী=পৃথিবীপতি > প্রভু, স্বামী। প্রঃ—

গোসাঞি সোঁঅরি কাহ্নাঞিঁ ঝাঁট বাহ নাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

থাকুক পাদুকার দাএ ছলিল গোসাঞি।—শূন্যপুরাণ।

পৈল—স° প্রথম > প্রা° পঢম > মাগধী পঢমিল্লে, মাগধী অপভ্রংশ পঢইল্লে>প্রাচ্য হি° পহিলে, হি° পহিলা, বা° পয়লা। প্রঃ—

জননীর চরণে রাজা পৈল ভজিয়া। মধু নাপিতক আনিল ডাকিয়া।
—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

পৈল পত্রে যাহা দিব—অর্থাৎ অন্নের উপকরণ চাল।

উদ্ধার—(স°) ঋণ। লইয়া যাহা প্রত্যর্পণ করিতে হয় তাহা উদ্ধার।

সুধিল—স° শুধ ধাতু। প্রত্যর্পণ করিলাম। প্রঃ—

সুধিব সেনের ধার সত্য দিয়া প্রাণ।—মাণিক গাঙ্গুলি।

আপনারে বেচি শুধিলাম সে কাঞ্চন।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

বাকী—(আ) অবশিষ্ট। প্রঃ—

কারকুন কাগজ বুঝে বাকী ওয়াশীল।—মাণিক গাঙ্গুলি।

পালী—স পালি=রাশি, স° পারী=গোদোহন-পাত্র। পালী=ধান চাল মাপিবার বেত্র-নির্ম্মিত পাত্র।

জলপান—জলখাবার, জলযোগ, লঘু আহার।

আজীকার—স° অদ্য > প্রা অজ্জ> বা আজ, আইজ, আজি। আজি+কার (ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন)—ক, কর, কার, কের, কু প্রভৃতি যোগে সম্বন্ধ পদ হয়। অদ্য সম্বন্ধীয়, আজের। প্রঃ—

তবে কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বান্ধা—বন্ধক, ঋণের বিশ্বাস স্বরূপ গচ্ছিত রাখা। প্রঃ

তোহ্মা বান্ধা দেউ মোর ঘর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

তবে সে—স° তর্হি, তদা> প্রা তহবি, তহবিত>হি তধী, ও তেবে, ম° তেবহাঁ; বা তবে, তবু। স স্থিং>সিন, সেন সি, সে, স হি>সি, সে=নিশ্চয়, হেতু। প্রঃ—সেই সে এখানে করিলাম অবস্থান।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড।

পশুপতি—৪০ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন কাব্যের এক প্রথা (Convention) দাঁড়াইযা গিয়াছিল যে একটি করিয়া রন্ধনের ফর্দ্দ দিতে হইবে। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল,

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, নরসিংহ বসুর ধর্ম্মরাজের গীত, যদুনন্দন দাসের গোবিন্দলীলামৃত, প্রভৃতি বহু প্রাচীন কাব্যে রন্ধনের ও খাদ্য-দ্রব্যের তালিকা আছে, এবং এক তালিকার সঙ্গে অপর তালিকার অত্যন্ত মিল দেখা যায়। এমন কি চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি জীবনচরিতের মধ্যেও এই তালিকা বাদ পড়ে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন রন্ধন-তালিকা পাওয়া যায় ডাকের বচনে।

সতন্তর—স° স্বতন্ত্র। প্রঃ—

কিবা চায় কোটাল হয়েছে স্বতন্তর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

দুরদুর—দুড়দুড় শব্দ করিয়া। ধন্যাত্মক শব্দ।

পাকে—জন্য, হেতু। স° পক্ষ > বা° পাক (বৌদ্ধ গান ও দোহায় পাখ, পাখি)। প্রঃ—

রাজা বলে দ্বিজ তুমি ও কথা কও কাকে।
দেশত্যাগী হয়ে আছি আমিও ওই পাকে॥
বৌদ্ধ গান ও দোহায় উদ্ধৃত প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত।

খেদি—স° খেদ = দুঃখ। তাহা হইতে গৌণ অর্থ বিতাড়িত করা। খেদি—খেদাইয়া, তাড়াইয়া। প্রঃ—

অনন্ত বাসুকি তারে খেদাড়িয়া খাএ।—শূন্যপুরাণ।

জুয়ায়—স° যুজ ধাতু হইতে। যোগ্য হয়। প্রঃ—

যার লাগি মোর মন সদা করে উচাটন
তারে নাকি এমতি যুয়ায়।—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

কারণ—করুণা পাঠান্তর।

বুলে—স° বল ধাতু সঞ্চরণে। প্রঃ—

পলাইতে নারে হংস বুলে শূন্য ভরে।—শূন্যপুরাণ।

ধায়্যা—স° ধাব ধাতু দ্রুতগমনে।

চাহনী—স° চত ধাতু অন্বেষণে। স° চায় ধাতুর অর্থ পূজা, অর্চনা, চাক্ষুষ জ্ঞান। হি° ম° চাহ ধাতু ইচ্ছা, প্রেম করা। অশোক-অনুশাসনে দৃষ্টি অর্থে 'চাগ' আছে। চাহনি = দৃষ্টি।

বলদ—স° বলীবর্দ্দ।

টলটল—স° টল ধাতু সঞ্চালনে, বৈকল্যে। বিজয়-বাবুর মতে চল বা স্খল ধাতু হইতে টল। প্রঃ—

নাঅ টলবলাঅ আধিকে দামোদর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। কৃত্তিবাসে—টলমল।
গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ম্মরাজের গীতে—টলবল।—
টলবল করে পদ্মপত্রে যেন জল।

৮৮ পৃষ্ঠা

ফিরি—সং স্ফুর অর্থে সঞ্চলন, কম্পন।

শিঙ্গা—সং শৃঙ্গ।

আস্য—আইস, এস।

আত্মঘাতি—আপনাকে আপনি আঘাত করা।

কান্দে—সং ক্রন্দ্ ধাতু।

ভণে—সং ভণ। কহে, রচয়িতার নাম বলে।

শিব পাইতে চাহিলে গৌরীর ক্রোধ ও কলহ মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে ঠিক এইরূপ আছে; কবিকঙ্কণ খুব সম্ভব উহার অনুকরণ করিয়াছেন। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল ৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গৌরীর খেদ (৮৮—৮৯ পৃষ্ঠা)

৮৮ পৃষ্ঠা

পায়্যাছি—পাইয়াছি।

সই—সং সখী > প্রা সহী, সহি > বা সই। বৌদ্ধগানে সহি।

সাংহাতীন—সং সংহত বা সঙ্গত শব্দজ। যে সঙ্গে থাকে, সঙ্গিনী। তুঃ—

আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

সই সেঁগাতিন মিতিন নাতিন জলকে যাবে গো।—মাণিক গাঙ্গুলি।

নঙ্গেট—সং ন + গ্না (ভদ্রমহিলা) = নগ্না। নগ্না হইতে পুংলিঙ্গ নগ্ন। নগ্নাট > নাঙ্গট, নাঙ্গটা, নঙ্গেট। অথবা নিগ্‌গন্থ (জৈন) > নিগ্‌গন্থী > নিগন্ঠি > নেংটি, নেঙ্গট।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। নিগ্‌গন্থ জৈনরা উলঙ্গ থাকিত অথবা কৌপীন পরিত, তাহা হইতে নেঙ্গট মানে উলঙ্গ ও কৌপীন দুইই হইয়াছে ঈষৎ উচ্চারণ-ভেদে। সং লিঙ্গপট্ট > প্রাং লিঙ্গবট্ট > লেঙ্গট, লেংট > নেঙ্গট, নেংট। হিং লম্ব্‌টাঙ্গা > লেঙ্গট, লেংট। প্রঃ—

আসিতে লেঙ্গটা রাজা যাইতে যাবা শূন্য।

সঙ্গে করি নিয়া যাবে পাপ আর পুণ্য॥—ময়নামতীর গান।

নারী—না পারি > নারি। প্রঃ—

শয়ানে সপনে পাসরিতে নারি বান্ধ্যাছে প্রেমের ডোরে।—চণ্ডীদাস।

পোড়ে—স° পুট > প্রা° পড়হ।

ছাল—স° ছল্লী। √স্থ+ণিচ=সারি > ছাড়ি। যা ছাড়ানো যায় তাই ছাল > স° ছল্লী। প্রঃ—

তথির উপরে ফেলে, যায় গার ছাল।—কৃত্তিবাস, উত্তরাকাণ্ড।

দন্তাদন্তি—দন্তে দন্তে যে যুদ্ধ তাহা দন্তাদন্তি। বহুব্রীহি সমাস।

কন্দল—স° কং (মুখ)+দল (ফাঁক হয় যাতে)=ঝগড়া।

কলি—(স°) দ্বেষ, কলহ, বিবাদ, যুদ্ধ।

কবম—স° কম্ম।

ভাত—স° ভক্ত > প্রা° ভত্ত > বা° ভাত।

৮৯ পৃষ্ঠা

পোয়ের—স° পোত > প্রা° পোঅ > বা° পো। তে পৈয়, তা পৈয়ন।

মুশায়ে—মূষাতে। কর্তৃকারকে ৭মী বিভক্তি।

দকদক—স° দহ ধাতু সন্তাপে। প্রঃ—

হিয়া-দগদগি পরাণ-পোড়ানি কি দিলে হইবে ভাল।—চণ্ডীদাস।

উধার—স° উদ্ধার=ঋণ। হি° উধার।

উরে—স° উরঃ=বক্ষ।

জাহ্নবী—জহ্নু মুনি গঙ্গাকে পান করিয়া জানু ভেদ করিয়া নির্গত করিয়াছিলেন বলিয়া গঙ্গার এক নাম।

জানু দ্বারা পুর. দত্তা জহ্নু সংপীর কোপত.।
তস্য কন্যা-স্বরূপা চ জাহ্নবী তেন কীর্ত্তিতা॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড।

"সামান্য খাবার জন্য এই যে ঝগড়া, ইহা ভদ্রমানুষের পক্ষেই হেয়, দেবতার ত কথাই নাই। দেবতাকে বড় করিয়া চিন্তা করার অভাব, তাকে ছোট করার চেয়েও বেশী, তাঁকে হীন করা। আজকের দিনে কোনো উপন্যাসে স্বামীস্ত্রীর এমন বাস্তব চিত্র আঁকিলে সমালোচক গুরুমশায়রা লেখককে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া ছাড়েন।"—রবীন্দ্রনাথ।

যে সতী শিবনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, যে গৌরী শিবকে পাইবার জন্য অপর্ণা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালা কবিদের হাতে পড়িয়া প্রাকৃত স্ত্রীলোকের মতন কোন্দল করিয়া নিজেই স্বামীনিন্দা করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গের ছন্দটি একটু নূতন ধরণের—পয়ার ও ত্রিপদীর মাঝামাঝি। কিন্তু আগাগোড়া ছন্দের সুসঙ্গত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।

এইখানে কাব্যের প্রস্তাবনা শেষ হইল।

পদ্মার উপদেশ (৮৯—৯১ পৃষ্ঠা)

৮৯ পৃষ্ঠা

এই প্রসঙ্গ হইতে কাব্যের উপাখ্যানের উপক্রম হইতেছে।

সপ্ত দ্বীপে—স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। প্রিয়ব্রত রাজা তপস্বী ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁর অলৌকিক শক্তি ছিল। সূর্য্য পৃথিবীকে দিনমানে মাত্র আলোক দেন ও রাত্রে তিনি অন্তর্হিত হন, এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রিয়ব্রত রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন—আমি স্বকীয় তেজে রজনীকেও দিন করিব। অনন্তর তিনি সূর্য্যতুল্য বেগবান্ জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ করিয়া, দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় সাতবার সূর্য্যের পশ্চাৎদিকে ভ্রমণ করিলেন। তাঁহার রথচক্রাগ্র দ্বারা সাতটা গর্ত্ত হইয়াছিল। ঐ সপ্ত খাত সাত সমুদ্র রূপে পরিণত হইয়াছে। সেই সপ্ত সাগর দ্বারাই পৃথিবীর সাতটি দ্বীপ বিরচিত হয়—জম্বু প্লক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ শাক এবং পুষ্কর। সপ্ত সাগর সপ্ত দ্বীপের পরিখা স্বরূপ। বর্হিষ্মতীপতি প্রিয়ব্রত উল্লিখিত জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপে স্বসদৃশ-চরিত্রসম্পন্ন আগ্নীধ্র ইধ্মজিহ্ব যজ্ঞবাহু হিরণ্যরেতা ঘৃতপৃষ্ঠ মেধাতিথি ও বীতিহোত্র নামক সাত আত্মজকে এক এক করিয়া এক এক দ্বীপের আধিপত্যে অভিষেক করেন।—শ্রীমদ্‌ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়। স্কন্দপুরাণ আবন্ত্যখণ্ড চতুরশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্য ৫৪, কুমারিকাখণ্ড ৩৭, রেবাখণ্ড ৭; দেবীভাগবত ৮।৪; মার্কণ্ডের পুরাণ প্রভৃতিতে এই আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে।

আগে—স° অগ্র > অগ্‌গ্ > আগ।

৯০ পৃষ্ঠা

কলিঙ্গ—"কলিঙ্গ প্রাচীন ভারতের একটি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ। ভারতের সেই প্রাচীন যুগে কলিঙ্গ বলিতে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমকূলের অধিকাংশ স্থানই বুঝাইত।

মহাভারতের মতে গঙ্গাসাগরের পর হইতেই কলিঙ্গ দেশ আরম্ভ। উড়িষ্যার 'বৈতরণী' নদী মহাভারত অনুসারে কলিঙ্গ দেশে অবস্থিত। মহাভারতের এই মতের সহিত 'টলেমীর' মতের বেশ মিল আছে। (Indian Antiquary, XIII, 363.)

কবিবর কালিদাসের 'রঘুবংশ' পড়িলে বুঝিতে আর বাকী থাকে না যে তাঁর আমলে উৎকলের দক্ষিণ দিকে কলিঙ্গ রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। তিনি উৎকল ও কলিঙ্গ নামে দুটি পৃথক্ রাজ্যের পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাজ রঘুর

দিগ্বিজয়-বর্ণনায় দেখা যায় যে তিনি কলিঙ্গ জয় করিয়া দক্ষিণ দেশে অগ্রসর হইতে না হইতে কাবেরী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই বর্ণনা কলিঙ্গ-জনপদের সনাক্ত ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রে প্রকাশ যে জগন্নাথের পূর্ব্বদিক্ হইতে কৃষ্ণাতীর পর্য্যন্ত কলিঙ্গ-দেশ। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ মতটির সহিত বেশ সামঞ্জস্য রহিয়াছে রঘুবংশের মতের। পুণ্যশ্লোক মহারাজ অশোকের অনুশাসনেও উল্লেখ রহিয়াছে যে তিনি কলিঙ্গদিগকে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর চীনা পরিব্রাজক ইউএন্‌সাং কলিঙ্গদেশে ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন কলিঙ্গ ও বর্ত্তমান গঞ্জাম-ভিজাগাপত্তন প্রদেশ প্রায় পুরাপুরি অভিন্ন। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে চীনা পরিব্রাজকের কলিঙ্গ ও কবি কালিদাসের কলিঙ্গ অবস্থান হিসাবে অভিন্ন।

কোল্‌ব্রুক্ সাহেব বলেন যে কলিঙ্গ জনপদ গোদাবরীতটপ্রদেশেই বর্ত্তমান ছিল (Essays, II, 1791)। Hultzsch's South Indian Inscriptions প্রকাশ করে যে প্রাচীন কলিঙ্গ গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল।

দশম ও একাদশ খৃষ্ট শতাব্দীতে চালুক্যরাজগণের শাসনাধীনে কলিঙ্গরাজ্য উত্তরে উৎকল ও দক্ষিণে চোলমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গদেশের দক্ষিণ অংশ 'তেলিঙ্গা'। 'তেলিঙ্গা' শব্দের মূল লইয়া যতই মতভেদ থাকুক না কেন উহা যে কলিঙ্গের অংশবিশেষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীন কলিঙ্গের বর্ত্তমানে আর কোন চিহ্ন নাই। সে রাজ্য ও তার গৌরব স্বপ্নসম লুপ্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র সমুদ্রতীরস্থ 'কলিঙ্গপত্তন' ও গোদাবরীর মোহানাস্থিত 'কবিঙ্গ' নগর কালের প্রহরীর হাত এড়াইয়া সেই অতীত যুগের 'গঙ্গসাধন' 'কলিঙ্গ' রাজ্যের জীর্ণস্মৃতি জাগাইয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছে।

সকল দিক্ দেখিয়া বিচার করিলে একথা বেশ জোর করিয়াই বলা যায় যে উৎকল ও কলিঙ্গ অভিন্ন নয় এবং বর্ত্তমান উড়িষ্যার দক্ষিণ দিকেই কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত কলিঙ্গরাজ্য বিস্তৃত ছিল। তবে একথাও ঠিক যে কলিঙ্গগণ এক সময় উৎকল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল এবং সেই কারণেই কোথাও কোথাও উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ অনেকটা অভিন্ন এইরূপ আভাস পাওয়া যায়।"—শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়। (প্রবাসী, মাঘ ১৩২৮, ৫২২—৫২৩ পৃষ্ঠা)

'অতি প্রাচীন কাল হইতেই কলিঙ্গদেশের বর্ণনা অনেকেই করিয়াছেন। অশোকের কলিঙ্গ-বিজয় প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু (অশোক, অষ্টম অধ্যায়) ইহার নানা বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। "মহাভারত হরিবংশ ও কালিদাসের বর্ণনা হইতে

স্পষ্টই অনুমিত হয় যে একসময় সমগ্র উৎকল প্রদেশ কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কাল-সহকারে এই সীমা ক্রমশঃই খর্ব্ব হইতেছিল।”

“ভারত-গৌরব ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ত্রিকলিঙ্গ অর্থে তিনটি কলিঙ্গ নির্ণয় করিয়াছেন, যথা—কলিঙ্গ, মধ্য কলিঙ্গ ও উৎকলিঙ্গ। উৎকলিঙ্গের অপভ্রংশ উৎকল।”

“প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন্ সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারত-ভ্রমণকালে কলিঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ইনি কোনযোধ প্রদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক কলিঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনেকেই বর্ত্তমান গঞ্জাম প্রদেশকে কোনযোধ রাজ্য বলিয়া অনুমান করেন।” ’—শ্রীসুহাসিনী শ্যাম। (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৮, ৬৬১ পৃষ্ঠা)

“মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কলিঙ্গ নামে এক দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কলিঙ্গ রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ এই যে, দীর্ঘতমা ঋষির বরে বলির পত্নী সুদেষ্ণা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র এবং সুহ্ম নামে পঞ্চপুত্র লাভ করেন এবং তাঁহাদের শাসিত রাজ্যপঞ্চক তাঁহাদের নামানুসারে খ্যাত হয়। গ্রীক লিখিত বিবরণ পাঠে অনুমিত হয় যে, প্রাচীন ভারতে গঙ্গানদীর সাগরসঙ্গমস্থল হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত সমগ্র সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ কলিঙ্গরাজ্য নামে খ্যাত ছিল।

গ্রীক-লিখিত বিবরণের পর অশোকের ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে কলিঙ্গ দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ অশোকের আদেশে বিপুল বাহিনী কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করে। কলিঙ্গবাসী স্বদেশ রক্ষার জন্য তিন বৎসরকাল প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। অশোক স্বয়ং অনুতপ্ত চিত্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, এই রণকাণ্ডে দেড়লক্ষ লোক বন্দী, একলক্ষ লোক নিহত এবং ইহা অপেক্ষাও অধিক-সংখ্যক লোক দুর্ভিক্ষ এবং মারীর আক্রমণে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। তাদৃশ ঘোর-রণের পর মহারাজ অশোক কলিঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। যুদ্ধের ভীষণতা মহারাজ অশোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া দিল। দ্বিতীয়তঃ কলিঙ্গ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ও সভ্যতা কলিঙ্গদেশের উন্নতির মূল ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবেই দেশ সমৃদ্ধিশালী ও গণ্য হইয়া উঠে।

কলিঙ্গদেশের সমুদ্রতীরবর্ত্তী অবস্থান এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রভাববশতঃ অনেক দেশের সহিত তাহার যোগ সাধিত হয়। বস্তুতঃ কলিঙ্গরাজ্য দীর্ঘকাল সামুদ্রিক শক্তিরূপে পরিগণিত ছিল। অধিবাসীরা কর্ম্মনিপুণ এবং তেজস্বী ছিল; শিল্প, বাণিজ্য প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। খৃঃ ৭৫ অব্দে কলিঙ্গবাসীরা জাভাদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

এতৎকালের একজন দিগ্বিজয়ী রাজার বিবরণ জানিতে পারা যায়। ইনি চেতোবংশোদ্ভব খারবেল। তিনি মগধ ও উত্তরাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। আর-একজন রাজা ঐর প্রথমে সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তার পর তিনি প্রাচীন রাজত্বকালে উপনিবিষ্ট শ্রমণদিগকে আহ্বান করিয়া বিহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহাদের নিকট পবিত্র শাস্ত্র শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন।

খৃষ্টীয় শতকের আরম্ভকালে বিস্তৃত কলিঙ্গ রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহা হইতে কালক্রমে তাম্রলিপ্তি (দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ) ওড্র (উড়িষ্যা) প্রভৃতি কতিপয় রাজ্যের উদ্ভব হয়। কলিঙ্গ রাজ্যের সীমা চিল্কা হ্রদ হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

প্রথমতঃ অন্ধ্রগণ খণ্ডিত কলিঙ্গ রাজ্যে অধিকার স্থাপন করেন। একসময় পূর্ব্বশাখাভুক্ত চালুক্যগণ তথায় রাজত্ব করিতেন। খণ্ডিত কলিঙ্গরাজ্য সমৃদ্ধিশালী ছিল।

প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের দ্বিতীয় অংশ ওড্রনামে পরিচিত হইয়াছিল। হাণ্টার সাহেবের মতে ওড্র শব্দ অনার্য্য ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ওড্র শব্দের পর দেশ শব্দ যুক্ত হওয়াতে এই দেশ ওড্রদেশ ও কালক্রমে উড়িষ্যা নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। উড়িষ্যার সংস্কৃত নাম উৎকল। সনাতন-শাস্ত্রবেত্তৃগণের নিকট উৎকল দেশ অপবিত্র ছিল। মনু (দশম অধ্যায় ৪৪ শ্লোকে) ওড্রদেশীয় ক্ষত্রিয়-দিগকে শূদ্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্যই তাদৃশ অপবিত্রতার কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। জৈন ধর্ম্মও এক সময় উড়িষ্যায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।"—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত, উড়িষ্যা প্রবন্ধ, প্রাচী আশ্বিন ১৩৩০।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।

—মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৪ অধ্যায়।

রঘু দিগ্‌বিজয় করিতে যাইবার সময় কপিশা বা কাঁসাই নদী উত্তীর্ণ হইয়া "উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ।"—রঘুবংশ ৪।৩৮।

জগন্নাথাৎ পূর্ব্বভাগাৎ কৃষ্ণাতীরান্তগং শিবে।

কলিঙ্গদেশঃ সংপ্রোক্তো বামমার্গপরায়ণঃ॥

ঔড্রদেশাদ্ উত্তরে চ কলিঙ্গো বিশ্রুতো ভুবি।

—কবিরাম-কৃত দিগ্‌বিজয়প্রকাশ।

প্লিনি বলিয়াছেন গঙ্গাসাগরের নিকট ও টোলেমী বলিয়াছেন তাম্রলিপ্তের নিকট

কলিঙ্গ রাজ্য।—Indian Antiquary, vol. III, p. 363.—বিশ্বকোষ, কলিঙ্গ শব্দ দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন ভারতের পূর্ব্ব উপকূল প্রায় সমস্তটাই কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল; পরে তাহা তিন ভাগে ভাগ করা হয়—উত্তর কলিঙ্গ, মধ্য কলিঙ্গ ও দক্ষিণ কলিঙ্গ। এই তিন ভাগের নাম হয় ত্রিকলিঙ্গ। ত্রিকলিঙ্গ শব্দেরই অপভ্রংশ তৈলঙ্গ, তেলেঙ্গা, তেলেগু, করিঙ্গ। বর্ম্মায় এখনো মাদ্রাজী মাত্রেই করিঙ্গা নামে পরিচিত হয়। কলিকাতায় কলিঙ্গা-বাজার আছে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর কলিঙ্গদেশের চৌহদ্দি ঐ পুস্তকে এইরূপ পাওয়া যায়—

দক্ষিণে বিজয়ীহাট বামে গোলাহাট।
সম্মুখে মদনপুর, শত কোশ বাট॥

গোলাহাট রসুলপুর নদীর তীরে প্রসিদ্ধ গঞ্জ। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাহার অভিধানে কলিঙ্গদেশকে কাসাই ও ধামরাই নদীর মধ্যবর্ত্তী মেদিনীপুর জেলার অংশ স্থির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বলেন যে "প্রাচীন কলিঙ্গের মধ্যে বাকুড়া পড়ে, এবং কলিঙ্গের পরেই উৎকলিঙ্গ, বর্ত্তমান উৎকল।"—প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩০, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

বিশ্বকর্ম্মা—আগেকার যা কিছু উৎকৃষ্ট শিল্প তাই হয় বিশ্বকর্ম্মা নয় ময়দানবের সৃষ্টি বলিয়া প্রচার করা হইত। প্রাচীন বহু কাব্যেই বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমানকে দিয়া রাতারাতি অসাধ্যসাধন করানো হইয়াছে। বেদে প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন, পরে বিশ্বকর্ম্মা হইয়াছেন একজন দেবকার। ৯১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

রচিব—রচনা করিবে।

দেহারা—স দেবালয়>হি দেবালা>দেয়ারা, দেহারা। অথবা স দেবগৃহ>দেবঘর >দেওঘর>দেহারা। মন্দির, দেউল।

দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।—শূন্যপুরাণ।

মঙ্গলচণ্ডিকা রূপে—শক্তির একটি বিশেষ রূপ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে চণ্ডীমাহাত্ম্য আছে সেই চণ্ডী হইতে এই মঙ্গলচণ্ডী একেবারে স্বতন্ত্র। স্কন্দপুরাণে ভদ্রকালী মঙ্গলচণ্ডী। ধর্ম্মপূজা-বিধানে বাশুলিকে মঙ্গলচণ্ডী বলা হইয়াছে। দেবীভাগবত ৯।৪৪, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (প্রকৃতিখণ্ড ৪৪ অধ্যায়) ও স্কন্দপুরাণে এই স্বতন্ত্র মঙ্গলচণ্ডীর কথা আছে।

শপন কহিয়া—বহুদেবতা স্বপ্নাদেশ করিয়া নিজের পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন দেখা যায়। বৈদ্যনাথ তারকেশ্বর প্রভৃতি ঠাকুরের প্রসিদ্ধি স্বপ্নের উপরই নির্ভর করিয়া।

পূজা প্রচারের জন্য স্বপ্নাদেশ করিয়া কবিদের দ্বারা কাব্য রচনা করানোও পূজাপ্রচারের এক পন্থা ছিল। ২৩ পৃষ্ঠার "চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে" পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূজা লবে দৈন্য-দুঃখ-হরা—এই পদটির দুটি অর্থ হইতে পারে—(১) হে দৈন্য-দুঃখ-হরা চণ্ডী, তুমি পূজা লইবে, (২) তুমি দৈন্য-দুঃখ-হরা পূজা লইবে—অর্থাৎ এমন পূজা লইবে যাহাতে তোমার দৈন্য দুঃখ হরণ হইবে, পূজার নৈবেদ্য পাইয়া তোমার দৈন্য দুঃখ দূর হইবে। দৈন্যদুঃখহরা পদ চণ্ডীর অথবা পূজার বিশেষণ।

পসুর লইবে পূজা—শিব পশুপতি; কিরাত শবর নিষাদ ব্যাধ পশুহন্তা মৃগয়াজীবী। শিবপত্নী চণ্ডীরও প্রথম পূজক হইতেছে পশু। ইহাতে চণ্ডীর সঙ্গে আরণ্য জাতিদের সম্পর্ক প্রকাশ পাইতেছে।

সিংহে করাইবে রাজা—ইন্দ্র চণ্ডীকে বিন্ধ্যাচলে প্রতিষ্ঠা করিয়া সিংহকে তার বাহন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন (বামনপুরাণ)। সেই সম্মানের জোরেই সিংহ পশুরাজ।

নিরীশন—নিরীশ=লাঙ্গলের ফাল। নিরীশন কি? নিরীক্ষণ বা নিদর্শন হইবে বোধহয়। বঙ্গবাসী, 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' ও বটতলা সংস্করণের পাঠ—নিদর্শন।

নিজ ঘণ্টা দিয়া নিরীশন—চণ্ডীর হস্তে ঘণ্টা থাকে—ঘণ্টাং পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ (কালিকাপুরাণ)—সেই ঘণ্টা সিংহের রাজপদের চিহ্ন স্বরূপ প্রদত্ত হইবে।

সম্পদ-বিপদ-ভূমি—সম্পদ ও বিপদের ভিত্তি বা মূল স্বরূপ। ইহা চণ্ডীর অথবা দারু-দুর্ব্বাকর-ভূমি পদের বিশেষণ।

দারু দুর্ব্বাকর ভূমি—যে ভূমিতে বৃক্ষ ও দূর্ব্বা প্রচুর জন্মে। দারু-দূর্ব্বাকর—দারু ও দূর্ব্বা যে ভূমিতে জন্মে। তুলঃ—ফলকর, জলকর, বনকর।

কলি—সৃষ্টিকালের চতুর্থ যুগ।

মাহেন্দ্র-কুমার—মহেন্দ্র-কুমার, অথবা মাহেন্দ্র কুমার। ইন্দ্রপুত্র।

নিলাম্বর—কোথাও ইন্দ্রের কোনো পুত্রের নাম নীলাম্বর পাই নাই। বোধ হয় এটি লৌকিক নাম। ইন্দ্র মেঘের বৃষ্টির দেবতা; তাই তাঁর পুত্র হইয়াছেন নীলাম্বর।

ছলিয়া—ছলনা করিবার উপদেশ দিতে পদ্মার একটুও সঙ্কোচ বোধ হইল না, চণ্ডীরও তাহাতে আপত্তি দেখা গেল না। ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা হইতে যাইতেছে অধর্ম্মের ভিত্তিতে। এই ব্যাপারে যে দেবতার দেবত্ব-লোপ ও ধর্ম্মের পিণ্ডদান হইয়া যাইতেছে, সেদিকে কবি বা শ্রোতা কারো খেয়াল নাই। সেকালে ধর্ম্ম ও নীতি এমনই অসংলগ্ন ছিল।

সদাগর—ফা॰ সওদাগর=বণিক্। সওদা (কেনাবেচা)+গর (করে যে)।

আগ দুয়ারে সদাগর পসার খেলায়।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

দেখে দেখে বেড়াল দুলভ সদাকর।—মাণিক গাঙ্গুলী।

হইব—হইবে, প্রথম পুরুষের একবচনে।

উজানী নগর—বদ্ধমান জেলার উত্তরে অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলে বর্ত্তমান মঙ্গলকোট থানার সন্নিকটে অবস্থিত গ্রাম, এখন নাম কোগ্রাম।

সতান্তর—স॰ স্বতন্ত্র। প্রঃ—

সামী তুরুবার মোর নহোঁ সতন্তর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সতা—স॰ সপত্নী>প্রা সবত্তী, বা॰ সতীন>সতা। প্রঃ—

সব বিড়ালনী সতা সতী আমি ভালে জানি।—লোচনদাস।

হব—হইবে, প্রথম পুরুষের একবচনে। প্রঃ—

সহজেঁ তোহ্মাক সুখী হইব জগন্নাথ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সমুখ—স॰ সম্মুখ=প্রসন্ন, অভিমুখ।

অনুবল—অনুসারে। পরীক্ষার বিষয় জ্ঞাত হইয়া। সহায় হইয়া। প্রঃ—

ধর্ম্ম অনুবলে তাহা হইল পূরণ।—কাশীরাম দাস, সভাপর্ব্ব।

ব্যাস জপে অনশনে অন্নদা জানিল মনে

ব্যাসের তপের অনুবলে।—ভারতচন্দ্র।

বিশঙ্কটে—বিসঙ্কটে, বিশেষ বিপদে।

সাত—স সপ্ত>প্রা॰ সত্ত>বা সাত।

লংঘিয়া—লঙ্ঘন করিয়া, অমান্য করিয়া, নষ্ট করিয়া। প্রঃ—

কভোঁ না লঙ্ঘিবোঁ যবে আহ্মার বোল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হঞাঁ দুঠ মনে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কাষ্ঠে পোকা বিন্ধে যেন বাদুড়ে লঙ্ঘে কলা।—গোবিন্দচন্দ্রের গান।

ছয়—স॰ ষট্>প্রা ছঅ, ছ>বা॰ ছয়, ছ।

ডিঙ্গা—স॰ দ্রোণ শব্দজ। মনসামঙ্গলে ডিঙ্গা শব্দ প্রচুর।

নট—স॰ নষ্ট। প্রঃ— চিরকাল দধি দুধ ঘরে নঠ হএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

৯১ পৃষ্ঠা

সাত তরী—সাত তরী লইয়া বাণিজ্যযাত্রা করানো তখনকার কবিদের একটা পদ্ধতি দাঁড়াইয়াছিল। মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের বণিকেরাও সাত ডিঙ্গা লইয়া বাণিজ্যে গিয়াছিল।

শ্রীপতি, ধনপতি—এইরূপ নাম বণিকের ধনশালিতার পরিচায়ক। ধন লক্ষ্মী শ্রী শব্দ দিয়া বণিকের নাম রাখা শাস্ত্রবিধি। প্রাচীনকালে বৈশ্যগণ বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিতেন; এই কারণে তাঁহাদের নামান্তর "ধনী" ছিল। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে সমাধি বৈশ্য বলিয়াছেন:—"সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহম্ উৎপন্নো ধনিনাং কুলে।" অর্থাৎ, "আমার নাম সমাধি বৈশ্য; আমি ধনিগণের (বৈশ্যগণের) কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, "ধনো বৈশ্যে।" অর্থাৎ বৈশ্যের উপাধি "ধন" হইবে। এখনও গন্ধবণিক্‌গণের "ধন" উপাধি দৃষ্ট হয়।

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে:—"ধনোপেতং বৈশ্যস্য।" ধনবাচক শব্দ বৈশ্যের উপাধি বা নাম।

বিক্রমকেশরী—৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষকালে বা ৭ম শতাব্দীর প্রথমে মঙ্গলকোটের শৈব রাজা। এঁর প্রতিষ্ঠিত নাংটেশ্বর শিব (জিনমূর্ত্তি) অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এঁর সময়ে ধনপতি উজানীবাসী বণিক্ বিদ্যমান ছিলেন। অতএব এঁর সময়েই বঙ্গে চণ্ডীপূজা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় বোধ হয়।

বাসর মঙ্গল—মঙ্গলচণ্ডীর পূজা মঙ্গলবারে জলপূর্ণঘটে দূর্ব্বা-তণ্ডুলাদি দিয়া করিতে হয়।—

পূজ্যে মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদেবতে।
* * * *
প্রতি মঙ্গলবারে চ পূজাং কৃত্বা গতঃ শিবঃ।
* * * *
চতুর্থে মঙ্গলেবারে সুন্দরীভিশ্চ পূজিতা।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।
অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ পূজা কার্য্যা বিবৃদ্ধয়ে।
পটেষু প্রতিমায়াং বা ঘটে মঙ্গলচণ্ডিকাম্॥—কালিকাপুরাণ।
অষ্টতণ্ডুলদূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেন্ মঙ্গলকারিণীম্।—ধর্ম্মপূজাবিধান।

এই পরিচ্ছেদে কাব্য-বর্ণিত দুটি উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত আভাস দিয়া কবি শ্রোতা ও পাঠকদিগকে প্রস্তুত করিয়া লইলেন। কাব্যবর্ণিত উপাখ্যান দুটির সংক্ষিপ্ত আভাস বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে একটি মাত্র শ্লোকে আছে—

ত্বং কালকেতু-বরদা চ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহন-নৃপাদ্ বণিজঃ সসূনো
রক্ষে ঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥

—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১৬।৪৫।

কবি লালা জয়নারায়ণ রচিত চণ্ডিকামঙ্গল কাব্যে কাব্যের মূল দুইটি উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত আভাস এইরূপে দেওয়া আছে—

যেরূপে প্রকাশ হৈল চণ্ডীর এ কথা।
পূর্ব্বাচার্য্য-প্রসঙ্গ যেমত আছে গাথা ॥
সেই অনুসারে শুন নূতন বচন।
আছয়ে যেমত কথা পুরাণ-বচন ॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তর খণ্ডেতে।
লিখা মহামায়া প্রতি বিষ্ণুর স্তবেতে।—
অবতীর্ণ হৈয়া তুমি যশোদার গর্ভে।
কংস ছলি বিন্ধ্যবাসী হবে নিজ গর্ব্বে ॥
এইরূপ স্তব আছে বিস্তর কথন।
তাতে এক শ্লোক এইরূপেতে লিখন ॥
ভারত-ভূমেতে চণ্ডী লীলা প্রকাশিয়া।
কালকেতু উদ্ধারিবে গোধিকা হইয়া।
মঙ্গলচণ্ডিকা নাম করিয়া প্রকাশ।
সম্বরণে করিবর করিবেন গ্রাস ॥
বণিক্-সুতকে দেখি ঘোর সঙ্কটেতে।
উদ্ধার করিবে নৃপ শালবান হতে ॥

(সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, ১৩০৭।)

পুরানির্ম্মাণ (৯১—৯৩ পৃষ্ঠা)

৯১ পৃষ্ঠা

মনে লাগে—সঙ্গত বলিয়া মনে হইল।

বিশ্বকর্ম্মে ধেয়ান—এতক্ষণ চারটি চালের জন্য শিব বেচারাকে খাইতে দিতে না পারিয়া দাম্পত্যকলহ হইতেছিল, আর এখন স্মরণ মাত্র বিশ্বকর্ম্মা মন্দির গড়িতে ছুটিতেছেন। যিনি ত্রিলোকপতি মহেশ্বর ও যাঁর গৃহিণী জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা, যাঁদের ভাণ্ডারী ধনেশ কুবের, এবং আজ্ঞাবাহী বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান, তাঁদের খাওয়া জোটে না, ভিক্ষা করিতে হয়, আবার ইচ্ছা মাত্রেই অসম্ভব সম্ভব হইয়া উঠে। সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত স্বপ্নের মতন সুসঙ্গতিহীন।

বিশ্বকর্ম্মা—বিশ্বকর্ম্মা, বৈদিক দেবতা, সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের বিশেষণবাচক নাম। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে মাত্র ৫ বার এই নামটির উল্লেখ আছে, এবং ইন্দ্র ও অগ্নির বিশেষণ রূপে বিশ্বকর্ম্মা নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মার ডানা ছিল; স্বর্গমর্ত্যাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে তিনি এই ডানার সাহায্যে সেগুলিকে ঘুরাইয়া দিতেন।

পরে বাজসনেয়ী-সংহিতায় ও শতপথ-ব্রাহ্মণে বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিরই নামান্তর হইয়া গিয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে বিশ্বকর্ম্মাকে ভৌবন অর্থাৎ ভুবনের পুত্র বলা হইয়াছে। তার পরে পুরাণে দেখা যায়—

বৃহস্পতেস্ তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী।
প্রভাসস্য তু ভার্য্যা সা বসূনাম্ অষ্টমস্য তু ॥
বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগস্ তস্যাং জজ্ঞে মহামতিঃ।
—বিষ্ণুপুরাণ, ৯।১৫।

তিনি মস্ত কারিগর, সেজন্য—

প্রাসাদ-ভবনোদ্যান-প্রতিমা-ভূষণাদিষু।
তড়াগারাম-কূপেষু স্মৃতঃ সো ঽমরবর্দ্ধকিঃ॥
—মৎস্যপুরাণ ৫ম অধ্যায়।

বিসাই—বিশ্বকর্ম্মা নামের অপভ্রংশ। প্রঃ—

আচম্বিত বিসাই ঠেকিল রাজার সম্মুখে।—শূন্যপুরাণ।

আশংশীয়া—সং আশংসা=ইচ্ছা, আশা, সম্ভাষণ। আশংসিয়া=ইচ্ছা বা আশা প্রকাশ করিয়া অথবা সম্ভাষণ করিয়া। এখানে বোধহয় আশীর্ব্বাদ করিয়া অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

গুয়াপান—পান সুপারি দেওয়া ও নেওয়া প্রাচীন কালে কোনো কর্ম্মে নিয়োগ ও তাহা সম্পাদনের প্রতীক বা চিহ্ন ছিল। ১৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পূজা-মূল—পূজার উপায়।

কলিঙ্গ নগরে—কলিঙ্গ নগর বা মেদিনীপুর জেলা মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল। ১২০০ সালে মুসলমান-বিজয়ে বিতাড়িত হইয়া বহু বৌদ্ধ মগধ হইতে পলাইয়া কলিঙ্গে আশ্রয় লন। আবার উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব ১৫৫১ সালে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৌদ্ধমত সমর্থন করেন ও তাঁর প্রভাব কলিঙ্গের উপর দিয়া মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এইরূপে কলিঙ্গে বৌদ্ধভাব বদ্ধমূল হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয়ে ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে যখন উভয় ধর্ম্ম ওতপ্রোত মিশ্রিত হইয়া নূতন এক তৃতীয় রূপ ধারণ করিতেছিল, তখন বহু বৌদ্ধ

দেবদেবী নাম বদল করিয়া নিজেদের পূজা ও প্রতিষ্ঠা প্রচলিত রাখিতেছিলেন। এইরূপে বৌদ্ধদেবী বাশুলি হইয়াছিলেন চণ্ডী, হারিতি হইয়াছিলেন শীতলা, এবং তরিতা বা তবিতা হইয়াছিলেন মনসা। এইজন্য এই সময়ে এই তিন দেবীর মহিমা ঘোষণার জন্য বঙ্গে বহু মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। এবং এই কারণেই চণ্ডীর প্রথম মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে কলিঙ্গনগরে। (কলিঙ্গ-সংস্থান সম্বন্ধে ২১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

চণ্ডী যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবী বাশুলি তাহা আমরা পরে ক্রমশ পরিচয় পাইব।

হনুমান—প্রাচীন বহু বাংলা মঙ্গল কাব্যে হনুমানের সংস্রব দেখা যায়। এর কারণ বোধহয়—(১) রামায়ণের প্রভাব, (২) দেশে বানর-পূজা প্রচলিত থাকা, (৩) হনুমান ধর্ম্মের বাহন ছিলেন, (৪) বুদ্ধদেব এক জন্মে মর্কটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজ্ঞাপারমিতা সম্পাদন করিয়াছিলেন (জাতক), (৫) বিশ্বকর্ম্মা একবার ঋতধ্বজ ঋষির শাপে বানর হইয়াছিলেন—

চিত্রাঙ্গদায়াঃ পিতরং মাং ত্বষ্টারং তপোধন।
অভিজানীহি ভবতঃ শাপাদ্ বানরতাং গতম্ ॥—
বামন-পুরাণ, ৬৫।১০২।

(৬) শিবশক্তির অনুচর নন্দী ভৃঙ্গীও হনুমান্ ছিলেন—

নন্দিনঞ্চ হনূমন্তং পশ্চিমদ্বারি পূজয়েৎ।
—কালিকাপুরাণ, ৬৩ অধ্যায়।

ধর্ম্মের বাহনের নাম উলূক। এই উলূকের মূর্ত্তি গড়া হয় কতকটা গরুড় ও কতকটা হনুমানের মতন। ফরাসডাঙ্গার খোল্‌সিনি গ্রামে ধর্ম্মমন্দিরের দ্বারদেশে বানরাকৃতি উলূক দণ্ডায়মান আছে। ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মের বাহন হনুমান্। বাহন-রূপী উলূক লাউসেনকে মল্লবিদ্যা শিখাইয়ছিল। মাণিকদত্তের চণ্ডীতে বিসাইরূপী হনুমান চণ্ডীর দেহারা নির্ম্মাণ করে। ধর্ম্মশক্তি বাশুলি চণ্ডীতে পরিণত হইলে তাঁর মন্দির গঠনের ভার ধর্ম্মের বাহনের উপরই ন্যস্ত হইল।

কংসনদ—মেদিনীপুরের উত্তরাঞ্চলে প্রবাহিত কাঁসাই নদী। এর প্রাচীন সংস্কৃত নাম কপিশা। রঘুবংশকাব্যে রঘুর দিগ্‌বিজয়-প্রসঙ্গে এই নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়—

স তীর্ত্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্ বদ্ধ-দ্বিরদ-সেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ ॥—৪।৩৮

কপিশা নাম অপভ্রংশে হয় কাঁসাই। কাঁসাই নামের মূল ভুলিয়া উহাকে সংস্কৃত করিবার চেষ্টায় পরবর্ত্তী কালে নাম হয় কংসাবতী, কংস, কৌশিকী। তুঃ—

আনিয়া ত বিশ্বম্ভর মঠ গড়াও সত্বর,
কলিঙ্গে করিবে তোমা পূজা ॥

কংস-নদীর তটে গঠিহ সুন্দর মঠে
অনুবল দিনু হনুমান।
—মাধবাচার্য্যের দুর্গামাহাত্ম্য বা চণ্ডীমঙ্গল।

ধর্ম্মদেব প্রথম আবির্ভূত হইয়া পূজা গ্রহণ করেন বল্লুকা নদীর তীরে (বর্দ্ধমান জেলায়)—"শনিবারে ব্রত করিল বল্লুকার তীরে" (ধর্ম্মপূজা-বিধান)। ধর্ম্মের শক্তি বাশুলি দেবীও "সরিৎ তীরে সমুৎপন্না" (ধর্ম্মপূজাবিধান)। এই দেবতাদের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক ছিল বলিয়া তাঁদেরই ছদ্মবেশী চণ্ডীর পূজা প্রথম হইয়াছিল কাঁসাই নদীর তীরে, ও দ্বিতীয় বার হইযাছিল অজয় নদের তীরে। কাঁসাই ও অজয় নদ দ্বারা সীমাবদ্ধ দেশের উপর দিয়া ধর্ম্মবিপ্লবের ত্রিধারা প্রবাহিত হইয়াছিল—(১) ধর্ম্মপূজা প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র হইয়াছিল অজয় নদের নিকটবর্ত্তী ঢেকুর বা ত্রিষষ্ঠীগড়; (২) চণ্ডীপূজা হয় কাঁসাই ও অজয় নদের কূলে; (৩) মনসার পূজা প্রচলিত হয় বর্দ্ধমান জেলার মানকর বুদ্‌বুদের কাছে চম্পাই নগরে, গাঙ্গুড়্যা নদীর ধারে—

জঙ্গলে নদীর কূলে মিলিয়া সব রাখালে
নাট গীত মহোচ্ছব করি।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া পঞ্চ উপচার দিয়া
ভূত পূজে বলে বিষহরি।—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

সাতানইয়া বন্ধে—ঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মিলাইয়া ৯৭ হাত।

সাতানইয়া—স° সপ্তনবতি > সাতানব্বই > সাতানই। সাতানই সম্বন্ধীয়—সাতানই + ইয়া = সাতানইয়া।

বন্ধ—ফা° বন্দ্ = দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সমষ্টি-পরিমাণ। প্রঃ—

পঁচিশের বন্ধ যেন ঘর একখান।—কৃত্তিবাস।

পোতা—যাহা প্রোথিত থাকে, গৃহের মেঝে ও ভিত্তির মধ্যবর্ত্তী উচ্চ বেদীর আকারের নিরেট অংশ। পোত, শিশৌ বহিত্রে চ গৃহস্থানে চ বাসসি।—মেদিনী। Plinth.

কাটিআ ছিড়িআ মাপিআ জখিআ সত হাথে হইল পোতা।—শূন্যপুরাণ।

রোহনগিরি—আরোহণ-যোগ্য বা উচ্চ গিরি।

থরে থরে—স্তরে স্তরে। স° স্তর > প্রা° থর। প্রঃ—

উত্তর ঘাটে জত ফটিকে বিরাজিত পবাল মুকুতা থরে থর।—শূন্যপুরাণ।

পাঁতি—স° পংক্তি। প্রঃ—

কেমন জল ঘট গো ভৃঙ্গার কেমন ফুলের পাতি।—শূন্যপুরাণ।

চিরে—স° √চৃ = বিদারণ। প্রঃ—

পাসান চিরিআ ধরিল সুত্রের ধার।—শূন্যপুরাণ।

প্রাণ জেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

নরঅ নারী মাঝেঁ উভিল চীরা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

চারি—স° চত্বারি। প্রঃ—

কুটুম্ব বান্ধব যত সভে রহে চারি ভিত।—শূন্যপুরাণ।

পর—স° প্রহর। প্রঃ—

নাট গীত করে গতি এ চারি চৌপর রাতি।—শূন্যপুরাণ।

ছড়া—স° ছটা।

রসাল—রস (পারদ) + আল (অস্ত্যর্থে বাংলা প্রত্যয়) = পারদলিপ্ত।

দর্পণ—মন্দিরে দর্পণ দিবার উল্লেখ প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যায়—

আড়ার মাইজ থানে দপ্পন শোভা করে।—শূন্যপুরাণ।

লাগে—স° লগ ধাতু = সংযোগ হওয়া। প্রঃ—

তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে না।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

বেড়া—স° বেষ্ট > প্রা° বেট্‌ঠ > বা° বেড়, বেড়া। প্রঃ—

ময়ূরপুছে বান্ধি চূড়া কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ধবল চামর শিরে ত্রিশক পতাকা—তুঃ—

গঙ্গাজল চামরে ছাইল চারি চাল।

মাঝে মাঝে শিখীপুচ্ছ শোভা করে ভাল॥

কলধৌত-কলসে পতাকা দিল সেজে।

কাঁচঢালা কাঞ্চন-বরণ করে মেজে॥—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল।

মোউরর ছাইল ভাণ্ডারঘর।

পিড়াঅ সভা করে সুনার কলস॥—শূন্যপুরাণ।

ত্রিশক—হয় ত্রিশত, নয় ত্রিশিখ হইবে। বঙ্গবাসী সংস্করণের পাঠ—ত্রিশিখ = তিনটি-শিখা-বিশিষ্ট ; বিল্বপত্রাকৃতি।

রাকাপতি......বলাকা—চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া যেন বকের মালা উড়িতেছে। দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

যগতি—সিংহাসন (বোধহয়) ; কিন্তু কেমন করিয়া এই অর্থ আসিল ও কোন্ মূল হইতে এই শব্দ আসিয়াছে তাহা এখনো নির্ণীত হয় নাই।

পথরে—স° প্রস্তর > প্রা° পত্থর > পথর, পাথর। হি° পাথর, ও° পথর-অ, ম° পথর। প্রঃ—

গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

শূন্যপুরাণে পাথর বর্ণবিপর্য্যয়ে পার্থ।—

চিরিয়া বান্ধতি পার্থ পাসান চিরিয়া।

লিখে পূজার পদ্ধতি—পূজার ক্রম ও বিধি পাথরে খোদাই করিয়া রাখিল নরশিক্ষার জন্য (যেমন রাজা অশোক অনুশাসন খোদাই করাইয়াছিলেন), কারণ চণ্ডী নরলোকে অপরিচিত দেবতা, সুতরাং তাঁর পূজাপদ্ধতি অজ্ঞাত।

আড়া—স° আলি। পুকুরের পাড়। প্রঃ—

চানক দিল মানিক-ভাণ্ডার পুকুর-আড়র উপর।—শূন্যপুরাণ।

ঘাট—স° ঘট্ট। প্রঃ—

ঘাটর ঘাটলি রাজা বিনে মুক্ত জায়।—শূন্যপুরাণ।

নাছ—ফা° নহজ—সদর রাস্তা। হি° নাহজ্। প্রঃ—

নাছে গিআঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বাট—স° বর্ত্ম>প্রা° বট্টা>স° বা° বাট। প্রাচীন বাংলায় বহু প্রচলিত শব্দ। প্রঃ—

বাট দেখে সে বালক পুনঃ না আইল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

বৌদ্ধগান ও দোহায়—বাট, বাটা।

বিঘিনি-বিথারিত বাট।—বিদ্যাপতি।

বাট আগুলিয়া ঘাটে বুড়ি বৈসে ছলে।—ঘনরাম।

বাট দান হাট দান লইলোঁ রাজ-ঘরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

৯৩ পৃষ্ঠা।

ভোগবতি-জল—ভোগবতী পাতাল-গঙ্গা, তাহার জল।

স্বর্গে মন্দাকিনী প্রোক্তা হ্যধো ভোগবতী তথা।

মধ্যে বেগবতী গঙ্গা পাবনার্থং নৃণাং শিবা।

—পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৪০।৪৬।

কদুলী—স° কদলী=রম্ভা।

পনষ—স° পনস=কাঁটাল।

করুণা—নেবু।

করমদ্দ—স° করমর্দ্দক—করঞ্জা, পাণিআমলা।

বিজপুর—স° বীজপুর=ডালিম, নেবু।

নেয়ালী—স° নবমালিকা>প্রা° নোমালিআ (শকুন্তলা)>বা° নেআলী, নেয়ালী। প্রঃ—

চাম্পা নাগেশর নেআলী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বান্ধুলী—স° বন্ধূক, বন্ধুলী। লাল রঙের ফুল। প্রঃ—

আধব বন্ধুলী গণ্ড মধূক সমানে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বঙ্গেন—রঙ্গন।

শপ্তনা—স° সপ্তপর্ণা=ছাতিম।

ধাতকী—ধাত্রীপুষ্প, ধাইফুল।

কুবইক—কুবচী বা কুরণ্ট বা কুরুবক বোধ হয়।

মলইয়া—তা° মলৈ (=পাহাড়)>মলয় (বিশেষ পর্ব্বতের নাম)।

চন্দন—চন্দন মলয়-পর্ব্বতে হয়। ইহা বঙ্গে দ্রাবিড়-দেশ হইতে আম্‌দানী।

"চন্দন দ্রাবিড় ভিন্ন অন্য কোথাও জন্মিত না। এখনও দ্রাবিড় ভূমিই জগতেব সর্ব্বত্র চন্দন সব্‌বরাহ কবিয়া থাকে। তার্শিশ্ হইয়া দ্রাবিড়েব চন্দন সলোমানেব বাজত্ব পর্য্যন্ত সুগন্ধে আমোদিত কবিয়া আসিয়াছে। সিংহলে ছোট ছোট চন্দন-গাছ আছে। স্যাণ্ডুইচ দ্বীপেও দুই বকম চন্দন-গাছ আছে, কিন্তু সেগুলি খাঁটি চন্দন নয়। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-সাগবীয় দ্বীপপুঞ্জে যথেষ্ট চন্দন জন্মিত। এখন নাই। ভাবতে এখন নানা জায়গায় চন্দন জন্মে। বাঙ্গালায় চন্দনেব ব্যবহাব দ্রবিড়ই শিখাইয়াছেন। বাঙ্গালী তামল জাতিব নিকট হইতেই চন্দন পাইয়াছে।" শ্রীঅমূল্যচবণ বিদ্যাভূষণ, বাঙ্গালী ও দ্রাবিড়, প্রবাসী—মাঘ ১৩২৮, ৪৫৫ পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বৃন্দাবনখণ্ডে ও শূন্যপুবাণে বহু ফুল ও গাছেব নামেব তালিকা আছে।

চণ্ডীব দেউল দেহাবা নিম্মাণেব বর্ণনা শূন্যপুবাণেব ধর্ম্মেব দেহাবা নির্ম্মাণেব বর্ণনাব অনুরূপ—শূন্যপুবাণেও দেহাবা নির্ম্মাণেব কাবিগব বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান্।

স্বপ্নাদেশ (৯৩—৯৪ পৃষ্ঠা)

৯৩ পৃষ্ঠা

বজনীব অবশেষে—ভোব বাত্রে স্বপ্ন সফল হয় এই বিশ্বাস উৎপাদনেব জন্য কলিঙ্গবাজকে বজনীব অবশেষে স্বপ্নাদেশ কবা হইতেছে।

"অরুণোদয়-বেলায়াং দশাহেন ফলং ভবেৎ।"

—মৎস্যপুবাণ, ২৪২ অধ্যায়, অগ্নিপুবাণ ২২৯।১৬-১৯।

শিয়র—স° শিখব > প্রা° শিঅব > বা° শিয়ব। প্রঃ— বৌদ্ধগান ও দোহায়

শিখর অর্থে শিহর শব্দের প্রয়োগ আছে—বরগিরি শিহর উতুঙ্গ মুণি শবরে জাই কিঅ বাস।

এথাক্রি শিয়রে বাঁশী আরোপিঅঁ। সুতিআঁ আছিলোঁ আহ্মি।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

দক্ষজনী—দক্ষ হইতে জাত। জাত অর্থে জনী জনু প্রাচীন বাংলায় বহুপ্রচলিত। ১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

মখ—যজ্ঞ।

চিরকাল—বহুদিন।

৯৪ পৃষ্ঠা

ভারতবর্ষ—দুষ্মন্ত রাজার পুত্র ভরত (হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব ৩২ অধ্যায়) অথবা প্রিয়ব্রত রাজার প্রপৌত্র ভরত যেখানে রাজ্য করিয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নীধ্র, অগ্নীধ্রের পুত্র নাভি, নাভির পুত্র ঋষভ, ঋষভের পুত্র ভরত।—কূর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৩৯ অধ্যায়; লিঙ্গপুরাণ পূর্ব্বভাগ ৪৭ অধ্যায়; স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ১৭২ অধ্যায়; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৩৩ অধ্যায়; অগ্নিপুরাণ ১০৭ অধ্যায়; ভাগবত ৫।১৯; শতপথ-ব্রাহ্মণ।

নব ভাগে—(১) নূতন রাজ্যে, (২) নয় রাজ্যে।

এত রাজ্য থাকিতে কলিঙ্গ-রাজার কোন্ পুণ্য সুকৃতি বা মহত্ত্বের ফলে যে তাঁর উপর চণ্ডীর এই আকস্মিক কৃপা হইল তা বলার কোনো আবশ্যকতাই কবি উপলব্ধি করেন নাই। আমরা ইতিহাস হইতে দেখিতে পাই যে কলিঙ্গ বা মেদিনীপুর জেলায় আগে অনার্য্য শবর কিরাত জাতির রাজত্ব ছিল। পরে মাঝি ও মল্ল রাজাদের অধীন হয়; ৮৫০ খৃষ্টাব্দে উহা ব্রাহ্মণ রাজা জয় করেন। (গেজেটিয়ার ও মেদনীপুরের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এই কলিঙ্গ-রাজের কাছে পূজা লওয়ার মধ্যে চণ্ডীর নিম্নস্তর হইতে উত্থানের ইতিহাস লুকায়িত হইয়া আছে।

শাবহীত—সাবহিত, অবহিত হইয়া, মনোযোগ করিয়া।

নৈমেষ কানন—বিষ্ণু এখানে নিমেষ-মধ্যে দৈত্যবধ করেন বলিয়া নাম নৈমিষ। —বরাহপুরাণ।

ব্রহ্মার নিক্ষিপ্ত চক্রের নেমি যেস্থানে পতিত হইয়াছিল তাহার নাম হয় নৈমিষ।—কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, ৪১ অধ্যায়; ব্রহ্মপুরাণ ১ অধ্যায়; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ১ অধ্যায়; ব্রহ্মাণ্ড ১ অধ্যায়। লক্ষ্ণৌয়ের বায়ুকোণে ৪৫ মাইল দূরে গোমতীর বামতটে অবস্থিত, বঘৌলীর সন্নিহিত পুরাণ-প্রসিদ্ধ অরণ্য। বর্ত্তমান নাম নিমখার। এখানে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল।

গন্ধমাদন—ইলাবৃতবর্ষ ও ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমাপর্ব্বত, কৈলাসের উত্তরে মানস-সরোবরের নিকট। স্কন্দপুরাণের মতে দক্ষিণ-সমুদ্রে রামসেতুর নিকটস্থ পর্ব্বত (ব্রহ্মখণ্ডে সেতু-মাহাত্ম্য ১৮।১০২) অথবা বদরিকাশ্রমের দক্ষিণভাগে (বিষ্ণুখণ্ডে বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্য ৪ অধ্যায়) অথবা সুরাষ্ট্রদেশে (প্রভাসখণ্ডে বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য ১৬।৮২।৮৩)। রৈবতক পর্ব্বতের নিকটে, মাল্যবান্ পর্ব্বতের পরে (পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ২ অধ্যায়)।

গোমন্থ—গোমন্ত, কোঙ্কণ প্রদেশের গোয়ার সন্নিহিত স্থান।

তম্বলিপ্ত—তামলক, তমলুক, তাম্রলিপ্তি। তামিল জাতির প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন নগর। টলেমি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্য পুরাণে গঙ্গাপথের প্রসিদ্ধ স্থানের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। পার্জিটার সাহেবের মতে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ সমুদ্রগুপ্তের সময় ৩৩৫ খৃষ্টাব্দের সমকালে মগধে রচিত হয়, এবং মৎস্যপুরাণ ২৭৫ খৃষ্টাব্দের সমকালে রচিত।

"বাঙ্গালাদেশে যে দ্রাবিড়গণ কোন সময়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল 'তাম্রলিপ্তি' নামই তাহার এক প্রমাণ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এক সময়ে তামল বা দামল জাতির প্রাধান্য তমোলুকে ছিল। বহুপ্রাচীন সংস্কৃতেও তমোলুকের নাম দামলিপ্তী, অর্থাৎ উহা দামল বা দ্রাবিড় জাতির একটি প্রধান নগর।"—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বাঙ্গালী ও দ্রাবিড়—প্রবাসী, মাঘ ১৩২৮, ৪৫১ পৃষ্ঠা।

বর্গভীমা—আসলে এটি নাকি পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্ত্তি, শক্তিমূর্ত্তি বলিয়া পূজিত হইতেছে

বিশ্বকাইয়া—বিশ্বকায়া।

বিজইয়া—বিজয়া।

মহামাইয়া—মহামায়া।

রাঅ—স রাজা > প্রা রাআ > রাঅ, রায়। প্র.—

কি করিতে পারে তোর সে না কংস রাঅ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ররঙ্গ—ফা। ঘণ্টা। প্রঃ—

দুন্দুভি বাজনা বাজাএ ঘনে ঘনা ররঙ্গ ভোর ধিরকালি।—শূন্যপুরাণ।

সানন্দে বাধাই—আনন্দ-বর্দ্ধন। বর্দ্ধন > বাধাই। বাধাই শব্দের গৌণ অর্থ উৎসব, উৎসব-সম্বন্ধীয় হইয়াছে। প্রঃ—

আজু বনে আনন্দ-বাধাই।—পদরত্নাবলী।

নদিয়ানগরে আনন্দ ঘরে ঘরে মঙ্গল বাধাই বাজু।—চৈতন্যমঙ্গল, আদি খণ্ড।

অম্বরে সম্বরে নাচ আনন্দ বাধাই।—মাণিক গাঙ্গুলি।

চণ্ডীপূজা (৯৫—৯৬ পৃষ্ঠা)

৯৫ পৃষ্ঠা

মঙ্গল রাগ—মঙ্গল কর্ম্মে মঙ্গলসূচক সুর।

ঘোড়া—তে° গুররা-মু > বা° ঘোড়া > স° ঘোটক।

রুদ্রাক্ষ—রুদ্রাক্ষ—

ত্রিপুরস্য বধে রুদ্রস্যাক্ষ্নো হপতংস্তু যে।
অশ্রুণো বিন্দবস্তে তু রুদ্রাক্ষা অভবন্ ভুবি॥
—সংবৎসরপ্রদীপ।

রুদ্রাক্ষের নামান্তর—ভূতনাশন, শিবপ্রিয়। শিবশক্তিপূজায় রুদ্রাক্ষ ধারণ অবশ্যকর্ত্তব্য।

বিনা ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া।
পূজিতোঽপি মহাদেবো ন স্যাৎ তস্য ফলপ্রদঃ॥
—লিঙ্গপুরাণ।

ত্রিপুরায়া জপে শস্তা রুদ্রাক্ষৈ রক্তচন্দনৈঃ।—তন্ত্রসার।
রুদ্রাক্ষৈঃ স্যাদ অনন্তকম জপফলং।—তন্ত্রসার।

স্কন্দপুরাণে রুদ্রাক্ষ-মাহাত্ম্য বহুস্থলে বর্ণিত হইয়াছে, পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৫৯ অধ্যায় ও অন্যান্য বহু পুরাণে আছে।

হেমবারী—স্বর্ণঘট।

সর্ব্বশক্তি-স্বরূপাঞ্চ প্রধানাং সর্ব্বমঙ্গলাম্।
নবশক্তিঞ্চ সংপূজ্য ঘটে দেবাংশ্চ পূজয়েৎ॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ডে ৬১ অধ্যায়।

জোড়া—যুগ্ম।

হৈমবতী—হিমবানের কন্যা।

ডম্ব—ডম্বরু বা ডম্ফ, আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। প্রঃ—

সহস্র তোরঙ্গ বাজে ডম্ফ কোটি কোটি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

মগঝম্প—মুদ্রাকর-প্রমাদ। স° জগঝম্প, জগৎকে শব্দে যে বাদ্যযন্ত্র ঝাঁপে বা ঢাকে।

কোটি কোটি জগঝম্প মহাশব্দে গাজে।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

আকস্মীত—আকস্মিক।

কাঞ্চন-কলশীত—কাঞ্চন-কলসিত, কাঞ্চন কলস দ্বারা শোভিত।

বেহঙ্গ—বিহঙ্গ, যাহারা বিহায়স বা আকাশ দিয়া গমন করে। পক্ষী।

পুরট—স্বর্ণ।

দেহারা—সং দেবগৃহ>দেওঘর>দেহারা। স দেবালয়>হিং দেওয়ালা>বাং দেয়ালা >দেহারা।

অন্যতনী—অন্য দিবস সম্বন্ধীয়া। কিন্তু এ অর্থ এখানে খাটে না, পাঠে ভুল হইয়াছে বোধ হয়।

৯৬ পৃষ্ঠা

উচ্ছর্গী—সং উৎসর্গ হইতে বাংলা ধাতু উৎসর্গি=উৎসর্গ করিয়া।

দেউল—দেবালয়>হিং দেওয়ালা, দেবল>দেউল।

সুনীত—শোণিত। প্রীণয়েদ বিধিবদ দুর্গাং মাংসশোণিততর্পণৈঃ।—ভবিষ্যপুরাণ।

পূজয়েচ্চ জগদ্ধাত্রীং মাংস-শোণিত-কর্দমৈঃ।—কালিকাপুরাণ ৬০।৫০।

সোঁতে—সং স্রোত>প্রা সোত্ত>বা সোঁত, সোত, সুঁতা। বৌদ্ধগান ও দোহায়— সোন্ত—কুল লই খরে সান্তে উজাঅ।

চামুণ্ডা দুর্গা চণ্ডী—

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যসি।
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ চণ্ডী।

স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ড কুমারিকাখণ্ড ২।৬৬। তিনি দৈত্যবধের জন্য আহূত মহাসভায় শিবের শরীর হইতে প্রকাশিত শক্তি (আবন্ত্যখণ্ড অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য ৩৭, ৬৬ অধ্যায়ে চামুণ্ডার বর্ণন আছে, রেবাখণ্ড ৬৮)।

বাজান—বাদ্য, বাজন

চারি—স চত্বারি।

ভীত—স ভিত্তি। প্র.—

চারী ভীত চাহে রাধা বুহল বচনে। —শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
কুটুম্ব বান্ধব জত সভে রহে চারিভিত। —শূন্যপুরাণ।

পিঠে—স পৃষ্ঠ>প্রা পিট্ঠ>বা পিঠ। শূন্যপুরাণে—পিট্ঠ, পিঠ, পিঠি।

দামা—সং দম্ম। দমদম শব্দ করে যে বাদ্য। ধ্বন্যাত্মক শব্দ। দামামা। কৃত্তিবাসে দামামা ও দামা দুই শব্দই আছে।

ঘন ঘন বাজে তায় কত কোটি দামা।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

অষ্টমী ভৌমবারে—

অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ পূজা-কার্য্যা বিবৃদ্ধয়ে।
পটেষু প্রতিমায়াং বা ঘটে মঙ্গলচণ্ডিকাম্ ॥—কালিকাপুরাণ।
শনৈশ্চরস্য বারেণ, বারেণাঙ্গারকস্য চ।
কৃষ্ণাষ্টমী-চতুর্দ্দশ্যৌ পুণ্যাৎ পুণ্যতরে স্মৃতে ॥—তিথিতত্ত্ব।

দেবীপুরাণ ৬১ অধ্যায়েও এই বিধি আছে।

ভূমি বা পৃথিবীর পুত্র বলিয়া মঙ্গলের নাম ভৌম। মঙ্গলচণ্ডিকা সর্ব্বমঙ্গলা. সকল মঙ্গলদ্রব্যে তাঁর অধিষ্ঠান, সেইজন্য তাঁর পূজাও মঙ্গলবারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অধিকন্তু—

প্রতি মঙ্গলবারে চ পূজাং কৃত্বা গতঃ শিবঃ ॥
প্রথমে পূজিতা দেবী শিবেন সর্ব্বমঙ্গলা।
দ্বিতীয়ে পূজিতা দেবী মঙ্গলেন গ্রহেণ চ ॥
তৃতীয়ে পূজিতা ভদ্রে মঙ্গলেন নৃপেন চ।
চতুর্থে মঙ্গলে বারে সুন্দরীভিশ্চ পূজিতা ॥
পঞ্চমে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-নরৈর্ মঙ্গলচণ্ডিকা।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ৪৪ অধ্যায়।

পৃথিবীর গর্ভে উপেন্দ্রের ঔরসে (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ৯ অধ্যায়) অথবা শিবের ঔরসে (স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড ১৭ অধ্যায় ; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৮১ অধ্যায়) মঙ্গলের জন্ম হয় বলিয়া তাহার নাম ভৌম।

অনেক উপহারে—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পূজোপকরণের দীর্ঘ তালিকা আছে—

পূজয়ামাস তাং শক্তিং দেবীং মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্ চ বলিভির্ বিবিধৈর্ অপি ॥
পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্যৈর্ ভক্ত্যা নানাবিধৈর্ মুনে ॥
ছাগৈর্ মেষৈশ্ চ মহিষৈর্ গণ্ডৈর্ মায়াতিভিস্ তথা।
বস্ত্রালঙ্কার-মাল্যৈশ্ চ পায়সৈঃ পিষ্টকৈর্ অপি ॥
মধুভিশ্ চ সুধাভিশ্ চ পক্বৈর্ নানাবিধৈঃ ফলৈঃ।
সঙ্গীতৈর্ নর্ত্তনৈর্ বাদ্যৈর্ উৎসবৈঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনৈঃ ॥

শতেক দিয়া বলিদান—পুরাণে ও তন্ত্রে শক্তির কাছে খেচর ভূচর জলচর যাবতীয় প্রাণীকেই বলি দিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে—

মৎস্যানাং কচ্ছপানাঞ্চ রুধিরৈঃ সততং শিবা।
মাসৈকং তৃপ্তিম্ আয়াতি গ্রাহৈর্ মাসাংস্ তু ত্রীণ অথ ॥

মৃগাণাং শোণিতৈর্ দেবী নরাণাম্ অপি শোণিতৈঃ ।
গো-গোধিকানাং রুধিরৈর্ বার্ষিকী তৃপ্তিম্ আপ্নুয়াৎ ॥
কৃষ্ণসারস্য রুধিরৈর্ শূকরস্য চ শোণিতৈঃ ।
ইত্যাদি ।—কালিকাপুরাণ, ৬৭ অধ্যায় ।

কালিকাপুরাণ ৫৫ অধ্যায়েও বলির ফর্দ আছে ।

কাকৈঃ শুকৈশ্ চ মহিষৈশ্ ছাগৈর মেষৈর্ নরৈস তথা ।
গজৈর উষ্ট্রৈঃ খরৈর গৃধ্রৈঃ পূজয়েদ্ বিধিনামুনা ॥
—তন্ত্রসার, ৩য় পরিচ্ছেদ ।

চণ্ডী যে-বাশুলির রূপান্তর তিনিও রক্তপায়ী দেবতা—

কৃত্বা হস্তে চ খড্গাং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ ॥
—ধর্ম্মপূজাবিধান, বাশুলীপূজা ।

দেশ যখন নির্জীব হইয়া পরাধীনতায় পিষ্ট ও নির্য্যাতিত হইতেছিল, যখন জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের 'অহিংসাই পরম ধর্ম্ম' উপদেশে লোকের হৃদয় কোমল হইয়া শোণিত-বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দেশকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য একদল শৈব ও শাক্ত-ধর্ম্মাবলম্বী লোক বীরাচারী সম্প্রদায় গঠন করিয়া শোণিত-দর্শনে লোকের বিরাগ ও ভয় দূর করিবার ব্রত লইয়াছিল । তারা সর্ব্বদা রক্তবর্ণ বসন রক্তচন্দন বা সিন্দুরের ফোঁটা, রক্তজবার মালা, ত্রিশূল বা খাড়া ধারণ করিয়া দর্পিত ও শক্তি উদ্বোধনের জন্য প্রাণীহত্যা নরহত্যা পূজার অঙ্গ করিয়াছিল ।

তণ্ডুল অষ্টদূর্ব্বা ইত্যাদি—

যঃ পূজয়েদ ভৌমদিনে শুভৈর দূর্ব্বাক্ষতৈঃ শিবাম ।
সততং সাধকঃ সোঽপি কামম ইষ্টম অবাপ্নুয়াৎ ॥—কালিকাপুরাণ ।
অষ্টতণ্ডুল দূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেন মঙ্গলকারিণীম্ ।—ধর্ম্মপূজাবিধান ।

জাহ্নবীজলগর্ভা—যে ধারা বা ঘটের গর্ভে জাহ্নবীর জল আছে ।

কলিঙ্গরাজের স্তব (৯৭—৯৮ পৃষ্ঠা)

৯৭ পৃষ্ঠা

দুর্গা—দুর্গ নামক অসুরকে বধ করিয়া অথবা দুর্গতিনাশিনী বলিয়া নাম ।

দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মণি ।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥

মহাভয়ে হ্বতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥
দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ॥
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ইত্যাদি।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড।

গকুলরক্ষিণী—যে ভগবতী বিষ্ণুমায়া জগৎ মোহিত করেন, তিনি ভগবানের আদেশে কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যশোদার গর্ভে অবতীর্ণ হন। কংস যখন বিষ্ণুবিদ্বেষী হইয়া গো ব্রাহ্মণ বধ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ভগবতী যোগমায়া গোকুলে অবতীর্ণ হন ও শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংস-কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেব মথুরায় রাখিয়া যোগমায়াকে বদল করিয়া আনেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে কংসের হাতে বধ হইতে অব্যাহতি পাইয়া বৃন্দাবনে বড় হইয়া উঠেন ও পরে কংসকে বধ করেন। কংসের মৃত্যুতে গো-কুল রক্ষা পায়। এইরূপে গো-কুল রক্ষার হেতু হইয়াছিলেন যোগমায়া।—ভাগবত ১০ম স্কন্ধ।

জইয়া—যশোদানন্দিনী যোগনিদ্রার নাম—
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ।—ভাগবত ১০।২।১১।
হরিবংশে ইঁহার নাম একানংশা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নাম অংশা।

নিদ্রারূপা—যোগনিদ্রা সমস্ত প্রহরীকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন।—ভাগবত, ১০।৩।৪৭-৪৮।

ভণ্ডিলা—সং ভণ্ড্ ধাতু প্রতারণায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ভাণ্ড ধাতুর বহু পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রকার—ব্যবস্থা, উপায়।

কৈলা কৃষ্ণে কালীন্দীর পার—বসুদেব কৃষ্ণকে লইয়া বৃন্দাবনে যাইবার পথে যমুনা পার হইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন; মহামায়া শিবা রূপে কালিন্দী পার হইয়া বসুদেবকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে যমুনায় বেশী জল নাই।

উঠিলা গগনে—এই ব্যাপারের উল্লেখ ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও হরিবংশে আছে।

দশ লোকপাল—পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে কুবের, দক্ষিণে যম, ঈশান কোণে ঈশান, অগ্নি কোণে অগ্নি, বায়ু কোণে বায়ু, নৈঋত কোণে নিঋতি, উর্দ্ধে ব্রহ্মা, ও অধতে অনন্ত বা শেষ নাগ দিক্ পালন করেন।

ইন্দ্রো বহ্নি পিতৃপতির্ নির্ঋতি বরুণো হনিলঃ।
ধনদঃ শঙ্করশ্ চৈব লোকপালাঃ পুরাতনাঃ ॥—বহ্নিপুরাণ।

এই অষ্টলোকপাল এবং ব্রহ্মা ও অনন্ত মিলিয়া দশ দিক্‌পাল।

হরি-সেবার ভাজন—চণ্ডীর স্তব লিখিতে গেলেই কবিকঙ্কণ কৃষ্ণকথা আনিয়া ফেলেন এবং দুর্গামাহাত্ম্য অপেক্ষা কৃষ্ণকথাই বেশী বলেন; চণ্ডী যে কৃষ্ণকে সাহায্য করিয়াছিলেন ইহাই যেন তাঁর সবচেয়ে বড় মাহাত্ম্য। এখানে কবি নিজের বৈষ্ণবত্বের স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন—যে তোমার পূজা জানে না, সে হরিপূজার উপযুক্ত পাত্র নয়; চণ্ডীপূজা যেন কৃষ্ণপূজার অধিকারী হইবার প্রথম সোপান। কবিকঙ্কণের এই উক্তির অনুরূপ বচন বৃহদ্ধর্মপুরাণে আছে—বিষ্ণু রাবণ-বধের জন্য উমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—ত্বদ্‌ভক্তঃ শিবভক্তো বা মদ্‌ভক্তো বা—যে আপনার বা শিবের ভক্ত সেই আমার ভক্ত (পূর্ব্বখণ্ড, ১৮ অধ্যায়, ২২ শ্লোক)। এই পুরাণের অন্য স্থানেও বলা হইয়াছে যে, চণ্ডীপাঠে ও জপে যার আসক্তি সেই পরম বৈষ্ণব—

যশ্ চ চণ্ডীপাঠ-নিরতশ্ চণ্ডীজপপরায়ণঃ।
স বৈ মহাভাগবতো মাং ধারয়তি নিত্যশঃ॥—মধ্যখণ্ড ১৫।৬৪।

কাত্যায়নী পূজা—গোকুলে কংসচর দৈত্যদিগের উৎপাত বারম্বার হইতে থাকিলে গোপ-রাজ নন্দ কৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য সপরিজনে গোকুল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে পলায়ন করেন ও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ প্রভৃতি গোপগণকে পরামর্শ দেন "তোমরা ধূপ দীপ নৈবেদ্য ও বহু পুষ্পচন্দন দ্বারা এই বটমূলস্থা চণ্ডিকা দেবীর পূজা কর।"
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৭ অধ্যায়।

মণীর কারণে ইত্যাদি—সত্রাজিৎ সূর্য্যের নিকট হইতে স্যমন্তক মণি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া বলেন—এ মণি তোমার ধারণ করা উচিত নয়; উগ্রসেন রাজা, উহাঁরই ইহা প্রাপ্য। শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ বৃদ্ধ উগ্রসেন নামে মাত্র রাজা ছিলেন, আসল রাজা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। সত্রাজিৎ মনে করিলেন মণিলাভে কৃষ্ণেরই লোভ হইয়াছে। সত্রাজিৎ সেই মণি নিজের ছোট ভাই প্রসেনজিৎকে দান করিলেন এই ভাবিয়া যে কৃষ্ণ ছেলেমানুষের নিকট আর মণি চাহিতে পারিবেন না। প্রসেনজিৎ ঐ মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া মৃগয়া করিতে যান ও বনে এক সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হন। জাম্ববান্ নামে এক ভালুক সিংহকে বধ করিয়া স্যমন্তক মণি হরণ করে। মথুরায় সত্রাজিৎ প্রভৃতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে মণি-লোভে কৃষ্ণই প্রসেনকে বধ করিয়াছেন। কৃষ্ণ এই অপবাদ শুনিয়া নিজের নির্দ্দোষিতা

প্রমাণ করিবার জন্য বনে প্রসেনের সন্ধানে গেলেন। বনের মধ্যে সিংহ কর্তৃক প্রসেনজিৎকে বধ করার চিহ্ন দেখিয়া কৃষ্ণ সিংহ-পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া যাইয়া সিংহ-ভল্লুকের যুদ্ধচিহ্ন ও সিংহের বিনাশ দেখিতে পাইলেন। তখন ভালুকের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ভল্লুকের গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও আটাশ দিন যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণ জাম্ববান্‌কে পরাস্ত করেন। এদিকে—

অদৃষ্ট্বা নির্গমং শৌরেঃ প্রবিষ্টস্য বিলং জনাঃ
প্রতীক্ষ্য দ্বাদশাহানি দুঃখিতা স্বপুরং যযুঃ ॥
নিশম্য দেবকী দেবী রুক্মিণ্যানকদুন্দুভিঃ
সুহৃদো জ্ঞাতয়ো হশোচন্ বিলাৎ কৃষ্ণম অনির্গতম
সত্রাজিতং শপন্তস তে দুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ
উপতস্থুশ্‌ চন্দ্রভাগাং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে ॥

দেবকী দেবী ও রুক্মিণী সুহৃৎজ্ঞাতিদের সহিত শোক করিতে করিতে ও সত্রাজিৎকে শাপ দিতে দিতে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন।—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ৫৬ অধ্যায়। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ১১ অধ্যায়। (২৯৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মেন্দ্র রক্ষিতা—মধুকৈটভ দৈত্য জন্মগ্রহণ করিয়াই নারায়ণের নাভিকমলে সমুৎপন্ন ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা মহামায়া আদ্যাশক্তির স্তব করেন ও মহামায়া যোগনিদ্রা বিষ্ণুকে চেতন করিয়া মধুকৈটভ বধ করাইয়া ব্রহ্মার রক্ষার কারণ হন।—মহাভারত শান্তিপর্ব ২০৭ অধ্যায়, লিঙ্গপুরাণ পূর্বভাগ ২০ অধ্যায়, কূর্মপুরাণ পূর্ব্বভাগ ৯ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ ১৬৮ অধ্যায়, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮৫ অধ্যায়, দেবীভাগবত ১।৭।

দুর্ব্বাসা মুনির শাপে ইন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইলে দৈত্যগণ প্রবল হইয়া ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তবে তুষ্টা দেবী মহাশক্তি দুর্গা কালী চণ্ডী প্রভৃতি বহুরূপে বহু দৈত্য বধ করিয়া ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন।—মার্কণ্ডেয়, বিষ্ণু, কালিকা, দেবী প্রভৃতি পুরাণ, দেবীভাগবত ৯।৩৯, পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৪ অধ্যায়।

তোমারে পূজিয়া রাম—রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বিবরণ মূল বাল্মীকি রামায়ণে নাই; দেবীভাগবত ৩।৩১, কালিকাপুরাণ ৬০ অধ্যায় ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের অনুসরণ করিয়া ভাষা-রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে।

পশুদিগের প্রতি দেবীর বরদান (৯৮—৯৯ পৃষ্ঠা)

৯৮ পৃষ্ঠা

তুলা—সং তোলক, ওজনের মান। বাংলা তোলা=ভরি।

চারি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা।—গোরক্ষবিজয়।

ব্রাহ্মণের পদধূলা—বৌদ্ধপরাভবের পর ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের নিদর্শন।

ভূদেবা ব্রাহ্মণা রাজন্ পূজ্যা বন্দ্যাঃ সদুক্তিভিঃ।

—কল্কিপুরাণ, ৪র্থ অধ্যায়।

সর্ব্বেষাম এব বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ পরমো গুরুঃ।
কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যেষু সন্তি তীর্থানি যানি বৈ।
তীর্থানি তানি সর্ব্বানি বসন্তি দ্বিজপাদয়োঃ॥

—পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ২১ অধ্যায়।

শপ্তশতি—সপ্তশতী। মার্কেণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্য সাত শত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া চণ্ডীর নাম সপ্তশতী। তুঃ—

জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং ক্রম এষ শিবোদিতঃ।—অর্গলস্তোত্র।

নাগোজীভট্ট শ্রীমদভাগবদ্গীতাকেও সপ্তশতী বলিয়াছেন—

"অগ্নীসোমাধ্যায়বতী গীতা সপ্তশতী স্মৃতা।"

গাথা-সপ্তশতী বা হালা-সপ্তশতী নামে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত শালিবাহন বা সাতবাহন রাজার রচনা একখানি প্রেমকাব্যও আছে। ১০০ খৃষ্টাব্দের সমকালে রচিত। কিন্তু এখানে সপ্তশতী শব্দে চণ্ডীই বুঝিতে হইবে। প্রঃ—

পূজার পদ্ধতি ধরে পরোধা ব্রাহ্মণ।
সাবধানে সপ্তশতী পড়ে কত জন॥—রামনারায়ণের ধর্ম্মমঙ্গল।

অংশ রূপে—যোগমায়া যশোদানন্দিনী হইয়া জন্মিলে তাঁর নাম হয় অংশা, কারণ তিনি আদ্যাশক্তির অংশ মাত্র ছিলেন। এই অংশাই কংসের বধোদ্যমে চতুর্ভুজা কালী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পরে বিন্ধ্যবাসিনী চণ্ডী হন। সুতরাং চণ্ডী শক্তির অংশ। "সেই কন্যা পার্ব্বতীর অংশসম্ভূতা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী এবং অংশা নামে বিখ্যাতা।"—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৭ অধ্যায়।

কালী কৃষ্ণকোষ উন্মোচন করিয়া গৌরী হইলে সেই কোষরূপিণী রাত্রিদেবী একানংশা নামে পরিচিতা হন।—পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৪৩ অধ্যায়।

আত্মাশক্তি সৃষ্টিকার্য্যের জন্য পঞ্চধা বিভক্ত হন—দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী। ইহাঁদের কলাসম্ভূতা—মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, ষষ্ঠী। এজন্য মঙ্গলচণ্ডী আত্মা-শক্তির অংশমাত্র।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও দেবীভাগবত।

বিজুবন—বিজন বন।

৯৯ পৃষ্ঠা

গোহারী—স° গো (বাক্য)+হারী (উপহার, নিবেদন)=নিবেদন করা, আবেদন করা, প্রার্থনা করা, নালিশ করা। প্রঃ—

উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরী।

—বৌদ্ধগান ও দোহা।

রাজা কংসাসুরে মোএঁ করিবোঁ গোহারী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

খুজিয়া—স° খজ ধাতু বিলোড়নে। আ° খোজ, অন্বেষণ। প্রা° খোজ্জ মার্গচিহ্নে।

—দেশীনামমালা।

ফুল—স° ফুল্ল ধাতু বিকাশে—যাহা বিকশিত হইয়াছে তাহা ফুল।

আম—স° আম্র>প্রা পা অম্ব>বা° আম, আঁব। ও আম্ব, ম আম্বা, আঁবা; হি আম।

জাম—স° জম্বু, ও° জামু, হি জামুন।

অপরাধ বিনে শশঙ্ক—এই বাক্যে তখনকার দেশের অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। দেশের লোক বিজেতাদের দ্বারা পশুবৎ বিনা অপরাধে উৎপীড়িত হইয়া সদাই শশঙ্কভাবে বাস করিত; যিনি অভয়া তাঁরই মঙ্গল গান শুনিয়া লোকে নির্ভয় হইবার দুরাশা করিতেছে। প্রাচীন রূপকথাতেও এইরূপ অবস্থার ইঙ্গিত আছে—

বাঘ-ভালুকের রাজ্যে থাকি,
মনের কথা মনেই রাখি।

সিরঙ্গিনা—? এই শব্দটি বোধ হয় শিবঃফল হইবে। শিবঃফল=নারিকেল, মস্তক সদৃশ ফল।

কটাশ—স° খট্টাশ, হি° খটাশ। অন্য সংস্কৃত নাম গন্ধমার্জ্জার। Felis chaus, বনবিড়াল জাতীয়।

স্মেরণ—স্মরণ।

করিলা—করিল।

পশুরাজ-সভা (৯৯—১০১ পৃষ্ঠা)

১০০ পৃষ্ঠা

তরক্ষু—(সং) নেকড়ে বাঘ।

ধবলছাতা—রাজচিহ্ন।

চান্দনৌ দণ্ড-কন্দৌ চেৎ সুশুক্লে বজ্রুবাসসা।
ছত্রং মনোহরং রাজ্ঞাং স্বর্ণকুম্ভোপশোভিতম্॥
শুক্লানি বজ্রুবাসাংসি স্বর্ণকুম্ভস্ তথোপরি।
ইদং কনকদণ্ডাখ্যং ছত্রং সর্ব্বার্থসাধকম॥—ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু।

কালিদাসের রঘুবংশে রাজার শ্বেতছত্র-চামরের উল্লেখ আছে—

অদেয়ম্ আসীৎ ত্রয়ম্ এব ভূপতেঃ
শশিপ্রভং ছত্রম্ উভে চ চামরে॥—৩।১৬।

বাণভট্টের কাদম্বরীতে ময়রপুচ্ছনির্ম্মিত ছত্র রাজচিহ্ন বলা হইয়াছে।

শরভ—সং উষ্ট্র, বানর, করিশাবক, অষ্টপাদ মৃগবিশেষ।

শরভ অষ্টপদ-পশু সম্মুখে দেখিল।—মাণিক গাঙ্গুলি।

কোক—(স) নেকড়ে বাঘ।

বাবান ?—বারণ ?

ঢুলাবে—সং ঢুল>ঢুল। স ঢুল ধাতু চালনে হইতেও ঢুল হইতে পারে। প্রঃ—

আঁখি ঢুলু ঢুলু অলসভরে।
ঢলিয়া পড়িল সখীর কোরে॥—চণ্ডীদাস।
চামর ঢুলায়।—কৃত্তিবাস।

ফেরু—সং ফেরু=শৃগাল।

রায়বার—সং রাজবার্ত্তা। নকিব, বন্দনাগায়ক, মাগধ। প্রঃ—

অঙ্গদ রায়বার।—কৃত্তিবাস।
বিপ্রগণ বেদ পড়ে ভাটে রায়বার।—চৈতন্যভাগবত।
ভাটে রায়বার পড়ে নাচে নটগণ।
—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

বৈদ্য সে নকুল—গ্রাম্য লোকের বিশ্বাস নকুল সাপের কামড়ের ঔষধ জানে। সেইজন্য নকুলকে বৈদ্য বলা হয়। বৈদ্য হইতে তার অপর নাম বেজী।

বর্ত্তন—স° বৃৎ ধাতু অবস্থানে, বিদ্যমানতায়। বর্ত্তন মানে জীবনধারণোপযোগী, পালনোপযোগী।

চিকিচ্ছা—স° চিকিৎসা। ও° চিকিচ্ছা।

১০১ পৃষ্ঠা

ভূজঙ্গে—ভুজঙ্গে কর্ত্তৃকারকে এ বিভক্তি।

হাজরা—স° সহস্র>আবে° হজর্ব>ফা° হাজার। হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হাজরা।

মস্ব—মহিষ শব্দের অপভ্রংশ, শস্য শব্দের সঙ্গে মিল করিবার জন্য।

দুয়ারি—স° দ্বারী>প্রা° দুআরী। প্রঃ—

দুয়ারী ছাড় দুআর সহিতে কোটাল।—শূন্যপুরাণ।

কোটোয়াল—স° কোট্টপাল, ফা° কোতওয়াল। নগর-রক্ষক।

নীলকণ্ঠ—পুরাণে দেবীর বলিপশুর তালিকায় নীলগ্রীব পশুর নাম আছে। এক জাতীয় হরিণ।

বারসিঙ্গা—যে হরিণের শৃঙ্গে বারো সংখ্যক ডাল আছে।

ঢোলকাণ—যার কান ঢোলা বা ঝল্‌ঝলে। শিথিল>প্রা° সঢিল>বা° ঢিল, ঢিলা, ঢোল, ঢোলা; ও° ঢিলা। এক রকম হরিণ।

পাঁজা—ফা° পঞ্জাহ্‌=পঞ্চাশ। পঞ্চাশ জন সৈন্যের অধিনায়ক।

মুদা—ফা° মীর-ই-দহ্‌=দশ জন সৈন্যের নায়ক। বঙ্গবাসী, ইণ্ডিয়ান-প্রেস ও বটতলা সংস্করণের পাঠ মিদ্যা মূলের অধিক নিকট। মিদ্যা উপাধি এখনো আছে।

কারশে কারমা—অর্থহীন পাঠ। কার্‌ফর্‌মা হইবে। ফা° কার্ (কার্য্য) ফর্‌মা (আদেশ করে যে)—সেনাপতি।

রিক্ষ—স° ঋক্ষ=ভল্লুক।

উঠ—স° উষ্ট্র>প্রা° উট্‌ঠ>বা° উট, ও° ওট-অ, হি° উট উঁট, ম° উট।

গাধা—স° গর্দ্দভ>বা° গাধা, ও° গধ, হি° গাধাহ্‌।

ক্ষেম—মঙ্গল।

নফর—(ফা°) ভৃত্য। প্রঃ—

রাজার বেটা হয়ে হলি মানুষের নফর।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

দুয়ারী পহরী দাসী যতেক নফর।—গোবিন্দরাম বন্দোপাধ্যায়ের ধর্ম্মরাজের গীত (১৫শ শতাব্দী)।

ববে—স° বহ ধাতু>বা° বহ, ব ধাতু।

পালধি অন্বয় জাত—রাঢীশ্রেণী কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ দক্ষ। দক্ষের দশম পুত্র বাম পালধি-গ্রামে বাস করেন ও তাঁর বংশ পালধি গাঞি বা গ্রামীন হয়। পালধি গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় কাঁটোয়া হইতে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। তার বর্ত্তমান নাম পাল্‌তি বা পাল্‌তিয়া। অন্বয়—স° অন্বয়=বংশ।

জিত দৈত্য স্থীর চিত—জিত হইয়াছে দৈত্য যাঁর দ্বারা তিনি জিতদৈত্য চণ্ডী (বহুব্রীহি সমাস)। জিতদৈত্যে স্থির চিত্ত যার সে জিতদৈত্যস্থিরচিত্ত কবি।

শিবপূজা প্রচার (১০২ পৃষ্ঠা)

সেই কালে ইত্যাদি—এই বাক্যের মধ্যে শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের পৌর্ব্বাপর্য্য ও ক্রমান্বয়ের ইতিহাস প্রকাশ পাইয়াছে—শৈবধর্ম্ম শাক্তধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী।

শপ্তম পাতাল—সপ্তম পাতাল—পাতাল। সাত পাতালের নাম—

অতলং নিতলঞ্চৈব বিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
তলং সুতল-পাতালে পাতালানি তু সপ্ত বৈ।—শব্দরত্নাবলী।

পাতালানি চ সপ্তৈব মুনয়ঃ সংপ্রচক্ষতে।
অতলং বিতলঞ্চৈব সুতলঞ্চ তলাতলম্॥
মহাতলঞ্চ বিখ্যাতং ততো জ্ঞেয়ং রসাতলম।
ততঃ পাতালম ইত্যেবং সপ্ত পাতাল সংজ্ঞকাঃ॥
—শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

অতলং সুতলঞ্চৈব বিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
মহাতলং রসাতলং পাতালং সপ্তমং স্মৃতম্॥—অগ্নিপুরাণ।

অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্র্যং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্॥
—বিষ্ণুপুরাণ, ২ অংশ, ৫ অধ্যায়।

পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ২, স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ড কুমারিকাখণ্ড ৩৭ অধ্যায়ে, ও অন্য বহু পুরাণে পাতাল-ব্যবস্থিতি আছে।

পাতালে নাগদিগের ও হাটকেশ্বর শিবের বাস, সেইজন্য পাতালে নাগগণ শিবপূজা করে।—

তদ্ অধো বিতলং নাম যোজনানাং তলে হ্যুতে।
হরো বিহরতে তত্র ভগবান্ হাটকেশ্বরঃ॥

সুপার্শ্বৈর্ ভূতগণৈর্ ভবান্যা চ সহ প্রভুঃ।
প্রবৃত্তা চ সরিৎ তত্র হাটকী নাম বিশ্রুতা॥

* * * *

মহাতলে ততো হধস্তাদ্ যোজনানাম্ অথাযুতে।
সর্পাণাং কাদ্রবেয়াণাং গণঃ ক্রোধবশাহ্বয়ঃ॥
গরুড়াৎ সর্ব্বদা ভীতঃ সকুটুম্ব সুহৃদ্‌বৃতঃ।
নিবসত্যনধিজ্ঞাতঃ পক্ষিরাজেন গহ্বরে॥
পাতালে তু ততো হধস্তাদ্ যোজনানাং দ্বিজাযুতে।
নাগলোকেশ্বরাঃ শূরা নিবসন্তি মহাবলা॥

—পদ্মপুরাণ।

শাকদ্বীপী (Scythian) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা এ দেশে শিবপূজার প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া অনেকে অনুমান করেন (Archæological Survey of Mayurbhanj by Nagendranath Vasu)। মধ্যভারতে এই জাতি নাগবংশ নামে পরিচিত ছিল, কারণ তাদের বংশচিহ্ন (totem) ছিল নাগ ও নাগকেই তারা পূজা করিত। শকেরা সূর্য্য-উপাসকও ছিল। সূর্য্যের ছটা তাহারা সর্পাকার কল্পনা করিত; সেই সূর্য্যই পরে সর্পভূষণ শিবে রূপান্তরিত হন।

শকদিগের দেবী তবিতা তন্ত্রে ত্বরিতা শক্তি নামে পরিচিত হইয়াছেন এবং শারদাতিলক তন্ত্রে তাঁকে কৈরাতি বলা হইয়াছে—কৈরাতী পরে দুর্গার নাম হয় ও ত্বরিতা ও দুর্গা অভিন্ন হন। তার পরে আবার ত্বরিতা মনসাদেবীতে পরিণত হইয়াছেন; পুরাণে মনসা শিবদুহিতা ও দুর্গারই অংশ।

মৃত্তিকা-শঙ্কর—গৃহস্থ লোককে মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত শিবলিঙ্গ পূজা করিতে হয়।—

পার্থিবং ভুক্তয়ে শস্তং মুক্তয়ে চাসুবঙ্গতঃ।—মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্রম্।
সর্ব্বফলপ্রদা ভূমির্ মণয়স্ তদ্বদ্ এব হি।

—বীরমিত্রোদয়-ধৃত কালোত্তরঃ।

পার্থিবে শিবপূজায়াং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ।—মাতৃকাভেদ তন্ত্র ১২ পটল।
মৃদ্-ভস্ম-গোশকৃৎ-পিণ্ডং তাম্র-কাংস্যময়ং তথা
কৃত্বা লিঙ্গং সকৃৎ পূজ্য বসেৎ কল্পাযুতং দিবি॥
তীর্থমৃদ্ভিঃ পবিত্রাভির্ হীনাভিঃ কেশ-কীটকৈঃ।
বিবেচিতাভির্ যত্নেন লিঙ্গং নির্ম্মায় পূজয়েৎ॥
গঙ্গা-মৃত্তিকয়া যস্ তু কৃত্বা লিঙ্গং সমর্চ্চয়েৎ।
সর্ব্বাপরাধান্ ক্ষমতে তস্য দেবো মহেশ্বরঃ॥—ভবিষ্যপুরাণ।

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র ৩য় পটলে, লিঙ্গপুরাণে, স্কন্দপুরাণে, নারদ পঞ্চরাত্রের তৃতীয় রাত্রে প্রথমাধ্যায়ে, উৎপত্তি তন্ত্রের ৬৪ পটলে, শিবলিঙ্গার্চ্চনের বিধি ও ফল বিস্তারিত আছে।

শিব লিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হন ভৃগু-মুনির শাপে। ভৃগু শিবসাক্ষাৎকার করিতে আসিয়া নন্দীর কাছে শুনিলেন যে শিবপার্ব্বতী একত্র আছেন, এখন সাক্ষাৎ হইবে না—

অসান্নিধ্যং প্রভোস্ তস্য, দেব্যা ক্রীড়তি শঙ্করঃ।
নিবর্ত্তস্ব নিবর্ত্তস্ব যদি জীবিতুম্ ইচ্ছসি॥
এবং নিরাকৃতস্ তেন তত্রাতিষ্ঠন্ মহাতপাঃ।
বহূনি দিবসান্যস্মিন্ গৃহদ্বারে মুনীশ্বরঃ॥
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভৃগুঃ প্রোবাচ শঙ্করম।
বিনষ্টস তমসারূঢ়ো মাং ন জানাতি শঙ্করঃ॥
নারী-সঙ্গম-মত্তো ঽসৌ যস্মান্ মাম্ অবমন্যতে।
যোনি-লিঙ্গ-স্বরূপং বৈ রূপং তস্মাদ্ ভবিষ্যতি॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ২৫৫ অধ্যায়।

ব্রহ্মা-পত্নী সাবিত্রী ও সপ্তর্ষির শাপে শিবের লিঙ্গ খসিয়া যায়।—স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ১৬৫ ও ১৮৭ অধ্যায়, নাগরখণ্ড ১ অধ্যায়। লিঙ্গপুরাণ।

"সুপ্রাচীনকালে যখন দ্রাবিড়গণ শক্তি ও লিঙ্গ পূজা করিত, তখন বঙ্গদেশে ইহাদের পূজা অনুষ্ঠিত হইত না। তান্ত্রিক ক্রিয়া ও তন্ত্রমত বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিলেও (Journal of the Royal Asiatic Society, 1904, p. 557) স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান প্রণালীর শাক্তধর্ম্ম খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়া সেইখানকার জনসাধারণের প্রবৃত্তি অনুসারে গ্রহণোপযোগী হয়। লোকে সেই শাক্তধর্ম্ম গ্রহণ করে। সূচনাতেই কামাখ্যায় শক্তিপূজা বেশ জাঁকিয়া বসে। এইস্থান হইতে শক্তিপূজা ক্রমশঃ তিব্বত নেপাল ও গুজরাতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পঞ্চম শতকের পূর্ব্বে শক্তিপূজা বঙ্গদেশে ছিল না। দ্রাবিড়-সম্পর্কেই বাঙ্গালায় এই উপাসনার বিস্তৃতি হইয়াছিল। দ্রাবিড় দেশে পৃথ্বীপূজা হইতেই শক্তিপূজার প্রথম উদ্ভব হয়। সেখানে গ্রামদেবতা পৃথ্বী, ভূ-দেবী বা ভূমিদেবীরূপে পূজিত হইতে হইতে ক্রমশঃ শক্তিরূপে পরিণত হইয়াছেন। বাদামী-গুহামন্দিরের পৃথ্বীও এইরূপ ভূ-দেবী। পৃথিবীর বীজোৎপাদিকা শক্তি যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায় তজ্জন্য দ্রাবিড়েরা পৃথিবীর সন্তোষ বিধানের জন্য তাঁহার উদ্দেশে পশু বলি দিত।

প্রাচীন কন্নড়-সাহিত্য আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, লিঙ্গপূজা দ্রাবিড়দিগের একটি সুপ্রাচীন রীতি। আমরা যাহাদিগকে আর্য্য অভিধান দিয়া থাকি তাহাদিগের ভারতাগমনেব পূর্ব্বে দক্ষিণ-ভারতে লিঙ্গোপাসকগণ বাস করিত। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ। কন্নড় ভাষায় তাহাদের প্রাচীন ভাষার উপকরণ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এই জাতি যখন লিঙ্গপূজা করিত, তখন ভারতের কোথাও লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতকের পূর্ব্বে কোথাও লিঙ্গ-প্রতীকের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকের কাছাকাছি তুইটি প্রাচীনতম লিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। একটি ভিটা হইতে প্রাপ্ত—এক্ষণে তাহা লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে সংরক্ষিত। গোপীনাথ রাও লিখিয়াছেন যে, অপরটি উত্তর আর্কটের অন্তর্ব্বর্ত্তী গুড়িমল্লমে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে দ্রাবিড়েরা তাহাদের বীরগণকে সমাধিস্থ করিবার সময় তাহাদের সমাধির উপর লিঙ্গাকৃতি "বীরকল" বসাইয়া দিত। এই বীরকল-স্থাপন-রীতিই সম্ভবতঃ লিঙ্গপূজায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

পরযুগে এই দ্রাবিড়গণের ন্যায় বৌদ্ধেরাও স্তূপের পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। লিঙ্গপূজা বিশেষভাবে প্রচলিত হইলে পর প্রাচীন পল্লব পাণ্ড্য ও চোড়দিগেব মধ্যে লিঙ্গ-প্রতীকোপাসনার প্রবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রাবিড়দেশে খৃষ্ট-জন্মের বহুপূর্ব্বে প্রথমে জৈন ও তার পর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এ সময়ও দ্রাবিড়েরা লিঙ্গ পূজা করিয়া আসিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে উত্তরভাবত হইতে শৈবধর্ম্ম প্রথম দ্রাবিড়-ভূমিতে প্রচারিত হয়। লকুলীশ ইহা প্রবর্ত্তন করেন। দ্রাবিড়দের অনেকে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। দক্ষিণ-ভারত বৈদেশিক আক্রমণ হইতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ থাকিয়া শৈবধর্ম্মের পুষ্টিসাধনে সমর্থ হইয়াছিল (Indian Antiquary, XXX, 17)। তার পর কিছুদিন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে শৈবধর্ম্ম কিঞ্চিৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল ২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ২১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম তেলুগু প্রদেশে বিশেষরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তার পর শৈবধর্ম্মের স্রোত পুনরায় চলিতে থাকে। লিঙ্গপূজা ও শিবপূজায় মেশামেশি হইয়া গেল। লিঙ্গোপাসকদিগের সঙ্গে শৈবদিগের আর কোন বিরোধ রহিল না।

দক্ষিণ-ভারত হইতে দলে দলে শৈব সন্ন্যাসী আসিয়া বঙ্গদেশে ও অন্যত্র শৈবধর্ম্ম প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ইহারই ফলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভে বৌদ্ধ-প্রপীড়ক বঙ্গরাজ শশাঙ্ক শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই সময় মহারাজ হর্ষও শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্রাবিড় প্রভাবে ক্রমশঃ বাঙ্গালায় শৈবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। বঙ্গদেশে লিঙ্গপূজা ও শিবারাধনাব ধূম চলিল। যাঁহারা লিঙ্গপূজাব নিন্দা করিতেন তাঁহাদিগকে বুঝাইবাব জন্য শাস্ত্রাদি রচিত হইল। এই সময়ে নানাদিক্ হইতে লিঙ্গের নানারূপ ব্যাখ্যারও অভাব হইল না। কেহ বলিলেন,—'শিবলিঙ্গং শিব এব ন তু শিবস্য শিশ্নঃ।' সুতসংহিতার ধ্যানযোগখণ্ডের—

'আলয়ং লিঙ্গম্ ইত্যাহুর্ বেদবেদান্তবিত্তমাঃ।
তত্রাপি শঙ্করঃ সাক্ষাল্ লিঙ্গং নান্যৎ মুনীশ্বরাঃ॥

* * * *

স্বয়ম্ এব সদা লিঙ্গং ন লিঙ্গং তস্য বিদ্যতে॥'

শিব ও লিঙ্গের একত্ব-দ্যোতক এই বচনের দোহাই দিয়া অনেকে লিঙ্গ ও শিবের একত্ব প্রতিপাদন কবিতে লাগিলেন। লিঙ্গপূজাব মন্ত্রের সঙ্গে লিঙ্গের সাধারণ অর্থের আর কোন ঐক্য রহিল না। এই পূজার মন্ত্রে যে ধ্যান হইল তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, উপাসক যে মূর্ত্তি কল্পনা করেন তাহা শ্বেত, মূর্ত্তির কপালে চন্দ্র, চারি হস্ত, পাঁচ মুখ, তিন চক্ষু, মূর্ত্তি পদ্মাসনে স্থিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত। তিনি বিশ্বের বীজ, বিশ্বের আদি। নানাস্থানে লিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকাদিও প্রণীত হইল। খৃষ্টীয় নবম শতকে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত হইয়া চোড়রাজ্যে শৈবধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 'বাতকুবর পুরাণম' নামক দ্রাবিড় গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। অতঃপর বঙ্গ ও চোড়সম্পর্কে বঙ্গদেশে শৈবধর্ম্মের ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়।"—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, দ্রাবিড় ও বাঙ্গালী—প্রবাসী মাঘ ১৩২৮, ৪৫৮—৪৫৯ পৃষ্ঠা।

লিঙ্গপূজার ব্যবস্থা লিঙ্গপুরাণ ও স্কন্দপুরাণে বিস্তারিত আছে। সেখানে আছে সপ্তর্ষির শাপে শিবের লিঙ্গ খসিয়া পড়ে ও পরে পূজিত হয়। ১০২ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

মন্দির—মন্দির নির্ম্মাণ পুণ্যকর্ম্ম—

দেবাগারং করোমীতি মনসা যস্তু চিন্তয়েৎ।
তস্য কায়গতং পাপং তদহ্না বিপ্র নশ্যতি॥
স সমাপ্তস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥—বিষ্ণুরহস্য।

স্কন্দপুরাণ মহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ২, ১১ ও ৩৩ অধ্যায়, নারদীয়পুরাণ ১৩ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৫৯ অধ্যায়, বামনপুরাণ, প্রভৃতিতেও মন্দিরনির্ম্মাণের পুণ্য-জনকতা প্রচার করা হইয়াছে।

রণে হয় স্মরি—?

৭

চৈত্র মাসে পূজে—

চৈত্র মাস মধু মাস শিবের জন্ম-মাস।—

—বরিশালের শিবের গাজন, বঙ্গসাহিত্যপরিচয়।

চৈত্রে শিবোৎসবং কুর্য্যান্ নৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ।
স্নাত্বা ত্রিসন্ধ্যং রাত্রৌ চ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
শিবস্বরূপতাং যাতি শিবপ্রীতিকরঃ পরঃ॥
ক্ষত্রিয়াদিষু যো মর্ত্ত্যো দেহং সম্পীড্য ভক্তিতঃ।
অশ্বমেধফলং তস্য জায়তে চ পদে পদে॥

—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৯ম অধ্যায়।

বাদ্য বাজে—

নানাবিধৈর্ মহাবাদ্যৈর্ নৃত্যৈশ্ চ বিবিধৈর্ অপি।
নানাবেশধরৈর্ নৃত্যৈঃ প্রীয়তে শঙ্করঃ প্রভুঃ॥

—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর, ৯।৪২।

চরখ—স° চক্র > প্রা° চক্কর > বা° চক্কর, চকর ; বর্ণবিপর্য্যয়ে—চরক, চড়ক। ফা° চর্খ্। তুঃ—চর্খা, চর্কা।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ব্যবস্থা আছে যে দেহ সম্পীড়ন করিয়া শিবপূজা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়।

শোণিতপুরের (তেজপুর, আসাম) রাজা বাণ, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে রুদ্ধ করিলে, কৃষ্ণের সঙ্গে বাণরাজার যুদ্ধ লাগে। শিবভক্ত বাণের সহস্র বাহু ছেদন করিয়া কৃষ্ণ বাণের মুণ্ড ছেদন করিতে উদ্যত হইলে শিব মধ্যস্থ হইয়া ভক্তের মস্তকচ্ছেদন হইতে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করেন। ইহাতে বাণ আনন্দিত হইয়া শোণিতাপ্লুত দেহে শিবকে প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করেন। শিব তাহাতে প্রসন্ন হইয়া এই বর দেন যে—আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া বাণপীড়িত রক্তাক্ত কলেবরে আমার সম্মুখে এইরূপ নৃত্য করিবে, সে আমার পুত্রত্ব লাভ করিবে।—হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব ১৮৭ অধ্যায়। শিবের এই কথা অনুসারে শিবভক্তরা দেহে বাণ ফোঁড়ে ও রক্তাক্ত-কলেবরে শিবসকাশে নৃত্য করে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেকবার প্রদক্ষিণ করিবার কল স্বরূপ চড়কগাছে তুলিয়া ঘুরপাক দেওয়া হয়—যেমন তিব্বতীরা মালাজপের সুবিধার জন্য ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করে।

দশানন—রাবণ শিবভক্ত ছিলেন। তিনি দশদিকে মুখ ফিরাইয়া শিববন্দনা করিয়া দশানন হন (পুরাণ)।

পিশাচ দানব যক্ষ—শিবপূজকদের নাম হইতে জানা যায় যে আদিতে শিব অনার্য্য জাতির দেবতা ছিলেন।

নহে ধনহীন—শিবপূজা করিলে ফল হয়—

দীর্ঘায়ুর্ আরোগ্য-কুলাভিবৃদ্ধির অত্রাক্ষয়ামুত্র চতুর্ভুজত্বম্।

—মৎস্যপুরাণ, ৮০ অধ্যায়।

কিম্ অলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে নীললোহিতে।

—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৯।৪৩।

শুম্ভ নিশুম্ভ—বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী দৈত্য-সহোদর। কালী ইহাদের বধ করেন। গবেষ্টী অসুরের পুত্রদ্বয়।—বামনপুরাণ ৫২ অধ্যায়, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১০ অধ্যায়; শিব-পুরাণ বায়বীয় সংহিতা ২১ অধ্যায়, স্কন্দপুরাণ কুমারিকাখণ্ড ২৯, প্রভাসখণ্ড ২১ অধ্যায়।

জম্ভ—দৈত্য, বলি দৈত্যের বন্ধু। বলির মৃত্যুর পর ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হন। এঁর পুত্র সুন্দ উপসুন্দ।—বামনপুরাণ ৬৯ অধ্যায়। স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ২১।

মহীষ—মহিষাসুর রম্ভাসুরের পুত্র। মতান্তরে জম্ভাসুরের পুত্র মহিষাসুর। দেব-বিরোধী হইয়া উঠিলে দুর্গা এঁকে নিধন করেন।—কালিকাপুরাণ ৫৯ অধ্যায়; বামনপুরাণ ১৭ অধ্যায়, বরাহপুরাণ। বামনপুরাণ ৫৮ অধ্যায়ের মতে মহিষাসুরকে কার্ত্তিক বধ করিয়াছিলেন। মহিষাসুর দ্বাপর যুগে বর্ত্তমান ছিলেন। —স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ৭, অর্ব্বুদখণ্ড ৩৬। বামনপুরাণ ৮০, বরাহপুরাণ ২২৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চিকুর—শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি চিক্ষুর।

বাতাপী ইল্লোল—হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ্লাদের পুত্রদ্বয় বাতাপী ইল্বল। কেহ ইহাদের গৃহে অতিথি হইলে বাতাপী মেষরূপ ধারণ করিত ও ইল্বল তাকে অতিথিকে খাওয়াইত। পরে তাকে ডাকিলে সে অতিথির উদর বিদারণ করিয়া বাহির হইয়া আসিত। অগস্ত্যকে এইরূপ করিয়া খাওয়াইলে অগস্ত্য বাতাপীকে জীর্ণ করিয়া ফেলেন ও ইল্বলকেও নিহত করেন। বাতাপী ও ইল্বলের নাম আজও দাক্ষিণাত্যের বাদামী ও ইলোরা গুহা বহন করিতেছে।—মৎস্যপুরাণ ৬ অধ্যায়; ভাগবত, স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ২৮৫ অধ্যায়। হরিবংশ হরিবংশপর্ব্ব ৩ অধ্যায়ের মতে ইহারা বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও সিংহিকার গর্ভে জাত।

শিবের পূজক বলিয়া যাঁহাদের নাম করা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই দৈত্য বলিয়া পরিচিত ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণদিকের লোক; সুতরাং ইহাঁরা দ্রবিড়

জাতীয় ছিলেন এবং শিব আদিতে দ্রবিড়দের দেবতা ছিলেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে ভারতের ধর্ম্ম-সমাজ-রাষ্ট্রের ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং এইজন্য এই পুস্তকের মূল্যও এত বেশী।

শক্তিপূজা প্রচারের সূচনা (১০৩—১০৪ পৃষ্ঠা)

১০৩ পৃষ্ঠা

সুধর্ম্ম—শক্তিপূজা প্রচারের সূচনা হইতেছে প্রথমেই ধর্ম্ম নাম উচ্চারণ করিয়া। ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রভাবের ফল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নাম ছিল সদ্‌ধর্ম্ম।

সুশভায়—সু সভায়।

সুররায়—সুরদিগের রাজা ইন্দ্র। রাজা > প্রা° রাআ > বা° রায়।

পজি—স° পত্রী। স° পঞ্চাঙ্গ হইতে স° পঞ্জিকা—যে গ্রন্থে বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ জানা যায়। প্রঃ—

হএ নহে দেখ বাধা পাঞ্জী পরমান।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

পুথি—স° পোস্তী > প্রা° পোত্থী > ও° হি° ম° পোথী, বা° পুথি, পুঁথি = পুস্তক।

প্রঃ—

পাঞ্জি পুথি তোহ্মার চিবিবোঁ বাম হাতে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

আগম পোথী ইষ্টমালা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

গুয়া—স° গুবাক।

খুসার—খদির।

শ্রীয়খণ্ড—শ্রীখণ্ড। বাজায়্যা পাঠ শুদ্ধ হইলে কোনোরূপ বাদ্যযন্ত্রের নাম; বাসয়্যা পাঠ হইলে সুবাসিত চন্দন।

মাতুলী—ইন্দ্রসারথি মাতলি বা মাতুলি।

মগদ বন্দী ভাট—মগধদেশবাসী বন্দনাগায়ক। মাগধ মানে বংশক্রমে মহত্ত্বেদিরাজাগ্র-স্তুতিপাঠক। বেণপুত্র পৃথুর যজ্ঞে মাগধ সূতের উৎপত্তি হয়।—বিষ্ণুপুরাণ; হরিবংশ হরিবংশপর্ব্ব ২ অধ্যায়; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ১ অধ্যায়। পুরাণ-পাঠকদিগকে মাগধ বলে; এজন্য পার্জিটার সাহেব অনুমান করেন যে অধিকাংশ পুরাণ মগধ ও মথুরার মধ্যবর্ত্তী স্থানে রচিত হয়।

ভাট—সং ভট্ট। মং ভট=ভিখারী ব্রাহ্মণ। প্রঃ—

ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেরা কুল কয় বড়-মানুষের রীতি এই।—ভারতচন্দ্র।

ভাটে রায়বার পড়ে নাচে নটগণ।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

দিকের অধিকারী—দিক্‌পাল। ৯৭—৯৮ পৃষ্ঠার টীকা ২৩৮-২৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লোহীত—বঙ্গবাসী ইণ্ডিয়ান-প্রেস ও বটতলা সংস্করণের পাঠ নৈঋর্ত। এখানেও নৈঋর্তই হইবে; প্রাচীন হস্তাক্ষরে নৈঋর্ত পড়িবার ভুলে লোহীত ছাপা হইয়া থাকিবে। লোহিত=মঙ্গলগ্রহ।

১০৪ পৃষ্ঠা

অঙ্গিরা—ব্রহ্মার মানস পুত্র, প্রজাপতি, সপ্তর্ষিমণ্ডলের একজন ঋষি। অনেকের মতে আঙ্গিরস বংশীয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা ভারতবর্ষের বাহির হইতে এদেশে আগত; তারা আসলে শাকদ্বীপী বা শিথীয়। ঋগ্বেদে আঙ্গিরসদিগের উল্লেখ ৬০ বার আছে; ১০।৬২ সূক্তটি তাঁহাদেরই স্তুতি। ইঁহারা দেবপুত্র, দৌস্পুত্র, ইঁহারা পিতৃস্থানীয়। ইঁহারা বন হইতে লুক্কায়িত অগ্নি ও গাভী আবিষ্কার করেন। যজ্ঞ করিয়া ইঁহারা অমরত্ব ও ইন্দ্রের বন্ধুত্ব লাভ করেন। (বিশেষ বিবরণের জন্য Vedic Mythology by A. A. Macdonell দ্রষ্টব্য)।

বসিষ্ঠ—বৈদিক ঋষি। পরে ব্রহ্মার মানসপুত্র, সপ্তর্ষির ও দশপ্রজাপতির একজন, অরুন্ধতীর স্বামী। সূর্য্যবংশের ইক্ষ্বাকুকুলের পুরোহিত। ঋগ্‌বেদের বহু সূক্তের ঋষি। সুরভিনন্দিনী কামধেনু শবলাকে লইয়া বিশ্বামিত্রের সঙ্গে এঁর কলহ হয়। রাজা কল্মাষপাদ ঋষিশাপে রাক্ষস হইয়া এঁর শত পুত্রকে বিনষ্ট করেন। ইনি তপতীকে সূর্য্যলোক হইতে আনিয়া সম্বরণের সঙ্গে বিবাহ দেন। (রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

দুর্ব্বাসা—অত্রি ও অনসূয়ার পুত্র, শিবাংশসম্ভূত, বামদেবের শিষ্য, কোপন স্বভাবের জন্য প্রসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ ঋষি। ইনি ঔর্ব্বের কন্যা কন্দলীকে বিবাহ করেন; স্ত্রীর শত অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত থাকায় স্ত্রীর ১০১ অপরাধ হইলে তাঁহাকে ভস্ম করেন। পরে যাদব বংশীয়া একানংশাকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার যে কন্যার সঙ্গে বদল করিয়া আনেন "অদ্বিতীয়া পরমা প্রকৃতিরূপা সেই কন্যা পার্ব্বতীর অংশসম্ভূতা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী এবং অংশা নামে বিখ্যাতা। বসুদেব তাঁহাকে রুক্মিণীর বিবাহ-সময়ে ভক্তি-পুরঃসর শঙ্করাংশসম্ভূত দুর্ব্বাসা মুনিকে প্রদান করিয়াছিলেন।" ইঁহার শাপে ইন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হন। লক্ষ্মণ-বর্জ্জনেরও ইনি কারণ। ইনিই কুন্তীকে দেব

আহ্বানের মন্ত্র দান করেন ও দ্রৌপদীর নিকট পারণ করেন। ইঁহারই শাপে শাম্ব মুষল প্রসব করিয়া যদুবংশের ধ্বংসের কারণ হন। ইনি কৃষ্ণ ও রুক্মিণীকে অশ্বের ন্যায় রথে যোজনা করিয়া সেই রথে আরোহণ করেন ও কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তাঁদের চালনা করেন। একদিন কৃষ্ণকে তপ্ত পায়স গায়ে মাখিতে আদেশ করিলে কৃষ্ণ তাহাই করেন, কেবল ব্রাহ্মণের প্রসাদ বলিয়া তাহা পায়ে মাখেন নাই। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্ব্বাসা শাপ দেন যে ঐ পদতলে বিদ্ধ হইয়াই কৃষ্ণের মৃত্যু হইবে।—মহাভারত, রামায়ণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ ইত্যাদি। স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে দ্বারকামাহাত্ম্য ২, ৩, ২০ অধ্যায়।

মঘবন—ইন্দ্র।

নারদ—১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নারদের প্রতি ইন্দ্রবাক্য (১০৪ পৃষ্ঠা)

লক্ষ্মী মোর থাকিবে—দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া ইন্দ্র সদাই শঙ্কিত থাকিতেন পাছে আবার সেই বিপদ্ ঘটে। তাই তাড়াতাড়ি এই কথা তিনি বলিতেছেন যে তোমার দর্শনে আমার লক্ষ্মীশ্রী অচলা থাকিবে।

ধর্ম্মসেতু—বারবার যাতে তাতে ধর্ম্ম নাম উচ্চারণ করিবার চেষ্টা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ধর্ম্মসেতু হয় নারদের নয় বিধির বিশেষণ।

বীণাধ্বনি—নারদের বীণাধ্বনিতে হরিনাম কীর্ত্তন হয়। সেই গান যে শোনে সে ভাগ্যবান্। বৈষ্ণব কবি নিজের মনোভাবই এখানে ব্যক্ত করিয়াছেন। নারদ ব্রহ্মার বরে বীণাবাদনদক্ষ।—পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৪ অধ্যায়।

দেবদত্তাম্ ইমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্‌ চরাম্যহম্॥
—ভাগবত ১।১৭।৩৩।

ইন্দ্রের প্রতি নারদের উক্তি (১০৫—১০৬ পৃষ্ঠা)

১০৫ পৃষ্ঠা

কি—স° কিম্ > পা° কিঅ।

আর—স° অপর > প্রা° অৱর > কৃষ্ণকীর্ত্তনে আঅর, আওর; প্রাচীন বা° অরু; হেমকোষে আরু; ও° ভাগবতে আবর, আর; অস° রামায়ণে ও মেদিনীপুরে আউর; প° অর; হি° ঔর। প্রঃ—

আর কিছু দেহ কাহ্নাই উত্তম সন্দেশে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

আরবার লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রথে।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

কহিব—স° কথ ধাতু > বা° কহ, ক ধাতু।

নিবাত কবচ—ইহারা হিরণ্যকশিপুর বংশের। সমুদ্রগর্ভে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া দেবতাদের শত্রুতাচরণ করিত। অর্জ্জুন স্বর্গে গিয়া অস্ত্রশিক্ষা করিয়া ইহাদিগকে বিনাশ করেন।—মহাভারত, হরিবংশ হরিবংশপর্ব্ব ৩ অধ্যায়।

শনে—সঙ্গে > সঞে > সনে। নিকটে, সকাশে।

সুর—যারা প্রভুত্ব করে বা উত্তমরূপে দীপ্তি পায় তারা সুর। যারা সুরাপায়ী তারা সুর।

মুনি—মৌনব্রতী, সংযতবাক্ ঋষি। মুনির লক্ষণ—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীর্ মুনির্ উচ্যতে॥
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।৫৬।

নিবৃত্তঃ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
ধ্যানস্থো নিষ্ক্রিয়ো দান্তস্ তুল্যমৃৎকাঞ্চনো মুনিঃ॥
—স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ৫।১১৯।

সিদ্ধ—২৮-৩১ ও ৩১-৩৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

উপাড়ে—স° উৎপাটন > উপাড়। প্রঃ—

খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।—বৌদ্ধগান।

ধীকৃকরি—দিক্‌করী, দিগ্‌গজ। চার দিকে আট গজ প্রহরা দেয়—

ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদো ঽঞ্জনঃ॥
পুষ্পদন্তঃ সার্ব্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্‌চ দিগ্‌গজাঃ॥—অমরকোষ।

মূলের ২৪৫ পৃষ্ঠায় মেঘগণের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আছাড়ে—স° অপসারণ > আছাড়। স° উৎকার (বিক্ষেপ) > কাছাড় (বাঁকুড়া জেলায় ও হিন্দীতে ব্যবহৃত; মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলেও)। প্রঃ—

কংসে কন্যা মারিল শিলাপাটে আছাড়িআঁ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

পরবন্ধে—স° প্রবন্ধে = আয়োজনে, উপকরণে। প্রঃ—

এসব কাজের আন্ধে জানিএ প্রবন্ধ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মাহুদ্যা প্রবন্ধ করে দিতে চায় শূলি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

জখি—স° জুষ ধাতু পরিমাণে। হি° জুখ্না। প্রঃ—

কাটিআ ছিড়িআ মাপিআ জখিআ সত হাথে হইল পোতা।—শূন্যপুরাণ।

শোল—স° ষোড়শ > প্রা° সোলহ।

ব্যালীশ বাজন---ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সমবায়ে ৪২ সুরের উপযুক্ত ৪২ প্রকারের তাল মান সুর সঙ্গত বাদ্য। প্রঃ—

বেআল্লিশ বাজনা বাজে জঅঢাক বাজে।—শূন্যপুরাণ।

দামামা দগড় বাজে বেয়াল্লিশ বাজনা।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

বাজন—স° বাদ্য > বাজ্জ (শূন্যপুরাণ) > বাজ; বাদন > বাজন। স° বাজ ধাতুও আছে, কিন্তু তাহা আছে ১৫ শতকের মেদিনীকোষে।

চতুর্দ্দশী—শিবপ্রিয় তিথি।

শৃণুস্বাবহিতো ব্রহ্মণ্ বক্ষ্যে মাহেশ্বরং ব্রতম্।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা নাম্না শিবচতুর্দ্দশী॥
* * * *
চতুর্দ্দশীষু সর্ব্বাসু কুর্য্যাৎ পূর্ব্ববদ্ অর্চ্চনম্॥
—মৎস্যপুরাণ ৯৫ অধ্যায়, শিবচতুর্দ্দশী ব্রত।

শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের মাহাত্ম্যকথা স্কন্দপুরাণে সবিস্তার বহুস্থলে আছে।

থাকে বীর উপবাসী—

চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা শম্ভো পরে হহনি।
ভোক্ষে হহং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর।
—গরুড়পুরাণ ১২৪ অধ্যায়, শিবরাত্রি-ব্রতকথা।

চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য চ শঙ্করম্।—মৎস্যপুরাণ, ৮০ অধ্যায়।

১০৬ পৃষ্ঠা

লবেক তোমার রাজ্য—পদ ও সম্মানের অনিশ্চয়তা লইয়া নিত্যই ভয়, তখনকার দেশের অবস্থার মতন স্বর্গেরও অবস্থা। শিবপূজার ফলে দৈত্য প্রবল হইয়া স্বর্গরাজ্য হরণ করিবে।

ভোল—স° বিহ্বল>প্রা° বিব্ভল, ভিব্ভল। পরে সংস্কৃতে ভোল শব্দও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল—ভোলো কামাদি-বিহ্বলে।—মেদিনী। ভুল ও ভোল সমার্থক। প্রাচীন বাংলায় ভুল অপেক্ষা ভোল অধিক প্রচলিত ছিল। প্রঃ—

রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল।—বিদ্যাপতি।

আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সামান্য বেশ্যার ভোলে অজামিল মুনি।—ঘনরাম।

যুঝিতে যুঝিতে বুড়া পড়ে গেল ভোলে।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

দিনা—দিনে, দিন।

সভাজন—স° সভাজ (সেবা, পূজা, সৎকার, অভ্যর্থনা, সম্বর্দ্ধনা) + অন (ভাবে) = সেবা, প্রীতিসম্পাদন, গমনাগমন-সময়ে সুহৃদাদির পরস্পর আলিঙ্গন আরোগ্য-প্রশ্ন স্বাগত-সম্ভাষণ ও সম্বর্দ্ধনা।

ইন্দ্রের শিবপূজার উদ্যোগ (১০৬—১০৭ পৃষ্ঠা)

১০৬ পৃষ্ঠা

বৃহস্পতি—সুরগুরু, অঙ্গিরসের পুত্র। অঙ্গিরস-পত্নী পুংসবন ব্রত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বরে বৃহস্পতিকে লাভ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

পতির্গুরুশ্ চ দেবানাং বৃহতাং জ্ঞানিনাং বরঃ।
পুত্রস্ তে ভবিতা সাধ্বি মদ্বরেণ বৃহস্পতিঃ॥
মদ্বরেণ ভবেদ্ যো হি স চ মদ্ বরপুত্রকঃ।
ত্বদ্গর্ভে মম পুত্রো২য়ং চিরজীবী ভবিষ্যতি॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ডে, ৫৯ অধ্যায়।

স্কন্দপুরাণের মতে বৃহস্পতি কাশীতে গিয়া শিবের তপস্যা করিয়া শিবানুগ্রহে লোকাধিপত্য ও দেবগুরুত্ব প্রাপ্ত হন।—কাশীখণ্ড ১৭ অধ্যায়।

ব্রহ্মা আঙ্গিরস বৃহস্পতিকে বিশ্বদেবগণের অধিপতি করেন।—হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব ৪ অধ্যায়। বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণ দ্রষ্টব্য।

বৃহস্পতি অতি প্রাচীন দেবতা; ঋগ্বেদে এঁর উল্লেখ বারম্বার আছে; সেখানে তাঁকে গণদিগের গণপতি, কবিদের কবি, জ্যেষ্ঠরাজ, ব্রহ্মণস্পতি ইত্যাদি বলা হইয়াছে (২।২৩।১, ৪।৫০।৫), এবং তাহা হইতেই তিনি সুরগুরুর পদ লাভ করিয়াছেন। (গণেশের ইতিহাস ও মৎপ্রণীত "বেদবাণী" দ্রষ্টব্য)।

১০৭ পৃষ্ঠা

তুলিবারে--স° তুল ধাতুর অর্থ উত্তোলন, উদ্ধে তোলন। ফুল তোলা অর্থ ফুল বৃন্তচ্যুত করা। সুতরাং ইহার মূল স ত্রুট্ ধাতু হওয়া সম্ভব।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রঃ—

পুষ্প তুলিবাক পচ্ছিম গেলা মালুঞ্চার বাড়ি।—শূন্যপুরাণ।

মুশলী—স° মুশলী মুষলী মুসলী = গৃহগোধিকা, জ্যেষ্ঠী, টিকটিকি।

জিঠি—স° জ্যেষ্ঠী = টিকটিকি। সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে জেঠি।

শাকুনশাস্ত্রের মতে টিকটিকির শব্দ কর্ম্মে বাধা সূচনা করে।

ঐশ্যানাং মরণং ধ্রুবং নিগদিতং দিগ্‌লক্ষণং খঞ্জনে।

জোষ্ঠিকতে ক্ষুতেঽপ্যেবম্ উচুঃ কেচিচ্চ কোবিদাঃ।—তিথিতত্ত্ব।

দুর্নিমিত্ত দর্শন ও শ্রবণের বিবরণ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ২৮১—২৮৩ অধ্যায়ে ও যুদ্ধ-বর্ণনার পর্ব্বগুলিতে আরো অনেক জায়গায় আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কংস মৃত্যুর পূর্ব্বে বহু দুর্নিমিত্ত দেখিয়াছিলেন, মৎস্যপুরাণে নিমিত্ত-লক্ষণ আছে। ষষ্ঠীবরের মনসামঙ্গলে (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ২৫৭ পৃষ্ঠা), ঘনশ্যাম দাসের রামায়ণে (ব-সা-প ৫৪৩ পৃঃ), দ্বিজ অভিরামের মহাভারতে (ব সা-প ৬২৩ পৃঃ), শ্যামদাসের ভাগবতে (ব-সা-প ৭৯৫ পৃঃ), এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণে দুর্নিমিত্ত-বর্ণনা আছে। যাত্রাকালের শুভাশুভ নিমিত্ত বিষ্ণুসংহিতা ৬৩ অধ্যায়ে আছে।

বুকে হাত দিয়া—বিনীত ভাব প্রকাশের জন্য।

বাধক—বাধা। তুঃ—

শুন রাম নাহি দেখি ইহাতে বাধক।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

যেন মতে ময়নামতী হস্তে ঝারি নৈল।

হাঁচি জিঠি বাধা বিস্তর পড়িল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কমণ আসুভক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা।

হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহি দিল বাধা॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

হাঁচি জিঠি যে-জন বারে।

বিঘ্নের সময় সে-জন তরে॥— ডাক।

নীলাম্বরের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ (১০৭—১০৮ পৃষ্ঠা)

১০৭ পৃষ্ঠা

আন—স° অন্য। অন্যথা।

আড়তি—স° আর্ত্তি=অভিলাষ। তাহা হইতে অর্থ নিয়োগ।—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়।

সবে—স° সর্ব্ব>প্রা° সব্ব>বা° সব। কেবল, সর্ব্বসাকল্যে। প্রঃ—

সে মর্ম্ম জানেন সবে সহস্রবদন।—চৈতন্য-ভাগবত।

গাছে—স° গচ্ছ। সিংহলী ও মালদ্বীপী ভাষায় গাছ (উচ্চারণ গাস)। স° উদগচ্ছ >গচ্ছ> গাছ।

১০৮ পৃষ্ঠা

পাঠাই—স° প্রস্থাপন>প্রা পট্‌ঠাবন>বা° পাঠাওন, পাঠানো।

মায়ের কাটিলা মাথা—পরশুরাম।

পুরু—যযাতি রাজার দুই পত্নী—শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা। শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসীরূপে রাজ অন্তঃপুরে গিয়াছিলেন, যযাতি গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করেন। দেবযানী ইহা জানিতে পারিয়া রুষ্ট হইয়া পিতাকে বলেন। শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে শাপ দেন—যে যৌবনের জন্য তুমি আমার কন্যাকে ত্যাগ করিয়া অন্য রমণীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছ, সেই যৌবন তোমার জরাগ্রস্ত হইবে। অনেক সাধ্য-সাধনায় শেষে শুক্রাচার্য্য এই বর দেন যে কেহ স্বেচ্ছায় নিজের যৌবন দিয়া তোমার জরা গ্রহণ করিলে তুমি জরামুক্ত হইতে পারিবে। যযাতি ক্রমান্বয়ে যদু তুর্ব্বসু দ্রুহ্যু অনু নামক চার পুত্রকে জরা লইয়া যৌবন দিতে অনুরোধ করিলেন, কেহ স্বীকার করিলেন না। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু স্বীকার করিয়া পিতাকে স্বীয় যৌবন দান করিয়া পিতার জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন।—মহাভারত, আদিপর্ব্ব ৭৬-৯৩ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ ৪।১০, মৎস্যপুরাণ। লিঙ্গপুরাণ পূর্ব্বভাগ ৬৭ অধ্যায়, ভাগবত ৯ স্কন্ধ, পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ৬৭ ইত্যাদি অধ্যায়; বামন-পুরাণ ২৪ অধ্যায়, ব্রহ্মপুরাণ ১২ অধ্যায়, হরিবংশ হরিবংশপর্ব্ব ৩০ প্রভৃতি অধ্যায়।

এই আখ্যায়িকায় পিতা যে পুত্রের যৌবন ধার লইয়া নিজের কামনা চরিতার্থ করিতেছে এই নির্লজ্জ হীনতার দিকটা কেউ দেখে না, দেখে মাত্র পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতায় পুত্র কি মহান্ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল। রামের বনগমনের ব্যাপারেও ঠিক এই দুই বিরোধী ভাব আছে।

নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন (১০৯—১১০ পৃষ্ঠা)

১০৯ পৃষ্ঠা

সাজি—স° শয্যা বা সজ্জা। পুষ্পের শয্যা বা যে পাত্রে পুষ্প সজ্জিত থাকে। প্রঃ—

কপার আকুড়াস হাথে কপার পুষ্পসাজি।—শূন্যপুরাণ।

কুড়ি—স° কর্ষণী > প্রা° কড্‌ঢণী > কড়ি, কুড়ি। কিংবা স° অঙ্কুর শব্দের অপভ্রংশ, যে যন্ত্র অঙ্কুরের আকার—আঁকুড়ী = আঁকুষী। প্রঃ—

মোর বনতরু ডালেঁ সজায়িআঁ আঙ্কুড়ী।
ফুল তুলি গৈল বাধা ভাঙ্গিআঁ পাখুড়ী॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
সুনার জে সাজি হাথে সুনার আকুডী॥—শূন্যপুরাণ।

হাথে—স° হস্ত > প্রা° হত্থ > হি° বা° ও° ম° হাথ, হাত।

শোঙরণ—স° স্মরণ > সমরণ > সোঙরণ। হি° সুমরণ।

কহ্লার—স° কহ্লার = শ্বেতোৎপল, সুঁদি, শাফলা, কুমুদ।

কৈরব—(স°) কুমুদ, শ্বেতোৎপল।

কালা—(স°) নীল গাছ, কালো রং বলিয়া নাম। নীলফুল।

সিউলী, শিয়লী—স° শেফালিকা, শেফালী > প্রা° সেহালিআ।

কলা—স° কদলী ? পা° কল = মটর, কলায় ?

কন্দল—(স°) নূতন অঙ্কুর, ভূমিকদলী, কন্দলী পুষ্প। মেঘদূতে (পূর্ব্বমেঘ ২১ শ্লোকে) এই ফুলের উল্লেখ আছে, ইহা বর্ষাকালে ফোটে।

ইন্দীবর—(স°) নীলপদ্ম।

ঝিটি—স° ঝিণ্টি। বাসক জাতীয় গাছ, শাদা হলদে নীল লাল বিবিধ রঙের ফুল হয়।

জাতি—(স°) মালতী ফুল।

যুতি—স° যূথী, যূথিকা—জুঁই।

দুইবুটি—স° দ্বিপুট > দোপাটি, দোপুটী, দোমুটী, দুমুটী, বহু নাম হইয়াছে। ময়মনসিংহ ঢাকা অঞ্চলে নাম দুফুটি। শূন্যপুরাণে দুইবটী। দুই বোঁটা থাকে বলিয়া নাম দুইবুটি বা দুইবটী।

রাঙ্গন—রঙ্গন, ফুল রঙ্গীন বলিয়া নাম।

নাগেশ্বর—(স°) নাগেশ্বর চাঁপা।

কুরুবক—স° কুরুবক।

কুরণ্টক—(স°) হলুদে ফুলের ঝিণ্টি, কাঁটা আছে বলিয়া নাম কুরণ্টক।

মরুবক—(স°) বনতুলসী, গন্ধতুলসী।

কনক—কনক-চাঁপা। স° কর্ণিকার। মুচকুন্দ ফুল।

করবীর—(স°) বা° করবী, শাদা ফুল।

লবঙ্গ—স° স্বনামখ্যাত ফুল, অথবা ইন্দ্রপুষ্প, ইন্দ্রযব।

দনা—স° দমনক, দ্রোণ > হি° দোনা, ও° দহনা।

ঘলঘলী—দ্রোণপুষ্প, তুলসী জাতীয়, শাদা ফুল।

বাকশানা—স° বঙ্গসেন > বা° বাক্‌সনা, বাসকনা = বকফুল।

প্রত্যঙ্গিরা—?

করির—স° বংশাঙ্কুর = বাঁশের কোঁড় হি° করীল—একরকম কাঁটা ঝোপ

Capparis spinosa

ধূলী কদম্বাদি বানা—(?)

আটু—(?)

চাঁপা—স° চম্পক > প্রা° চম্পঅ > বা চম্পা, চাঁপা।

কাঞ্চন—(স°) শাদা লাল ফুল গ্রীষ্মকালে ফোটে, কোবিদার।

কেশর—(স°) বকুল, নাগকেশর, পুন্নাগ, তৎবৃক্ষ ও ফুল।

উড়—স° ওড্র, ওড = জবাফুল।

মল্লিকা—(স°) বেলফুল।

জোড়—স° যুক্ত, যুগ্ম > স° জুড = বন্ধন।

১১০ পৃষ্ঠা

নেয়ালী—স° নবমল্লিকা > প্রা° নোমালিআ (শকুন্তলায়), নোআলিআ। টী° স° নেবালি, কৃ, কা,—নেআলী, শৃ, পু,—নিঅলি।

বান্ধুলী—স° বন্ধুলী, বন্ধুক—ফুল লাল, দুপুর বেলা ফোটে, এজন্য ও° হি° নাম দুপহরিআ, বা° দুপুরে স্থিয়া। সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে বাম্বুলি, বান্ধলি।

দুর্ব্বা—স° দর্ভ > প্রা° দুব্ব, দুব্বো > স° দূর্ব্বা। বিজয়-বাবু বলেন—দূর্ব্বা অর্ব্বাচীন শব্দ, প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত করা হইয়াছিল।

বিনা বৈ দূর্ব্বয়া দেবী পূজা নাস্তীহ কর্হিচিৎ।
তস্মাদ দূর্ব্বা গৃহীতব্যা সর্ব্বপুষ্পময়ী শিবে॥—তন্ত্রসার।

মুর্ব্বা—স° মূর্ব্বা—মুরগা ঘাস। এই ঘাসে ধনুকের ছিলা হইত বলিয়া ধনুর্গুণের এক নাম মৌর্ব্বী।

অতসী—স° অতসী—স্বনাম-খ্যাত গাছ, হলদে ফুল হয়। অথবা মসিনা তিসি ও শণের ফুল।

পারীজাত—স° পারিজাত—পালদে-মাদার।

অপামার্গ—(সং) আপাং, ফুলে তীক্ষ্ণ লোম থাকে

বাগননা—বাক্‌সনা ?

শাঁখ্রি—সং শমী।

তেনে—তোলে ?

ভদ্রবনা—সং ভদ্রবলা = গন্ধভাদালিয়া লতা। প্রাচীন বাংলায় ন ল প্রায় একরূপ লেখা হইত।

অবদাত—(সং) নির্ম্মল, শুভ্রবর্ণ।

বিষলাঙ্গলীয়—সং লাঙ্গলকী, অগ্নিশিখা। ওং আঙ্গলিয়া, বাং অন্য নাম ঈষলাঙ্গলা। রজনীগন্ধা জাতীয়, ফুল বড় বড় অগ্নিশিখাতুল্য বর্ণে ও আকারে, ফুলের বোঁটা ও ফুল অধোমুখ। এর অন্য নাম ইন্দ্রপুষ্প।

জটা—সং জটামাংসী, মূলবৎ কন্দ, সুগন্ধ।

বৃহতী—(সং) কণ্টকারী।

ঘুচায়্যা—সং ঘুষ ধাতু রধে > ঘুচ = দূর করা।

ভূইচাপা—সং ভূমিচম্পক (আধুনিক নাম)। হরিদ্রা জাতীয়, মাটি ফুঁড়িয়া কেবল ফুল ফোটে, পাতা থাকে না; বৈশাখ মাসে ফুল হয়, প্রাতে ফোটে; ফুল ফোটা শেষ হইলে পাতা বাহির হয়। কীটমারি হিং মুখজালী (Morning Dew, Drosera burmanni) গাছকে বাঁকুড়ায় ভূঁইচাপা বলে—শীতকালে ফুল ধরে।

তিলক—(সং) তিলফুল, মরুবক।

শপ্তলা—সং সপ্তলা = নবমালিকা, গুঞ্জা, পাটলা ফুল।

আঙ্গলা—সং আমলক, আমলকী > প্রাং আমলও > হিং ম আঁওলা, ওং অঁলা। প্রাচীন বাংলায় আওলা, আঙ্গলা।

কুড়চি—সং কুটজ, গিরিমল্লিকা; ফুল শাদা, সুগন্ধ, বর্ষাকালে ফোটে। মেঘদূতে যক্ষ মেঘকে কুটজ কুসুমের অর্ঘ্য দিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সর্ব্বানন্দের টীকা-সর্ব্বস্বে কুটজ, কুটচ।

কেয়া—সং কেতকী।

মদন—(সং) ধুতুরা, ময়না, খয়ের, আখ্‌রোট, বকুল গাছ ও ফুল।

বাসক—(সং) বাংলায় বাসক, বাক্স; ওং বাসঙ্গ। শাখাগ্রে বহু পুষ্প একত্র ফুটে, ফুল শাদা—গলায় হলদে, শীতকালে ধরে।

জইয়া—সং সর্ব্বজয়া, হলুদ জাতীয়, নানা বর্ণের ফুল হয়, Canna indica.

কোপীদার—সং কোবিদার = রক্তকাঞ্চন, মন্দার, পারিজাত।

পাটলা—(সং) পারুল ফুল।

ঘাটফুল—স° ঘণ্টক, ঘণ্টাকর্ণ; ঘণ্টাকৃতি মঞ্জরীতে শাদা ফুলের ভিতরে লালের ফোঁটা থাকে, সুগন্ধ, বসন্তকালে ফোটে ; ভাঁটফুল।

কল্যাকড়া—স° কলিকা, কর্ণিকার। কল্কে ফুল, কলিকাকৃতি হলুদবর্ণের ফুল। টী° স° কলিআর।

মৌল—স° মুকুল>প্রা° মউল, মৌল। স মধুক>প্রা' মহুঅ। টী° স° মহআ। মহুয়া, মৌল।

বসন্তিকা—স° বসন্তদূত=আম, মাধবীলতা, পাটলী, গণিকারী গাছ ও ফুল।

অখণ্ড শ্রীফল—অখণ্ডিত বিল্বপত্র, ত্রিপত্র বিল্বপত্র। বিল্বের নাম শ্রীফল হইবার কারণ চারটি—

(১) ভৃগো লক্ষীশ্চ যা ধেনুর গোরূপা সা গতা মহীম।
তদ গোময়-ভবো বিল্বঃ শ্রীশ্চ তস্মাদ অজায়ত॥
—বহ্নিপুরাণ, বামনপ্রাদুর্ভাবনামাধ্যায়।

গোময়াদ উত্থিতঃ শ্রীমান বিল্ববৃক্ষঃ শিবপ্রিয়ঃ।
তত্রাস্তে পদ্মহস্তা শ্রীঃ শ্রীবৃক্ষস তেন স স্মৃতঃ॥
—শিবপুরাণ ধর্মসংহিতা, ১৫।৮৩।

(২) সরস্বতী বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয়া হইলে বিষ্ণুর প্রীতিলাভের জন্য লক্ষী শিব-আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। তপস্যার সময় লক্ষী বিল্ববৃক্ষ হইয়া শিবকে পত্র পুষ্প ছায়া দান করিয়া প্রীত করেন। সেই অবধি বিল্ববৃক্ষ শ্রীবৃক্ষ ও বিল্বফল শ্রীফল নামে প্রসিদ্ধ ও শিবপ্রিয় হইয়াছে।—তন্ত্র।

(৩) লক্ষ্মী সহস্র পদ্ম দিয়া শিবপূজা করিতেছিলেন। শিব লক্ষ্মীর ভক্তি-পরীক্ষার জন্য দুটি পদ্ম চুরি করেন। তখন লক্ষ্মী সঙ্কল্পচ্যুতির ভয়ে পদ্মোপম স্তন দুটি কাটিয়া শিবের পূজা করেন। তুষ্ট শিবের বরে সেই স্তন হইতে বিল্বফল উৎপন্ন হয় এবং তার নাম হয় শ্রীফল এবং শিবপ্রিয়, এবং লক্ষ্মীর অঙ্গ শিবের বরে সম্পূর্ণ অক্ষত হইয়া উঠে।—বৃহদ্ধর্মপুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১০ অধ্যায়।

(৪) স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ২৫০ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে পার্ব্বতীর ললাটস্বেদবিন্দু ভূতলে পতিত হয় ও বিল (গর্ত) ভেদ করিয়া বৃক্ষরূপে উদ্গত হয়—সেইজন্য সে-বৃক্ষের নাম বিল্ব।

লোটাইয়া—স° লুট, লুঠ ধাতু—ভূম্যাদিতে অঙ্গচালন।

ডালে—স° দারু>প্রা° দালু, ডাবঅ; মাগধী প্রা° ডালঅং, প্রাকৃতলক্ষ্মীতে ডালা, ডালী শব্দও আছে। স° দলিক। ও° ডাল; হি° ডাব, ডাল; ম° ডাহলী; সাঁওতালী ডাব, ডেব, সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে তাল (ডাল?)। প্রঃ—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।—বৌদ্ধগান ও দোহা॥

এ বঙ্গ মালতীর ভরে নুইয়া পড়ে ডাল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

আম্বু জাম্ব মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

তামাল—স° তমাল। গাব জাতীয় গাছ,—কেঁদ, তেঁদ, বনগাব।

পিয়াল—স° প্রিয়ালক, পিয়াল। সর্বা° প্রিয়ালক। আঁঠির শাঁসকে হিন্দীতে চিরোঞ্জী বলে।

হিজল—স° ইজ্জল, হিজ্জল। জাম জাতীয় গাছ, দীর্ঘ মঞ্জরী হয়, জলের ধারে গাছ জন্মে, এইজন্য হিজল গাছে নৌকা বাঁধা প্রবাদ রটিয়াছে।

শেবতি—সেরতি বা সেবতী ছাপা হওয়া উচিত ছিল। সেঁউতী ফুল। স° সেরন্তী, সেমন্তী, সেরতী=দেশী গোলাপ ফুল, ফুল শাদা সুগন্ধ, Rosa moschata.

কর্ব্বটী—স° করবীর?

ইন্দ্রফুল—স° ইন্দ্রপুষ্প, ইন্দ্রপুষ্পা, ইন্দ্রপুষ্পিকা=লবঙ্গ, হন্দ্রযব, বিষলাঙ্গলা।

খইরী—খয়েরী, খয়েরর বর্ণের ফুল?

সতাবরী—স° শতাবরী=শতমূলী, শটী।

করঞ্জ—স° করঞ্জক=করঞ্জা, করমচা।

যুগল—স° যুগলাক্ষ=বব্বুর বৃক্ষ (?)।

শোনা—স° সুবর্ণক, স্বর্ণালু > টী° স° সোনালু, বা সোঁদাল, সোনা, ও° স্বর্ণারি। কাঞ্চন জাতীয়, ছড়া ছড়া সোনালি রঙের ফুল হয়। কৃ, কী, সৈনাহুল, হি° শঙ্খাহুলী।

দাড়িম্ব—(স°) ডালিম।

মুদিতমনা—আনন্দিত মনে।

বিদারি—স° বিদারী=ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপর্ণী।

আকন্দ—স° অর্ক, মন্দার। দুই নাম একত্র মিলিয়া হইয়াছে আকন্দ। শিব আকন্দ ফুলে খুব তুষ্ট।

তপনকাটা—স° তপন=আকন্দ; স° তপনীয়=কনক-ধুতুরা।

কর্ণীকার—স° কর্ণিকার।

সূর্য্যমণী—সূর্য্যমণি, দুপুরে সুর্য্যি। ফুল বেলা হইলে তবে ফুটে ও সন্ধ্যায় মুদ্রিত হয়, ফুল লাল শাদা হলুদে রঙের হয়।

দুলাল—তুলসী জাতীয় গাছ। দুলালচাঁপা—হরিদ্রা জাতীয়, ফুল শাদা, সুগন্ধ; অথবা
ডুলিচাঁপা—চাঁপার এক জাতি, বড় বড় শাদা ফুল হয়।

বিলশোনা—স° বিলসন=দীপ্তি; স° বিলম্বী—কামরাঙ্গা সদৃশ গাছ, ফুল লম্বিত হইয়া ঝুলে।

ভাবন্নাজি—?

পরিল—পূরিল, পূর্ণ করিল।

কোকিলাক্ষ—স° কোকিলাক্ষ=কোকিলের অক্ষি বা চক্ষুর ন্যায় রক্তবর্ণ ফুল হয় যার; কুলেখাড়া। সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে কোইলখা; ভরত—কুলিয়াখারা।

চিত্রক—(স°) চিতা।

গুন্নাল—গুলাল=বাবই-তুলসী।

গাথিল—স° গ্রথ ধাতু।

শিবপ্রিয় ফুলের তালিকা—শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ২৭—৩০ অধ্যায়ে আছে। কালিকা-পুরাণ ৫৫ ও ৬৮ অধ্যায়ে, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, একাদশীতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রে দেবতাদের প্রিয় অপ্রিয় পুষ্পপত্রাদির তালিকা আছে। পরস্পর-বিরোধিতা সকল তালিকাতেই দেখা যায়,—কেউ বিধি দিয়াছেন এবং কেউ নিষেধ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের তালিকা সেইসব শাস্ত্র হইতে এলোমেলো ভাবে লওয়া, এক ফুলের নাম দুবারও করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের রচনার এই একটি বিশেষত্ব যে তালিকা দিবার সুযোগ পাইলে তিনি আর সে প্রলোভন সাম্‌লাইতে পারেন না—শব্দের পর শব্দ বসাইয়া শ্রোতাদের কান ও পাঠকের মন ভরাইয়া তাক লাগাইয়া দেওয়া চাই। রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন দাশুরায়ের অনুপ্রাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কবিকঙ্কণের নামতালিকা সম্বন্ধেও বেশ বলা চলে—"কবিকে থাম থাম বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার না করিলে এই প্রবাহ স্থগিত হইবার নহে।"

ধর্ম্মপূজাবিধানে দেবদেবীদের দেয় ফুলের বহু তালিকা আছে। শূন্যপুরাণে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বহু পুষ্পনামের তালিকা আছে।

ইন্দ্রের শিবপূজা (১১১—১১২ পৃষ্ঠা)

১১১ পৃষ্ঠা

জয় জয়—জয়-জয়েতি শব্দৈশ্চ সেবিতং নিজভক্তকৈঃ।—শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ২৭।৬০।
চৌদিকে জগ জগ আনন্দেত পুরমঅ।—শূন্যপুরাণ।

হরিহয়—হরিৎবর্ণ অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা যাঁর তিনি, ইন্দ্র। ভাগবতে উচ্চৈঃশ্রবা শ্বেতবর্ণ, মতান্তরে পিঙ্গলবর্ণ। রঘুবংশে ইন্দ্রের অশ্ব হরিৎবর্ণ বলা হইয়াছে—হরিং বিদিত্বা হরিভিশ্চ বাজিভিঃ।—৩।৪৩। ঋগ্বেদে (১০।৯৬) ইন্দ্রের সর্ব্বস্বই হরিৎ।

অন্যোন্যভাবে—অনন্যভাবে।

বাগীশ—বাক্‌পতি, বৃহস্পতি, বাচস্পতি।

শ্যাম—সাম।

রুদ্রের অধ্যায় মহিমা—যজুর্ব্বেদের রুদ্রাধ্যায় বা শতরুদ্রীয় নামক অংশ—রুদ্রের মহিমা-প্রচারক। রুদ্রের প্রসাদ লাভের জন্য পাঠ করা বিধি।

দিঠ—স° দৃষ্টি > প্রা° দিট্‌ঠি > বা° দিঠি, দিঠ। প্রঃ—

আইস বাছা পরমহংস থাক মোর দিঠে।—শূন্যপুরাণ।

পাখাল—স° প্রক্ষাল > পা° পক্‌খাল। প্রঃ—

পাখালি চরনে মুছিআ বসনে
বসিল পিতল খাটে।—শূন্যপুরাণ।

মুছি—স° মুচ ধাতু হইতে মুঞ্চ > মুছ।

নিছনী—১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মঞ্জুল—(স°) সুন্দর, মনোহর।

পুরহর—দৈত্যদের ত্রিপুর যিনি হরণ করেন, শিব।

১১২ পৃষ্ঠা

ডমুরু ডিমিডিমি—তুঃ—

ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিডিম্ ডিম্ ডিমিমরু ডমরুং বাদয়ন্ সূক্ষ্মনাদম্,
বম্ বম্ বম্ বম্ ববম্ বম্ ভ্রমিত-দশশিবাস্ তালমানেন নৃত্যন্,
কর্পূরাসিক্তভস্মপটিতপটুজটালম্বিরুদ্রাক্ষমালো
মায়াযোগী দশাস্তো রঘুরমণপুরঃ প্রাঙ্গণে প্রাদুরাসীৎ॥
—রামলীলামৃত।

মুশক্ত—সন্ধিতে সন্ধিতে, মাঝে মাঝে।

শিঙ্গা—শৃঙ্গ-তূর্য্য।

ডম্ফ—ফা° দফ্, হি° ডফ্। আনদ্ধ যন্ত্র। কৃত্তিবাস এই শব্দের ভূরি প্রয়োগ করিয়াছেন।

মুখবাদ্য—শিবপূজায় মুখবাদ্য করা বিধি—

গন্ধ-পুষ্প-নমস্কারৈর্ মুখবাদ্যৈশ্ চ সর্ব্বশঃ।
—লিঙ্গপুরাণ; তিথিতত্ত্ব।

ততঃ স্তোত্রং সমাদায় জপঞ্চৈব সমর্পয়েৎ।
মুখবাদ্যং ততঃ কৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ॥
—প্রাণতোষিণী তন্ত্র, শিবপূজাপ্রকরণ।

কৈলাসপর্ব্বত মুখবাদ্যে সর্ব্বদা ধ্বনিত—
মুখপ্রযত্নবাদ্যৈশ্চ বর্ণিতা-স্ফোটিতৈস্ তথা।
ক্রীড়াচেষ্টিতবাদ্যানাং নির্ঘোষৈঃ পূর্ণকন্দরে॥
—শিবপুরাণ, সনৎকুমারসংহিতা, ৫১ অধ্যায়, ৩৫ শ্লোক।

শিব নিজে মুখবাদ্য করেন, তাই দক্ষ নিন্দা করিতেছেন—
বদনে বাজয়ে বাদ্য, আপনি আপনা গালে চড়।
—শিবায়ন, বঙ্গসাহিত্যপরিচয় ১১৮ পৃষ্ঠা।

অষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ নতি—
পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যাম্ উরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চৈব প্রণামো ঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥—তন্ত্রসার।
জানুভ্যাঞ্চ তথা পদ্ভ্যাং পাণিভ্যাম উরসা ধিয়া।
শিরসা বচসা দৃষ্ট্যা প্রণামো ঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥—পাঠান্তর।

দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, জানুদ্বয় ও দুই চরণ—অষ্টাঙ্গ।
প্রসার্য্য পাদৌ হস্তৌ চ পতিত্বা দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ।
জানুভ্যাম অবনীং গত্বা শিরসা স্পৃশ্য মেদিনীম্।
ক্রিয়তে যো নমস্কার উত্তমঃ কায়িকস্তু সঃ॥
—কালিকাপুরাণ, ৭০ অধ্যায়।

জত্তনেকমন—যত্নৈকমন, যত্নে একচিত্ত।
প্রশুন—স° প্রসূন=পুষ্প।

ভগবতীর মৃগীরূপ ধারণ (১১২—১১৪ পৃষ্ঠা)

১১২ পৃষ্ঠা

ছলিয়া—অন্যায় ছলনা, নিষ্ঠুরতা, খামখেয়ালী ও অকারণ প্রসাদ শক্তির লক্ষণ। তাই চণ্ডী অকারণে নিগ্রহ অনুগ্রহ ছলনা করিয়া আপনার শক্তির পরিচয় দিবার সঙ্কল্প করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে ছলনা-রূপ অধর্ম্মের ভিত্তির উপর। সেকালের লোকের মনে ধর্ম্ম ও নীতি অবিচ্ছেদ্য সমনাম হইয়া উঠে নাই।

১১৩ পৃষ্ঠা

অষ্ট দীন—চণ্ডীর গান ও পূজা অষ্টাহব্যাপী হইত বলিয়া তার নাম অষ্টমঙ্গলা।

ভীতর—ভিতর। স° অভ্যন্তর>অর্দ্ধমাগধী অব্ভিংতর, অপ° প্রা° ভিত্তরি, ভীতর, ভীতরু; ম° ভিতরী। প্রঃ—

ছয় মাসের কাহিলা রাজা মহলের ভিতর।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

তিন দিবসের সঙ্গে—?

মাইয়া—মায়া, কুহকজাল।

করণ্ড—(স°) সাজি, ঝুড়ি।

আঁকুড়ি—স° অঙ্কুর। অঙ্কুরে যেমন একটি সরল ও একটি বক্র পত্র থাকে সেই আকারের যন্ত্র।

১১৪ পৃষ্ঠা

প্রতিকূল হৈলা বায়ু—বায়ু প্রতিকূল হইলে অশুভ নিমিত্ত সূচনা করে।—তুঃ—

পবনস্তানুকূলত্বাৎ প্রার্থনাসিদ্ধিশংসিনঃ।—রঘুবংশ ১।৪২।

বামে মধুরবাক্‌পক্ষী বৃক্ষঃ পল্লবিতোঽগ্রতঃ।

অনুকূলো বহন্ বায়ুঃ প্রয়াণে শুভশংসিনঃ॥—জ্যোতির্নিবন্ধ।

—বসন্তরাজশকুন।

"ঝঞ্ঝাবাতং রক্তবৃষ্টিং বাত্যঞ্চ নৃপঘাতকম্‌" দেখিয়া যাত্রা অশুভ।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

মিত্রদৈবানুকূল্যে হি প্রাতিকূল্যে পরস্য চ।

যায়াদ্‌ ভূপো যতো দৈবং বলম্‌ এতৎ পরং মতম্‌॥—যুক্তিকল্পতরু।

বাম ছাড়ি......গোমায়ু—শৃগাল বামে থাকিলে শুভ ও দক্ষিণে থাকিলে অশুভ করে—

বামে শব শিবা কুম্ভ দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজঃ।

নকুলঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ ন সর্পশ্চ কদাচন॥

—ফলিতজ্যোতিষ, শকুনাধ্যায়।

ভিয়েঽর্থনাশায় চ দক্ষিণা স্যাদ্‌।

বামা পুনর্বাঞ্ছিতকার্য্যসিদ্ধ্যৈ॥—বসন্তরাজশকুন।

শস্তা হি বামা গতির্‌ অস্য।

শস্তো বামো নিনাদো নিশি বা বহুনাম্‌।—বসন্তরাজশকুন।

দক্ষিণে চ শৃগালঞ্চ কুর্ব্বন্তং ভৈরবং রবম্‌—কংস মৃত্যুর প্রাক্‌কালে দেখিয়াছিলেন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

বাঞ্‌র শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে ॥
বামে সর্প দেখিলেন, শৃগাল দক্ষিণে।
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে ॥
—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড।

কাষ্ঠভার—"অঙ্গার-ভস্মেন্ধন" অশুভ নিমিত্ত।—বসন্তরাজশকুন।

ইন্ধনঞ্চ তথাঙ্গারং গুড়ং তৈলং তথাশুভম্।
—মৎস্যপুরাণ ২৪৩ অধ্যায়।

নারী করয়ে ক্রন্দন—রোদনং ন শুভং যানে বাহনস্য পলায়নম্।—জ্যোতির্নিবন্ধ।

"মুক্তকেশীং ছিন্ননাসাং রুদন্তীঞ্চ দিগম্বরাম্" দেখিয়া যাত্রা অশুভ।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ডোমচিল—যাত্রাকালে "শিবাং বিপ্রং শঙ্খচিল্লং খঞ্জনং সজ্জনং তথা" দেখা মঙ্গলজনক (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৬।৪৭)। ডোমচিল শঙ্খচিলের বিপরীত বলিয়া অযাত্রা।

দিঘল তরঙ্গ—দীর্ঘতা আছে যাহাতে তাহা দীঘল, লম্ফন তরঙ্গের ন্যায় নীচে হইতে উপরে উঠিয়া আবার নীচে নামে বলিয়া তরঙ্গ মানে লম্ফন। দীর্ঘ লম্ফন। প্রঃ—

পসারে নদীর মাঝে হস্ত সে দীঘল।—কৃত্তিবাস, উত্তরাকাণ্ড।

যুঝিতে যুঝিতে বুড়ার বেড়ে গেল রঙ্গ।
লাফ দিয়া উঠে যেন বয়সে তরঙ্গ ॥—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

নীলাম্বরের খেদ (১১৫—১১৬ পৃষ্ঠা)

১১৫ পৃষ্ঠা

শাল—সং শল্য > সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে শেল্ল। সং শিলা, শৈল > পাং সেল। প্রঃ—

এ শাল থাকিল বুকে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মারীচ—তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র; রামচন্দ্র তাড়কাকে বধ করিয়া বায়ব্য অস্ত্রে মারীচকে লঙ্কায় নিক্ষেপ করেন এবং রাবণ তাহাকে আশ্রয় দেন; রাবণের আদেশে সে মায়ামৃগ হইয়া সীতাকে প্রলুব্ধ করিয়া সীতাহরণের সুযোগ করিয়া দিয়াছিল।—রামায়ণ।

পঞ্চবাণ—পঞ্চ সংখ্যক বাণ যার, মদন। বহুব্রীহি সমাস। ১৬৯ ও ১৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পুরমথন—দৈত্যপুর মথন করেন যিনি, শিব।

রাজা—ইন্দ্র।

ফুটে—স° স্ফুট ধাতু। প্রঃ—

প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর।

যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

আচর—স° আ+চৃ ধাতু—ঈষৎ চেরা দাগ। রাঢ়ে আঁচড়। আ+চির ধাতু বিদারণ।

প্রঃ—

চিরণীতে কেশ আঁচড়িয়া সখীগণ।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

বুক—স° বুক্ক, বৃক্ক—বুক্কা হৃগ্রমাংসং হৃদয়ং হৃৎ।—অমরকোষ। প্রঃ—

বাইশ মোন পাষাণ দেও বুকত বান্ধিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

১১৬ পৃষ্ঠা

ইন্দ্রবালা—ইন্দ্রের বালক বা পুত্র। বালক অর্থে বালা প্রয়োগ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে প্রচুর—

সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর নান্দো যশোদার বালা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বিজয় করিল যেন নন্দঘোষের বালা।—চৈতন্যভাগবত, মধ্য ২৩।

ছাওনির তলে চলিয়াছে লক্ষীন্দর বালা।

—বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

স্ত্রীলিঙ্গে বালী।

দুইপর—দুই প্রহর।

সম্ভ্রমে—ভয়জনিত ত্বরা করিয়া।

নীলাম্বরকে সদাশিবের অভিশাপ (১১৬—১১৭ পৃষ্ঠা)

১১৬ পৃষ্ঠা

পানে—স° প্রতি। প্রঃ—

পথ পানে চাই দেখিতে না পাই।—চণ্ডীদাস।

জত তত—স° যাবৎ তাবৎ।

দারুপিপিলিকা—কাঠ-পিঁপড়া।

অবশ্য অবিসাঁপ—স্নেহ সর্ব্বদা অশুভশঙ্কী। পিতার মনে ভাবী বিপদের আশঙ্কা উদয় হইতেছে।

১১৭ পৃষ্ঠা

পোড়ে—স° পুট, পুড=দাহ।

বিমবিশ—স° বিমর্ষ=অসন্তোষ। প্রঃ—

নাতিনীব মোহে বড়ায়ি মনে বিমবিষে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ত্রিদশ—৫০ পৃষ্ঠাব টীকা দ্রষ্টব্য।

জনম-ভিখাবী—স° জন্ম শব্দ সম্প্রসারণে জনম, স° ভিক্ষাকাবী>প্রা° ভিখারী (প্রাকৃত পৈঙ্গলে)। শিব সতীব শাপে দবিদ্র হইয়াছিলেন।—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্যখণ্ড ১১ অধ্যায়। ২০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাট-নেত—স° পট্ট-নেত্র=পট্টবস্ত্র। 'স্যাজ্জটাংশুকয়োঃ নেত্রম্।'—অমবকোষ। প্রাচীন বাংলায় নেত পাটনেত কাপড়েব যে বহু প্রচলন ছিল, সাহিত্যে তাহাব বাবম্বাব উল্লেখ দেখিয়া বুঝা যায়।

সুনাব কলসি নিল নেতব বসন।—শূন্যপুবাণ।

ভীম মুখে—(১) ভয়ঙ্কব মুখে, (২) ভীমেব অর্থাৎ শিবেব মুখে।

নয়নে নির্গত অগ্নি—(১) শিব স্বয়ং অগ্নি, (২) হবেব তৃতীয় নয়ন অগ্নি, (৩) অগ্নি ক্রোধেব রূপক মাত্র। সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি শিবেব ত্রিনয়ন।—স্কন্দপুবাণ মাহেশ্বব-খণ্ডে অরুণাচলমাহাত্ম্য ৩ অধ্যায়, কাশীখণ্ড ৬৩ অধ্যায়, পদ্মপুবাণ পাতালখণ্ড ৬৯ অধ্যায়।

ঝলকে—স জ্বালা, জ্বলকা। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মেদিনীকোষে ঝলা শব্দ আসিয়াছে, ঝলা=আতপ-উর্ম্মি। দ্বাদশ শতকেব হেমচন্দ্রকোষে—'জ্বালার্চ্চিব ঝলক্কা' দেখা যায়। শূন্যপুবাণে ঝলমল আছে। প্রঃ—

মুখে বক্ত উঠে তাব ঝলকে ঝলকে।—কৃত্তিবাস, সুন্দবাকাণ্ড।

মোব দোস নাহিঁ—ইন্দ্র এমনি কাপুরুষ ভাব যে তাড়াতাড়ি ছেলেব ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজে খালাস হইবাব চেষ্টা কবিতেছেন।

ঝাট—স° ঝটিতি>প্রা ঝট্টি, অস ঝাণ্ট, কৃষ্ণকীর্ত্তনে ঝাঁট। কৃত্তিবাসে—ঝাট, ঝটী=

ঝাট গিয়া কব তুমি বাজ-সম্ভাষণ।

ঝটী চল মামা তুমি আমাব বচনে।—কৃত্তিবাস, সুন্দবাকাণ্ড।

শিবেব এই ক্রোধ ও শাপ দেওয়া বেশ সুসঙ্গত সকাবণ হয় নাই। যিনি সমুদ্র-মন্থনোৎপন্ন বিষ পান কবিয়া নীলকণ্ঠ, তিনি একটা কাঠপিপড়াব বিষে কাতব হইলেন! আবাব কাঠপিপড়া ত স্বয়ং চণ্ডী। সুতবাং নীলাম্বব ইচ্ছা কবিলেও

তাঁকে ফুল হইতে বাছিয়া ফেলিতে পারিত না; অতএব এর জন্য শাপ দেওয়া উচিত ছিল চণ্ডীকেই, নীলাম্বর বেচারাকে নয়। কবি এখানে ঘটনা-সমাবেশে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলায় সুসঙ্গতি ও কৃতিত্ব দেখাইতে না পারাতে শিব ও চণ্ডীর চরিত্রে স্বার্থপর ছলনা ও নীচতাই আরোপিত হইয়াছে।

নীলাম্বরের স্তব (১১৮—১১৯ পৃষ্ঠা)

১১৮ পৃষ্ঠা

পান করি কালকূটে—নীলাম্বর এই কথায় ঘুরাইয়া শিবকে এই বলিতে চাহিয়াছেন যে বিষ যদি স্বেচ্ছায় পান করিতে পারিয়া থাক তবে কাঠপিঁপড়ার বিষে তোমার কি বা ক্লেশ। কিন্তু পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৩২ অধ্যায় অনুসারে শিব বিষ্ণুর নাম-প্রভাবে বিষ জীর্ণ করেন।

মোর দৈব—দেবতারও আবার দৈব!

আপনে হানহ দারু—স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ১৪৫।৪৬ শ্লোকে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—স্বয়ং সংবর্দ্ধ্য কটুকং ছেত্তুং কোঽপি ন চার্হতি। এবং কালিদাসের কুমারসম্ভবে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুম্ অসাম্প্রতম্ (দ্বিতীয় সর্গ ৫৫ শ্লোক)। সেই কথা স্মরণ করিয়া কবি নীলাম্বরকে দিয়া তার বিপরীত বাক্য তিরস্কার রূপে বলাইয়াছেন।

ধনঞ্জয়—অগ্নি। নিদর্শনা অলঙ্কার। কারো উপরে অবাস্তবিক ধর্ম্ম বা কার্য্য আরোপ করিলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়।

কামসম্বরী—কাম-অরি বা কামনা-অরি হইবে।

ভবা—সং ভূ ধাতু ভবণ, ভাব। ভাব শব্দের বর্ণবিপর্য্যয়ে ভবা।

ফুলের নাঅ কাহ্নাঞি নাহি সহে ভবা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বেচিল—সং বি + √ক্রী ধাতু হইতে বাং বেচ ধাতু।

জেন—যেন, যেমন।

১১৯ পৃষ্ঠা

ভর্গ—শিবের এক নাম।

চারি মাসে—দেবতার চার মাস = মানুষের ১২০ বৎসর। মানুষের এক বৎসরে দেবতার এক অহোরাত্র—উত্তরায়ণ দিবা ও দক্ষিণায়ন রাত্রি।—মনুসংহিতা ১।৬৬, ৬৭। উত্তর মেরুতে এইরূপ হয়—ছয় মাস দিন, ছয় মাস রাত্রি। ৩০ দিনে এক

মাস ধরিলে চার মাসে ১২০ দিন দেবতার ও ১২০ বৎসর মানুষের। মানুষের পরমায়ুর সীমা ১২০ বৎসর—

শতং বর্ষাণি বিংশত্যা নিশাভিঃ পঞ্চভিঃ সহ।
পরমায়ুর্ ইদং প্রোক্তং নরাণাং করিণাম্ ইহ॥—শব্দমালা।

নরা গজা বিশে শয়
তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়।—খনার বচন।

জ্বর আখ্যা মাহেশ্বর—দক্ষ শিবকে যজ্ঞভাগ না দেওয়াতে ক্রুদ্ধ শিবের ললাট হইতে পতিত স্বেদবিন্দু বা নিশ্বাস হইতে এক ক্রূরদর্শন পুরুষের উৎপত্তি হয়; ব্রহ্মা তার নাম রাখেন জ্বর।—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৮২ অধ্যায়। ব্রহ্মপুরাণ ৪০ অধ্যায়। স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কেদারখণ্ড ৩ অধ্যায়। হরিবংশ।

বৃত্রাসুরকে বধ করিবার জন্য ঋষিরা মহেশ্বরকে অনুরোধ করিলে—

ততো ভগবতস্ তেজো জ্বরো ভূত্বা জগৎপতেঃ।
সমাবিশৎ তদা রৌদ্রো বৃত্রং লোকপতিং তদা॥
—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৮০ অধ্যায় ৩০ শ্লোক।

বাণাসুর অনিরুদ্ধকে বন্দী করিলে কৃষ্ণ বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন; শিব ভক্ত বাণের পক্ষ হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং—

কালাগ্নিরুদ্রঃ কোপেন চিক্ষেপ জ্বরম্ উল্বণম্।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ১৮৬ অধ্যায়।

বিদ্রাবিতে ভূতগণে জ্বরস্ তু ত্রিশিরাস ত্রিপাৎ
অভ্যধাবত দাশার্হং দহন্নিব দিশো দশ॥
—শ্রীমদভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৬৩ অধ্যায়।

বৈদ্যকমতে মানুষের জ্বর—দক্ষাপমান-সংক্রুদ্ধ-রুদ্র-নিশ্বাস-সম্ভবঃ।

গলে তুলসীর মালা—নীলাম্বরের মৃত্যুর বর্ণনা যেন বৈষ্ণবের গঙ্গাযাত্রা। কবি যে বৈষ্ণব এইখানে তার আর-একটি প্রমাণ পাওয়া গেল।

ইন্দ্র কর্তৃক শিবের স্তব (১১৯—১২০ পৃষ্ঠা)

১১৯ পৃষ্ঠা

মন্দাকিনী—মন্দাকিনী স্বর্গের গঙ্গার নাম।

ভোগবতী চ পাতালে, স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।—ধর্ম্মপূজাবিধান।

নর্ম্মদা নদীরই অপর নাম মন্দাকিনী।—

নর্ম্মদাম্ আহ দেবেশো গচ্ছ ত্বং দক্ষিণাং দিশম্॥
এবং সা দক্ষিণা গঙ্গা মহাপাতকনাশিনী।

* * * *

বহত্যেষা চ মন্দেন তেন মন্দাকিনী স্মৃতা॥
—স্কন্দপুরাণ আবন্ত্যখণ্ডে রেবাখণ্ড ৬ অধ্যায়।

স্বর্গে মন্দাকিনী প্রোক্তা, ত্বধো ভোগবতী তথা।
মধ্যে বেগবতী গঙ্গা পাবনার্থং নৃণাং শিবা॥
—পদ্মোত্তর ২৪০।৪৬।

স্বর্গে গঙ্গা মন্দাকিনী হইল আখ্যান।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

১২০ পৃষ্ঠা

জিনে—স° জিত। প্রঃ—

যে জিনে বিচারে ররিবা তাহারে।—ভারতচন্দ্র।
সজল-জলদ-রুচি জিনি দেহ-কান্তী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

জন্য—স° জন+য=জন্মের কারণ।

অবধান—মনোযোগ, লক্ষ্য।

প্রবর—ইন্দ্রের বন্ধু। ইনি পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তপঃসিদ্ধ হইয়া স্বর্গে গেলে ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। কৃষ্ণ পারিজাত হরণ করিতে গেলে ইনি ইন্দ্রের পক্ষে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করেন। ষট্‌পুরের দানবদিগকে নিহত করিবার সময়ে ইনি কৃষ্ণকে সাহায্য করেন।—হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ১৪২ অধ্যায়।

ছায়ার সহমরণ (১২০—১২১ পৃষ্ঠা)

১২০ পৃষ্ঠা

জলশাহি—জলশায়ী।

১২১ পৃষ্ঠা

আলাইলা—আলুলায়িত করিল। প্রঃ—

আলালিলা পদ্মজা কেন হাথ পা।—শূন্যপুরাণ।

মাণিকচন্দ্র রাজার গানে আউ[illegible]।

নাড়য়ে—সং নড় ধাতু ভ্রংশে, বিচলনে ; তাং নড়=চল। নড়+ণিচ=নাড়ি ধাতু সঞ্চালনে। প্রঃ—

এড়িলেক শেলখান দিয়া অঙ্গ নাড়া।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

আবডাল—মাণিকচন্দ্র রাজার গানে ময়নামতীর সহমরণের চিত্র তুলনীয়—

সুবর্ণ কাটারী আমের ঠাল নিল হস্তেত করিয়া।

—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ৪২ পৃষ্ঠা।

মোর্ পরমায়ু লৈয়া.........থাক জিয়া—তপতীকে সম্বরণ যেমন নিজের পরমায়ু দিয়া বাঁচাইয়াছিলেন সেইরূপ। তুঃ—

আমার পরমায়ু লয়ে বেঁচে থাক তুমি।

তোমার আপদ লয়ে মরে যাই আমি॥

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

মদনভস্মের পর রতিও এই বলিয়া খেদ করিয়াছিলেন।

সভার—সবার, সকলের।

বদলে—আং বদল=পরিবর্ত্ত। প্রঃ—

এক মাছির বদলী বিয়াল্লিশ মাছি হয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

খণ্ডকপালী—কপাল (অদৃষ্ট) খণ্ডিত যে স্ত্রীলোকের।

ডুবিনু—সং বুড় ধাতু নিমজ্জনে >প্রাং বুড্ড ; বুড বর্ণবিপর্য্যয়ে ডুব। সং মস্জ স্থানে পালিতে ডুব্ব আদেশ হয় ; পাং ডুব্ব>বাং ডুব। প্রঃ—

আঙ্গরার সমেত ময়নাক দেও জলে ডুবাইয়া।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

সুরনদি—মন্দাকিনী নদী।

দুই কুলে—শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল।

বাতি—সং বর্ত্তি। সতীমহিমায় উজ্জ্বল করিয়া।

৬৩ পৃষ্ঠার টীকায় সহমরণের বিষয় দ্রষ্টব্য।

নিদয়াকে ভগবতীর ঔষধ দান (১২২—১২৩ পৃষ্ঠা)

১২২ পৃষ্ঠা

দোয়াদসী—সং দ্বাদশী। প্রঃ—

কোন দিনা দিমু মোর হাতত দোয়াদশ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

আড়াই হালা ধান পুড়এ দুআদস বছর।—শূন্য পুরাণ।

জরতি—জরাযুক্তা। চণ্ডী শ্রীমন্তকে মশানে জরতী বেশে দেখা দিয়াছিলেন; অন্নদা-মঙ্গলেও অন্নদা জরতী-বেশে ব্যাসকে ছলনা করেন। জরতী দেবী অনার্য্যদের প্রভাব প্রকাশ করে কেউ কেউ এমন অনুমান করেন।

ভিক্ষা-আসে—ভিক্ষার আশায়।

সধর্ম্মকেতু—বৌদ্ধধর্ম্মের নাম সদ্ধর্ম্ম; সেই নামের অনুরূপ ব্যাধের নাম ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

নিদইয়া—সধর্ম্মকেতুর স্ত্রী।

পিড়ি—স° পীঠ। প্রঃ—

তিন খুরেত চারি জুগে পীড়ির বন্ধন।—শূন্যপুরাণ।
তিন খুরা চারি যুগে পেঁড়ির নিস্মান।—ধর্ম্মপূজাবিধান।

গ—স° অঙ্গ (সম্বোধনবাচক অব্যয়)>গ, গো। এমন আত্মীয় যে স্বীয় অঙ্গ সদৃশ।

প্রঃ—

এহা দুখ বড়ায়ি গ সহিতেঁ না পারী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

অচিরে—অবিলম্বে, শীঘ্র।

অন্যে সে স্বামী ধন্যা—অন্য স্ত্রীলোকেরা স্বামীর প্রীতি পাইয়া স্বামীধন্যা, কিন্তু আমার স্বামীর পুনরায় বিবাহের চেষ্টায় 'ঘটক ভ্রমে স্থানে স্থানে।'

কল্যাণ-নিদানে—কল্যাণের মূলীভূত মঙ্গলচণ্ডীকে।

তোমার করাইব দাস—এই অঙ্গীকারে চণ্ডীপূজা প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত হইল। নিদয়ার পুত্র চণ্ডীর দাস হইয়া চণ্ডীপূজা প্রচার করিবে।

ঔষধ—পাড়াগেঁয়ে অজ্ঞ স্ত্রীলোকের ছবি এই প্রসঙ্গে সুন্দর ফুটিয়াছে—ঔষধ তুকতাক দৈবশক্তিতে বিশ্বাস স্ত্রীলোকদের মজ্জাগত।

শোহাগ—স° সৌভাগ্য>প্রা° সোহগ্গ। অতি স্নেহ, আদর, প্রীতি। প্রঃ—

লোক-অনুরাগ ঘরের সোহাগ পতির আরতি নাশি।—জ্ঞানদাস।

১২৩ পৃষ্ঠা

সিনান—স° স্নান। প্রঃ—

নারিকেল-জলে পরভুক সিনান করাইল।—শূন্যপুরাণ।

ডালী—স° দ্বিদল, দালি, দালী (ভাবপ্রকাশে)। ও° ডালি, হি° ম° ডাল।

বড়ি—স° বটী, বটিকা।

কড়ি—স° কপর্দ্দক>প্রা° কপড্ডঅ>কবড়ী>কড়ি। প্রঃ—

কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

পণ—স° পণক।

হিরা—হীরাবতী, সঞ্জয়কেতু ব্যাধের স্ত্রী।

বল হরি সর্ব্বজন—চণ্ডীমঙ্গল শুনাইতে শ্রোতাদের হরি বলিতে অনুরোধ কবির বৈষ্ণবত্বের পরিচায়ক।

এই প্রসঙ্গে কন্যা-জননীর উদ্বেগ, কেবল কন্যার জনকের পুত্রার্থে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় স্ত্রী সত্ত্বেও ঘটক নিয়োগ, পুত্র লাভের জন্য ঔষধ সেবন, ঔষধ-দাত্রীকে ঔষধের মূল্য স্বরূপ চাল ডাল বড়ি ও নগদ চার পণ কড়ি দেওয়া প্রভৃতি সেকালের গ্রাম্য সমাজের চিত্র অস্পষ্ট হইলেও উপভোগ্য ও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

নিদয়ার গর্ভ (১২৪—১২৬ পৃষ্ঠা)

১২৪ পৃষ্ঠা

পুলমজা—পুলোম দৈত্যের কন্যা শচী ; পুলোম দৈত্যকে বধ করিয়া ইন্দ্র শচীকে বিবাহ করেন।

অন্বের—অন্বের।

১২৫ পৃষ্ঠা

মৃত্তিকা—গর্ভিণীর মৃত্তিকা ভক্ষণে আগ্রহ জন্মে। কালিদাসের রঘুবংশে (৩।৩) আছে মহারাজ দিলীপ মহিষী সুদক্ষিণার

তদাননং মৃৎসুরভি ক্ষিতীশ্বরো
রহস্যুপাঘ্রায় ন তৃপ্তিম্ আযযৌ।

গর্ভাবস্থায় মৃত্তিকা ও অম্ল লবণ প্রভৃতি রসে স্পৃহা হয় ও অন্য খাদ্যবস্তুতে অরুচি হয়, এই অবস্থাকে কালিদাস বলিয়াছেন "দোহদদুঃখশীলতা"।

পুত্রকন্যা গণনের হেতু—পুত্র হইবে কি কন্যা হইবে ইহা গণনা করিয়া বলিবার জন্য।

পাঠান্তর (১২৪ পৃষ্ঠা)

কাণাকাণি—কানে কানে চুপিচুপি যে কথা তাহা কানাকানি। প্রঃ—

মুনিগণ একদিন করে কাণাকাণি।—কৃত্তিবাস, অরণ্যকাণ্ড।

কাঞ্জি—স° কাঞ্জিক=আমানি, ভিজা ভাতের টক জল।

পেট—স° পেটক (বাক্স) ; প্রা° পোট্টং উঅরে।—দেশীনামমালা।

চাহিতে—স° চায় ধাতু=চাক্ষুষ জ্ঞান। প্রঃ—

মাঙ্গত চন্‌হিলে চউদিস চাহঅ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

হেঁঠ—স° অধঃ>প্রা° হেট্‌ঠং, পা° হেট্‌ঠা। প্রঃ—

হেঁটে ইন্দ্রজিত পড়ে হনু তার পরে।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

নিদয়ার মনের কথা (১২৫—১২৬ পৃষ্ঠা)

১২৫ পৃষ্ঠা

সাধ—স° স্বাদ। স° শ্রদ্ধা>প্রা° সদ্ধা>সাধ=ইচ্ছা। প্রঃ—

নৈলে তোরে বেঁচে থাকৃতে সাধ করে কি বলি।

—কৃত্তিবাস বা কবিচন্দ্রের রামায়ণ, অঙ্গদরায়বার।

বাসি—স° বস ধাতু স্নেহ-প্রীতি-বোধ। বাসনা প্রত্যাশা-জ্ঞানয়োঃ।—মেদিনী।

প্রাচীন বাংলায় সকল প্রকার বোধ অর্থে বাস ধাতু ব্যবহৃত হইত—

এ বোল বুলিতে কাহ্নাঞিঁ মুখে লাজ বাস।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

এসব করমে কেহ্নে ভয় না বাসসী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কে সাজাল হেন সাজ হেরি বাসি দুখ।—চণ্ডীদাস।

সে শ্যাম নাগর গুণের সাগর কেমনে বাসিব পর।—চণ্ডীদাস।

প্রাণ আনচান বাসি।—চণ্ডীদাস।

মাঝ পাথার জলে তৃণ হেন বাসি।—জ্ঞানদাস।

ভাগ্য হেন বাসি।—চৈতন্যমঙ্গল।

সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান।—কবিকঙ্কণ।

সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি।—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ভরা-পূরা যৌবন উদাসে বাসি শূন্য।—ভারতচন্দ্র।

আধুনিক বাংলায় কেবল মাত্র 'ভালবাসা' শব্দেরই বিবিধ রূপান্তর প্রচলিত আছে।

পান্ত—পানী+ত (ভাবে)—জলো, জলসিক্ত। অস° পইতা। পানী-ভাত=পান্‌তা।

—রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়।

বাসী—সং বাসী, বাসিত—যাহা একদিন বা ততোধিক সময় বাস করিয়াছে। পর্য্যুষিত।

প্রঃ—

সব হৈল বাসি আর কেন সই ভাসাগে যমুনা-জলে।—চণ্ডীদাস।

বাসি মড়া হইয়া আছেন মহারাজ।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

গোরস বিরস বাসি বিশেষল

ছিকেহু ছাড়ল গেহা।—বিদ্যাপতি।

ঠনঠান—শুষ্কতা-বোধক ধ্বন্যাত্মক শব্দ। শুষ্ক।

ডগি—সং অগ্র>প্রাং অগ্‌গ>বাং আগা>ডগা, ডগি।

লাউ—সং অলাবু। প্রঃ—

যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হৈবে লাউ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মীন—তাং তেং মীন>সং মীন=মাছ। খন্দ ভাষায়ও মীন আছে, কানাড়ী ভাষাতেও।

কুসুম-বড়ী—সং কুসুম্ভ।—এই ফুলের বীজ দিয়া যে বটী প্রস্তুত হয়।

চিংড়ী—সং চিঙ্গট। প্রঃ—

চিংড়ী চাঁদা কুচানি চাঁপানটে শাকে।

অধিক লবণ দিয়া পাক কর তাকে॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

মহিষা—মহিষ-সম্পর্কীয়, মহিষের দুধের।

চিনি—চীন হইতে আগত; অথবা ফাং শিনী (শর্করা)>চিনি। সং চৌর্ণ—চীর্ণিত গুড়, গুঁড়া গুড়, ভুরা। সং চীনক—চীনা শস্য তুল্য দানা যাতে থাকে তাহা চীনি। চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতির রচনায় চিনি শব্দ আছে। প্রঃ—

চিনি চাঁপাকলা সেত ফুলমালা।—শূন্যপুরাণ।

কিছু—সং কিঞ্চিৎ>ওং কিছি; হিং কুছ, কছু; মং কাঁহী।

খই—সং খদিকা, খদী।

চাঁপাকলা—চাঁপাফুলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা সুগন্ধ কদলী। বৈদ্যকশাস্ত্রে নাম—কনক-কদলী। প্রাচীন কাব্যে এই কলারই উল্লেখ দেখা যায়—বোধ হয় নাম ছিল চিনিচম্পা কলা।

চিনিচাঁপা কলা সেত ফুলমালা।—শূন্যপুরাণ।

চিনিচম্পা কলা নয় জলত মাখি খামু।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

জড়—সং জট ধাতু সংহতি অর্থে। একত্র।

বড়—সং বৃদ্ধ (বৃধ ধাতু)>প্রাং বড্‌ঢ>বড়।

থাল—সং স্থাল, স্থালী।

চাকা—সং চক্র>প্রাং চক্ক>বাং চাক, চাকা, চাকী। প্রঃ—

ফুলবড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ঘুরায় মুষল যেন কুম্ভকার-চাক।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

মুলা—সং মূল, মূলক।

আমড়া—সং আম্রাতক>অপং প্রাং আম্বাড়উ, প্রাং অম্বাড়ও>সর্বাং টীং সং অম্বাড়।
মং হিং অম্বাড়া, ওং আম্বড়া, কুং কীং আম্বড়া।

নোয়ারী—সং লবণী। অম্ল শাদা আমলকী সদৃশ ফল।

চালতা—সং চবিত্রা।

আমসী—আম শুষ্ক।

থোড়—তেং তাং তাণ্ডু, সং স্থূল স্তম্ব স্থাণু প্রভৃতি কোনো শব্দ হইতে আসিয়া থাকিবে। ওং থোব—হাতীব শুঁড়; হাতীব শুঁড়েব ন্যায় বলিয়া কদলীদণ্ডেব নাম থোড়? ঢাকায় থোব=জঙ্ঘা। মং থোঁট=স্থাণু। জঙ্ঘাতুল্য বা স্থাণু-সদৃশ বলিয়াও নাম থোড় হইতে পাবে। প্রঃ—

কলাব থোড় বান্ধিতে বাটিযা দিল বাই।—বিজযগুপ্তেব মনসামঙ্গল।

ঘৃতে ভাজে নিমপাত উদিশা উবসী তাত
বেত-আগে থউবেব ছই।—দ্বিজবংশীবদনেব মনসামঙ্গল।

উড়ুম্বব—সং। ওং ডিমিবি, বাং ডুমুব। প্রঃ—

উড়ুম্বব বৃক্ষ যৈছে ফলে সর্ব্ব অঙ্গে।—চৈতন্যচবিতামৃত।

ইচলি—সং ইঞ্চাক, চিলিচিম=কুচো চিংডি। প্রঃ—

ইচলা মাছ হইয়ে দবিয়ায ঝাঁপ দিল।—মাণিকচন্দ্র রাজাব গান।

ইচিলা মাছ তৈলে ভাজিয়া।—ডাক।

বড় ইতিলা দাএ কুটি।—ডাক-চবিত।

হিয়ে—সং হৃদয়>প্রাং হিঅঅ, হিয়য়।

দগদগী—সং দহ>প্রাং দাবো—জ্বালা, সন্তাপ। ফাং দঘা।

এই বড় দগদগি অন্তবে বহিল।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

হিয়া দগদগি পবাণ পোড়ানি কি দিলে হইবে ভাল।—চণ্ডীদাস।

ভোক—সং বুভুক্ষা>প্রাং ভুক্‌খা, ভোক্‌খা>বাং হিং ভুখ, ভোক। ক্ষুধা। প্রঃ—

তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক শোষ।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ভোখে ভাত নাহিঁ খাওঁ রাধা শোষে পাণী নাহিঁ পীওঁ।
—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ভোকে শোকে কেমনে কুলাবে এ আরতি।—লঙ্কাকাণ্ড, কৃত্তিবাস।

মিঠা—স° মিষ্ট>প্রা° মিট্‌ঠ>বা° মিট, মিঠ, মিঠা—হি° ও°। প্রঃ—

দেখা দেখি বড় মিঠ আর মিঠ হাস।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

খীব—স° ক্ষীর>প্রা° খীর। প্রঃ—

লঙ্কাব দুআবে চরিত্রা আমিনি গতি নিলা জগানে খীর বাটী।—শূন্যপুরাণ।

নারিকেল—৮৫-৮৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

পিঠা—স° পিষ্টক। প্রঃ—

আব যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি।—চৈতন্যচরিতামৃত।

হাই—স° হাফিকা। কৃষ্ণকীর্ত্তনে—হাম্বী, হাস্তী। শঙ্করদেবকৃত ঘোষাকীর্ত্তন ও মাধবকন্দলিকৃত রামায়ণে—হামি। জৃম্ভণ। প্রঃ—

চৌদ্দ জুগ বই পবভু তুলিলেন হাই।—শূন্যপুবাণ।

সাথে—স° সহিত বা সার্দ্ধ>সাথ; স° সংস্থ>প্রা° সত্থ>সাথ।

বাড়াই—স° বৃধ ধাতু—বিস্তাব।

পা—স° পাদ>প্রা° পাঅ>পা।

আলাইয়া—আলুলিত। আলা ধাতু ক্লান্তি অর্থে। ক্লান্তিতে দেহ শিথিল হয়। প্রঃ—

আলালিলা পদ্মজা কেন হাথ পা।—শূন্যপুবাণ।

পড়ে—স° পত ধাতু—পতন।

গা—স° গাত্র>প্রা° গাত, গাঅ>গা, গতব।

খুদ—স° ক্ষুদ্র>প্রা° খুদ্দ, খুল্ল, ছুট্ট>খুদ, খুড়া, ছোট>স° ক্ষোদ=তণ্ডুল-কণা। প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, শ্রীবিধুশেখব শাস্ত্রী লিখিত "ক্ষুদ্রেব খেলা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জাউ—স° যাবক (স্কন্দপুবাণ বেবাখণ্ড ৩২।১৭), যবাগূ (=যবেব মণ্ড)>পা° জাগু> জাউ=মণ্ড। গর্ভবতীকে জাউ খাইতে দেয় সুপাচ্য বলিয়া ও স্তনে দুধ হইবে বলিয়া। প্রঃ—

উদব পুবিয়া খেত আউটিয়া জাউ।—মাণিক গাঙ্গুলি।

চিড়া—স° চিপিটক। টী° স° চিড়, চিড়উ; ও° চিড়া, হি° চুড়া। প্রঃ—

যেন মতে চিড়া-বেচি রাজাক দেখিল।

চিড়াব দোকানখান পাকেয়া পাকেয়া ফেলিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কাঞ্জিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলকলকী।—চৈতন্যচবিতামৃত।

সর—স° শর=দুগ্ধের উপবে জমা স্নেহপ্রলেপ। ফা° সব=মাথা।

আব—স° অপর>প্রা° অঅব>আর। ও° আহুবি, আবব, আব; হি° ঔর; প° অর; হেমচন্দ্রকোষে আরু; অস° ও মেদিনীপুবে আউব।

সাধ ভক্ষণ (১২৬—১২৮ পৃষ্ঠা)

১২৬ পৃষ্ঠা

সাধ—গর্ভাধানের পর জাতকের দশবিধ সংস্কার করা স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি। তৃতীয় মাসে পুংসবন অর্থাৎ পুত্র জন্মাইবার কামনায় অনুষ্ঠান। পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত ভক্ষণ দ্বারা ভ্রূণে বলাধান করা উদ্দেশ্য। ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন অর্থাৎ সিঁথি ঢাকিয়া চুল তুলিয়া বাঁধা—গর্ভধারণ ও সহবাস-অযোগ্যতার চিহ্ন। সপ্তম ও নবম মাসে সাধ ভক্ষণ; ইহা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা নয়, কৌলিক ও লৌকিক রীতি। অবশিষ্ট সংস্কার সন্তান জন্মের পর করিতে হয়।

স° শ্রদ্ধা > প্রা° সদ্ধা > সাধ = ইচ্ছা। স° স্বাদ > সাধ।

অরুচা করিলা বল—গর্ভ হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়—

ক্ষামতা, গরিমা কক্ষের্, মূর্চ্ছা, ছর্দ্দির্, অরোচকম্।
জৃম্ভা, প্রসেকঃ, সদনং রোমরাজ্যাঃ প্রকাশনম্॥—ভাগ্‌ভট।

১২৭ পৃষ্ঠা

পিশি—স° পিতৃস্বসা > প্রা° পিউসিআ, পিউচ্ছা, পুপ্‌ফা, পুপ্‌ফিআ (হেমচন্দ্রের দেশী-নামমালা ও প্রাকৃতলক্ষ্মীতে) > বা° পিসি, ফুপা, ফুপু, ফুপী। প্রঃ—

তার পিসী রাধার বড়ায়ি।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মাসী—স° মাতৃস্বসা > প্রা° মাউসিআ > ও° মাউসী, হি° ম° মাওসী, বা° মাসী। প্রঃ—

মাসী মাউসী তার ঠায়ি নাহী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
কানড়ার মাসী পিশি মামী খুড়ি জেঠি।
—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

বহিনী—স° ভগিনী > প্রা° বহিণী, ভইণী > বা° বাহিনা, বহিন। হি° বহিন, বহন।

তুঃ—

দোনো বইনে রোদন করে নাটমন্দির ঘরত।
—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

আজ্ঞা কর ভৈন মোরে মড়া পুড়িবার।
—নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল (১৩শ শতাব্দী)।

কমলাএ বোলে শুন নাটুয়া সোন্দর।—গোরক্ষবিজয়।
এথা হোন্তে ভৈন তুমি করহ গমন।—গোরক্ষবিজয়।
তোর মা আমার হয় বনের বন-ঝি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

নিধানী—ধানশূন্য।

ঘোল—স°। যথাক্রমং পাদাম্বু ঘোলং তক্রাখ্যম্।—সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্ব। প্রঃ—

ঘৃত দধি দুধ ঘোলেঁ সাজিআঁ পসার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ঝোল—জল>ঝোল।—যোগেশ-বাবু। ধারা>ঝোল।—বিজয়-বাবু। ডাকের রন্ধন-প্রকরণে এবং মনসামঙ্গলগুলিতে বহুবার ঝোল শব্দ আছে।

হিলতা—স° হিলমোচিকা—অমর। ও° হিড়িমিচি। বা° হেলঞ্চা, হিঞ্চা। জলজ তিক্ত শাক।

গিমা—স° গ্রীষ্মসুন্দরক (বৈদ্যক নাম)। স° গ্রীষ্ম>প্রা° গিম্ভ>হি° গিমাহ, মালদহে গিমাহ্, বা° গিমা। তিক্ত শাক, মাঠে জন্মে।

বোয়ালী—স° বোদাল, বদাল। আঁশহীন মাছ। প্রঃ—

পাকা তেতলি বৃদ্ধ বোয়াল।—ডাক-চরিত।

কুটীয়া—স° কুট্ট ধাতু ছেদনে।

কাঠ—স° কাষ্ঠ>প্রা° কট্ঠ।

শাতুলি—সম্যক তোলন (তৈল মসলা দিয়া) সন্তোলন>সঁতলা।

পুই—স° পূতিকা। পুইডগি—পূতিকা শাকের অগ্রশাখা।

খুপি কচু—স° কচু, কচ্বী। খুপি—স° ক্ষুপ=ঝোপ,—যে কচুগাছ ঝোপের আকারে হয়? খুপি—গর্ত্ত, খোপের মতন গর্ত্তে জন্মে যে কচু? তুঃ—

সবিষা বাটা দিয়া বান্ধে পানীকচুর বৈ।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।

গণ্ডা—স° গণ্ডক। গণ্ডা দশ—দশ গণ্ডার কাছাকাছি—দুচারটা কম বা বেশী। দশ গণ্ডা—নির্দ্দিষ্ট দশ গণ্ডাই। প্রঃ—

আছিল দেড় বুড়ি খাজনা লৈল পোনার গণ্ডা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

শোনা—স° স্বর্ণ>প্রা° সণ্ণ>বা° সোনা।

শকুল—(স°) শোল মাছ।

পোনা—স° পোতাধান (মাছের ঝাঁক)—হেমচন্দ্র (১২শ খৃঃ)। সর্বা° টী° স° পোহাল (ন?)। মালদহে পোহান, ও° পহনা। বড় মাছের ছানা; বড় মাছ। প্রঃ—

পোনা মাছ জাম্বিরের রসে।—ডাক চরিত।

গোটা—এখানে গোটা মানে অখণ্ডিত। অথবা, গোটা=মেথি কালোজিরা পাঁচফোড়ন ভাজা গুঁড়া, রন্ধন ও আচারের মসলা; গোটা মানে যে কেমন করিয়া গুঁড়া মসলা হইল বলা কঠিন। প্রঃ—

গটা দস কুআ দিআ সাজাইল মই।—শূন্যপুরাণ।

বুপ—? স° পূপ (পিষ্টক)?

মুশরি—স° মসূর।

লেম্বু—স° নিম্বু। ও° নেম্বু, হি° নিম্বূ, ম° নিম্বুনী, ফা° লিমূ; ইং lemon, lime; Fr. limon (লিমঁ), German limon, lemon; বা° নেবু, নেম্বু, লেবু, ইত্যাদি।

রুই—স° রুবিকা, রুকচপৃষ্ঠ। হি° রুবই।

ঝষ—স° ঝস=মৎস্য।

নাকার—স° ন্যক্কার=বমনকালে ন্যক্ শব্দ করা।

শীম—স° শিম্বা, শিম্বী, শমী।

নীম—স° নিম্ব।

১২৮ পৃষ্ঠা

ঘর—স° গৃহ>প্রা° ঘর।

আনীলা—স° আ+নী ধাতু—আনয়ন।

দিলা সাধ—গর্ভিণীর অভিলষিত খাদ্য বস্ত্র অলঙ্কার উপহার দিয়া তার ইচ্ছা সম্পূরণ করিল; দোহদ, গর্ভিণী-মনোরথ সম্পূরণ করিল। গর্ভিণীর সাধ অপূর্ণ রাখিলে গর্ভের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে—

শ্রদ্ধাবিঘাতে গর্ভস্য বিকৃতিশ্ চ্যুতির এব বা।
দোহদস্যাপ্রদানেন গর্ভদোষম অবাপ্নুয়াৎ॥—বাগ্ভট।
দোহদস্যাপ্রদানেন গর্ভো দোষম্ অবাপ্নুয়াৎ।
মরণং বৈরূপ্যং বাপি।, তস্মাৎ কার্য্যং প্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ।
—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, অধ্যাত্মপ্রকরণ।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে সাধভক্ষণের রন্ধনের একটি তালিকা আছে। এইরূপ রন্ধনের তালিকা দেওয়া প্রাচীন কাব্যের একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কালকেতুর জন্ম (১২৮—১৩১ পৃষ্ঠা)

১২৮ পৃষ্ঠা

প্রসূতি-মারুত নড়ে—প্রসূতির মারুত বা গর্ভস্থ ভ্রূণ চঞ্চল হয়।

সখি-কান্দে—সখীর স্কন্ধে। প্রা:—

জেঁ অজরামর হোই দিট কান্ধ।—বৌদ্ধগান।

বারী—সং বহিঃ, বহির্>প্রাং বাহির, বহির (প্রাকৃতসর্ব্বস্বে)>বার, বারী। প্রঃ—

বাম হাথত টাকার বাটি বারি হএ জল।—শূন্যপুরাণ।

অন্তঃপুর হৈতে কন্যা বারি হইল তথা।—শিবায়ন।

হরিষ-বিষাদে বাণী শুনে হল বারি।—ঘনরাম।

মাথ—সং মস্তক>প্রাং মত্থঅ, মত্থা (কুমারপালচরিত ৮।৩৮)>মাথ, মাথা। হিং মাথ, মথা। প্রঃ—

মাথ তুলিঞাঁ দেখহ আহ্মার গতী ল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বাসুকির মাথে পরভু রাখিল বসুমতী।—শূন্যপুরাণ।

ফিরাতে—সং স্ফুর>ফির। সং পর্য্যেতি (পরি+√ই)>প্রাং ফিরই, ফেরই।

প্রঃ—

ফিরিয়া আইল হংস পরভু দরসনে।—শূন্যপুরাণ।

ফির মঙ্গলবারে চিত্রগোবিন্দ দফতর খুলিল।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

বিন্ধে—সং বিধ ধাতু। প্রঃ—

একে শরসন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

শত শঙ্কা স্বামী ছাইয়া—হাজার হোক আমি তোমার স্ত্রী, শত হোক আমি তোমার স্ত্রী ত, যতই কিছু তোমার অন্য সামগ্রী থাকুক না কেন, অথবা আমার প্রতি বিরাগ থাকুক না কেন, আমি ত তোমার স্ত্রী বটে।

নিদান—হেতু, মূল।

১২৯ পৃষ্ঠা

প্রসব-সন্ধান—প্রসবপ্রকরণ, প্রসবের উপায়।

চলিলান কলিঙ্গ নগরে—গেয়ো ব্যাধ শহরে শিক্ষিতা দাই আনিতে চলিল।

সেবক-সন্তাপ-খণ্ডী—ভক্তের দুঃখ মোচন করেন যিনি।

কপটে—চণ্ডী জানিযাও অজ্ঞতার ভাণ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ও মিথ্যা কপটতা করিয়া জলে মন্ত্র পড়িবার ভাণ করিলেন। চণ্ডীর চরিত্র পদে পদে কাপট্য-কলুষিত করা হইয়াছে।

পিলান—পান করিলেন। সং পা ধাতু স্থানে পিব>বা পি, পী ধাতু। প্রঃ—

গুরু-উবএসো অমিয়-রসু হবহিঁ ণ পীঅউ জেহি।

—বৌদ্ধগান ও দোহা।

মুদ-জুত—মুদ (আনন্দ)+জুত (যুক্ত)।

জাইয়া-পতি—জায়া ও পতি—দম্পতি জম্পতি জায়াপতি।

দ্বিজে দিলা মৃগ গোটা দশ—ব্যাধের পুরোহিত মাংসাশী ব্রাহ্মণ।

নারায়ণী—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যিনি শক্তি

আবির্ভূতা চ সা মত্তঃ সৃষ্টৌ দেবী মদ্ ইচ্ছয়া।
তিরোহিতা চ সা শেষে সৃষ্টিসংহারণে ময়ি ॥
মম তুল্যা চ মন্মায়া তেন নারায়ণী স্মৃতা।
সুচিরঞ্চ তপস তপ্তং শম্ভুনা ধ্যায়তা চ মাম্।
তেন তস্মৈ ময়া দত্তা তপসাং ফলরূপিণী ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গণেশখণ্ড ৭ অধ্যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বহুস্থানে চণ্ডীর নারায়ণী নাম হইবার কারণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে উদ্ভব বলা হইয়াছে।

মঙ্গলিয়া—মঙ্গল অনুষ্ঠান করিয়া।

ষষ্ঠী—মহাভারতের বনপর্ব্বে ২২২ অধ্যায়ে স্কন্দ-বৃত্তান্ত আছে। তাতে দেখা যায় কার্ত্তিকেয় অগ্নির পুত্র, পুরাণে এইটি অন্যবিধ কাহিনীতে জড়িত হইলেও অগ্নির সম্পর্ক একেবারে লোপ পায় নাই। রুদ্র অগ্নি যখন শিব হইয়া উঠিলেন তখন স্কন্দ শিব ও অগ্নি উভয়েরই পুত্র হইয়া পড়িলেন। জেন্দ-আবেস্তায় স্কন্দ সূর্য্যের অনুচর। অগ্নিতেজ ছয়বার কাঞ্চনকুণ্ডে আহিত হওয়াতে স্কন্দ উৎপন্ন হন, এই জন্য তাঁর ছয় মস্তক, পুরাণে এই ছয় মস্তকের কারণ ছয় নক্ষত্রের দ্বারা পালন। তিনি ছয় দিবসমাত্র সূতিকাগারে শৈশব যাপন করেন। দেবী অরুন্ধতী ব্যতীত সপ্তর্ষির ছয় পত্নী অগ্নির রূপে মুগ্ধ হইয়া অগ্নির সহবাস করেন, তারই ফলে ষড়াননের জন্ম হয়। কার্ত্তিকেয়ের বল-বিক্রমে ভীত হইয়া ইন্দ্র কার্ত্তিককে বিনাশ করিতে মাতৃগণকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁরা কার্ত্তিকেয়কে স্নেহবশে রক্ষাই করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের সঙ্গে কার্ত্তিকেয়ের যুদ্ধের সময় স্কন্দ-শরীর হইতে যে গণ উৎপন্ন হয় তারা জাত ও গর্ভস্থ শিশু-সন্তানদিগকে হরণ করিত। সেই কন্যাগণ স্কন্দবরে সকল লোকের জননী ও পূজনীয়া হইলেন। মাতৃগণ তখন অপর বর চাহিলেন—'আমরা মাতৃগণের প্রজা অর্থাৎ সন্তান ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।' স্কন্দ বলিলেন—যে পর্য্যন্ত প্রজাগণ ষোড়শবর্ষে উপনীত না হইবে সে পর্য্যন্ত আপনারা তাদের বিঘ্ন উৎপাদন করুন। সেই-সব শিশুবিঘ্নকারিণী মাতৃগণের নাম অপস্মার, পূতনা, শকুনি ইত্যাদি। এঁদের একজন করঞ্জনিলয়া। সেইজন্য পুত্রার্থী করঞ্জবৃক্ষ দেখিলে নমস্কার করে। তৎপরে স্কন্দের সঙ্গে পঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মীর পরিণয় হইল, তাহা শ্রীপঞ্চমী নামে খ্যাত; এবং ষষ্ঠী তিথিতে দেবসেনার সঙ্গে পরিণয় হইল, এজন্য দেবসেনা ষষ্ঠী নামে পরিচিতা হইলেন। এই

দেবসেনা লোহিতসাগর হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে ষষ্ঠ সংখ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। ক্রমে যখন কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠীও শিশু রক্ষার দেবতা হইলেন তখন শিশুখাদক মাতৃগণ ষষ্ঠীর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন।

শ্মশানচারিণী শিশুখাদিকা জরা রাক্ষসী জরাসন্ধকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল। জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথকে তার পুত্র প্রত্যর্পণ করিয়া সে বলিয়াছিল—"গৃহ-সম্পূজনাৎ তুষ্ট্যা ময়া প্রত্যর্পিতস তব।" (মহাভারত, সভাপর্ব্ব) তখন হইতে রাজা "আজ্ঞাপয়চ্চ রাক্ষস্যা মগধেষু মহোৎসবম।" জরা রাক্ষসীর নাম হইল গৃহদেবী, এবং গৃহভিত্তিতে তার মূর্ত্তি লিখিয়া পূজা প্রচলন হইল, সন্তানমঙ্গলার্থীরা জরা-রাক্ষসীর তুষ্টির জন্য পূজা করিতে লাগিল। কারণ জরা বলিয়া গিয়াছিল—

যো মাং ভক্ত্যা লিখেৎ কুড্যে সপুত্রাং যৌবনান্বিতাম।
গৃহে তস্য ভবেদ্ বৃদ্ধির অন্যথা ক্ষয়ম্ আপ্নুয়াৎ॥

তার পরে দেবীভাগবত ৯।৪৪ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে যে প্রিয়ব্রত রাজার এক মৃত পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। তিনি তাকে শ্মশানে ফেলিয়া দিলে এক রথারূঢ়া দেবী সেই মৃত-শিশুকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যতা হইলেন। তিনি কে?—জিজ্ঞাসা করাতে তিনি পরিচয় দিলেন

মাতৃকাসু চ বিখ্যাতা স্কন্দভার্য্যা চ সুব্রতা।
বিশ্বে ষষ্ঠীতি বিখ্যাতা ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্ যতঃ॥

এই দেবসেনা ষষ্ঠীদেবীর অনুগ্রহে সেই মৃত-পুত্র জীবিত হইয়া ষষ্ঠীর মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ষষ্ঠ প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ বলিয়া ঐ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। প্রিয়ব্রত রাজা ষষ্ঠীর তুষ্টির জন্য—

বালানাং সূতিকাগারে ষষ্ঠাহে যত্নপূর্ব্বকম।
তৎপূজাং কারয়ামাস চৈকবিংশতিবাসরে॥

১৩০ পৃষ্ঠা

সুপত্য—সুপথ্য।

ষাটেরা—সন্তানের ষষ্ঠ দিনে বিধাতাপুরুষ তার ললাটলিপি লিখিতে আসেন। মাতা ও ধাত্রী সেই রাত্রি জাগিয়া সন্তান রক্ষা করে, যাতে বিধাতা কোনও মন্দ ব্যবস্থা লিখিয়া পলায়ন না করেন। তুঃ—

একৈক গণনে যে হইল চারি দিন।
পাঁচ দিনে পাঁচটি করিল পর দিন॥

ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা নিশি জাগরণে।
দিল অষ্টকলাই অষ্টাহে শিশুগণে॥
—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

সূতিকা-সদনে ষষ্ঠী পূজে ষষ্ঠ দিনে।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

একুশ দিবসে পুন রঞ্জাবতী রঙ্গে।
অরণ্য-ষষ্ঠীকে পূজে পুরনারী সঙ্গে।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

অষ্টা-কড়াইয়া—আট দিনের দিন আট রকম কলায় বা কড়াই ভাজা শিশুদের মধ্যে বিতরণ করিয়া নবজাতের মঙ্গল কামনায় লৌকিক উৎসব; ইহা শাস্ত্রীয় নহে বোধ হয়।

লত্তী—নয় দিতে কৃত্য অনুষ্ঠান। এদিন প্রসূতি নখ কাটিয়া স্নান করিয়া নূতন কাপড় ও আল্‌তা সিঁদুর পরে। প্রঃ—

পাঁচ দিনে পুরজনে আমন্ত্রিয়া আনি।
ঘটা কোরে লত্তা কৈল সেন নৃপমণি॥—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

আন—অন্য, ভিন্ন, পৃথক্‌। অন্যথা।

পহিরব আন হি সাড়ি।—বিদ্যাপতি।

ওঁঝা—স° উপাধ্যায়>প্রা° উঅজ্ঝায়, ওজ্‌ঝায়>বা° ওঝা, সি° ঝাঝো। প্রঃ—

বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর।—কৃত্তিবাস পণ্ডিতের আত্মবিবরণ।

ঘোড়ারু—ঘোড়ার ন্যায় দ্রুতগামী এক রকম হরিণ। তে° গুব্‌রা>দেশী প্রা° ঘোড়, ঘোড়অ; প্রা° ঘোড়ও, অপ° প্রা° ঘোড়উ>স° ঘোটক। সর্ব্বানন্দের টী° স° ঘোটা। যোগেশ-বাবু তাঁহার শব্দকোষে লিখিয়াছেন—ঘোড়ারু "ঘোড়াখুরী হইতে। হি° ঘোড়খর। ও° ঘোড়াঙ্গ। ঘোড়াব তুল্য বন্য পশু বিশেষ (Equus hemionus)। ঘাড়ের কেশর সোজা হইয়া থাকে। ঘাড় হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত একটা খয়রা ডোরা থাকে। কান কিছু লম্বা। শুনিয়াছি ওড়িশার বড়ম্বা রাজ্যের অরণ্যে আছে। খয়রা রঙ্গের স্ত্রী ঘোড়ারুর নাম ও°তে ঘোড়াঙ্গ। বা°তে ঘোড়ারু শব্দ চলিত নাই।......কিন্তু কবিকঙ্কণ ঘোড়ারু কোথায় দেখিয়াছিলেন?"

আগে কলিঙ্গ অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলায় প্রচুর হরিণ পাওয়া যাইত—Large herds of spotted deer existed in Contai about 30 years ago, but are now extinct there.—Gazetteer of Midnapur.

প্রেঙ্খায়ে—স° প্র+ইন্‌খ (গমন, চলন, দোলন)+অ=প্রেঙ্খা=দোলা, দোলনা।

বালা—স° বাল। ২৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দোহালা—স° দেবালয়>হি° দেবালা>বা° দেয়ালা, দেহালা। স্বপ্নাবস্থায় শিশুর হাসিকান্না, অসংযত পেশীর অনিচ্ছায় আকুঞ্চন-প্রসারণে মুখভাবে হাসিকান্নার মতন হয়; লোকে আসল কারণ না জানিয়া বলে—শিশু স্বর্গ হইতে সদ্য আগত, তার এখনো স্বর্গের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিয়োগ ঘটে নাই, সে যখন স্বর্গের আনন্দরাজ্য দেখে তখন সে হাসে ও যখন সে নিজেকে সেই আনন্দরাজ্য হইতে দূরে নির্ব্বাসিত মনে করে তখন সে কাঁদে। তুঃ—

Heaven lies about us in our infancy!
Shades of the prison-house begin to close
Upon the growing boy,
But he beholds the light, and whence it flows,
He sees it in his joy ...
—Wordsworth's Ode on the Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood.

রক্ষামালা—রক্ষাকবচ সংযুক্ত হার।

উলটিয়া—স° উৎ+লুট—উল্লুট—পরাবর্ত্তন, নীচের দিক্ উপরে ও উপর দিক্ নীচে করা। ও উলুটা উলটা, হি উলট্‌না উলটা, ম উলট্‌নে। স° উপর্য্যস্ত>প্রা উবলত্থ, অল্লট। প্রঃ—

একখান পাশা পুনি হাতের উলটে।
হস্তবেগে পড়ে গিয়া কক্ষের কপটে।—সঞ্জয়-রচিত মহাভারত (১৪শ শতাব্দী)।

পরাবেশে—প্রবেশে। প্রঃ—

আনন্দজুত হএ চলিল সভে লএ পবেসে কামার-ঘরে।—শূন্যপুরাণ।
আনলে করব পরবেশ।—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

থুল্যা—স° স্থাপি ধাতু, স্থা ধাতু। প্রঃ—

কলঙ্ক থুইল মোর বাঁশী-চুরণী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

হামাগুড়ি—প্রা° হম্ম—হাতে পায়ে ভর করিয়া চলা (crawl)। হম্ম>হামা। স গূঢ়>গুড়ি—দেহসঙ্কোচন, দেহ গুটাইয়া নত হওয়া। হামা+গুড়ি=হামাগুড়ি। =দেহ নত করিয়া হাতে পায়ে ভর করিয়া চলা। তুঃ—

ছ মাসের হৈল রাম দেন হামাগুড়ি।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।
তবে কথো দিনে প্রভুর জানুচঙ্‌ক্রমণ।—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা।
জানুগতি চলে প্রভু পরম সুন্দর।—চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড।
নয় দশ মাস যবে বয়স হইলা।
হামাগুড়ি দিয়া করে অঙ্গিনায় খেলা॥—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

হামাগুড়ি দিঞা বুলে দ্বিজ-শিরোমণি।
—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ১৪।২।৫৬।

হামাকুড়ি দিঞা পড়ে গুরু মাএ দেখি।
—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ১৭।২।৫২।

বাকুড়ি—বাড়ী। প্রঃ—
চাষী বিনা চাষের মহিমা কেবা জানে।
লঙ্কার বাণিজ্য বাসি বাকুড়ির কোণে॥—শিবায়ন।

সমা—(সং) বৎসর।

ভল্লুক বানর ধরি কালকেতু খেলে—তিন বছরের শিশু ভল্লুক বানর ধরিয়া খেলা করিয়া তার ভবিষ্যৎ বীরত্বের আভাস জানাইতেছে।

১৩১ পৃষ্ঠা

শ্রবণ ভেদন—কর্ণবেধ। সন্তানের জন্মমাত্র বা অযুগ্মবর্ষে কান ছিদ্র করিয়া দিতে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ আছে।

জাতমাত্রস্য বালস্য মাতুর্ উৎসঙ্গবর্ত্তিনঃ—
শলল্যা ভেদয়েৎ কর্ণং সূচ্যা দ্বিগুণসূত্রয়া।—জ্যোতিষ-শাস্ত্র।
ন জন্মমাসে ন চ চৈত্র-পৌষে ন বর্ষযুগ্মে ন হরৌ প্রসুপ্তে।—দীপিকা।

ছাইয়া—ছায়া, ইন্দ্রের পুত্রবধূ—নীলাম্বরের স্ত্রী।

ফুলরা—ফুল+রা (সোনা)—সোনার ফুল। স্বর্ণপুষ্পের ন্যায় শ্রীমতী। অথবা ফুল (উচ্চ) রা (রব) যার। অথবা ফুল রা (দান করে যে)=যার বাক্য ব্যবহার চরিত্র পুষ্পবৎ কোমল সুন্দর অনিন্দ্য—যে মঞ্জুভাষিণী, প্রিয়কারিণী।

এই প্রসঙ্গটি মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে রঞ্জাবতীর সন্তানের জাতকর্ম্মের বিবরণের অনুকরণ।

কালকেতুর বাল্যখেলা (১৩১—১৩৪ পৃষ্ঠা)

১৩১ পৃষ্ঠা

বুল—সং বল ধাতু সঞ্চরণে। বেড়ায়। প্রঃ—
পলাইতে নারে হংস বুলে সূন্য ভরে।—শূন্যপুরাণ।

কুন্দ—ভ্রমঃ কুন্দং চ যন্ত্রকম্।—হেমচন্দ্র (১২ শতক)। কাঠ খোদাই ও খরাদ করিবার ভ্রমিযন্ত্র। তুঃ—

বদন-চান্দ কোন্ কুন্দাবে কুন্দিল গো।—শ্রীনিবাস দাস।

কুন্দে কুন্দিল দেহ বিদগধ বিধি।—জ্ঞানদাস।

শাবল—সং শর্ব্বলা—মাটি খুঁড়িবাব খন্তা। লোহাব শাবল যেমন দীর্ঘ সুডোল ও দৃঢ় হয়, কালকেতুর বাহুও তেমনি। এই উপমা অতি সুন্দব হইয়াছে। কবি সংস্কৃত কবিপ্রসিদ্ধি ছাড়িয়া দেশী ঘরোয়া উপমায় ব্যাধপুত্রেব ছবি সুপরিস্ফুট কবিয়া তুলিয়াছেন, শ্রোতাবাও নিজেদেব জ্ঞান ও ধারণাগম্য উপমা শুনিয়া খুসী হইয়াছিল সুনিশ্চিত।

হাথিকড়া—সং হস্তী > প্রাং হত্থী > বাং হিং হাথী। মালদহে দিনাজপুরে হথী হত্থী। মং হস্তী, ওং হাতী, বাং হাতী। সং কট (=গজদন্তমণ্ডল) > কড়া—হাতীব দাঁতের বর্ত্তুলতা। সং কট = হস্তীব গণ্ডদেশ। সং কলি > কড়ি, কড়া = শাবক, বাচ্চা। কড় শব্দ চৈতন্যমঙ্গলে হাতীব পা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—কড় পাতে মহী।

কাঠী—সং কষ্ঠী। জালেব নিম্নধাব ভাবী কবিবাব জন্য ধাতুব বা মাটিব নিমফল সদৃশ গুটিকা। প্রঃ—

কালা-পাটে গলে কালা-কাঠিতে প্রবাল।—জ্ঞানদাস।

মণিমুক্তা পটিয়াছে সুবর্ণেব কাঠি।—কৃত্তিবাস, অবণ্যকাণ্ড।

শিকলী—স শৃঙ্খল > সর্বা টীং সং সিঙ্কল, সিকল। জালেব কাঁঠী ও শিকল প্রভৃতি কুলোকেব কুদৃষ্টি কাটাইবাব তুক। প্রঃ—

দন্তগোটা দেখি যেন লোহাব শিকলী।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

বাঙ্গা ধুলী—মল্লগণ অঙ্গে লাল ধূলা মাখে—যুদ্ধে শোণিত-পাতেব সূচক স্বরূপ, অথবা যুদ্ধে বক্তপাত হইলেও শীঘ্র জানা যাইবে না বলিয়া।

ত্রিবলী—দেহে মাংসস্তবেব তিন খাঁজেব বেখা।

নীল ইন্দীবব—এই উপমা হইতে দেখা যাইতেছে যে ব্যাধ কালকেতুর বং কালো ছিল।

দীঘল—দীর্ঘ + ল (ভাবে)—দীর্ঘের ভাব যাহাতে আছে। সং দীর্ঘল > প্রাং দিগ্ঘল।

অরুণনয়ান-লোবে তিতল কলেবব বিলোলিত দীঘল কেশা।—বিদ্যাপতি।

পসারে নদীব মাঝে হস্ত সে দীঘল।—কৃত্তিবাস, উত্তবাকাণ্ড।

মোতি-পাতি—সং মুক্তা, মৌক্তিক > প্রাং মোত্তা, মোত্তী (প্রাকৃত-সর্বস্ব), মোত্তিঅ; হিং মোতি। সর্বাং টীং সং মোতিহড়।

সং পংক্তি > প্রাং পত্তী > কৃ. কী. পাত্তী > পাতি। মুক্তাপংক্তি অপেক্ষাও দশন সুদৃশ্য। ব্যতিরেক অলঙ্কার—উপমেয়েব অপেক্ষা উপমানেব উৎকর্ষ সূচিত হইলে

ব্যতিবেক (অথবা অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্যরূপক) অলঙ্কাব (Excess of Object and Subject) হয়।

[১৩১ পৃঃ ফুটনোট---ঝুটি—স° জূট=জটা=চূড়াকৃতি কববী।]

১৩২ পৃষ্ঠা

নাটা—স° নক্তমাল—নাটা করঞ্জা। এই ফলেব আকাব চোখেব ন্যায় দুইদিকে সরু ও মধ্যে মোটা এবং রং লালচে। এইজন্য চোখেব সঙ্গে উত্তম সাদৃশ্যহেতু তুলনা কবা হইয়াছে। টী° স° লাট্টা; মেদিনী কোষে লট্বা।

খেলে—স° কেলি, ক্রীড়>পবে স° খেল ধাতু।

ঠিক—স° স্থগ ধাতু সংবৃতি, গোপন অর্থে। কিংবা ঠিকবা=টুকবা, লোষ্ট্রখণ্ড। অথবা স্থিত>হি° ঠিক=স্থিব। প্রঃ—

নামে নামে কার্য্যকালে হৈল ঠিকঠাক।—শিবায়ন।

ঠিক দুপুর ভাড়্য়া যম করিয়া গেল খেলা।—মাণিকচন্দ্র বাজাব গান।

কুচ—তুর্কী ফা° কুচ্=রণযাত্রা, সৈন্যদিগেব শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন। মাণিক গাঙ্গুলীব ধর্ম্মমঙ্গলে কুছাল।

ভাঠা—স° বৃত্ত, হি° ভাঁটা—বাঁটুল, গুলি, বল্। প্রঃ—

এক গোটা ভাঁটা ভূমিতে ফেলিযা।—কাশীবাম দাস, আদিপর্ব্ব।

ফটিক—স° স্ফটিক। সাপুড়ে বেদেবা এখনো কানে স্ফটিকেব বা কাচেব কুণ্ডল বা মাকড়ি পবে।

চেলা—স° চেল ধাতু গতিতে; যে সঙ্গে সঙ্গে চলে সে চেলা। অথবা স° চেলুক=বৌদ্ধভিক্ষুশিষ্য; স° চেল=দাস, শিষ্য, অনুবর্ত্তী। হি° চেলা। স° চেটক>প্রা চেড়অ।

ইহাব চেলা কবিয়া বাজা গোবিন্দাই।—গোবিন্দচন্দ্রেব গান।

আকাড়ি—স° আক্রোড় হইতে, অথবা স° আকাণ্ড—কাণ্ড (রাশি) আ (অবধি, পর্য্যন্ত)—রাশীকৃত জিনিস ধরিতে যেমন কবিয়া বাহু বিস্তাব করিতে হয়। হি° অকওার, অঁকওার; ও° আকোটি। জড়াইয়া, জাপ্টাইয়া, আলিঙ্গন করিয়া ধরা। প্রঃ—

আঁকড়ি ধরিয়া সে ধনুখান টানে।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

নিয়ড়—স° নিকট>প্রা° নিঅড়িঅ, নিঅল>বা° নিয়ড়, নিয়ব; হি° নেড়, নের। তুঃ—ই° near.

পরভুর নিঅড়ে গিআ দিলাক তার সব।—শূন্যপুবাণ।

তোর সমে আছে মোর নিয়ড় সম্বন্ধ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
সীতা পতি-নিয়রে চলত অতি উনমতি হোই।—নবদ্বীপপরিক্রমা।
বসিলেন লাউসেন বৃক্ষের নিয়রে।—মাণিক গাঙ্গুলী ১১৬।২।৪১।

হারে—স° হৃ ধাতু হরণ অর্থে। তাহা হইতে পরাজয়, পরাভব।

তাড়াঘাত—তাড় নামক অলঙ্কারের আঘাত। স° তালপত্র, তাটঙ্ক>সর্বা° টী° স° তাড়ঙ্গ—বাহুর অলঙ্কার, অনন্ত, তাগা। প্রঃ—

ভুজে বিরাজিত তাড় ভুবন উজর।—ঘনরাম।
সোনার নূপুর তাড় বালা।—জ্ঞানদাস।
কঙ্কণ কনক-চুড়ি বাহুর উপর তাড়।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

মুড়িয়া—স° মুট মুণ্ড ধাতু মর্দ্দনে আক্ষেপে। স° মণ্ড ধাতু বেষ্টনে ভূষণে। ও° মোড়, হি° মুড়। মর্দ্দন করিয়া, বেষ্টন করিয়া, বক্র করিয়া। প্রঃ—

অঙ্গুলি মুড়িয়া যায় সাপিনী ফিরিয়া চায়
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা।—চণ্ডীদাস।

আলক—স° অলক=কেশ, চুল।

ঠাত—স° স্থিত।

মুড়িয়া আলক ঠাত—স্থিত বা কায়েমী ভাবে কেশ বন্ধন করিয়া।

চাপগরি—স° চাপ (ধনুক)+ফা গরি (ব্যবসায়, কর্ম্ম)। ধনুক চালনা অভ্যাস করা। তুঃ—কারিগরি, বাবুগিরি, কেরাণীগিরি।

শসারু—সজারু। স ছেদারু, শল্লকী। প্রঃ—

শশারু গণ্ডার কূর্ম্ম গোধিকা শল্লকী।
ভক্ষণায় জন্তু পঞ্চ এই পঞ্চনখী॥
—কৃত্তিবাস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

পঞ্চনখী—শশক, গণ্ডার, কূর্ম্ম, গোধিকা, সজারু। কৃত্তিবাস পঞ্চনখী বলিতে শশারু ও শল্লকী (সজারু) দুই উল্লেখ করিয়াছেন, অতএব এখানে শশারু=সজারু নহে, শশক।

বাটুল—স° বর্ত্তুল>প্রা° বট্টুল=গুলি। প্রঃ—

বাটুল-মূর্চ্ছিত হনু চক্ষে নাহি দেখে।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

সাঁজুড়ি—স° সংযুজ্—সংযোগ করিয়া।

ধনু দিলা ব্যাধ সুতকরে—দিন ক্ষণ গণাইয়া ব্যাধ ছেলের হাতে-ধনুক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিল, যেমন ভদ্রলোকেরা ছেলের হাতে-খড়ি দেয়।

[১৩২ পৃঃ ফুটনোট—ফাউড়া—স° পর্ব্ব=বাঁশের পাব ; ফা° ফর়া=বৃক্ষশাখা। ডেলা—স° দলি=পিণ্ড ; ঢিল, গুলি। ফাউড়া ডেলা=দাণ্ডা-গুলি খেলা। ছুবায়—স° কবল হইতে ছোবল ; ছোব্‌লানো করায়=ছুবায় ; অথবা স° ছুপ ধাতু স্পর্শে—স্পর্শ মাত্র দংশন ছোবল। বৌদ্ধগান ও দোহায়—ছুপই=ছোঁয়।]

১৩৩ পৃষ্ঠা

ফোটা—স° স্ফোট, স্ফোটক। শূন্যপুরাণে ফোটা, ফোঁটা।

রেঞ্জা—ফা° রীজ্‌হ্‌=টুক্‌রা। ফোটা দিয়া বিন্ধে রেঞ্জা=একটি মাত্র ফোটা দাগ কাটিয়া লক্ষ্যবেধ করে, চাঁদমারি করে, target practise করে।

নেঞ্জা—ফা° নীজ্‌হ্‌=বল্লম, বর্শা। গোপীচন্দ্রের গানে লেঞ্জা।

চামের—চর্ম্মের। স° চর্ম্ম>প্রা° চম্ম>হি° বা° চাম, চামড়া। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে ও কৃত্তিবাসে—চাম শব্দ আছে।

চতনা—স° চাতন (=পীড়ন)? চার্ম্মণ (=চর্ম্মনির্ম্মিত)? এখানে অর্থ—মুকুট, টোপর।

হাট—স° হট্ট=বাজার। প্রঃ—

সুনার পাটেত বেসাতির বৈসএ হাট।—শূন্যপুরাণ।

নিদইয়ার স্থানে—সেকালে স্ত্রীলোকেরাই পণ্য ক্রয় বিক্রয় করিত ও পুরুষেরা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিত দেখা যাইতেছে।

হিরা—সঞ্জয়কেতু ব্যাধের স্ত্রী, ফুলরা বা ফুল্লরার মা।

কাছে—স° কক্ষ (=পার্শ্ব)>প্রা° কচ্ছ>স° কচ্ছ>বা° কাছ। তুঃ—

কাছের কলসিএঁ রাধা তুলিলেঁ পাণী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

পশারে—স° পণ্যশালা>হি° পণসার>বা° পসার=পণ্যদ্রব্যের আধার, বিক্রেয় দ্রব্য-সম্ভার, বিক্রয়-স্থান বা পণ্যশালা। প্রঃ—

চউশঠী বড়িয়ে দেট পসারা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

দধি দুধ পসার সজাঅাঁ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। আধার অর্থে।

ঘৃত দুধ নঠ মোর সকল পসার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। বিক্রেয় অর্থে।

মিছাই লোড়সি কাহ্নাঞিঁ আহ্মার পসার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। পণ্যশালা অর্থে।

কেহ দূরে করএ পসার।—শূন্যপুরাণ।

বলে—স° বদ>প্রা° বোল্ল>স° বল্হ, বল ধাতু=কথা কহা। বদ ধাতুর প্রাকৃত রূপ যে বোল্ল তাহা ধরিতে না পারিয়া প্রাকৃতব্যাকরণকারগণ নিয়ম করেন যে সংস্কৃত কথ ধাতু স্থানে প্রাকৃতে বোল্ল আদেশ হয়।

হৈল—সং ভূ ধাতু>বাং হ ধাতু=জন্মগ্রহণ। প্রঃ—

কুশলব নামে হবে সীতার নন্দন।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

যশোদার পুত্র হৈল পড়ি গেল সাড়া।—যদুনাথ।

জিয়ে—জীবিত।

থাকু—থাক ধাতুর অনুজ্ঞার রূপ। তুঃ— হকু, হণ্ড। এখনকার রূপ থাকুক।

পূজিছে হর—উমা হর পূজিয়া বর পাইয়াছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস হর পূজিলে বর মিলে।

কুসুমখুলী—কুসুমখুলী-গ্রাম-নিবাসীদের বংশ।

ঝলী—সং দুল>ঝুল। যাহা দুলে তাহা ঝুলি। প্রঃ—

কোন দিনা রাজার বেটা সিলাইবে ঝুলি কাঁথা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

জরঠ—(সং) বৃদ্ধ, কঠিন।

কমঠ—(সং) কাউঠা জাতীয় কচ্ছপ। তখনকার ব্রাহ্মণ এমন মাংসাশী ছিল যে কচ্ছপ (কৃকলাস পর্য্যন্ত) খাইতে ছাড়িত না।

ভেঠ—সং মেল>ভেঠ। মিলন বা সাক্ষাতের সময় উপহৃত সামগ্রী। প্রঃ—

পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে।—কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ।

সঙ্কেত আখরে তুয় নাম ভেটলুঁ সাদরে নিল কর যোড়।

—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

[১৩৩ পৃঃ ফুটনোট—চৌতুলী—চতুষ্কোণ বা চার থাক টুপী, সং চতুস্তলী।

টোপর—সং স্তূপ, >পাং টোপ, প্রাং টোপর, সর্বাং টীং সং টোপর। তুঃ ইং top, গ্রীক topos.

শরট—(সং) কৃকলাস। প্রঃ—

ররমিহ তর তীরে শরট করট ফিরে,

ন পুনঃ ভূপতি তব দূরে।—অন্নদামঙ্গলে গঙ্গাস্তব।]

১৩৪ পৃষ্ঠা

কলম—আং কলম্‌, লাটিন কলমুস্‌, গ্রীক কল্‌ম্‌, তেং কলমু, সং কলম—কলমঃ পুংসি লেখন্যাম্‌।—মেদিনী (১৫ শতক)। হেমচন্দ্র কোষ (১২ শতক), বিশ্ব, ত্রিকাণ্ড, জটাধর প্রভৃতি অভিধানে কলম অর্থে লেখনী। অমরকোষে নাই। সং কলম্বী শাকের দাঁটায় প্রস্তুত লেখনী কলম।

জানি—স জ্ঞা ধাতু স্থানে জান হয় (জানাতি ইত্যাদি)। না জানি—অব্যয়, বিস্ময়-প্রকাশক।

কালকেতুর বিবাহের অনুবন্ধ (১৩৪—১৩৬)

১৩৪ পৃষ্ঠা

সমাঞি ওঁঝা—ব্যাধদের নাম সংস্কৃত ও ব্রাহ্মণের নাম প্রাকৃত ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৌদ্ধ প্রভাবে নীচ উচ্চ ও উচ্চ নীচ হইয়াছিল; ইহা তাহারই পরিচায়ক।

সাত সাত পুরুষের তুমি পুরোহিত—একজন লোক সাত পুরুষের পুরোহিত হইতে পারে না। এখানে তুমি মানে—তোমরা বংশাবলীক্রমে। তুঃ— বশিষ্ঠ রঘুবংশের পুরোহিত—অর্থাৎ বশিষ্ঠ-গোত্রীয়গণ।

দেবের সমান……ইঙ্গীত—তোমার ইঙ্গিতে-প্রকাশিত ইচ্ছা দেবাদেশের ন্যায় অবশ্য-পালনীয় বলিয়া মনে করি।

কন্যা করহ তপাষ—প্রাচীনকালে পুরোহিতেরাই বিবাহের ঘটকালি করিত। রুক্মিণীর বিবাহে ঘটকালি করিবার জন্য—

গোপ্তেতে আনিল ডাকি পুরোহিত দ্বিজে।
—নরহরি দাসের ভাগবতে রুক্মিণীর দৌত্য।

হস্ত জোড় করিয়া কহত সদাগর।
শুন শুন পুরোহিত পণ্ডিত শ্রীধর॥
*　*　*　*
এই হেতু জিজ্ঞাসা করিএ তোমা ঠাঁঞি।
লক্ষ্মীন্ধরের যোগ্য কন্যা কথা গেলে পাই॥
—কবি ষষ্ঠীবরের মনসামঙ্গল (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ২৫১ পৃষ্ঠা)।

তপাষ—স° তপস্যা, আ° তালাস—অনুসন্ধান। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে—তপাস। তুঃ—

যে রাজা বলিয়া তর্প করএ বার বৎসর।
সেই রাজার নাগাল পাইলু দরজার উপর॥
—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কিনিতে বেচিতে ভাল—ব্যাধের ঘরের বধূর যেসব গুণ অত্যাবশ্যক ফুল্লরার সে সমস্তই আছে। স° ক্রয় (ক্রীণাতি) > কেনা; বিক্রয় > বেচা। প্রঃ—

কেহ বেচে কেহ কিনে　　গীত নাট কেহ সুনে
কেহ দূরে করএ পসার।—শূন্যপুরাণ।

নিত্য মৃগ বধ করে—সেই পাত্র অলস অকর্ম্মণ্য নয়, উপার্জ্জনক্ষম, সুতরাং তার ঘরে অন্নবস্ত্রের অভাব হইবে না। একদিকে সে উত্তম বংশের ছেলে, অপর দিকে সে নিজে রোজগারী।

নিবাঙ—লইল, বা লইব (আমি)। নিবাঙ যুকতি=যুক্তি লইল বা করিল। তুঃ—

শ্রীধব রূপেঁ হরিআঁ নিবোঁ তোবে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

পণেব কাহন—তখনও ববকে পণ দিতে হইত, কিন্তু মাত্র ৫ টাকা, পাঁচ গা গুবাক, ও তিন সেব গুড়। তবে ইহা ব্যাধেব বিবাহেব পণ।

পঞ্চম—পঞ্চ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ছন্দের খাতিবে পঞ্চম হইয়াছে।

কাহন—স° কার্ষাপণ>প্রা° কাহাপণ, কহাবণ। ও° কাহন। ১৬ পণে ১ কাহন এক টাকা আন্দাজ। প্রঃ—

বাব কাহন ববাটিকা বেতনার্থে লহ।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বাব কড়াব বদলত গুরু বাব কাওন লও।—মাণিকচন্দ্র রাজাব গান।

ফুবাইলা—স° পূবণ>ফুরন। ফুবা ধাতু—নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থিব কবিয়া লওয়া।

গা—? সুপাবী গণনাব সংখ্যা, ১০টা সুপারীতে ১ গাহা। গাহা>গা, ঘা। দশ> প্রা° দহ>গাহা ?

সেব—স° শবাব=সবা; মাপেব নির্দ্দিষ্ট পাত্র-পবিমাণ। পববর্ত্তী স° সেরক; ফা° সেব—তাব্রিজেব ৪০ সেবে ১ মন্। এখন ৮০ তোলায় ১ সেব। প্রঃ—

এক সেব চেলেব অন্ন এক গ্রাসে খাই।—মাণিক গাঙ্গুলি।

আমবা পঞ্চমাণিক সেব ভোবী মুক্তা আন্যাছি।—ধর্ম্মপূজাবিধান।

ফেব—স° দ্বিবাব>ফেব; স° বেষ্ট>ফেব, স° স্ফুব>ফেব, স° পর্য্যেতি>প্রা° ফিবই, ফেবই। ঘুবপাক, প্যাঁচ, দ্বিধা, সঙ্কট, উৎপাত। প্রঃ—

বাসানন্দ তবহি সমুঝায়ব, তব না পড়ব ফেব ভোব।
—অপ্রকাশিত পদবত্নাবলী।

তিন শত ফেব দিয়া বান্ধিল কাঁকালি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

১৩৬ পৃষ্ঠা

ববমালা—বব নির্ব্বাচন স্থিব কবাব স্বীকাবচিহ্ন স্বরূপ মাল্যদান। পাকা দেখা।

পাটন কাণ্ড—পাতন কাঁড়—যে ধনুক পাতিয়া ছাড়িতে হয়, হাতে কবিয়া ছাড়া যায় না, এত বড় ও ভাবী। স° পত্তন>পাটন, তুঃ—পাতা (পট্ট) অর্থে পাটন—

কর্ণেব পাটন যে পর্ব্বতেব গুঁড়ি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

কোলাকোলী—ক্রোড়ে ক্রোড়ে যে আলিঙ্গন।—বহুব্রীহি সমাস। প্রঃ—

কোলাকোলী দুভেয়ে কবিয়া কুতুহলে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বিহাই—স° বৈবাহিক>প্রা° বেবাহিঅ>গু° বেবই, ম° বেই।

গোলাহাট—বর্ত্তমান গোঘাট ? হুগলি জেলার আরামবাগ হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে গোঘাট অবস্থিত।—The road to Kalinga probably passed then, as later, through thana Goghat.—Gazetteer.

অথবা রসুলপুর নদী ও হিজলী খালের সঙ্গমস্থলে রসুলপুর নদীর বামতীরে অবস্থিত, কালীনগর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে, লাখীগড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও ঘোল-পুকুরের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ পুরাতন হাট এখনো গোলাহাট নামেই পরিচিত আছে।

অথবা গোলা (গঞ্জ) + হাট — গঞ্জের হাট।

এই গোলাহাটের উল্লেখ মাণিক গাঙ্গুলি ও ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে ও গোরক্ষবিজয়ে আছে।—

সুরিক্ষা নটিনী নামে, তার এই পাট।
শুনেছি ইহার নাম গঞ্জ গোলাহাট॥ ৯১।২।২৫, ২৬।
সে পূজা আমার আজি গোলাহাটে যায়। ১০১।২।১১।
গোলাহাটে উপনীত বেশ্যার বাসে। ১০১।২।২৪।
—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

শ্রীগোলাহাটের বাদ্য বাজে বিপরীত।—গোরক্ষবিজয় ১৪১।৭০৮
গৌড় যেতে রঞ্জার নন্দনে মধ্যঘাটে॥
বল করে সুরিক্ষা গণিকা গোলাহাটে।
—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ১২৩।২।২৯৪ বঙ্গবাসী সংস্করণ।

কন্যার দর্শনী—বধূ-আশীর্ব্বাদের যৌতুক। তখনকার কালেও এখনকার মতন ঘটক সম্বন্ধ আনিত, তার পর দুই বেহাই দেনা পাওনা স্থির করিয়া পাত্র পাত্রী পছন্দ করিত এবং সম্বন্ধ পাকা হইবার অঙ্গীকার স্বরূপ পাত্রপাত্রীকে যৌতুক দিয়া আশীর্ব্বাদ করিত ও বিবাহের দিন স্থির করিত।

রবিবার—বিবাহে প্রশস্ত বার, কারণ—

ন বারদোষাঃ প্রভবন্তি রাত্রৌ।
বিশেষতোঽর্কারনিভূ-শনীনাম্॥—পঞ্জিকা।

ত্রয়োদশী—ত্রয়োদশী কামতিথি, মদন-ত্রয়োদশী, অধিকন্তু সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী; এজন্য এই তিথি বিবাহের বিশেষ অনুকূল ও উপযোগী।

ত্রয়োদশী তিথির এক নাম জয়া—ত্রয়োদশ্যষ্টমীচৈব তৃতীয়া চ তথা জয়া।

এজন্যও ত্রয়োদশী বিবাহে প্রশস্ত—

অমায়াঞ্চৈব রিক্তায়াং করণে বিষ্টিসংজ্ঞকে।
যঃ করোতি বিবাহং স শীঘ্রং যাতি যমালয়ম্॥—পঞ্জিকা।

রিক্তা=চতুর্থী নবমী চতুর্দ্দশী। ত্রয়োদশী রিক্তান্তর্গত নয়।

তারকা রেবতী—বিবাহে প্রশস্ত—

রেবত্যুত্তর-রোহিণী-মৃগশিরো-মূলানুরাধা-মঘা-
হস্তা-স্বাতিষু তৌলি-ষষ্ঠ-মিথুনেষূদ্যৎসু পাণিগ্রহঃ॥
কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্ণীয়াৎ ত্রিষু ত্রিষূত্তরাদিষু।—পঞ্জিকা।

কালকেতুর বিবাহ (১৩৬—১৩৯)

১৩৬ পৃষ্ঠা

কাটে—স° কৃৎ ধাতু ছেদনে। স° কর্ত্তন > প্রা° কট্টন। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে কর্ত্তরী বা কাটারী অর্থে কাটাইল শব্দের প্রয়োগ আছে।

অধিবাস-ডালা—১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ডালা—স° দারু, দালু > প্রা° ডালঅং, ডারঅ, ডালা, ডালী (প্রাকৃতলক্ষ্মীতে), দলিক (হেমচন্দ্র) > ও° বা° ডাল; হি ডাল, ডার; ম° ডাহলী; সাঁও° ডের, ডার (বৃক্ষশাখা); বৃক্ষশাখানির্ম্মিত পাত্র ডালা; অপ্রাচীন সংস্কৃতে ডল্লক।

ছান্দনা—স° ছাদন—আচ্ছাদন = চন্দ্রাতপ।

মাটি—স° মৃত্তি > প্রা মট্টি > হি° মট্টি, মাটি; ও° বা° মাটি।

তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

আলীপনা—স° আলিম্পন—লেপন-দ্রব্যে চিত্র-রচনা।

পতাকা তোরণ শোভা সবাকার পুরী।
দ্বারদেশে আলিপনা দিয়ে বুলে নারী।—শিবায়ন
হরিদ্রা আলিপনা দধি গোরচনা
দূর্ব্বা ধান্য চন্দ্রাতপে।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

১৩৭ পৃষ্ঠা

হরিদ্রা-বাস—হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র মাঙ্গল্য। হরিদ্রার সমনাম পাওয়া যায়—মঙ্গল্যা, মঙ্গলা, লক্ষ্মী, সুভগাহ্বয়া, জয়ন্তিকা, জনেষ্টা, পবিত্রা, এবং রজনী, নিশা, নিশাহ্বা; এই-সব নাম বিবাহে দম্পতি-মিলনের দ্যোতনা প্রকাশ করে। সধবার পক্ষে হরিদ্রা ও রক্তসূত্র শ্রেষ্ঠ মাঙ্গল্য।—পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৬৫ অধ্যায়।

পিঁড়ে—স° পীঠে—পিঁড়িতে।

বেদমন্ত্র... ..গণেশেরে... ...আবাহন—বেদে গণেশের জন্মই হয় নাই, অথচ বেদমন্ত্রে গণেশের আবাহন হইতেছে! বেদের দোহাই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ফল। পুরাণের মতে বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে গণেশপূজা বিহিত—

বিবাহোৎসব-যজ্ঞেষু পূর্ব্বম্ আরাধিতো ভবেৎ।

—স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ডে ধর্ম্মারণ্যখণ্ড ১২।৩৯।

পঞ্চ উপচার—গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য, এবং প্রণাম ফাউ।

সুতা বান্ধে হাথে—বর-বধূর মিলন-চিহ্ন স্বরূপ হস্তে সূত্রবন্ধন। তুঃ—

মঙ্গলসূতা বান্ধি দিল তাহাদের করে।

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিখণ্ড।

মুণ্ডল্যো—মুণ্ডমাল্য, মুণ্ডভূষণ—টোপর, পাগড়ী।

আয়্য—১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাদ্যগীত—আয়্যগণ বাদ্যগীত করিতেছে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, হিন্দুস্থান ঘেঁষা বঙ্গদেশে ও পূর্ব্ববঙ্গে এখনো এই রীতি প্রচলিত আছে।

জল শয়ে—১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ মাতৃকা—৭১ পৃষ্ঠার টীকা ১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঘৃতধারা চেদিরাজা—৭১ পৃষ্ঠার টীকা ১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নান্দীমুখ—৭১ পৃষ্ঠার টীকা ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মকাণ্ড—অনুষ্ঠানপদ্ধতি, ক্রিয়াকলাপ।

কুলধর্ম্ম—শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ছাড়া কৌলিক ও লৌকিক অনুষ্ঠান। তুঃ—

কুলাচার বেদবিহিত যত ছিল।

কুসণ্ডিকা কবি পাণিগ্রহণ কবিল॥—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

বাউরি—দোলা বা পাল্কী-বাহক জাতি। যোগেশ-বাবু অনুমান করেন সং বর্ব্বর> বাবরী>বাউরী নামের উৎপত্তি।—প্রবাসী ১৩৩০ অগ্রহায়ণ ২৩৫।২।

বর্য়াতার—সং বরযাত্রার। প্রঃ—

পঞ্চ বৈরাতী তখনই আনিল ডাক দিয়া।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

সাড়া—সং স্বর>সাব, সারা, সাড়, সাড়া; সং সংজ্ঞা>সাড়া।

বাঁশী "কোন্ দিগেঁ সার নিসারে।"—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

শূন্যপুরাণেও সার। বৌদ্ধগান ও দোহায় সর।

ঢেমহা—ঢেমছা ছাপা উচিত ছিল। ঢেমচা, ঢেমসা—ঢেম-ঢেম শব্দকারী বাদ্যযন্ত্র।

ঢেমচা খেমচা বাজে বাজে করতাল।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

দগড়ি—স° দ্রগড়—ডগডগ গড়গড় শব্দকারী বাদ্যযন্ত্র। মাটির খোলের মুখে চামড়া ছাওয়া ছোট নাগরা, আনদ্ধ যন্ত্র। প্রঃ—

দামামা দগড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ কাটি।—কৃত্তিবাস।

কাড়া—স° কটাহ—কটাহাকৃতি চামড়া-ছাওয়া আনদ্ধ যন্ত্র। প্রঃ—

কাড়া পড়া ঢাক ঢোল তবোল টিকারা।—কৃত্তিবাস।

বেড়ি—স° বেষ্ট ধাতু>বেড়।

হুলুই ধ্বনী—৭১ পৃষ্ঠার টীকা ১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উৎসবকালে উলুধ্বনি করা ভারতের অতিপ্রাচীন প্রথা। ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৩ অধ্যায় ১৯ খণ্ড ৩ মন্ত্র) আদিত্যের উদয়ে আনন্দিত জনগণের উলুরব করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়—"অথ যৎ তদ্ অজায়ত সো ঽসাবাদিত্যস্ তং জায়মানং ঘোষা উলূলবো ঽনূদতিষ্ঠন্ত সর্বাণি চ ভূতানি চ সর্বে চ কামাস্ তস্মাৎ তস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উলূলবো ঽনুত্তিষ্ঠন্তি সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চৈব কামাঃ।" অর্থাৎ ঐ যে আদিত্য, সে জাত (উদিত) হইলে উলু-উলু শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, তাহার অস্তসময়েও উলু-উলু শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে। উলূলু (উলু+উলু) শব্দের বহুবচনে উলূলবঃ। শঙ্করাচার্য্য এই শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'ঘোষাঃ শব্দাঃ, উলূলবঃ উরুরবঃ বিস্তীর্ণরবাঃ' অর্থাৎ উলূলু বস্তুতঃ উরুরু (উরু-উরু) অর্থাৎ বিস্তীর্ণ শব্দ। আনন্দগিরি ব্যাখ্যা করিতেছেন—'উলূলব ইত্যুৎসবকলীনাঃ শব্দবিশেষা দেশবিশেষে প্রসিদ্ধাঃ' অর্থাৎ উলূলু হইতেছে উৎসবকালীন শব্দবিশেষ, ইহা দেশবিশেষে প্রসিদ্ধ। স° উলূলু>স° হুলুহুলী>বা° হুলু, হুলুই, হুলাহুলি।

দেউটি—স° দীপ্তি—মশাল। প্রঃ—

দেউটির অগ্নি দিয়া পোড়াইল চুলি।—কৃত্তিবাস।

কৃত্তিবাস—দিয়ড়ি, তিয়ড়ি শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন।

বরযাত—বরযাত্র।

সভাজন—১০৬ পৃষ্ঠার টীকা ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ছায়ামণ্ডপ—চন্দ্রাতপ, ছাদনাতলা। প্রঃ—

লয়ে গেল সকলেরে বিবাহের স্থলে।
চারি ভাই বৈসে ছায়ামণ্ডপের তলে।
—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

কুঞ্জরছালে—বড় সভার জন্য বড় বিছানা চাই; তাই ব্যাধ পাতিয়াছে হাতীর ছাল। বিবাহের সময় চর্ম্মে বসাইয়া বিবাহ দেওয়া বৈদিক রীতি। এখনো সমস্ত

কুশণ্ডিকায় এই মন্ত্র পড়ানো হয়—প্রজাপতির্ঋষির্ অনুষ্টুপ্ ছন্দো গবাদয়ো দেবতা অনডুহ্-চর্ম্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ ইত্যাদি।

ছাল—স° ছল্লী=ত্বক্, চর্ম্ম।

বীর-ধড়ি—বীরের পরিধেয় ধটী=চীরবস্ত্র। কাপড় ও অলঙ্কার দিয়া জামাইবরণ। প্রঃ—

নেত ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু লাধাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বিরল করিয়া স্নান—৭১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রেমবতী—যে-সব স্ত্রীলোক সাধ্বী স্বামী-সোহাগিনী ও স্বামী-অনুরাগিণী তারাই স্ত্রী-আচার করিবার প্রশস্ত পাত্রী এবং সেইজন্য সেইরূপ স্ত্রীলোক বাছিয়াই বরণ করিবার ভার দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য—তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের ন্যায় নব-দম্পতীর জীবনও সুখময় হইবে।

দুর্ব্বা ও ধান্য—একটি দুর্ব্বা রোপণ করিলে শীঘ্র তাহা সমস্ত ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলে ও বহু দিন জীবিত থাকে; ধান্যও একটি বুনিলে একগুচ্ছ ফলে। এইজন্য ধান দুর্ব্বা ধন পরমায়ু ও বংশবৃদ্ধির প্রতীক হইয়া আছে বৈদিক কাল হইতে। বিবাহের সময় নিম্নলিখিত বৈদিক-মন্ত্রে দুর্ব্বা দান করিতে হয়—

কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি
পুরুষঃ পুরুষঃ পরিএবান
দূর্ব্বে, প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ।

প্রত্যেক কাণ্ড বা গ্রন্থি হইতে দুর্ব্বাঙ্কুর যেমন উদ্গত হয় ও পুরুষ-পরম্পরায় বিস্তৃত হয়, তুমি সেইরূপ বংশপরম্পরায় শত সহস্রে বাড়িতে থাক।—বৈদিক অধিবাস অনুষ্ঠানের মন্ত্র।

ধান্য সম্বন্ধেও এইরূপ মন্ত্র আছে। তুঃ—

পায়ে দধি দিলেন মাথায় দূর্ব্বাধান।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

নাট—(স°) নৃত্য।

চড়য়ে—স° চর, চল ধাতু গমনে। >চড়, হি° চঢ়। প্রঃ—

সুভবনে নিরঞ্জন চঢ়ি সুনার দোলা।—শূন্যপুরাণ।
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

পাট—স° পট্ট=পিঁড়ি। প্রঃ—

রূপাকর পাটএ বেসাতির বৈসএ হাট।—শূন্যপুরাণ।
বসিলেন সীতাদেবী সুবর্ণের পাটে।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

মাঝে—স° মধ্য>প্রা° মজ্ঝ>মাঝ। বৌদ্ধগান ও দোহায়—মজ্ঝ, মঝ।

বলে হরি—ব্যাধেরাও সব বৈষ্ণব,—কবির নিজের বিশ্বাসের বশে।

ছামনী—১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ছাদনী হইতে ছাওনী, ছাউনী, ছামনী হইয়া থাকিতে পারে—মাথা ঢাকিয়া শুভদৃষ্টি। স সজ্জনা > সর্বা° টী° স° সামণী = নায়কস্য আরোহণার্থং সজ্জীকরণে।

গৌরাঙ্গ লখমিনী পুষ্পের ছামনী দেখিঞা আসির উল্লাসে।

—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

১৩৯ পৃষ্ঠা

করে কুশে—কুশাঙ্গুরী হাতে দিয়া। কুশের এক নাম পবিত্র, সেই পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিয়া সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, শ্রুতির ব্যবস্থা। যজুর্ব্বেদী বিবাহে বর-কন্যার হাত কুশ দিয়া বন্ধন করা হয়।

সব্যে পাণৌ কুশান্ কৃত্বা কুর্য্যাদ্ আচমনক্রিয়াম।
দর্ভাঃ পবিত্রম ইত্যুক্তম্, অতঃ সন্ধ্যাদিকর্ম্মাণ
সব্যঃ সোপগ্রহঃ কার্য্যো দক্ষিণঃ সপবিত্রকঃ॥

—কাত্যায়নসংহিতা ১১ খণ্ড।

পানম আচমনং কুর্য্যাৎ কুশপাণিঃ সদা দ্বিজঃ।
পান-আচমনে চৈব তর্পণে দৈবিকে সদা।

—লিখিত-সংহিতা, ৪২—৪৩ শ্লোক।

কুশহস্ত হইয়া সঙ্কল্প করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়—

সঙ্কল্প্য বর্হিষো যত্র তিষ্ঠন্তি ফলদায়িনঃ।—মৎস্যপুরাণ, ১৫।২।

কারণ কুশ বিষ্ণুরূপী যজ্ঞবরাহের গাত্রলোম—

বিষ্ণোর্দেহসমুদ্ভূতাঃ কুশাঃ কৃষ্ণাশ্চ তিলাস তথা।

—মৎস্যপুরাণ ২২।৮৯।

অন্তবন্ধ—বস্ত্রের অন্ত (প্রান্ত, অঞ্চল) পরস্পরে বন্ধ (বদ্ধ)—গাঁটছড়া বাঁধা। পুরাকালে যখন রাক্ষস-বিবাহ অর্থাৎ কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করার প্রথা ছিল তখন বর অনিচ্ছুক কন্যাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইত। এই বন্ধন পরে বরবধূর মিলনের চিহ্ন ও প্রতীক হইয়া পড়িয়াছে। তুঃ—

অন্তঃপট ঘুচাইল দোঁহে দোঁহা দেখি।—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল।

অরুন্ধতি দেখি—

অরুন্ধতী বশিষ্ঠস্য প্রখ্যাতাসু পতিব্রতা।

—শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, ৪৪ অধ্যায়।

পতিব্রতাসু প্রথিতা ত্রিষু লোকেষু যা বরা।
ভর্ত্তৃ-পাদৌ বিনান্যত্র যা ন চক্ষুঃ প্রবাস্যতি॥

যস্যা স্মৃত্যা কথামাত্রং মাহাত্ম্যসহিতং স্ত্রিয়ঃ।
প্রেত্যেহ সতীত্বং বৈ প্রাপ্নুবন্ত্যন্যজন্মনি ॥
—কালিকাপুরাণ, ২১ অধ্যায়।

৭৬ পৃষ্ঠার টীকা ১৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কাশীখণ্ড ১৮ অধ্যায়ে অরুন্ধতী-প্রশংসা দ্রষ্টব্য।

বন্দে নিশাপতি—চন্দ্র দক্ষপ্রজাপতির কন্যা সাতাশ নক্ষত্রকে বিবাহ করেন, কিন্তু তিনি বিশেষ করিয়া রোহিণীতে আসক্ত।—কালিকাপুরাণ ২০ অধ্যায়।

সর্ব্বাস্বপি চ পত্নীষু একা প্রিয়তমা যথা।
রোহিণী নাম যা প্রোক্তা তথান্যা ন কদাচন ॥
—শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ৪৫ অধ্যায় ৬-৭।

স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ডের উত্তরখণ্ড ১৩।৬৫ ; প্রভাসখণ্ড ১৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এক কন্যার প্রতি পক্ষপাতের জন্য দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রকে শাপ দেন যে তিনি ক্ষয়-রোগ-পীড়িত হইবেন। ক্ষয়-রোগ-পীড়িত হইয়াও রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের অনুরাগ হ্রাস হয় নাই। অর্থাৎ, "চন্দ্রপথে যে কয়টি তারা চন্দ্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে পারে তাহাদের মধ্যে রোহিণী সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও প্রধান ; রোহিণীতে যত পুনঃ পুনঃ চন্দ্র-সমাগম দৃষ্ট হয় অন্য তারায় তেমন হয় না।"—আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী।

এই জ্যোতিষিক ব্যাপার পুরাণে গল্পে পরিণত হইয়াছে। পৌরাণিক গল্পের মূল বীজ কিন্তু অতি প্রাচীন। বাজসনেয়ী সংহিতায় এক গন্ধর্ব্ব ২৭ নক্ষত্রের সঙ্গে সঙ্গত হইয়াছেন। অথর্ব্ব বেদে সেই গন্ধর্ব্ব বিশেষ-ভাবে রোহিণীতে অনুরক্ত দেখা যায় ; এই গন্ধর্ব্বের স্থানে চন্দ্র যখন নক্ষত্রপতি হইলেন, তখন রোহিণীতে অনুরাগ তাঁতেই আরোপিত হইল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় চন্দ্রের রোহিণীর প্রতি অনুরাগের বর্ণনা আছে।

চন্দ্রের সঙ্গে রোহিণীর প্রীতিকে চন্দ্ররোহিণী-যোগ বলে। বরবধূর মিলন সেইরূপ হোক এই কামনায় বিবাহের রাত্রে রোহিণীপতি চন্দ্রের অর্চ্চনা করা হয়।

উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণীযোগম্।
—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৭ম অঙ্ক।

মণিহর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুদর্শনশ্চন্দ্রঃ, তত্র সন্নিহিতেন দেবেন প্রতিপালনীয়ঃ, যাবচ্
চন্দ্ররোহিণীযোগঃ ॥—বিক্রমোর্ব্বশী ৩য় অঙ্ক।

অগ্নি পূজি—গার্হপত্য অগ্নি গৃহস্থের গৃহস্থালির দেবতা, সেইজন্য বিবাহ দ্বারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বে অগ্নি পূজনীয়। অগ্নি বিবাহের সাক্ষী ও সর্ব্বদেবস্বরূপ।

নিসি—স° নিশা, ৭মীর একবচনে নিশি।

মাগীলা—স° মৃগ ধাতু অন্বেষণে।

ব্যবহাব কৈল—ব্যবহাবেব দ্রব্য উপহার দিল।

সাতনলা—সাতটা (কমবেশীও হইতে পারে, সাত অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যা) নল পবস্পরের মাথায় মাথায় জুড়িয়া লম্বা কবা হয় ও তাব মাথায় আঠা লাগাইয়া আস্তে আস্তে উঁচু করিয়া গাছে-বসা পাখীব গায়ে ঠেকাইয়া দেয়; পাখী যত ঝটপট কবে তত তাব পাখা আঠায় আটকাইয়া যায় এবং ব্যাধ জীবন্ত পাখীকে গাছ হইতে পাড়িয়া বন্দী কবে।

জাল—জালেব গায়েও আঠা মাখানো থাকে, পশু পক্ষী ছিঁড়িয়া পলাইবাব চেষ্টা কবিয়াও ব্যাহত হয়।

আটা ফান্দে—আঠা-লাগানো ফাঁদ বা ফাঁশ, জীবন্ত পশু পক্ষী ধবিবাব জন্য পাতা হয়। আটা—মূল অনিশ্চিত। ফান্দ—স° বন্ধ, হি° ফন্দা।

ব্যাধ সঞ্জয়কেতু বেহাইকে সাতনলা আটা জাল ফান্দ ব্যবহাব দিল, ইহাই বাস্তবিক ব্যাধেব ব্যবহাব-যোগ্য উপহাব, অন্য জিনিস দিলে তাহা ঠিক ব্যবহাব হইত না।

মাট্যা—স মৃত্তি > প্রা মট্টি > হি মট্টি, বা মাটি। মাটি + ইয়া—মাটিয়া = মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, মৃন্ময়।

চালু—২০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কান্দে—কন্যাকে বিদায় দিতে হইবে বলিয়া মাতাব এই ক্রন্দন।

অভিলাস পুবিলা—জ্ঞাতিকুটম্বদেব যৌতুক দিয়া তাদেব অভিলাষ পূর্ণ কবিল।

কালকেতুর স্বদেশে গমন (১৩৯—১৪১ পৃষ্ঠা)

১৩৯ পৃষ্ঠা

পান নিছে পেলাইয়া—পান দিয়া সমস্ত অমঙ্গল মুছিয়া ফেলিল। প্রঃ—

পণ্ডিতে বেদ গান নিছিআ পেলেন পান
হুলুই পড়এ ঘনে ঘন।—শূন্যপুরাণ।

পায়ে দধি দিল, শিবে দূর্ব্বাধান।
মাথাব নিছিঞা পেলেন শত শত পান॥
—কৃত্তিবাসী বামায়ণ, উত্তবাকাণ্ড।

পান—স° পর্ণ>প্রা° পন্ন>পান।

নিছে—নি+মুঞ্চ, নি+ক্ষিপ হইতে নিছ, নিছনি>স° নির্মঞ্ছন=নীরাজন; আরতি, অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া অমঙ্গল নিক্ষেপ করা। ১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তুঃ—

নদীয়া নিছনি লৈঞা মরু জয়ানন্দ।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

১৪০ পৃষ্ঠা

সম্বল উদ্যোগে—কালকেতু এতদিন খেলা করিয়া কাটাইয়াছে, এখন জীবিকা উপার্জ্জনের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

কাল হৈলা—কার্য্যের যোগ্য সময় হইল।

হরিস—স° হর্ষ। প্রঃ—

আনুমতী কর রাধা হরিষ বদনে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কানুব দরশে চলিলা হরিষে।—যদুনন্দন দাস।

হইয়া হরিষ-যুক্ত চলে তিন জন।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

দড়—স° দৃঢ়।

কুলধর্ম্ম রক্ষণের হেতু—বধূ গৃহকর্ম্মে দক্ষতা লাভ করিয়া কুলকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার কারণ স্বরূপ হইল।

তাই—স° তংহি>তাহাই, সংক্ষেপে তাই। স তর্হি>তঁহি, তেঁই, তাই। স° তং শব্দের তৃতীয়া তেন>প্রা তেহিঁ। বৌদ্ধগানে—তা, তহি, তহিঁ। কৃত্তিবাসে—তেঁই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—তাএ, তাত। বিদ্যাপতি—তহিঁ।

অমিয়-বিরিখ তুহুঁ না চিনলি রাই।

পরিহরবি পিয়ুষ পিয়লি বিখ তাই॥—গোবিন্দদাস।

দেড়ি—স° দ্বি+অর্দ্ধ=দ্ব্যর্দ্ধ>মাগধী প্রা° দিবড়্‌ঢে>দেড়, ডেড়। এক দিন ও এক বেলার যোগ্য।

শরাসন—শরের আসন ধনুক।

আর—স° অপর>প্রা° অঅর>আর, হি° ঔর, প° অর, অস° ও মেদিনীপুরে আউর, ও° আবর, হেমচন্দ্র-কোষে আরু। বৌদ্ধগান ও দোহায়—অবর।

বান্ধা—বন্ধক, ঋণের নিষ্ক্রয়, বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কোনো দ্রব্য উত্তমর্ণের নিকট গচ্ছিত রাখা। প্রঃ—

তোহ্মা বান্ধা দেউ মোর ঘরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বান্ধা নেও বান্ধা নেও গোয়ালিনী মাই।

বার কড়া কড়ি থাকিয়া বান্ধা থুইবার চাই॥

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ধারেতে উধারে—স° উদ্ধার=ঋণ, যাহা দান নয়—পুনর্ব্বার উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। হি° উধার, বা° ধার। প্রঃ—

না জানো কাহ্নাঞি তোর কত ধারোঁ ধন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

জননী কহিছে ক্রুদ্ধা হইয়া অপার।

এক দিবসের ধার কে শোধে আমার।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

কি দিয়া সুধিব ধার।—জ্ঞানদাস।

অবশ্য তোমার ধার শুধিব হে ভাই।—মাণিক গাঙ্গুলি।

অনুদিন—দিনের পর দিন অনুদিন।

খাট—স° খট্বা>প্রা° খট্টা>স° খট্টা, খাট। শয়নের কাষ্ঠমঞ্চ, পালঙ্ক। প্রঃ—

তিঅ ধাউ খাট পডিলা।

সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ভণে—স° ভণ ধাতু কথনে।

কাখে—স° কক্ষ>প্রা° কখ্খ>কাখ, কাখ, কাঁকাল। প্রঃ—

চলিতে না পারে কাখে চুপডী করিআঁ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মাথায় ধবল ছাতি খুঙ্গি পুথি কাখে।—ঘনরাম।

কড়ি—স° কপর্দ্দক>প্রা কবড্ডঅ, কবড্ডিঅ>ম কবডী (কবডী ন লেই, বোড়ী ন লেই, সুচ্ছড়ে পার করেই।—বৌদ্ধগান ও দোহাকোষ)>কড়ি।

চাল্যা—চাল বেচে যে। চাল+ইয়া=চালিয়া, চাল্যা।

বাড়ি—স° বাটী।

বেসাতি—আ বেজাত=পণ্যদ্রব্য। প্রঃ—

সুনার পাটেতে বেসাতির বৈসএ হাট।—শূন্যপুরাণ।

পাথি—স° পত্রী (পত্রনির্ম্মিত পাত্র) বা পাত্রী (ছোট পাত্র)>পাত্তী, পাথি, পেথে। পাত+ইয়া=পাতিয়া>পেত্যে, পেথ্যে, পেথে।

মহামায়া মায়া করি মৎস্য মারে ক্ষেতে।

পশুপতি পেথে বয়ে ফেরে সাথে সাথে॥—শিবায়ন।

কুলা পেথা বুনিয়া করিব ঠাকুরাল।—মাণিক গাঙ্গুলি।

১৪১ পৃষ্ঠা

সুভ্য—শুভ বা সৌভাগ্য।

খণ্ড—শর্করাখণ্ড, যে শর্করা খণ্ড খণ্ড করা যায়, খাঁড় বা পাটালি গুড়। প্রঃ—

খণ্ডমোদকম ইব চন্দ্রম্ উদিতম্ অবলোকয়।—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম।

খণ্ড-বিচনীর কিবা পাঅ তুলী লৈলোঁ গাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

শৈব—কিরাতেরা আদিতে শৈব ছিল, পরে শিব-শক্তি উপাসক হয়।

বিপক্ষে করয়ে ভঙ্গ—(১) সাধুর বিপক্ষদিগকে অর্থাৎ অসাধুসঙ্গ পরিহার করে, (২) শত্রুকে পরাজিত করে, (৩) বাধা অতিক্রম করে।

শুনেন পুরাণ—ব্যাধ লেখাপড়া জানিত না, পুরাণ পড়ায় তার অধিকারও ছিল না।

কথ—বৈদিক কতি, স° কিয়ৎ>প্রা° কেত্তিঅ, কাত্তা, কত্তো>বা° কথ, কত; ও° কেত্তে; হি° কেত্তা, কেৎনা; ম° কেওটা। প্রঃ—

কথো খণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

পয়ান—স° প্রয়াণ=গমন। প্রঃ—

মুনি বলে কোথা রাজা করেছ পয়ান।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

কৌতুকে উলুকে চেপে কৈলাস পথান।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মাসে মাসে পাঠায় সম্বল—কালকেতু পিতৃমাতৃভক্ত, পিতামাতার তীর্থবাসে মাসহারা নিয়মিত পাঠায়। কিন্তু ফি মাসে পাঠায় কেমন করিয়া? তখন ত পোষ্টাফিস বা রেলগাড়ী ছিল না, কবিকঙ্কণের সময় অন্য কোনও বন্দোবস্ত ছিল হয়ত।

আড়ড়া স্থান—রাঢ়-বহির্ভূত স্থান, ব্রাহ্মণভূমি পরগনার অন্তর্গত গ্রাম, মেদিনীপুর জেলার উত্তরে চন্দ্রকোণার নিকটে।

কালকেতুর মৃগয়া (১৪২—১৪৪ পৃষ্ঠা)

১৪২ পৃষ্ঠা

জাকে তাকে—কোনো বাদ বিচার না করিয়া সকলকেই।

বৃহন্নল—অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জ্জুন ক্লীব বৃহন্নলা নামে ছদ্মবেশে বিরাটরাজার আশ্রয়ে ছিলেন। দুর্য্যোধন বিরাটের গোগৃহ আক্রমণ করিলে বিরাট-রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া বাধা দিতে যান, কিন্তু কৌরবসেনা দেখিয়া উত্তর ভীত হইয়া পড়েন। তখন পলায়নোন্মুখ উত্তরকে রথে বাঁধিয়া বৃহন্নলা একাই সারথি ও রথী হইয়া কুরুসৈন্যকে পরাজিত করেন।—মহাভারত, বিরাটপর্ব্ব।

ঘায়—স° ঘাত>প্রা° ঘাঅ>বা° ঘা, ও° ঘা, হি° ঘাও। য় সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন।

বেগবাতে—বেগে গমনের জন্য বাতাসের প্রবল বেগে। তুঃ—

গায়ের বাতাসে গাছ করে জড়াজড়ি।

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

১৪৬ পৃষ্ঠা

খড়্গা···বিচে··· ব্রাহ্মণ সজ্জনে—ব্রাহ্মণেরা তর্পণ করিবার জন্য গণ্ডারের খড়্গা ক্রয় করে। গণ্ডারের খড়্গা-কোষে জলদান করিলে পিতৃলোকের অনন্ত তৃপ্তি হয়।—

খড়্গা-লোহামিষ-মধু-কুশ-শ্যামাক-শালয়ঃ।
বল্লভানি প্রশস্তানি পিতৄণাম্ ইহ সর্ব্বদা॥
—মৎস্যপুরাণ, ১৫।৩৫—৩৬ ; ১৭।৩৫ ; ২২।৮৬—৯১ দ্রষ্টব্য।

সৌবর্ণ-রাজতাভ্যাঞ্চ খড়্গোনোড়ুম্বরেণ চ।
দত্তম্ অক্ষয়তাং যাতি ফল্গুপাত্রেণ চাপ্যথ॥
—বিষ্ণুসংহিতা ৭৯ অধ্যায়। শঙ্খসংহিতা ১২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যঃ শ্রাদ্ধং পদ্মপত্রে করোতি সুমনোহরম্।
বর্ষাণাং তং শতং সাগ্রং তৃপ্তির্ভবতি নান্যথা॥
অশ্বত্থস্য ছদে দেবি ব্রহ্মপত্রে চ শঙ্করি।
ষণ্মাসং জায়তে তৃপ্তি রমন্তাশ্বত্থপত্রকে॥
মাসৈকং তাম্রপাত্রে চ, রুক্মপাত্রে তু বৎসরম্।
রৌপ্যে দশগুণং প্রোক্তং, খড়্গাপাত্রে শতোত্তরম্॥—যোগিনীতন্ত্র।

মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ৮৮ অধ্যায়, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ৩২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পুঞ্জি—স পুঞ্জ। ও পুঞ্জা। এক গণ্ডায় এক পুঞ্জি—৪টা। অথবা রাশীকৃত।

মূলে—স° মূল্যে।

কাপড়ি শন্ন্যাশী—যে সন্ন্যাসী নাগা বা উলঙ্গ নয়, যারা কাপড় পরে।
স° কর্পট—(পটচ্চরং জীর্ণবস্ত্রম—অমর) >মাগধী প্রাকৃত কপ্পড়এ >বা° ম° কাপড়, হি° কাপড়া, ও° কবটা (দীর্ঘ ছিন্ন বস্ত্র)।

সিংহ—শৃঙ্গ। ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সিঙ্গাদারে—যারা শিঙা বাজায়। স° শৃঙ্গ>প্রা° সিঙ্গ>শিঙ্গা, শিঙা+ফা° দার (যারা ধরে)। তুঃ—দোকানদার, ব্যবসাদার, দেনদার, ইত্যাদি।

নিরমীত—নিরমিতে, নির্ম্মাণ করিতে।

ঢাল—(স°) দুর্ভেদ্য চর্ম্মনির্ম্মিত দেহরক্ষক।
কেহ কেহ পাছে রহে ঢাল খাড়া ধর্যা।
—সীতারাম দাসের ধর্ম্মরাজের গীত (১৫৯৭)।

সাঁজুড়ি—স° সংযোগ (সং+যুজ ধাতু) >সাঁজুড়=একত্র করা।

লেঙ্গ—স° লঙ্গ=লেজ। অস° লাঙ্গ।

ঠুঠার—সং স্থাণু (ছিন্নশাখ বৃক্ষকাণ্ড)>প্রাং ঠুংট ; মং থোঁটা, হিং ঠুণ্টা, বাং ঠুঁটা। সং স্থাণুকার>ঠুঠার (ঠুঠা+আর প্রত্যয়)=কাঠুরিয়া, যাহারা বৃক্ষকে ঠুঁটা করে। তুঃ—কর্ম্মকার>কামার, চর্ম্মকার>চামার, স্বর্ণকার>হিং সোনার, লৌহকার>হিং লোহার, স্থালকার>ওং থঠারী, হিং থটেরী, ঠটেরী, ঠাটারী।

ঘোড়াশালে রাখিবারে—ঘোড়ার আস্তাবলে বানর বাধা খুব প্রাচীন রীতি।—

শালিহোত্রে পুনর্ এতদ্ উক্তম্, যদ্ বানর-বসয়াশ্বানাং বহ্নিদাহদোষঃ প্রশাম্যতি। প্রোক্তম্ অত্র বিষয়ে ভগবতা শালিহোত্রেন—

কপীনাং বসয়াশ্বানাং বহ্নিদাহ-সমুদ্ভবা।
ব্যথা বিনাশম্ অভ্যেতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

—পঞ্চতন্ত্র, Dr. Johannes Hertel's edition, Harvard Oriental Series, Book V, Tale viii, Ape's Revenge (নৃপ-বানর-বাক্ষসাদি-কথা, Calcutta University Sanskrit Selections for the Matriculation Examination, Part I, pp. 13-16)।

প্রভ্রষ্টোঽয়ং প্লবঙ্গঃ প্রবিশতি নৃপতের্ মন্দিরং মন্দুরায়াঃ।
—রত্নাবলী, দ্বিতীয় অঙ্ক।

পূজে পূজে—পুঞ্জে পুঞ্জে।

শিবা-ঘৃত—অপস্মার ও উন্মাদ রোগাধিকারের ঔষধ। চার সের ঘৃতে সওয়া-ছয় সের শৃগালমাংস দিয়া ৩২ সের জলে অন্যান্য ঔষধের সহিত সিদ্ধ করিলে শিবাঘৃত প্রস্তুত হয়।

শিবাঘৃতমিদং নাম্না শিবায়োন্মাদিনাং সদা।—ভৈষজ্যরত্নাবলী, উন্মাদাধিকারঃ।

চৈতন্যদেবের যখন প্রথম ভক্তিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল তখন প্রতিবাসিনীরা তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া শচীদেবীকে

কেহো বলে—ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবাঘৃত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তরে ॥—চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ২য় অধ্যায়।

নকুল গউলা—সং গন্ধ-নকুল ; বাং গন্ধ-গোকুল। Civet.

শরভ—করীশাবক, বানর, উষ্ট্র, কাল্পনিক অষ্টপদ পশু। ২৪৩ পৃষ্ঠা ও ১৪৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

করভ—হস্তীশাবক।

দর—(হিং) সং আদর হইতে? মূল্য, দাম।

তা কি লয়—তাহা কিনিয়া লয়।

মৃগ-মদ—কস্তুরী, মৃগনাভি।

কালকেতুর ভোজন (১৪৪—১৪৫ পৃষ্ঠা)

১৪৪ পৃষ্ঠা

ষাড়া—১৩৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

সম্ভ্রমে—আনন্দ বা ভয়াদি-জনিত ব্যস্ততা, ত্বরা।

ছড়া—স° ছল্লী, ছলি >ছাল, ছড়।

মোকা—স° মুখ >মোকা=তাল বা নারিকেলের বোঁটাসংলগ্ন মুখটি >নারিকেল-মালা।

ঝাটী—স° জট, ঝট ধাতু সংহতি >মার্জ্জন। স° ঝাট=মার্জ্জন।

পাখালীলা—প্রক্ষালন করিলা। প্রঃ—

পাখালি চরণে মুছিলা বসনে বসিল সুনার খাটে।—শূন্যপুরাণ।

পাদপদ্ম প্রভুর পাখালে নৃপমণি।—ঘনরাম।

পানী—পাণি=হস্ত।

১৪৫ পৃষ্ঠা

পাথরা—প্রস্তর >প্রা° পথর >পাথর। পাথর+আ=পাথরা=প্রস্তর-পাত্র।

তরে—বৈদিক হি >পালি তরে, তরে+হি=স° তর্হি। স° তৃ=তরণ।

এবেঁ তোর তরেঁ কৈল অবতার কাহ্ন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

তবে প্রভু বর মাগে অসুরের তরে।—মৃগলুব্ধ। এখানে তরে=নিকটে।

খাপরা—স° কপাল >কপ্‌ড়ি, খপড়ি, খাপ্‌রা >স° খর্পর, কর্পর।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। তুঃ—

খাবরি ভরিয়া দিমু পানি।—গোরক্ষবিজয়।

সাঙ্গুড়িয়া—সংযুক্ত করিয়া।

দুটা—স° দ্বি+টা (তেলেগু প্রত্যয়)।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

গোঁফ—স° গুম্ফ।

ঘাড়ে—স° ঘাট=স্কন্ধের পশ্চাৎ। সর্বা° টী স° ঘাট্‌ঠ, ঘাড্‌ঢ। প্রঃ—

ঘাড়ের রক্ত খায় কামড়ে খায় মাস।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ঘাড়ত হাত দিয়া বাহির করি দিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

হাড়া—স° ভাজন >ভান্‌জ >স° ভাণ্ড >স° হাণ্ড, হাণ্ডা, হাণ্ডী >হাড়া, হাঁড়ী।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আমানী—অম্ল+পানীয়।—রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়।

উজাড়ে—উৎ+জট (=সংহতিনাশ), উৎ+জীর্ণ (=বিনষ্ট)। নিঃশেষ করে।

খায়—সং খাদ>প্রাং খাঅ>বাং খা ধাতু।

জায়ু—সং যবাগূ, যাবক=যবের মণ্ড। পালি—জাগু>জাউ। তাহা হইতে মণ্ড মাত্রই জাউ। প্রঃ—

উদব পূরিয়া খেত আউটিয়া জাউ।—মাণিক গাঙ্গুলী।

লাউ—সং অলাবু। প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ও বৌদ্ধগানে আছে।

ঝুড়ি—? চুব্‌ড়ি, পেথে। প্রঃ—

বাজপুবে গেল হাড়ি ঝুবিয়ে কোদাল।
—দুর্লভ-মল্লিক-কৃত বাজা গোবিন্দচন্দ্রের গান।

হেনকালে তথাকাব আইল ভাঙ্গন বুড়ি।
পৃষ্ঠেতে প্রলয় কুঁজ, মাথা যেন ঝুড়ি॥—মাণিক গাঙ্গুলীব ধর্ম্মমঙ্গল।

আলু—(সং) ঘটাকাব মূল।

ওল—সং ওল, ওল্ল, ওব্ব।

পুই—সং পূতিকা।

কাচড়া—সং কঞ্চট=জলজ শাক।

শাবী কচু—সারবান্ কচু। ওং সাক।

ঘণ্ট—(সং) ঘাঁটা চট্‌কা বাঞ্জন। বৌদ্ধগান ও দোহায় ঘাণ্ট। চৈতন্যচবিতামৃত প্রভৃতিতে—ঘণ্ট।

ডাড়ী—?

বাড়ী—?

কালকেতুব এই অসম্ভব অতিভোজনেব ছবি গ্রাম্য শ্রোতাদেব কাছে খুব প্রীতিজনক হইত। কবি যেখানে ফাঁক পান সেখানে খুব ঘটা কবিয়া ভোজনেব বর্ণনা করেন; ইহা শ্রোতাদেব খুব উপাদেয় লাগে; কাবণ, তখন নিরন্তব লুটতবাজে ও খাজনা বৃদ্ধিতে দেশে অন্নকষ্ট দেখা দিতে আবম্ভ করিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে সংস্কৃত নাটকেব বিদূষকেবা এই খাওয়া লইয়াই লোক হাসাইয়া আসিয়াছে। অতিভোজন ও লোলুপতার মধ্যে একটা স্থূল হাস্যরসের উপাদান আছে।

বঙ্গবাসী ও বটতলা প্রভৃতি সংস্করণে কয়েক পংক্তি অতিরিক্ত আছে—

শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিট্‌কাল।
ছোট গ্রাস তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল॥
ভোজন করিতে গলা ডাকে ঘড়ঘড়।
কাপড় উসাস করে যেন মরায়েব বড়॥

ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন।
হরিতকী খায়্যা কৈল মুখের শোধন॥
নিশাকাল হৈল, বীর করিল শয়নে।
নিবেদিল পশুগণ রাজার চরণে॥

তুঃ—কুৎসিত আকার মোর, কুৎসিত ভোজন।
—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড, কবন্ধের উক্তি।

পশুরাজের নিকট বাঘিনীর গমন (১৪৬ পৃষ্ঠা)

ছা—সং শাবক। প্রঃ—
সমতুল দেখি যেন শশকের ছা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

লেহালেহী—পরস্পরে লেহন।

সাবিয়া—সং স্ব+ণিচ=সাবি ধাতু প্রসারণে। প্রঃ—
সালুক সুন্দির ফুলে সাবিআ লইব হার।—শূন্যপুরাণ।

ঢালী—সং হ্বালি—চালনে। সং ধারা>ঢালা? হিং ডার=নিক্ষেপ।

সিংহের নিকট বাঘিনীর আবেদন (১৪৭—১৪৮ পৃষ্ঠা)

১৪৭ পৃষ্ঠা

কুলিতা কাষ্ঠ—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় অনুমান করেন—কুড়চির কাঠ বা তৎসদৃশ অন্য কিছু।

বাতজন্মু—পবননন্দন হনুমান। সং জন্+উ (ভাবে)=জন্ম, উৎপত্তি। তুঃ—অঙ্গজন্মু।—কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ।

মাল্য বানে—বাণ দ্বারা মারিল।

শনে—সং সঙ্গে, সমম্>প্রাচীন বাং সঞে>সনে=সহিত।

বেসাত্যে—আং বেজাত=পণ্যদ্রব্য।

ছার—সং ক্ষার>শৌরসেনী প্রাং খার, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ছার।=ভস্মতুল্য সামান্য,

তুচ্ছ। প্রঃ—

ছার হেন দেখোঁ এবেঁ তোহ্মার যৌবন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ইথে—সং ইদম্, অদস্>ইহা। ইহাতে>ইথে। প্রঃ—

তোহ্মাতে মজিল মন ভালে জাণে দেবাগণ

ইথে কিছু নাহিক সন্দেহা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

নাহি—সং নাস্তি, ন হি>প্রাং নথি, নাহিং>মং হিং নাহীঁ. ওং নাহিঁ।

সিংহের নিকট অন্য পশুগণের নিবেদন

(১৪৮—১৫৪ পৃষ্ঠা)

১৪৮ পৃষ্ঠা

বাংলা দেশে আগে সিংহ হাতী গণ্ডার প্রভৃতি জন্তু প্রচুর ছিল বোধ হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র নিবিড় জঙ্গল ছিল, ১৫ শতকে এসব জঙ্গল কাটা হইয়া জনপদ হয়। বর্দ্ধমানে সিংহারণ বা সিংহারণ্য নামে একটি স্থান আছে, তাহা হইতে অনেকে অনুমান করেন ঐ নাম বঙ্গে সিংহের অস্তিত্বের স্মৃতি বহন করিতেছে (বাংলার পুরাবৃত্ত—শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। কাশ্মীররাজ জয়াপীড় বঙ্গে আসিয়া সিংহ বধ করিয়া গৌড়রাজকুমারী কল্যাণদেবীকে বিবাহ করেন বলিয়া রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ আছে। সুন্দরবনে হাতী ও গণ্ডারও ছিল। এবং—

হিজলী দক্ষিণে রহে হোগলের বন।

বন্যজন্তু পাড়ে কত গণ্ডক বারণ॥

—নরসিংহ বসুর ধর্ম্মমঙ্গল (১৭৩৭ খৃঃ)।

গজঘটা—গজসমূহ।

আর্দ্দাস—ফাং আর্জ্‌দাশ্‌ৎ (আর্জি)=নিবেদন। চেষ্টা অর্থেও প্রয়োগ আছে—

অনেক আন্দাজ করে না পারে উঠিতে।—মানিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

[১৪৮ পৃষ্ঠা ফুটনোট।—বার— সং বহিঃ, বহির্>প্রাং বাং বাহির>বাইর, বার। প্রকাণ্ড সভা করিয়া বসা।]

১৪৯ পৃষ্ঠা

[১৪৯ পৃষ্ঠার ফুটনোট।—কুটিরে—কাঠুরিয়াকে। অতিরিক্ত পাঠের টীকা পরে প্রদত্ত হইল।]

১৫০ পৃষ্ঠা

শমর শাহশ বানা—সমরে সাহসবান্, যুদ্ধে সাহসী। অথবা সমরে সাহসবানা—যুদ্ধে সাহস হইয়াছে বানা অর্থাৎ চিহ্ন যার। তা° বানা=পতাকা।

ফুরনা—স° স্ফূর্তি শব্দজ।=স্ফূর্তিযুক্ত (active, agile)।

দাপে—দর্প প্রকাশ করে, তাড়া করে।

১৫১ পৃষ্ঠা

লোফে—স° লম্ফ>লুফ ধাতু। প্রঃ—

সব অস্ত্র লুফে ধরে পবননন্দন।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।

আগলায়—স° অর্গল>বা° আগল ধাতু। প্রঃ—

মিছাই কাহ্নাঞি তোঁ আগোলসি বাটে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

১৫২ পৃষ্ঠা

ঝাপে—স ঝম্প>ঝাঁপ। বীরকে কেশরী ঝাপে=বীরকে (নিমিত্তার্থে কে বিভক্তি, তুঃ—জলকে যায়, ঘরকে যায়) আক্রমণ করিবার জন্য ঝম্প দিল। প্রঃ—

তাহার কারণে কালীদহে দিলোঁ ঝাঁপ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

চাপড়—স চপেট, চর্পট, চার্পট>প্রা চবিড। প্রঃ—

বজ্জর চাপড় হাড়িক কসিয়া মারিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ঢাল—স° ঢাল। প্রঃ—

কেহ কেহ পাছে রহে ঢাল খাণ্ডা ধর্যা।

—সীতারাম দাসের ধর্ম্মরাজের গীত।

মুটকি—স° মুষ্টিক>বর্ণবিপর্য্যয়ে মুটকি, মুকটি। প্রঃ—

এক মুটকির ঘাএ লইতাঙ প্রাণ।

—কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্রের প্রতি বালির উক্তি।

১৫৩ পৃষ্ঠা

.য়েড়ে—স° ইড় ধাতু ত্যাগে। এড়ে=ত্যাগ করে, নিক্ষেপ করে।

এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

এড় এড় বুলিতেঁ আধিকেঁ করে ধরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

জাকে জাকে—স° পুঞ্জক>পঞ্জাক, পজ্ঝাক>জাঁক, ঝাঁক। ও° পঞ্জা। ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে। প্রঃ—

কত শত ময়ূর পুড়িল ঝাঁক ঝাঁক।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

খঞ্জনা খঞ্জনী করে নানা ধুনি
উড় বৈসএ ঝাকে ঝাক।—শূন্যপুরাণ।

দুইজনে বাণবৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

বিডায়—স° বি+ডী (উড্ডীন, উড়া)? পলায়ন। পাঠান্তর—বিবাধ=বিবাদ। প্রঃ—

হরিণী জাগায় ভালো কুটুম্ব-বিবাধ।—বিদ্যাপতি।

ঠাট—স° স্থিতি হইতে? ও° ঠাট, হি° ঠাঠ=দল। সৈন্যদল। প্রঃ—

নিশি দিসি আওব কামিনীঠাট।—বিদ্যাপতি।

হস্তী ঘোড়া ঠাট আদি লহ ত অপার।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

প্রবেশে অজয়তটে ভূপতির ঠাট।—ঘনরাম।

লয় লাগ—লগ্ন হয়, নিযুক্ত হয়। স° লগ ধাতু।

নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

টুটে—স° ত্রুট ধাতু কম হওয়া। প্রঃ—

তা মহামুদেরী টুটি গেল কংথা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

অবতার—অবতারণ, নিক্ষেপ।

তালী—স° তালক=কুলুপ। শ্রবণশক্তি রুদ্ধ হওয়া—যেন কানে কুলুপ-চাবি বন্ধ হইল। প্রঃ—

জই পবন-গমন-দুআরে দিত তালা বিভিজ্জই।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

দড়—স° দৃঢ়>দঢ়, দড়। বৌদ্ধগান ও দোহায়—দিঢ়, দিট।

চড়—স° চার্পট>চাপড়>চড়। কিংবা স° চর্পট>চড়। প্রা° চবিড়। প্রঃ—

সেহি দূতা মাব কোণ কাজেঁ চড় খাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

উঠিলা—স° উৎ+স্থা ধাতু=উত্থা>উঠা, উঠ ধাতু।

চাপিয়া—স° চপ্ (চূর্ণীকরণ, পেষণ) অথবা চর্ব্ব (চর্ব্বণ) ধাতু হইতে বা° চাপ, ও° ছপ, হি° ছাপ, ম° চেপ ধাতু। তুঃ—

ভিজা বস্ত্র চিপিয়া দিলে ঐ রাজার মুখখানর উপব।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

হঠে—স° হঠ=বল প্রয়োগ। হঠে—বল প্রকাশ করিয়া।

১৫৪ পৃষ্ঠা

চাক—স° চক্র>প্রা° চক্ক; বা° চক্কর, চাকা, চাক। বৌদ্ধগান ও দোহায়—চক্ক, চাক।

কুমারের চাক যেন মাণিক অঙ্গুরী।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

আছাড়ে—স° আ+সারি ধাতু নিক্ষেপে। অপসারিত করি, সরাইয়া ফেলি হইতে নিক্ষেপ অর্থ গৌণভাবে আসিয়াছে।

সুনীত—শোণিত।

নিকলে—সং নিষ্কাশ > হিং নিকলা, নিকলনা = বাহির হওয়া। প্রঃ—

নিকলিল ময়নামতী যাত্রা করিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

মুঞে—সং মুখ > প্রাং মুহ > বাং মু। সপ্তমী বিভক্তিতে মুয়ে, প্রাচীন বাংলায় মুঞে।

দুঁহাকার—সং দ্বি > দুই, দুঁহা। সম্বন্ধে কের, কার বিভক্তি হয়।

চাহে—সং চায় = চাক্ষুষজ্ঞান।

দিঠে—সং দৃষ্টি > প্রাং দিট্‌ঠি > বাং দিঠি, দিঠ। প্রঃ—

মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

আচড়ে—সং আ + √চৃ (বিদারণ) = আচর > আচড়, আঁচড় = ঈষৎবিদারণরেখা।

জর্জ্জর হইল দেহ আঁচড় কামড়ে।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।

পীঠ—সং পৃষ্ঠ > প্রাং পিট্‌ঠ > বাং পিঠ। শূন্যপুরাণ ও মাণিকচন্দ্র রাজার গানে—পিঠি।

ছারখার—ভস্মীভূত > গৌণ অর্থ লণ্ডভণ্ড, ছিন্নভিন্ন। প্রঃ—

রাম রূপে রাবণ বধিলোঁ লঙ্কা কইলোঁ ছারখার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বহুমূল পসার অবিকৈ ছারখার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

জমধর—যে (নখ) যমকে ধারণ করিয়া আছে অর্থাৎ যার আঘাতে নিশ্চয় মৃত্যু।

ফুটনোটে অতিরিক্ত পাঠ (১৪৯—১৫৩ পৃষ্ঠা)

১৪৯ পৃষ্ঠা

তুলাকু—তুলার ন্যায় লঘু অর্থাৎ দ্রুতগামী হরিণ।

বাড়বাড়া—সং বৃধ ধাতু > বাড়। বাড়াবাড়ি, অতিবৃদ্ধি, অতিশয়।

উভরায়—সং ঊর্দ্ধ > প্রা উভ, হি উভ = উচ্চ। স রাব > রা। রা শব্দের ৭মীতে য় বিভক্তি যোগে রায় = রবে। উচ্চরবে। প্রঃ –

কান্দে উভরায়।—কৃত্তিবাস।

রণ ছেড়ে সুগ্রীব পলায় উভরায়।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

উভরায় কান্দে লোক প্রাণ যায় যায়।—ভারতচন্দ্র।

পঞ্চানন—সং পঞ্চ (বিস্তৃত) আনন (মুখ) যার = সিংহ।

সিংহের সমর-সজ্জা (১৪৯ পৃষ্ঠা)

কোটাল—সং কোট্টপাল, কোটুপাল, আং কোতওয়াল = দুর্গরক্ষক, পুলিশপ্রহরী, চৌকীদার। অনাদরে কোটালিয়া > কোটাল্যা। প্রঃ—

ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল।—শূণ্যপুরাণ।

কোক—(সং) তরক্ষু, নেকড়ে বাঘ।

রায়বার—সং রাজবার্ত্তা। প্রঃ—

ভাটগণে পড়ে রায়বার।—নবদ্বীপপরিক্রমা।

ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া।—ভারতচন্দ্র।

অঙ্গদ রায়বার।—কৃত্তিবাস বা কবিচন্দ্রের রামায়ণ।

১৫০ পৃষ্ঠা

আজি—সং অদ্য>প্রাং অজ্জ>বাং আজ। অদ্য শব্দের য মধ্যে গিয়া অয়দ>অইদ> আজি হইয়া থাকিবে।

চির—স চৃ ধাতু>চির (বিদারণ)। বিদারিত হইলে যে খণ্ড বা ফালি হয় তাহাও চির।

মাছি—সং মক্ষী>প্রাং মচ্ছী>মাছি।

কালকেতুর সহিত শার্দ্দূলের যুদ্ধ (১৫০ পৃষ্ঠা)

হেলাইয়া—স √হ্বল চলনে, স হিল ধাতু পার্শ্বে নত বা বক্র হওয়া, স হেল ধাতু অবলীলা, অনায়াস।

বা—সং বাত>প্রাং বাঅ> বা। স বা ধাতু গতি হইতে। প্রঃ—

শীতের ওঢনি পিয়া গিরিষের বা।—চণ্ডীদাস।

পাট—সং পট্ট, তেং পট্টু=রেশমী বস্ত্র।

ধড়া—সং ধটী—চীরবস্ত্র।

বাঁশ—ধনুক।

মৃগবা—সং মূর্ব্বা>মুর্গা ; বর্ণবিপর্য্যয়ে মৃগবা। Sansevieria roxburghiana. এই গাছের পাতার আঁশে পাকানো দড়ি দিয়া ধনুকের গুণ বা ছিলা তৈরি করা হইত বলিয়া ধনুকের গুণকে মৌর্ব্বী বলে।

চড়া—সং চল, চর ধাতুর গৌণ অর্থে চড়া=আরোহণ। ধনুকে জ্যা বা গুণ সংযোগ। প্রঃ—

কোপ করি লক্ষ্মণ ধনুকে দিল চড়া।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

বিজুবনে—বিজন বনে।

সাড়া রায়্যা—সং স্বর>সার, সাড়, সাড়া। শব্দ করিয়া।

চিরদিন ক্রোধে—বহু কালের সঞ্চিত ক্রোধে।

পশুরাজের যুদ্ধে গমন (১৫১ পৃষ্ঠা)

লাঙ্গুড়—স লাঙ্গুল। প্রঃ—

লেঙ্গুর বাড়ালা বীর পঞ্চাশ যোজন।—কবিচন্দ্রের রামায়ণ।

বাউলায়—স' বল ধাতু সঞ্চরণে।=বুলায়, সঞ্চালন করে।

বাউড়ি—স বল্কল>বাকল, বাক্‌ড়া, বাখড়া>বাগুড়া (বাগুরা-শব্দ-সাদৃশ্যে)>বাউড়ি। পাতার লম্বা খোলা বোঁটা, কলার খোলা, কলার বাসনা। কিংবা পার্বতী> বাউড়ি। তুঃ—

সহস্র বাখড়ি পদ্ম হইলা সতদল।—ধর্ম্মপূজাবিধান।

ঝড়ে যেন ভাঙ্গ পড়ে কলার বাগুড়ি। -কৃত্তিবাস।

ঠেকাইয়া—স স্থগ ধাতু স্থগিত হওয়া, নিবৃত্ত হওয়া, বাধা পাওয়া। তাহা হইতে অর্থ স্পর্শ করানো।

২৫২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

টাঙ্গী—স' টঙ্গ, টঙ্কিকা। সবা' টী স টঙ্কী। কোলটাঙ্গির। হি টাঙ্গা। পরশু, কুঠার।

ঝরঝর—স' ঝর=নির্ঝর, ধারা। নির্ঝর-তুল্য ধারায় ক্রমাগত পতন বুঝাইতে ঝর শব্দের দ্বিত্ব।

ঝলকে - ঝরক>ঝলক (ধারা)। স জ্বলকা, ঝয়া—অগ্নিশিখা। জ্বালার্চ্চির্ ঝলক্কা —হেমচন্দ্র (১২ শতক)। অগ্নিশিখার ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া বেগে নির্গমন।

গুড়িগুড়ি—স গূঢ় (সংগোপন)। স গুর ধাতু গতি -দ্রুতগতি। গোপন। সং গুট, গুড়=বর্ত্তুল ; গুড়িগুড়ি—অবনত ও সঙ্কুচিত হইয়া দেহ সংগোপন করিয়া দ্রুত পলায়ন। ক্রমাগত ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য দ্বিত্ব। প্রঃ—

কাঁকালে কাপড় বেঁধে পলায় গুড়িগুড়ি।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

কপালেতে দীর্ঘ ফোঁটা যান গুড়িগুড়ি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

বাড়ি—? আঘাত। প্রঃ—

গজের মাথায় মারে দুহাতিয়া বাড়ি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ফুটে—সং √স্ফুট ভেদনে বিদারণে বেধনে।

ঝড়—সং ঝঞ্ঝা, ঝটিকা>প্রা ঝড়। সং ঝর>ঝড়—ভূরি বৃষ্টি, অতিবর্ষণ; তাহা হইতে গৌণ অর্থ বেগবান্ বায়ু। চট্টগ্রামে ঝড়=বৃষ্টি ; মালদহে ঝড়ি=বৃষ্টি। প্রঃ—

সাত দিন নয় রাতি গোকুলত ঝড়।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ছুরি—সং ক্ষুর, ক্ষুরী, ক্ষুরিকা>পরবর্ত্তী সংস্কৃতে ছুরিকা।

কড়মড়ি—সং কড় ধাতু ভক্ষণে; সং মও মড়ি ধাতু বিভাজনে। কড়মড় = ভক্ষণার্থ চর্ব্বণ > দন্তে দন্ত ঘর্ষণের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক শব্দও হইতে পারে। প্রঃ—

হস্ত কাটা গেল বেটা দন্ত কড়মড়ে।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ঢাক—সং ঢক্কা—ঢক ঢক শব্দ করে যে বাদ্যযন্ত্র।

যেন—সং যদ্ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে যেন = যাহার দ্বারা। সং যথা > প্রাং জেম > বাং যেমন, যেন = সাদৃশ্য, উপমা।

কেতুতারা—ধূমকেতু।

সটা—জটা।

ব্যোমযানে—আকাশে।

বিজুলি—সং বিদ্যুৎ > প্রাং বিজ্জুল, বিজ্জুলী > বাং ওং বিজুলি, মং বিজলী, হিং বিজ্‌লী। প্রঃ—

বেকত বিজুলি শোভে চম্পক-মালা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

পশুগণের রণে ভঙ্গ (১৫৪—১৫৫ পৃষ্ঠা)

১৫৪ পৃষ্ঠা

দেবীর বাহন—সিংহ দুর্গার বাহন। পার্ব্বতী কালী যখন গৌরী হইবার জন্য তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন, তখন বায়ুমুখে শুনিলেন যে এক পরস্ত্রী শিবের পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাতে দেবী ক্রুদ্ধ হন এবং

নির্জ্জগাম মুখাৎ ক্রোধঃ সিংহরূপী মহাবলঃ।

তখন ব্রহ্মা বলিলেন—

য এব সিংহঃ প্রোদ্ভূতো দেব্যা ক্রোধাদ্ বরাননে।
স তে হস্তু বাহনং দেবী কেতৌ চাস্তু মহাবলঃ।

—মৎস্যপুরাণ ১৫৭ অধ্যায়।

স্কন্দপুরাণ মহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ২৯।৩৬ ইত্যাদি। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৪৪।৭৮ ইত্যাদি।

যোগনিদ্রা যশোদার কন্যারূপে জন্মিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার গৃহে রাখিয়া যোগমায়াকে বদল করিয়া আনেন এবং কংস সেই কন্যাকে বধ করিবার চেষ্টা করিলে সেই কন্যা চতুর্ভুজা হইয়া আকাশে

উত্থিতা হন। তখন ইন্দ্র আসিয়া সেই চতুর্ভুজা দেবীকে বিন্ধ্যপর্ব্বতে লইয়া যান এবং "তত্র স্থাপ্য হরির দেবীং দত্ত্বা সিংহঞ্চ বাহনম্" তাঁকে বিন্ধ্যবাসিনী করেন।

—বামন-পুরাণ।

দেবীর বাহন ব্যাঘ্র ও তাহার নাম সোমনন্দী।—শিবপুরাণ, বায়বীয় সংহিতা ২৩ অধ্যায়।

বাহ—সং বহ্ (বহন করা, বায়ু চলা)+অ। ঘোড়া, মহিষ, বৃষ।

আহড়ে—সং অন্তরাল>আড়াল>আহড় (?)। প্রঃ—

কুম্ভকর্ণ গৃহ বাঁধে গাছের আওড়ে।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।
চক্ষের আয়ড় তিলি না করেন যার।
তার কি দিবেন যেতে সাত নদী পার॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

কিচক—সং কীচক—বাঁশ, নল, খাগড়া।

কণ্টক বনে লুকাল্যা সজারু—সজারুর অঙ্গ কণ্টকাকীর্ণ; সে কণ্টক-বনে লুকাইয়া আত্মগোপন করিল যেন তাহাকে দেখিলেও শত্রু চিনিতে না পারে, কণ্টক-বনেরই একাংশ বলিয়া তাহার ভ্রম হয়। এই সহজ বুদ্ধিকে ডারউইন বলিয়াছেন Protective instinct। যে জন্তুর অঙ্গ যেরূপ সে সেইরূপ আবেষ্টন বাছিয়া বাস করে; তাহাতে তাহার আত্মগোপন সহজ হয় এবং তাহার ফলে সে শত্রু বা খাদ্য সংহার করিতে পারে ও শত্রুর দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কবিকঙ্কণের এই বৈজ্ঞানিকোচিত দৃষ্টি বিশেষ প্রতিভার পরিচায়ক ও প্রশংসার যোগ্য।

গাড়ে—সং গর্ত্ত। সং √গাঢ় প্রোথিত-করণে। বাং ওং গাড়, হিং গাড়া গাঢ়া।—বৌদ্ধগানে -গাতী।

আহলে বিহলে—সং আহ্বল-বিহ্বল>আহল-বিহল। প্রাচীন বাংলায় ল ও ন প্রায় একরকম করিয়া লেখা হইত। =ব্যাকুল হইয়া।

ভাবকী—ভাব+কী=ঈষৎ ভাব. ভাবের ইঙ্গিত, উঁকি। অথবা ভুলকি (যশোর জেলায়)=উঁকি।

মালসাট মারে বানর দেখায় ভাবকি।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।

তমাল-তরু-মূলে—তমালতরুর মূলে চণ্ডীর দেউল নির্ম্মিত হইয়াছে, সেইখানে।

চারীভীতে—সং চত্বারি>চারি। সং ভিত্তি>ভিত। চারিভিতে=চারিদিকে।

পশুগণের ক্রন্দন (১৫৫—১৫৮ পৃষ্ঠা)

১৫৫ পৃষ্ঠা

সিংহ আদি পশু—(১) সিংহ প্রভৃতি পশু, (২) আদিপশু অর্থাৎ প্রধান পশু সিংহ।

অক্ষটি—সং আখেটক > হিং আখেটী = ব্যাধ, শিকারী। প্রঃ—

শাখা আড়ে আখেটী পাথায় দিল আটা।—ঘনরাম।

অক্ষটীর ভাস্যা গেল হাতের সাতলা।—দামোদরের বন্যা।

কাল—যমের ন্যায় মারাত্মক ভয়ানক।

আমি পদ আটে—শরভ অষ্টপদ জন্তু।—

অষ্টপাদ্ উর্দ্ধনয়ন উর্দ্ধপাদ চতুষ্টয়ঃ।

সিংহং হন্তুং সমায়াতি শরভো বনগোচরঃ॥—মহাভারত।

শরভ অষ্টপদ পশু সম্মুখে দেখিল।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

শরভের পদমর্য্যাদা যে অত্যধিক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা কাল্পনিক।

১৫৬ পৃষ্ঠা

রণ্ডিকা—সং রণ্ড = নিষ্ফল। রণ্ডিকা = নিষ্ফলা। তাহা হইতে অর্থ বিধবা ও পরে বেশ্যা অর্থও আসিয়াছে। রাণ্ডী, রাঁড়ী রূপও প্রাচীন বাংলায় ছিল।

দোসর—সং দ্বিতীয় > বাং দোসরা, হিং ম ও দুসরা। দোসরা > দোসর = দ্বিতীয় ব্যক্তি, সঙ্গী। অথবা, দো (দ্বি) + সর (সদৃশ)। প্রঃ—

নাব কান্ধ বসে দোষর মাথা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর।—কৃত্তিবাস।

দোসর ভেল তাহে কাল বসন্ত।—ঘনশ্যাম দাস।

দড়ি—সং দোর, ডোর।

তোক—বৈদিক সং তোক, তুক = ছেলেমেয়ে, শিশুসন্তান।

গড়াগড়ি—সং ঘূর্ণিত হইতে? তুঃ—

ধুম ধাম করিয়া পাথর পড়িতে লাগিল।

রাজার কমর ছাড়িয়া সব ঘরাঘরি গেল॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গানে।

থণে গড়ি দিঞা কান্দে ধূলায় ধূসর।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

উইচারা—সং পুত্তী, পুত্তিকা > উই (প এবং ত লোপে)। সং চর ধাতু ভক্ষণ > হিং চারা = পশুখাদ্য।

নেউগী—স° নিয়োগী—সম্মানাত্মক পদবী। প্রঃ—

নয় লাক লস্কর নিয়োগ পাছু সাজে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

চৌধুরী—স° চতুর্ধুরী=প্রধান ব্যক্তি। প্রঃ—

সেই হয় ত চৌধুরী।—চৈতন্যচরিতামৃত।

তালুক—আ° তাআল্লুক=ভূসম্পত্তি, বৃহৎ জমিদারীর অধীন অংশ।

থানে থানে তালুক সব ছন হইয়া গেল।—মাণিকচন্দ্ররাজার গান।

নেউগী…তালুক—তখন যে ধনী লোকদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কারো হিংসা না করিলেও যে বিপদ্ নিষ্কৃতি দিত না, তার পরিচয় প্রত্যেক পশুর কথার মধ্য দিয়া কবিকঙ্কণ দিয়াছেন।

মাগু—পালি মাতুগামো চ মহিলা। স° মাতৃগ্রাম>মাতুগাম>মাউগ>বর্ণবিপর্য্যয়ে মাগু, মাগ, মাগী=মহিলা, স্ত্রী। স° মার্গী>মাগী, মাগ, মাগু। দ্রবিড়ী কোটা প্রভাষায় মুক্কণ মোকন মোগ্গন=স্ত্রী। ওরাওঁ—মুক্কা=স্ত্রী। ও° মাইকিনা, হি° মৌগী, ম° মাগু মাগী=স্ত্রীলোক। মালদহে মাউগ=স্ত্রী। প্রঃ—

মাগু-কিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মৈল—মরিল। স° মৃ ধাতু। প্রঃ—

তোত লাগি যমুনাত মৈল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মিশ্র পুরন্দর শুনি মইলা আচম্বিতে।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

মৈল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

নাতি—স° নপ্তৃ>প্রা° নত্তী=পৌত্র, দৌহিত্র।

এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি।
একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি॥—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

সঁশে—স° শ্বস্ ধাতু। শ্বাস ফেলে—মৃত্যুকালের ঘন দীর্ঘ শ্বাস।

অত্যাহুতি—অতি+আহতি (আঘাত)।

পঞ্চ দুর্গতি—বেদান্ত-মতে শরীরীর পঞ্চ দুর্গতি বা ক্লেশ—(১) অবিদ্যা (বিদ্যাবিরোধী ভাব), (২) অস্মিতা (আমি একজন এই অহঙ্কার), (৩) রাগ (অনুরাগ, ইচ্ছা, কামনা), (৪) দ্বেষ (বৈরিতা, হিংসা), (৫) অভিনিবেশ (মৃত্যুভয়)।

বরাট্যা—স° বরাট, বরাটক=অকিঞ্চিৎকর, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, কড়ি। বরাট+ইয়া (তুচ্ছার্থে)=বরাটিয়া, বরাট্যা। প্রঃ—

কোন্ বা বরাট আমি হই অল্পমতি।—কাশীরাম দাস, সভাপর্ব্ব।

চুচুড়া—স° চূর্ণ>চুচ্ড়ো, চুচুড়া=ক্ষুদ্র, সামান্য।

মুথা—স° মুস্তক, মুস্তা>প্রা° মুত্তা, মুত্ত>হি° মোথা; বা° মুতো, মুথো, মুথা। কন্দবিশিষ্ট ঘাস; এখানে সেই ঘাসের কন্দ, খাইতে অনেকটা কেশুরের মতন লাগে। প্রঃ—

আনিল মুথা শিকড়।—চণ্ডীদাস।

মজিলুঁ—স° মস্জ মজ্জ ধাতু নিমজ্জনে>বিপদসাগরে পড়া, বিপদে মগ্ন হওয়া। প্রঃ—(আদিম অর্থে)

জলেতে মজিয়া ভীম কৈল স্নান পান।—কাশীরাম দাস।

আদি বরা—ব্রহ্মার (পরে বিষ্ণুর ও শিবের) অবতার বরাহ আদিবরাহ নামে বিখ্যাত। ১৭৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

শসুর—স° শ্বশুর। তুঃ—

অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বন্দম্ মহেশ শাশুর।—মৃগলুব্ধ।

শাসুড়ি—স° শ্বশ্রূ>প্রা° শাশু। শাশু+ড়ি (তেলেগু প্রত্যয়—বিজয়-বাবু)= শাশুড়ি। স শ্বশুর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে শ্বশুরী>শাশুড়ী। বৌদ্ধগানে—শাসু।

দেওর—স° দেবর (দ্বি দ্বিতীয় বর স্বরূপ যে)।

ভাসুর—স° ভ্রাতৃশ্বশুর (যে ভ্রাতা শ্বশুর-তুল্য মান্য)। ও° দেড়্শুর। প্রঃ—

বিধাতা ভাসুর যার লক্ষ্মীকান্ত মিতা।—শিবায়ন।

দেবর ভাসুর মল আর মল পতি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

১৫৭ পৃষ্ঠা

ছিলা—স° অস ধাতু>বা° আছ ধাতু। আছ ধাতুর অতীত কালে আছিল, আ লোপে ছিল।

পেট-রাণ্ড—স° পেটক (পেটারী)>প্রা পোট্ট (পোট্টং উঅরে।—দেশীনামমালা।)> বা° হি° পেট, ও° পেট-অ, ম° পোট। পেট=উদর, গর্ভ। রাণ্ড—স° রণ্ড (=নিষ্ফল); রণ্ডা (=নিষ্ফলা, বিধবা)>বর্ণবিপর্য্যয়ে রাণ্ড>রাঁড়। পেট-রাণ্ড =গর্ভাবস্থায় বিধবা। পেট-রাণ্ড পোএ—যে পুত্র গর্ভে থাকিতে মাতা বিধবা হইয়াছিল। Posthumous child.

মোএ—স° মোহ=মমতা।

সভা—স° সর্ব্ব>প্রা° সব্ব>সবা, সভা, সব, সভ। প্রঃ—

সমান সে বয়ঃক্রম সভে মেলি এক মর্ম্ম।—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল।

সীতার বেশ করিতে সভে দাঁড়ায় সারি সারি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

আপনাব মাংশ.. .. অরী—তুঃ—

আপণা মাংসেঁ হবিণা বৈরী।
থণহ ন ছাড়হ ভূকুঅ হেবি ॥—বৌদ্ধগান ও দোহা।
চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল।
নিজ মাঁসে জগতেব বৈবী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
আপন গায়ের মাঁসে হবিনি বিকলী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
হবিণী জাগায় ভালো কুটুম্ব বিবাধ।—বিদ্যাপতি।
চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি, দন্তয়োর্ হন্তি কুঞ্জবম্।
কেশেষু চমবীং হন্তি, মাংসেষু হবিণো হতঃ ॥—উদ্ভট।

উপাড়ে—স উৎপাটন (কবে)।

তোমাব কর্পবে—তোমাব কাছে বলি হইয়া খড়্গে কাটা গেল। স কর্পব=খড়্গ, খাঁড়া।

হৈলা—বাংলা হ ধাতুব এক অর্থ জন্মগ্রহণ কবা। প্রঃ—

যখন পুঁটু আমার হয় নাই
ভিখাবীতে ভিখ নেয নাই .
ভাগ্যে পুঁটু হযেছে,
ভিখাবীতে ভিখ নিয়েছে।—ছড়া।
যশোদাব পুত্র হৈল পড়ে গেল সাড়া।—যদুনাথ দাস।

কাণ্ড—শব, বাণ, তীব।

হেকটি কুটিযা—হেঁচকি তুলিযা, থাকিযা থাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া, স হিক্কা, হেক্কা> ও হাকুটি, বা' হেচকি, হেঁচকি, হি হিচকা। সক্কা টী স হেকচী।

১৫৮ পৃষ্ঠা

গগনে পদাতি—(১) গগনে পদার্পণ কবিয়াছিল, (২) গণনে পদাতি।

বান্ধে ঘোড়াশালে—১৪৩ পৃষ্ঠাব টীকা দ্রষ্টব্য।

মিবাসে—আ° মিবাস্=বংশপবম্পবানুক্রমিক বিষয়সম্পত্তি।

বাপেব মিবাশ এড়ি যাইমু গৈবব সহব।—ময়নামতীব গান।

হটে—স' হঠ=বলপ্রয়োগ>পশ্চাৎ গতি, পবাজয়। প্রঃ—

সর্ব্বাঙ্গে বিদীর্ণ বালি তবু নাহি হটে।—কৃত্তিবাস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

ভেল—স° ভূ ধাতু। হইল। প্রঃ—

অমিয় সাঅবে সিনান কবিতে সকলি গবল ভেল।—চণ্ডীদাস।
জনম অবধি হাম রূপ নেহাবনু নয়ন না তিরপিত ভেল।—চণ্ডীদাস।
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।—বিদ্যাপতি।

অথবা ভেল—স° মেল হইতে—মিশাল, ভেজাল অর্থ হইতে প্রতারণা। কিংবা ভেল—ভুল হইতে; ভ্রান্তি, ভেল্কি।

ঝিএ—স° দুহিতা>পালি ধিতা, ধীতা, ধী, ধি; প্রা° ধিদা; পরে স° ধীলটি, ঝলা। ধি>ঝি; ও° ঝিঅ, প্রাচীন বাংলা ঝিঅ ঝিএ ঝিয়।

জিয়া—স° জীব ধাতু>বা° জী, জি ধাতু। জীবিত থাকিয়া। প্রঃ—

সেই জলে জীয়ে শাখা ফুল ফল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

জীঅ জীঅ উলূক বাছা হওবে চিরাই।—শূন্যপুরাণ।

কাল মেঘের জলে জীএ সংসার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

হাইবাসে—আ° হাবাস, হাউস, স° আবেশ। প্রাচীন বাংলায় হাব্যাস, হাইবাস, ম° হব্যাস। অভিনিবেশ, আসক্তি, অভিলাষ। যশোর জেলার হাউস=উৎসাহ, সখ। তুঃ—

পাইতে সোন্দরি মোর মনে হাবিলাস।—গোরক্ষবিজয়।

বৈদ্যের আশ্বাসে—চণ্ডী নকুলকে পশুদের বৈদ্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তার ফলে।

পশুগণের প্রতি চণ্ডীর প্রশ্ন (১৫৯—১৬২ পৃষ্ঠা)

১৫৯ পৃষ্ঠা

তুয়া—স° তব।—প্রঃ—

তোমারে ছাড়িয়া যে সুখে আছিনু নিবেদি হে তুয়া পায়।—চণ্ডীদাস।

নাহি তুয়া আদি অবসানা।—বিদ্যাপতি।

যে কিছু সকল তুমি, সকলের জন্মভূমি,
পুরুষ প্রকাশ তুয়া গুণে।—শিবায়ন।

বিনু—স° বিনা। প্রঃ—

মূল বিনু পরধনে মাগয়ে বেয়াজ।—বিদ্যাপতি।

ত্রিভুবনে ভাগ্যবান নাহি তোমা বিনু।—শিবায়ন।

তুহ্মার চরণ বিনু আন নাহি জানি।—শূন্যপুরাণ।

গৃহিণী বিনু গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।—চৈতন্যচরিতামৃত।

তোমা বিনু অভাগিনীর নাই অন্য গতি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মাল্য—মারিল। প্রঃ—

তাকে মাল্যে কটক যত যাবেক পালাএগ্রা।—কবিচন্দ্রের রামায়ণ।

ঠুঠার—কাঠুরিয়া। ১৪৩ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

হেন—বৈদিক এনা=এইরূপ। সং এবং, অনেন>অপভ্রংশ প্রাকৃত হিন্নি, হেন্ন।

হেট—সং অধঃ>প্রাং হেট্‌ঠং, পা হেট্‌ঠা>বাং হেট, হেঠ, হেঁট, হেঁঠ।

নাবায়নী—১২৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

[ফুটনোট (১৫৯ পৃষ্ঠা)—ছা—সং শাব>ছা=সন্তান।]

১৬০ পৃষ্ঠা

সুনীলা—শুনিলে।

রায়—সং রাব, রব=শব্দ, বাক্য, গর্জ্জন।

রহায়—সং √অস বা √রাজ>√রহ। থাকায়, স্থগিত করে।

অঞ্চলে ধরিআঁ মোর কাহ্নাঞি রহাএ গো।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

জবে—সং জব=বেগ।

গাড—সং ঘাট>ঘাড। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে—ঘাড়, ঘার।

ডর—সং দর=ভয়।

তর্পণের তরে—১৪৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

কিশের—সং কস্মাৎ, কিদৃশ>প্রা কিস, ও কিস-অ, প্রাচীন ওং কেসনে, হিং কিসসে, কিস্‌লিযে; ম কশালা। কি নিমিত্ত। বৌদ্ধগান ও দোহায়—কিষ, কীষ, কীস।

১৬১ পৃষ্ঠা

চডে—সং চর>চড়=আরোহণ। বৌদ্ধগান ও দোহাতে চড ধাতু আছে। প্রঃ—

লাফ দিয়া দশানন সেই রথে চডে।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

তাড়াতাড়ি- তাড় ধাতু তাড়না। তাড়িত হইলে দ্রুত পলায়ন করে বলিয়া সম্ভব। অথবা, ত্বরাত্বরি>তাডাতাড়ি, ম তাডাতোডী। প্রাচীন বাংলায় তাড়না ও ত্বরা দুই অর্থেই তাডাতাড়ি ব্যবহৃত হইত।—তাড়না অর্থে প্রয়োগ—

এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী।

ভিক্ষা নাহি পান, আর লাভ তাড়াতাড়ি॥—অন্নদামঙ্গল।

বালক কুক্কুর লয়ে করে তাড়াতাডি।—অন্নদামঙ্গল।

হনুমান-বাক্যে কপি যায় তাড়াতাডি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

নেউটিলা—সং নিবৃত্ত, নিবর্ত্ত>হিং লওট, ওং লেউট। প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রঃ—

তোমার আজ্ঞাতে সুখে নেউটি আসিব।—চৈতন্যচরিতামৃত।

নেউটিয়া লাউসেন না আসিবে আর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

খুঁচে—সং কুন্ত>কোঁচ, খোঁচ। খোঁচা মারে—খুঁচে। অথবা, সং কুচ ধাতু বিলেখনে, সং খবৃজ্ঞ ধাতু খোটনে। তীক্ষ্ণ কঠিন কিছু দিয়া বিদ্ধ করে। কৃত্তিবাসে—খোঁচা শব্দ আছে।

ক্রোশ—(সং) যে পরিমাণ পথ যাইতে কাঁদিতে হয় তাহা ক্রোশ।

মূলে—সং মূল্য। প্রঃ—

বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

যমের বাহন—বেদে আছে যে যমলোক জ্যোতির্ম্ময়, তার নিম্নে অন্ধকাররূপী মহিষ বিচরণ করে। এই রূপক শেষে যমের বাহন মহিষ হইয়া পড়িয়াছিল।

ধর্ম্ম শুভ্র, সে বৃষরূপী, শিবের (মঙ্গলের) বাহন। অধর্ম্ম কৃষ্ণ, সে মহিষরূপী, যমের (মৃত্যুর) বাহন।

অধর্ম্মমহিষারূঢ়ং কালচক্রং তরন্তি তে।
তদূদ্ধং বৃষভো ধর্ম্মো ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপধৃক্‌॥
—শিবপুরাণ সনৎকুমারসংহিতা, ১ম অধ্যায় ৮৪-৮৫।

এই মহিষ মদনভস্মকারী শিবরোষ হইতে উৎপন্ন—

রুদ্রোজঃসম্ভবং ভীমং কৃষ্ণবর্ণং মনোজবম্‌।
পৌণ্ড্রকং নাম মহিষং ধর্ম্মরাজস্য নারদ॥
—বামনপুরাণ, ৯ অধ্যায় ১৬ শ্লোক।

খান—সং খণ্ড।

করিব—করিবে।

রাড়—বঙ্গের আদিম অধিবাসী কিরাত জাতি, যাদের দেশের নাম রাঢ়। হেমচন্দ্র-কোষে সং রাটি=যুদ্ধ, কলহ, দ্বন্দ্ব। রাটি>রাড়, রাঢ়। তাহা হইতে অর্থ—গোঁয়ার, ক্রোধন, উগ্র, হিংস্র-প্রকৃতি। প্রঃ—

বিমলা বলেন প্রভু বাঘা বড় রাড়।
ভেঙ্গে রাখে পাছে বুড়া বলদের ঘাড়॥—শিবায়ন।

টোপ—সং স্তূপ>পাং টোপ। সং স্ফোট>ফোট>বর্ণবিপর্য্যয়ে টোপ। ফাঁপা খোল, খাল।

পারী—সং পার ধাতু কর্ম্মসমাপ্তি, সামর্থ্য।

গাছে—অপ্রাচীন সং গচ্ছ। বোধ হয় মূল সংস্কৃত শব্দ অগচ্ছ—স্থাবর; অ লোপে গচ্ছ>গাছ। অমরকোষে বৃক্ষ অর্থে=অগম আছে। ওং গছ, সিংহলী গাছ, মালদ্বীপী গাস। উদ্‌গচ্ছতি ইতি গচ্ছ>গাছ?

হারী—সং হৃ—হরণ>পরাজয় অর্থ আসিয়াছে।

হওসি—স° ভবসি>হওসি। প্রঃ—

স্বরূপ কহওঁ যবেঁ হওসি সদয়।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কিবা—স° কিংবা=অথবা, পক্ষান্তরে, বিকল্পে। তাহা হইতে বিস্ময়সূচক অব্যয়। প্রঃ—

কিবা সে বচন অমিয়া মিঠ।—বিদ্যাপতি।

কেনে—স° কিম্ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে কেন=কিসের জন্য, কি হেতু। হি° ক্যোঁও, ও° কাঁই, ম° কাঁ। প্রাচীন বাংলায় কেনে প্রয়োগ অধিক দেখা যায়।

শিবা শে ঘৃতের হেতু—১৪৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

তন্ত্র—(স°) উপায়, কৌশল, ফন্দী।

বড়শী—স° বড়িশী। ও° বৰিশী, হি° বড়িশী। বক্র কণ্টকাকৃতি লৌহ অস্ত্র। প্রঃ—

খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

১৬২ পৃষ্ঠা

বেড়ি—স° বেষ্ট>প্রা° বেট্‌ঠ>বেড়।

জীয়ন্তে—স° জীবন্ত>জীয়ন্ত=প্রাণবান্, জীবিত। স° জীব>বা° জী (প্রাণ)+অন্ত (অস্ত্যর্থে) =জীঅন্ত, জীয়ন্ত। প্রঃ=

সই! জীয়ন্তে এমন জ্বালা।—চণ্ডীদাস।

পিতা মাতা থবে তব জীয়ন্তেতে মরা।—ঘনরাম।

জিঅঁতে না এড়ে বাধা কাহ্ণাঞিঁ তোর পাশ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

পায়—স° প্র+আপ=প্রাপ ধাতু>পা=লাভ করা, প্রাপ্ত হওয়া, নাগাল পাওয়া।

ঠাই—স° ধাম>প্রা° ঠাম; স° স্থান>প্রা° ঠাণ>ঠাই, ঠাঁই, ঠাঞি=স্থান, নিকটে। প্রঃ—

পাচ ভাই পাণ্ডা নামিল ঠাই ঠাই।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ণউ তসু দোসজে এককবি ঠাই।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ভরসা—স° ভর (নির্ভর)+সা (ভাবে, সাদৃশ্যে)=নির্ভরের ভাব, সাহস।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। ভূবি+আশা>ভরসা; বর+আশা>ভরসা; বর+আশয়>ভরসা।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। যোগেশ-বাবু ভর+সা হইতে ব্যুৎপত্তিতে সন্দেহ করিয়াছেন, কারণ সাদৃশ্যসূচক সা প্রত্যয় মরাঠীতে নাই অথচ ভরোসা শব্দ আছে। হি° ভরোসা, ও° ভরসা। প্রঃ—

হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

জয়চণ্ডী—জয়দাত্রী চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী।

পশুগণকে ভগবতীর অভয়দান ও গোধিকারূপ ধারণ (১৬২—১৬৩ পৃষ্ঠা)

১৬২ পৃষ্ঠা

কৈলা—স° কৃ > বা° কর > ক। করিলা। প্রঃ—

চিঅরাঅ মই অহার কএলা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

তোহ্মে কৈল চুরী মোর বাঁশী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

আইলা—স° আ+যা (য়া)—আগমন। স° আয়াত > আইল, প্রাচীন বাংলা আইলা, ও° আইলা, ম° য়েলা, হি° আয়া।

জে জে আইলা তে তে গেলা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

১৬৩ পৃষ্ঠা

ছোট—স° ক্ষুদ্র > প্রা° খুদ্দ, খুল্ল, ছুড্ড, ছুট্‌ট > খুদে, খুড়ো, খুড় (খুড়শ্বশুর), খাট, ছোট, ছোঁড়া, ছোড় (ছোড়দাদা) ; নেপালী ছোর, হি° ছোটা, ও° ছুটিআ।

বড়—স° বৃদ্ধ > প্রা° বুড্‌ঢ, বড্‌ঢ > বা° বুড়ো, বড়, হি° বুঢ়া, বড়া। স° বব > প্রা বড় (=মহৎ।—পিঙ্গল ২।১৯৩), বড্‌ডো মহান্।—দেশীনামমালা।

পদ্মহাথ—করকমল, হস্তরূপ পদ্ম।

হরশীত—স° হর্ষিত।

শঙ্কর-গৃহিনী—শঙ্করী, শিবানী, মঙ্গলকর্ত্রী। এখানে চণ্ডীর এই নাম ব্যবহার সুপ্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ তিনি পশুদের ও কালকেতুর মঙ্গল সূচনা করিতেছেন।

সুবর্ণ-গোধিকা—চণ্ডীর বাহন গোধিকা—

গোধাসনাদ্ ভবেদ্ গৌরী, লীলয়া হংসবাহনা।

সিংহারূঢ়া ভবেদ্ দুর্গা, মাতরস্ স্বস্ববাহনাঃ॥—রূপমণ্ডন।

পূর্ব্বপুণ্যে—কালকেতু পূর্ব্বজন্মে ত ইন্দ্রের ছেলে ছিল ; তার এমন পুণ্যের জোর যে চণ্ডীর ছলনায় পড়িয়া তাকে ব্যাধ হইয়া জন্মিতে হইয়াছে !

পশুদের এই আখ্যায়িকা কাব্যের মূল উদ্দেশ্যের পক্ষে অনাবশ্যক। চণ্ডীপূজা পশু-প্রকৃতি ও পশুহন্তা ব্যাধদের সঙ্গে জড়িত বলিয়াই বোধহয় এই পশুযুদ্ধের অবতারণা। পশুযুদ্ধ বর্ণনায় কবির রচনা-গাম্ভীর্য্য ও বীররস প্রকাশ পাইয়াছে এবং পশুদের মধ্যে মানবিকতার আরোপ করাতে কাব্যটিতে ঠিক স্বপ্নের মতো বাস্তবিকতার সঙ্গে উদ্দাম কল্পনার মাথামাখি হইয়াছে। শ্রোতারা ছবির পর ছবি

উপস্থিত দেখিতেছে, তাহাতে তারা কৌতুক ও আনন্দ উপভোগ করিতেছে, অত্যুক্তি ও পুনরুক্তিতেও তাদের কোনো আপত্তি নাই। যাত্রায় হঠাৎ সং আসার মতন এই আখ্যান—কেন আসিতেছে তার ভালো জবাবদিহি অনাবশ্যক, আসিয়া আনন্দ দিতেছে ইহাই যথেষ্ট। বাঘ সিংহ ভাল্লুক গণ্ডার হাতী, যারা মানুষের শত্রু, যাদের ভয়ে মানুষ সদাই সশঙ্ক, তারা একজন মানুষের হাতে মার খাইয়া হায়রান। ইহাতে ছেলেমানুষের মতন শ্রোতাদের পরম আনন্দ। তখন গ্রামবাসী লোকদের প্রতিবাসী পশুদের সঙ্গে নিত্য নিরন্তর সংগ্রাম করিতে হইত; সেই পরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সকলের পরাজয় পরম আনন্দের বিষয়। তা ছাড়া পশুপ্রকৃতি হিংস্র লোকদের অত্যাচারেও তখনকার লোকেরা সন্ত্রস্ত ছিল, কবি যে রূপকে তাদেরই পরাজয়ের কাহিনী শুনাইতেছেন ইহা বুঝিয়াও শ্রোতাদের আনন্দ। বিশেষ আনন্দ ও আশার কথা এর মধ্যে এই যে এই নবাগতা দেবী বিপদবারিণী জয়দাত্রী—অতি বড় শত্রুও এই দেবীর কৃপায় শান্ত নিরুপদ্রব হইতে পারে।

কালকেতুর বনযাত্রা (১৬৩—১৬৫ পৃষ্ঠা)

১৬৩ পৃষ্ঠা

সুই—শ্রীরাগের রাগিণী শুভগা > সুহই > সুই। পূর্ব্বাহ্নে গেয়।

সিন্ধুড়া—মালব রাগের রাগিণী, সম্ভবত সিন্ধু প্রদেশ হইতে আগত সুর। সায়াহ্নে গেয়।—সঙ্গীতদামোদর।

ধড়া স ধটী—চারবস্ত্র।

কাছে—স॰ কক্ষ (পার্শ্ব) > প্রা॰ কচ্ছ > কাছ।

কড়ি স॰ কটক (বলয়) > কড়া, ক্ষুদ্রার্থে কড়ি = মাকড়ি।

নাহুর বলয়া লএ কাটী।
কানের হিরাধর কড়া।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

১৬৪ পৃষ্ঠা

দেখে—স॰ দৃশ > প্রা॰ দেক্‌খ > বা॰ ও॰ হি॰ ম॰ দেখ। দৃশ ধাতু সংস্কৃতেও ভবিষ্যৎ কালে দ্রক্‌ষ রূপ ধারণ করে, ষ উচ্চারণে খ হয়।

সুমঙ্গল—শুভাশুভ নিমিত্তের তালিকা বহু গ্রন্থে আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নির্দ্দেশ ১০৭ পৃষ্ঠার টীকায় করিয়াছি, এবং আরও কতকগুলি এখানে করিতেছি—

মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্র; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গণেশখণ্ড ১৬ অধ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৭০ অধ্যায়; মৎস্যপুরাণ ২১৪ অধ্যায়; গরুড়পুরাণ ৬০-৬১ অধ্যায়; শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন; কাশীরাম দাসের মহাভারত। রামনারায়ণের ধর্ম্মমঙ্গল (১৭ শতক) হইতে ইছাই ঘোষের রণযাত্রাকালের শুভলক্ষণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

বিদায় হইয়া বীর রণমুখে ছুটে।
কালীজয় শব্দ আট দিগ্‌ময় উঠে॥
শব শিবা বালা-নারী পূর্ণকুম্ভ জলে।
বামদিগে মহাবীর দেখে যাত্রাকালে॥
গরু মৃগ ব্রাহ্মণ কুসুম অবদাত।
যাত্রাকালে বামে দেখে ঢেকুরের নাথ॥
সম্মুখে দেখয়ে ধেনু-বৎস দুধ খায়।
সমুখেতে নৃকান্তি শিক আগে চলি যায়॥ ইত্যাদি।

বসন্তরাজশকুন গ্রন্থে শাকুনচিহ্নের শুভাশুভ আলোচিত হইয়াছে।

ধেনুর্ বৎসপ্রযুক্তা বৃষ-গজ-তুরগা দক্ষিণাবর্ত্ত বহ্নির্
দিব্যস্ত্রী পূর্ণকুম্ভা দ্বিজ-নৃপ-গণিকাঃ পুষ্পমালা পতাকা।
সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা, দধি-মধু-রজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলম্ ইহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ॥—যাত্রাপ্রদীপ।
বেণু-স্ত্রী-পূর্ণকুম্ভানাং যাত্রায়াং দর্শনং শুভম্।—গরুড়পুরাণ ৬০ অ।

এই-সব বিধি হইতে গো, মৃগ, দ্বিজ, গজ, পুষ্প, পূর্ণঘট, বহ্নি (গৃহমণি), দধি, ধান্য, বারবনিতা প্রভৃতি যে সুনিমিত্ত তাহা পাওয়া যাইতেছে।

বামে শিবা—

বামা পুনর্ বাঞ্ছিতকার্য্যসিদ্ধ্যৈ।—বসন্তরাজশকুন।
শস্তা হি বামা গতির্ অস্ত,
শস্তো বামো নিনাদো নিশি যা বহুনাম্।—বসন্তরাজশকুন।
জম্বুকোষ্ট্র-খরাশ্চাশ্চ যাত্রায়াং বামকে শুভাঃ।
—গরুড়পুরাণ ৬০ অ।

চৌদীগে মঙ্গলধ্বনি—

দদর্শ মঙ্গলং রামঃ শুশ্রাব জয়সূচকম্।
বুবুধে মনসা সর্ব্বং বিজয়ং বৈরিসংক্ষয়ম্॥
যাত্রাকালে চ পুরতঃ শুশ্রাব জয়সূচকম্।
হরিশব্দং শঙ্খরবং ঘণ্টা-দুন্দুভিবাদনম্॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

গৃহমণি—প্রদীপ।

কে জ্বালে গৃহমণি—

জ্বলৎপ্রদীপ-বিভ্রন্তীং পতিপুত্রবতীং সতীম্।

পুরো দদর্শ স্মেরাস্যাং নানাভূষণভূষিতাম্॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

হয় গজ—কৃষ্ণসারং গজং সিংহং তুরগং গণ্ডকং দ্বিপম্।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ভানু—সৌদামিনীং শক্রচাপং সূর্য্যং সূর্য্যসভাং শুভাং।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

হিরা নিলা মোতি পলা—মাণিক্যং রজতং মুক্তাং মণীন্দ্রঞ্চ প্রবালকম্।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

দুর্ব্বা ধান্য কুন্দমালা—দধি লাজং শুক্লধান্যং শুক্লপুষ্পঞ্চ কুঙ্কুমং।

সিদ্ধান্নং সর্ষপং দূর্ব্বাং বিপ্রবালঞ্চ বালিকাম্॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

চন্দন—তাম্রং স্ফটিকং রৈত্যঞ্চ সিন্দুরং রক্তচন্দনম্॥

গন্ধঞ্চ হীরকং রত্নং দদর্শ দক্ষিণে শুভম্।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

আসী—স° আ+যা ধাতু > বা° আস ধাতু।

মোতি—স° মুক্তা, মৌক্তিক > প্রা° মুত্তা, মোত্তা, মোত্তিঅ, মোত্তী (প্রাকৃতসর্ব্বস্ব)

> সর্বা° টী° স° মোতিহড় > মোতি।

পলা—স° প্রবাল।

মহুরী—স° মধুরী। প্রঃ—

দুর্গাগারে বংশীবাদ্যং মধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ।—যোগিনীতন্ত্রম্।

চতুর্দ্দিকে নানা বাদ্য দোহরি মোহরি।

—সঞ্জয়কৃত মহাভারত, বিরাট্পর্ব্ব।

কাঁসা করতাল বাজে দোহরি মোহরি।

—নছোবোল্লথান কৃত জঙ্গনামা।

দোহরি মোহরি বাঁশী করিলাম রাসি রাসি

কাড়া সিঙ্গা রবে লড়ে মাটী।—জঙ্গনামা।

হাথে মোহারী বাঁশী গোআল গোঠে রাথসি।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বায়—স° বাদি ধাতু সংক্ষেপে বা ধাতু। বায়=বাজে, বাদ্য করে, বাদিত হয়। প্রঃ—
শূন্যপুরাণে বাদক অর্থে বাএন।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই কুলে।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কেহ গায়, কেহ বায়, কেহ তাল ধরে।—জ্ঞানদাস।

কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ বায় যন্ত্র।—শিবায়ন।

সুনীমীত্য—স° সুনিমিত্ত=শুভ লক্ষণ।

দৈন্য দোসে জেন সর্ব্বগুণে—১৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৬৫ পৃষ্ঠা

গোধিকা জাত্রীক নয়—গোধিকা সর্প মধ্যে গণ্য, সর্প অযাত্রা। প্রঃ—

গুড়াহি-চম্মসক্তঃ ক্লেশায সব্যাধিতাঃ।—জ্যোতিস্তত্ত্বম্।

সর্পক্ষতনবং সর্পং গোধাঞ্চ শশকং বিষম্।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

পিঙ্গলা কক গোধা চ শূকরীকবলাস্ তথা।—দেবীপুরাণ ১৩ অধ্যায়।

পিঙ্গলাচঞ্চু গোধা চ শূকরী কেবলী তথা।

ভুবঙ্গ-কৌপীননবা গোধাহভয়চারিণঃ

বলপ্রস্থানযোঃ সর্ব্বে পুরস্তাৎ সব্যচারিণঃ

জযাবহা বিনির্দ্দিষ্টাঃ, পশ্চান নিধনকারিণঃ॥

—অগ্নিপুরাণ ২৩১ অধ্যায়, ১৯—২০ শ্লোক।

ন কুর্য্যাৎ যাত্রিকো যাত্রাং বায়সে বশসংস্থিতে।

চ্যুতং নিষ্ঠ্বসন্তাষং গৃহগোধারবতং তথা।—যোগিনীতন্ত্র।

কাক নাক ফণী মাকড গোধা।

সমুখে দেখিতে পাইব বাধা॥ -ডাকের বচন।

কূর্ম্ম—কার্পাসং কচ্ছপং চূর্ণং কুক্কুরং শব্দকারিণম দেখিয়া যাত্রা নিষেধ।—বসন্তরাজ-শকুন। কূর্ম্ম মন্থরগামী এইজন্য ইহা অযাত্রিক বলিয়া গণ্য।

গণ্ডা—সুনিমিত্ত শুভদর্শন বস্তুর তালিকায় গণ্ডারের নাম আছে—

কৃষ্ণসারং গজং সিংহং তুরগং গণ্ডকং দ্বিপম। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

প্রাচীন বাংলায় গণ্ডার শব্দ স্থলে গণ্ডা ব্যবহৃত হইত। প্রঃ—

গণ্ডা বলিদান অভয়া কৈল পান।—শূন্যপুরাণ।

শসক—ঘোর দৈত্য দেবীর সহিত যুদ্ধযাত্রাকালে যে-সকল অশুভ নিমিত্ত দর্শন করিয়াছিল তাহার মধ্যে ছিল -

ক্রোষ্টৃ সর্পসমূহশ্চ শশশ্চালপিপীলিকাঃ। দেবীপুরাণ ১৩ অধ্যায়।

গোধা-সর্পঃ শশকোজাহকশ্চ যানে।

দৃষ্টঃ কৃকলাসোহপি নেষ্টঃ।—জ্যোতির্নিবন্ধে শ্রীপতি।

"সর্পক্ষতনবং সর্পং গোধাঞ্চ শশকং বিষম্" দেখিয়া যাত্রা অশুভ।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

শৈলক—শৈলে জাত গন্ধদ্রব্য, গজপিপ্পলী। এখানে হইবে শল্লক (=সজারু)।

রাম—রাম-নামে সকল অমঙ্গল দূর হয়—

রামেতি নাম যাত্রায়াং যে স্মরন্তি মনীষিণঃ।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেৎ তেষাং যাত্রায়াং নাত্র সংশয়ঃ॥
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি শ্মশানে চ ভয়ানকে।
রাম-নাম স্মরেৎ তস্য নাশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥
রাজদ্বারে তথা যুদ্ধে বিদেশে দস্যুসম্মুখে।
দুঃস্বপ্ন-দর্শনে চৈব গ্রহপীড়াসু জৈমিনে॥
ঔৎপাতিকে ভয়ে চৈব বহ্নি-রোগ ভয়ে তথা।
রাম-নাম স্মরন্ মর্ত্ত্যো নাশুভং লভতে ক্বচিৎ॥
রাম-নাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাশুভনিবারণম্।
কামদং মোক্ষদং চৈব স্মর্ত্তব্যং সততং বুধৈঃ॥

—পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ১৪ অধ্যায়।

স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ২৫৬ অধ্যায়েও রাম নামের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন আছে। ২০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শারীয়া স স্ব+ণিচ=সারি ধাতু=প্রসারণ। আকর্ষণ করিয়া। প্রঃ—

সারিয়া পরিল খুঞা খুল্লনা সুন্দরী।—কবিকঙ্কণ।

ছুঁর—স স্পর্শ>প্রা ছিব>স ছুপ ধাতু। ও ছুঁ, হি ছু। স্পর্শ করিব। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে—ছু, বৌদ্ধগানে—ছুপ।

রাধার ছুয়িল জঘনে।
তাক মো না ছুলিলোঁ হাথে॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

দিনমুখ কাল—প্রভাত কাল।

[ফুটনোট ১৬৫ পৃষ্ঠা—

শুরিয়া—স শুষির=ছিদ্র। শুররা—ছিদ্র করিয়া, বিদ্ধ করিয়া।

মুখজাল—মুখে (প্রথমে) জালে বন্দী হইয়াছে যে।]

কালকেতুর বন-প্রবেশ (১৬৫—১৬৬ পৃষ্ঠা)

১৬৫ পৃষ্ঠা

বুকে—স বক্ষ, বক্ষ—বুক্কাহগ্রমাংসং হৃদয়ং হৃৎ। অমরকোষ (৫ম শতক)।

শানে—শাণিত করে।

তার—গোঁফ পাকাইয়া ধাতুসূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম অথচ কঠিন করে। স° তন্ত্র=ধাতুসূত্র।

দড়া—স° দোর, ডোব।

আগলে—স° অর্গল; স° অগ্র>প্রা° অগ্‌গ>আগ; আগ+ল।

সুড়া—স° সরণী, সরক (অচ্ছিন্নাঃধ্বগপংক্তৌ—মেদিনী, ১৫ শতক)>হি° সড়ক> সুড়া। Gr. Surangi>স° সুরঙ্গ>সুড়ঙ্গ>সুড়া। স° শুণ্ড>শুঁড়>শুঁড়া= শুণ্ডাকৃতি সরু দীর্ঘ পথ।

গণ্ডি—স° গাণ্ডীব=ধনু। প্রঃ—

কবে লৈয়া শব গাণ্ডী পূজিব মঙ্গলচণ্ডী।—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী।

ফান্দ—স বন্ধ>হি° ফন্দা, বা° ফান্দ। প্রঃ—

দেখিআঁ তোহ্মাব মুখচান্দে।
যমুনাত পাতিলোঁ মো ফান্দে॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ঝাপ—স° ক্ষুপ>ঝোপ, ঝাপ।

ঝোড়—স° ক্ষুপ। স° ঝব=জলধাবায় কাটা নালী। স° ঝট=সংহত; ঝাট= ক্ষুদ্রশাখ বৃক্ষ। ঝাট>ঝোড়, ঝাড়। প্রঃ—

ঝাটক ফবিকান লঞা ঝড়ে ঝোড় ঝাড়ে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মাবে—স মৃ+ণিচ=মারি ধাতু=মৃত্যু ঘটানো>আঘাত। বা মাব ধাতু বিভিন্ন শব্দ যোগে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ কবে।

উঠিয়া—স° উৎ+স্থা ধাতু উত্থান>প্রা উঠ্‌ঠান>হি° উঠ্‌না, বা° উঠা।

পাড়—স° পাটক=বোধ, আল, বাঁধ। প্রঃ—

শুনিয়া চলিল মুনি সরোবব-পাড়ে।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।
নদীব পাহাব লাগি গমন কবিল।—মাণিকচন্দ্র রাজাব গান।

নেহালয়ে—স নি+ভল ধাতু—নিভাল>হি° নেহাবনা। ছান্দোগ্য উপনিষদে নিভালয় শব্দ আছে। নিহালয়ে=দেখে। ১৮৪ পৃষ্ঠায় হের শব্দেব টীকা দ্রষ্টব্য।

দরি—স° দরী=গুহা।

মৃগ-অনুপদি—মৃগেব পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া।

ঘাম—স° ঘর্ম্ম>প্রা° ঘম্ম>হি° ঘাম (রৌদ্র), ম° অস° বা° ঘাম। বিজয়-বাবু বলিয়াছেন যে ঘর্ম্ম অপ্রাচীন শব্দ, স গ্রীষ্ম>প্রা° গিম্‌হ>প্রা° ঘম্ম>স° ঘর্ম্ম হইয়াছিল; কিন্তু ঋগ্বেদে (৭।১০৩।৮) ঘর্ম্ম শব্দ আছে। প্রঃ—

কাকুলী ভিজিয়াঁ গেল ঘামে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
অর্দ্ধ অঙ্গের ঘাম পরভু ফেলিল মুছিয়া।—শূন্যপুরাণ।

বেগ-বাতে—বেগে গমন-জনিত বায়ুস্রোতে। তুঃ—

গায়ের বাতাসে গাছ করে গড়াগড়ি।

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

১৬৬ পৃষ্ঠা

আহন বিহন—সং অন্তরাল বিরল, অথবা আহরণ বিহরণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণে অন্তরাল অর্থে—আওড়, মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে—আয়ড়।

ঢণ্ডে—স ঢুণ্ট ধাতু অন্বেষণে। তুঃ—

ঢুণ্টিরাজ গণেশ।—তন্ত্রসার।

অন্বেষণে ঢুণ্টিরয় প্রথিতোঽস্তি ধাতুঃ

সর্ব্বার্থ-ঢুণ্টিতত্তয়া তব ঢুণ্টি নাম।

—স্কন্দপুরাণ কাশীখণ্ড উত্তরার্দ্ধ ৫৭।৩৩।

ঝিণ্টি—সং ঝিণ্টী=ঝাঁটি ফুলের গাছ।

ঝাউ—সং ঝাবুক।

ঝোকনা—স ধুক্ষ (=সন্দীপন, ক্লেশন)>বা হি ও ম ঝুঁক=অবনত। হি ঝুঁকনা। ম ঝুকণেঁ, ও ঝুঁকিবা, বা ঝোঁকা। ঝোকনা কানন=অবনত কানন, নিবিড় শাখাপত্রে আবৃত বন।

শাখি—স শাখী=বৃক্ষ।

বাসা—বাসের আশ্রয়। প্রঃ—

আপন বাসার চালে রাখিল গুজিয়া।—চৈতন্যচরিতামৃত।

সমাদরে তা সবারে দয়ে দিল বাসা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

পাখি—সং পক্ষী>প্রা পকখী>বা পাখী, পাখ।

পোড়ে—সং পুট, পোড=দহন।

খুর—সং ক্ষুর, খুর।

দুরগতি—দূরগতি, দূরদৃষ্টি।

আখি—সং অক্ষি>প্রাং অকখি>বাং আঁখি, হিং আঁখ আখি, ও আঁখি। আ আইন =চোখ। প্রঃ—

মোর দুঈ আখি ধারা শ্রাবণে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

আখি বুজিঅ বাট জাইউ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

আছে—সং অস>বাং আছ ধাতু।

পায়—সং প্র+আপ=প্রাপ ধাতুর সংক্ষেপে বা পা ধাতু—প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা।

শুখান—স° শুষ্ক (স° শুষ>শুখ)। শুষ্ক করানো শুখানো ; পরে শুষ্ক অর্থেই প্রয়োগ।

প্রঃ—

তোর রূপ দেখি সব জন মোহে মঞ্জরে সুখান কাঠে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

জ্বালে—জ্বালে।

শিখি—স° শিখী=অগ্নি, শিখা আছে যার।

উলু—স° উলূকা, উলূক=খড়।

কাশী—স° কাশ।

বেনা—স° বীরণ (অমরকোষ)। ইহারই মূলের নাম স° উশীর, হি° খসখস।

পাকাল্যা—স° পদাতিক, পাদিক, পায়িক>প্রা° পাইক, ফা° পাইক, বা° হি° পাইক+ আলা (ভাব)=পাইকালা=বীরত্ব।

ভগবতীর মৃগীরূপ ধারণ (১৬৬—১৬৭ পৃষ্ঠা)

১৬৬ পৃষ্ঠা

নাচাড়ি—নৃত্যের উপযুক্ত সুর তাল ছন্দ।

মহিষ চিকুর জম্ভ শুম্ভাদি নিশুম্ভ—২৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কেহ—স° কোঽপি।

নাহি—স° ন হি>প্রা নাংহি>প্রা° নাই>ম হি° ও নাহী নাহি। প্রাচীন বা নাঞি।

টানে—স° তন ধাতু বিস্তারে।

জুড়িলান—স যুজ ধাতু। যুক্ত করিলেন, যোগ করিলেন।

ধন পালারম্ভ (১৬৭—১৬৮ পৃষ্ঠা)

১৬৭ পৃষ্ঠা

শ্রীগান্ধারী—ছয় রাগের অন্যতম শ্রী। শ্রীরাগের রাগিণী গান্ধারী, গান্ধার দেশ হইতে আগত সুর। গান্ধারী রাগিণী সন্ধ্যাকালে গেয়।—সঙ্গীতদামোদর। কালকেতুর এইবার লক্ষ্মীশ্রী লাভ হইবে সেই সূচনায় শ্রীরাগের প্রয়োগ।

জিনীঞা—সং জিত>জিন। জয় করিয়া।

মারিচ—তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র, রাবণের অনুচর, রাবণের আদেশে মায়ামৃগ হইয়া সীতাকে প্রলুব্ধ করে।—রামায়ণ।

গাথুনী—সং গ্রথ ধাতু>গাথ, গাঁথ; সং গ্রথন>গাথন, গাঁথনি, গাঁথুনি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে গান্থ ধাতু।

প্রবাল—(১) পলা (২) কিশলয়, কচিপাতা। এখানে কচিপাতা; কচিপাতার যেমন আকার কোমলতা ও আলোহিত বর্ণ, সেই হরিণের কর্ণ তদ্রূপ।

নিল—নীল।

সে—স স্থিৎ>সিন, সেন>সে। সং হি>সে। নিশ্চিত অর্থে।

ভাত—সং ভক্ত>প্রা ভত্ত।

নাবে—না+পাবে।

পুষিয়াছে—সং পুষ ধাতু পালনে।

১৬৮ পৃষ্ঠা

ফুলরা পরিব মৃগছাল—পত্নীপ্রিয় কালকেতু স্ত্রীকে একখানি মৃগছাল পরিতে দিবার সম্ভাবনায় পরম আনন্দবোধ করিতেছে।

লোফয়ে—স লম্ফ>লুফ. লোফ।

হুহুঙ্কার—হুহুম্ শব্দ করা।

পালায়—সং পর+অয়ন=পলায়ন। বাংলায় পর উপসর্গটাই পলা ধাতু হইয়া পলায়ন অর্থ পাইয়াছে।

লখি—লক্ষ্য করি।

মিলিব—সং মিল মেল ধাতু—ঐক্য, মিলন, যুক্ত হওয়া>প্রাপ্ত হওয়া।

উড়ে—সং উৎ+ডী ধাতু>উড় ধাতু।

কাননে কালকেতুর খেদ (১৬৯—১৭০ পৃষ্ঠা)

১৬৯ পৃষ্ঠা

দুর্জ্জন—নিষ্ঠুর; দুর্জ্জয় বা নির্জ্জন।

ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম, অধম।

ছড়—সং ছটা। আঁচড়ের রেখা-চিহ্ন।

হরি—সিংহ।

সনে—স° সঙ্গে, সমম্ > সঞে, সমে, সনে।

মাগিব—স° √মৃগ—অন্বেষণ। তুঃ—

ন বক্ষ্যম্ অন্বিষ্যতে মৃগ্যাতে হি তৎ।—শকুন্তলা।

ধাব—স° উদ্ধাব = ঋণ, যাহা দিয়া পুনরুদ্ধাব করিতে হয় (অমব)। মেদিনী-কোশে ধার = ঋণ।

বিহনে—স° বিহীন। বিনা > বিনে > বিঅনে > বিহনে। প্রঃ—

সীতার বিহনে বাম কি দেন উত্তব।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

খাই—স° খাদ ধাতু > খা ধাতু।

আছাড়—অপ √সাবি = অপসাব > আছাড়।

ভোল—স° বিহ্বল > প্রা° বিব্ভল > স° ভোল (মেদিনী)।

মুছে—স° মুচ ধাতু মোচন কবা। মৃজ (মাৰ্জ্জন) হইতেও আসিতে পাবে। স° প্র + উঞ্ছ = প্রোঞ্ছ > পা° পুঞ্ছ > বা° পুছ > মুছ।

আঁচল—স° অঞ্চল।

হাথ—স° হস্ত > প্রা° হত্থ > হাথ, হাত।

লম্ববাণ—লম্বমান।

বীব হাথে কেমনে এড়াব—ব্যাধহস্তে বন্দী হইয়া চণ্ডী চিন্তিতা হইয়াছেন, ইহাব দ্বাবা এই প্রকাশ কবিতে চাওয়া হইয়াছে যে কালকেতু প্রসিদ্ধ অসুব দানব দৈত্য-দিগেব অপেক্ষাও বলশালী বীব।

কাননে কালকেতুর খেদ (১৬৯—১৭২ পৃষ্ঠা)

১৬৯ পৃষ্ঠা

গুণহীন কৈলা—ধনুকেব ছিলা খুলিয়া ফেলিল।

আড়াই—১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উদশ্রু—উদ্গত অশ্রু যাহাতে।

১৭১ পৃষ্ঠা

এথাই নবক স্বর্গ—ইহৈব নবকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে।—শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ।

ইহৈব স্বর্গ-নবক-প্রত্যয়ান্ নান্যথা পুনঃ।

—শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ২১।৮।

তুঃ—

The mind is its own place, and in itself
Can make a heaven of hell, a hell of heaven.
—Milton's Paradise Lost, Book I.

There is nothing good or bad,
But thinking makes it so.—Hamlet.

কংশনদ—স° কপিশা। কাঁশাই। ২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পড়শ্যা—স° পট্টবাসী>পড়সী=প্রতিবাসী, প্রতিবেশী। বৌদ্ধগান ও দোহায়—
পড়বেষী, পড়বেসী।

পন—স পণক।

ধারী—স° ধ ধার ধাতু ঋণী হওয়া।

বান্ধা—ঋণের বিশ্বাস জন্য গচ্ছিত।

বুড়ি—স বোড়ী>বোড়ী>বুড়ি। প্রঃ—

কবড়ী না লেই, বোড়ী না লেই, সুচ্ছড়ে পার করেই।
—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ঘর—স° গৃহ>প্রা° ঘর।

কুড়ি—স কুড়র। বিজয়-বাবু বলেন ইহা মোঙ্গল শব্দ।

[পাঠান্তর আড়ি—স আঢক। দুই মণে এক আড়ি।]

কাজ্যে—স কার্য্য বা কৃত্য কজ্জ্।

পাড়া—স পাটক=গ্রামার্দ্ধ (হেমচন্দ্র)। পল্লী।

মোঘ—(স°) নিষ্ফল। তুঃ—

যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।—মেঘদূত, পূর্ব্বমেঘ, ৬।

বন্দন—বন্ধন।

হুল—স° শল (তীক্ষ্ণাগ্র), স অল (সূক্ষ্মাগ্র, বৃশ্চিকপুচ্ছ)। ধনুষ্কোটি। প্রঃ—

ধনুকের হুল তার ধরেছি মাথায়।—মাণিক গাঙ্গুলি।

নীলবীর পড়ে তার ধনুকের হুলে।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

কালকেতুর বন্ধনে দেবীর চিন্তা (১৭২—১৭৩ পৃষ্ঠা)

১৭২ পৃষ্ঠা

আল্যাঙ—স° আ+যা ধাতু। আইলাম।

চড়িলাঙ—স° চর ধাতু চলা। আরোহণ করিলাম।

সাবিল—স° সাবি ধাতু—এড়াইলাম, উদ্ধার পাইলাম।

আক্ষটি—স° আখেটক, আখেটিক, হি° আখেটী = ব্যাধ।

১৭৩ পৃষ্ঠা

আপনাব—স° আত্মনঃ > প্রা° আপ্‌পন > বা° আপন ; ৬ষ্ঠী বিভক্তিতে আপনাব।

হেন—বৈদিক এনা (এমন), স° অনেন > প্রা° হিণ্ণ, হেণ্ণ > হেন।

দৈব নিয়োজনে—যিনি আদ্যাশক্তি তাঁবও দৈবনিয়োগ। দেশ তখন এমনই দৈবনির্ভব হইয়া পড়িয়াছিল যে কাবো যে আত্মশক্তি আছে এ বিশ্বাস একেবাবে হাবাইয়াছিল।

চুবড়ি, চুপড়ি—স° কুবেণী > চুবেড়ী চুপেড়ী, চুবড়ী, চুপড়ী। পেথে।

পাছে গোআলিনী নৈল দধিব চুপড়ী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ঢাকিল—স° ঢৌক ধাতু আচ্ছাদন।

চাপিল—স চপ ধাতু চূর্ণীকবণ পেষণ > আচ্ছাদন। স° চর্ব ধাতু চর্ব্বণ-তুল্য—চাপা।

ফুল্লরার খেদ (১৭৪—১৭৫ পৃষ্ঠা)

১৭৪ পৃষ্ঠা

গোলাহাট—২৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভাতার—স° ভর্ত্তা। বৌদ্ধগান ও দোহায়—ভতাব। প্রঃ—

বাড়ীব আগে ভাতাবটী গেলে চক্ষু পাকেয়া মবে।

—মাণিকচন্দ্র বাজাব গান।

সবাই ভাতাব কবে ভাব যদি পায়।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মাও ঘবিণী সে জে পুত্র জে ভাতাব।—গোবক্ষবিজয়।

ভাণ্ডী—স° √ভণ্ড = প্রতাবণা।

ফান্দ—স° বন্ধ > হি° ফন্দা। গোবক্ষবিজয়ে—ফান। সম্বলেব চিন্তা (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস)। সম্বলচিন্তা-রূপ ফাঁদ (রূপক সমাস)।

তীন্য—তৃণ? নিত্য শব্দেব সহিত মিল হয় এমন কোনো শব্দ হইবে।

পাবরিলা—স° বিস্মবণ > হি° ও° বা° পাসরণ। হি° বিসব, ও° বিছব শব্দেরও প্রয়োগ আছে। প্রঃ—

ছএ পুত্র পাসরিল আমা রূপ দেখি।

—নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল (১৩শ শতাব্দী)।

বোঝা—স° বদ্ধ>বঝ>বোঝ, বোঝা। যাহা বদ্ধ (বন্ধন) করা যায়, পোঁটলা; তাহা হইতে অর্থ ভার। ও° বোঝ-অ; হি° বোঝা। প্রঃ—

শত শত জনে বোঝা নিলেন বান্ধিয়া।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

বেগরী বেতন পায় তবে আনে বোঝা —ঘনরাম।

কর্ণ্মভেদ—কর্ণবেধ। জাতি ব্যবহারে অর্থাৎ কৌলিক অনুষ্ঠানের জন্যই কেবল কান বিধানো হইয়াছিল, কিন্তু কখনো সেখানে একটু অলঙ্কার জুটিল না।

চুয়া—স° চ্যুত (ক্ষরিত)>ও° চুআ, হি° চোআ। যাহা চোয়াইয়া পাওয়া যায়। ধুনার সঙ্গে মুথা বেণামূল ইত্যাদি গন্ধদ্রব্য মিশাইয়া চোয়াইলে যে নির্য্যাস পাওয়া যায় তাহা চুয়া। তুঃ—

চোয়া চন্দন ছিটাইল চন্দ্র সদাগর।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কুমকুম—স° কুঙ্কুম=জাফ্‌রান্।

পায়্যাছিনু বিবাহ বাসরে—বিবাহের দিনে মাত্র এইসব বিলাস উপকরণের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তার পর আর নয়।

১৭৫ পৃষ্ঠা

ভাসে—স ভাষ—বাক্য কহ।

পাশে—স পার্শ্বে। প্রঃ—

কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন

(১৭৫—১৭৬ পৃষ্ঠা)

১৭৫ পৃষ্ঠা

বাসী—১২৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

কহ না—না প্রশ্নে।

বেঙাচি—স° বিকঙ্কত (অমরকোষ)। বৈচ বৈচি বৈঁউচ বেঙচ বেঙুচ ভৈঁউচ নানা নামে পরিচিত বন্যফল, পাকিলে কাল্‌চে-লাল, স্বাদ অম্লমধুর, বীজবহুল। ও° ভইঙ্কি। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে—বেঙুচ।

ঝাট—স° ঝটিতি>প্রা° ঝট্টি; অস° ঝাণ্ট; শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ঝাঁট।

পসার—স° পণ্যশালা>হি° পণসার>বা° পসার। স° প্রসার>প্রা° পসার=পণ্য-বিক্রয়। ২৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বরাবরি—ফা° বরাবর=সমান, সোজা। সম্মুখে। প্রঃ—

নারদ কহিল আসি দৈত্য বরাবরি।—কাশীরাম দাস।

এই কথা জানাইল রাজার বরাবর।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

দুয়ার—স° দ্বার>প্রা° দুআর। বৌদ্ধগান ও দোহা হইতে বরাবর—দুয়ার।

কিছু—স° কিঞ্চিৎ। প্রঃ—

যতনে চিন্তহ বড়ায়ি কিছু পরকাব।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কাচড়া—স° কঞ্চট—বন্য লতানে শাক ছায়াবৃত স্থানে ঘাসের মধ্যে বর্ষাকালে জন্মে, রাঢ়ে নাম ঢোলাপাতা, ওড়িয়া কনাসিরি। Commelyna bengalensis.

নালিতা—স° নালিত, নাড়িকা—যার ডাঁটা নলের বা নাড়ীর মতন ফাঁপা। পাট-গাছের পাতা শাক। প্রা° নালিচ—"নালিচ গচ্ছা"—কর্পূরমঞ্জরী। প্রাকৃত-পৈঙ্গলে নালিচ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নালিচা।

চারি—স° চত্বারি>প্রা° চত্তারি, চারি (পিঙ্গলে)।

১৭৬ পৃষ্ঠা

উতারিয়া—স° উৎ+তর—উত্তর (নামানো)। হি উতারনা। =নামাইয়া, ছাড়াইয়া।

শেয়াড়ীর ফল—? শেঁকুল, সেয়াকুল ফল?

কোলাকোলী—কোলে কোলে আলিঙ্গন (বহুব্রীহি সমাস)। সীতারাম দাসের ধর্ম্মরাজের গীতে কোলাহল অর্থে কোলাকুলি আছে।

আশংশীয়া—স° আশংস=প্রত্যাশা, আশা; প্রশংসা; অভ্যর্থনা। প্রঃ—

ফল মূল দিয়া হনুমানেরে আশংসে।—চৈতন্যভাগবত।

কই—স° ক, কহি, কহিঁ, কুত্র, কুতঃ। কোথায়, কোন্ স্থানে। বৌদ্ধগান ও দোহায় —কহিঁ।

দুকাঠা—স° দ্বয়, দ্বি, দ্বৌ,>প্রা দুঅ>হি° বা° দো, দুই। অন্য শব্দের সঙ্গে সমাস-বদ্ধ হইলে দুই স্থানে দু, দো হয়। ল্যা—duo; জর্ম্মন—dyo; গেলিক—da, do; গথ—twal; ই°—two; ফ্রেঞ্চ—deaux (দু); ফা°—দু, দো। স° কাষ্ঠা কাঠা।

কালী—স° কল্য>ও° অস° কালি, হি° কাল, ম° কাল—গত দিবস। বাংলায় পূর্ব্ব ও পর দিবস উভয়ই বুঝায়।

লাড়ু—স° লড্ডুক। প্রঃ—

লাড়ু দিয়া যেমন ভাণ্ডাও ছাওয়ালে।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

কলা—স° কদলী, কদলক>প্রা° কঅল, কেল; ও° কদলী, ম° কেল, হি° কেলা।
শূন্যপুরাণে কলা।

খই—স° খদিকা, খদী। প্রঃ—
খৈ দৈ নৈবেদ্য অপর উপচার।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মুড়ি—তে° মুড়ি, মুরি, মোরি-লু; ও° মুঢ়ি, ম° মুরমুরা—চর্ব্বণে মুড়মুড় শব্দ করে যাহা? প্রঃ—
লাড়ু মুড়ি মুড়কি চিড়া মুলামে মিশালে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

গাম্ভারী—স° গম্ভারী, ও° গম্ভারি। Gmelina arborea। গামার গাছের কাঠ লঘু দৃঢ় শাদা বা ঈষৎ হল্‌দে, খুব মসৃণ পালিশ করা যায়, এইজন্য গামার-কাঠের পীঁড়ি ভালো। শিবের গাজনে গামার-গাছ কাটে।
ভমন করি বুলে গাম্ভারী লইআ মিলে।—শূন্যপুরাণ।
গামারি মঙ্গলে চলিল ভকতাগণে।—শূন্যপুরাণ।

চিরুণী—স° √চৃ, চির=চেরা, চীর্ণ; যাহা দ্বারা চুল চিরিয়া চিরিয়া আঁচ্‌ড়ানো যায়। চির+ণী=চেরার কাজ করে যে।
উড়িয়া গৌড়িয়া কুলুপা চিরুণী
বিচিত্র সাঁপুড়া।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।
সুবর্ণ চিরুণী করি আঁচুড়িলা কেশ।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।
ইন্দ্রাণী আনন্দে এনে কনক চিরুণী।
আঁচুড়ি চাঁচর চুলে বেন্ধে দিল বেণী॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

মাথে—স° মস্তক>প্রা° মত্থঅ (কুমারপালচরিত ৮।৩৮), মথা>ও° মথা, হি° মথা মাথ, ম° মাথা, বা° মাথ, মাথা।

গোটা—তে° ওকটি=একটি। একটা>এগটা>গটা, গোটা হইতে পারে। প্রাচীন কাব্যে গুটি, গোঠে, গোটেক, গটা প্রভৃতি বহু রূপ দেখা যায়।

ইকণী—স° উৎকুণ।

মজিয়া—স° মজ্জ, মস্‌জ্ ধাতু—নিমজ্জন, মুগ্ধ হওয়া।

ভগবতীর নিজমূর্ত্তি ধারণ (১৭৭—১৭৮ পৃষ্ঠা)

১৭৭ পৃষ্ঠা

হুঙ্কার—হুম্ হুম শব্দ করা। চণ্ডী হুঙ্কার করিলেন, কিন্তু সে শব্দ পাড়ার লোকে শুনিতে পাইল না!

ছিণ্ডিয়া—স° ছিদ ধাতু ছেদন, ছিন্ন করা। ছিন্ন>প্রাচীন বা° ছিণ্ড>আধুনিক বা° ছিঁড়। প্রঃ—

মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে।—ভারতচন্দ্র।
হার মোর ছিণ্ডি নিলেঁ বাহুর কঙ্কন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ষাড়ী—স° শাটী=পরিধেয় বস্ত্র; পরে, কেবল মাত্র স্ত্রীলোকের বস্ত্র। প্রঃ—

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরাণ সহিত মোর।—চণ্ডীদাস।

শোল—স° ষোড়শ>প্রা° সোলহ>ষোল।

ভাঁতি—স° ভাতি=দীপ্তি।

ত্রিবলীত়—ত্রিবলী বা মাংসের তিন স্তর বা খাঁজ যেখানে আছে।

কাজর—স° কজ্জল>হি° কাজর, বা° কাজল=দীপের কালী। প্রঃ—

বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ।—বিদ্যাপতি।

কাজর-গরল-জুত—কাজলরূপ গরল দ্বারা যুক্ত।

বউলী—স° বলয়। তা° বল (=বেষ্টন)>স° বলয়।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। বলয়+ঈ=বউলী। প্রঃ—

কানে পরে কুণ্ডল কনক কাটা কড়ি।
বউলি বেশর নাকে বেশ হইল বড়়॥—ঘনরাম।
সুবর্ণের কড়ি বউলী।—চৈতন্যচরিতামৃত।

বিউনী—স° বেণী (বয়ন করা কেশ)>বিননী, বয়নী।

কুন্ত—(স°) বল্লম, বর্শা। লম্বিত বেণী যেন মদনের হাতের বর্শার ন্যায়। বেণীর মুখ বর্শা-ফলকের ন্যায় বলিয়া এই উপমা।

কেশর—(স°) বকুল-ফুল।

১৭৮ পৃষ্ঠা

কেয়ূর, অঙ্গদ—(স°) বাহুর অলঙ্কার, তাগা, অনন্ত।

পাসুল—স° পাশক>পাশলী, পাশুলী=পদালঙ্কার। প্রঃ—

পায় খাড়ু দিল, আঙ্গুলে পাশলি।—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।
কটিতে কিঙ্কিণী পরে পদাগ্রে পাসুলি।—ঘনরাম।
কনক মল্ল তোর আর পাসলী-নিকর
জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
মণিময় মালা আর বিচিত্র পাশুলী।—কৃত্তিবাস, অযোধ্যাকাণ্ড।

সিন্দুর-তিলক তিমিরারি—সিন্দুর-তিলককে সূর্য্যের সঙ্গে তুলনা প্রাচীন কাব্যে প্রচুর। তুঃ—

কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেন উইল নব সুর ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
কপালে সিন্দুর-ফোঁটা জিনি বালভানু।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডী।
কপালে সিন্দুর পরে তপন উদয়।—রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল।
কপালে তিলক আর নির্ম্মল সিন্দুর।
বালসূর্য্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর ॥—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।
সিঁথের সিঁদুর দেখি দিনকর ঝুরে।—যদুনাথ দাস (পদরত্নাবলী)।
অলকা অনিকে দিল অরুণের ছটা
সাজিল সুন্দর তায় সিন্দুরের ফোঁটা ॥—মাণিক গাঙ্গুলি।
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দূরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে করি আছে যেন ইন্দু ॥
সিন্দূরেব চৌদিগে চন্দন-বিন্দু আব।
শশিকোলে সূর্য্য—তাবা ধায় দেখিবার ॥—চৈতন্যমঙ্গল।

কাচলী—সং কঞ্চুলী, কঞ্চুলিকা, কঞ্চুক, প্রাং কঞ্চুলিআ=স্ত্রীলোকের বক্ষাবরণ। প্রাঃ—

লাক্ষাব কাচলী চমকে বিজুলি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—কাঞ্চুলী।

বুকে পবাইয়া দিল সোনাব কাঁচলী।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

কাঁচলি নির্ম্মাণ (১৭৮—১৮৪ পৃষ্ঠা)

দেবী ইচ্ছামাত্র সর্ব্বাঙ্গের আভরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, কেবল কাঁচুলিটি ছাড়া। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় সবই হইল, ঠেকিল কেবল কাঁচুলিতে। ইহা হইতে এইটুকু আমবা বুঝিতে পারি যে সেকালে কাঁচুলি দুর্লভ ছিল ও তাহাতে নানা কারুকার্য্য থাকিত। আমাদের দেশের প্রত্যেক দুর্লভ সুন্দর বস্তুর নির্ম্মাতা বিশ্বকর্ম্মা।

চণ্ডীর কাঁচুলি অবলম্বন করিয়া কবি গ্রাম্যতা হইতে একদম পৌরাণিকতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। এ যেন তিমি-মাছের হাঁপ ছাড়ার মতন পণ্ডিত কবির বিদ্যা প্রকাশ করিয়া লওয়ার অবসর সৃষ্টি।

নিম্নস্তরের জীবনযাত্রা যখন উচ্চ স্তরকে ভেদ করিয়াছিল, যখন অনার্য্য সাধারণের দেবতা আর্য্য শাস্ত্রের মধ্যে ও অবৈদিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে জোর করিয়া প্রবেশ করিতেছিল, তখন উভয় পক্ষে বফা-নিষ্পত্তি করিতে করিতে শাস্ত্রীয় সংস্কৃত পুরাণ ও লৌকিক ভাষা-পুরাণ প্রস্তুত হইতেছিল। মঙ্গলকাব্যগুলি সেই লৌকিক ভাষা-পুরাণ; এর মধ্যে আর্য্য অনার্য্য ব্রাহ্মণ্য অব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় ও লৌকিক বিরুদ্ধ উপকরণ একত্র করা হইয়াছে, কিন্তু জোড়াতালি-রকমে—যেন বাউলের আলখাল্লা।

কাঁচুলি নির্ম্মাণের বর্ণনায় একদিকে বাস্তবিকতা ও অন্যদিকে অত্যুক্তি আছে। কিন্তু শ্রোতাদের কিছুতেই আপত্তি নাই।

কাঁচুলিতে বা কাপড়ে চিত্র রচনার বিবরণ প্রাচীন প্রায় সব কাব্যেই পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ-বর্ণিত চণ্ডীর কাঁচুলির কারুচিত্রের অনুরূপ চিত্র রূপরামের ধর্ম্ম-মঙ্গলে (১৫ শতক) নয়ানীর কাঁচুলিতে অঙ্কিত দেখিতে পাই। রূপরাম খুব সম্ভব কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী। (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, ৩৮৬—৩৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে ফলা-চিত্রণের সঙ্গেও কবিকঙ্কণের চণ্ডীর কাঁচুলি-চিত্রণ অনেক মিলে।

১৭৮ পৃষ্ঠা

বিশাই—বিশ্বকর্ম্মা।

ভারত পুরাণ—মহাভারত।

নিগম—শাস্ত্র।

নিরঞ্জন অবতার—বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম ধর্ম্ম দেব।

দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন।—শূন্যপুরাণ।

ধর্ম্মজয় বলিয়া সকল ভক্ত ডাকুক—জয় জয় নিরঞ্জন দেব।

শ্রীশ্রীধর্ম্মনিরঞ্জন-ভট্টারকপূজাকর্ম্ম কর্ত্তুং সঙ্কল্পম্ অহং করিষ্যে।—ধর্ম্মপূজাবিধান।

১৭৯ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয়ে বরাহমূর্ত্তি ইত্যাদি—বিষ্ণুর এইসব অবতারের নাম ও পর্য্যায়ক্রম ও পরিচয় ভাগবত ১।৩ ও ২।৭ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।—"লোকনাথ ভগবান্ এই বিশ্বের উৎপত্তির নিমিত্ত দ্বিতীয় বারে বরাহ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। দেবর্ষি নারদ, তাঁহার তৃতীয় অবতার।

........ভগবান্ চতুর্থ অবতারে ধর্ম্ম-পত্নীর [মূর্ত্তির] গর্ভে নর-নারায়ণ-রূপে জন্মগ্রহণ......করিয়াছিলেন। এবং পঞ্চমে সিদ্ধেশ্বর কপিল-রূপে অবতীর্ণ হইয়া......নিখিল তত্ত্বের নির্ণায়ক সাংখ্যদর্শন বর্ণন করিয়াছিলেন। দত্তাত্রেয় তাঁহার ষষ্ঠ অবতার; এই অবতারে অত্রির প্রার্থনানুসারে তদীয় পুত্র-রূপে অবতীর্ণ [হন]। সপ্তমে রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে যজ্ঞ নামে অবতীর্ণ হন।.. ...অষ্টমে মেরু দেবীর গর্ভে ও অগ্নীধ্রপুত্রের ঔরসে ঋষভ নামে অবতীর্ণ হইয়া [ছিলেন]।.. পৃথু নামে নারায়ণের অতি রমণীয় নবম অবতার; এই অবতারে তিনি ঋষিদিগের প্রার্থনা অনুসারে রাজদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবী হইতে নানাবিধ বস্তু এবং ওষধি দোহন করিয়াছিলেন।..... অনন্তর চাক্ষুষ নামক মন্বন্তরে পৃথিবী জলমগ্না হইলে ভগবান্ মৎস্য নামক দশম অবতার গ্রহণপূর্ব্বক মহীরূপ নৌকায় বৈবস্বত মনুকে আরোপণ করিয়া রক্ষা করেন। পুরাকালে যখন সুর ও অসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভগবান্ সেই সময় কূর্ম্ম-রূপ একাদশ অবতার গ্রহণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করেন। দ্বাদশে ধন্বন্তরি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া অমৃতভাণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক জলধিগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশে মোহিনী-রূপ ধারণপূর্ব্বক অসুরদিগকে স্বীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়া সুরবৃন্দকে অমৃত পান করান। চতুর্দ্দশে তিনি নরসিংহ-রূপে অবতীর্ণ হন.....। পঞ্চদশে বামন-রূপে অবতীর্ণ হন......। ষোড়শে পরশুরাম-রূপ গ্রহণ.. .। সপ্তদশে পরাশর-ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাস-রূপে অবতীর্ণ হন ...। অষ্টাদশে দশরথ-তনয় মহারাজ রামচন্দ্র-রূপে অবতীর্ণ......। অবশেষে ঊনবিংশ ... রাম-কৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ হন।......ভগবান্ এই যুগে গয়াপ্রদেশে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ হইবেন। শেষে কলির অন্তকালে..... নারায়ণ বিষ্ণুযশা নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে অবতীর্ণ হইয়া কল্কি-রূপ ধারণ করিবেন।. ... প্রজাপতি দেবতা ঋষি মনু ও মানব সকলেই হরির অংশ।..... ইহাঁরই অংশ দ্বারা দেবতা পশু পক্ষী ও মনুষ্যাদি-রূপ নানাবিধ অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে .....।"—শ্রীমদ্‌ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়, বঙ্গবাসী-সংস্করণের অনুবাদ।

"সেই অনন্তপুরুষ পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সর্ব্বযজ্ঞময় বরাহ-দেহ ধারণ করিয়া সাগরগর্ভে আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দংষ্ট্রা দ্বারা বিদারিত করেন। তিনি প্রজাপতি রুচির ঔরসে এবং আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে জন্মগ্রহণ...... করেন।......স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহাকে হরি নামে অভিহিত করেন।......তিনি কর্দ্দম প্রজাপতির গৃহে দেবহূতির গর্ভে......জন্মগ্রহণ করিয়া [ছিলেন]... . অত্রি

সেই ভগবান্‌কে পুত্র-রূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলেন—'আমি আমাকেই দান করিলাম,' সেইজন্য তাঁহার নাম দত্ত হইল।...... অনন্তর ভগবান্, দক্ষের দুহিতা ও ধর্ম্মের ভার্য্যা মূর্ত্তির গর্ভে, নর-নারায়ণ-রূপে অবতীর্ণ হন।......নারায়ণ ঋষিদিগের প্রার্থনায় তাঁহার [বেণ রাজার] পুত্র-রূপে অবতীর্ণ হইয়া......ছিলেন; এই অবতারে তিনি পৃথিবী হইতে অশেষ রত্নও দোহন করিয়াছিলেন। নারায়ণ, অগ্নিপুত্র নাভির ভার্য্যা সুদেবীর গর্ভে, ঋষভ-রূপে অবতীর্ণ হন; এবং ঋষিগণ যাহাকে পরমহংস্য পদ বলিয়া থাকেন, স্বস্থ শান্তেন্দ্রিয় বিষয়াসক্তিহীন সুতরাং জড়ের ন্যায় হইয়া তিনি তাহাই চিন্তা করিয়াছিলেন। অনন্তর হয়গ্রীব অবতারে......তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে মনোহর বেদবাক্যসকল উৎপন্ন হইয়াছিল।......প্রলয় উপস্থিত দেখিয়া......মৎস্য সেই বেদবাণী লইয়া সলিলগর্ভে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। দেব ও দানব অমৃতলাভের নিমিত্ত ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর, সেই আদিদেব কূর্ম্ম-রূপে স্বপৃষ্ঠে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন।......ভগবান্ অবশেষে নৃসিংহ-রূপ ধারণ করিয়া .....দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে নিমেষ মাত্রেই নখ দ্বারা বিদারণ করিয়াছিলেন।......বামনাবতারে......তিনি পদ দ্বারা এই ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন। . .কীর্ত্তিস্বরূপ ভগবান্ লোকে ধন্বন্তরি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় নাম দ্বারাই বিষমব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের রোগনাশ...করিয়া আয়ুর্ব্বেদ অনুশাসন করিয়া গিয়াছেন।......ভগবান্ দুঃসহবীর্য্য পরশুরাম-রূপে অবতীর্ণ... ..। সেই মায়েশ্বর চারি অংশে ইক্ষ্বাকু-বংশে জন্ম লইয়া পিতার আজ্ঞাক্রমে স্ত্রী ও ভ্রাতার সঙ্গে বনে গমন করেন।.. .. ভগবান্ নারায়ণ......রামকৃষ্ণ-রূপ ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মহিমাব্যঞ্জক নানা কার্য্য করিলেন।......সেই ভগবান্ই সত্যবতীর গর্ভে ব্যাস-রূপে উৎপন্ন হইয়া স্বীয় বেদতরুর শাখা বিভাগ করেন।..... ভগবান্... ..বুদ্ধাবতার হইয়া পাষণ্ড-বেশে তাহাদিগকে [অসুর-দানবদিগকে] নানা উপধর্ম্মের উপদেশ দেন।.......ভগবান্ .....কল্কীরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলির শাসন করিবেন......।—শ্রীমদ্‌ভাগবত ২য় স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়, বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

দ্বিতীয় বরাহমূর্ত্তি—শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে বরাহ বিষ্ণুর ২২ অবতারের দ্বিতীয় অবতার। কিন্তু বরাহ-পুরাণ ৪।২, পদ্মোত্তর ২২৯।৪০-৪১, স্কন্দপুরাণ আবন্ত্যখণ্ডে রেবাখণ্ড ১৫১।৪ প্রভৃতির ১০ অবতারের তালিকায় বরাহ তৃতীয় অবতার:—

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহো২থ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশঃ॥

জয়দেবের গীতগোবিন্দেও বরাহ দশাবতারের তৃতীয়।

বরাহ অবতারের মূল সূত্র বেদশাস্ত্রের তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায়। সেখানে বরাহ প্রজাপতির অবতার, জলময় জগৎ হইতে তিনি পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। শতপথ-ব্রাহ্মণেও বরাহ কর্তৃক পৃথিবী উদ্ধারের প্রসঙ্গ আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও বলা হইয়াছে যে মৃত্তিকাকে বরাহ উদ্ধার করেন।

রামায়ণে বরাহ ব্রহ্মার অবতার (২।১১০।৩-৪)। বিষ্ণুপুরাণেও ব্রহ্মার অবতার বরাহ পৃথিবী উদ্ধার করেন। এ উপাখ্যান যজ্ঞের রূপক।

পূর্ব্বে নারায়ণ শব্দে ব্রহ্মাকে বুঝাইত (মনুসংহিতা ১।১০ ; বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ৪র্থ অধ্যায়)। পরে যখন নারায়ণ শব্দে বিষ্ণুকে বুঝাইতে লাগিল তখন ব্রহ্মার অবতারগুলিও বিষ্ণুর অবতার হইয়া পড়িল। পুরাণে বরাহ অবতারের উপাখ্যান দুরকম দেখা যায়—(১) বিষ্ণু পদ্ম কালিকা প্রভৃতি পুরাণ বলে—বরাহ রসাতল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন, (২) মহাভারত, লিঙ্গ ও বহ্নি পুরাণ বলে—দৈত্যবধের জন্য বরাহের অবতার। শ্রীমদ্‌ভাগবতে হরিবংশে ও মৎস্যপুরাণে বরাহ অবতার পৃথিবী উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ দুইই করেন।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২০৯ অধ্যায়ে, ভাগবত ৩য় স্কন্ধে, লিঙ্গপুরাণ ১৬ অধ্যায়ে, অগ্নিপুরাণ ৪র্থ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ৪র্থ অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণ ৩য় অধ্যায়ে, হরিবংশ ২২৪ অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণ ২৪৬—২৪৭ অধ্যায়ে, গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১৪৬ অধ্যায়ে ও বহ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে বিষ্ণুর বরাহ-রূপ ধারণের সম্বন্ধে নানা-প্রকার উপাখ্যান আছে।

লিঙ্গপুরাণ স্কন্দপুরাণ পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে আছে যে বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধরিয়া ও ব্রহ্মা হংস-রূপ ধরিয়া লিঙ্গরূপী শিবের আদি ও অন্ত দেখিবার চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ড ১৯ অধ্যায়ে বরাহ শিবের অবতার।

বিষ্ণুর দ্বারপাল জয় ও বিজয় উলঙ্গ ঋষিদিগকে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে বাধা দিয়া ঋষিশাপে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু অসুর-রূপে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহারা আদি দৈত্য। হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে হরণ করিয়া পাতালে লুক্কায়িত হইলে বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধরিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করেন।

নারদ ঋষি—১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিজগুণ অভিলাষী—নারদ নারায়ণের অবতার, অথচ বিষ্ণুভক্ত হরিনামকীর্ত্তনপরায়ণ; সুতরাং তিনি নিজেরই গুণের স্তুতি কীর্ত্তনে অভিলাষী। ব্রহ্মা, গন্ধর্ব্ব গানবন্ধু উলূকেশ্বর ও কৃষ্ণ-রুক্মিণীর নিকট ইনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

বিণাপাণি—১০৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

তোমা পারে—তমো পারে?

হবি হরি মেধাসুত.. .....হরের নন্দন—মেধা স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্রের অন্যতম।
—মৎস্যপুরাণ ৯ অধ্যায়।
স্বায়ম্ভুবঃ শম্ভুশিষ্যো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ৫১ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুত্র......মূর্ত্তিগর্ভে......নরনারায়ণ—ভাগবতের কাহিনী পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে (৩৪৯, ৩৫০ পৃষ্ঠা)। নর ও নারায়ণ সহোদর অথচ অভিন্নাত্মা ঋষি ছিলেন।

শরভ-রূপী শিব নরসিংহের দেহ দন্তাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিলে নর-ভাগ হইতে নর ও সিংহ-ভাগ হইতে নারায়ণ মুনিদ্বয়ের উৎপত্তি হয়। এঁরাই পরে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন।—কালিকাপুরাণ ৩০ অধ্যায়।

ধর্ম্ম—যম। মূর্ত্তি—দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মরাজের পত্নী। মহাভারতেও এঁদের আখ্যায়িকা আছে।

কপিল—সাংখ্য বা যোগশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি; প্রজাপতি কর্দ্দম ও মনু-দুহিতা দেবহূতির পুত্র; বিষ্ণুর অবতার। ইনি সগরবংশ ভস্ম করেন।—রামায়ণ, ভাগবত ৩।২৪। অনেকের মতে কপিল বাঙালী ছিলেন; আবার অনেকের মতে তিনি মিথিলাবাসী মৈথিল ছিলেন।

অত্রি মুনি সুত—অত্রি কর্দ্দম-দুহিতা অনসূয়াকে বিবাহ করেন;—
অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্।
দত্তং দুর্ব্বাসসং সোমম্ আত্মেশ-ব্রহ্ম-সম্ভবান্॥
সোমো ঽভূদ্ ব্রহ্মণো ঽংশেন দত্তো বিষ্ণোস্ তু যোগবিৎ।
দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশো নিবোধাঙ্গিরসঃ প্রজাঃ॥—শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪।১।

ছয়—খুব সম্ভব 'হয়' হইবে।

দত্তাত্রয়—নারায়ণ আপনাকে অত্রির পুত্ররূপে দান করিয়াছিলেন বলিয়া নাম দত্ত আত্রেয়
—দত্তাত্রেয়।—ব্রহ্মপুরাণ ১১৭ অধ্যায়।
দত্তাত্রেয় সুরাপায়ী উপবীতত্যাগী রমণীগণে আসক্ত মহাযোগীশ্বর!
—পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ১০৩ অধ্যায়।

শুলীবাস—শ্রীনিবাস?

যজ্ঞেশ্বর—স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠা কন্যা আকূতির গর্ভে ও প্রজাপতি রুচির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন "পুরুষঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুর্ যজ্ঞ-স্বরূপধৃক্।"—ভাগবত ৪।১।৪।

ঋষভ—অগ্নি বা অগ্নীধ্রের পুত্র নাভি ও মেরুদেবীর বা সুদেবীর পুত্র ঋষভ। স্বয়ং ভগবান্ নাভি ও মেরুদেবীর পুত্ররূপে অবতার হইয়াছিলেন।—ভাগবত ৫।৩। ইনি জড়ের ন্যায় একচিত্তে পরমহংস্য পদ চিন্তা করিয়াছিলেন।—ভাগবত ২।৭।

ঋষভের শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত; মৃত্যু-সময়ে মৃগ চিন্তা করিয়া পরজন্মে মৃগ হইয়াছিলেন, তার পরের জন্মে ব্রাহ্মণপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এবং পাছে বিষয়াসক্তি জন্মে এইজন্য তিনি "জড়ান্ধ-বধির-স্বরূপেণ দর্শয়ামাস লোকস্য" (ভাগবত ৫।৯) এবং জড়ভরত নামে প্রসিদ্ধ হন।

পৃথু—বেণ রাজার পুত্র; পৃথিবী আজও এঁর নামে পরিচিত হইতেছে।

পৃথুনা প্রবিভক্তা চ শোভিতা চ বসুন্ধরা।
শস্য-বস্ত্রবতী স্ফীতা পুর-পত্তনশালিনী ॥
এবং পৃথুর অভূৎ পূর্ব্বং প্রসাদাচ্ চক্রপাণিনঃ।—অগ্নিপুরাণ।

পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ৩৭, উত্তরখণ্ড ২৯ অধ্যায়, ভাগবত ৪ স্কন্ধ ১৮ অধ্যায়, হরিবংশ হরিবংশপর্ব্ব ২ অধ্যায় ও ৫ অধ্যায়, ব্রহ্মপুরাণ ২ অধ্যায়, বামনপুরাণ ১৮২ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ ২৮ অধ্যায় প্রভৃতি বহু স্থানে পৃথুর আখ্যান আছে।

মীন বেদ উদ্ধারণ অবতার—বৈদিক-সাহিত্যের মধ্যে শতপথ-ব্রাহ্মণে (১।৮) মৎস্য-অবতারের উপাখ্যান আছে—এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইনি যে কোন্ দেবতার অবতার তাহা শতপথ-ব্রাহ্মণে উল্লিখিত নাই।

মহাভারতে (বনপর্ব্ব ১৮৭ অধ্যায়) মৎস্য ব্রহ্মার অবতার। ভাগবত আদি বৈষ্ণব পুরাণে মৎস্য বিষ্ণুর অবতার। ইহা হইতে এই জানা যায় যে একই উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে।

শতপথ-ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—জল-প্রলয়ের উপক্রম হইলে মৎস্য মনুর কাছে উপস্থিত হন এবং মৎস্যের উপদেশে একখানি বৃহৎ নৌকা গঠন করিয়া মনু সর্ব্ব-প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ তাহাতে তুলিয়া প্রলয় হইতে প্রাণধারা রক্ষা করেন।

মহাভারতের উপাখ্যান—মনু তপস্যা করিতেছিলেন। এক ক্ষুদ্র মৎস্য আসিয়া বৃহৎ মৎস্যের ভয় হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করে। মনু মৎস্যকে জালায় জিয়াইয়া রাখিলেন, রাতারাতি মৎস্য বাড়িয়া উঠিল, জালায় আর ধরে না; এইরূপে মনু ক্রমান্বয়ে মৎস্যকে পুষ্করিণী নদী ও শেষে সমুদ্রে ছাড়িলেন। তখন মৎস্য মনুকে প্রলয়ের সংবাদ দিয়া নৌকায় প্রাণধারা রক্ষা করিতে উপদেশ দিল। জলপ্লাবন অপগত হইলে মৎস্য মনুকে প্রজা-সৃষ্টিতে নিযুক্ত করিয়া নিজের পরিচয় দিয়া গেল—অহং প্রজাপতির্ব্রহ্মা মৎপরং নাধিগম্যতে।

মৎস্যপুরাণের প্রথম অধ্যায়েই এই উপাখ্যানটি আছে। মনু মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া যখন জলে ভাসমান ছিলেন, তখন মৎস্য সমস্ত পুরাণখানি মনুকে বলেন। এ মৎস্য বিষ্ণুর অবতার।

এই তিন পুস্তকের উপাখ্যানে বেদ-উদ্ধারের কোনো উল্লেখ নাই।

ভাগবতে (৮ স্কন্ধ ২৪ অধ্যায়ে) আছে যে মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মা নিদ্রিত হইলে ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বেদ হয়গ্রীব অসুর হরণ করিয়া লইয়া যায়। ইহা জানিতে পারিয়া ভগবান্ হরি শফরী-রূপ ধারণ করিয়া রাজর্ষি সত্যব্রতের নিকটে উপস্থিত হন ; বিষ্ণুভক্ত দ্রবিড়েশ্বর সত্যব্রত সলিলাসনে তপস্যা করিতেছিলেন। মৎস্য রাজার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে রাজা ক্রমান্বয়ে বৃহৎ বৃহত্তর জলাশয়ে মৎস্যকে রক্ষা করেন ও মৎস্যের উপদেশে নিজেও মৎস্যশৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া জলপ্রলয় হইতে রক্ষা পান। তার পর—

অতীত-প্রলয়াপায় উত্থিতায় স বেধসে।
হত্বাসুরং হয়গ্রীবং বেদান্ প্রত্যাহরদ্ ধরিঃ ॥

সেই সত্যব্রত রাজা পরে বৈবস্বত মনু হইয়াছিলেন। দৈত্য দানবগণ বেদ চুরি করিয়া পাতালে লইয়া গেলে মৎস্যদেব উহাদের উদ্ধার সাধন করেন।

বেদেষু চৈব নষ্টেষু মৎস্যো ভূত্বা রসাতলাৎ।
প্রবিশ্য তান্ অথোৎকৃষ্য ব্রহ্মণে দত্তবান্ অসি ॥—বরাহপুরাণ, ৬।১৩।
পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ১ অধ্যায়, উত্তরখণ্ড ২৩০ অধ্যায়।

এইরূপ একটি জলপ্রলয়ের বৃত্তান্ত সকল দেশের পুরাণেই দেখা যায়। বাইবেলে Deluge বা জলপ্রলয়ের বৃত্তান্ত আছে (Genesis, Chap. 6-8)। ক্যাল্‌ডিয়া সিরিয়া গ্রীস ব্রাজিল কিউবা-দ্বীপ মেক্‌সিকো পেরুভিয়া প্রভৃতি দেশের পুরাণে জলপ্রলয়ের বর্ণনা আছে (Encyclopaédia Britannica, Deluge প্রবন্ধ ও ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা দ্বিতীয় ভাগ ২০৬-২০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ক্যাল্‌ডিয়া দেশের পুরাণে আমাদের মৎস্যাবতারের মতন অর্দ্ধমৎস্য-অর্দ্ধমনুষ্য দেবতা এক রাজাকে প্রলয় হইতে প্রাণী রক্ষা করিতে উপদেশ দেন (Maurice, *Hindustan*, Vol. 1, p. 543)।

কবিকঙ্কণের মৎস্যাবতারের কাহিনী ভাগবত অনুসারে লিখিত।

বহিত্র—নৌকা।

সত্যব্রত—দ্রবিড় দেশের রাজার নাম।

কূর্ম্ম অবতার—বৈদিক-সাহিত্যের মধ্যে শতপথ-ব্রাহ্মণে প্রথম কূর্ম্ম-অবতারের উল্লেখ দেখা যায়। প্রজাপতি কূর্ম্ম-রূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করেন। প্রজাপতি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে—কূর্ম্মঃ অর্থাৎ আমরা করির ; সেইজন্য তাঁর সৃষ্টিকালের রূপের নামও হয় কূর্ম্ম। প্রজাপতির অপর নাম কশ্যপ ; কশ্যপ কালে অপভ্রংশ হইয়া হইয়াছে কচ্ছপ।

পুরাণে কূর্ম্ম বিষ্ণুর অবতার। দুর্ব্বাসার শাপে স্বর্গ শ্রীহীন হইলে দেবাসুর একত্র হইয়া অমৃত লাভের জন্য যখন সমুদ্র মন্থন করেন তখন মন্থন-দণ্ড মন্দর-পর্ব্বত ধারণের আধার হইয়াছিলেন কূর্ম্ম। এই বিবরণ বহু পুরাণে আছে—রামায়ণ বালকাণ্ড ৪৫ সর্গ, মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৭-১৯ অধ্যায়, ভাগবত ৮।৭, মৎস্যপুরাণ ২৪৮-২৫০ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৩১, বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ ৯ অধ্যায়, অগ্নিপুরাণ ৩ অধ্যায়, স্কন্দপুরাণ কেদারখণ্ড ৯ অধ্যায়। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের আখ্যায়িকায় অল্প স্বল্প অনৈক্য থাকিলেও মোট কথা এক।

ধন্বন্তরী—"দ্বাদশে ধন্বন্তরি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া [সমুদ্র মন্থনের ফলে] অমৃতভাণ্ড গ্রহণ-পূর্ব্বক জলধি-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন।" "কীর্ত্তিস্বরূপ ভগবান্ লোকে ধন্বন্তরি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় নাম দ্বারাই বিষমব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগনাশ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ অনুশাসন করিয়া গিয়াছেন।"

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণোর্ অংশাংশ-সম্ভবঃ।
ধন্বন্তরির্ ইতি খ্যাত আয়ুর্ব্বেদদৃগিজ্যভাক্ ॥—ভাগবত।
নারায়ণাংশো ভগবান্ স্বয়ং ধন্বন্তরির্ মহান্।
পুরা সমুদ্রমথনে সমুত্তস্থৌ মহোদধেঃ ॥
সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
শিষ্যো হি বৈনতেয়স্য শঙ্করস্যোপশিষ্যকঃ ॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৫১ অধ্যায়।

বিষ্ণুপুরাণের মতে ধন্বন্তরি কাশীরাজ-পুত্র দীর্ঘতমার পুত্র; নারায়ণের বরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারত, ব্রহ্মপুরাণ ১১ অধ্যায়, স্কন্দপুরাণ আবন্ত্যখণ্ডে অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য ৪৪ ও নাগরখণ্ড ২১০ অধ্যায়, ও অন্যান্য বহু পুরাণে ধন্বন্তরি-আবির্ভাবের কাহিনী আছে।

ব্যাধের নিবাসে—(১) ব্যাধের গৃহে উপস্থিত চণ্ডীর কাঁচুলিতে (২) ব্যাধির নিবাসে (ব্যাধি দূর করেন যিনি)। দ্বিতীয় পাঠই সমীচীন মনে হয়, পড়ার ভুলে ব্যাধের নিবাসে ছাপা হইয়া থাকিবে।

মোহিনী—"ত্রয়োদশে মোহিনী-রূপ ধারণপূর্ব্বক অসুরদিগকে স্বীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়া সুরবৃন্দকে অমৃত পান করান।"—ভাগবত ১।৩। মহাভারত প্রভৃতিতেও এই উপাখ্যান আছে।

নরসিংহ—ভাগবতের মতে ভগবানের চতুর্দ্দশ অবতার; বরাহ প্রভৃতি পুরাণের মতে চতুর্থ অবতার। কৃষ্ণবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুকে অর্দ্ধনর অর্দ্ধসিংহ রূপে বধ করেন।

সিংহস্য কৃত্বা বদনং মুরারিঃ সদা করালঞ্চ সুরক্তনেত্রম্।
অর্দ্ধং বপুর্ বৈ মনুজস্য কৃত্বা যযৌ সভাং দৈত্যপতেঃ পুরস্তাৎ॥
—অগ্নিপুরাণ।

বিস্তৃত বিবরণ বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ ১৭ ও ২০ অধ্যায়ে ও ভাগবত ৭ স্কন্ধ ৮ অধ্যায়ে আছে। শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ৬০, লিঙ্গপুরাণ পূর্ব্বভাগ ৯৫, মৎস্য ১৬১, পদ্মোত্তর ২৩৭, স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য ১৮, হরিবংশ দ্রষ্টব্য।

অভিনব চন্দ্র ভানু—চন্দ্রাংশুশৌরৈশ্ ছুরিতং—ভাগবত ৭।৮।২২।

ফটিকের স্তম্ভে অবতার—হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার উপাস্য দেবতা কোথায় আছেন? তার উত্তরে প্রহ্লাদ বলেন—তিনি সর্ব্বব্যাপী। তখন হিরণ্যকশিপু বলেন—'ক্বাসৌ যদি স সর্ব্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে?" হিরণ্যকশিপু "খড়্গং প্রগৃহ্যোৎপতিতো বরাসনাৎ স্তম্ভং ততাড়াতিবলঃ স্বমুষ্টিনা।" তখন

সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং
ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেষ্বখিলেষু চাত্মনঃ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুত-রূপম্ উদ্বহন্
স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্॥—ভাগবত ৭.৮।

নৃসিংহ নখে চিরিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদিতেও এই উপাখ্যান আছে।

বামন—ঋগ্বেদসংহিতায় আদিত্যের দ্বাদশ নামের একটি বিষ্ণু। বিষ্ণু ত্রিপাদ বিক্ষেপে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করেন—একাধিক স্থলে বলা হইয়াছে (মৎপ্রণীত বেদবাণী দ্রষ্টব্য)। বিষ্ণু বা সূর্য্যের ত্রিপাদ বিক্ষেপে জগৎ ব্যাপ্ত করার অর্থ প্রভাত মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা ত্রিকালে আকাশের ত্রিস্থানে সূর্য্যের অবস্থান। বিষ্ণুর এই ত্রিপাদ বিক্ষেপ হইতেই বামন অবতারের উপাখ্যানের সৃষ্টি।

শতপথ-ব্রাহ্মণে এক যজ্ঞবাচক বামন-রূপী বিষ্ণুর উপাখ্যান আছে; বামন অসুরগণের নিকট হইতে কৌশলক্রমে সমস্ত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

এই দুই বৈদিক উপকরণের সঙ্গে নূতন উপকরণ যোগ করিয়া বলি-বামন উপাখ্যান সৃষ্টি হয়। বেদে বামন বিষ্ণু আদিত্য, পুরাণেও বামন বিষ্ণু আদিত্য—অদিতির পুত্র।

বামন-অবতারের কথা বহু পুস্তকে দেখা যায়—রামায়ণ ১।৩১; মহাভারত বনপর্ব্ব; বামনপুরাণ ৭৫ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ ৬ অধ্যায়; পদ্মপুরাণ

উত্তরখণ্ড ৪৮-৪৯ ; ভাগবত ৮ স্কন্ধ ১৭-২৩ অধ্যায় ; স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য ১৪ অধ্যায় ইত্যাদি। প্রত্যেক উপাখ্যানে পার্থক্য দেখা যায়। অন্যান্য পুরাণের উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত, ভাগবতে সুবিস্তৃত।

রামায়ণে বামনের যে উপাখ্যান আছে তাহা সূর্য্যেরই ত্রিস্থানে পরিক্রমণের রূপক মাত্র।

প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ; বিরোচনের পুত্র বলি। বলি পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে দেবতাদের নির্ভয় করিবার জন্য বিষ্ণু বামন-রূপে অবতীর্ণ হন এবং বলির যজ্ঞান্তে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বামন ত্রিপাদ দ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত্য ও দেহ দ্বারা সমস্ত অন্তরীক্ষ আবৃত করিয়া নাভি হইতে উদ্গত তৃতীয় পদের ভূমি প্রার্থনা করিলে বলি নিজের মাথা পাতিয়া দেন। ত্রিপাদ ভূমি দিবার অঙ্গীকার রক্ষা না করিতে পারার পাপে বলি বরুণ-পাশে বদ্ধ হইয়া সুতলে প্রেরিত হন।

বরাহপুরাণের মতে বামন বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার ; কিন্তু ভাগবতের মতে বামন পঞ্চদশ অবতার।

পরশুরাম—রামায়ণ মহাভারত ও পদ্মোত্তর ২৪১, স্কন্দ নাগরখণ্ড ৬৭, ব্রহ্ম ১০ প্রভৃতি বহু পুরাণে পরশুরামের উপাখ্যান আছে। পরশুরাম জমদগ্নি ও রেণুকার পুত্র। রেণুকার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া জমদগ্নি পরশুরামকে মাতৃবধ করিতে আদেশ করেন ও পরশুরাম পিতৃ-আদেশ পালন করেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নিকে বধ করিলে পরশুরাম পিতৃবধে ক্রুদ্ধ হইয়া একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। পরশুরাম যজ্ঞ করিয়া গুরু কশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণা স্বরূপ দান করেন এবং দত্ত স্থানে বাস অনুচিত বিবেচনা করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে সহ্য-পর্ব্বতের পাদমূল হইতে সমুদ্রকে অপসারিত করিয়া কেরল দেশ সৃষ্টি করেন ও মহেন্দ্র-পর্ব্বত নিজের বাস-স্থান স্থির করেন। পরশুরাম রামচন্দ্রের পূর্ব্বে ও অগস্ত্যের পরে দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার করেন। পরশুরাম ভীষ্ম ও কর্ণের অস্ত্রগুরু ছিলেন। রামচন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া তার স্বর্গপথ রুদ্ধ হয়। পরশু তাঁর অস্ত্র ও নাম রাম ; রামচন্দ্র হইতে পৃথক্ করিবার জন্য তিনি পরশুরাম নামে পরিচিত।

মরিচিনন্দন—মরীচি ও কলা দেবীর পুত্র কশ্যপ—আদিত্য দৈত্য দানব নাগ গরুড় প্রভৃতির পিতা। পরশুরামের গুরু।

পরাশর-সুত......সত্যবতী-জঠরে ব্যাস—বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর ; ইনি ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন ; এক দ্বীপে সত্যবতী পুত্র প্রসব করেন ; সেই পুত্রের বর্ণ কৃষ্ণ ও জন্ম দ্বীপে বলিয়া তাঁর নাম হয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ; তিনি বেদ ব্যাস (বিভাগ) করেন বলিয়া বেদব্যাস নামে

পরিচিত হন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুর এঁর ক্ষেত্রজ পুত্র।—মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ৩ অংশ ৩ অধ্যায়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ৪ অধ্যায়, বহ্নিপুরাণে প্রজাপতি-সর্গ নামক অধ্যায়, ইত্যাদি। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ১ ও ২৩ অধ্যায়, হরিবংশ হরিবংশপর্ব্ব ৪১ অধ্যায় এবং ভাগবতের (১।৩, ২১৭) মতে বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতার।

১৮১ পৃষ্ঠা

সিতা.... রাম......লক্ষ্মণ—রাম লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর বিবরণ রামায়ণে মহাভারতে দশরথ-জাতকে ও পুরাণেও আছে। রামায়ণে রাম মানুষ মাত্র; পরে বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন।

হলধারী রাম—বলরাম কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বসুদেব ও রোহিণীর পুত্র; দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া এঁকে রোহিণীর গর্ভে প্রেরণ করা হয়, এজন্য তাঁর এক নাম সঙ্কর্ষণ। হল তাঁর অস্ত্র, এজন্য তাঁর নাম হলধর।—হরিবংশ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

গর্ভ-সঙ্কর্ষণাদ্ এব নাম্না সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
নাস্ত্যন্তোঽস্যৈব বেদেষু তেনানন্ত ইতি স্মৃতঃ॥
বলদেবো বলোদ্রেকাদ্ ধলী চ হলধারণাৎ।
সিতিবাসো নীলবাসাৎ মুষলী মুষলায়ুধাৎ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩ অধ্যায়।

কংসের অত্যাচারে উৎপীড়িত পৃথিবী বিষ্ণুর সাহায্যপ্রার্থিনী হইলে বিষ্ণু শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের দুগাছি চুল উৎপাটন করিয়া রোহিণী ও দেবকীর গর্ভে নিক্ষেপ করেন; তাহা হইতেই বলরাম ও কৃষ্ণ উৎপন্ন হন।—হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ।

কারো মতে বলরাম মহাদেবের অবতার, কারো মতে ইনি অনন্ত নাগের অবতার (পদ্মোত্তর ২৪৫, স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড দ্বারকাক্ষেত্রমাহাত্ম্য ১), এবং সেইজন্য তিনি শুক্লবর্ণ। ইনি আবার চন্দ্রের অংশ (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব ৫৭ অধ্যায়)।

প্রলম্ব—কৃষ্ণবলরামকে হত্যা করিবার জন্য কংস ক্রমাগত অসুরদিগকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিতেছিলেন। প্রলম্ব অসুর গোপবেশ ধরিয়া রামকৃষ্ণের ক্রীড়ায় যোগ দেয় ও স্থির হয় যে জোড়ায় জোড়ায় এক নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত দৌড়িয়া যাইতে হইবে, যে আগে পৌঁছিবে তাকে কাঁধে করিয়া অপর ব্যক্তিকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। বলরাম ও প্রলম্ব জোড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া দৌড়িলে প্রলম্ব পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া পরাজিত হয় এবং বলরামকে কাঁধে করিয়া মথুরার দিকে দৌড়িতে থাকে। বলরাম তার

উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাব মাথায় এমন এক বজ্রমুষ্টি প্রহার করেন যে তাহাতে প্রলম্ব রক্ত বমন করিয়া প্রাণত্যাগ কবে।

আচেরুর্ বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্য-বাহক-লক্ষণাঃ।
যত্রারোহন্তি জেতারো, বহন্তি চ পবাজিতাঃ॥
দৃষ্ট্বা প্রলম্বং নিহতং বলেন বলশালিনা।
গোপা সুবিস্মিতা আসন্ সাধু-সাধ্বিতিবাদিনঃ॥

—ভাগবত ১০।১৮. বিষ্ণুপুবাণ ৫।৯, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৭ অধ্যায়, অগ্নিপুরাণ, হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ৭০ অধ্যায়, ইত্যাদি।

ধেনুক—কংস-প্রেবিত অসুব ধেনুক গর্দ্দভ-রূপ ধাবণ কবিয়া ক্রীড়ারত কৃষ্ণবলরামকে পদাঘাত কবিয়া মারিবার চেষ্টা কবে; ধেনুকেব উৎক্ষিপ্ত পদ ধরিয়া বলবাম তাকে তাল-গাছে আছাড় মাবিয়া বধ কবেন।—ভাগবত ১০।১৫; বিষ্ণুপুরাণ ৫ অংশ ৮ অধ্যায়; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২২ অধ্যায়।

মুষ্টীক—কৃষ্ণ-বলবাম অক্রূবের আমন্ত্রণে কংসকে বধ করিতে মথুবায় যান; পথে কংসেব মল্ল চাণূব ও মুষ্টিক তাঁহাদিগকে বাধা দ্যায়। বলরাম মুষ্টিককে মুষ্টি ও পদ-প্রহারে বধ কবেন।—ভাগবত ১০।৪৪; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৭২ অধ্যায়।

হলাগ্রে যমুনা-নীব—কংসবধ ইত্যাদিব বহুকাল পবে বলবাম "সুহৃদ-দিদৃক্ষুর্ উৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম।" বলবাম দুইমাস বৃন্দাবনে থাকিয়া কৃষ্ণবিরহকাতবা গোপবালাদেব সঙ্গে যমুনার উপবনে ক্রীড়া কবিতে লাগিলেন। একদিন জলক্রীড়া কবিবাব ইচ্ছায় বলবাম যমুনাকে নিকটে আহ্বান কবেন; কিন্তু যমুনা সে আদেশ পালন না করাতে "অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ।"—ভাগবত ১০।৬৫; বিষ্ণুপুরাণ ৫ অংশ ২৫ অধ্যায়।

যশোদানন্দন—বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এদেশে ঈশ্বররূপে পূজিত। কিন্তু এই সম্মানেব পদ পাইতে তাঁহাদেব অনেক শতাব্দী, অনেক যুগ, লাগিয়াছে। বিষ্ণু বেদে, বিশেষতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেবতা। ঋগ্বেদেব প্রধান দেবতা অগ্নি ইন্দ্র ও বরুণ। বিষ্ণু "ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা" (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ২২শ সূক্ত)—ইন্দ্রের যুক্ত বা উপযুক্ত সখা। তাহা তো হইবেনই। বৈদিক বিষ্ণু আব কেহই নহেন, তিনি সূর্য্য। আর ইন্দ্র মেঘ ও বিদ্যুতেব দেবতা। সূর্য্য বাষ্পাকাবে জল আকর্ষণপূর্ব্বক মেঘ সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রের সহায়তা কবেন। "ত্রিবিক্রম" আকাশে সূর্য্যের তিনটি সংস্থান মাত্র। বামনাবতারের বৈদিক গল্প শুক্লযজুর্ব্বেদের শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে। ঋগ্বেদের "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"—বিষ্ণুর সেই পবমপদ—যাব অর্থ উপনিষদে দাঁড়াইয়াছে—ব্রহ্মেব বিশ্বাতীত নির্গুণ স্বরূপ—তাহা আর কিছু নহে—মধ্যাকাশে সূর্য্যের অবস্থান

মাত্র। গায়ত্রীতেও (১।১৬৪।৪৬) তাঁহার স্থান খুব উচ্চ, যদিও গায়ত্রীর বৈদান্তিক অর্থ তখনও কল্পিত হয় নাই। হংসবতী ঋক্ (৪।৪০।৫) সূর্য্যবিষয়িণী কি না সন্দেহ, কিন্তু যদি তাহাই হয় তবে বোঝা যায় যে কোন কোন মন্ত্রবচয়িতা বিষ্ণুকে পূজ্যতম দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভারত ও বৈষ্ণব পুরাণসমূহে তাঁহার যে স্থান, তাহা প্রাপ্ত হইতে কেবল অনেক সময় নহে, অনেক সংগ্রামও লাগিয়াছিল। সেই সংগ্রামের কথা বেদ পুরাণ উভয়েই আছে। ফলতঃ অবতারবাদ কল্পিত হইবার পূর্ব্বে এবং বিষ্ণুর প্রধান অবতার কৃষ্ণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সে স্থান প্রাপ্ত হন নাই। অবতারবাদ বৈদিক সময়ের অনেক পরে কল্পিত হয়। কিন্তু বিষ্ণু যেমন বৈদিক, যিনি পুরাণে বিষ্ণুর প্রধান অবতাররূপে অভিষিক্ত হইলেন সেই কৃষ্ণও তেমনই বৈদিক।

মহাভারত ও পুরাণের কৃষ্ণ ধর্ম্মাচার্য্য ও যোদ্ধা দুইই। বেদে দুই কৃষ্ণ, একজন মন্ত্রবচয়িতা ঋষি, আর-একজন যোদ্ধা। মহাভারত ও পুরাণে এই দুই বৈদিক কৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন। মহাভারতের কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, কিন্তু অনার্য্য গোপকুলে প্রতিপালিত। বেদের ঋষি কৃষ্ণ আঙ্গিরস অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ অঙ্গিরা ঋষির বংশোদ্ভব, কিন্তু যোদ্ধা কৃষ্ণ অনার্য্য। পৌরাণিক কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের সদ্ভাব নাই, নানা স্থানে উভয়ে যুদ্ধ ও কলহ। বৈদিক অনার্য্য কৃষ্ণও ইন্দ্রের ঘোর শত্রু। কিন্তু বেদে ইন্দ্রের নিকট কৃষ্ণ পরাস্ত; পুরাণে সেই পরাজয়ের যথেষ্ট প্রতিশোধ,—প্রতিপদেই ইন্দ্র কৃষ্ণের নিকট পরাজিত ও অপমানিত। কৃষ্ণ এবং তৎপুত্র বিশ্বকায় বৈদিক দেবতা অশ্বিনদ্বয়ের উপাসক ছিলেন। বিশ্বকায়ের পুত্র বিশ্বাপুর মৃত্যু হইলে অশ্বিনদ্বয় তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। কৃষ্ণ পুরাণে ঐশী শক্তি সহ পুনরাবির্ভূত হইয়া নিজ গুরু সান্দীপণি সম্বন্ধে এই দৈব কার্য্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যে তিনি "দেবকী-পুত্র" এবং আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর নামক ঋষির শিষ্য।

ঋগ্বেদে একটি যুদ্ধ বর্ণিত আছে। তার এক পক্ষে ইন্দ্র, অপর পক্ষে অনার্য্য যোদ্ধা কৃষ্ণ। স্থান অংশুমতী নদীর তীর। "অংশুমতী" বোধ হয় কাবুল-নদীর প্রাচীন নাম। কৃষ্ণ দশ সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আসেন। এই সেনা যে অনার্য্য ছিল তার প্রমাণ এই যে ইহাকে ঋগ্বেদে "আদেবীঃ" অর্থাৎ দেবপূজা বর্জিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র বৃহস্পতির সাহায্যে এই সেনাকে বিনষ্ট করেন। এই বেদোক্ত ইন্দ্র-কৃষ্ণের যুদ্ধই পুরাণোক্ত ইন্দ্র ও কৃষ্ণের সমুদায় বিবাদের মূল। পৌরাণিকেরা বৈদিক দেবপূজার স্থলে কৃষ্ণপূজা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। কাজেই কৃষ্ণকে অন্ততঃ কতক পরিমাণে বৈদিক প্রধান দেবতা ইন্দ্রের বিরোধী না করিলে হয় না। দুটিমাত্র বিরোধের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করি। প্রথমটি বৃন্দাবনে

গোবর্দ্ধনপূজা-উপলক্ষে। পৌরাণিক কৃষ্ণের মধ্যে যে অনার্য্য উপকরণ আছে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। কোনও খাঁটি আর্য্য নেতা দেবরাজ ইন্দ্রের পূজার বিরোধী হইতে পারেন না। দ্বিতীয় বিবাদ পারিজাত-হরণ উপলক্ষে। জয় অবশ্য কৃষ্ণপক্ষেই হইল! যে সময়ে বিষ্ণু অন্য বৈদিক দেবতা হইতে বড় হইবার চেষ্টা করেন তখন ইন্দ্রের ইঙ্গিতে বিষ্ণুর শিরশ্ছেদ হয়। সেই গল্প আছে শতপথ-ব্রাহ্মণে।

—শ্রীসীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ। (নব্যভারত, মাঘ, ১৩২৮)।

বেদে কৃষ্ণ শব্দের উল্লেখ কয়েকবার আছে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৪ সূক্তের ৫ম ঋকে এক কৃষ্ণের কথা আছে—কিন্তু সেখানে শিকারী পক্ষী অর্থে কৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের (১১।২।২) এবং শাঙ্খায়ণ আরণ্যকের (১২।২৭) দুই স্থানে এই অর্থেই কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। এইরূপ তৈত্তিরীয় সংহিতা (৫।২।৬।৫; ৬।১।৩।১) ও শতপথব্রাহ্মণে (১।১।৪।১; ৩।২।১।২৮) মৃগ অর্থে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। ইনি ৩য় ও ৪র্থ ঋকে আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

অনুক্রমণী-কার বলেন, এই কৃষ্ণ আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরার বংশ্য। ৮ম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের রচয়িতা কৃষ্ণের পুত্র 'কাষ্ণি' বা বিশ্বক। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে কৃষ্ণশব্দ হইতে বৈদিক ব্যাকরণ অনুসারে 'কৃষ্ণিয়' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ মণ্ডলের ১১৭ সূক্তের ৭ ঋকে কৃষ্ণিয় আছে।

এই দুই ঋকে অশ্বিদ্বয় বিষ্ণাপুকে বিশ্বক কৃষ্ণিয়ের নিকট অর্পণ করিতেছেন। সুতরাং কৃষ্ণ বিষ্ণাপুর পিতামহ হইতেছেন। এই কৃষ্ণ এবং কৌষিতকী ব্রাহ্মণোক্ত কৃষ্ণ অভিন্ন। কৌষিতকী ব্রাহ্মণের কৃষ্ণ আঙ্গিরস—তবে ইনি আঙ্গিরস ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ঋত্বিক্ সম্পর্কে ইনি সান্ধ্য হোম দর্শন করিয়াছিলেন। ইনি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছেন—"অতঃপর আঙ্গিরস-বংশীয় ঘোর দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আর তিনিও পিপাসাশূন্য হইলেন। তুমি মরণকালে এই তিনটি মন্ত্রের আশ্রয় লইবে—এই তিনটি হইতেছে—তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।"

কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে কৃষ্ণকে পুরুষমন্ত্রের শাস্তা উপদেষ্টা-রূপেই দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলি আলোচনা করিয়া কৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা এই—

বেদবর্ণিত কৃষ্ণ বলিলে, তাঁহার অধিক কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। বেদে যে

কয় বার কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাহাতে কৃষ্ণ বলিতে ঋষি মাত্র বুঝায়। দু'তিন স্থান ছাড়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ঋষি বলিয়াই পরিচিত। ঋগ্বেদের খিলসূক্তে কৃষ্ণ পরম-পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন বলিয়া খিলসূক্তের ভাষ্যকারগণ মনে করিয়া থাকেন খিলসূক্ত (১০।১) বলিতেছেন—"কৃষ্ণ বিষ্ণো বাসুদেব হৃষীকেশ নমস্ততে"। ঋগ্বেদ, কৌষিতকী ব্রাহ্মণ, ও ছান্দোগ্য-উপনিষৎ কৃষ্ণকে আঙ্গিরস আখ্যা দিয়াছেন। পাণিনির ৪।১।৯৬ সূত্রে গণসম্পর্কে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ৪।১।৯৯ সূত্রে গণসম্পর্কে কার্ষ্ণায়ন ও রাণায়ন গোত্র নিষ্পত্তিকালে কৃষ্ণ ও রণ পদ দেওয়া হইয়াছে। কার্ষ্ণায়ন ও রাণায়ন, এ দুইটি বশিষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-গোত্র মাত্র।

বৌদ্ধগ্রন্থে 'কৃষ্ণ' এই নামটি "কণ্হ"-রূপে পরিণত হইয়াছে। শব্দশাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণ ও কণ্হ অভিন্ন। দীঘনিকায নামক বৌদ্ধগ্রন্থে (৩।১।২৩) কণ্হায়ন গোত্র ও কণ্হ ঋষির নাম আছে।

দীঘনিকায়ের এই কণ্হ ঋগ্বেদের ঋষি হইতেও পারেন। তবে তিনি আমাদের কৃষ্ণ কি না তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। ঘট-জাতকে কৃষ্ণের যে কাহিনী আছে, তাহা যে বিকৃত আকারে আমাদের কৃষ্ণেরই কাহিনী, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। জৈন প্রবাদেও দেখা যায়, এই গল্পগুলি সাধারণের খুব প্রিয় ছিল। ইহাদের প্রাচীন গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে বাসুদেব ও বলদেবের নাম আছে। কৃষ্ণ বাসুদেবের মধ্যে কৃষ্ণ নবম ছিলেন [হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি, পৃঃ ১২৪, অন্তগদ দসাও পৃঃ ১৩—১৫, ৬৭৮২] আর এই কৃষ্ণের দ্বারাবতী বা দ্বারকার সহিত সম্বন্ধও নিরূপিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কল্পে তিনি দ্বাদশ তীর্থঙ্কর হইবেন এবং তাঁহার বংশের দেবকী রোহিণী বলদেব ও জরকুমার পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থাপন্ন হইবেন। দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বাহিরেও কৃষ্ণকথা অতি প্রিয় ছিল।

এই গোত্রের কথাই জাতকের ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিয়া কৃষ্ণকে গোত্রনাম বলিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কার্ষ্ণায়ন গোত্র ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়াছে। তার পর ছান্দোগ্য-উপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এই নাম। ইনি আঙ্গিরস যে ঘোর, তাঁর শিষ্য। যদি কৃষ্ণও আঙ্গিরস হন, আর এইরূপ হওয়াও অসম্ভব নয়, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, কৃষ্ণ যে ঋষি ছিলেন, তৎ-সম্বন্ধীয় প্রবাদ বা কিংবদন্তী ঋগ্বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ছান্দোগ্য-উপনিষদের সময় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে কার্ষ্ণায়ন নামে গোত্রও জনশ্রুতি-মূলক ছিল। কৃষ্ণসমূহকে লইয়া কার্ষ্ণায়ন—এই-সমস্ত কৃষ্ণের মধ্যে যিনি আদিম কৃষ্ণ, তিনিই কৃষ্ণ-গোত্রের স্থাপয়িতা বা প্রবর্ত্তক। যখন বাসুদেব পরমপুরুষ-পদবাচ্য

হইয়া উঠিলেন, তখন হইতেই এই কিংবদন্তী ঋষি কৃষ্ণের সহিত বাসুদেবের অভিন্নত্ব স্থাপন করিয়াছে। কৃষ্ণ ও বাসুদেব যখন অভিন্নই হইয়া গেল, তখন শূর ও বাসুদেবের ভিতর দিয়া বৃষ্ণিবংশে তাঁহারও স্থান হইয়া গেল। জাতকের কৃষ্ণগোত্র দ্বারাই কৃষ্ণ নামের কারণ কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কার্ষ্ণা-যন গোত্র যে কেবল বশিষ্ঠশ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-গোত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা নয়, মৎস্যপুরাণে ২০০ অধ্যায়ে ইহা পারাশর-পর্য্যায়েও ধৃত হইয়াছে।

আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের (১২।১৫) মতে ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞ-কারণ এইরূপ ব্রাহ্মণ-গোত্র ক্ষত্রিয় গ্রহণ করিতে পারে।

ক্ষত্রিয়ের গোত্র এবং স্বত পূর্ব্বপুরুষদিগের গোত্রে তাঁহাদিগের সন্ধান পাওয়া যায়। ঘট-জাতক (৪৫৪ সংখ্যক জাতক) ও মহাউম্মগ্‌গজাতক খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বের রচনা। ঘটজাতকে একটি উপাখ্যানে পাওয়া যায় যে, কংসের একজন ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম দেবগভ্‌ভা। সম্ভবতঃ কেন, নিশ্চয়ই, দেবকীর নামের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকিবে। ইঁহার স্বামীর নাম ছিল উপসাগর। বসুদেব কিরূপে উপসাগরে পরিণত হইলেন, তাহা বুঝা গেল না। যাহাই হউক, ইঁহাদের দুই পুত্রের নাম বাসুদেব ও বলদেব। এই দুই পুত্রকে অন্ধকবেন্‌হু তদীয় পত্নী নন্দগোপার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নন্দগোপা দেবগভ্‌ভার সখী ছিলেন। নন্দগোপা নিশ্চয়ই নন্দগেহিনী যশোদা। অন্ধকবেন্‌হু দুইটি শব্দের সংযোগে নিষ্পন্ন—অন্ধক ও বৃষ্ণি—বৃষ্ণি শব্দের অপভ্রংশ বেনহু। এ দুইটি শব্দে দুইটি পৃথক্ জাতকে বুঝায়। বলিতে পারি না, নন্দ কেমন করিয়া এই নাম পাইলেন। যাহা হউক, এই জাতকের কাব্যাংশে বাসুদেবের আরও দুইটি নাম আছে—কণ্‌হ ও কেশব। এই জাতকের ভাষ্যকারও খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ব্যক্তি। তিনি বলেন—প্রথম কবিতায় বাসুদেব তাঁহার গোত্রনামে অভিহিত হইয়াছেন. কারণ, বাসুদেব কণ্‌হায়ন গোত্রগত ছিলেন। সুতরাং এ হিসাবে বাসুদেবই কৃষ্ণের প্রকৃত নাম; তাঁহার গোত্রনাম কাষ্ণায়ন গোত্রের বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। মহাউম্মগ্‌গ জাতকের ভাষ্যেও এই কথার পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ভাষ্যকার বাসুদেব কণ্‌হের পত্নীর নাম জম্বাবতী বলিয়াছেন। স্বয়ং বাসুদেব কণ্‌হ কণ্‌হায়ন গোত্রীয়। বাসুদেবস্‌স কণ্‌হস্‌স অর্থে তিনি বাসুদেবই প্রকৃত নাম বলিয়া কণ্‌হকে গোত্রনাম বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি পাণিনির উল্লিখিত কার্ষ্ণায়ন গোত্রের ঋত্বিক্ বা পুরোহিতের গোত্রই হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়দিগের এইরূপ ঋষি পূর্ব্বপুরুষগণ হয় মানব, না হয় ঐল বা পৌরুরবস হইবেন। ইঁহাদিগের নাম এক ক্ষত্রিয়-বংশ হইতে অন্য ক্ষত্রিয়-বংশের পার্থক্য সূচিত করিয়া দেয় না, তবে

ঋত্বিক্‌দিগের গোত্র ও পূর্ব্বপুরুষগণের নামের দ্বারা এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। যদি কৃষ্ণকে গোত্র-নাম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, বাসুদেব কাষ্ণায়ন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যদিও এটি ব্রাহ্মণ ও পারাশর গোত্র!

এই কৃষ্ণ নামে বরাবর পরিচিত হইয়া আসিয়া প্রাচীন কৃষ্ণের বিদ্যাবত্তা ও অধ্যাত্মধীষণাও তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে। দেবকীপুত্র হওয়াতেও কিংবদন্তী সহায়তা করিয়াছে।

পরযুগে বাসুদেবই কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির পর আমরা রামায়ণে কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। রামায়ণের সময়ে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন নাই। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ বাল্মীকি কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিতেছেন। বাল্মীকি যখন রাম না হইতে রামায়ণ লিখিতে পারিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণ না হইতেও কৃষ্ণনাম যে তিনি করিতে পারিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ১১৯ অধ্যায়ে বেদবিদ্ ব্রহ্মা কাকুৎস্থ রামকে বলিতেছেন—

লোকানাং ত্বম্ পরো ধর্ম্মো বিশ্বক্সেনশ্চতুর্ভুজঃ।
শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
অজিতঃ খড়্গধৃগ্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ।

রামায়ণের যিনি ভাষ্যকার, তিনি কৃষ্ণ শব্দে সর্ব্বত্র "কৃষ্ণস্তুদ্বর্ণঃ" বুঝিয়াছেন। সিদ্ধান্তীরা বলেন, ইহা ভবিষ্যদ্বাণী।

রামায়ণ আবার বলিতেছেন—

"সীতা লক্ষ্মীর্ ভবান্ বিষ্ণুর্ দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
বধার্থং রাবণস্য ত্বং প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্॥"

রামায়ণে সর্ব্বত্র রামকে বিষ্ণুর সহিত এক, তাঁহা হইতে অভিন্ন করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে মহাভারতেও কৃষ্ণকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণ ভাগবত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণবগ্রন্থেও কৃষ্ণ ও বিষ্ণু এক বলা হইয়াছে। দুই এক স্থলে কৃষ্ণকে বিষ্ণু হইতে সামান্য তত্বতঃ পৃথক্ করা হইয়াছে, যদিও বিষ্ণু- ও ভাগবত-পুরাণে কৃষ্ণ দুই-একবার বিষ্ণুর অংশাবতার বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন, তথাপি তিনি সাধারণতঃ বিষ্ণুর সম্পূর্ণ অবতার ও পরব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ভাগবত-পুরাণ বলিতেছেন—

সংস্থাপনার্থায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবান্ অংশেন জগদীশ্বরঃ॥

মহাভারত বলেন—

যস্য নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।

তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীদ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥

এইরূপ বিষ্ণুপুরাণও তাঁহাকে দুই-এক স্থানে অংশাবতার বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। মহাভারতের কৃষ্ণ কিন্তু বড়ই জটিল। মহাভারতের নানা স্থানে কৃষ্ণ নানাভাবে চিত্রিত হইয়াছেন। ভগবদগীতার দার্শনিক অংশে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার স্বরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের অন্যান্য স্থানে কোথাও বা তাঁহার ভগবত্তাকে ন্যূনীকৃত করা হইয়াছে, কোথাও বা ভগবত্তা সন্দিগ্ধ বা একেবারে অস্বীকৃত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে কৃষ্ণকে যোদ্ধা প্রভৃতি রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—ভগবত্তা যেন তাঁহাতে আদৌ আরোপিত হয় নাই। যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি সর্ব্বত্র মানুষের ভূমিকাই অভিনয় করিয়াছেন—কোথাও দেবভাবের পরিচয় দেন নাই। বন্ধুর সাহায্যে বা শত্রুবিনাশে তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় কোথাও নাই।

মহাভারতের বহুস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ মহাদেবকে পূজার্চ্চনা করিয়া তাঁহার সন্তোষবিধান করিতেছেন, তাঁহার নিকট বিবিধ বর লাভ করিতেছেন, মহাদেবের নিকট হইতে বহু অস্ত্রও প্রাপ্ত হইতেছেন।

অনেক স্থলেই কৃষ্ণ ও ঋষি নারায়ণ এক বলা হইয়াছে। বেদের ঋষি কৃষ্ণের ঋষিত্বের স্মৃতি মহাভারত-যুগেও লুপ্ত হয় নাই। কারণ, মহাভারতের কৃষ্ণ ঋষি নারায়ণ রূপেও পূজিত হইয়াছেন। তাঁহাকে ঋষি নারায়ণ বলিলেও কোথাও তিনি মহাভারতে সাধারণ মানুষ রূপে অঙ্কিত হন নাই। যখন তিনি ঋষি নারায়ণ, তখন তিনি যুগের পর যুগ ধরিয়া জীবিত থাকিয়া অতিমানবতার পরিচয় দিয়াছেন। যখন তিনি পাণ্ডবের সখা ছিলেন, তখন তিনি ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিশুপাল, দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শল্য কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য মহাভারত কোনরূপে ক্ষুণ্ণ করে নাই।

মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বে বাসুদেব কৃষ্ণের কথা আছে, কিন্তু গোপাল-কৃষ্ণের কথা কিছুই নাই। কেবল এইমাত্র লিখিত আছে যে, কংসনিসূদনের জন্য কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোকুলে তাঁহার অন্য বাল্যলীলার কথা কিছুই নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হরিবংশ (শ্লোক ৫৮৭৬—৫৮৭৮), বায়ুপুরাণ (৯৮ অঃ—১০০-১০২ শ্লোক) ও ভাগবতপুরাণে (২।৭) লিখিত আছে যে,

গোকুলে যে-সমস্ত অসুর আসিয়াছিল তাহাদের বধের জন্য এবং কংসধ্বংসের জন্য কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে (৪১ অঃ) শিশুপাল কৃষ্ণের প্রতাপের কথা বলিতে বলিতে পূতনাদি বধের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্ম যখন কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন (৩৮ অঃ), তখন একবারও পূতনাদি বধের কথা বলেন নাই।

ভগবদ্‌গীতায় ও মহাভারতের অন্যান্য অংশে "গোবিন্দ" নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এটি খুব প্রাচীন নাম। পাণিনির ৩।১।১৩৮ সূত্রের বার্ত্তিক দ্বারা ইহা নিষ্পাদিত হয়। যদি কৃষ্ণের গোকুলদিগের সহিত সম্পর্ক থাকার জন্য তাঁহার গোবিন্দ নাম হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার গোবিন্দ-নামের ব্যুৎপত্তিগত সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ বরাহ-আকারে জল আন্দোলন করিয়া জল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ হইয়াছে (অঃ ২১।১২)। আবার শান্তিপর্ব্বে দেখা যায় (৩৪২ অঃ ৭০)—বাসুদেব বলিতেছেন—দেবগণ আমাকে গোবিন্দ বলে, যেহেতু আমি পূর্ব্বে নষ্ট পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং গুহাবাসী ছিলাম। এই ব্যাপারও গোবিন্দ নামের কারণ হইতে পারে। কিন্তু সম্ভবতঃ "গোবিন্দ" যাহা ঋগ্বেদে গোসমূহের উদ্ধারকর্ত্তারূপে ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে, পরে বাসুদেব কৃষ্ণ দেবাদিদেব বলিয়া পূজিত হইলে তাঁহার নাম হয়। কেশিনিসূদন ইন্দ্রের অপর একটি নাম ছিল—ইহাও পরে বাসুদেব-কৃষ্ণের উপর আসিয়া পড়ে।

কবি ভাস চাণক্যের প্রায় সমকালবর্ত্তী। ইহার রচিত নাটকে শ্রীকৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ নন্দ যশোদা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ভাসও গোপালকৃষ্ণের বন্দনা করিয়াছেন। ভাসের কাব্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, গোপাল-কৃষ্ণ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতেও পূজিত হইতেন। ইহার পর পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বাসুদেব কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই।

মহাভাষ্যের এই উক্তি হইতে চারিটি বিষয় প্রমাণিত হইতেছে—

১। কংসের মৃত্যুর কথা এবং বলির বদ্ধতার কথা পতঞ্জলির সময়ে জনসাধারণ সকলেই জানিত। ইহাদের কাহিনী পতঞ্জলির সময়ে প্রচলিত ছিল।

২। এই আখ্যায়িকায় কৃষ্ণ বা বাসুদেবকে কংসহত্যাকারী বলিয়া উক্ত আছে।

৩। পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে যেমন অভিনয় হইয়া থাকে, সেইরূপ এই-সমস্ত আখ্যায়িকা লইয়া নাটকাভিনয় হইত।

৪। কৃষ্ণের হস্তে কংসের হত্যা পতঞ্জলির সময়ে বহু প্রাচীন ঘটনা বলিয়া বিদিত ছিল। মাতুল কংসের সহিত কৃষ্ণের সদ্ভাব ছিল না। সঙ্কর্ষণ তাঁহার নিত্য সহচর ছিলেন। অক্রূর কৃষ্ণ-আখ্যায়িকায় একজন বিশিষ্ট নায়ক ছিলেন।

সূত্রভাষ্যে পতঞ্জলি দেখাইয়াছেন যে বাসুদেব যে শুধু ক্ষত্রিয় ছিলেন, তা নয়, তিনি দেবতারূপে পূজিত হইতেন। সূত্রপিটক বৌদ্ধদিগের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে কৃষ্ণের কথা আছে। সেই কৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ তথা বাসুদেব কৃষ্ণ। এই গ্রন্থখানি যে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বের গ্রন্থ, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ললিতবিস্তরের ১১ অঃ কৃষ্ণের কথা আছে। গাথাসপ্তশতী খৃষ্টীয় ১ম শতকের গ্রন্থ; ইহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে।

(যমুনা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০) শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

গোষ্ঠদান—গোকুলে কংসচরদিগের অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ হইলে ভয় পাইয়া রাজা নন্দ স্থির করেন যে বৃন্দাবনে গেলে আর কংসচরদিগের উৎপাত থাকিবে না। নন্দ সমস্ত গোপ ও গো সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করেন এবং কৃষ্ণের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা এক রাত্রির মধ্যে বৃন্দাবনে নগর নির্ম্মাণ করিয়া দেন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৬-১৭ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কৃষ্ণমহিমা পরীক্ষার জন্য সমস্ত গোপ গোপবালক গো ও বৎস অপহরণ করেন, কৃষ্ণ নিজে সমস্ত গোপবালক গো ও বৎসরূপ ধরিয়া এক বৎসর থাকেন, কেহ কোন অভাব বোধ করিতে পারে নাই।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২০ অধ্যায়; ভাগবত ১০।১৩।

কৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ রহিত করিয়া গো ও গোষ্ঠ-পূজা প্রবর্ত্তন করেন।—ভাগবত ১০।২৪, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২১ অধ্যায়।

যমুনাদি বাসের কারণ—যমুনা প্রভৃতি স্থান বাসযোগ্য করিবার জন্য স্থানে স্থানে কৃষ্ণ দুষ্ট নাশ করেন।

১৮২ পৃষ্ঠা

কংসনাথ—কংসের প্রভু।

নরক—বরাহ-অবতার বিষ্ণুর ও পৃথিবীর পুত্র নরকাসুর, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি, বিদর্ভরাজকন্যা মায়াকে বিবাহ করেন, ভগদত্ত প্রভৃতি তাঁহার চার পুত্র; তিনি বাণ কংস প্রভৃতি কৃষ্ণবিদ্বেষী রাজাদের বন্ধু ছিলেন। কৃষ্ণ এঁকে বধ করেন —কালিকাপুরাণ ৩৯-৪০ অধ্যায়; মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি।

শৈশবে ইনি এক নরমুণ্ডে স্বমুণ্ড বিন্যাস করিয়া রোদন করিতেছিলেন দেখিয়া ইঁহার নাম রাখা হয় নরক।

দ্বারকাপুরী—শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বিশ্বকর্ম্মার প্রস্তুত সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরী।—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১০৩ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩১; স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড, দ্বারকাক্ষেত্রমাহাত্ম্য; হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ১১৩ অধ্যায়। চণ্ডীর কাচলিতে দ্বারকা পুরী লেখা হইল, তার কারণ—সর্ব্বতীর্থপরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহুপুণ্যদা।—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত আছে।

১৮৩ পৃষ্ঠা

পাসণ্ড—বেদবিরুদ্ধাচারী, বৌদ্ধ-জৈন-ধর্ম্মমতাবলম্বী। সং পাষাণখণ্ড > পাং পাখনখণ্ড > পাখণ্ড > স পাষণ্ড—বৌদ্ধবিরোধীরা বৌদ্ধদিগকে পাষাণখণ্ড-সদৃশ দৃঢ় ও অদম্য কঠিন বিবেচনায় ভয় করিত।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কল্কি—কল্কি-অবতার এখনো অনাগত। কলির শেষে সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের পুত্র অশ্বারোহণে অসাধু দমন করিবেন।—ভাগবত, কল্কিপুরাণ।

১৮৪ পৃষ্ঠা

কামিনা—সং কর্ম্মিন্ > হিং কমীন। প্রঃ—

ঘর হইল চাল হইল কামিনা রাখিল পাছ ভর।—শূন্যপুরাণ।
কামিলা বিসাই টুইত মুড়াই অন্যান্য অন্তিক্ষ হযা।—শূন্যপুরাণ।
কান্দন্তি কামিল্যা ভাই কাজর ভাস্‌স নাই।—শূন্যপুরাণ।
কামিনা নির্ম্মাণ করে রেখে ফলা খান।—মাণিক গাঙ্গুলি।

পাঠান্তর (১৮১—১৮৪ পৃষ্ঠা)

১৮১ পৃষ্ঠা

শকট করিয়া ভঙ্গে—শিশু কৃষ্ণ নিদ্রিত হইলে মা যশোদা পুত্রকে এক শকটের তলে শোওয়াইয়া দেন; কৃষ্ণ জাগ্রত হইয়া পা ছুড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন, শিশু কৃষ্ণের পদাঘাতে সেই শকট উল্টাইয়া পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যায়।—ভাগবত ১০।৭; বিষ্ণুপুরাণ ৫।৬; ব্র, বৈ, পু, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১২ অধ্যায়।

পুতনার করিল নিধন—কংসচর পূতনা রাক্ষসী সুন্দরী রমণীর বেশে স্তনে বিষ মাখাইয়া কৃষ্ণকে স্তন্য পান করাইতে আসে; শিশু কৃষ্ণ বিষমিশ্র দুগ্ধ পূতনার প্রাণের সহিত শোষণ করিয়া পান করিলেন; পূতনা প্রাণত্যাগ করিল।—ব্র, বৈ, পু, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড

১০ অধ্যায়; ভাগবত ১০।৬; বিষ্ণুপুরাণ ৫।৫। মহাভারত বনপর্ব্বে স্কন্দ-উপাখ্যানে পুতনা মাতৃকা ও শিশুরোগ।

হয়্যা গিরিসম ভারী—একদিন শিশুকৃষ্ণকে মা যশোদা কোলে লইয়া বসিয়া ছিলেন; কৃষ্ণ এমন বিষম ভারী হইলেন যে মা আর তাকে বহন করিতে পারিলেন না—

একদা রোহম্ আরূঢ়ং লালয়ন্তী সুতং সতী।
গরিমাণং শিশোর বোঢ়ুং ন সেহে গিরিকূটবৎ॥
ভূমৌ নিধায় তং গোপী বিস্মিতা ভারপীড়িতা।
—ভাগবত ১০।৭।১৮ ইত্যাদি।

তৃণাবর্ত্ত বীরে মারি কংস-চর তৃণাবর্ত্ত অসুর ঘূর্ণীবায়ু-রূপে কৃষ্ণকে তুলিয়া লইয়া পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু শিশুর ভারে কাতর হইয়া ও শিশু তার কণ্ঠ চাপিয়া শ্বাস রোধ করিয়াছিলেন বলিয়া সে আছাড় খাইয়া পড়ে ও মরিয়া যায়; কৃষ্ণ অক্ষতদেহ ছিলেন।—ভাগবত ১০।৭, ব্র, বৈ, পু, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১১ অ।

বিশ্বরূপ দেখাল্যা বদনে—একদিন কৃষ্ণকে মাটি খাইতে দেখিয়া মা যশোদা কৃষ্ণকে হাঁ করিতে বলিলেন এবং "সা তত্র দদৃশে বিশ্বম।"—ভাগবত ১০।৭।৮।

যমুনা পরম রঙ্গী—যমুনায় যাঁর পরম রঙ্গ বা আনন্দ—শ্রীকৃষ্ণ।

যমল অর্জ্জুন ভাঙ্গি দামাল কৃষ্ণ অত্যন্ত উপদ্রব করিয়া বেড়ায় দেখিয়া মা যশোদা পুত্রকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া এক উদূখলের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখেন, কৃষ্ণ সেই ভারী উদখলটাই টানিতে টানিতে লইয়া চলিলেন। দুই গন্ধর্ব্ব শাপগ্রস্ত হইয়া এক জোড়া অর্জ্জুন গাছ হইয়া যশোদার উঠানে জন্মিয়াছিল, সেই দুই গাছের মধ্যের ফাঁক দিয়া শিশু কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়া পার হইয়া গেলেন, কিন্তু উদূখল আড়াআড়ি দুই গাছে আটকাইয়া গেল, শিশু কৃষ্ণের টানে সেই দুই গাছ ভাঙিয়া পড়ে ও গন্ধর্ব্বদের কৃষ্ণস্পর্শে শাপমোচন হয়।—ভাগবত ১০।১০, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৪ অধ্যায়।

বকাসুর বিনাশনে—কৃষ্ণ গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীবনে গোচারণ করিতে করিতে খেলা করিতেছিলেন। পুতনার ভাই বকাসুর আসিয়া কৃষ্ণ বলরাম গোপবালক ও গো সমস্তই গ্রাস করিয়া ফেলিল। দেবতারা ভীত হইয়া স্ব স্ব প্রহরণ প্রহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু বজ্রাঘাতেও বকাসুরের একটি পালখ মাত্র দগ্ধ হইল, এবং যমদণ্ড প্রহারেও বকাসুরের সামান্যই ক্লেশ হইল। কিন্তু কৃষ্ণ অগ্নিবৎ তার কণ্ঠ দগ্ধ করিতে লাগিলেন; তখন বকাসুর সকলকে বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৬ অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণকে বকাসুর

বমন করিয়া ফেলিলে কৃষ্ণ বকের দুই ঠোঁট ধরিয়া তৃণবৎ বিদারণ করিয়া তাকে বধ করেন। -ভাগবত ১০।৯, হরিবংশ।

বৎসক অসুরে মারি—একদিন কৃষ্ণ ও বলদেব বয়স্যদিগের সহিত যমুনাতীরে স্ব স্ব বৎস-সকল চারণ করিতেছেন—এমন সময় তাহাদিগের বিনাশ-বাসনায় এক দৈত্য আগমন করিল। হরি সেই দৈত্যকে বৎসরূপ ধারণপূর্ব্বক বৎসগণের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া বলদেবকে দেখাইলেন। তৎপরে যেন কিছুই জানেন না, এইভাবে অল্পে অল্পে তাহার নিকটে গমন করিয়া তাহার পশ্চাদভাগের দুই পদ ধারণপূর্ব্বক শূন্যমার্গে ঘুরাইতে লাগিলেন, এবং কপিত্থ বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন।—ভাগবত ১০।১১।

অঘাসুর বিনাশন—বকাসুরের ছোট ভাই, কংসের আদেশে সোদরবিনাশী কৃষ্ণবলরামকে বিনাশ করিবার জন্য যোজনব্যাপী পর্ব্বতের ন্যায় অজগর-রূপ ধারণ করে ও ধরণীতে অধর ও আকাশে ওষ্ঠ বিস্তার করিয়া পথে পড়িয়া ছিল, কৃষ্ণ প্রভৃতি পথ মনে করিয়া তার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেই সে মুখ বন্ধ করিয়া সকলকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কৃষ্ণ এমন বৃহৎ হইলেন যে অসুরের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিল এবং কৃষ্ণ অসুরের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।—ভাগবত ১০।১২।

ব্রহ্মাকে করিয়া দয়া ইত্যাদি—ব্রহ্মা কৃষ্ণের শক্তি পরীক্ষার জন্য সমস্ত গোপবালক গো বৎস চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখেন। "সর্ব্বং বিধি-কৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ।" তখন কৃষ্ণ নিজে সকলের রূপ ধরিয়া এক বৎসর সকলের স্থলাভিষিক্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা পরাজিত হইয়া বৎসরান্তে সমস্ত বালক গো ও বৎস প্রত্যর্পণ করেন।—ভাগবত ১০।১২, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২০ অধ্যায়।

কালী মাথে দিয়া পদে—যমুনা নদীর এক হ্রদে কালীয় নাগ বাস করিত। সেই নাগের বিষে জলস্থল এমন বিষাক্ত হইয়াছিল যে হ্রদের উপর দিয়া পাখী উড়িয়া গেলেও বিষে অভিভূত হইয়া মারা পড়িত। এক দিন বহু গরু বাছুর সেই হ্রদের জল পান করিয়া মারা পড়ে। কৃষ্ণ কালীয়কে শাস্তি দিবার জন্য সেই হ্রদে ঝম্প প্রদান করিয়া কালীয়ের মস্তকে চড়িয়া নাচিতে থাকেন। কালীয় রক্ত বমন করিয়া অবনত হইয়া পড়িল। তার পর সে কৃষ্ণের আদেশে সপরিবারে যমুনা ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রস্থান করিল এবং যমুনা নির্বিষ হইল। -ভাগবত ১০।১৬, বিষ্ণুপুরাণ ৫।৭; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৯ অধ্যায়।

দাবানল পান কৈলা- একদিন কৃষ্ণ প্রভৃতি গোচারণে গেলে বনে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। গোপ ও গোগণ ভীত হইয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে

কৃষ্ণ সমস্ত অগ্নি পান করিয়া ফেলেন—পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছাদ্ যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ।

ভাগবত ১০।১৯ ; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৯ অধ্যায়।

১৮২ পৃষ্ঠা

ইন্দ্র-মখ-ভঙ্গকারী ইত্যাদি—একদিন নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদের নিবৃত্ত করেন। ইন্দ্রযাগ বারণ করিয়া কৃষ্ণ নন্দকে যে তত্ত্ব উপদেশ দেন তাহা খাঁটি বৌদ্ধধর্ম্মবাদ—ঈশ্বর পর্য্যন্ত কর্ম্মাধীন, অতএব কোনো দেবতার পূজা বৃথা। ইন্দ্রযাগের জন্য সমাহৃত সামগ্রী লইয়া কৃষ্ণ প্রবর্ত্তন করিলেন গো বৃষ ও গো-বর্দ্ধন পূজা। বৈদিক যজ্ঞ অস্বীকার করিয়া অনার্য্য গোপ-উৎসব প্রচলন করাতে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবল বৃষ্টিতে বৃন্দাবন প্লাবিত করিতে লাগিলেন। তখন এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তুলিয়া "দধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকম ইব বালকঃ।" এবং সেই পর্ব্বত-ছত্রের তলে সমস্ত গোপ ও গো আশ্রয় লইয়া ইন্দ্রক্রোধ ব্যর্থ করে।—ভাগবত ১০।২৪-২৫ অধ্যায় ; বিষ্ণুপুরাণ ৫।১০-১১ অধ্যায় ; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২১ অধ্যায় ; হরিবংশ।

রাধা—রাধার নাম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৩৯ অধ্যায় ছাড়া অন্য কোনো পুরাণে নাই।

শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার (Sir R. G. Bhandarkar Commemoration Volume) আবিষ্কার করিয়াছেন যে গাথা-সপ্তশতীতে (১।৮৯) রাধাকৃষ্ণের নাম আছে—মুহ-মারুএণ তং কন্হ গো-রঅং রাহিআএ অবণেন্তো।—এবং পঞ্চতন্ত্রেও (পঞ্চম শতাব্দী) রাধা নাম আছে।

শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকারের মতে গাথা-সপ্তশতী খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর রচনা; কিন্তু শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৯।৪র্থ সংখ্যায় চণ্ডীদাস প্রবন্ধ) ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ উহা প্রথম শতাব্দীর মনে করেন (৩৬৭ পৃষ্ঠায় তাঁহার কৃষ্ণসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের শেষ পংক্তি দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকৃষ্ণ রমণীসঙ্গলাভে ইচ্ছুক হইয়া "দ্বিধারূপো বভূব সঃ।" "দক্ষিণাঙ্গশ্চ শ্রীকৃষ্ণো বামার্দ্ধাঙ্গা চ রাধিকা।" রাধা কোটিপূর্ণশশিপ্রভা।

দৃষ্ট্বা বিরংস্থং কান্তঞ্চ সা দধার হরেঃ পুরঃ॥
রাসেশং ভূয় গোলোকে সা দধার হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্‌ভির্ মহেশ্বরি॥
রা ইত্যাদান-বচনো ধা চ নির্ব্বাণ-বাচকঃ।
যতো হবাপ্নোতি মুক্তিঞ্চ সা রাধা প্রকীর্ত্তিতা॥

স্বয়ং রাধা কৃষ্ণপত্নী কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।

কিন্তু রাধাই আবার কৃষ্ণের প্রসূতি—

মহদ্-বিষ্ণোঃ প্রসূঃ সা চ মূলপ্রকৃতির্ ঈশ্বরী॥

শ্রীদামের সঙ্গে গোলোকে রাধার কলহ হইয়াছিল; শ্রীদামের শাপে রাধা নারী-রূপে জন্মগ্রহণ করেন—

বৃষভানু-সুতা সা চ মাতা যস্যাঃ কলাবতী।
স্বয়ং দেবী হরেঃ ক্রোড়ে ছায়া রায়াণকামিনী॥
রাধা-শব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ সামবেদে নিরূপিতা।
রেফো হি কোটি-জন্মাঘং কর্ম্মভোগঃ শুভাশুভম্।
আ-কারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগম্ উৎসৃজেৎ॥
ধ-কারম্ আয়ুষো হানিম্ আ-কারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণ-স্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বোকাদের ধোকা দিবার উদ্দেশ্যে প্রচার ক্ রাধার সহস্র নাম আছে এবং সে-সব নামেরও নানাবিধ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেওয়া হইয়াছে। পুরাণে রাধা নামের বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি আছে, তার একটি ব্যুৎপত্তি এই

রা-শব্দশ্চ মহদ্‌বিষ্ণোর্ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
বিশ্বপ্রাণিষু বিশ্বেষু ধা ধাত্রী-মাতৃ-বাচকঃ॥
ধাত্রী মাতাহম্ এতেষাং মূলপ্রকৃতির্ ঈশ্বরী।
তেন রাধা সমাখ্যাতা হরিণা চ পুরা বুধৈঃ॥

কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর পরের শুক্লা অষ্টমী রাধার জন্মতিথি।—

ভাদ্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং মধ্যাহ্নে শুভদায়িনী।

রাধার নাম স্মরণ ও রাধার পূজা "সর্ব্বতীর্থফলপ্রদা।" রাধা মূলপ্রকৃতি-ঈশ্বরী; তিনি পঞ্চরূপে বিভক্ত হইয়াছিলেন—

গণেশজননী-দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চমী স্মৃতা॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড; নারদপঞ্চরাত্র।

বৃন্দা—বৃন্দা কেদার-নৃপতির কন্যা, বিবাহ না করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং "বৃন্দা যত্র তপস্ তেপে তৎ তু বৃন্দাবনম্ স্মৃতম্"। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ তাঁকে বর দিতে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণরূপে মুগ্ধা হইয়া বৃন্দা কৃষ্ণকেই পতিরূপে প্রার্থনা করেন। এইজন্য "রাধা-সমা সা সৌভাগ্যাৎ গোপীশ্রেষ্ঠা বভূব সা।" এই বৃন্দা পূর্ব্ব জন্মে

শঙ্খাসুরের পত্নী তুলসী ছিলেন, শঙ্খাসুর পত্নীর সতীত্বের জন্য অবধ্য হইয়াছিল, কৃষ্ণ শঙ্খাসুরের রূপ ধরিয়া তুলসীর সতীত্ব নাশ করিয়া শঙ্খাসুরকে বধ করেন ও তুলসী স্বামীর সহমৃতা হন।

রাধার ষোড়শ নামের মধ্যে আছে কৃষ্ণা বৃন্দাবনী বৃন্দা বৃন্দাবন-বিনোদিনী। রাধাকে বৃন্দা বলিবার কারণ—"সখি-বৃন্দাস্তি যস্যাশ্চ সা বৃন্দা পরিকীর্ত্তিতা।"—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড; পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড।

সবাকার মনোহারী—বৃন্দাবনে রাসক্রীড়ার সময় কৃষ্ণ নব লক্ষ হইনা একই কালে নব লক্ষ গোপীর সঙ্গে রাসমহোৎসব করিযাছিলেন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২৮ অধ্যায়, ভাগবত ১০।৩৩, বিষ্ণুপুরাণ ৫।১৩।

মুরারী বিষ্ণু মুর নামক অসুরকে বধ করেন (বামন পুরাণ ৫৭-৫৮ অধ্যায়)। এজন্য বিষ্ণুর এক নাম মুরারি। কৃষ্ণ ও বিষ্ণু অভিন্ন বলিয়া কৃষ্ণও মুরারি।

কুবলয় গজে মারি কৃষ্ণ বলরাম মথুরায় গেলে রাজা কংস তাঁদের বধের জন্য কুবলয়াপীড় নামক হস্তী তাঁদের প্রতি চালনা করিতে আদেশ দেন, কৃষ্ণ এই হস্তীকে বধ করেন।—ভাগবত ১০।৩৪ বিষ্ণুপুরাণ ৫।২০, ব্রঃ বৈঃ পুঃ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৭২ অধ্যায়।

রঙ্গে চানুর বিনাশন—কৃষ্ণ মথুরায় উপস্থিত হইলে কংস মল্লক্রীড়ার রঙ্গভূমি নির্ম্মাণ করাইয়া কৃষ্ণ-বলরামের সহিত নিজের দুর্দ্ধর্ষ মল্ল চাণুর ও মুষ্টিককে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান। কৃষ্ণ চাণুরকে ও বলরাম মুষ্টিককে বিনাশ করেন।—ভাগবত ১০।৪৪, বিষ্ণুপুরাণ ৫।২০, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৭২ অধ্যায়, হরিবংশ ৮৫ অধ্যায়।

ভোজরাজ-অবতংসে কংস ভোজ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন—মথুরার সন্নিহিত প্রদেশ ভোজপুর ও সেখানকার লোকেরা ভোজপুরিয়া, প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল ও পালোয়ান।

মঞ্চেতে লিখিলা কংসে—চাণুর-মুষ্টিকের সঙ্গে কৃষ্ণ বলরামের কুস্তি দেখিবার জন্য কংস মঞ্চের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ কংসকে মঞ্চ হইতে পাতিত করিয়া বধ করেন।—ভাগবত ১০।৭৪, হরিবংশ ৮৫ অধ্যায়, ব্রঃ বৈঃ পুঃ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৭২ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ ৫।২০।

ডানি—সং দক্ষিণ > প্রাং দাহিণ > ডাহিন ডাইন ডানি ডান। বৌদ্ধগান ও দোহায়—দাহিণ।—বাম দাহিণ দুই মাগ।

চড়ক ফোঁটা—চক্রাকার তিলক। সং চক্র > চড়ক, সং স্ফোট > ফোঁটা।

সনৎকুমার—ব্রহ্মার পুত্র, ইনি আমরণ কুমার ছিলেন ও ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্বী ছিলেন।—ভাগবত, হরিবংশ ইত্যাদি।

নীললোহিত—৩২ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

দাড়ি—স° দাড়িকা।

কর্দ্দম—ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি, মতান্তরে দক্ষের অথবা পুলহের পুত্র। তাঁহার স্ত্রী স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহূতি; পুত্র কপিল; কন্যা—অনসূয়া, শ্রদ্ধা, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী, শান্তি ও কলা। মতান্তরে ইনি কীর্ত্তিমানের পুত্র; ইহাঁর পুত্র অনঙ্গ।—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত।

কপিল—কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র। ভাগবত-মতে নারায়ণের পঞ্চম অবতার। মতান্তরে প্রথম নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধদেব সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা। রামায়ণে সগরবংশ-ধ্বংসকারী। হরিবংশের মতে বিতথের পুত্র। কাহারও মতে কপিল বাঙ্গালী ছিলেন, কাহারও মতে তিনি মৈথিলী। তিনি আদিবিদ্বান্ নামে বিখ্যাত।

দুর্ব্বাসা—৮৮, ৯১, ২৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জৈমিনি—বেদব্যাসের শিষ্য হইয়া বেদব্যাসের কাছে সামবেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করেন। জৈমিনি-ভারত ও পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনশাস্ত্রের রচয়িতা। বজ্রবারক ছয় ঋষির অন্যতম—ইঁহাকে স্মরণ করিলে বজ্রাঘাত হয় না।

গর্গ—বিতথের পুত্র; যদুকুলের গুরু, কৃষ্ণবলরামের জাত-সংস্কার সম্পন্ন করেন। ইনি জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। এঁর কন্যা গার্গী।—ভাগবত; বিষ্ণুপুরাণ।

ভৃগু—বৈদিক ঋষি। পুরাণে ব্রহ্মার মানসপুত্র, প্রজাপতি। ইনি দক্ষের কন্যা খ্যাতিকে বিবাহ করেন; বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী এঁর কন্যা। ইনি ধনুর্ব্বেদ ও রণবিদ্যার প্রবর্ত্তক। ইনি বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন ও দক্ষযজ্ঞের হোতা ছিলেন। বিষ্ণুকে ইঁহারই শাপে বারম্বার নর-রূপে অবতীর্ণ হইতে হয়।—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ।

পরাশর—বৈদিক ঋষি। পুরাণে বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর; ব্যাস-দেবের পিতা; পরাশর-প্রণীত পরাশরসংহিতা কলিকালে পালনীয় ধর্ম্মশাস্ত্র—এই শাস্ত্রবচন অনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলন করেন। ইনি কপিলের শিষ্য পুলস্ত্যের নিকট হইতে বিষ্ণুপুরাণ শিক্ষা করিয়া মৈত্রেয়কে শিক্ষা দেন। নিরুক্তের মতে ইনি বশিষ্ঠের পুত্র, কিন্তু মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের মতে বশিষ্ঠের পৌত্র। ইনি রাক্ষসমেধ যজ্ঞ করেন। ইহাঁর আবির্ভাব-কাল ১৩৯১ হইতে ৫৭৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।—মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা।

মরীচি—ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ মানসপুত্র, সপ্তর্ষির অন্যতম। ইনি কর্দ্দম মুনির কন্যা কলা দেবীকে বিবাহ করেন; মতান্তরে দক্ষের কন্যা সম্ভূতি এঁর পত্নী। এঁদের পুত্র কশ্যপ।—ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত।

অঙ্গিরা—বৈদিক ঋষি। পুরাণে ব্রহ্মার মানসপুত্র, প্রজাপতি, সপ্তর্ষিমণ্ডলের একজন। কর্দ্দম মুনির কন্যা শ্রদ্ধা (মতান্তরে দক্ষকন্যা স্মৃতি স্বধা ও সতী) এঁর স্ত্রী। উতথ্য ও বৃহস্পতি এঁদের পুত্র। ইনি অঙ্গিরা-সংহিতা প্রণয়ন করেন। —শতপথ-ব্রাহ্মণ, ভাগবত।

অত্রি—বৈদিক ঋষি। পুরাণে ব্রহ্মার মানসপুত্র, মতান্তরে মনুর পুত্র, প্রজাপতি সপ্তর্ষির অন্যতম, বৈদিক সামগীতি ও সংহিতা প্রণেতা। কর্দ্দমমুনির অথবা দক্ষের কন্যা অনসূয়া এঁর পত্নী, পুত্র দত্তাত্রেয় দুর্ব্বাসা ও চন্দ্র, কন্যা লক্ষ্মী। চিত্রকূট পর্ব্বতের দক্ষিণে এঁর আশ্রম ছিল. বনবাসকালে রামচন্দ্র এঁর আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করেন।—ভাগবত, রামায়ণ।

ব্যাস- পরিচয় পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

পৌলস্ত্য—পুলস্ত্য ব্রহ্মার মানসপুত্র, প্রজাপতি, সপ্তর্ষির অন্যতম। ইনি ব্রহ্মার নিকট পুরাণ শিক্ষা করিয়া নরলোকে প্রচার করেন। এঁর তপস্যাক্ষেত্রে কোনো স্ত্রীলোক আসিলেই তার গর্ভ হইত, এইরূপে তৃণবিন্দু রাজার কন্যা মতান্তরে কর্দ্দমমুনির কন্যা) হবির্ভূ গর্ভবতী হইলে পুলস্ত্য তাহাকে বিবাহ করেন. বিশ্রবা ও অগস্ত্য ইহাদের পুত্র—পুলস্ত্যের পুত্র পৌলস্ত্য। বিশ্রবা রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসদের ও কুবেরের পিতা।

অগস্ত্য—মিত্রাবরুণ ও উর্ব্বশীর পুত্র, মতান্তরে কুম্ভ হইতে উৎপন্ন। ইনি বিন্ধ্যপর্ব্বতকে অবনত করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন ও বাতাপি ইল্বলকে বিনাশ করেন. ইনি সমুদ্র পান করেন। দাক্ষিণাত্যের কুঞ্জর পর্ব্বতে এঁর আশ্রমছিল অরণ্যবাসকালে রামচন্দ্র ইঁহার নিকট হইতে বৃহৎ ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় লাভ করেন। ইনি দ্বৈধনির্ণয় তন্ত্র নামক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের প্রণেতা. দ্রাবিড় মতে ইনি সেদেশে সাহিত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার প্রথম প্রবর্ত্তক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এঁকে ৭ম শতাব্দীর লোক অনুমান করেন।—রামায়ণ ও পুরাণ।

কশ্যপ—বৈদিক ঋষি। পুরাণে মরীচি ও কলাদেবীর পুত্র, দক্ষের ১৭ বা ১৩ কন্যাকে বিবাহ করেন, আদিত্য দৈত্য দানব নাগ গরুড় প্রভৃতি পশু পক্ষী সকলের পিতা, রামচন্দ্র ও পরশুরামের গুরু।—রামায়ন, মহাভারত, হরিবংশ, ইত্যাদি। শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে যে ব্রহ্মা কশ্যপ (কচ্ছপ) রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি করেন; এজন্য কশ্যপ সকলের পিতা। অথর্ব্ববেদের মতে কশ্যপ কালের পুত্র স্বয়ম্ভু; কাল স্বয়ং বিষ্ণু।

কর্ণ—কণ্ব?

পুলহ—ব্রহ্মার মানসপুত্র, সপ্তর্ষির একজন, পত্নী ক্ষমা, পুত্রত্রয় কর্দ্দম অর্ব্বরীবৎও সহিষ্ণু। মতান্তরে ইনি কর্দ্দম ঋষির কন্যা গতির পাণিগ্রহণ করেন।—ভাগবত।

অসিত—শাণ্ডিল্য ঋষির গোত্রান্তর্গত প্রবর-প্রবর্ত্তক ঋষি, ব্যাসদেবের শিষ্য; বুদ্ধদেবের জন্মের পর তাঁকে ইনি দেখিতে গিয়াছিলেন।

নারদ—১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পর্ব্বত—দেবর্ষি নারদের ভাগিনেয়, এঁর শাপে নারদ বানরমুখ হন।—পুরাণ, নারদপঞ্চরাত্র।

ধৌম্য—অসিত ঋষির পুত্র, দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পাণ্ডবদের পুরোহিত। আয়োদধৌম্য নামে অপর এক ঋষি ছিলেন।—মহাভারত।

শঙ্খ—ধর্ম্মশাস্ত্র-সংহিতা-রচয়িতা।

সুলিখিত—লিখিত শঙ্খের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, স্মৃতি-সংহিতা-রচয়িতা। লিখিত একদিন ভ্রাতার আশ্রমে গিয়া না বলিয়া ফল পাড়িয়াছিলেন; শঙ্খ স্বয়ং ব্যবস্থাপ্রণেতা বলিয়া তিনি ভাইকেও রাজদ্বারে চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত করেন ও শঙ্খের ব্যবস্থা অনুসারেই তাঁহার ভ্রাতার হস্ত ছেদন করা হয়; পরে শঙ্খ ও লিখিতের তপস্যার ফলে বাহুদা নদীতে স্নান করিয়া লিখিত বাহু ফিরিয়া পান। স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ১১ অধ্যায়।

১৮৩ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

বামদেব—অঙ্গিরা ও মরীচির কন্যা সুরূপার পুত্র, ইনি গোত্রকার ঋষি, বেদে এঁর উল্লেখ আছে, পঞ্চদশীতেও (৯৷৪৫) এঁর উল্লেখ আছে। মৎস্যপুরাণ ১৯৬ অধ্যায়, শিবপুরাণ, মহাভারত, ইত্যাদি।

জমদগ্নি—ভৃগুবংশোদ্ভব ঋচীক মুনির পুত্র, পরশুরামের পিতা। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন এঁকে বধ করেন। এঁর স্ত্রী রেণুকাকে সূর্য্য ছত্র ও পাদুকা দান করেন।—মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ।

বিশ্বামিত্র—ঋগ্বেদে ইনি কুশিকরাজনন্দন। পুরাণে ইনি গাধিরাজপুত্র; বশিষ্ঠের নিকট রাজা বিশ্বামিত্র পরাজিত হইয়া বলিয়াছিলেন—ধিক্ বলং ক্ষত্রবলং, বলং বলং ব্রহ্মবলম্। তখন তিনি তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, ঋষি হন। ইঁহার কন্যা শকুন্তলা। ইনি বহু নূতন সামগ্রী সৃষ্টি করেন; গায়ত্রীমন্ত্র ইঁহার রচনা। হরিশ্চন্দ্ররাজাকে পরীক্ষা, ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণের চেষ্টা, ও রামচন্দ্রকে দিয়া তাড়কা বধ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ইনি বিখ্যাত। বিশ্বামিত্র ধনুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন।—রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

গরুড়—

ঋগ্বেদের ১৷৮৯৷৬এ তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি বলিয়া দুইটি নাম বা শব্দ আছে। তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমির নিকট সূক্ত-প্রণেতা ঋষি মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ঋগ্বেদের ১০৷১৭৮এ দেখা যায়, ঋষি তার্ক্ষ্য-দেবতার স্তব করিতেছেন। তাহাতে আছে যে তার্ক্ষ্য দেবগণ কর্তৃক সোম আনয়নের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। ভাষ্যকার তার্ক্ষ্যকে 'সুপর্ণ' বলিয়াছেন এবং ঐ সূক্তে অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্যের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাস্ক তার্ক্ষ্যকে মধ্যমস্থান-দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি ইন্দ্র বা বায়ুর প্রকারভেদ বা রূপান্তর মাত্র। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে ইন্দ্রের ষড়্বিংশ নামের মধ্যে তার্ক্ষ্য নাম আছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে (৬৬৷৩৯) গরুড় ও অরুণকে আদিত্যগণের মধ্যে পরিগণিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইন্দ্রও একজন আদিত্য, কশ্যপ-পুত্র। সুতরাং ইন্দ্র গরুড় উভয়কেই তার্ক্ষ্য নামে বুঝাইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১৮৷৬) আছে, গায়ত্রী যখন সোম আনিতে যান, তখন তার্ক্ষ্য তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে তার্ক্ষ্য বৈপশ্যত নামে পক্ষিরাজের উল্লেখ আছে। গায়ত্রী কর্তৃক সোম আনয়নের যে কাহিনী বৈদিক গ্রন্থে আছে তার্ক্ষ্যের কাহিনী তাহার সহিত মিশিয়া গরুড়ের উৎপত্তি-কাহিনী রচনায় যে সহায়তা করিয়াছে ইহা একরূপ নিশ্চিত। বেদে তার্ক্ষ্য গরুড়কে না বুঝাইলেও পরবর্ত্তী যুগে শব্দটির সহিত গরুড়ের সম্পর্ক-স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। প্রধান প্রধান পুরাণে তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমির নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে (৬৫ম অঃ) কশ্যপ ও বিনতার সন্তানগণের মধ্যে গরুড় ও অরুণের নামের সহিত তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমির নাম আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (২য় অঃ) আছে অরিষ্টনেমির পুত্র গরুড়। বায়ুপুরাণ (৬৫৷৫৪) অনুসারে অরিষ্টনেমি কশ্যপের ন্যায় একজন প্রজাপতি। মহাভারতে অরিষ্টনেমি কশ্যপের আর একটি নাম। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে তার্ক্ষ্য কশ্যপেরই নাম। ব্রহ্মাণ্ড- বায়ু- মৎস্য- ও বিষ্ণু-পুরাণে আছে তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি বৎসরের নির্দ্দিষ্ট কাল সূর্য্যরথে বাস করেন। শতপথ-ব্রাহ্মণ অনুসারে যজ্ঞের গ্রামণী ও সেনানী তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি শরতের দুই মাস বুঝাইতেছে। পুরাণ অনুসারে তাঁহারা হেমন্তের দুই মাস সূর্য্য-রথে বাস করেন। বিষ্ণু-পুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামী ঐ স্থলের টীকায় দুইজনকেই যক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমির নামের এই গোলকধাঁধার মধ্যে শুধু এইটুকু বুঝা যায় যে ঐ দুইজনের সহিত গরুড়ের কিম্বা সূর্য্যের অল্পাধিক পরিমাণে সংশ্রব রহিয়াছে। বেদে বিষ্ণুদেবতা সূর্য্যের রূপান্তর মাত্র। পুরাণে অদিতি-পুত্র দ্বাদশ আদিত্যের যে নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে

সূর্য্য ও বিষ্ণু আছেন। সুতরাং পুরাণ অনুসারে সূর্য্য ও বিষ্ণু দুই ভ্রাতা। বেদের আদিত্য-সংখ্যা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশে পরিণত হয়। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে। মহাভারতে আছে যে বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ কিন্তু গৌরবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা হইতে বোধ হয় তিনিই আদিত্য-গণের মধ্যে সর্ব্বশেষে প্রবেশলাভ করেন। তথাপি বিষ্ণুর সহিত তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমির সম্পর্কের কোন স্পষ্ট উল্লেখ পুরাণে আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ঠিক গরুড় নামটি ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। তবে 'সুপর্ণ' 'গরুত্মান্' বলিয়া দুইটি শব্দ অগ্নি বা সূর্য্যের উপর আরোপ করা হইয়াছে (১।১৬৪।৪৬)। পরবর্ত্তী যুগে সুপর্ণ ও গরুত্মান্ দুইটি শব্দই গরুড়ের নাম হইয়াছে। গরুড়ের জন্মকালে তাঁহাকে মহাভারতে প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বেদে বিষ্ণুর বাহনের উল্লেখ না থাকিলেও সূর্য্যের অশ্ব-বাহনের উল্লেখ আছে। ইন্দ্রের বাহন হরি, সূর্য্যের বাহন হরিৎ, বায়ুর বাহন নিযুৎ।

বেদে সূর্য্যের বাহন অশ্ব; কিন্তু মহাভারতে বিষ্ণুরূপী সূর্য্যের বাহন পক্ষী। ইহার অপ্রধান কারণ মনে হয়—বেগ হিসাবে পক্ষী অশ্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদিও আকার হিসাবে হীন। পক্ষীর বেগের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয় ১০।৯২।৬ষ্ঠ ঋকে মরুৎগণের সহিত পক্ষীর তুলনা করা হইয়াছে। সুতরাং যদি আকার ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পক্ষী বাহনের রাজা হইতে পারে। গরুড়ের আকৃতি ও ক্ষমতা ভয়াবহই হইয়াছিল, আর এরূপ হওয়ার প্রয়োজনও হইয়াছিল। বৈদিক যুগে ইন্দ্রের প্রাধান্য যত ছিল, পরবর্ত্তী যুগে তাহার কিছুই ছিল না। পরবর্ত্তী যুগে ইন্দ্র নামে মাত্র দেবেন্দ্র, উহা বিষ্ণু- ও শিব-প্রাধান্যের যুগ। তখন বিষ্ণুর বল এত অধিক ছিল যে, বিষ্ণুর বাহনের নিকট সুরপতি ইন্দ্রকেও পরাজিত হইতে হইয়াছিল।

বাহন হিসাবে পক্ষী যে নগণ্য নহে, তাহা বিভিন্ন দেশের পুরাণ হইতেও জানা যায়। গ্রীকদিগের দেবরাজ জিউসের বাহন ঈগল পক্ষী। মিশর দেশের সূর্য্য-দেবতারা, শ্যেনপক্ষী তাঁহার চিহ্ন-স্বরূপ ছিল। জাপানে সূর্য্য দেবতা নহেন, তিনি দেবী, এক কাক তাঁহার পক্ষী। চীনদেশীয় পৌরাণিক কাহিনী-অনুসারে ঐরূপ একটি পক্ষী সূর্য্যে বাস করে, তাহার বর্ণ লোহিত, তিন পদ। প্রাচীন পারসীক আবেস্তা গ্রন্থে বিজয় বা বেরেথ্রেঘ্ন (বৃত্রঘ্ন)র সহিত একস্থানে 'শ্যেন' পক্ষীর তুলনা করা হইয়াছে। অন্য স্থানে আছে বেরেথ্রেঘ্ন ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দাঁড়কাক-মূর্ত্তি একটি। আর-একটি কাহিনী অনুসারে প্রভা যখন দাঁড়কাক-মূর্ত্তিতে যিমকে ত্যাগ করিয়াছিল, মিথ্র (দিবালোক) তাহাকে

গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিথ্র সম্বন্ধে আর-একটি প্রাচীন কাহিনী হইতে জানা যায় যে তিনি যখন ষণ্ডরূপী মহাশক্রর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহার হিতৈষী বন্ধু সূর্য্য তাঁহার সাহায্যের জন্য আপনার দাঁড়কাককে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। গ্রীকদেশে এপোলো সূর্য্যদেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। শ্যেন, হংস, দাঁড়কাক তাঁহার পক্ষী বলিয়া পবিত্র বিবেচিত হইত। বৈদিক গ্রন্থে সূর্য্যকে হংস বলা হইয়াছে। কোথাও বা তাঁহাকে দিব্যলোকের সুপর্ণ, শ্যেন, অরুণবর্ণ সুপর্ণ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কল্পনাবলে সূর্য্যের সহিত পক্ষীর তুলনা করা সকলদেশের মানবের পক্ষেই সম্ভবপর।

সূর্য্যরূপী বিষ্ণুর বাহন পক্ষী হওয়ার প্রধান কারণ শ্যেন কর্ত্তৃক সোম আহরণের বৈদিক আখ্যায়িকা। বৈদিক যুগে আর্য্যগণ সোমের ভক্ত ছিলেন। এই সোম পরে অমৃত উপাধি পান। সোম অমৃত এই বিশ্বাসের ভিত্তি বৈদিক যুগেই স্থাপিত হইয়াছিল (৮।৪৮।৩)। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের সূক্তগুলির অনেক স্থলে সোমরস-ক্ষরণের সহিত শ্যেনপক্ষীর গতির তুলনা আছে এবং সোমকে শ্যেন উচ্চস্থান হইতে লইয়া আসিয়াছে এরূপ বর্ণনাও আছে। এই শ্যেনের আখ্যায়িকা হইতে গরুড় কর্ত্তৃক অমৃত-আহরণের কাহিনীর উৎপত্তি হইয়াছে।

সোম একটি লতা, তাহার পত্র আছে। শ্যেন পক্ষী, তাহার পক্ষ আছে। সুপর্ণ অর্থে সুন্দর-পক্ষবিশিষ্ট কিম্বা সুন্দর-পত্রবিশিষ্ট উভয়ের যে-কোনটি হইতে পারে। সোমকে অনেক স্থলে সুপর্ণ বলা হইয়াছে। তাহার উপর সোম উচ্চ-স্থান মূজবান পর্ব্বতে অবস্থান করেন এ কথাও আছে। পক্ষীও আকাশে বিহার করে। সুতরাং সুপর্ণ সোম যে সুপর্ণ শ্যেন বা শুধু সুপর্ণ অর্থাৎ সুন্দর-পক্ষবিশিষ্ট পক্ষীরূপে কল্পিত হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। তাহার পর সোমকে সুপর্ণ পৃথিবীতে লইয়া আসিল এরূপ কল্পনা স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়।

সোম আনয়ন সম্বন্ধে যে বৈদিক উপাখ্যান আছে তাহা আলোচনা করিলে তাহার সহিত পৌরাণিক আখ্যায়িকার সাদৃশ্য দেখা যাইবে। ঋগ্বেদে আছে যে সোম আনিবার জন্য শ্যেন-পক্ষীর মাতা শ্যেনপক্ষীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সোম কৃশানুর বাণের ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন (৯।৭৭।২), এই শ্যেন জননীই অবশেষে বিনতা হইয়াছেন। ১০।১১।৪এ আছে অগ্নি শ্যেনকে পাঠাইয়াছিলেন। অন্য এক স্থানে আছে শ্যেন আকাশ হইতে সোম আনিবার কালে কৃশানুর নিঃক্ষিপ্ত শরে আহত হইয়াছিলেন ; তাহাতে তাঁহার একটি পালক খসিয়া যায় (৪।২৭।৩-৪)।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে ঋষি ও দেবগণ চিন্তা করিতেছিলেন সোমকে দিব্যধাম হইতে কিরূপে আনা যায়। অবশেষে তাঁহাদিগের আদেশে ছন্দসমূহ পক্ষীরূপে

সোম আনিতে গেলেন। সকলেই অকৃতকাম হইলেন, কেবল গায়ত্রী সোম আনিতে পারিলেন। কিন্তু আসিবার সময় কৃশানু নামে একজন সোমপালের নিঃক্ষিপ্ত তীরে তিনি আহত হন এবং তাঁহার বামপদের একটি নখর ছিন্ন হয়।

শতপথ-ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতার আখ্যায়িকাগুলি হইতে পুরাণের কাহিনীর ভিত্তি আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।১) দেখা যায় কাদ্রবেয় (কদ্রু-পুত্র) অর্ব্বুদ নামক সর্পদেহ মহর্ষি সোমাভিষবের সময় গ্রাব বা পাষাণখণ্ডের স্তুতিপাঠ করিতেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে সর্পরাজ একজন অর্ব্বুদের নাম পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে অর্ব্বুদির নাম পাওয়া যায়। ভাষ্যে তাঁহাকে সর্প-ঋষি অর্ব্বুদের পুত্র বলা হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও কদ্রু রমণী। পৌরাণিক কদ্রু-কাহিনীতে সম্ভবতঃ সর্পদেহ ঋষি কাদ্রবেয় অর্ব্বুদ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ) ও সর্পরাজ কাদ্রবেয় অর্ব্বুদ (শতপথ-ব্রাহ্মণ) দুইয়ের কাহিনী মিশিয়া গিয়া কদ্রু সর্পজননীতে পরিণত হইয়াছেন। অর্ব্বুদ নামে কদ্রুপুত্র এক সর্পের নামও পাওয়া যায়। কদ্রুর নাম ও অশ্বের আখ্যায়িকার উল্লেখ শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে। ঐ পুস্তকে আছে, দেবগণের ইচ্ছা হইল যে সোম আকাশ হইতে তাঁহাদের নিকটে আসেন। সেইজন্য তাঁহারা সুপর্ণী ও কদ্রু নামে দুইটি মায়া সৃজন করিলেন। দুই জনের মধ্যে কলহ হয়। অবশেষে স্থির হইল তাঁহাদের মধ্যে যিনি অধিক দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, তিনিই অপরকে লাভ করিতে পারিবেন। সুপর্ণী বলিলেন, "সলিল-রাশির পারে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ একটি শ্বেত অশ্ব রহিয়াছে।" কদ্রুর দৃষ্টিশক্তি আরও তীক্ষ্ণ, তিনি অশ্ব ত দেখিলেনই, তাহার পর তাহার পবনে আন্দোলিত পুচ্ছও দেখিলেন। সুপর্ণী গিয়া দেখিয়া আসিলেন কদ্রুর কথাই সত্য। কদ্রু বলিলেন, "দিব্যলোকে সোম রহিয়াছে, তুমি তাহা আনিয়া মুক্তিলাভ কর।" সুপর্ণী ছন্দসকলকে প্রসব করিলেন, এবং গায়ত্রী স্বর্গ হইতে সোম আহরণ করিলেন, সুপর্ণী মুক্তিলাভ করিলেন (৩।৬।২।২-৯,১৫)। ঐ স্থলেই বলা হইয়াছে সুপর্ণী বাক্। সুতরাং তিনিই ছন্দোজননী। যখন গায়ত্রী সোম আনিতেছিলেন তখন পদরহিত একজন তীর-নিঃক্ষেপক তাঁহার একটি পালক বা সোমের একটি পত্র ছেদন করিয়াছিলেন (৩।৩।৪।১০)। পর্ণ বলিতে পালক ও বৃক্ষপত্র দুই-ই হয়। তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও এই বিবরণ আছে (৬।১।৬)। তথায় উল্লেখ আছে যে কাহার রূপ অধিক ইহা লইয়া কদ্রু ও সুপর্ণীর মধ্যে কলহ হইয়াছিল।

পৌরাণিক গরুড়-কাহিনীর পূর্ণ বিকাশ মহাভারতে। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড ব্রাহ্মখণ্ড ও নাগরখণ্ড হইতেও গরুড়ের কাহিনী পাওয়া যাইতে পারে। আদিপর্ব্বে

আছে—বালখিল্য মুনিগণের আকার ও ক্ষমতার ক্ষুদ্রতা দেখিয়া ইন্দ্র উপহাস করিলে পর তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া নূতন ইন্দ্র সৃষ্টির জন্য যজ্ঞ করেন। তাহার পর কশ্যপ মধ্যস্থ হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষা করেন ও পত্নী বিনতার গর্ভে পক্ষিকুলের ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিবেন এইরূপ স্থির করেন।

দক্ষের দুই কন্যা কদ্রু ও বিনতাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। কশ্যপের বরে কদ্রুর সহস্র নাগপুত্র জন্মে। বিনতারও দুই পুত্র হয়, কিন্তু তাঁহার অবিমৃষ্য-কারিতার জন্য প্রথম পুত্র অরুণ অঙ্গহীন হন। তিনি পরে সূর্য্যের সারথি হইয়াছিলেন। বিনতার দ্বিতীয় পুত্র গরুড।

কদ্রু ও বিনতা একদিন অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবাকে দূরে দেখিয়া তাহার পুচ্ছের বর্ণ লইয়া তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। বিনতার মতে পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ, কদ্রুর মতে তাহা কৃষ্ণবর্ণ। স্থির হইল, যাহার কথা মিথ্যা হইবে সে অন্যের দাসী হইবে। কদ্রুর আদেশে তাঁহার নাগপুত্রগণ উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া রহিল। ফলে পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ হইল। বিনতা পরাজিত হইয়া কদ্রুর দাসী হইলেন। ইহার পর গরুডের জন্ম।

প্রকাণ্ড আকার ও প্রভূত-পরাক্রমশালী হইয়াও গরুডকে বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের দাসত্বস্বীকার করিতে হইল। সে বল যে কি প্রচণ্ড তাহা গজকচ্ছপ-ভক্ষণ ও বটশাখা-ধারণের বৃত্তান্ত হইতে কিছু কিছু জানা যায়। বীরপুত্র মাতার নিগ্রহ দেখিয়া তাঁহার দাসত্বমোচনের সর্ত্ত জানিতে চাহিলে নাগগণ কহিল যে অমৃত আনিয়া দিতে পারিলে মাতাপুত্র মুক্ত হইবেন। অমরগণ অমৃত রক্ষার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। তথাপি গরুড তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া অমৃতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অগ্নিব্যূহ, ঘূর্ণামান চক্র ও রক্ষক সর্পদ্বয়কে ব্যর্থ করিয়া অমৃত হরণ করিলেন। বিষ্ণু তাঁহার পরাক্রম দেখিয়া প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত বরবিনিময় করিলেন। ফলে গরুড অমরত্ব লাভ করিলেন এবং বিষ্ণুর বাহন হইলেন ; বিষ্ণু গরুডধ্বজ হইলেন।

বিজয়ী গরুড় যখন অমৃত লইয়া প্রস্থান করিতেছিলেন তখন ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্রনিঃক্ষেপ করিলেন। অক্ষতদেহ গরুড দেবেন্দ্রের ব্যর্থ চেষ্টাকে উপহাস করিয়া আর-পক্ষের একটি সুরূপ পত্র ত্যাগ করিলেন। এইজন্য মহাভারতে তাঁহাকে আর-একটি নাম দেওয়া হইয়াছে 'সুপর্ণ'। ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপন করিলেন। ইন্দ্রের বরে নাগগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হইল এবং গরুড়ও প্রতিজ্ঞা করিলেন নাগগণকে অমৃত পান করিতে দিবেন না। গরুড় অমৃত লইয়া গিয়া মাতাকে মুক্ত করিলেন। অমৃত কুশের উপর থাকিল। নাগগণ তাহা ভক্ষণ

করিবার পূর্ব্বেই ইন্দ্র তাহা হরণ করিলেন। নাগগণ শূন্য কুশ লেহন করিয়া খণ্ডজিহ্ব হইল।

ঐতরেয় ও শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে গায়ত্রী সোম আনিয়াছিলেন। গায়ত্রীর সহিত সূর্য্যের সম্পর্ক আছে। বেদ- ও পুরাণ-অনুসারে সূর্য্যের রথে সাতটি অশ্ব। ইহার পৌরাণিক ব্যাখ্যা—গায়ত্রীপ্রমুখ সাতটি ছন্দই সূর্য্যের সাত অশ্ব। এখনও গায়ত্রী-মন্ত্র যাহা পাঠ করা হয় তাহা সূর্য্যেরই স্তব। বৈদিক যুগে সোমের সহিত গায়ত্রীর সম্পর্ক-সম্বন্ধে একজন পণ্ডিতের মত—গায়ত্রীচ্ছন্দে সূক্ত উচ্চারণ করিতে করিতে পর্ব্বত-প্রদেশ হইতে সোমকে আনয়ন করা হইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায় যে সোমের প্রাতঃসবনে গায়ত্রীচ্ছন্দের প্রয়োজন হইত। গায়ত্রী-কর্ত্তৃক সোম-আনয়নের আখ্যায়িকাই যে গরুড়ের কাহিনীর মূল তাহা পুরাণের যুগেও লোকে বিস্মৃত হয় নাই। বৈদ্যগ্রন্থে সোমলতার বিভিন্ন নামগুলির মধ্যে গরুড়াহৃত ও গায়ত্রী নামও পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণের মতে (৬৯ অঃ) গায়ত্রী আদি ছন্দ বিনতার সন্তানগণের মধ্যে পরিগণিত; এই বিনতাই সুতরাং ছন্দোজননী বা বাক্ বা সুপর্ণী। অধিকাংশ পুরাণে সুপর্ণী নাম নাই, তাহার স্থলে বিনতা আছে। মহাভারতে স্কন্দের জন্মবৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে বিনতাকে 'সুপর্ণী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে তার্ক্ষ্যের (কশ্যপের) চারি পত্নী—বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী, যামিনী; তন্মধ্যে সুপর্ণা (বিনতা) গরুড়কে প্রসব করেন। মনে হয় বৃহদ্দেবতা ও মহাভারতে সুপর্ণী স্থলে বিনতার নাম প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহদ্দেবতা-গ্রন্থে কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নী (দক্ষকন্যা)র মধ্যে বিনতার সহিত কদ্রুরও নাম পাওয়া যায় এবং কশ্যপের পত্নীগণ হইতে গন্ধর্ব্ব সর্প রাক্ষস পক্ষিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাও বলা হইয়াছে।

গরুড়ের সহিত অমৃতরক্ষকদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। মহাভারতের এই স্থলে গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির উল্লেখ আছে। ইহাও বৈদিক উপাখ্যানের স্মৃতির ভগ্নাবশেষ। ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে গন্ধর্ব্বগণ সোমের রক্ষক; অন্যত্র আছে অগ্নি সোমের রক্ষক (১০।৪৫।৫)। গন্ধর্ব্বগণ বাণনিক্ষেপকারী, ইহারও উল্লেখ আছে। বেদে ও ব্রাহ্মণে কৃশানুর নাম আছে, তাঁহার শরেই গায়ত্রীর পালক বা নখর ছিন্ন হইয়াছিল। মহামতি সায়ণাচার্য্যের মতে কৃশানু একজন সোমরক্ষক গন্ধর্ব্ব। তাঁহার সহিত গরুড়ের প্রতি বজ্রনিঃক্ষেপকারী ইন্দ্রের কোন সম্বন্ধ নাই। ঋগ্বেদে একস্থলে কৃশানুকে দেব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অভিধানে কৃশানু অগ্নির একটি নাম; বায়ুপুরাণে কৃশানুকে 'সম্রাড়গ্নি' বলা হইয়াছে।

গরুড় অমৃত আনিয়া কুশের উপর রক্ষা করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে সোমকে

কুশের উপর স্থাপন করা হইত। গরুড়ের জন্মপ্রসঙ্গে পুরাণে বালখিল্যমুনিগণের অবতারণা কেন হইয়াছে বুঝা গেল না। ঋগ্বেদে বালখিল্য-সূক্ত কতকগুলি আছে, সেগুলির অধিকাংশ ইন্দ্রের স্তুতিগান। পুরাণে বালখিল্য মুনিগণ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন কোন কোন পুরাণের মতে তাঁহারা ক্রতু এবং সন্নতির পুত্র। তাঁহারা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, কুশ-সংগ্রাহক ও নিয়ত সূর্য্যরথবাসী। তাঁহারা সূর্য্যের সহচর—সূর্য্যের সহিত তাঁহাদের এইটুকু সম্বন্ধ বুঝা যায়।

গরুড়ের কীর্ত্তিকলাপ-সম্বন্ধে আরও কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে। অমৃত আহরণের পূর্ব্বে গরুড় নিষাদগণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহারা হরিভক্তিহীন কোন জাতি। বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় ব্রাহ্মণগণ হরিদ্বেষী অত্যাচারী রাজা বেণকে হত্যা করিয়াছিলেন। বেণের এক পুত্রের নাম নিষাদ। নিষাদ ও নিষাদের সন্ততিগণ পূর্ব্বপুরুষ বেণের ন্যায়ই দেবদ্বেষী। এ স্থলে বিষ্ণুভক্ত গরুড়ের সহিত নিষাদগণের শত্রুতার উল্লেখ করা পুরাণকারের পক্ষে অসম্ভব নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে নিষাদগণ সম্ভবতঃ ভারতেরই অধিবাসী কোন আদিম জাতি। তাহা হইলে গরুড় কর্তৃক তাহাদের হিংসা হয়ত আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যের বিবাদের কাহিনীর একটি অংশ।

গরুড়ের ক্ষমতা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় বৃহৎকায় গজ-কচ্ছপের অবতারণা করা হইয়াছে। মহাবল মহাকায় গরুড় যদি অতিকায় জন্তু না বহন করেন তবে তাহার ক্ষমতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে না। গজ কচ্ছপের আখ্যায়িকাটি সম্ভবতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ম স্কন্ধের গজকুম্ভীরের আখ্যায়িকার ন্যায় রূপক নহে।

উদ্যোগপর্ব্বে (১০৫ অঃ) গরুড় বলিতেছেন—শ্রুতশ্রী, শ্রুতসেন, বিবস্বান্, রোচনামুখ, প্রস্তুত ও কালকাক্ষ প্রভৃতি দানবগণকে তিনি বধ করিয়াছিলেন। এ-সকলের বিবরণ কিছু নাই। ইহা ব্যতীত আর দুইটি উপাখ্যান আছে, তাহাতে গরুড়কে পরোপকারী বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। মহামুনি গালব যাহাতে বিভিন্ন রাজার নিকট হইতে অভিলষিত দান গ্রহণ করিয়া গুরুদক্ষিণা দিতে পারেন সেইজন্য গরুড় মুনিবরকে লইয়া নানা দেশে গিয়াছিলেন। এই পরোপকারবৃত্তি গরুড়ের বংশগত ধর্ম্ম, ইহার জন্য তাঁহার দ্রাতুষ্পুত্র বৃদ্ধ জটায়ু প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। গরুড়ের আর-একটি কার্য্য—রামলক্ষ্মণকে নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করা। যিনি যখনই নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, গরুড়ই তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছেন। এইরূপে বলি এবং অনিরুদ্ধ মুক্তিলাভ করেন। রামায়ণে আছে যে গরুড়ের স্পর্শে রামলক্ষ্মণের দেহে সর্পশরজনিত ক্ষতসকল দূর হইয়াছিল (লঙ্কাকাণ্ড, ৫০ সর্গ)। নানা গ্রন্থে গারুড়ী মন্ত্রের প্রভাবের উল্লেখ আছে। সর্পভয় নিবারণের

জন্য এখনও আমরা গরুড়ের নাম করি। গরুড় নাগগণের ভক্ষক, সুতরাং নাগবিষ-দমনের ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। তাহার উপর তিনি সূর্য্যরূপী বিষ্ণুর বাহন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মৈত্র অধিকারী মহাশয় 'সূর্য্যপূজা' প্রবন্ধে (বামাবোধিনী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯) দেখাইয়াছেন যে আর্য্যগণ বৈদিককাল হইতেই সূর্য্যের ত্বগ্‌দোষনাশক ক্ষমতার কথা জানিতেন। ব্লক্ সাহেব গরুড় ও পারস্যদেশের সিমুর্গ্ পক্ষীর তুলনা করিয়াছেন। সিমুর্গ্ পক্ষীর জন্য বীর রুস্তমের আঘাত আরোগ্য হইয়াছিল। পারস্যকবি ফির্দৌসি লিখিয়াছেন রুস্তমের পিতা জাল সিমুর্গ্ পক্ষীর দ্বারা লালিত পালিত হইয়াছিলেন। রুস্তমের জননীর পার্শ্বদেশ বিদারণ করিলে পর রুস্তম জন্মগ্রহণ করেন। সিমুর্গের পালকের স্পর্শে এই ক্ষত বিলুপ্ত হয়। রুস্তম যুদ্ধে আহত হইয়া এইরূপ পালকের স্পর্শে নিরাময় হন। শাহ্‌নামার সিমুর্গ্ পক্ষীর পালকের এই রোগ নাশকারী ক্ষমতার কাহিনী আবেস্তা-গ্রন্থ হইতে গৃহীত। সিমুর্গ্ পক্ষী আবেস্তার ররেঙ্গানা (শ্যেন বা দাঁড়কাক) পক্ষীর অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্করণ। আবেস্তাগ্রন্থে আছে অহুরমজ্দ্ জরথুস্ত্রকে উপদেশ দিতেছেন যে ঐ পক্ষীর পালক অঙ্গে ঘর্ষণ করিলেই তিনি শত্রুর মন্ত্রে উৎপন্ন অসুখ হইতে অব্যাহতি পাইবেন। রামায়ণে রাম-লক্ষ্মণের আঘাতও সেইরূপ আরোগ্য হইয়াছিল।

গরুড়ের চরিত্রে এইরূপে কোমল-কঠোর গুণের সমাবেশ হইয়াছে। গরুড়কে মহা-পুরুষোচিত গুণাবলীতে বিভূষিত করিয়া পুরাণকারগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। পুরাণে বড় বড় দেবগণের দর্পচূর্ণ হইয়াছিল। গরুড় বাহন, তাঁহারও দর্পচূর্ণ হইয়াছিল। ইন্দ্র-সারথি মাতলি যখন কন্যার জন্য পাত্র-অন্বেষণ করিয়া সুমুখ নামক নাগকে সুপাত্র বলিয়া স্থির করিলেন, তখন ইন্দ্র ও বিষ্ণু গরুড়ের সহিত নাগগণের জাতিগত বৈরভাব অগ্রাহ্য করিয়া, পূর্ব্বসন্ধি বিস্মৃত হইয়া সুমুখকে অমরত্ব প্রদান করিলেন। এ ক্ষেত্রে গরুড়ের ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক। যখন গরুড় ইন্দ্রকে তিরস্কার করিয়া দর্প প্রকাশ করিতেছিলেন তখন বিষ্ণু আপনার বাহুভারে গরুড়কে ক্লিষ্ট করিয়া তাঁহার দর্পচূর্ণ করিলেন। গরুড় তপোরতা শাণ্ডিলীকে অপমান করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার পক্ষ-সকল স্খলিত হইয়া দেহ মাংসপিণ্ডবৎ হইয়াছিল। এইরূপে দ্বিতীয় বার গরুড়ের স্পর্দ্ধা চূর্ণ হয়। গরুড় অনুনয় দ্বারা শাণ্ডিলীকে তুষ্ট করিয়া পূর্ব্ববৎ পক্ষলাভ করেন। ইহা মহাভারতের বৃত্তান্ত, স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে আছে মহাদেবের কৃপায় গরুড়ের পক্ষোদ্গম হয়।

বায়ুপুরাণে (৬৯ অঃ) গরুড়ের পত্নীগণের নাম আছে—ভাসী, ক্রৌঞ্চী, ধৃতরাষ্ট্রী প্রভৃতি গরুড়ের পঞ্চভার্য্যা। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম

সুমুখ, সুরূপ, সুরস, বল ইত্যাদি। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে (১০১ অঃ) তাঁহার সুমুখ, সুনেত্র, সুবল প্রভৃতি ছয়জন পুত্রের নাম আছে।

—শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়-রচিত গরুড় প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ ১৩৩০ মাঘ।

গরুড় অর্দ্ধপক্ষী অর্দ্ধমানব—মুণ্ড পক্ষ ও নখর পক্ষীর, অঙ্গ মনুষ্যের ন্যায়; তাঁহার মুখ শুভ্র, পক্ষ রক্তবর্ণ, অঙ্গ স্বর্ণাভ—এজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল সিতানন, রক্তপক্ষ, শ্বেত-রোহিত, সুবর্ণ-কায় ইত্যাদি। প্রধানতঃ এঁর জন্ম-বৃত্তান্ত লইয়াই গরুড়পুরাণ রচিত।

সম্পাতি—গরুড়ের পুত্র, জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মতান্তরে অরুণ ও শ্যেনীর পুত্র। ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সূর্য্যকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হওয়াতে সূর্য্যতেজে কাতর হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন, কিন্তু পতনের সময় পক্ষ বিস্তার করিয়া জটায়ুকে সূর্য্যতেজ হইতে রক্ষা করাতে সম্পাতির পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইয়া যায় এবং অজ্ঞানাবস্থায় বিন্ধ্যপর্ব্বতে নিশাকর মুনির আশ্রমের নিকটে পতিত হন। ইনি রামচন্দ্রকে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণের সংবাদ দেন ও রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়া তাঁর পুনরায় পক্ষোদ্গম হয়।—রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৫৬ সর্গ।

সুপাট—?

ফিকীর—ফিঙ্গা ?

তামচূড়—কুক্কুট বা মুরগা। কত দেশে এল ?

চকোর—হিমালয়ের বনমোরগ Himalayan Partridge ডাক মোরগের মতন, সন্ধ্যার সময় অনেকে মিলিয়া একসঙ্গে ডাকে যেন চাঁদের সুধার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

পেখম—স পক্ষ্ম > প্রা পক্খম, পখম বা পেখুম=ময়ূরের পালক। ময়ূরের পুচ্ছ-বিস্তার।

নারক—স নার (জল) + ক জলচর কোনো পাখী ?

সারক—স সারঙ্গ ? সারঙ্গ=রাজহংস, কোকিল ময়ূর।

চক্রবাক—জলের ধারের গেরি রঙের পাখী।

শ্বেতকাক—শ্বেতকাক দুর্লভ বলিয়া দেবরূপী। কেতকা-দাসের মনসা মঙ্গলে মনসা শ্বেতকাক হইয়াছিলেন—

বেহুলা ভাসিল জলে কলার মান্দাসে।
মনসা আইলা তথা শ্বেতকাক-বেশে
শ্বেতকাক ঘন ডাকে বিপরীত বাণী।
তাহারে আরতি করে বেহুলা নাচনী।

পারাবত—স° পার (শক্তি, বল)+আপত (পতন)—যে সবেগে পতিত হয়। পায়রা।

কপোত—কপোতঃ স্যাৎ চিত্রকণ্ঠ পারাবত বিহঙ্গয়োঃ।—মেদিনী। কব্ (বং)+ ওত—যে নানাবর্ণে রঞ্জিত হয়। পায়রা।

গাঙ্গ-চিল—স° গঙ্গাচিল্লী—যে চিল পাখী বড় নদীর ধারে থাকে।

কলিঙ্গ—?

সালিকা—স° সারিকা=ময়না। কলিঙ্গ সালিকা=স° গুহা-সারিকা? গাঙ্গ-শালিক?

ভেটা—?

টেটারু—?

মৎস্তরাঙ্গা—স° মৎস্তরঙ্গ, ও° মাছরঙ্কা।

ধুকড়িয়া কঙ্কা—হি ধুকড়, ধোকড=বলবান, মোটা কাপড়ের থলি। কঙ্কা—স কঙ্ক=হাড়গিলা পাখী। ধুকড়িয়া কঙ্কা=যে হাড়গিলা বলবান্, অথবা যার গলায় চামড়ার থলি আছে।

চাতক—হি° পাপীহা। পরভৃৎ কালো রঙের পাখী।

চটক—(স°) চড়ুই পাখী।

টেটক—?

টিয়া—টি টি রব করে যে পাখী, স শুক, হি তোতা।

গুড়ুর—?

ভারুই—স° ভরদ্বাজ>স° ভরয়—Cacomantis merulinus প্রঃ—

গায় গোদা ভারুই গগনমার্গে উড়ি।—ঘনরাম।

টুনি—স° টুণ্টুক, তুন্ন-বায়—তন্তুবায়-সদৃশ তৃণ-বয়নকারী পাখী। ও চুমুনিয়া। The Indian tailorbird বা টুনটুনি—টুন টুন করিয়া সূক্ষ্ম স্বরে ডাকে বলিয়া নাম। ছোট পাখী, ঠোট লম্বা বাকা সরু, পাতার ধার সেলাই করিয়া বাসা প্রস্তুত করে। প্রঃ—

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গা টুনি।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ডাকু—স° দাত্যূহ>স° ডাহুক>ও° ডাহুক-অ, বা° ডাহুক, ডাক। ডাহুক>ডাউক> ডাকু। জলের ধারে ঝোপে থাকে, কুককুক শব্দে ডাকে। Water hen.

জাম্বুবান—জামের মতন কালো বং যার—রামচন্দ্রের বানরসৈন্যের মন্ত্রী (রামায়ণ), কৃষ্ণের শ্বশুর (ভাগবত), ভল্লুক বলিয়া পরিচিত, ব্রহ্মার পুত্র—

ঋক্ষরাজস্য পুত্রো হত্র মহাপ্রাজ্ঞঃ সুদুর্জ্জয়ঃ।

পিতামহ-সুতশ্চাত্র জাম্ববান্ ইতি বিশ্রুতঃ॥—রামায়ণ।

ব্রহ্মার জৃম্ভণকালে এঁর উৎপত্তি হয়।

অঙ্গদ—বালি রাজার পুত্র।

সুগ্রীব—কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালির ছোট ভাই, রামচন্দ্রের মিত্র ও সীতা উদ্ধারে সহায়, সূর্য্যের পুত্র।

বানরেন্দ্রম্ মহেন্দ্রাভম্ ইন্দ্রো বালিনম্ আত্মজম্।
সুগ্রীবং জনয়ামাস তপনস্ তপসাং বরঃ ॥
—রামায়ণ বালকাণ্ড ১৭ সর্গ।

বালি—ইন্দ্রের পুত্র কিষ্কিন্ধ্যার বানর-রাজা, রাবণবিজয়ী বলী; রামচন্দ্র গোপনে এঁকে হত্যা করেন।—রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৩৭ সর্গে বালীর জন্মবিবরণ আছে।

হনুমান—অঞ্জনা বানরীর গর্ভে পবনের পুত্র। প্রসিদ্ধ বীর ও রামভক্ত, সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া সীতার সন্ধান করেন ও সীতা উদ্ধারে প্রধান সহায় ছিলেন। হনুমানের অঙ্গদ্যুতি গলিত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল-পীত, মুখ পদ্মরাগ-মণির ন্যায় লোহিত, তিনি বজ্রদ্যুতি। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও ব্যাকরণকারদিগের মধ্যে নবম। ইঁহার নামে একখানি নাটক আছে।—রামায়ণ, Muir, IV, 190, Dawson, Hindu Classical Dictionary।

পনস—রামচন্দ্রের বানর-সৈন্যের অন্যতম।

কুমুদ—রামচন্দ্রের বানরসেনার নায়ক। নাগরাজ, ইঁহার ভগিনী কুমুদ্বতীকে রামচন্দ্রের পুত্র কুশ বিবাহ করেন।

সৈলক—স শল্লকী—সজারু।

গোদা—স গোধা—গোসাপ।

১৮৪ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

হকিড়া—?

হাঙ্গর—স° মকর>স হাঙ্গর। প্রঃ—

হাঙ্গর কুম্ভীর গড়ে শুশুক মকর।—ভারতচন্দ্র।

মুড়্যাল—মুণ্ড>মুড়; মুড় + আল—মুণ্ড আছে যার, বৃহৎমস্তক জলচর।

শুশুর—স° শিশুক>বা° শুশুক, হি° সুস। জলচর স্তন্যপায়ী আকৃষ্ণ মৎস্যাকার জীব—জলের উপরে উঠিয়া নিশ্বাস লইয়াই ডুব দেয়।

ভাণ্ডী—স° ভাণ্ডীর=বটগাছ, ভাঁটগাছ। বৃন্দাবনে ভাণ্ডীর বন প্রসিদ্ধ।

পাকুড়ি—স° পর্কটী।

পিপলী—স° পিপ্পলী।

টগব—স° তগব।

কুণ্ডক—কুন্দ ? কুন্দুকক ? কুকণ্টক ? কুণ্ডঙ্গ (=কুঞ্জ) ? কুণ্টক(=স্থূল) ?

গোনস—স° গোনস গোনাস, ঘোনস, মণ্ডলীবোড়্। বোড়া সাপ।

খবিস—স° খলিশ—এক বকম সাপ।

কেল্যাগণ—কালী গোখুবা সাপ।

ইড়াই—?

ঘোলচিতি—স° চিত্রসর্প, চিত্রাঙ্গ। দেহে শাদা শাদা শাঁখা দাগ থাকে, বিষাক্ত।

বাসুকি—কশ্যপ ও কদ্রুব পুত্র, নাগবাজ, সমুদ্রমন্থনে মন্থনবজ্জু হইয়াছিলেন।—

> সুবসা জজ্ঞিবে সর্পাংস্তেষাং বাজা তু তক্ষকঃ।
> বাসুকিশ্চৈব নাগানাং গণাঃ ক্রোধতমোঽধিকঃ।—বহ্নিপুবাণ।

বাসুকি সহস্র-মস্তক, পৃথিবীব আশ্রয়।—হবিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ১১২ অধ্যায।

তক্ষক—কশ্যপ ও কদ্রুব পুত্র, এঁব দংশনে পবীক্ষিতেব মৃত্যু হয। পাতালেব অষ্ট প্রধান নাগেব অন্যতম। খাণ্ডব বনে বাস ছিল।—মহাভাবত।

শেষ—প্রলয়কালে বিষ্ণুব শয্যা হয যে সর্প সেই কেবল ইনি থাকেন বলিয়া নাম শেষ, প্রত্যেক কল্পান্তে ইনি অগ্নি বমন কাবযা সৃষ্টি ধ্বংস কবেন বলিযা ইনি শেষ এঁব অন্ত হয না বলিযা অন্য নাম অনন্ত। সহস্রফণাযুক্ত শুক্লবর্ণ, বিষ্ণুব অংশ, পাতালেব অধীশ্বব, কশ্যপ ও কদ্রুব পুত্র।—ভবিষ্যপুবাণ, কূর্ম্মপুবাণ ৪৮ অ, কালিকা-পুবাণ ২৭ অধ্যায, ইত্যাদি। অনন্ত-ব্রতে এঁব পূজা হয।

মগধে এক বাজা ছিলেন শেষ নাগ, তিনি গিবিব্রজপুব স্থাপন কবেন।

কবিকঙ্কণ কোনো বিষয়েব তালিকা দিতে আবম্ভ কাবলে তাহা সুদীর্ঘ না হওয়া পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হন না। তবে ইহা মাণিক গাঙ্গুলিব ধর্ম্মমঙ্গলে নয়নীব কাঁচলি-চিত্রেব অনুকবণ মাত্র। (সাহিত্যপবিষৎ সংস্কবণ মাণিক গাঙ্গুলিব ধর্ম্মমঙ্গল ৮৫—৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কৃত্তিবাসেব বামায়ণে (উত্তবাকাণ্ডে) পাখীব নামেব তালিকা আছে।

চণ্ডীর সহিত ফুল্লরার সাক্ষাৎ (১৮৫ পৃষ্ঠা)

কুড্যা—সং কুটির, কুটী, কুড্য (মাটির কাথ হইতে মাটির-কাথ বিশিষ্ট ছোট পর্ণশালা)।

অপ্রাচীন সং কুটঙ্ক। কুড়িয়া। প্র,—

নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

কাল হৈল উপনীত কুড়ের দুয়ারে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বাম বাহু নাচে—

সুহৃৎস্নেহশ্চ বাহুভ্যাং হস্তে চৈব ধনাগমঃ

ভ্রূতালুক্ষিশ্চাক্ষিদেশে দ্র-উপার্জ লাভগম

পৃষ্ঠমধ্যে বিকৃতং সদা শীলং বশমায়ম

—মৎস্যপুরাণ ২১০ অধ্যায়।

ফুল্লরার বাম বাহু স্পন্দনের দ্বারা সুহৃৎ চণ্ডীর স্নেহলাভ ও ধনাগম সূচিত হইল, বাম চক্ষু স্পন্দনে ভৃত্যলাভ ও ধনাগম সূচিত হইল।

রাকা—পূর্ণিমা তিথি নবঋতুমতী স্ত্রী।

রামা—সুন্দরী।

অভয়ারে ফুল্লরা—ফুল্লরাকে অভয়া কহিবে।

ইলাবৃত দেশে—সুমেরু পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী চতুরস্র ভূভাগের নাম ইলাবৃত বর্ষ, তার চতুঃসীমায় নীল নিষধ মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন অবস্থিত। জম্বুদ্বীপের নব বর্ষের এক বর্ষ—কৈলাশ পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান।—ভাগবত বিষ্ণুপুরাণ। ইহার উত্তরে নীল শ্বেত ও শৃঙ্গবান পর্ব্বত দক্ষিণে নিষধ হেমকূট ও হিমালয়, পশ্চিমে মাল্যবান, ও পূর্ব্বে গন্ধমাদন। ইহার অন্তর্গত কৈলাস পর্ব্বত। ভারতবর্ষের ডাহিন দিকে ইলাবৃত।—শিবপুরাণ সনৎকুমারসংহিতা ৩ অধ্যায়।

ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব্বদিকে মন্দর দক্ষিণে গন্ধমাদন পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তরে সুপার্শ্ব পর্ব্বত।—বিষ্ণুপুরাণ ২।২।

মনুবংশীয় আগ্নীধ্রের চতুর্থ পুত্র ইলাবৃত যে দেশের রাজা ছিলেন তাহার নাম হয় ইলাবৃতবর্ষ।—লিঙ্গপুরাণ পূর্ব্বভাগ ৪৭ অধ্যায়, কূর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বভাগ ৩৯ অধ্যায়।

ইল রাজা শিবপার্ব্বতীর শাপে স্ত্রীলোক হইয়া ইলা হন, বুধের সহিত ইলার বাসস্থান ইলাবৃত।—পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৮ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণী—প্রত্যেক দেবতাই জাতিতে ব্রাহ্মণ।

একাকিনী—একমেবাদ্বিতীয়, আদি দেবী।

বন্দ্যবংশে—(১) বন্দনীয় অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত বংশে, (২) বন্দ্য-গ্রাম-বাসী ব্রাহ্মণবংশে। বাঁড়র বা বন্দ্যঘটী গ্রাম মেমারী ষ্টেশনের দুই ক্রোশ দক্ষিণে। দ্ব্যর্থ বাক্য, শ্লেষ অলঙ্কার।

ঘোষাল—(২) ঘোষিত, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, (২) ঘোষাল-গ্রাম-বাসী ঘোষাল-উপাধিকারী ব্রাহ্মণ শ্রেণী। ঘোষাল বা ঘোষলদি গ্রাম মানভূম জেলায় বরাকর নদী হইতে আধ ক্রোশ দূরে।

সাতে শতাগৃহে—সাত সতীন যে গৃহে আছে। অগ্নির সাত শিখা বা জিহ্বা—কালী করালী মনোজবা সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপিণী (শুচিস্মিতা—গৃহ্যসংগ্রহ ১।২।৪)।—মুণ্ডক-উপনিষৎ। অগ্নি শিবস্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে এই সপ্ত শিখা শিবের পত্নীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

হৃদে বিষ মুখে মধু—অন্তরে কষ্ট হইয়াও মুখে মিষ্ট ভাষ।

চণ্ডীর এই দ্ব্যর্থ শ্লেষ বাক্যের অনুকরণ কবিবর ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে অন্নদার পাটনীকে পরিচয় দেওয়ার প্রসঙ্গে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

ফুল্লরার সহিত চণ্ডীর কথোপকথন
(১৮৬—১৯৮ পৃষ্ঠা)

১৮৬ পৃষ্ঠা

একেশ্বরী—একাকিনী। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে একশরী। প্রঃ—

একেশ্বর নাল বহে সংগ্রাম ভিতরে।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।
একেশ্বর পুত্র আইল কুরুসৈন্য জিনি।—সঞ্জয়ের মহাভারত।

রাতা—স রক্ত>প্রা রত্ত>হি রাতা। প্রঃ—

অতি শোভা করে যেন উতপল রাতা।
—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

নীরে নীরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজ-পাতা॥—বিদ্যাপতি।
রাতা উতপল অধর যুগল, দশন মোতিক পাঁতি যে।
—বলরাম দাস।

শোহে—শোভে, শোভা পায়। প্রঃ—

কাল ভ্রমরে কমল-বন শোহে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
পীন কটি-তটে নীল শাটি শোহে কনক কিঙ্কিনি বোলই।
—বলরাম দাস।

হেরিতে—সং ভল ধাতু>প্রাং হের>সং হের=দেখা। তুঃ—হেরিক=গুপ্তচর, spy (one who spies or sees)।

হিলয়—সং হিল ধাতু আন্দোলনে। তুঃ—হিল্লোল=তরঙ্গ। হিলয়=আন্দোলিত হয়, কম্পিত হয়।

মলয়—তাং মলৈ=পর্ব্বত, তাহা হইতে দাক্ষিণাত্যের বিশেষ পর্ব্বতের নাম।

জাতে উপজিল চন্দন সেই মলয়-গিরি।—ধর্ম্মপূজাবিধান।

থরে থরে—সং স্তরে স্তরে। প্রঃ—

পবাল মুকুতা থরে থর।—শূন্যপুরাণ।

বাজুবন্দ—ফা বাজু (হাত)+বন্দ (বন্ধন)—বাহুর অলঙ্কার। স বাহু>আবেস্তিক বাজু (তুঃ—দরেজো-বাজু=দীর্ঘবাহু), ফা বাজু। প্রঃ—

বাজুবন্ধ বলয়া বিনদ করে শোভা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

চালর খেড নিচিয়া কন্যার বাজুত পড়ে।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

নানা ছন্দ বাজুবন্দ হেম ঝাঁপা ঝুরি।—শিবায়ন।

থোপা—স স্তূপ>পালি থূপো, স স্তবক>পালি থবক—থবকে তুঃ গোচ্ছকো।

প্রঃ—

দুই তার ঝারা পাট থোপ দুই পাশে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

অফিন্না বীয়ার থোপ আনে উপাড়িয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

বাশে বাধে চামর বিচিত্র বাঙ্গা থোপ।—মাণিক গাঙ্গুলি।

হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ঝোলে—স দুল>ঝুল।

১৮৭ পৃষ্ঠা

তাব—স তাটঙ্ক>তাড়=বাহুর অলঙ্কার। প্রঃ—

কঙ্কণ কনক চুড়ি বাহুর উপর তাড।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ঝলমলী—স জ্বল>স ঝলা=রৌদ্রতরঙ্গ। জ্বালাচ্চির ঝলক্কা—ঝলকা=অগ্নিশিখা। সং মল্লক=দীপবৃক্ষ। ঝলা-মল্লক=যেন দীপ্তির তরঙ্গের বৃক্ষ। উজ্জ্বল, দীপ্ত।

গলায় চাঁদের মালা করে ঝলমল।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

ঝলমল করে তথি মুকুতা প্রবাল।—শূন্যপুরাণ।

জনু—সং যেন>প্রাং জেণ, জণু। প্রঃ—

জলদ-বরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু।—চণ্ডীদাস।

যেন প্রভাতের ভানু—প্রভাতসূর্য্যের সঙ্গে সিন্দুর-ফোঁটার উপমা দেওয়া প্রাচীন কাব্যের

প্রথা ছিল। ৩৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

হৈতে অকলঙ্ক তনু—সন্দেহ অলঙ্কার।

১৮৮ পৃষ্ঠা

কলস—মন্দিরাদির চূড়াকৃতি শিখর।

বউলী—স° বলয়, তা° বলৈ=বেষ্টন। অথবা মুকুল>বউল—মুকুল-সদৃশ অলঙ্কার বউলী। কিংবা বকুল>বউল—বকুল-সদৃশ অলঙ্কার।

জিনি নীলগিরি—কেশের সঙ্গে নীল বস্তুর তুলনা প্রাচীন কাব্যে দেখা যায়। তুঃ—

পদ্মপত্রবিশালাক্ষী নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা।

—পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৩২।৪১।

ধৃতপঙ্কজহস্তাং তাং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজাম্।

—স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ডে সেতুমাহাত্ম্য ৫০।৫১।

নীলালকমধ্যশোভি কর্ণিকারঃ।—কুমারসম্ভব।

নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্।—বাল্মীকি।

শির চক্রাকৃতি নীল আকুঞ্চিত কেশ।—মাধব কন্দলির রামায়ণ।

নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মণ্ডিত মল্লিকা মালে—প্রাচীন কালের সুন্দরীরা কবরী মল্লিকামালায় বেষ্টন করিত। তুঃ—

কানড় ছান্দে কবরী বান্ধে নব মল্লিকার মালে।—চণ্ডীদাস।

লোলে—লুলিত হয়, দোলে। স° লুল্ ধাতু আন্দোলনে।

ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বিছাতি—স° বিস্তৃতি>হি° বিছোতি, বিছাতি। বিচলিত। প্রঃ—

বৈশাখে বিছাতি কৈল সুলক্ষণ দিনে।—শিবায়ন।

১৮৯ পৃষ্ঠা

কোন ঘাটে খাবে পানী—অর্থাৎ তোমার কি উপায় হইবে?

কৈল—করিল বা কহিল।

তোমা সঙ্গে জাব—ফুল্লরা সুন্দরী চণ্ডীকে বিদায় করিতে পারিলে বাঁচে; তাই নিজে সঙ্গে গিয়া চণ্ডীর হইয়া তাঁর শাশুড়ি-ননদের সঙ্গে ঝগড়া করিতেও প্রস্তুত।

শ্রীধানসী—ছয় রাগের অন্যতম রাগ শ্রী। ধানসী বা ধনশ্রী মালব রাগের রাগিণী।—সঙ্গীতদামোদর।

চণ্ডী যখন ধনদা হইয়া আত্মপরিচয় দিতে যাইতেছেন তখন কবি সেই প্রসঙ্গ গান করিতেছেন শ্রী ও ধনশ্রী রাগ-রাগিণীতে ; ইহা সুপ্রযুক্ত হইয়াছে।

কর্ম্ম-দোসী—দুষ্কর্ম্ম-ফল-ভাগী।

গুপ্ত বারাণসী—খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাণীহাট গ্রামে বৌদ্ধ বঙ্কিণী দেবীর মন্দির আছে ; সেই গ্রাম গুপ্ত বারাণসী নামে প্রসিদ্ধ। অন্যান্য অনেক গ্রামেরও এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

১৯০ পৃষ্ঠা

আঞ্জীয়ালী—? আদরিয়া বা আকুলিয়া > আউলিয়া শব্দ হইতে স্ত্রীলিঙ্গে। আজুলি, আজুলে। আজুলি আজুলে আড়লে শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়, কিন্তু আঞ্জীয়ালী আর কোথাও দেখি নাই। বৌদ্ধগান ও দোহায় - আলাজালা = গোলমাল।

গালী—স° গর্হিকা > প্রা° গল্‌হিআ (অপভ্রংশ মাগধী) > স গালি (বিরুদ্ধশাসনং গালিঃ।—হেমচন্দ্র)। হি° গারি।

সোহাগে—স° সৌভাগ্য > প্রা° সোহগ্‌গ > বা সোহাগ। অতি আদর। প্রঃ—

চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

লাজে জলাঞ্জলী—লজ্জার শ্রাদ্ধ শেষ করা, শ্রাদ্ধে তপণে জল অঞ্জলি করিয়া প্রেতের তৃপ্ত্যর্থ দিতে হয়, সেই হইতে জলাঞ্জলি মানে- বিনাশ, ত্যাগ।

পাশান হৃদয়ে স্বামা (১) স্বামা কঠিনহৃদয় হইয়া, (২) পাষাণ অর্থাৎ কৈলাশ-পর্ব্বতের উপরে বসিয়া স্বামা।

পাঁচ মুখে—(১) মহাদেবের পাঁচ মুখে, (২) বহু বাক্যে।

কালা—(১) উমা পার্ব্বতীর বর্ণ কালো ও তার নামও কালী, (২) কৃষ্ণবর্ণা দুঃখহেতু।

এইরূপ দ্ব্যর্থ হওয়াতে সর্ব্বত্র শ্লেষ অলঙ্কার হইয়াছে।

ভীনু—স° ভিন্ন।

চিনু—স° চিহ্ন।

১৯০—১৯১ পৃষ্ঠা, অতিরিক্ত পাঠ

১৯০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

জড়—স° জট ধাতু সংহতি অর্থে। বৌদ্ধগানে জটা অর্থে জড়।

জঞ্জাল—স° ঝঞ্ঝানিল, জঙ্গল, জলাঞ্জল (=শৈবাল) হইতে।—রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়। হি° জঞ্জাল। প্রঃ—

বাঁশী দেহ তেজিআঁ জঞ্জালে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ইত্যাদি জঞ্জাল আমি দেখিনু স্বপনে।—কৃত্তিবাস, অযোধ্যাকাণ্ড।

তবে সে ভাঙ্গিব গুরু জঞ্জাল তোহ্মার।—গোরক্ষবিজয়।

কোন্দল—স° কন্দল।

১৯১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

পাগল—পা° পুগ্‌গল (=বৌদ্ধ) > স° পাগল।—বিজয়-বাবু।

মাখেন—স° ম্রক্ষ ধাতু।

ঝিমিকে—অস° সমাজিক (=স্বপ্ন) < স° সমাধিক (সমাধিস্থ) > মাধিক > মাজ্ঝিক, মাঝিক > ঝিমক, ঝিমিক। হি ঝুমনা (দোলিত হওয়া), ঝপানা (তন্দ্রালু হওয়া), ম° ঝুমকর্ণেঁ (ধীরে গমন), ও° ঝিমেইবা, বা° ঝিমানো (তন্দ্রালু হইয়া ঢুলিয়া পড়া)। বা° ঘুম > ঝুম? প্রঃ—

ঝুমুকে ঝুমুকে (ধীরে ধীরে) বাদ্য বাজে নানা ধ্বনি।—গোরক্ষবিজয়।

কোথাকারে—স° কুত্র > পা প্রা° কুত্থ > কোথা। কোথা + কার (ভব অর্থে সম্বন্ধের বিভক্তি)। প্রঃ—

কোথাকারে গেল মোর কৃষ্ণ বলরাম।—গুরুদক্ষিণা।

১৯২ পৃষ্ঠা

নাক—স° নাস, নাসিকা। নক্রং নাসারাম। —মেদিনী। নক্র > নাক।

পরীক্ষা—দোষী বলিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধিতা বা নিরপরাধিতা নির্ণয়ের উপায় বহুবিধ ছিল। যথা—

ধটো হগ্নির উদকঞ্চৈব বিষং কোষশ্চ পঞ্চমম।
ষষ্ঠঞ্চ তণ্ডুলং প্রোক্তং সপ্তমং তপ্তমাষকম॥
অষ্টমং ফালম্ ইত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং স্মৃতম॥

—বৃহস্পতি-সংহিতা।

কাত্যায়ন সংহিতা ও দিব্যতত্ত্বে এই নয় প্রকার পরীক্ষার প্রয়োগবিধি ও মন্ত্রাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে।

অগ্নির্ বিষং ঘটস তোয়ং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ তণ্ডুলাঃ।
শপথাশ্চৈব নির্দ্দিষ্টা মুনিভির্ দিব্যনির্ণয়ে॥

—শুক্রনীতিসার ৪।৫।

শপথাঃ কোশ-ধটকৌ বিষাগ্নী তপ্তমাষকৌ।
ফালং চ তণ্ডুলং চৈব দিব্যান্যষ্টৌ বিদুর্ বুধাঃ॥

—স্কন্দপুরাণ মহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ৪৪।২।

দ্রষ্টব্য—ভারতের প্রাচীন বিচারপদ্ধতি (প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৩০ সাল, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)।

১৯৩ পৃষ্ঠা

উপশীত—স° উপোষিত=উপবাসী, অভুক্ত, অনাহারী। বৌদ্ধগণ উপষোথ ব্রত করেন।

ফুলরার কথা—ফুল্লরার উপদেশ নিছক নিঃস্বার্থ নয়। সে শাস্ত্র-প্রমাণে নিজের উক্তি বলবত্তর করিয়া এই বলিতে চায় যে সতীনে সতীনে ঝগড়া বাড়ীতে থাকিয়া করিলেই চলিত, আমার মাথা খাইতে ঘর ছাড়িয়া আমার ঘরে আসিয়াছ কেন, আমার স্বামীটিতে ভাগ বসাইবার জন্য?

ফুল্লরা ও চণ্ডীর কথোপকথনের অনুরূপ বর্ণনা কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি দ্বিজ হরিরাম ও মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আছে।—বঙ্গসাহিত্যপরিচয় ৭১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৯৪ পৃষ্ঠা

জয়চণ্ডি তাকে বর দইয়া—বৈষ্ণব কবি নিজের জন্য না চাহিয়া চণ্ডীর দয়া রাজা রঘুনাথের জন্য চাহিতেছেন যাঁর আশ্রয়ে কবিকে এই চণ্ডীমঙ্গল লিখিতে হইতেছে।

অতিরিক্ত পাঠ—১৯৪—১৯৮ পৃষ্ঠা

১৯৫ পৃষ্ঠা

উভয় পাণি—দুই হাত একত্র করিয়া।

পিয়া—স প্রিয়। প্রঃ

শীতের ওঢ়নি পিয়া গীরষের বা।—চণ্ডীদাস।

তেঞি—স তেন (হেত্বর্থে)>প্রা তেণ। কেউ কেউ বলেন—স তহি>তঁহি>তেঁই, তেঁঞি। প্রঃ—

সকলের পতি, তেঁহ পতি মোর বাম। ভারতচন্দ্র।

থির—স স্থির। প্রঃ—

পদ্মহস্ত দিআ পরভু বোলে থির থির।—শূন্যপুরাণ।

সহজে থির করী বারুণী সান্ধে।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।

পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।—পদরত্নাবলী।

কাহ্নের বিরহে মোর প্রাণ থির নহে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মানব্য—অণীমাণ্ডব্যের উপাখ্যান বহু স্থানে আছে। মহাভারত আদি পর্ব্ব ১০৭—১০৮ অধ্যায়; পদ্মোত্তর ১৪১, স্কন্দ রেবাখণ্ড ১৭১, নাগরখণ্ড ১৩৬—১৩৭, ইত্যাদি।

খুজিবারে—স° খর্জ ধাতু বিলোড়নে। আ খোঁজ—অন্বেষণ। প্রঃ—

নানা গিরি চাহিনু খুঁজিনু বহু দেশ।—কৃত্তিবাস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

হাথে—স° হস্ত>প্রা° হত্থ।

নিশাপতি—নিশাকালে যে পাহারা দ্যায়—চৌকীদার, পাহারাওয়ালা।

ভারতবিধানক্রমে—মহাভারতের অনুসারে।

অবনীতে দারি সুরপতি—?

জানি বা জানিতে পার ইত্যাদি—?

১৯৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

বেদবতী......শতশিরা—মহাভারতে অণীমাণ্ডব্যকে শূলে আরোপণের উপাখ্যান আছে, কিন্তু সেখানে কুষ্ঠগ্রস্ত ও তার সাধ্বী পত্নীর উপাখ্যান নাই। এই উপাখ্যান সংক্ষেপে আছে গরুড়পুরাণে (পূর্ব্বখণ্ড ১৪৬ অধ্যায়ে), কিন্তু সেখানে কুষ্ঠী ব্রাহ্মণের নাম কৌশিক, তাঁর পত্নীর বা বেশ্যার কোনো নাম নাই; মার্কণ্ডেয় পুরাণে (১৬ অধ্যায়) এই উপাখ্যান আছে, কিন্তু সেখানে কুষ্ঠীর বা তার স্ত্রীর বা বেশ্যার কারো নাম নাই, কেবল এইমাত্র আছে যে তারা প্রতিষ্ঠানবাসী। পদ্মপুরাণ সৃষ্টি-খণ্ড ৫১ অধ্যায়ে এই উপাখ্যান আছে, সেখানে পতিব্রতার নাম সেব্যা, তাহাদের বাসস্থান ছিল মধ্যদেশে, কিন্তু তাহার পতি ও বেশ্যার নাম নাই। স্কন্দপুরাণ আবন্ত্য-খণ্ডে রেবাখণ্ড ১৭১ অধ্যায়ে পতিব্রতার নাম শাণ্ডিলী ও তাহার পতি শুনক বংশীয় একজন ঋষি। স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ডের ১৩৫ অধ্যায়ে এই পতিব্রতার পিতার নাম বীরশর্ম্মা, পিতার বাসস্থান বৰ্দ্ধমান নগর। প্রত্যেক পুরাণের আখ্যায়িকাতেও বিভিন্নতা ও পার্থক্য আছে। কবিকঙ্কণের উল্লিখিত নাম কিন্তু কোনো পুরাণে পাই নাই। কবিকঙ্কণের উল্লিখিত নামগুলি বোধ হয় পরবর্ত্তী কালে কথকদের দেওয়া। কবিকঙ্কণের এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ রায় লক্ষহীরা নাটক রচনা করেন।

তেন মতি করে সেবা—(১) সেই মতে বা তদ্রূপ সেবা করে, (২) সে বা অর্থাৎ সেও এইরূপ মতি বা ইচ্ছা করে।

নিত—স° নিত্য।

দ্বারাগারে—স° দারা=স্ত্রী, ও° দারী=বেশ্যা। দারা শব্দের কদর্থে দারী। দারা+আগারে=বেশ্যার বাড়ীতে। প্রঃ—

নটী দারী নহে সব গৃহস্থের মেয়ে।—ঘনরাম।

বাজে—স° বাজ=যুদ্ধ, গতি, শব্দ। তাহা হইতে অর্থ—আঘাত। প্রঃ—

চণ্ডীদাস কহে বেজেছে হৃদয়ে শ্যামের পিরীতিবাণ।—চণ্ডীদাস।

বাগ্‌বজ্র—বজ্রবৎ কঠিন বাক্য, অভিসম্পাত।

দুহাকার—দ্বয়>দুহা। দুঁহা+কার (সম্বন্ধে কার প্রত্যয়)।

১৯৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

অনিবার বিভাবরী—যে রাত্রির নিবারণ বা শেষ নাই। গরুড়-পুরাণের ভাষায় "সতত রাত্রি"।

সতীর আদেশ ধরি—বেদবতী নিজের সতীত্বের শক্তিতে সতত রাত্রি করিয়া সূর্য্যোদয় বারণ করিলে সৃষ্টি ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়; তখন দেবতারা পতিব্রতাকে বুঝাইবার জন্য পতিব্রতা অত্রিপত্নী অনসূয়াকে অনুরোধ করেন; অনসূয়া মধ্যস্থ হইয়া সূর্য্যকে উদিত হইতে বেদবতীর আজ্ঞা লইলেন; সূর্য্য উদিত হইলে বেদবতীর স্বামীর মৃত্যু ঘটিল কিন্তু অনসূয়া তাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া দিলেন; এইরূপে মুনির শাপ, দেবতার সৃষ্টি, সতীর সধবা অবস্থা সবই রক্ষা পাইল।—গরুড়-পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড ১৪৬ অধ্যায়।

সাবিত্রীর উপাখ্যান—মহাভারত বনপর্ব্ব ২৯২ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ ২০৮ ইত্যাদি; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ২৪; পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ১৯; দেবীভাগবত ৯।২৭; স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ১৬৬।

সত্যবান্—শাল্ব দেশের অধিপতি দ্যুমৎসেন ও শৈব্যার পুত্র, শত্রু কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। সাবিত্রীর স্বামী। সাবিত্রী তাঁকে পুনর্জ্জীবিত করেন।

১৯৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

বোল—স° বদ > প্রা° বোল্ল > বোল = বাক্য। পরবর্ত্তী সংস্কৃতে বল্‌হ ও বল ধাতুও চলিয়াছিল। প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণ স বদ > প্রা বোল্ল হইতে পারে ধরিতে না পারিয়া নিয়ম করেন যে স° √কথ স্থানে প্রা বোল্ল আদেশ হয়।

নিদান—শেষ, অন্তিম।

অনুপতি—পতিকে অনুসরণ করিয়া।

কেমনে—স° কেন মতেন > কেমতে। প্রাচীন বাংলায় কেমন্ত।

১৯৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

এমত—বৈদিক এনা (ঈদৃশ) + মৎ। প্রাচীন বাংলায় ও ওড়িয়ায় এমন্ত। এমন্ত শব্দের ন লোপে এমত।

১৯৮ পৃষ্ঠার মূল

বহুয়ারী—স° বধুটী > বহুড়ী, বহুয়ারী। প্রঃ—

সুসুরা নিদ গেল, বহুড়ী জাগঅ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

রাজার ঝিআরী তুমি রাজার বহুয়ারী।

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কিবা—স° কিংবা।

বান্ধি নিজগুণে—(১) নিজের গুণে বশ করিয়া, (২) নিজের গুণে (ধনুকের ছিলায়) বাঁধিয়া। দ্ব্যর্থ, শ্লেষ অলঙ্কার।

নয়—স° ন হি, অথবা বা° না হয় সংক্ষেপে।

ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ (১৯৯—২০২ পৃষ্ঠা)

১৯৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

কুঁড়িয়া—স° কুটীর, কুটী, কুড্য হইতে। তৃণপত্রাচ্ছাদিত গৃহ। প্রঃ—

পড়িয়া রহিল কুঁড়ে পত্রের ছাওনি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ছিল হোগলের কুঁড়ে অনিলে যাইত উড়ে
—মাণিক গাঙ্গুলি।

ছাওনী—স° ছাদনী—আচ্ছাদনী। প্রঃ—

মউর-পুচ্ছব ছাউনি ধম্মর ঘর।—শূন্যপুরাণ।

ভেরেণ্ডা—স° এরণ্ড।

থামা—বৈদিক স্কম্ভ (স্তম্ভ) > হি° ও° থাম্বা খম্বা, ম° থাম্ব, বা থাম। প্রঃ—

ছাওআ মণ্ডপের থামে বান্ধএ বনমালা।—শূন্যপুরাণ।

ঘা—স° ঘাত > প্রা° ঘাঅ > ঘা = আঘাত। প্রঃ—

বিনা দোষে যদি কেহ স্বরে দেয় ঘা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

১৯৯ পৃষ্ঠার মূল

পুণ্যকর্ম্ম বৈশাখেতে—বৈশাখ মাসে সত্য যুগ আরম্ভ হয়, এজন্য এ মাস পুণ্যময়।—

ন বৈশাখ-সমং মাসং বিশেষং কেশব-প্রিয়ম্।—পদ্মপুরাণ।

বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে বিশেষ-নিয়মঞ্চরেৎ॥
—শুদ্ধিতত্ত্ব-ধৃত মদনপারিজাত-বচন।

স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে বৈশাখমাসমাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য।

খরা—স° খর—খরঃ স্যাৎ তীক্ষ্ণঘর্ম্ময়োঃ।—মেদিনী। খরা = রৌদ্র, রবির তেজ।—
প্রঃ—

জ্যৈষ্ঠে খরা, আষাঢ়ে ধারা,
শস্যের ভার না সহে ধরা।—খনার বচন।

মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর।—কৃত্তিবাস।

অনেক নায় ঝড় বৃষ্টি, অনেক নায় খরা।

—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল।

তরুতল নাহি—রৌদ্রে সব গাছপালা শুকাইয়া যায়।

আটে—স° অট ধাতু পর্য্যটনে। স° অট্ট ধাতু অতিক্রমে। যতখানি যাওয়া উচিত সেই পর্য্যন্ত যাওয়া=কুলানো, সমান বা যথোচিত হওয়া।

বৈশাখে. নিরামীস—

তুলা-মকর-মেষেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।

হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্॥—বৈষ্ণবামৃত।

তুলা=কার্ত্তিক মাস, মকর=মাঘ মাস, মেষ=বৈশাখ মাস।

আয়াতে মাধবে মাসি পবিত্রে মাধবপ্রিয়ে।

আমিষং মৈথুনং তৈলং বিষ্ণুভক্তঃ পরিত্যজেৎ॥

—পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ১১ অধ্যায় ২৭ শ্লোক।

স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে বৈশাখমাস মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য।

শারী— সারি=(১) শ্রেণী, (২) সারিয়া, শেষ করিয়া।

বেঙুচের ফল স° বিকঙ্কত। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলেও বেঙুচ। বৈচ, বৈচি, বেউচ, ভেঁউচ—নানা রূপে কথিত হয়। ও ভইঞ্চ।

টুটয়ে—স° ত্রুট ধাতু। কম হয়, অভাব ঘটে। বর্ষাশস্যের পর হৈমন্তিক শস্য জন্মিবার মধ্যবর্ত্তী সময়ে গৃহস্থের অভাব ঘটে।

কুড়া—স° কড়ঙ্গর, কণ্ডন—শস্য কোটা গুঁড়ো, চালের সঙ্গে যে গুঁড়া থাকে। প্রঃ—

গুমান হইল গুঁড়া, না মিলিল খুদ কুড়া।—অন্নদামঙ্গল।

অভাগ্য মনে গণি—আট অক্ষরের (বা মাত্রার) দ্বিগুণ করিয়া পরের লাইনে ১৪ অক্ষরের পয়ার পদের মিল ঘটিলে ভঙ্গপয়ার ছন্দ হয়।

জোক—স° যূক, স° জলৌকা।

২০০ পৃষ্ঠা

সিতাশিত জানি—সিত (শুক্ল) ও অসিত (কৃষ্ণ) দুই পক্ষ মেঘে অন্ধকার হইয়া একাকার হইয়া যায়, তারতম্য জানা যায় না।

বান—স° বন্যা। স° বান=প্লাবন, বনে সলিল কাননে।—অমরকোষ। তে° বান= বৃষ্টি। প্রঃ—

গঙ্গাজলে কূপজলে বএ জাঅ বান।—শূন্যপুরাণ।

বাদল—স° বার্দ্দল-দুর্দ্দিনে।—মেদিনী। হি° ম° বাদল, স° বাতর। প্রঃ—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।—বিদ্যাপতি।

ভিতরে বাহিরে—ভিতরে জঠরানল, বাহিরে রৌদ্র।

ভিতর—স° অভ্যন্তর > প্রা° ভিন্তরি। বাহির—স° বহিঃ—বহির্ > বাহির।

বিপাথ—বিপাক = বিপদ্। প্রঃ—

এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই।—অন্নদামঙ্গল।

এমন বিপাক্যা বাঘ বিশ্বে নাহি দেখি।—শিবায়ন।

আশ্বিনে অম্বিকাপূজা—শারদী চণ্ডিকাপূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।—তিথিতত্ত্ব। কলিকা, বৃহন্নারদীয়, বৃহদ্ধর্ম্ম, দেবীভাগবত, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণে ও তন্ত্রে শরৎকালে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা আছে।

তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে প্রথম দুর্গাপূজা করেন। তার পর সাঁতোড়ের রাজা দুর্গাপূজা করেন। ৮১ পৃষ্ঠা এবং পরে চণ্ডীর মহিষমর্দ্দিনীরূপ ধারণ অধ্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য।

ছড়—স° ছল্লী > ছাল > ছাড় > ছড়। অথবা যাহা ছাড়াইয়া লওয়া হয় তাহা ছাড় > ছড় = পশুর ছাল। প্রঃ—

কত না পরিব গোসাই কেওদা বাঘের ছড়।—শূন্যপুরাণ।

নিরামিশ্য—স° নিরামিষ; হবিষ্য শব্দের অনুকরণে নিরামিশ্য। কার্ত্তিকমাসে আমিষ ত্যাগের ব্যবস্থা বৈশাখ-ব্যবস্থার মধ্যে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। তুঃ—

সুক্রবার দিনে গো ঝিএ করিব হবিস্য।

ভাজা পোড়া পরপাক না খাব আমিস্য॥—শূন্যপুরাণ।

নিত্ত নিরমিস্য খাই ব্রাহ্মণি জোগিনি হই

চল যাই আহ্মার বাসাত।—গোরক্ষবিজয়।

মাস্তর—স° মার্গশীর্ষ > মাগশীর > মাইসর, মাস্তর। অগ্রহায়ণ মাস।

আপনে ভগবান—ভগবান্ বলিয়াছেন—

মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্ ঋতূনাং কুসুমাকরঃ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১০ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক।

হাটে—স° হট্ট। প্রঃ—

সুনার পাটত বেসাতির বৈসএ হাট।—শূন্যপুরাণ।

মাঠে—স° মাথঃ পন্থাঃ।—ত্রিকাণ্ডশেষ। যেখানকার আগাগোড়া সবই পথ তাহা মাঠ। অথবা স° বর্ত্ম > বাট > মাঠ। অথবা স° প্রস্থ > পাঠ > মাঠ।

গোঠে—স° গোষ্ঠ > প্রা° গোট্‌ঠ। প্রঃ—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কাহিনী—স° কথানিকা > প্রা° কহানিআ > ও° কাহাণি, হি° কহাণী।

আন্ধার থানত কহ সরূপ কাহিনী। --শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

অবধিক আশ ভেল সব কাহিনা। - বিদ্যাপতি।

দোপাটা—স° দ্বি > দো ; স° পট্ট > পাটা, দুই পাটী বা ফালি কাপড় একত্র জোড়া।
হি° দোপাট্টা, ম° দুপেটা, ও° দোপাট্টা।

তুলী—তূলা ভরা থাকে যাতে—লেপ ; যাহা তুলিয়া গায়ের উপরে চাপা দিতে হয়—লেপ। প্রঃ—

উপরে চাঁদোয়া তলে খাটে শোভে তুলি। —কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

মেসোকে খবর দিলাম শুয়েছিল তুলে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

তদ্ অন্তঃ স্থাপয়েৎ খট্টাং কবিদন্তময়ীং শুভাম।

পট্টতূলীং তদ উপরি বাসয়েৎ পুরুষোত্তমম্।

—স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য ৩৯।৫৯, ৬০।

পড়ি—যাহা পাতা থাকে বা পড়িয়া থাকে—তোষক।

পাছড়ি—(১) স° প্রস্ফোট > পাছুড়, পাছড়, পাছড়া, পাছড়ি—প্রস্ফোটনস্তু স্যূর্পে স্যাৎ তাড়নে চ বিকাসনে।—মেদিনী। যাহা বিকাশিত করা বা ছড়ানো বিছানো যায় তাহা প্রস্ফোট, পাছড়ি। (২) স° পশ্চাৎ > প্রা পচ্ছা > বা° পাছ ; পাছ + ড়ি (তেলেগু প্রত্যয়) = পাছড়ি, হি° পিছৌড়া, ও পাছুড়ি—যাহা পিঠের দিকে পিছনে থাকে। (৩) স° প্রচ্ছদ, প্রাস্তার > পাছড়ি। (৪) স° পশ্চাদ্‌বর্ত্তী > হি° পাছাড়ী। কোনোরূপ উৎকৃষ্ট মূল্যবান্ উত্তরীয় বস্ত্র। প্রাচীনকালে বহু-প্রচলিত ছিল—

রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া।—কৃত্তিবাস।

পাটের পাছড়া পৃষ্ঠে ঘন উড়ে বায়।—শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

লোকের পিধন পাটের পাছড়া।—গোরক্ষবিজয়।

ঘিনে বান্দা নাহি পিন্দে পাটের পাছড়।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

আঙ্গিনায় পড়িয়াছে বাঙ্গা মার্জ্জার।

তার উপর পড়িয়াছে পাটের পাছুড়ি॥—কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়।

শীতের পরিত্রাণ—তুঃ—

তাম্বূলং তপনং তৈলং তূলা তন্বী তনূনপাৎ।

হেমন্তে যে ন সেবন্তে তে নরা বিধিবঞ্চিতাঃ॥—উদ্ভট।

বদলে—(আ°) পরিবর্ত্তে। প্রঃ—

আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবী।—কৃত্তিবাস, উত্তরাকাণ্ড।

এক বিলাইর বদলি বিয়াল্লিশ বিলাই হইয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান

ঘোসলা—স° কোষ > হি° খেস। খেস + লা—খেসতুল্য—খোসলা। বোধ হয় পাঠের ভুলে খোসলা ছাপা হইয়াছে।

উড়িতে—স° উর্ণু—আচ্ছাদনে; স° আবর—আচ্ছাদন। হি° উড়না, ওড়ণা, বা° উড়ানি = গায়ে দিবার উত্তরীয়। উড়িতে = গায়ে ঢাকা দিতে। প্রা° ওহারণ।

মাঘমাসে... ..নাহি শাক—শীতে সব শাক মরিয়া যায়।

জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ—বুকে হাঁটু দিয়া, রোদ পোহাইয়া, আগুন পোহাইয়া শীত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়। অনুপ্রাস অলঙ্কার।

২০২ পৃষ্ঠা

ফলে গুণে—ফাল্গুনে ছাপা হওয়া উচিত ছিল।

দ্বিগুণ শীত—মালদহ জেলায় প্রবাদ আছে—

ফাগুনে দ্বিগুণ জাড়।
চৈতে কাঁপায় হাড়॥

পাথরা—স° প্রস্তর > প্রা পত্থর > হি° পত্থর, বা পাথর। পাথরের পাত্র পাথরা।

যেন শোল কোসে—গ্রীষ্মে নিকটস্থ হওয়া যায় না। অথবা ফুল্লরা বলিতে চাহিতেছে যে তার স্বামী নিকটে থাকিয়াও দূরে থাকার সামিল—পুরুষত্বহীন, অতএব তুমি কিসের লোভে আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছ।

ফুল্লরার এই বারমাস্যা বাংলা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ; এর অনেক পংক্তি প্রবচনে পরিণত হইয়াছে। বারমাস্যা প্রাচীন কাব্যের এক অঙ্গ ছিল; মুকুন্দরামের পূর্ব্বে ও পরে বহু বারমাসী রচিত হইয়াছিল। ইহার সহিত মাধবাচার্য্যের বারমাসী তুলনায় (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ৩২২ পৃষ্ঠা)।

কালকেতুর নিকট ফুল্লরার নিবেদন
(২০২—২০৪ পৃষ্ঠা)

২০৩ পৃষ্ঠা

পাথ—স° পক্ষ > প্রা° পক্‌খ > পাথ। প্রঃ—

পাথিক পাথ মীনক পাণি জীবক জীবন হাম তুঁহু জানি।—বিদ্যাপতি

পিপিড়ার—সং পিপীল, পিপীলিকা। ও° পিপুড়া।

কিবা মৃত্যু হেতু .. পিপিড়ার—তুঃ—

পিপীলিকার পাখ দক্ষ মরিবারে উঠে।—শিবায়ন।
পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।—কৃত্তিবাস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।
পিপীলা পালক বাঁধে মরিবার তরে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

দে—সং দেহ। প্রঃ—

যে জন জানয়ে সে যদি না কহে কেমনে ধরিবে দে।—চণ্ডীদাস।
সে শিবকে সমর্পিবে সোনা পারা দে।—শিবায়ন।

কুরু—কুরুকুল।

হরি হইলা পাষাণ—তুলসীর শাপে কৃষ্ণ শালগ্রামশিলায় পরিণত হন—

তুলসী উবাচ—

হে নাথ তে দয়া নাস্তি পাষাণসদৃশস্য চ।
ছলেন ধর্মভঙ্গেন মম স্বামী ত্বয়া হতঃ
পাষাণহৃদয়স্ত্বঞ্চ দয়াহীনো যতো প্রভো
তস্মাৎ পাষাণসদৃশস্ত্বং ভবেহ হরে অধুনা

শ্রীভগবান্ উবাচ—

অহঞ্চ শৈলরূপী চ গণ্ডকীতীরসন্নিধৌ।
অধিষ্ঠানং করিষ্যামি ভারতে তব শাপতঃ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ১৯ অধ্যায়। স্কন্দপুরাণ দ্বারকাক্ষেত্রমাহাত্ম্য ৮ অধ্যায় ও নাগরখণ্ড ২৪৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শে—স্বিৎ>সিন, সেন>সে। স হি>সি>সে। নিশ্চয়।

চেয়াড—? চেঁচাড়ি, বাঁশের পাতলা চাঁছ।

তিন দিবসের চাঁদ—তৃতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় তন্বী সুন্দরী যুবতী। সুন্দর উপমা। ফারসীতে দ্বিতীয়ার চাঁদের সঙ্গে সুন্দরীর তুলনা করা হয়—বদর-ই-মুনির, রাজকৃষ্ণ রায়ের এক নাটক আছে—বেনজীর বদরে-মুনির। তুঃ

পদনখে নিন্দিয়াছে ইন্দু দ্বিতীয়ার।
—ভবানীশঙ্কর দাসের চণ্ডী।

সত্যবতী যুবতী নৌতুন চন্দ্রকলা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

২০৪ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

লা—সং লো, প্রা° হলা। নারীকে সম্বোধনে আহ্বানসূচক অব্যয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—ল।

পাটী—সং পট্ট, পট্টী—কাঠের তক্তা, যার উপর রাখিয়া মাংস কাটে ও বেচে। প্রঃ—

তামাকর পাটে বৈসএ বেসাতির হাট।—শূন্যপুরাণ।

তিমির ফেটেছে যেন তপন তরাসে—তপনের ভয়ে যেন অন্ধকার বিদীর্ণ হইয়াছে; সুন্দরী এমনি রূপবতী যে মনে হইল যেন অন্ধকার সরাইয়া সূর্য্যচ্ছবি প্রকাশিত হইতেছে। সুন্দর কবিত্বময় পদ।

চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উপদেশ (২০৫—২০৬ পৃষ্ঠা)

২০৫ পৃষ্ঠা

রাঢ়—বঙ্গদেশের আদিম নিবাসী কিরাত জাতি, যার নাম হইতে দেশের নাম হইয়াছে রাঢ়। স° রাটি=যুদ্ধ।—হেমচন্দ্র। স° রাঢ়া=শোভা।—মেদিনী। পরে রাঢ় দেশের নাম করা হইয়াছিল গঙ্গরাষ্ট্র (রাঢ়>রাষ্ট্র)। রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বলেন—রাঢ় এক জাতির নিন্দাবাচক নাম।

হাড়—স° অস্থি>প্রা° স° হড্ড>হি° হড্ডি, বা° হাড়।

আইয়াস—স° আয়াস=পরিশ্রম; ক্লান্তি।

ফুলরা জাইব সাথে—ব্যাধ কালকেতুর সাবধানতা অতি প্রশংসনীয়; সে চণ্ডীকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে একাকিনী যাইতে দিবে না; সে পুরুষ, সেও একা সঙ্গে যাইবে না; ফুল্লরা সঙ্গে যাইবে ও সে ধনুর্ব্বাণ লইয়া উভয়ের রক্ষক হইয়া যাইবে, এবং তাহাও "থাকিতে থাকিতে দিননাথ"—যেন লোকে নিন্দা করিবার কোনো অবসরই না পায়।

২০৬ পৃষ্ঠা

জেমন তিলকপানি . . . তিলক চন্দনে—জলের তিলক যেমন পরিতে না পরিতে মিলাইয়া যায় মিথ্যাও সেইরূপ; আর সত্য বাক্য চন্দনতিলকের মতন স্থায়ী সুগন্ধ সুন্দর। তু:—

কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে?
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে?—কাশীরাম দাস।

রজকের সুনী কথা—মূল রামায়ণে রজকের মুখে নিন্দার কথা নাই; পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড ৩১ অধ্যায়ে এবং সম্ভবতঃ পুরাণানুসারে তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণে আছে; তাহা হইতে কৃত্তিবাস প্রভৃতি এই উপাখ্যান বাংলা রামায়ণে গ্রহণ করিয়াছিলেন বোধ হয়।

দেবীর প্রতি কালকেতুর ক্রোধ (২০৭—২০৮ পৃষ্ঠা)

২০৭ পৃষ্ঠা

খণ্ড—খাণ্ডা বা খণ্ডা=খাঁড়া, খড়্গ, যাবা খাঁড়া লইয়া ফিরে ও খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অপহরণ করে তারা খণ্ড বা ডাকাত। ও° খট-অ।

কলিঙ্গরাজা বড়ই দুর্দ্দাব—(১) ব্যভিচারীর কঠিন শাস্তিবিধান করেন, (২) সুন্দরী যুবতীর সংবাদ পাইলে হরণ করেন।

ভানু সাক্ষি—সূর্য্য প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁকেই সাক্ষী করিল যে সে কিছু অন্যায় করিতেছে না।

২০৮ পৃষ্ঠা

চিত্র নিরিমাণ—চিত্রার্পিতবৎ নিস্পন্দ।

ছাড়িতে ছোড়িতে—ত্যাগ বা সন্ধান করিতে। স° ক্ষিপ্ত>প্রা° ছূট>ছুড, হি° ছোড়্না। স্ব+শিচ=সাবি>ছাড়ি।

নিস্বরে—স° নিঃসর।

ফাঁফর—স° প্রস্ফার। ফাঁপা শূন্যতার ভাব, হি° ফেফরী=স্তম্ভিত, উদ্‌ ফের=বিপাক। প্রঃ—

যমরাজা পড়িল ফাঁপরে।—শূন্যপুরাণ।
ফোফাই ফোফাই কান্দে যুগার ঝিয়াই।
তা দেখিয়া যাতনাথ উফরে ফাফর —গোরক্ষবিজয়।
লক্ষ্মণ এড়িয়া সব পলায় বানর।
দেখিয়া ত রঘুনাথ হইল ফাঁফর।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

দেবীর পরিচয় প্রদান (২০৮—২০৯ পৃষ্ঠা)

২০৮ পৃষ্ঠা

শ্রীগান্ধারী—শ্রীরাগ ছয় রাগের অন্যতম, শ্রীরাগের রাগিণী গান্ধারী, গান্ধারী রাগিণী সায়াহ্নে গেয়, গান্ধার দেশের সুর গান্ধারী।

আলু—উত্তম পুরুষের একবচনের বিভক্তি উ পরবর্ত্তীকালে উম আম এম হইয়াছে—এলুম এলাম এলেম।

বসা—সং বাসক > ওং বসা। প্রবাসীর বাসগৃহ, বাসা। প্রঃ—

ঘর বসা শত লিখে অবিরত

শুনে বীর মহাসুখে।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডী (১৬ শতাব্দী)।

২০৯ পৃষ্ঠা

আসীব—প্রথম পুরুষের একবচনে পূর্ব্বে অ বিভক্তি ছিল, পরে এ হইয়াছে—আসিবে।

পাত্যারা—সং প্রত্যয়। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে—পইতায় = প্রত্যয় করে। কৃত্তিবাসে —পাতিয়ান।

ধরিলা—ধরিলে।

মল্লার—মল্লার বর্ষাকালে গেয়, আনন্দের সুর। চণ্ডীর দয়া বর্ষণের সূচনা স্বরূপ মল্লার রাগের অবতারণা।

দুর্গা—দেবী দুর্গার পূজা সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ত্রেতার আগেরও প্রমাণ যোগাইয়াছে। এই পুরাণের মতে, স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য শরতে দুর্গার আরাধনা করিয়া ফল পাইয়াছিলেন। দেবীভাগবত আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলেন, ভারতে সুযজ্ঞ রাজা সর্ব্বপ্রথম দেবীর পূজা করেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমপাদে রাজা দনুজমর্দ্দন বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁর তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, তিনি অষ্টভুজা দুর্গামূর্ত্তি পূজা করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে দুর্গোৎসব-তত্ত্বও আছে; কাজেই রঘুনন্দনের সময়ে দুর্গোৎসব হইত। আকবরের চোপদার রাজা কংসনারায়ণ বাঙ্‌লার দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম বিখ্যাত টীকাকার কুল্লুকভট্ট, পিতামহের নাম উদয়নারায়ণ—রাজা গণেশের শ্যালক। ইনি এক মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন। বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুর-রাজাদের পুরোহিত। তাঁহাদের মধ্যে রমেশ শাস্ত্রী বাঙ্‌লা-বেহারের সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলিলেন—মহাযজ্ঞ চারিটি—বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ। একালে এ-সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব। তিনি তাঁহাকে দুর্গোৎসব করিবার ব্যবস্থা ও আদেশ দেন। আট নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মহাসমারোহে এই দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। রমেশ শাস্ত্রী দুর্গোৎসবপদ্ধতি লেখেন। এ পূজা হইল বাসন্তী পূজা। তার পর সাঁতোড়ের রাজা ও আরও অনেক লোকে দুর্গোৎসব প্রচলিত করেন। সেই পূজা আজও চলিয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশে প্রতিমা গড়িয়া পূজা হয়। বাঙ্‌লার বাহিরে কোন কোন দেশে শুধু নবপত্রিকার পূজা হয়। নেপালে নবপত্রিকা পূজা হয়।

ঋগ্বেদ (৩য় মণ্ডল, ২৭শ সূক্ত, ৯ম ঋক্) উপদেশ করিতেছেন—

ওঁ ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমাদধে।
দক্ষস্য পিতরং তনা ॥

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদি বা কুণ্ডের নাম যে "দক্ষ-তনয়া" ছিল, এইটি বোধ হয় তাহার একটি কারণ। যজ্ঞবেদিতে অগ্নি থাকিত বলিয়া, অথবা দক্ষ-তনয়া অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতেন বলিয়া লোকে বৈদিকযুগের শেষ দিকে ধারণা করিয়া লইল, দেবী দুর্গার পতি মহাদেব। মহাদেব অগ্নি ব্যতীত আর কেহ নন। কেন না, 'রুদ্র' শব্দে অগ্নি ও মহাদেব উভয়ই বুঝাইত। তা ছাড়া শতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নির পৌরাণিক আখ্যায়িকায় অষ্টমূর্তির নাম—রুদ্র, সর্ব্ব, পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, মহাদেব, ঈশান পাওয়া যায়। শিবের সহিত দক্ষ-কন্যা সতীর বিবাহ হইয়াছিল, সেই আখ্যায়িকার মূলে এই বৈদিক ব্যাপার অগ্নির সহিত বেদি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ এইটুকু বুঝাইবার জন্য বোধ হয় পুরাণে শিব-দুর্গার বিবাহ-ব্যাপার।

প্রাচীন ভারতে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন ঋষিরা অগ্নি প্রজ্বলিত না রাখিয়া তাহা নিবাইয়াই রাখিতেন। সে সময়ে তাঁহারা অগ্নির আরাধনার জন্য কোনই অনুষ্ঠান করিতেন না। তবে তাঁহারা সযত্নে বেদি রক্ষা করিতেন। ঋগ্বেদ (১।১৩৬।৩) উপদেশ করিতেছেন—

"জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়ৎ ক্ষিতিং স্বর্বতীম,'

"যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণলক্ষণা স্বর্গপ্রদায়িনী বেদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"

ঋষিরা এই বেদি বা কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া গভীর ধ্যাননিমগ্ন থাকিতেন। তার পর আবার যখন দেশের গতি ফিরিয়া গেল তখন তাঁহাদের অগ্নির নিকট হবিঃ প্রভৃতি দানের দরকার হইল। ঋষিরা কিন্তু পুনরায় অগ্নি প্রজ্বলিত না করিয়া কুণ্ডের উপর অর্থাৎ দক্ষকন্যা'র উপর পীতবর্ণের মূর্ত্তি স্থাপন করিতেন। এই মূর্ত্তিকে তাঁহারা অগ্নি বলিয়া বুঝিতেন এবং অগ্নির নামানুসারে ইহাকে "হব্যবাহনী" বলিতেন। ঋগ্বেদেও তাই (১০।১৮৮।৩) ঈরিত হইয়াছে—'যা রুচো জাতবেদসো দেবত্রা হব্যবাহনীঃ। তাভির্নো যজ্ঞমিন্বতু।" অগ্নির এই নাম হইবার কারণ, তিনি দেবতার হব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। এই মূর্ত্তিই আমাদের দুর্গা। কুণ্ডের দশদিক্ দুর্গার দশ হাত। কুণ্ডে ছোট ছোট কয়েকটি দেবতার সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। ইঁহাদের একজন যোদ্ধা, কুণ্ডকে রক্ষা করিয়া থাকেন, একজন যজ্ঞের সূচনা করিয়া দিয়া থাকেন, তাঁহার চারি হাত। একটি দেবী

যজ্ঞজ্ঞানদাত্রী, আর একজন যজ্ঞের জন্য অর্থাগমের সাহায্য করিয়া থাকেন। দুর্গার সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোট দেবতা থাকায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহা বৈদিক কুণ্ডের পূর্ণ স্বরূপ। মূর্ত্তিমান্ বেদজ্ঞান হইতেছেন সরস্বতী। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহাই লক্ষ্মী। যোদ্ধা কার্ত্তিকেয় যজ্ঞ রক্ষা করিতেন। আর গণেশ যজ্ঞের সূচনা করিয়া দেন, তাই তাঁর চার হাত। বৈদিক যজ্ঞের হোতা ঋত্বিক্ পুরোহিত ও যজমান, এই চারি হাত। দুর্গার পক্ষেও এগুলি ঠিক খাটে। এ ছাড়া আমরা পাই—

বিপাজসা পৃথুনা শোশুচানো বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমীবাঃ। ৩।১৫।১।

"তুমি বিস্তীর্ণ তেজ দ্বারা অত্যন্ত দীপ্তিমান্, তুমি শত্রুদিগকে এবং রোগরহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর।"

আমরা এইরূপে দেখিতে পাইতেছি যে বৈদিক মন্ত্রে অগ্নিদেবতার নিকট অসুরগণকে বধ করা হইতেছে।

দুর্গাই যে বৈদিক অগ্নি, তাহার আর-একটি প্রমাণ এই—

দুর্গা দেবীর অর্চ্চনাকালে আমরা সামবেদের এই মন্ত্র উচ্চারণ করি,—

"ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নি হোতা সংসি বর্হিষি।"

বৈদিক যুগের শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, 'দক্ষ-কন্যা' ক্রমশঃ 'উমা'তে পরিণত হইলেন, 'উমা' 'অম্বিকা'য় এবং 'অম্বিকা' 'দুর্গা'য় পরিণত হইলেন। এ সময় আর তিনি যজ্ঞবেদি রহিলেন না। যজ্ঞবেদি ও অগ্নির সম্মিলিত শক্তি স্ত্রী-দেবতারূপে পূজিত হইতে লাগিলেন।

শুক্ল যজুর্বেদ (৩।৫৭) [বাজসনেয়ী সংহিতা] বলিতেছেন—হে রুদ্র, এই তোমার হবির্ভাগ তুমি তোমার ভগিনী অম্বিকার সহিত আস্বাদন কর—'এষ তে রুদ্রভাগঃ স্বস্রা অম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা।' তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে আমরা দুর্গা মহাদেব কার্ত্তিক গণেশ নন্দীকে একসঙ্গে পাইয়াছি। এই সময় রুদ্র ও মহাদেব অভিন্ন হইয়াছেন। উমা অম্বিকা ও দুর্গা এক হইয়াছেন। মহাদেব রুদ্র তখন উমাপতি অম্বিকাপতি। তখন উমা কি অম্বিকা মহাদেবের ভগিনী নন। আমরা তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের উক্তিগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

১। পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। ১০ম প্রপাঠক। ১ম অনুবাক। ৫। তন্নো নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় মহাসেনায়

ধীমহি। তন্নো ষণ্মুখঃ প্রচোদয়াৎ। [১০।১।৬]

২। কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্তকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ। [১০।১।৭] নারায়ণোপনিষৎ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছে—"কাত্যায়নায়ৈঃ বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ।"

[সায়ণ ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, বেদে লিঙ্গব্যত্যয় হইয়া থাকে। তাই 'দুর্গা' বুঝাইতে 'দুর্গি'র প্রয়োগ হইয়াছে। 'দুর্গিঃ দুর্গালিঙ্গাদিব্যত্যয়ঃ সর্ব্বত্র ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ।']

৩। নমো হিরণ্যবাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরূপায় হিরণ্যপতয়ে হম্বিকাপতয় উমাপতয়ে নমো নমঃ। ১০।১৮।

বৃহদ্দেবতা বৈদিক দেবতার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইহাতে (২।৭৮,৭৯) আমরা দেখিতে পাই, অদিতি বাক্ সরস্বতী এবং দুর্গা অভিন্ন। আমরা যে দুর্গার পূজা করিয়া থাকি, তাঁহার বাহন সিংহ। দেবী বাক্ নিজেকে সিংহে পরিণত করেন এবং দেবতার বিশেষ সাধ্যসাধনায় তাঁহাদের নিকট গমন করেন। এই বাক্ ও সিংহ যে অভিন্ন, শাস্ত্রে (Shakti and Shakta by Sir John Woodroffe, pp. 456-457) তাহার প্রমাণ আছে। বাক্ এবং দুর্গা যে অভিন্ন, বৃহদ্দেবতা তাহার প্রমাণ। আমরা যতটুকু পাইলাম, তাহা হইতে দুর্গার সহিত সিংহের সংশ্রবের একটা কারণ স্থির করা যাইতে পারে। ঋগ্বিধানব্রাহ্মণে (৪।১৯) রাত্রি-সূক্ত বাচনের নির্দ্দেশ আছে। পূজাকালে স্থালিপাক যজ্ঞরাত্রির পূজা করিতে হয়। দেবী বাক্ ও যজ্ঞরাত্রি মূলতঃ এক হইলেও রূপতঃ বিভিন্ন। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (২।৪।৬।১০) উল্লেখ আছে যে, ইহারা কখন কখন সম্পূর্ণ অভিন্ন। রাত্রিসূক্ত ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের খিলসূক্তে (২৫) রাত্রিদেবীকে দুর্গা নামে অভিহিত করা হইয়াছে, আর এই সম্পূর্ণ মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১) স্থান পাইয়াছে। এই আরণ্যকে তিনি হব্যবাহন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া-ছেন; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দুর্গা হব্যবাহনী ও অগ্নি এই তিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। দুর্গা ও অগ্নি অভিন্ন বলিয়া দুর্গাকে জিহ্বাশালিনী বলা হইয়াছে। এই জিহ্বা সাতটি। তাহাদের নাম কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং শুচিস্মিতা। এই সপ্তজিহ্বা প্রকট করিয়া দুর্গা বলিগ্রহণ করেন, গৃহ্যসংগ্রহ (১।১৩।১৪) তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈদিক যুগে অনেকগুলি দেবতার পূজা হইত। সেই দেবতাগুলি বৈদিক যুগের শেষ দিকে দুর্গা নামে প্রচারিত ও পূজিত হয়। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বাজসনেয়ী-সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রভগিনী, তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে (১০।১৮) দুর্গা

রুদ্রপত্নী। এই আরণ্যকে (১০।১) আবার দুর্গাদেবীর আরাধনা আছে। সেইখানে তিনি বৈরোচনী। বিরোচন সূর্য্য বা অগ্নির নাম। অন্যত্র (১০।১।৭) যেখানে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সেখানে দুর্গার (দুর্গির) আরও দুইটি নাম আছে—একটি কাত্যায়নী, অপরটি কন্যকুমারী। কেনোপনিষদে (৩।২৫) পাওয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞা দেবী হিমবানের কন্যা উমা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১৮) রুদ্রকে উমাপতি বলা হইয়াছে। এই আরণ্যকে (১০।২৬।৩০) সরস্বতীকে বরদা মহাদেবী সন্ধ্যাবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পরে আবার এগুলিকে দুর্গাদেবীর গুণরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

বৈদিক যুগ হইতে পরযুগের সাহিত্য আলোচনা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগে দুর্গা-তত্ত্বের আরম্ভ হইয়া রামায়ণ-মহাভারত যুগে ইহা সম্পূর্ণ হয়।

(যমুনা, কার্ত্তিক ১৩৩০)

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

শক্তি শব্দের যৌগিক অর্থ ক্ষমতা বা সামর্থ্য।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"।—দেবীমাহাত্ম্য, চণ্ডী।

রাজাদের তিন প্রকার শক্তি—প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি। আবার শব্দের অর্থবোধানুকূল বৃত্তিবিশেষের নাম শক্তি। এই শব্দশক্তির জ্ঞান ব্যাকরণ উপমান অভিধান আপ্তবাক্য ও ব্যবহার দ্বারা উৎপন্ন হয়।

অথর্ববেদে ইন্দ্রের শক্তির (সামর্থ্যের) বিষয় উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (১।৩) দেবাত্মশক্তির উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদে (৫।৪৬।৭—৮) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১৩।১৩।১) আমরা দেবপত্নীর উল্লেখ পাই; কিন্তু তাঁহারা দেবশক্তি বলিয়া কুত্রাপি বর্ণিত হন নাই।

এই শক্তি ত্রিবিধা,—ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি।

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥"

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৪র্থ পটল।

ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞানশক্তি নামক শক্তিত্রয় বিদ্যমান আছে। তাহাদিগকে গৌরীশক্তি ব্রাহ্মীশক্তি ও বৈষ্ণবীশক্তি বলা যায়। জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম এই শক্তিত্রয়ের অতীত।

ইচ্ছা তু বিষ্ণবে দত্তা ক্রিয়াশক্তিস্তু ব্রহ্মণে।
মহ্যং দত্তা জ্ঞানশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী॥—যোগিনী তন্ত্র।

ইচ্ছাশক্তি বিষ্ণুকে প্রদত্ত হইয়াছে (বৈষ্ণবী); ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মাকে প্রদত্ত হইয়াছে (ব্রাহ্মী); আমাকে (শিবকে) জ্ঞানশক্তি (গৌরী) প্রদত্ত হইয়াছে —তাহা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।

এই ত্রিবিধ শক্তির মূল উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায় :—ঐতরেয়োপনিষৎ ১।১-২, এখানে ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ের বিকাশ দেখা যায়। ঐতরেয়োপনিষৎ ২।৩, এইখানে আত্মার জ্ঞানশক্তির বিষয় বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষৎ ২।২৩।১, ৬।২।৩, তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ব্রহ্মানন্দবল্লী ১।৬।৭, প্রশ্নোপনিষৎ ৬।৩, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।১।২৭, ১।৪।১০,১।৪।১৭ দ্রষ্টব্য।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮২ (১-৪) ও ১২৯ সূক্ত পাঠ করিলে ঐ ক্রিয়াশক্তির ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ ঋগ্বেদে 'শাক্ত' শব্দের উল্লেখ আছে—"বাচং শাক্তস্যেব বদতি শিক্ষমাণঃ" (৭।১০৩।৫)। সায়ণ বলেন 'শাক্ত' মানে শক্তিমান্ শিক্ষক।

ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকায় (১৫) প্রকৃতিকে কারণশক্তি বা শক্তি বলা হইয়াছে। আমরা ব্রহ্মসূত্র আলোচনা করিলেও শক্তির আভাস দেখিতে পাই (১।৪।৩)।

পঞ্চদশী, ভূতবিবেক ৪২—৪৪, বলেন—এই জগতের আদিকারণ সৎস্বরূপ পরমব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন সত্তাশূন্য পরমাত্মার শক্তিবিশেষকেই মায়া বলিয়া থাকে। যেমন অগ্নির দাহাদি কার্য্য দৃষ্টে তাহার দাহিকা-শক্তির অনুমান হয়, সেইরূপ জগতের কার্য্য দর্শন করিয়া সেই জগৎপতি পরমাত্মার শক্তির অনুমান হইয়া থাকে। কার্য্যদর্শন না করিলে কখন কোনও পদার্থের শক্তি বোধগম্য হইতে পারে না। সেই জগৎপতির যে আকাশাদি কার্য্যজননশক্তি তাহাই মায়া। সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার শক্তিরূপিণী মায়াকে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না। কারণ, আপনি আপনার শক্তি এ-কথা নিতান্ত অযুক্ত। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে—এই নিমিত্ত দাহিকাশক্তিকে কখনই অগ্নি বলা যায় না, সেই প্রকার পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা মায়াকে কখনও পরমাত্মা বলা যায় না। তাহা হইলে শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি? শূন্য সেই শক্তির স্বরূপ এ-কথা বলিতে পার না, যেহেতু শূন্য সেই শক্তির কার্য্যস্বরূপ বলিয়াছি। সুতরাং মায়াকে সৎ হইতে পৃথক্ এবং শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তিস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে শক্তিতত্ত্ব এইরূপ লেখা আছে—

অপ্রমেয়স্য শাক্তস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
সৌখ্যচিন্মাত্ররূপস্য সর্ব্বস্থানাকৃতেরপি॥

ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা কালসত্তা তথৈব চ।
তথা নিয়তিসত্তা চ মহাসত্তা চ সুব্রত ॥
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ কর্ত্তৃতাকর্ত্তৃতাপি চ।
ইত্যাদিকানাং শক্তীনামন্তো নাস্তি শিবাত্মনঃ ॥

অপ্রমেয় শক্তিযুক্ত শুভময় সৌখ্যচিন্মাত্রস্বরূপ আকৃতিবিহীন হইলেও তাহার ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা কালসত্তা নিয়তিসত্তার ক্রমশঃ বিকাশ হয়। ইচ্ছাসত্তাদির অনুগতা সত্তা মহাসত্তা। পরমাত্মার জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি শক্তি আছে। শিবাত্মা হইতে পৃথক্ সত্তা নাই।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের নির্ব্বাণ-প্রকরণের উত্তর ভাগ ৮১ সর্গে লিখিত আছে—

তাহার পর দেখিলাম সেই মহাকাশে বিশাল-দেহ রুদ্রদেব মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। * * * * * দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর হইতে ছায়ার ন্যায় এক মূর্ত্তি নৃত্য করিতে করিতে নির্গত হইল। প্রথমে সেই মূর্ত্তিটি ছায়া ধারণা হওয়াতে মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। * * * * তাহার পর ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম—ছায়া নহে; একটি ত্রিলোচনা রমণীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। সেই রমণী কৃষ্ণবর্ণা কৃশা, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শিরা পরিব্যাপ্ত, তাঁহার বিশাল দেহ জীর্ণ; তাঁহার বদন-মণ্ডল হইতে সতত বহ্নিজ্বালা নির্গত হইতেছিল, তিনি বাসন্ত বনরাজির ন্যায় পুষ্পপল্লবরমণীয় শেখর ধারণ করিয়া ছিলেন। * * * * * তিনি এত কৃশা যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে অসমর্থা; এইজন্য যেন বিধাতা সুদীর্ঘ শিরারূপ রজ্জু দ্বারা তাঁহার পতনোন্মুখ বিশীর্ণ দেহ একত্র গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি এত দীর্ঘ লম্বমান যে তাঁহার মস্তক ও চরণ-নখ দেখিবার জন্য আমাকে একবার অতি ঊর্দ্ধে, একবার অতি নিম্নে গমনাগমন করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার মস্তক হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ কেবল শিরা ও অন্ত্রতন্ত্রী দ্বারা গ্রথিত। খদির প্রভৃতি কণ্টকবল্লীর ন্যায় মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত শরীর সূত্র দ্বারা বিজড়িত। সূর্য্যাদি দেবের ও দানবগণের বিবিধবর্ণের মস্তক-কমলমালা দ্বারা মালা গ্রন্থন করিয়া সেই মালা তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল বায়ু-সন্ধুক্ষিত উজ্জ্বলশিখাসম্পন্ন বহ্নির সংযোগে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার লম্বমান কর্ণে সর্প ঝুলিতেছিল; নরমুণ্ড দ্বারা তিনি কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ বিশাল স্তনদ্বয় বিশুষ্ক দীর্ঘ অলাবুর মত লম্বমান উরু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার খট্বাঙ্গমণ্ডলে

কার্ত্তিকেয়ের ময়ূরপুচ্ছে ও ব্রহ্মার কেশজালে বিশোভিত ইন্দ্রাদি দেবগণের মস্তক ঝুলিতেছিল। তাঁহার দন্তপংক্তিরূপ চন্দ্রশ্রেণী হইতে নির্ম্মলকিরণপুঞ্জ বিনিঃসৃত হইতেছিল; তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন অন্ধকার-সাগরের একটা ঊর্দ্ধরেখা উঠিয়াছে। * * * * * দেখিলাম তিনি কখনও একবাহু, কখনও বহুবাহু হইতেছেন। কখনও অনন্ত বিশালবাহু উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার বাহুসমূহের উৎক্ষেপণে এই জগৎরূপ নৃত্যমণ্ডল কাঁপিয়া উঠিতেছে। কখনও তিনি একমুখী, কখনও বহুমুখী, কখনও মুখবিহীনা হইতেছেন, কখনও বা অনন্ত ভয়ঙ্কর মুখ দেখাইতেছেন। কখনও এক পদে অবস্থান করিতেছেন, কখনও বহুপদা, কখনও বা অনন্তপদা, কখনও বা একেবারে পদশূন্যা হইতেছেন। এই-সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আমি তাঁহাকে কালরাত্রি বলিয়া অনুমান করিলাম। সাধুগণ ইহাঁকেই ভগবতী কালী বলিয়া থাকেন।

নির্ব্বাণ-প্রকরণ, উত্তরভাগ, ৮৪ সর্গে—রাম কহিলেন, হে মুনিবর। ভগবতী কালী নৃত্য করেন কি নিমিত্ত? আর তিনি শূর্প ফাল কুদ্দাল মুষলাদির মাল্য ধারণ করেন কেন? বশিষ্ঠ কহিলেন—সেই ভৈরব যাঁহাকে চিদাকাশ শিব বলিয়া বলিলাম তাঁহার যে মনোময়ী স্পন্দশক্তি তাঁহাকেই তুমি মায়া বা কালী বলিয়া জানিও। ঐ মায়া তাঁহা হইতে অভিন্ন। ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তি জীবার্থাদের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় জীবচৈতন্য নামে সৃষ্টির প্রকৃতি বা মূল কারণ বলিয়া 'প্রকৃতি' নামে দৃশ্যাভাসে অনুভূতি উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারের সম্পাদন করিয়া 'ক্রিয়া' নামে অভিহিত হন। ঐ মায়া বড়বাগ্নিজ্বালার ন্যায় দহ্যমান আদিত্যমণ্ডলতাপে শুষ্ক হইয়া যান বলিয়া 'শুষ্কা' নামে অভিহিত হন। উৎপলবর্গ অপেক্ষাও প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বলিয়া তিনি 'চণ্ডিকা' নামে অভিহিত হন। একমাত্র জয়ের অধিষ্ঠান বলিয়া ইহাঁর নাম 'জয়া'। সর্ব্বসিদ্ধির আশ্রম বলিয়া ইহাঁর নাম 'সিদ্ধা'। সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম 'বিজয়া, জয়ন্তী, জয়া'। বলে ইহাঁকে কেহ পরাজিত করিতে পারে না বলিয়া ইহাঁর নাম 'অপরাজিতা'। ইহাঁর মহিমা কেহ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া ইহাঁর নাম 'দুর্গা'। প্রণবের সারাংশশক্তিও ইনি, এইজন্য ইহাঁর নাম 'উমা' (উ, ম, অ =ওঁ)। নামজপকারীদিগের পরমার্থস্বরূপ বলিয়া ইহাঁর নাম 'গায়ত্রী'; সর্ব্বজগৎ প্রসব করেন বলিয়া ইহাঁর নাম 'সাবিত্রী'। স্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইহাঁ হইতে প্রবাহিত বলিয়া ইহাঁর নাম 'সরস্বতী'। ইনি গৌরাঙ্গী বলিয়া ইহাঁর নাম 'গৌরী'; যখন শিবশরীরের অনুষঙ্গিণী হন তখনই গৌরী নামে অভিহিত হন। মস্তকের ভূষণবিন্দুরূপ ইন্দুকলা বলিয়াও

ইহাঁর নাম 'উমা'। উক্ত কাল ও কালী আকাশস্বরূপা বলিয়া উহাঁদের বর্ণ কৃষ্ণ।

উক্ত নির্ব্বাণ-প্রকরণের পূর্ব্বভাগে অষ্টাদশ সর্গে হরের আলয় অষ্টমাতৃকার আবাসস্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টমাতৃকা যথা:—জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা, রক্তা, অলম্বুষা ও উৎপলা।

যজুর্বেদেও "অম্বিকা" দেবীর নাম আছে; তিনি তথায় রুদ্রের ভগিনী। কেনোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাকে উমা হৈমবতী বলা হইয়াছে। উমা ব্রহ্মবিদ্যা হইতে কালে ব্রহ্মশক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে মহেশ্বরকে মায়ী বলা হইয়াছে। দেব্যুপনিষদে মহাদেবী ব্রহ্মস্বরূপিণী, প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ, শূন্য ও অশূন্য, আনন্দ ও অনানন্দ, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, ব্রহ্মা ও অব্রহ্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বহ্বৃচোপনিষদে দেবী সর্ব্বাগ্রে একমাত্র ছিলেন এবং তিনিই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদপরিশিষ্টের রাত্রি-পরিশিষ্টে দুর্গা দেবীর স্তোত্র পাওয়া যায়।

কৈবল্যোপনিষৎ—

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৭॥

এখানে শিবকে 'উমা'-সহায় বলা হইল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নবম ও অষ্টাদশ অনুবাকে দুর্গা ও অম্বিকা বা উমার উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্গা অগ্নির সহিত অভিন্ন; তাঁহার কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, শুচিস্মিতা নামে সপ্তজিহ্বা (গৃহ্যসংগ্রহ ১।৩।১৪; মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।৪)।

পাণিনির ব্যাকরণে (৪।১।৪১,৪৯) ইন্দ্রাণী বরুণানী শর্বাণী রুদ্রাণী মৃড়ানী পদ পাওয়া যায়। এই-সকলের মধ্যে ইন্দ্রাণী ও বরুণানী শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।

মহাভারতের বিরাট্পর্বে কথিত আছে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কথিত আছে অর্জ্জুন দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ-রচনাকালে ও ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-রচনাকালে দেবপত্নীগণ দেবগণের সহিত যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইতেন। উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যাকেই বলিত, কিন্তু অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ক্রমশঃ পরব্রহ্মের শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল এবং উমা মহেশ্বরের পত্নী ও মায়াশক্তি স্বরূপে উপাসিত হইলেন। সাংখ্য-মতাবলম্বী ও অদ্বৈতবাদীগণও পরব্রহ্মের এই শক্তি স্বীকার করিলেন। মহাভারত-রচনাকালে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরীতে দুর্গার মন্দির স্থাপিত

হইয়া তাঁহার পূজা হইত। নগরে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া অগ্নিপুরাণে ১০৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। "কারণ দেবালয়শূন্য নগর গ্রাম দুর্গ ও গৃহাদি পিশাচাদি কর্তৃক ভুক্ত ও রোগাদি দ্বারা অভিভূত হইতে পারে" (১৬-১৭)। মহাভারতেও দুর্গাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হইয়াছে। উত্তরকালে পরিচিত অনেক নামও মহাভারতে পাওয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ রচনার সময়ে শক্তিরূপিণী দুর্গাদেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিবের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও পত্নীর কল্পনা যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাও পাইলাম।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।২৯০-২৯১—

বিনায়কস্য জননীমুপতিষ্ঠেৎ ততোঽম্বিকাম্।
দূর্বাসর্ষপপুষ্পাণাং দত্ত্বার্ঘ্যং পূর্ণমঞ্জলিম্॥
রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥

অনন্তর বিনায়কজননী অম্বিকাকে দূর্বা সর্ষপ-পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য ও পূর্ণাঞ্জলি প্রদান করিয়া মূলের কথিত মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা করিবে। কাত্যায়ন-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে মাতৃগণকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবার বিষয় উল্লেখ আছে। বিষ্ণু-সংহিতার ষট্পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে দুর্গাসাবিত্রীর দ্বারা পূত হইবার উল্লেখ আছে। এই দুর্গা-সাবিত্রী তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছেন। কাত্যায়ন্যৈ বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।—তৈত্তিরীয় আরণ্যক নবম অনুবাক। নারায়ণোপনিষৎ-মতেও এইরূপ।

ললিতবিস্তরের চতুর্বিংশ অধ্যায় পাঠ করিলে চারিদিকে চারি শ্রেণীর অষ্ট শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গরুড়-পুরাণের পূর্ব্ব খণ্ডে (অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে) দুর্গাদেবী অষ্টাবিংশতিভুজা অষ্টাদশভুজা দ্বাদশভুজা অষ্টভুজা এবং চতুর্ভুজা রূপে পূজিত হইবার উল্লেখ আছে। নবম্যাদি তিথিতে তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ব্রহ্মাণী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী ইন্দ্রাণী চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা এই অষ্টশক্তি এবং তাঁহাদের অসিতাঙ্গাদি ভৈরবের পূজাবিধানও আছে (চতুর্বিংশ অধ্যায়)। কুব্জিকা-পূজারও বিধান আছে (ষড়্বিংশ অধ্যায়)। ত্রিপুরা ও জ্বালামুখীর পূজাবিধান আছে (২০৪ অধ্যায়)।

অগ্নিপুরাণে (অষ্টনবতিতম অধ্যায়ে) গৌরী দেবীর প্রতিষ্ঠার প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। এবং উমাপূজার বিবরণ ৩২৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সঙ্কট হইতে তারণ করেন বলিয়া দুর্গা নাম হইয়াছে (৩২৩ অধ্যায়)। তিনি বেদগর্ভা,

অম্বিকা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ক্ষেমঙ্করী, বহুভুজা নামে প্রসিদ্ধা (১২ অধ্যায়)। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দেবী গৌরীর পূজা করিবে। ইহার নাম গৌরীনবমী ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে কন্যাতে সূর্য্য ও চন্দ্র মূলা-নক্ষত্রে সংক্রম হইলে তাহার নাম অঘার্দ্দনা নবমী। তৎকালে চণ্ডা, প্রচণ্ডা, রুদ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা, উগ্রচণ্ডা ও মহিষমর্দ্দিনীর পূজা করিবে; ইত্যাদি (১৮৫ অধ্যায়)। জয়ার্থী হইয়া আশ্বিন মাসের শুক্লা-অষ্টমীতে পটে ভদ্রকালীর মূর্ত্তি লিখিয়া এবং আয়ুধকার্ম্মুকাদিশস্ত্র ও ধ্বজাছত্র-চামরাদি যাবতীয় রাজচিহ্ন স্থাপন করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে। রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া বলি-প্রদান করিয়া পরদিবস পুনরায় পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে—হে ভদ্রকালি! মহাকালি! দুর্গে! দুর্গতিহারিণি! ত্রৈলোক্য-বিজয়ে! চণ্ডি! মাতঃ! প্রসন্ন হইয়া আমার শান্তি ও যশোবিধান করুন (২৬৮ অধ্যায়)।

শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

(মাধবী, আশ্বিন ১৩৩০)

মহিষমর্দ্দিনী-রূপ-ধারণ (২০৯—২১১ পৃষ্ঠা)

২০৯ পৃষ্ঠা

মহিষমর্দ্দিনী—স্বয়ং মহাদেব রম্ভ অসুরের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া মহিষাসুর রূপে জন্ম-গ্রহণ করেন ও দেবগণকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রত্ব অধিকার করেন। দেবগণের শরীর-নির্গত তেজ সম্মিলিত হইয়া নারীমূর্ত্তি ধরিয়া হুঙ্কার করেন। সেই বিকট শব্দে বিরক্ত হইয়া মহিষাসুর মহাদেবীকে আক্রমণ করেন ও পরাস্ত নিহত হন। ইহা দ্বাপর যুগে ঘটে।—কালিকা ৬১, মার্কণ্ডেয়, বরাহ ৯৪, বামন ১৭, স্কন্দ প্রভাসখণ্ডে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য ৭।৩৭, অর্ব্বুদখণ্ডে ৩৬ অধ্যায়।

অষ্টম নায়িকা—দুর্গাশক্তি, দুর্গার সঙ্গে পূজ্যা; নাম—

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
অতিচণ্ডা চ চামুণ্ডা চণ্ডা চণ্ডবতী তথা ॥—কালিকাপুরাণ।

অষ্টমাতৃকার নাম—জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা, রক্তা, অলম্বুষা, ও উৎপলা।—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, নির্ব্বাণ প্রকরণ, পূর্ব্বভাগ ১৮ সর্গ।

২১০ পৃষ্ঠা

প্রহরণ—দেবীর আবির্ভাবের পর প্রত্যেক দেবতা দেবীকে নিজ নিজ প্রহরণ দান করেন।

শীত শর—নিশিত বা তীক্ষ্ণ শর। সং শো (তীক্ষ্ণ করা) + ক্ত = শিত (তীক্ষ্ণ)।

কলধৌত—স্বর্ণ।

দশভুজা—মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভগবতী সহস্রভুজা; গরুড়পুরাণে ৩৮ অধ্যায়ে ভুজ-সংখ্যা ২৮ হইতে ৪ পর্য্যন্ত; হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ১৭৮ অধ্যায়ে দেবী অষ্টাদশ-ভুজা; বৃহন্-নন্দিকেশ্বর ও কালিকাপুরাণে দেবী দশভুজা—

ইতি বৃত্তং পুরাকল্পে মনোঃ স্বায়ম্ভুবে ঽন্তরে।
প্রাদুর্ভূতা দশভুজা দেবী দেবহিতায় বৈ ॥—কালিকাপুরাণ ৬০।৭৯।
মৃণালায়তসংস্পর্শ-দশবাহু সমন্বিতাম্ ॥—কালিকাপুরাণ ৫৯।১৪।

জলধিসুতা—লক্ষ্মী, সমুদ্রমন্থনে সমুদ্র হইতে উৎপন্না।—স্কন্দপুরাণ অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য ৪৪, নাগরখণ্ড ২১০।

অনম্র—সং আনম = আনত।

কন্দরে—সং কন্ধরে = স্কন্ধে।

চণ্ডীর রূপ—দুর্গার রূপকল্পনা বহু শাস্ত্রে আছে—

জটাজুট-সমাযুক্তাং অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্ ॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥
সুচারুদশনাম্ তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্ ॥
মৃণালায়তসংস্পর্শ-দশবাহু-সমন্বিতাম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদ্ অধঃ ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশম্ অঙ্কুশম্ এব চ ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্ মহিষং তদ্বদ্ বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্ দানবং খড়্গপাণিনম্ ॥
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদ্-অন্ত্র-বিভূষিতম্ ॥

রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীভীষণাননম্॥
সপাশ-বামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধির-বক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্।
কিঞ্চিদ্ ঊর্দ্ধং তথা বামম্ অঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্ রূপম্ অমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ॥
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥
অষ্টাভিঃ শক্তিভিষ্টভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।
চিন্তয়েজ্ জগতাং-ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্॥
—কালিকা ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ।

বামে সিদ্ধিঃ শ্রিয়া যাম্যে সাবিত্রী চৈব পশ্চিমে।
পৃষ্ঠ-কর্ণদ্বয়ে কার্য্যা ভগবতী সরস্বতী॥
ঈশানে তু গণেশস্ স্যাৎ কুমারশ্ চাগ্নিকোণকে।
মধ্যে গৌরী প্রতিষ্ঠাপ্যা সর্ব্বাভরণভূষিতা॥
গৌর্য্যা আয়তনে স্পষ্টা অষ্টা স্যুর্ দ্বারপালিকা।
—রূপমণ্ডন।

জয়া বামে স্থিতা বিদ্যা, বিজয়া চাপি দক্ষিণে।
বামে চ কার্ত্তিকং দেবং, দক্ষে গণপতিস্ তথা॥
যা নিত্যাপ্রকৃতির্ নিত্যা দুর্গায়া দক্ষিণে স্থিতা।
শারদা সরস্বতী নিত্যা বামভাগে সদা স্থিতা॥
—কালীবিলাসতন্ত্র।

প্রাণতোষিণী তন্ত্রেও এইরূপ সম্মিলিত-দেবদেবী পূজার ব্যবস্থা আছে।

২১১ পৃষ্ঠা

সঞ্জোগ বিজোগ—সংযোগ বিয়োগ।

সিদ্ধা—যাহারা অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১২৭ ও ১৩১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

ও চরণে—সং অদস্ > প্রাং অহ > উহা > সংক্ষেপে ও।

২১১—২১৩ অতিরিক্ত পাঠ—

২১১ পৃষ্ঠা

অভিধান—নামাবলী।

চামুণ্ডা—চণ্ড ও মুণ্ড অসুরদ্বয়ের ছিন্নমুণ্ড গ্রহণে নাম চামুণ্ডা।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

১। হত্বা রুরুং মহাদৈত্যং ব্রহ্মবিষ্ণুভয়ঙ্করম।
তস্য প্রবৃত্ত বৈ চর্ম্ম মুণ্ডং বামকরে তথা।
গৃহীত্বা নির্গতা ভূমা সা চামুণ্ডা ততঃ স্মৃতা।

২। চণ্ডং বীভৎসম ইত্যাহুর মুণ্ডং ব্রহ্মশিরো মতম্।
স্বামী-মুণ্ডং মতঞ্চান্যৈর্ ধারণাৎ কবন্ধাচ্ চ বা।
চামুণ্ডা কীর্ত্তিতা দেবৈর মাতৃণাং প্রবরা তু সা॥

রুরুদৈত্যের চর্ম্ম ও মুণ্ড, ব্রহ্মশির, স্বামীমুণ্ড ধারণ করিয়া এবং বীভৎস বলিয়া মাতৃগণের শ্রেষ্ঠা দেবী চামুণ্ডা নামে খ্যাত।—দেবীপুরাণ, ৩৭ অধ্যায়।

চর্চ্চিকা—ভক্তগণের দ্বারা চর্চ্চিতা ও চর্চ্চন-যোগ্যা দেবী।

চক্রিণী—দেবীর দশ প্রহরণের এক অস্ত্র চক্র, সেই হেতু নাম—চক্রধারিণী, অথবা, চক্রী বিষ্ণুর শক্তি চক্রিণী।

চণ্ডিকা—অতিকোপনা।

চণ্ডবতী—ক্রোধযুক্তা।

মহামায়া—আদিশক্তি জগতৎকারণ যিনি বহুরূপ হইয়া বস্তুরূপে প্রতিভাত হন।

মহামায়া-প্রভাবেণ সংসার-স্থিতি-কারিণঃ।
যত্র নাস্তি মহামায়া তন্ন কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে॥

শুভা—শুভকারিণী, শুভঙ্করী।

ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী—ইন্দ্রের ও ব্রহ্মার শক্তি।

বৈষ্ণবীঞ্চ ব্রহ্মাণীঞ্চ রৌদ্রীং মাহেশ্বরীং তথা।
সর্ব্বশক্তি-স্বরূপাঞ্চ প্রধানাং সর্ব্বমঙ্গলাম্॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ১৮ অধ্যায়।

ইন্দ্রজননী বলিয়া ইন্দ্রাণী এবং ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্মজননী বলিয়া ব্রহ্মাণী।
—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

ঐশ্বর্য্যং পরমং যস্য বশেচৈব সুরাসুরাঃ।
ইদি পরমৈশ্বর্য্যে চ ইন্দ্রাণী তেন সা শিবা॥
—দেবীপুরাণ, ৩৭ অধ্যায়।

নরসিংহবাহিনী—নরসিংহের শক্তি, যিনি নরসিংহকে চালনা করেন—নারসিংহী।

কুমারী—দুর্গা কন্যাকুমারী অবিবাহিতা দেবী ছিলেন; পরে যখন তাঁকে শিবের পত্নীরূপে কল্পনা করা হইল তখন কুমারী নামের অর্থ হইল—কু (কুৎসিত) মার (মদন) যাঁহার দ্বারা (শিব) তিনি কুমার; কুমারের স্ত্রী কুমারী।

অসুর বধের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে শ্বেত-পীত-নীল-বর্ণা কুমারী উৎপন্ন হন।—বরাহপুরাণ ৯০ অধ্যায়। কুমার হইতে কৌমারী শক্তি আবির্ভূতা হন।—স্কন্দপুরাণ অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য ৩৭ অধ্যায়। এই টীকার ১৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

> কুমার-রূপধারী চ কুমার-জননী তথা॥
> কুমার-রিপু-হন্ত্রী চ কৌমারী তেন সা স্মৃতা॥
>
> —দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে কন্যকুমারী দেবীর গায়ত্রী আছে।

শক্তিরূপিণী—সর্ব্ব শক্তির বীজস্বরূপিণী আধাররূপিণী।

জয়ঙ্করী—জয়দাত্রী।

জয়া—মহিষাসুরের বধের সময় দেবগণ জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন বলিয়া নাম জয়া। সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করেন বলিয়া ইঁহার নাম বিজয়া, জয়ন্তী জয়া।—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, নির্ব্বাণ প্রকরণ উত্তর ভাগ ৮৪ সর্গ।

শঙ্করী—শম (কল্যাণ) করেন যিনি।—দেবীপুরাণ, ৩৭ অধ্যায়।

অভয়া—ভয়বিনাশিনী।

বেদবতী—বেদ (জ্ঞান) আছে যাঁর, জ্ঞানময়ী; সাবিত্রী বা সরস্বতী-রূপিণী।

নারায়ণী—নার (জল) অয়ন (আশ্রয়) যাঁর সেই নারায়ণের শক্তিস্বরূপা; বিষ্ণুর প্রলয়নিদ্রার সময় যিনি কেবল জাগ্রত ছিলেন।—কালিকাপুরাণ।

> জলায়না নরা গৌর্য্যা সমুদ্রশয়নাথবা।
> নারায়ণী সমাখ্যাতা নরনারীপ্রকুর্ব্বতা॥
>
> —দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণরূপী নারায়ণ বলিতেছেন—

> সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বেষাং জননী পরা।
> মম তুল্যা চ মন্-মায়া তেন নারায়ণী স্মৃতা॥
>
> —ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গণেশখণ্ড ৭ অধ্যায়।

২১২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

কালী—অগ্নির সপ্তজিহ্বার প্রথম।—গৃহ্যসংগ্রহ ১।৩।১৪; মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।৪। শুম্ভনিশুম্ভ বধের সময় চণ্ড অসুরকে বধ করিবার জন্য অম্বিকার ললাট হইতে এক কৃষ্ণবর্ণ দেবী উৎপন্ন হন; তিনি রক্তবীজকেও বধ করেন।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ। কালিকা পুরাণ উত্তরতন্ত্র ৬১ অধ্যায়। হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ১৭৮ অধ্যায়। পার্ব্বতী রাত্রির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আগে কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন, পরে গৌরী হন। —মৎস্যপুরাণ, ১৫৭ অধ্যায়; বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ; পদ্মপুরাণ। রাত্রি-দেবীই দুর্গা কালী।—ঋগ্বেদ খিলসূক্ত ২৫। এই টীকার ৮১, ৮২, ১৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কালী দক্ষাপমানেন সর্ব্বশত্রুনিবর্হণী।
কমলা কালসংখ্যা বা কালী দেবেষু গীয়তে॥
—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বিক্রমৈর গুণৈঃ।
কৃষ্ণভাবনয়া শশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ১ম অধ্যায়।

অসুর বধের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে শ্বেত-পীত-নীল-বর্ণা কুমারী উৎপন্ন হন।—বরাহপুরাণ ৯০ অধ্যায়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ নির্ব্বাণ-প্রকরণ উত্তর ভাগ ৮১, ৮৪ সর্গ।

কপালিনী—মুণ্ডমালাবিভূষিতা (কালিকাপুরাণ উত্তর তন্ত্র ৬০ অধ্যায়)। হস্তে নর-কপাল-ধারিণী—কপাল-কর্ত্তৃকা করাম্।—সিদ্ধেশ্বর তন্ত্র।

কপালং ব্রহ্মকং জাতং করে ধারয়তে সদা।
কপালী তেন সা প্রোক্তা পালনাদ্ বা কপালিনী॥
—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

কৌশিকী—কুশিকস্য কুলে জাতা।—মহাভারত।
ভগবানের শরীরকোষ হইতে উৎপন্না—ত্বৎ-কোশ-সম্ভবা চেয়ং কৌশিকী।
—বামনপুরাণ ৫৪।২৫।

কালিকা তপস্যা করিয়া নিজের কৃষ্ণত্বক উন্মোচন করিয়া কোষ বা খোলস ছাড়িয়া গৌরী হন; এজন্য তাঁর নাম কৌশিকী বা কৌষিকী।—মৎস্যপুরাণ ১৫৭ অধ্যায়। শুম্ভনিশুম্ভ হইতে ভীত দেবগণের স্তবে পার্ব্বতীর শরীর-কোষ হইতে

এক দেবী উৎপন্ন হন, তিনিই কৌষিকী।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮৬৷৪০৷৪১।
কালিকাপুরাণ উত্তরতন্ত্র ৬০ অধ্যায়।

কৌশেয়-ধারণাৎ কৌশিকী।—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

মালিনী—মাল্যবিভূষিতা।

বৈষ্ণবী—বিষ্ণুর শক্তি আদ্যাপ্রকৃতি বিভক্ত হইয়া হন দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী রাধা ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি। দুর্গা-প্রকৃতি যিনি তিনিই বিষ্ণুমায়া—

গণেশমাতা দুর্গা যা শিবরূপা শিবপ্রিয়া।
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী॥—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ১ অধ্যায়।

বিষ্ণু যখন শেষ-শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন তখন মহামায়া তাঁকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিলেন ও মধুকৈটভ বধে বিষ্ণুকে সাহায্য করিয়াছিলেন।—কালিকাপুরাণ।

অসুর বধের জন্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে শ্বেত-পীত-নীল-বর্ণা কুমারী উৎপন্না হন।—বরাহপুরাণ ৯০ অধ্যায়।

বৈষ্ণবী রূপে দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন।—পদ্মপুরাণ।

শিববনিতা—মৎস্যপুরাণে এই নামটি আছে।

গৌরী—জ্বলৎকনকগৌরাঙ্গী।—কালিকাপুরাণ।

যোগাগ্নিনা তু যা দগ্ধা পুনর্ জাতা হিমালয়ে।
পূর্ণসূর্যেন্দুবর্ণাভা অতো গৌরীতি সা স্মৃতা॥—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।
ভিন্নাঞ্জননিভা কৃষ্ণা সাভূৎ গৌরী ক্ষণাদপি।
—কালিকাপুরাণ উত্তর তন্ত্র ৬০ অধ্যায়।

শাকম্ভরী—শকদিগের দেবতা। উদ্ভিজ্জপোষিণী কৃষি-দেবতা।

শতবার্ষিকী অনাবৃষ্টিতে জগৎ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইলে দেবী বলিয়াছিলেন—

ততোঽহম্ অখিলং লোকম্ আত্মদেহ-সমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈর্ আবৃষ্টে প্রাণধারকৈঃ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গম্ আখ্যং মহাসুরম্॥
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৯১ অধ্যায়।

গঙ্গা—গঙ্গা আদ্যাপ্রকৃতির অংশ—

প্রধানাংশস্বরূপা যা গঙ্গা ভুবনপাবনী।
বিষ্ণুবিগ্রহ-সম্ভূতা হররূপা সনাতনী॥
—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ১ অধ্যায়।

দাক্ষায়ণী সতী দেহত্যাগ করিয়া হিমালয় ও মেনকার যুগল কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেন—

শ্রুত্বা শিবস্য নিন্দাং বৈ তনুং তত্যাজ সুন্দরী।
ত্যক্ত্বা দেহং দ্বিধা ভূত্বা গঙ্গোমা চ নগাত্মজে॥
—বৃহদ্ধর্মপুরাণ মধ্যখণ্ড ৩ অধ্যায় ৭ শ্লোক।

গাং গমা গমনাদ্ গঙ্গা লোকে দেবী বিভাব্যতে।
—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

সুরেশ্বরী—সুরগণের বা সুরলোকের ঈশ্বরী।

আদ্যাদেবী-সুতা—দক্ষের পত্নী প্রসূতি আদিদেবী, তার কন্যা সতী।

গোমতী—গোদিগের অধীশ্বরী।

সতী—নিত্যা সত্যস্বরূপা বলিয়া নাম সতী।

জয়ন্তী—যিনি জয়যুক্তা ও জয়দাত্রী।—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ নির্বাণপ্রকরণ উত্তরভাগ ৮৪ সর্গ।

ভয়ঙ্করী ভীমা—

পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানমমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমা-দেবীতি বিখ্যাতং তন্ মে নাম ভবিষ্যতি॥
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৯১ অধ্যায়।

উগ্রচণ্ডা—মহিষাসুর বধের সময় অত্যুগ্র মূর্ত্তি ধারণ করাতে এই নাম।

বামা—সুন্দরী, সুখদা; বিরুদ্ধচারিণী, বিরুদ্ধাচারিণী।

বামং বিরুদ্ধরূপস্তু বিপরীতস্তু গীয়তে।
বামেন সুখদা দেবা বামা তেন মতা বুধৈঃ॥—দেবীপুরাণ ৪৫ অধ্যায়।
যজ্ঞভাগং স্বয়ং ধত্তে সা বামা তু প্রকীর্ত্তিতা।—কালিকাপুরাণ ৭৭।

মহাতেজা—অতিতেজশালিনী।

যমুনা—দুর্গার এক নাম ও রূপ—

সঙ্গমাদ্ গমনাদ্ গঙ্গা লোকে দেবী বিভাব্যতে।
যমস্য ভগিনী জাতা যমুনা তেন সা মতা॥—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

যোগিনী—ভগবানের সহিত যোগযুক্তা।

যশোদা-নন্দিনী—যোগমায়া, যিনি পরে অংশা একানংশা বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি নামে পরিচিতা হন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৯১।৩৮।

যোগনিদ্রা—বিষ্ণুর শেষশয্যায় যিনি নিদ্রারূপিণী মহামায়া।

মৃড়ানি—মৃড় (হৃষ্ট) করেন যিনি তিনি বা তাঁর স্ত্রী।

অম্বিকা—জননীস্বরূপিণী।

কালিকা—

ভিন্নাঞ্জননিভা কৃষ্ণা সাভূৎ গৌরী ক্ষণাদ্ অপি।
কালিকাখ্যাভবৎ সাপি হিমাচল-কৃতাশ্রয়া॥
—কালিকাপুরাণ উত্তর তন্ত্র ৬০ অধ্যায়।

শরীরকোষাদ্ যৎ তস্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে॥
তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচল-কৃতাশ্রয়া॥
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮৫।৪০, ৪১।

কার্ত্তিকী—কার্ত্তিকেয়ের শক্তি ষষ্ঠী।

কামরূপিণী—ইচ্ছাময়ী, যিনি ইচ্ছা মাত্র যে-কোনো রূপ ধরিতে পারেন।

খগেশ্বরী—খগ অর্থাৎ দেবগণের ঈশ্বরী। বৌদ্ধ দেবতা ধর্ম্মের এক নাম খগাননা।

জলেশ্বরী—বরুণের শক্তিরূপা, অথবা জগতের জলময় অবস্থায় যিনি বিদ্যমান ছিলেন।

জয়ধৃতি—জয়ধারিণী।

তপস্বিনী—শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য অথবা কালারূপ ত্যাগ করিয়া গৌরী হইবার জন্য যিনি তপস্যা করিয়াছিলেন।

যক্ষী—কুবেরের শক্তি।

নিত্যপুটা—দেবীর এক নাম ত্রিপুটা—হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ত্রিবীজা, এবং তিনি নিত্যা।

ত্রিনেত্রা—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যাঁর দর্শনগোচর।

ত্রিপুরা—নাভিদেশে মণিপুর (ব্রহ্মগ্রন্থি), হৃদয়ে অনাহত (বিষ্ণুগ্রন্থি), ও ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র (রুদ্রগ্রন্থি)—এই ত্রিচক্রস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডলের নাম ত্রিপুর।
—তান্ত্রিক অভিধান।

সেই ত্রিপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রিপুরা। অথবা যাঁর শক্তিতে শিব দৈত্যদের ত্রিপুর ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।—স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ৪৭।২৪, ২৫।

দ্বারবাসিনী—গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বারে যাঁর বাস।

পিঙ্গলা—পিঙ্গল বা হরিদ্রাবর্ণা।

মোহিনী—মহামায়া।

সাবিত্রী—সর্ব্বলোকপ্রসবিত্রী ; সবিতার শক্তি ; সরস্বতী।

সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্ত্যতে।
যতস্ তদ্ দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ॥
বেদপ্রসবনাচ্ চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

—বহ্নিপুরাণ ব্রহ্মণ্-প্রশংসা নাম অধ্যায়।

সর্ব্বজগৎ প্রসব করেন বলিয়া সাবিত্রী।—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, নির্ব্বাণ প্রকরণ উত্তর খণ্ড ৮৪ সর্গ।

ভাবশুদ্ধ-স্বরূপা তু সাবিত্রী তেন সা স্মৃতা।—দেবীপুরাণ ৪৪ অধ্যায়।

তিনি উপাস্যা বলিয়া সাবিত্রী।—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

ঘোররূপিণী—মহামেঘপ্রভা ঘোরবর্ণা।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

২১৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ক্ষমা—সর্ব্বভূতে যাঁর ক্ষমা ও সর্ব্বভূতের অন্তরে যিনি ক্ষমারূপিণী।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তি-রূপেণ সংস্থিতা।—মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৮। ২০।

সরস্বতী—স্বরদায়িনা, জ্যোতির্ময়ী—

বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী যা দেবী সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা সর্ব্বা সা দুর্গা দুর্গনাশিনী।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গণেশখণ্ড ৪০ অধ্যায়।

স্বরাঃ স্বরগণাঃ স্থাং জ্ঞেয়া সপ্তস্বরাত্মিকা।
অতি প্রাপণদানে বা তেন দেবী সরস্বতী॥—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

স্বর্গ মোক্ষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইহা হইতে প্রবাহিত বলিয়া ইঁহার নাম সরস্বতী।—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ নির্ব্বাণ প্রকরণ, উত্তর ভাগ ৮৪ সর্গ।

কামাখ্যা—

কামার্থম্ আগতা যস্মান্ ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহো গতা॥
কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে।

—কালিকাপুরাণ ৬১ অধ্যায়।

কিরাতী—কিরাত জাতির পূজিতা দেবী।—কালিকাপুরাণ।

চণ্ডমুণ্ডা—চণ্ড ও মুণ্ড অসুরদ্বয়কে যিনি বধ করেন।

ত্রপা—যিনি জীবের লজ্জারূপিণী।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।—

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৮৫।২২।

শর্ব্বাণী—শর্ব্ব (বধকারী) যিনি তাঁর পত্নী অথবা বধকারিণী।

সহস্রাক্ষী—সহস্রলোচন ইন্দ্রের শক্তি।

"হে নারায়ণি, তুমি ঐন্দ্রী শক্তিরূপে কিরীটোদ্ভাসিত-মৌলী ও সহস্র-নয়ন-শোভিতা হইয়া মহাবজ্র ধারণ পূর্ব্বক বৃত্রাসুরের প্রাণ সংহার করিয়াছিলে, তোমাকে নমস্কার।" মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী স্তোত্র, ৯১ অধ্যায়। বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

অপর্ণা—শঙ্করকে পতিলাভের জন্য তপস্যার সময় যিনি পর্ণ আহার পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন।—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

নাগাঙ্গী—নাগ অঙ্গে যাঁর। দুর্গা নাগ জাতির কুলদেবতা ছিলেন।

প্রত্যঙ্গী—প্রত্যঙ্গিরা দেবী—দুর্গার মূর্ত্তিভেদে নামান্তর।—তন্ত্র।

নীলাঙ্গী—নীলবর্ণা কালী, নীলসরস্বতী তারা।—তন্ত্র।

ঘণ্টেশ্বরী—ঘণ্টা প্রহরণ যাঁর।

ভৈরব-ভামিনী—ভৈরব (ভীষণ) যিনি (শিব), তাঁর পত্নী।

নগেন্দ্র-নন্দিনী—পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা।

মুরুজা—স° মুরজ=মৃদঙ্গ।

মন্দিরা—মন্দিরাকৃতি বাদ্যযন্ত্র।

দণ্ডী—দণ্ড-বাদিত আনদ্ধ যন্ত্র।

স্থল-নল-দল—নল=কমল (রাজনির্ঘণ্ট)। স্থলকমলের দল।

ভ্রমরশিশু—রোমাবলী দেখিতে যেন ভ্রমর সদৃশ। উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করা হইলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।

চণ্ডীর শত নামের তালিকায় পুনরুক্তি করিয়াও শত সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই। চণ্ডীর শতনামের মাহাত্ম্য—

যত্রৈতল্ লিখিতং তিষ্ঠেৎ, পূজ্যতে দেবসন্নিধৌ।
ন তত্র শোকো দৌর্গত্যং কদাচিদপি জায়তে॥—মৎস্যপুরাণ।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৮৪ ও ৯১ অধ্যায়) দেবীস্তোত্রে বহু নাম ও মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। নামভেদে মূর্ত্তিভেদের কল্পনা সুপ্রভেদাগম তন্ত্রে, রূপমণ্ডনে, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-পুরাণে ও গোপীনাথ রাও প্রণীত Elements of Hindu Iconography নামক উৎকৃষ্ট পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

দেবীর দশভুজা রূপ ধারণ প্রসঙ্গটি মানিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে দুর্গার লাউসেনের সম্মুখে মোহিনীরূপ ত্যাগ করিয়া দশভুজামূর্ত্তি ধারণের অনুকরণ।—

সেন কন বর যদি দেবে সর্ব্বজয়া।
সন্দেহ ভঞ্জন কর স্বমূর্ত্তি দেখায়া॥
বিনয় সেনের বাক্য শুনিয়া বিরজা।
তেজিয়া মোহনী মূর্ত্তি হল দশভুজা॥
দক্ষিণ চরণ দিয়া সিংহের উপর।
দাণ্ডালেন দীপ্ত করে দিশ্ দিগম্বর॥
কিঞ্চিদর্দ্ধ বামাঙ্গুষ্ঠ মহিষ উপরে।
অষ্টদিগে অষ্ট শক্তি অষ্ট শোভা করে॥
ইত্যাদি। ৫১ পৃষ্ঠা।

কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি (২১২—২১৬ পৃষ্ঠা)

২১২ পৃষ্ঠা

ধুলী পড়ি—ধূলিতে পড়িয়া।

২১৩ পৃষ্ঠা

সারিতে—গোপন করিতে, নিবারণ করিতে, সামলাইতে, সম্বরণ করিতে।

ঘুম-আবেশে কভু চমকি উঠয়ে ধনি
পুন ঘুমত পুন সারি।—গোবিন্দদাস।

বিপ্র সর্ব্ব দেখি খর্ব্ব ভাজ্য বস্ত্র সারিছে।—ভারতচন্দ্র।

বাঁকা—সং বক্র > স বঙ্ক (মেদিনী) > বাঁকা। পরে স' বনক ধাতু কৌটিল্যে, বক্রতায়।

প্রঃ—মুরলী সরল হয়ে বাঁকার মুখেতে রয়ে শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
—চণ্ডীদাস।

২১৪ পৃষ্ঠা

বাছা—সং বৎস > প্রাং বচ্ছ > বাছা। প্রঃ—

সাহস করিয়া বাছা ডিঙ্গালে সাগর।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ওরে বাছা ধূমকেতু মা-বাপের পুণ্য হেতু
ছেড়ে দেহ মোরে বান্ধি লহ চোরে।—ভারতচন্দ্র।

লহ—স° লভ বা নী ধাতু > বা° ল ধাতু ; হ অনুজ্ঞার হি বিভক্তির অবশেষ। পরে এই হ হইয়াছে ও—লহ = লও, যাহ = যাও, করহ = করো, বলহ = বলো, ইত্যাদি।

সিকা ভার—স° শিক্য = দড়িতে বোনা ঝোলা, ভার বহিবার সাধন ; ভার = বাঁক, যে বংশদণ্ডের দুধারে শিকা ঝুলাইয়া ভার বহন করা হয়। প্রঃ—

সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল দুয়ি শিকিআ।
তলত গাথিল তার দুগুটি বেগুয়া॥
বাঁহুক যোড়িআঁ গেলা যমুনার পারে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
সিকিয়া বাকুয়ে দিবে দুইটা জলর হাড়ি।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

খীর ননী ছেনা চাঁছি উভু করি শিকা-গাছি
যতনে তুলিয়া রাখি তাতে।—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

কোদালী—স° কুঠার ; দ্রবিড় কোদাল, কোদালি ; > পরবর্ত্তী স° কুদাল, কুদ্দাল।

খনতা—স° খনিত্র, খননাস্ত্র। প্রঃ—

বাম দিগে কাচস্তি পরশুর তিধার খন্তা।—শূন্যপুরাণ।

আদি সে কুয়া—আমি সে কুয়া ?

চেএাড়ে— ? বাঁশ-চেরা চেঁচারীতে

দাড়িম্ব-তরু—শক্তিপূজায় নবপত্রিকার অন্যতম, শক্তিপ্রিয় বৃক্ষ।

লাগি—স° লগ ধাতু সংলগ্ন হওয়া, যুক্ত হওয়া ; তাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া, সমীপবর্ত্তিতা লাভ করা, হাতে ধরিতে পারা।

বনে বনে উকটিয়া তোর লাগি না পাইয়া।—জ্ঞানদাস।
তত্ত্ব করি ত্রিপুরা বুড়ার পাইল লাগ।—শিবায়ন।
এক কলাবতী লাগি পায়ল, ধরল মাধব-চীর।—পদরসসার।

ঘড়া—স° ঘট, ঘটী। প্রঃ—

বাইশ ঘড়া পানী দিনে ভরেন রামাই।—চৈতন্যচরিতামৃত।
ঘড়া ঘড়া চন্দন ঢালিয়া দিল বুকে।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।
সাতজনে মাথায় করিল সাত ঘড়া।—মাণিক গাঙ্গুলি।

পিছে—স° পশ্চাৎ > প্রা° পচ্ছা > পাছ, পাছা, পাছু, পিছ, পিছন।

ডেড়ি ভার—দেড়া ভাড়, অসম ভার, বাঁকের একদিকে বেশী ও অন্য দিকে কম ভার। ডেরি—স° দ্ব্যর্দ্ধ > প্রা° দিঅড্‌ঢ > দিয়াড় > দেড়, ডেড়, ডেড়ি। ১৫৮ পৃষ্ঠার ডেরি শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

যুগতি—স° যুক্তি > যুকতি > যুগতি।

[ফুটনোট—বাপকালি ধন=পৈতৃক সম্পত্তি।]

খুনে—খনন করিয়া।

পূজিবে মঙ্গলবারে—দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডী, কাজেই ধ্বনি-সাম্যে পূজার ব্যবস্থা মঙ্গলবারে। মঙ্গলচণ্ডীর প্রথম পূজকদের সকলের নাম মঙ্গল—শিব (মঙ্গল), মঙ্গল গ্রহ, মঙ্গল নৃপ, ইত্যাদি।—

প্রথমে পূজিতা দেবী শিবেন সর্ব্বমঙ্গলা।
দ্বিতীয়ে পূজিতা দেবী মঙ্গলেন গ্রহেণ চ
তৃতীয়ে পূজিতা ভদ্রে মঙ্গলেন নৃপেণ চ।
চতুর্থে মঙ্গলে বারে সুন্দরীভিশ্চ পূজিতা
পূজ্যা মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদেবতে।
পূজ্যা মঙ্গল-ভূপস্য মনুবংশস্য সন্ততম্‌
পূজ্যায়াং বিশ্বান্তে চণ্ডী মঙ্গলোঽপি মহাস্থতঃ।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও দেবীভাগবত।

আযা জাত—স আজ্য=যাগযজ্ঞাদি-সাধন ঘৃত দধি দুগ্ধ ইত্যাদি উপকরণ। সং যাত্রা (উৎসব)>জাত। চণ্ডীপূজার উপকরণ—

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্চ বলিভির্বিবিধৈর অপি।
পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্যৈর ভক্ত্যা নানাবিধৈর মুনে
ছাগৈর মেষৈশ্চ মহিষৈর গণ্ডৈর মায়াভিভিস তথা।
বস্ত্রালঙ্কার-মাল্যৈশ্চ পায়সৈঃ পিষ্টকৈর অপি
মধুভিশ্চ সুধাভিশ্চ পক্বৈর নানাবিধৈর ফলৈঃ।
সঙ্গীতৈর নর্ত্তনৈর বাদ্যৈর উৎসবৈঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনৈঃ

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ৪৪ অধ্যায়।

গুজরাট—এই গুজরাট ভারতের পশ্চিম সীমান্তের সমুদ্রতীরবর্ত্তী গুর্জ্জর রাষ্ট্র নহে। ইহা কলিঙ্গ দেশের একাংশ, খুব সম্ভব গুর্জ্জর প্রতীহারগণ এই দেশ জয় করিয়া নিজেদের নামের ছাপ এদেশে রাখিয়া গিয়াছিল। ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয় বৎসরাজ কান্যকুব্জ এবং গৌড়-বঙ্গ অধিকার করেন (শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস")। ধর্ম্মপূজাবিধানে দিক্‌ডাকের মধ্যে গুজরাট নাম আছে। এবং

সন্ধিশিলাপুর রেখে পাইল সরঙ্গ।
উত্তরে রহিল গ্রাম গুজরাট আপাঙ্গ ॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

চোয়াড়—রাঢের আদিম অন্-আর্য্য জাতি—চৌহান? রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বলেন—চোয়াড় এক জাতির নিন্দাবাচক নাম। দস্যুকে চোয়াড় বলিত। চুরি+আড় (দক্ষ, রত অর্থে বাং আড় প্রত্যয়)=চুআড়।—প্রবাসী ১৩৩০ অগ্রহায়ণ ২৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরস—সং স্পর্শ। প্রঃ—

গন্ধ-পরস'র জইসেঁ। তইসেঁ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী।—বিদ্যাপতি।

পুরধা—সং পুরোধা=পুরোহিত।

নিচোত্তম পালে হয় ধন—

ধনৈর নিষ্কুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি

ধনৈর আপদং মানবা নিস্তরন্তি।

ধনেভ্যঃ পরো বান্ধবো নাস্তি লোকে

ধনান্যর্জ্জযধ্বং ধনান্যর্জ্জয়ধ্বম্॥—উদ্ভট।

কুলহীন কেবল কুলীন হয় ধনে।

আপদ উদ্ধার হয় ধনের অর্জ্জনে॥

ধনে হতে ধর্ম্ম ভাই ধনে হতে ঝাকা।

দ্বাদশ মোহর লও দুই শত টাকা॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

মৃচ্ছকটিক নাটকে দারিদ্র্যের ও ধন-মাহাত্ম্যের যথেষ্ট বর্ণনা আছে।

২১৬ পৃষ্ঠা

ভাঙ্গাতে—বদল করিতে, বিনিময়ে মুদ্রা ও অন্য বস্তু লইতে। প্রঃ—

নগরের লোক লয়্যা ভঙ্গিত করে তঙ্কা।

—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডী (১৬ শতাব্দী)।

দিবা পালা সমাপ্ত, নিশি আরম্ভ—মঙ্গল গান আট দিন ধরিয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দুবার করিয়া ষোল পালায় সমাপ্ত হইত।

পালা—সং পালি=গানের বিষয়, পর্য্যায়। সং পর্য্যায়>প্রাং পল্লাঅ>পালা।

বণিক্ সহ কালকেতুর কথোপকথন (২১৬—২২১ পৃষ্ঠা)

অতিরিক্ত পাঠ ২১৬ পৃষ্ঠা

বাণ্যা—সং বণিক্>প্রাং বণিঅ>হিং বাণিআ, বাং বেনে।

সমূল্য—সমান মূল্য, উপযুক্ত মূল্য।

বিহান—স° বিভান, বিভাত > হি° বিহান। স ব্যহ্ন > বিহান। প্রঃ—

থাকী সঅল বিহাণ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

সোপ কবিআ উঠিলেন গোসাঞি পত্তুস বিহানে।—শূন্যপুবাণ

বিহান আইলাঙে এথাঁ বেলা আপাব।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

গোঙাই সকল নিশি আয়ল বিহান।—গোবিন্দদাস।

মূল পাঠ ২১৬ পৃষ্ঠা

সুদ্বন্নীল—?

জোঁখা—স° জুষ ধাতু পবিতর্কণ > ও° হি° ম জোখ ধাতু = তৌল, মাপ। প্রঃ—

কাটিআ ছিড়িআ মাপিআ জখিআ

সত হাথে হইল পোতা।—শূন্যপুবাণ।

কত কথা কৈলে তাব লেখা জোখা নাহ।—লোচনদাস।

ষাড়া—স° স্বর > সার > সাড়া। স সংজ্ঞা > সাড়া।

বুড়ি—স° বোড়ী, বৌদ্ধগান ও দোহাকোষে বোড়ী।

২১৭ পৃষ্ঠা

পোতদাব—ফা° ফোতেদাব। মুদ্রাপবীক্ষক, ধনবক্ষক, ব্যাঙ্কাব।

শকাল—স° সকাল—উপযক্ত কাল, প্রভাত, শঘ।

সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সভাবে।—বলবামদাস।

খাতক—স° খাদক—যাবা ঋণ খাইয়া আছে, কর্জ্জ ধাবে যাবা। প্রঃ—

থত বৈল তুয়া হাতে খাতক হৈল নন্দসুতে

শোধ দিব তুয়া গুণ গায়্যা।—বামানন্দ বসু।

পাড়া—স° পাটকঃ গ্রামার্দ্ধে।—হেমচন্দ্র। পাটকঃ কটকাম্বুবে।—মেদিনী।

গুণবান্ পুরুষ প্রবেশে সেই পাড়া।—শিবায়ন।

সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া।

অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া॥—অন্নদামঙ্গল।

হাল বাকি—(আ°) বর্ত্তমান ও অতীতেব দেনা। প্রঃ—

বকেয়া বিস্তব বাকী বেবাক না পাই।—ঘনবাম।

কাবকুন কাগজ বুঝে বাকী ওয়াশাল।—মাণিক গাঙ্গুলি।

হালখানাএ খাজনা দিল দেড় বুড়ি কড়ি।—ময়নামতীর গান।

জোহাড়—স° জয়কার = নমস্কার। প্রঃ—

জোহার জানায় যেয়ে ভূপতির পায়।—ঘনরাম।

হেনকালে ডিঙ্গা-চোর করিলা যোহার।—মাণিক গাঙ্গুলি।

খড়কি—স° খড়ক্কী; জৈন প্রা° খিড়ক্কি = গুপ্ত দ্বার, পাছ দরজা।

খিরকির দুয়ার দিয়া প্রণাম যোগায়।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

থলী—স° স্থালী, স্থলী। প্রঃ—

কহে চণ্ডীদাস যাও চলি যথা ধরমের থলী আছে।—চণ্ডীদাস।

হুড়পী—স° সম্পুট (?); ম° হুড়পা = সিন্দুক। প্রঃ—

নতশির যেন ধীর হুড়পীর সাপ।—ভারতচন্দ্র।

[সাপড়ি—স° সম্পুট হইতে; সাপ রাখিবার পেড়ী; সর্পাকৃতি পেড়ী—গোল পেড়া, যার ডালা খুলিলে সাপের ফণা ধরার মতন দেখায়।

উড়িআ গোড়িআ কুলপা চিরণী বিচিত্র সাঁপুড়া।

—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।]

তরাজু—(ফা°) তুলাদণ্ড, দাড়িপাল্লা। প্রঃ—

কারে দেন গুটী গুটী, কারে দেন মুটী মুটী,

দরিদ্রকে ধন দেন তরাজু ধরিআ।—শূন্যপুরাণ।

চারি পর—চারি প্রহর।

২১৮ পৃষ্ঠা

মূল—মূল্য। প্রঃ—

নাসা-মূলে দোলে কত মূলের মুকুতা।—জ্ঞানদাস।

চড়ায়্যা—স° চর ধাতু চলা; তাহা হইতে আরোহণ অর্থ।

পড়্যান—স° প্রতিমান = বাটপারা, ওজনের দ্রব্য।

কাঠি—স° কাষ্ঠ > প্রা° কাট্‌ঠ > কাঠ; ছোট কাঠ—কাঠি। এখানে কাচি হইবে—চ পড়িতে ঠ পড়া হইয়াছে—স° কাঞ্চা = কুঁচ, গুঞ্জা।

রতি—এক কুঁচ ওজনে এক রতি।

ধান—৪ ধানে ১ রতি।

ষোল রতি দুই ধান—৪ রতিতে ১ আনা হিসাবে—আট আনা আধ রতি ওজন।

পয়ার

গণ্ডা—স° গণ্ডক = ৪ কড়া। পাঁচ গণ্ডায় ১ বুড়ি বা পয়সা।

দর—? মূল্য। স° আদর, ফা° কদর > হি° দর ?

য়েকুনে—স° একপিণ্ড=একত্র।—রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এক+ঊন=একুন নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাতে মোট সাকল্য অর্থ কেমন করিয়া হইতে পারে?

একুনে হইলে আজি একুসি বচ্ছর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বট—(স°) কড়ি। প্রঃ—

বটের ভিখারী হও, বহুমূল্য নিতে চাও।—চণ্ডীদাস।

সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটী দান দিতে।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ছটাকেতে পঞ্চ বট শুভঙ্করে কয়।—শুভঙ্কর।

কি ছার কমলের ফল বটেক না করি।—বলরাম দাস।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও বটেক=এক বট।

সদা—ফা° সওদা=ক্রয় বিক্রয়।

লেনাদেনা—(হি°) পাওনা ও দেনা, লওয়া ও দেওয়া।

শেয়ানা—স° সজ্ঞান>হি সয়ানা, ও সিয়ানা। চালাক, ধূর্ত্ত।

সখিগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।—বিদ্যাপতি।

২১৯ পৃষ্ঠা

ঝগড়া স° ঝঞ্ঝা>ঝড়>ঝগড়া। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে—ঝকড়-ভঙ্গিনী কালী, ঝকড়-বিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ঝগড়।

অতিরিক্ত (২১৯—২২০ পৃষ্ঠা)

সিন্দুক—আ° সন্দুক, ম° হি ও সন্দক।

সিন্দুক সহিতে গেছে দুই শত টাকা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বলদ—স বলীবর্দ্দ। প্রঃ

বলদ বিআএল, গবিআ বাঝে। বৌদ্ধগান ও দোহা।

মুকুন্দ মাধব ইত্যাদি—বৈশ্যদের সকলের বৈষ্ণব নাম—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ফুরাণ—স° পূরণ।

হাজার—স° সহস্র>আরবি হজরর>ফা হাজার।

ঘোড়া সহ যার ষাটি হাজার সোদর।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

ভিড়িয়া—স° মিল>মিড়>ভিড়। বহু একত্র মিলিয়া।

পঁছছিল—স° প্র+অঞ্চ ধাতু গতি। ও পহুঞ্চ, হি° পহুঁচ, পহোঁচ, ম° পোহঁচ।

ছালা—স° ছল্লী (ছালে নির্ম্মিত)>ছালা, স স্থালী>থলী, হি° থৈলী>ছালা। প্রঃ—

তামলীর ভেসে গেল তামুকের ছালা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

উমানিয়া—সং উন্মান=মাপিয়া, তৌল করিয়া।

আড়ি—সং আঢক। আঢক দ্বারা উন্মান করিয়া।

ভাড়া—সং ভাটক। প্রঃ—

তাহা যদি কাটা গেল ফুরাইল ভাড়া।—কাশীরাম দাস।

খুঞে—সং খন ধাতু।

গুণে—সং গণন।

১২০ পৃষ্ঠা

খুনে— ? কুন্‌কে, কুনিকা ?

হার—মাপিবার পাত্র।

টাকা—স টঙ্ক, তঙ্কা। ফা তন্‌খা।

সায়—স সায়=শেষ, উদ্দু সহি>সায=সম্মতি, স্বীকার। প্রঃ—

রবিবার দিন লোকে সাও দিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

নাদিয়া—স লড (উৎক্ষেপণ), ই Load, অস ই ম লাদ, ও লদ ধাতু ভার চাপানো।

কালকেতুর দ্রব্যাদি ক্রয় (২২১—২২৪ পৃষ্ঠা)

২২১ পৃষ্ঠা

সুভগা শ্রী—কালকেতুর সৌভাগ্য উদয় ও শ্রী লাভের ব্যাপার সুভগা রাগিণী ও শ্রী রাগে গীত হইতেছে।

পাট—সং পট্ট, পট=ছালা, থলে। প্রঃ—

আতব তণ্ডুল যব আসে পাটি পাটি।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড।

পাটপাট ভেসে গেল পোদ্দারের কড়ি।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

শতেক—প্রায় এক শত।

যোগায়—সং যোগ—যুক্ত করা। যোগায়—যুক্ত করে, অর্থাৎ আনিয়া উপস্থিত করে, দ্যায়।

পাণ—সং পর্ণ>প্রা পণ্ণ>পাণ।

বিয়নী—সং ব্যজনী,-বীজনী। মালদহ জেলায় পাখাকে বলে ব্যানা। প্রঃ—

গোসাঞি দিলেন তবে বিউনীর বায়।

জত ছিল ছার পাস উড়িআত জায়॥—শূন্যপুরাণ।

বিশ্বকর্ম্মে পান দিল বেহুলা নাচনী।
আমারে গড়িয়ে দিবে লক্ষের বিয়নি।—কেতকাদাসের মনসামঙ্গল।

বিচয়ে—স° ব্যজ, বীজ>বিচ ধাতু। ব্যজন করে, পাখার বাতাস করে। প্রঃ—
তালের বিণিঞঁ রাধাকে বিচ কাহ্ন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

আন—স° অন্য।
বসে—স° বিশ ধাতু—উপবেশন করে।
তুলিচা— ? গালিচা।
দ্বত—ফা° দওয়াত=মসীপাত্র। প্রঃ—

লয়্যা মসী দত কাএতের সুত
বীরের নগর লিখে।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডী।

দোয়াত খত কলম যোগাইল আনিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কায়স্থ—কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মা বলিতেছেন—

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থ সংজ্ঞকঃ।—ভবিষ্যপুরাণ।
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতির উচ্যতে —পদ্মপুরাণ।
ক্ষত-শব্দেন কায়ং স্যাৎ ইয়েতি স্থিতিবাচকঃ।
ততঃ ক্ষত্রিয়শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে
অসিনা রক্ষণং রাজ্যং মস্যাদ স্থাপনায় চ।
উভৌ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মৌ চ ভূমৌ খ্যাতো ময়া কিল।—বৃহদ্ব্রহ্মখণ্ড।

অথবা—কায়েন তিষ্ঠতি যঃ সঃ কায়স্থঃ। হাতের অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অপর চার অঙ্গুলির (তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠা) নাম কায়, কায় দ্বারা (কলম মুঠাইয়া ধরিয়া) যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে স কায়স্থ। কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ"—হেমচন্দ্রের নানার্থ-সংগ্রহ অভিধান।

"কায়স্থ-জাতি সম্বন্ধে নানা কথাই পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে অল্প কএকটি এই:—'রাজ-সভায় রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত কায়স্থ দ্বারা লিখিত এবং প্রাড়্‌বিবাকের কর-চিহ্নিত অথবা রাজমুদ্রাঙ্কিত যে লেখা তাহাই রাজসাক্ষিক।' রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম।'—বিষ্ণুস্মৃতি ৭।২। 'চাট, তস্কর, দুর্বৃত্ত, মহাসাহসিক, বিশেষত কায়স্থদিগের হস্ত হইতে রাজা পীড্যমান প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন।' 'চাট-তস্কর-দুর্বৃত্ত মহাসাহসিকাদিভিঃ পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥'—যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৩। ১১শ শতকে রচিত বিজ্ঞানেশ্বরের যাজ্ঞবল্ক্য-টীকায় লিখিত হইয়াছে, 'গণক ও লেখকগণই কায়স্থ।

তাহারা রাজবল্লভ, অতিশয় মায়াবী ও দুর্নিবার বলিয়া, তাহাদের কবল হইতে উৎপীড়িত প্রজাবৃন্দকে বিশেষভাবে রক্ষা করিবেন।' 'কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানাঃ বিশেষতো রক্ষেৎ, তেষাং রাজবল্লভতয়াতিমায়াবিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাৎ।'—মিতাক্ষরা। অপরাদিত্য-কৃত যাজ্ঞবল্ক্যভাষ্যে কায়স্থগণকে করাধিকারী (Revenue Officer) বলা হইয়াছে। 'কায়স্থাঃ করাধিকৃতাঃ'।—অপরার্ক। শূলপাণির দীপকলিকাতে 'রাজবল্লভতা-প্রযুক্ত কায়স্থ প্রভাবশালী।' 'কায়স্থৈঃ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ।'

পদ্মপুরাণ পাতাল-খণ্ডে 'পৃথিবীতে ব্যবহারোপযোগী অনেক ক্ষত্রিয় আছে, অক্ষরোপজীবী কায়স্থ তাহার অন্তর্গত' এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

অশোক-অনুশাসনে 'রাজূক'-গণ শাসন- ও রাজস্ব-বিভাগের শ্রেষ্ঠাধিকারী। মৌর্য্যসম্রাট্‌ কর্ত্তৃক ইঁহারা 'ধর্ম্মমহামাত্র' পদেও প্রতিষ্ঠিত হইতেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ডাক্তার বুহ্‌লার (Dr. Bühler) 'রাজূক' শব্দে কায়স্থ বুঝিয়াছেন। আবার কেহ কেহ যাজ্ঞবল্ক্যের 'রাষ্ট্রাধিকৃত' (১৷৩৮) এবং 'রাজূক' ও 'রাজবল্লভ' একই অর্থে প্রযুক্ত মনে করেন।

সান্ধিবিগ্রহিক (Minister of War & Peace) পদ যে এক সময়ে কেবল কায়স্থ দ্বারা পূর্ণ হইত তাহা 'সন্ধিবিগ্রহলেখক' (অপরার্ক ৩৮৬, বীরমিত্রোদয় ও কেশববৈজয়ন্তী অ° ৬), 'সান্ধিবিগ্রহকায়স্থ' (কথাসরিৎসাগর ৪২৷৯১) প্রভৃতি পারিভাষিক সংজ্ঞাতে সুব্যক্ত।

রাজতরঙ্গিণীতে লেখক ও গণকেরা 'দিবির' নামে পরিচিত (৮৷১৩১)। কাশ্মীর-কবি ক্ষেমেন্দ্র-কৃত লোক-প্রকাশে আয়ব্যয়-লেখকের পারিভাষিক আখ্যা 'দিবির' (৩য় প্র°); এবং তাঁহারা কায়স্থ।

তাম্রশাসনাদিতে 'সন্ধিবিগ্রহাধিকরণাধিকৃত দিবিরপতি', 'জ্যেষ্ঠকায়স্থমহামহত্তর দশগ্রামিকাদিবিষয়ব্যবহারিক', 'জ্যেষ্ঠ কায়স্থ . . . প্রমুখমধিকরণ', 'মহাকায়স্থ' এই প্রকার উল্লেখ বিরল নহে।

কায়স্থের মধ্যে 'রাজধানা' (রাজস্থানীয়), 'রাজু' (রাজূক) প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগ আছে। এবং রাজে, রায়, চৌধুরী, রায় চৌধুরী, পাত্র, মহাপাত্র, মুন্‌শী, চাকি, শিক্‌দার প্রভৃতি পদবী যাহা এখন বংশগত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই।

গুণ-কর্ম্ম-ভেদ যদি জাতি-বিভাগের মূল কারণ হয় তাহা হইলে এখন নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, এখনকার কায়স্থ-নামধারী অক্ষরোপজীবীগণের পূর্ব্বপুরুষেরা সামান্য লেখকের কর্ম্ম হইতে রাজপ্রতিনিধিত্ব পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

২২৫ বৎসরের উপর কাশ্মীর-রাজ্য কায়স্থ রাজগণের শাসন-কর্তৃত্বে ছিল। আবুলফজল বলেন, সুবে বাঙ্গালার ভূস্বামী প্রায় সকলেই কায়স্থ ছিলেন। মুসলমান আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে এই প্রদেশ বিভিন্ন কায়স্থরাজবংশের শাসনাধীনে ছিল।

কায়স্থের বিদ্যা-চর্চ্চা লোক প্রসিদ্ধ। তাহাদের 'মহাসিদ্ধাচার্য্য', 'উপাধ্যায়', মহামহোপাধ্যায়' প্রভৃতি উপাধিও ছিল।" -শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের লিখিত গোপীচন্দ্রের পাঁচালীর টীকা।

রাউত—স° রাজপুত্র > রাজপুত রাউত।

মাহুত—স° মহামাত্র = হস্তীচালক। প্রঃ—

বাহুত মাহুত সাজাইল হাতী ঘোড়া।—কৃত্তিবাস।

আগে চড়ে হস্তীর মাহুত পিছে চড়ে রাজা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

মাল—স° মল্ল।

ঢাল—(স°) চর্ম্মাবরণী।

২২২ পৃষ্ঠা

সাজকুড়া—স° সজ্জাকূট (সজ্জাসমূহ), সজ্জা + কুকূল (বস্ত্র)। সাঁজোয়া, বস্ত্র। প্রঃ—

সাজ্যা গায় মজা পায় ভালে অর্দ্ধচন্দ্র।—মাণিক গাঙ্গুলি।

পাটের পড়া—স পট্ট = পাট (রেশম), পট বস্ত্র) > পড়া। পট্টবস্ত্র। তে° তা° পট্টু = রেশমী কাপড, কাশ্মীরী পট্টু = পশমী কাপড।

কুড়া—স° কাণ্ড, কূল (স্তূপ), কূট (বাঁশ) > কুড়া। দোলার দণ্ড বা কাণ্ডটি চন্দন-কাঠের, অথবা দোলাখানি যেন চন্দনকাঠের বাঁশ। প্রঃ—

তালর কাড়ি লাগে গুআর বাখারি ছিটনি তথির উপর।—শূন্যপুরাণ।

মুকুতা-ছড়া—স° মুক্তাছটা। মুক্তা-পরম্পরায় গ্রথিত মালা বা হার।

টাঙ্গন—স° টঙ্কণ = দৃঢ়, পরে অর্থ পার্ব্বত্য দৃঢ়দেহ ঘোড়া। প্রঃ—

তাজী বাজী টাঙ্গন করে ভর। ঘনরাম।

বাছিয়া—স° বাঞ্ছ ধাতু বা নির্ব্বাচন > বা° ও হি বাছ। স° বিচ ধাতু পৃথক্করণ।

খণ্ড—স° অখণ্ড।

ধনশার- ধ স্থানে ঘ হইবে—পাঠের ভুল। স° ঘনসার = চন্দন।

সাপুড়া—(১) স° সম্পুট > সাপুড়া। (২) সাপ রাখিবার পেড়ী। (৩) সর্পাকৃতি পেড়ী—আগেকার পেড়ী হইত গোল ও মাথায় টোপরাকৃতি ডালা থাকিত, ডালা খুলিলে সাপের ফণা ধরার মতন দেখাইত। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে সাঁপুড়া।

দ্বিপ—হাতী। কিন্তু এখানে হাতী অর্থ সুপ্রযুক্ত নয়, দীপ বোধ হয়।

বাটী—স° পাত্রী > বাটী।—মৌলবী শহিদুল্লাহ্। স° বাট (=বেষ্টিত স্থান) > বাটা, বাটী।—রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়। ম° বাটী, হি° বট্‌বী। প্রঃ—

খুবি বাটি পুরিয়া জে টাকা কৈলাঙ সার।—ধর্ম্মপূজাবিধান।

২২৩ পৃষ্ঠা

ব্রহ্ম—স° বর্ম্ম।

মহীষ ঢাল—মহিষ-চর্ম্ম-নির্ম্মিত ঢাল।

তাড়িপত্র—স° তালপত্র—তালপাতার মতন লঘু নমনীয় (তরবারি)।

মুঠি—স° মুষ্টি=বাঁট। প্রঃ—

সেতাই পণ্ডিত হৈল উপনীত
দিঢ় করি নিল মুঠি।—শূন্যপুরাণ।

পুরট—(স°) স্বর্ণ।

তবক—তু° তুপক, তোপক—তোপ, বন্দুক।

বিলক—? বন্দুক।

টাঙ্গি—স° টঙ্ক, টঙ্কিকা > হি° টাঙ্গী, কোল টাঙ্গির। পরশু, কুঠারাকৃতি অস্ত্র। প্রঃ—

আদঅদিটি টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ভিন্দিপাল—নালিকাস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র। বাল্মীকি-রামায়ণে (যুদ্ধকাণ্ড ৯৬ সর্গ ২৬ শ্লোকে) এই অস্ত্রের উল্লেখ আছে।

সাঙ্গি—স° শঙ্কু=বল্লম, বর্ষা।

ভুষণ্ডী—কামানের অন্য নাম ভুসণ্ডী, ভুস্বণ্ডী, ভুশুণ্ডী, ভুশণ্ডী, ভুষণ্ডী। ভূমির শুণ্ডের ন্যায় আকার যাহার তাহা ভুশুণ্ডী।

"ততঃ পরিঘ-নিস্ত্রিংশৈঃ প্রাস-শূল-পরশ্বধৈঃ।
শক্ত্যৃষ্টিভির্ভুশুণ্ডীভিশ্চিত্রবাজৈঃ শরৈরপি।"
—শ্রীমদ্ভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ, ১০ম অধ্যায়, ১১।

"চক্রাণি কুণপান্ প্রাসান ভুশুণ্ডীঃ পট্টিশানপি।"
—মৎস্যপুরাণ, ১৫০ অধ্যায়, ৭৩।

ভুশুণ্ডীং ভৈরবাকারাং গৃহীত্বা শৈলগৌরবাম্।
রক্ষিণো মুকুটস্থাপ নিষ্পিপেষ নিশাচরান্॥
—মঃ পুঃ, ১৫০ অধ্যায়, ১০৬।

এই-সকল স্থানে "ভুশুণ্ডী" শব্দ ছোট কামান ও বন্দুক উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় লিখিত "প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র" প্রবন্ধ, মানসী ও মর্ম্মবাণী আশ্বিন ১৩২৮, দ্রষ্টব্য।

ডাবুশ—স° দর্ব্বী > ডাবু (হাতা)। ডাবুর ন্যায় অস্ত্র। প্রঃ—

সেল ডকবুস হাতে সুবজ কোটাল।—শূন্যপুরাণ

হিরামুঠি—হীরকখচিত মুষ্টি বা বাঁট যার।

যমধর—যে অস্ত্র এমন ভীষণ যেন যম স্বয়ং তাতে বন্দী বা অধিষ্ঠিত আছেন, স্পর্শ মাত্র মৃত্যু।

পটিস—পরশুঃ পট্টিশো নাম স এব চ পরশ্বধঃ।—অমরকোষের টীকায় ভরত। প্রঃ—

কেহ মারে শেল টাঙ্গী ডাবুষ পটিশ সাঙ্গী
পরশ্বধ কুঠার তোমর।—শিবায়ন।

খেটক—ফলক।—হেমচন্দ্র।

কামান—ফা কমান = ধনুক. ই Cannon = তোপ। প্রঃ—

কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহি যুগল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

করভ—হস্তীশাবক, উষ্ট্র, অশ্বতর।

খাসী—আ খস্‌সী, হি খসসা।

লেপ—ফা° লিহাফ (= তুলাভরা আচ্ছাদন, হি লেহাফ, স লিপ (আবরণ). হি° লপেট্‌না—আবৃত করা, ও লেপ অ. ম লেপড়ী। প্রঃ—

লেপ তুলি শয্যায় হাতাড়ে খুঁজে কোল।—ঘনরাম।

পাটি—স পট্ট, পট্টী।—

পট্ট পেষণ-পাষাণে ব্রণাদীনাঞ্চ বন্ধনে।
চতুষ্পথে তু রাজাদি শাসনান্তর-পীঠয়োঃ।—মেদিনী।

পটী, পাটী = সরু সরু ফালি। সরু সরু ফালি জুড়িয়া বুনিয়া যে শষ্পশয্যা প্রস্তুত হয় তাহাও পাটী।

পালঙ্ক—স° পর্য্যঙ্ক > প্রা পল্লঙ্ক > স পালঙ্ক, হি ম গু পলংগ্‌।

মুসরি—স° মশহরী, মশ + অরি = মশারি। কবিকঙ্কণের পূর্ব্বে বাংলার কবিদিগের মধ্যে একমাত্র কৃত্তিবাস মশারির উল্লেখ করিয়াছেন—

স্বর্ণখাটে নেত তুলি উপরে মশারি।—উত্তরাকাণ্ড।

দংশাশ্চ মশকাংশ্চৈব বর্ষাকালে নিবারয়েৎ।
মশারিকাভিঃ প্রাবৃত্য মঞ্চশায়িনম্ অচ্যুতম॥
—পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ১২।৫৩।

সাটী—স° শাটী=পরিধেয় ; পূর্ব্বে পুরুষ ও স্ত্রী সকলেরই পরিধেয় বুঝাইত, পরে কেবল স্ত্রী-পরিধেয়। তুঃ—

পরিয়ে লোহিত সাড়ী বুকে আচ্ছাদিত দাড়ী।
—কবিকঙ্কণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ ২৫৭।২ কলম।

পরিয়া লোহিত ধুতি বাম দিকে শিবদূতী।—২৫৭।১ কলম।

দিশ পাস—দিক্ ও পার্শ্ব, ঠিকঠিকানা, সীমা।

মুগ—স° মুদ্গ।

বরবটি—স° বর্ব্বটি।

মূল্যায়া—মূল্য স্থির করিয়া।

গোলা—স° গোলা=দুর্গ। স° গোল=বর্ত্তুলাকার ; বর্ত্তুলাকার শস্যভাণ্ডার। আ গল্ল=শস্য ; শস্যাধার—গোলা।

উমানিঞা—স° উন্মান। মাপ করিয়া : ঘটীতে মাপিয়া।

তসর—স° ত্রসর।

জাদ—আ° জাদ্‌বল=টানা রেখা ; তাহা হইতে চুলবাধা দড়ি, ফিতা ; জাদের এক মুখে সূতা বা রেশমের থোপ্‌না ঝাঁপা থাকে, তাহা লম্বিত বেণীর নীচে ঝুলে। প্রঃ—

বঙ্কিম জাদ বিথারল পীঠ।—গোবিন্দদাস।

বেণিয়ে বান্ধল বেনন জাদ।—জ্ঞানদাস।

কুটিল কবরী বেঢ়ি কুসুমক জাদ।—জ্ঞানদাস।

লৈক্ষ তঙ্কার জাদ দিলা চুল বান্ধিবার।

লৈক্ষ তঙ্কার থোপা তোলে পিষ্ঠের উপর।—ময়নামতীর গান।

কেইয়া পাতা—কেতকীপত্র > কেয়াপাতা। কেয়াপাতার আকার কণ্ঠভূষণ। প্রঃ—

কেয়াপাতা গলায় গরব করে অতি।—ঘনরাম।

পদকল্পতরুতেও এই অলঙ্কারের উল্লেখ আছে।

মুকুতার বেড়ি—কেয়াপাতার মুকুতার বেষ্টন ; অথবা, মুক্তাগ্রথিত বেষ্টনী বলয়।

পালা—পাইলা ?

তম্বু—আ° তম্বু=বস্ত্রগৃহ। প্রঃ—

তীর তাম্বু বাণ কাতে এড়িনু ঝাকে ঝাকে।—ময়নামতীর গান।

সায়বাণী দোলা—যে দোলা সাহেবান-যোগ্য। আ° সাহাব. সাহিব শব্দের বহুবচনে সাহেবান্ ; সাহেবান্ সম্বন্ধীয় সাহেবানী > সায়বানী ; অথবা সাহেব শব্দের বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ রূপ সাহেবানী—মহিলা-যোগ্য দোলা। তুঃ—

যদি ভিক্ষা দেয় তবে সাইবানী সকল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান

স্বর্ণমুক্তি—স্বর্ণময়।

গুজরাটে ঠাকুরাণীর দেউল নির্ম্মাণ
(২২৪—২২৭ পৃষ্ঠা)

২২৪ পৃষ্ঠা

ঠাকুরাণী— অপ্রাচীন সং ঠকুরাণী। হি ঠাকুরাণী=নাপিতানী। ও ঠাকুরাণী= স্ত্রীদেবতা।

পয়ার—পদচার করিয়া যে ছন্দ আবৃত্তি করা হয়।

বিশ্বকর্ম্মে আদেশীলা—মধ্যযুগের দেবদেবীর ডান-হাত বা হাত ছিল বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান।

বেরুন্যা—স° ভরণীয়>বেরুণীয়া। বাকুড়া জেলায় বেরুণ=মজুর, মজুরী। তুঃ ভৃত্য =যারা ভৃতি ভোগ করে। প্রঃ—

প্রকারে পালিল পেট করিয়ে বেরুণ।--ঘনরাম।

মিছে থাকি গিরির বেটা ভেবন খাটিয়া মরে।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

তোলয়ে—স° তুল ধাতু উত্তোলন।

কোস—স° ক্রোশ।

আড়ে—স° আয়তি=প্রস্থ। হি আর, ওয়ার=নদীর এপাড, ওয়ার পার (=এপার হইতে ওপার) সংক্ষেপে আড় (?)।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। প্রঃ—

বৈতরণী আড়ে দীঘে উবু সোল কোস।—শূন্যপুরাণ।

বেড়ু—স ব্যাম=দুই হাত ছড়াইয়া দিলে এক হাতের মাঝের আঙুলের ডগা হইতে অপর হাতের মাঝের আঙুলের ডগা পর্য্যন্ত পরিমাণ, সাড়ে তিন হাত।

দিগে—স দৈর্ঘ্য।

২২৫ পৃষ্ঠা

গাড়া—স ঘটী>গাড়ু, গাডী। স গড়ুক, গড্ডুক, গড্ডু, গড়ু=কুব্জ>কুঁজো (কুব্জ, কুব্জদেহ জলাধার)। ও গড়ু, হি গড়ুবা, গড়িয়া (মাটির হুঁকা, মুখনল-যুক্ত, গাড়ুর আকার), ম° গিডি।

শিয়নী—স° সেচনী

হনুমানের পরাক্রম সম্বন্ধে লোকের মনে রামায়ণের কাহিনী শুনিয়া এমন অদ্ভুত ধারণা হইয়াছে যে তার সম্বন্ধে কিছুই অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। তাই কবিকঙ্কণ হনুমানের জন্য বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া কোদাল গড়াইয়া দিলেন যার চওড়াই ৩৫ হাত ও লম্বাই তার দ্বিগুণ ৭০ হাত, এবং হনুমান জল সেচন করিতেছে অঞ্জলি

করিয়া, ঘটী প্রভৃতি সেচনীর আবশ্যকই হইতেছে না। এই বর্ণনা শূন্যপুরাণের বর্ণনার অনুরূপ।

চেলা—সং চির—বিদারণ করা। জ্বালানি কাঠের চাঙড়, মাটির চাঙড়।

পাট—সং পট্ট—স্তর, থাক। মাটির দেয়াল একদিন খানিকটা গাঁথিয়া শুকাইবার জন্য অপেক্ষা করা হয়, সেই গাঁথা অংশ শুকাইয়া শক্ত হইলে তার উপর আবার কাদা গাঁথা হয়। এইরূপ এক এক থাককে এক এক পাট বলে। প্রঃ—

মোউরর ছাইল ভাণ্ডার ঘর।
বেরাল পাটর লাগে পাটে।—শূন্যপুরাণ।

বায়্যাটী—সং বাহু+টি (তেলেগু প্রত্যয়)—বাহুটী>বাউটী=বাহু সম্বন্ধীয়, বলয় (হাথের বলয় নিলেঁ আঅর বাহুটী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)। বলয়াকৃতি। বায়্যাটী পাথর—বলয়াকৃতি পাথর, যাহা দরজার মাথায় খিলানের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বে বসানো হইত। প্রঃ—

চিরিআ বাঅতি পাথর পাসান চিরিআ।—শূন্যপুরাণ।

ধনকাট—সং ধারণ-কাষ্ঠ, সং ধরণ=সেতু। ফাং সরদল>হিং সরদল—দরজার মাথার উপরের দেয়াল ধারণের জন্য সেতুর আকৃতি কাঠ।

দাঁত্যা—সং দন্ত। দন্তাকৃতি পাথর, keystone, খিলানের গাঁথুনি জোর ঠেল রাখিবার জন্য মধ্যস্থানে প্রোথিত দন্তাকৃতি ইট বা পাথর দাঁত্যা। অথবা, সং নাগদন্ত=দ্বারের দুইপাশে দেয়ালে প্রোথিতমূল দণ্ড।

মুণ্ডানী—মুণ্ড দেশে যে কাঠ থাকে, কপালী, সরদল।

হালা—২০ আঁটি বা তাড়া বা তড়্পা খড়ে এক হালা বা হালি। চারি হালা=৮০ আঁটি। প্রঃ—

ভীম খেত্রী ধান দাইলেন আড়াই হালি।—শূন্যপুরাণ।

খড়—সং খড়>প্রাং খড় (হেমচন্দ্র—দেশীনামমালা)। সং খেট>খেড়। প্রঃ—

সুনার খেড় মন্দির হইল তখন সুনার ঠেল কপাট।—শূন্যপুরাণ।

ছায়—ছদ ধাতু। আচ্ছাদন দেয়।

চতুশালা—

চতুঃশালং প্রবক্ষ্যামি স্বরূপান্ নামতস্ তথা।
চতুঃশালং দ্বয়দ্বারৈর্ অলিন্দৈঃ সর্ব্বতোমুখম্॥
নাম্না তৎ সর্ব্বতোভদ্রং শুভং দেব-নৃপালয়ে॥—বাস্তুলক্ষণ।

আঙ্গিনা—স অঙ্গন। প্রঃ—

একে হাম পরাধিনী   তাহে কুলকামিনী

ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ।—চণ্ডীদাস।

পিণ্ডীকা—স পিণ্ডিকা=বেদী, পিঁড়া, দাওয়া।

পাটশাল—স পাঠশাল, বা শিলাপট্ট।

মহাল—আ মহল। অট্টালিকার অংশ। প্র.—

এক শত রাণী আছে মহলের ভিতর। মাণিকচন্দ্র রাজার গান

অতিরিক্ত পাঠ ২২৫—২২৯ পৃষ্ঠা

২২৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

থরে থরে—স্তরে স্তরে।

পাঁতি পাতি—পংক্তিতে পংক্তিতে সারি সারি

দপনে লাগে—তুঃ—

আড়ার মাইজখানে দর্পন শোভা করে। শূন্যপুরাণ।

ত্রিসর—ত্রিশির=তিন শিখা বিশিষ্ট।

জুগদি—? সিংহাসন

পাড—স পাটি স্রোত বাধের আলি

নাছ—ফা হি নাচজ-সদর রাস্তা। স রথ্যা>প্রা রচ্ছা>সর্বা টী স

নাচ্ছ>নাছ। রতিদ্বার প্রঃ—

নির্ম্মিবেক কর ইন্দ্র নাছের 'ভখার'।

কাশীরামদাসের মহাভারত আদিপর্ব।

কেহ লক্ষণাত কেহ নাছের ভিক্ষুর   ঘনরাম

নাছে গিআঁ চাহে বাহী নান্দের নন্দন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

তোমার লাগিয়া   চণ্ড বেয়াকুল

পুন পুন যাহ নাছে। চণ্ডীদাস।

এই প্রসঙ্গটি ৯১ পৃষ্ঠার পুরীনির্ম্মাণ প্রসঙ্গের পুনরুক্তি মাত্র।

২২৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

মঙ্গল রাগ—কালকেতুর মঙ্গল সূচনায় মঙ্গল রাগে সেই প্রসঙ্গ গান হইতেছে।

মুহরি—স° মধুরী [দুর্গাগারে বংশীবাদ্যং মধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ।—যোগিনীতন্ত্র।]>

মহরী, মুহরী। প্রঃ—

হাথে মোহারী বাঁশী গোআল গোঠ রাখসি।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

পড়া—সং পটহ।

ডম্ফ—ফাং হিং ডফ। আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র।

বেণী—বেণু বা বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। প্রঃ—

সমৃদ্ধ-রথ-হস্ত্যশ্বং বেণী-বীণানুনাদিতম।
শুশুভে পাণ্ডবং সৈন্যং তৎ তদা ভরতর্ষভ॥

—মহাভারত ১৫।৬৩০। Asiatic Society সংস্করণ। কিন্তু St. Petersburgh Dictionary বলেন যে বেণু শব্দের স্থানে ভ্রান্ত পাঠ বেণী করা হইয়াছে। মহাভারতের বহু সংস্করণে বেণু পাঠই আছে।

তম্বুরে গীত গায় নারদে পুবে বিনি।
সুবেশ করিয়া নাচে ইন্দ্রের নাচনি॥
—অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ আদ্যকাণ্ড ৫৩ পৃষ্ঠা।

তম্বুরে গীত গায় নারদে পূরে বেণী।
সুবেশ করিয়া নাচে ইন্দ্রের নাচনী॥
—অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ আদ্যকাণ্ড ৬৪ পৃষ্ঠা।

এখানে বেণী যে বীণা তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

অথবা বেণী=দুই, জোড়া জোড়া। সং দ্বি > প্রাং বেণ্ণি, বিণ্ণি (হেমচন্দ্র ৮।৩।১২০; শুভচন্দ্র ২।৩।৩১; ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা ২।৩।৩০, ৩১)।

ঝারা—সং ঝারী=ঘট।

ফুল ঝারা—প্রফুল্ল যাহা তাহা ফুল; ফুলের ধারা=ফুলঝারা; ফুলের ঝালর। প্রঃ—

ভালে সে চন্দন-চাঁদ রমণী-মোহন ফাঁদ
তছু পরি মুকুতার ঝারা।—অনন্তদাস।

দিলেন সিদ্ধ মন্ত্র—মন্ত্রদান তান্ত্রিক পদ্ধতি—বৌদ্ধ প্রভাবের ফল।

কবির সময়ে দেশে অট্টালিকার প্রাচুর্য্য না থাকাতে রাজার বাড়ী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিলেও হইল মাটির দেয়াল ও খড়ের চাল।

এইরূপ গৃহনির্ম্মাণের বিবরণ শূন্যপুরাণে, দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গলে (১৬ শতক) চাঁদ সদাগরের গুয়াবাড়ী নির্ম্মাণে (বঙ্গসাহিত্যপরিচয় ২১২ পৃষ্ঠা) প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কালকেতুর নিকট বেরুনিয়াগণের আগমন
(২২৮—২২৯ পৃষ্ঠা)

২২৮ পৃষ্ঠা

কাঠ-দা—স কাষ্ঠ (প্রা° কট্ঠ > বাং কাঠ, তাহা কাটিবার) দাত্র (প্রা° দাত্ত, দাঅ > বা দাও, দা)।

বাসী—বৈদিক স বাসী, বাশী, পা বাশী, জাতকে বাসিযা। ও বাসি। হি বাসুলা। কুঠার।

টাঙি—স° টঙ্ক, টঙ্কিকা, হি টাঙ্গী, কোল টাঙ্গির।

বানা—স বাণ (শর) স বান, বাণ=তাঁত বোনা। ফা বানা=পতাকা, ম বাণা=পরিচ্ছেদ।

পঞ্চ শত জনে অধিকারী—পাঁচ শত মজুরের সর্দার।

সারী সারী—সারি সারি। স শ্রেণী > সারি।

মিঞা—(ফা) মহাশয়, মান্য ব্যক্তি।

২২৯ পৃষ্ঠা

রুটি-যুত মুছলমান—মুসলমানেরা আগে পশ্চিম দেশের লোক ছিল, রুটি ছিল তাদের খাদ্য। মুছলমান—ফা মুসলমান। রুটি—স রোটি (ভাবপ্রকাশ নামক বৈদ্যকগ্রন্থে, ১৬ শতাব্দী), ফরাশী roti, হি রোটী।

পির—ফা° পীর=পুণ্যাত্মা, বৃদ্ধ।

পেগম্বান—? পেগম্বর ? = আ পয়গম্বর—পয়গাম (খবর) যিনি বহন করিয়া আনেন, পরমেশ্বরের দূত।

পাতিয়া—স্থাপন করিয়া।

বাজার—ফা।

দক্ষিণ আসা—দক্ষিণ দিক্। স আশা-দিক্।

জন—মজুর।

আগুয়ান—স° অগ্রবান্ (=অগ্রসর) > হি আগওয়ান। স° অগ্রযান > আগুয়ান।

বাগা—স° ব্যাঘ্র > প্রা বগ্‌ঘ > বাগ, বাঘ। বাগা, বাঘা অনাদরে, তাচ্ছিল্যে।

করিয়া কারণ—কারণ পাইয়া, ক্রোধ করিবার হেতু পাইয়া।

পলায়—স° পরা-অয়ন=পলায়ন, বাংলায় আসল ধাতু অয়ন লোপ পাইয়া উপসর্গ পরা অবশেষে পলা ধাতু হইয়াছে।

বড়ে—স° √রণ গতিতে। পলায়ন-বেগ।

ব্রাহ্মণ রাজার—ব্রাহ্মণভূমের ব্রাহ্মণ রাজা, রঘুনাথ রায়।

গুজরাট আবাদ (২২৯—২৩০ পৃষ্ঠা)

২৩০ পৃষ্ঠা

ঝাটা—স° ঝাট=ক্ষুদ্র বৃক্ষ; ক্ষুদ্র বৃক্ষের আকারের সম্মার্জ্জনী। স° ঝাট=মার্জ্জন
—ঝাটো নিকুঞ্জে কান্তারে ব্রণাদীনাংশ্চ মার্জ্জনে।—মেদিনী।

গোঁপ—স° গুম্ফ। প্রঃ—

গর্জ্জিয়া গোপের সুত গোঁপে দেয় তার।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মাঘ মাসে যেন মূলা—মাঘ মাসে মূলা সবচেয়ে বড় হয়, মোটা হয়। তুঃ—

মাণিকগাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে বাঘের বর্ণনা—

দিনে দিনে বাড়ে বাঘ বিপরীত দেখি।
পুড়া পারা মস্তক তার পাবক পারা আঁখি॥
দীর্ঘ সারি দন্তগুলা মূলা যেন মোটা।
কিবা ভাল কুলাকৃতি লোটা কাণ দুটা॥

জিব—স° জিহ্বা > প্রা° জিব্বা।

খাণ্ডা—(স°) খড্গ। প্রঃ—

বাম হাতে খর্পর দক্ষিণ হাতে খাণ্ডা।—কৃত্তিবাস।

ধায়ে ত—ত পাদপূরণে।

আচড়ায়—আ+চৃ ধাতু। ঈষৎ বিদারণ করে।

দেউটী—স° দীপ্তি। কৃত্তিবাসে—জ্বলন্ত দীপতি। মশাল।

আখি—স° অক্ষি > প্রা° অক্‌খি।

লাঙ্গুড়—স° লাঙ্গুল।

কুম্ভকার লঙ্গুড়ে যেন ঘুরায় চাক।—মাণিক গাঙ্গুলি।
প্রভুর সদনে আছে পবন-নন্দন।
লেঙ্গু উত্তলিয়া কর প্রভু দরসন।—ধর্ম্মপূজাবিধান।
পথে কাপড় ফেল্যা বল বিবের লেঙ্গুড়।—ঐ
লেঙ্গুর বাবাল বীর পঞ্চাশ যোজন।—কবিচন্দ্রের রামায়ণ।

কুমার—স° কুম্ভকার > প্রা° কুম্ভআর, কুম্ভার > হি° ম° ও° কুম্ভার, বা° কুমার।

ব্যাঘ্র সহ কালকেতুর যুদ্ধ (২৩১—২৩২ পৃষ্ঠা)

২৩১ পৃষ্ঠা

ভানু তুমি হে প্রমাণ—কালকেতু সূর্য্যকে সাক্ষী করিল যে সে অকারণে বাঘকে মারিতেছে না, বাঘ অন্যায় করিয়াছে বলিয়া শাস্তি দিতে বাধ্য হইতেছে। কালকেতু চণ্ডীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে সে পশুদের আর কিছু বলিবে না, অথচ এখন পশুদের বিপক্ষতাচরণ করিতে হইতেছে, তাই সূর্য্যকে সে সাফাই-সাক্ষী মান্য করিল।

মুটকি—স' মুষ্টিক > মুটিক > মুটকি, মুকটি। অস' মুকুতি = মুখে মুষ্ট্যাঘাত।

নিকলয়ে—স নিষ্কাশন, নির্গলন > হি নিকলনা = বাহির হওয়া।

শারিয়া—সম্বরণ করিয়া, সামলাইয়া।

চাপড—স চপেট, চপট, চাপট > প্রা চ'বড়।

২৩১ পৃষ্ঠার ফুটনোট

তবকের—তু' তুপক = তোপ, কামান।

খুলি—কপাল > খপর > খুলি,—বিজয় বাবু। স খোলক > খুলি = মস্তকের করোটি।

২৩২ পৃষ্ঠা

চোটে—স চুট ধাতু ছেদনে। ছেদনের জন্য আঘাত।—

তরসিয়ে তরয়ারে মুঠে ধরে এঁটে।
এক চোটে চারিজনে ফেলিলেক কেটে —মাণিক গাঙ্গুলি

গুজরাটে বন কর্ত্তন (২৩২—২৩৭ পৃষ্ঠা)

২৩২ পৃষ্ঠা

খাগড়া—স খগগর, খড়গট। নল জাতীয় গাছ

ইকড়ি—স' ইক্ষুদর্ভা, কেহ কেহ বলেন ইক্ষালিকা—লতানিরা ঘাস। কুশ বেনা জাতীয় খড়ের গাছ—মালদহ জেলায় নাম নিকড, নিকডি। ইকড = শক্ত, নিরেট স' ইক্কট, ইৎকট = উৎকট, অসম, এবড়ো-খেবড়ো।

টাঙ্গ—? আধুনিক নাম তেঙ্গ, শর তুলা গাছ (saccharum procerum), ইহার ডাঁটায় চীক হয়।

উকড়া—স° ইৎকট, ইক্কট, উচ্ছটা—যে ফলের গা অসম, কণ্টকময়। ওকড়া। ও° জটজটিআ। প্রঃ—

বেল্যা গোঁঙচি ভোচা আকড়া নিঅলি।
জাহাত হইব তুষ্টু সে রূপর মুরুলী ॥—শূন্যপুরাণ।

ধুতুরা—স° ধুস্তূর।

আপাঙ্গ—স অপামার্গ।

আকড়—স° অঙ্কোট, অঙ্কোল, ও ধত্তাঙ্ক; বা বাঘ-আঁচড়া; অথবা—স° অকর, অকরকরর>বা° আকরকরা। সোমরাজী-আদি বর্গের শাক—Anacyclus pyrethrum। মূল ঔষধে লাগে। প্রঃ—

চন্দন বানাঅ তুলি বেলাল সিকড়।
তোআল পিআল সাইল তুহি আকড় ॥—শূন্যপুরাণ।

নিয়লী—স° নবমালিকা>প্রা° নোমালিআ>বা° নেয়ালী, নিয়লী। সর্বা° টী° স° নেয়ালী, কৃষ্ণকীর্তনে নেআলী, শূন্যপুরাণে নিঅলি। প্রঃ—

চাম্পা নাগেশ্বর আর নেআলী মাল্লী।
ফুলে তাম্বুলে ভরি লঅাঁ যাহা ডালী ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

সিয়লী—স° শেফালি, শিফালি। ও° সিউলী। প্রঃ—

নাগেশর কেশর আর তিণিশ শিরিষ
বহুল মহুল সেআলী ॥
সিঅলি কুসুম্ভ ওড় রেবতী রাঙ্গ নাগর
ধাতকী আমুলিঅ করবীরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

প্রথমেত কোঙর বক নাগালি সিঅলি।
কালা কাসন্দর ইন্দীবর ফুল বসইল তুলি।—শূন্যপুরাণ।

অথবা বনসিয়লী নামে খ্যাত ক্ষুপ বিশেষ।

আটশর—স° আস্ফোটাপোট>আস্শাওড়া। ও সাহাড়া। আস্শাওড়া গাছকে কোথাও কোথাও আঁঠিশেওড়া বলে। অথবা শর গাছ, যে শরে ধনুর বাণ হয়

খাটশর—? শর গাছ

লাটা—স° লটা—নাটাকরঞ্জা। স° অন্য নাম—নক্তমাল। সর্বা° টী° স° লাট্টা করঞ্জ

ভাঙ্গাল্য—স° ভৃঙ্গরাজ>ভাঙ্গড়া, ভাঙ্গাল্য। Tridax procumbens.

ভাদুল্য—গন্ধভাদুলে, গাঁদাল। স° গন্ধভদ্রা, ভদ্রবল>সর্বা টী° স° ভাদালী।

চোর—চোরকাঁটা, ভাঁটুই, ঝুরকুণ্ড, ভুরকুণ্ডা, লেঙ্‌রা, ছিনারী, নিলাজী প্রভৃতি বহুনামে পরিচিত। স° চোরক, চোরপুষ্পী। সর্বা° টী° স° চোরবল্লী, চোরপুষ্পী। Andropogon aciculatus. অথবা পিড়িংশাক, গন্ধদ্রব্য-বিশেষ।

পালীটা—স° পারিজাত মন্দার>পাল্‌তে মাদার। স° পারিভদ্র—পারিভদ্রে নিম্বতরুর্‌ মন্দারঃ পারিজাতকঃ—অমর। পারিজাত বা পারিভদ্র>সর্বা° টী° স° পারিবিদ> পালিটা। ও° পালধুআ। রাঢ়ে নাম চোরপালটা। অতএব চোর এখানে চোরকাঁটা নয়, পালীটা শব্দের সহিত সম্বদ্ধ—চোরপালীটা।

পালিটা পাদপ আছে সেনের পগারে।

পালট্যা পাদপ পেয়ে পরম আনন্দ।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

কোকনা—কোঙ্কন প্রদেশের ম্যাঙ্গোষ্টিন-সদৃশ গাছ—Garcinia Indica। হি° কোকম।

কাট্টু—? স° কাষ্ঠ >প্রা কাট্‌ঠ।

আদা—বৈদিক আদার >পরবর্ত্তী সংস্কৃত আদ্রক>আদা।

তমালী—স তমাল>বা তমাল, হি° ও° তেঁদ। অথবা স তামলকী; বা° ভুঁই-আমলা।

গর্‌য়াথন—? স° গোরক্ষ-তণ্ডুলা>বা গোরখচাউলা, গোরখচাকুলা। Sida spinosa। সর্বা টী° স° গোরক্ষচাউল। স গোরক্ষকর্কটী (সর্বা° টী° স°)=রাখাল-শশা।

বৃহতি—স° বৃহতী। কণ্টকারী জাতীয় গুটি-বেগুন, ব্যাকুড়।

শমরাজি—স° সোমরাজী, সোমরাজ। হি° বা বাকুচী, ম° কালে জীরী।

পেটারিয়া—স° পেটিকা>ও পেড়িপেড়িকা। পেটারি সদৃশ ফল হইতে নাম। টেপারী?

পুরুলীয়া—স দীর্ঘপটোলিকা >বা পরোল, তরই। ঝিঙ্গা ধুঁদল তুল্য লতা। অথবা পুরুণীয়া >বা° পুন্নে শাগ, ও° পুরুনী।

ভারদ্বাজি—স° ভারদ্বাজী—বন-কাপাসের গাছ।

টায়ুর—রাঢ়ে নাম টাউর-কাঁটা, অন্য নাম টেবি। ও কণ্টী। কৃষ্ণচূড়াদি বর্গের বন্য অতিকণ্টকী ঝোপ গাছ।

ঝাটি—স° ঝিণ্টী >বা° ঝিঁটী। বাসকাদি বর্গের বন্য ক্ষুপ, ফুল নীল লাল সাদা হয়।

কল্যা—? কলা? কলায়? কলিকা, কলকে? বা° কালা, ও কলা।

লোয়া—? স° লবণী=নোয়াড় বা শিল-আমলা। অথবা নোয়া লতা—শিম্বাদি বর্গের বৃহৎ লতা।

ঘোড়াসীজ—স° স্নুহি, সীহুণ্ড>হি° বা° সিজ, ও° সিজু। মনসা-গাছ। ঘোড়াসীজ খুব বড় উঁচু হয়। অন্য নাম লঙ্কাসিজ।

পাতাসিজ—মনসা-গাছ। ও° পতবিয়া সিজু। প্রঃ—

সিজ-আঠা দিয়া সই শক্ত কবে মেড়ে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

গুড়কাউলী—গুড়-কোঙালি, গুড়কাওলী, গুড়-কামাই। স° কাকাদনী > কাকমাচী।

বাকস—স° বাসক। ও বাসঙ্গ।

বেতশ—স° বেতস > অপ্রাচীন স° বেত্র > প্রা° বেত্ত > ও° হি° ম° বা° বেত্ত ; ফা° বেদ।

যোগেশ-বাবু বলেন—বেতস ও বেত এক নহে, বেতস বাঢে অজ্ঞাত ; ইহা কবিকঙ্কণেব শোনা নাম।

পানীসিউলী—স° কালানুসাবকা। ও পাণিসিউলী। জলজ শাক বিশেষ, পাতা কুমুদপাতাব মতন। অথবা এবণ্ডাদি বর্গেব বন্য ক্ষুপ।

সাজ্যাতা—?

পাজ্যাতা - ?

সব্বজইয়া—স সব্বজয়া। হাবদ্রাদ বগেব গাছ।

নোয়াড়ি—স লবণী। ফল আমলকীব আকাব, অম্ল। দক্ষিণ বাঢে নাম শিল-আমড়া। ও নবকোণ্ঠি।

শেয়াড়ি—সেওড়া ? বৈঁচী জাতীয় বৃক্ষ। Falcontia Romontchi

শিয়াড়ী—স্থল অবণ্য লতা, এই গাছেব নামে শিয়াব-সোল গ্রামেব নাম।

—যোগেশ-বাবু।

বরুণা—স বরুণ > বা° ববণা . হি. বাবনা, বাববন্না , ও ববণ।

শাক্রি—স শমী। বাবলা সদৃশ গাছ পাতা ঝাঁলবেব মতন চেবা চেবা।

বেউড় বাঁশ—বেষ্টন বাঁশ, যাহা দিয়া দুর্গ বেষ্টন কবা হইত।

ধাতকা—বা ধাই গাছ।

বামন আটি—স ব্রাহ্মণযষ্টিকা > বা বামনহাটি, ও বামণঝাটি। সবা° টী° স বাভণি আঠী।

২৩৩ পৃষ্ঠা

শিবাকুল—স° শৃগালকোলিকা। চৈতন্যচবিতামৃতে সেয়াকুল। শেঁয়াকুল, শেঁকুল, প্রভৃতি উচ্চাবণও শুনা যায। ছোট ছোট কুলেব মতন ফল হয়।

ডামাকুল—? স° দণ্ডোৎপল > বা°, দানকোণী নামে এক রকম বর্ষায়ু বন্যশাক আছে, তাহা ? অথবা বড কুল, যে কুল আমাদেব খাদ্য ; বাঁকুড়ায় এই নাম চলিত।

সিগাবে বেত—? কোনো বিশেষ শ্রেণীব বেত্ত। শৃঙ্গারে বেত, যে বেতের শৃঙ্গতুল্য বাঁকা কাঁটা হয়।

কোদাল কুড়িয়া—কোদালে খুঁড়িয়া—কোদাল দ্বারা খনন করিয়া; অথবা, কোদাল কুড়ুলে। কোদালে-কুড়ুলে নামে এক রকম শাক আছে।

কুলিতা—?

চালিতা—সং চারিত্রা।

মাবাটি—? সোমরাজি-আদি বর্গের এক প্রকার শাকের নাম মাবহাটী।

দেবধান—সং দেবধান্য>বাং দেধান, আখ গাছের মতন গাছ, জোয়ার বজরা জাতীয় শস্য।

গড়গড়—সং গবেধুকা>ও গবগড, বা গড়গড়া। ধান্য সদৃশ গাছ, ফল গোল মটরের মতন।

ময়কাঁটা—সং মদন>ময়নাকাঁটা।

শালপাণি—সং সালপর্ণী—শিম জাতীয় গাছ, পাতা শাল-পাতার মতন বলিয়া নাম

চাকুল্যা—সং চক্রকুল্যা। শিম্বাদি বর্গের লতানিয়া ঝোপ গাছ।

তপন—সং তপন=আকন্দ গাছ।

জটা—সং জটামাংসী। মূলবৎ কন্দ, কন্দে জটাকার শিকড় থাকে। তৈল সুগন্ধি করিতে তেলের মসলার সঙ্গে থাকে।

বেউচ—সং বিকঙ্কত>সর্বা টী স বংঙ্কী>বেউচ, বেওচ, বৈঁচ, বৈঁচি। পাকা ফল কৃষ্ণবর্ণ অম্লমধুর।

ষাড়া—শেওড়া?

আতাণ্ডী—স আতৃপ্য>ও আত, হি বা আতা। বা আতা। অণ্ডাকৃতি যে আতা তাহা আতাণ্ডী=নোনা আতা। বাকুডায় বলে আঁটাডা।

পুতীতি—? স পূতিক=পুঁইশাক, পূতিকরঞ্জ।

বিছাতি—স বৃশ্চিকালী>ওং বিছুআতি, হি বিছাতা, বা বিছাটী, বিছাতি। বিছার মতন যে গাছের শুঁয়ার দংশন।

বিনশন—?

উডুম্বর—সং উডুম্বর>বা ডুমুর, ও ডিমিরি।

পিড়িবা—সং পিণ্ডার=পিটলী গাছ। হি পিণ্ডারা। বাঁকুড়ায় একরকম খাদ্য ফলের গাছের নাম পিটিরা।

বনবাগ্যন—সং বনবাতিঙ্গন, বন্য বার্ত্তাকু। বামবেগুন—solanum ferox

পড়াসী—? বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে খ্যাত আরণ্য বৃক্ষবিশেষ।

প্রনাশা—?

ভূবণ্ডী—স ভূকণ্ডী=হাতীশুঁড়া গাছ।

চাকন্দা—সং চক্রমর্দ্দ>চাকন্দা, চাকুন্দে। কাশন্দার মতন গাছ। ওং চাকুণ্ডা।

কাসন্দা—সং কাশমর্দ্দ, হিং কসৌন্দী, ওং চাকুণ্ডা। কাঞ্চনাদি বর্গের ছোট বর্ষায়ু বন্য ক্ষুপ। প্রঃ—

কালা কাসন্দর ইন্দীবর ফুল লইল তুলি।—শূন্যপুরাণ।

নিসুন্দা—সং সিন্ধুক, সিন্দবার। ওং বেগুনিয়া, হিং নিঙ্গোরী, রাঢ়ে ইঞ্চি। প্রঃ—

নিম্ব-নিসিন্দা-রস।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ভালা—সং ভল্লাতক>ও ভালা, হিং ভিল্‌ওয়া, বাং ভেলা, ভালা। যে ফলের রস দিয়া ধোবারা কাপড়ে দাগ দ্যায়।

গোরক চাউল্যা—সং গোরক্ষতণ্ডুলা। পূর্ব্বে গোরাখ্যন শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

গিলা—? ওং গিল। এর ফল দিয়া কাপড় কাঁচানো হয়। লতা গাছ।

কাসী মালা—সং কূট-শাল্মলি, কা-শাল্মলি>কাশিমোল্লা, কাসীমালা। ও মই। জিওল গাছ, ক্ষত হইতে প্রচুর আঠা নির্গত হয়, জিওল বা জিউলী নাম দীর্ঘজীবী বলিয়া। লোকে খুঁটি করে উই ধরিবে না বলিয়া, খুঁটি হইতে ডালপালা বাহির হয়। সর্বাং টীং স কাসিম্বহু।

চিঞ্চা—সং চিঞ্চা=তেঁতুল।

বহু বাস—সং বংশ>বাং বাঁশ, অসং বাঁহ। বাঁহ বাঁশ? বহুবাস—যেখানে বহু গাছের বাস—বন?

মান্দারী—সং মন্দার>মান্দার, মাদার। ডেফল। গাছ কাঁঠাল-গাছের মতন, ফল বিসম-গাত্র, পাকিলে পীতবর্ণ অম্ল। ফলের অম্বল বাঁধিয়া খায়। প্রঃ—

চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মান্দার।—ভারতচন্দ্র।

আমড়া—সং আম্রাতক>প্রাং (অপভ্রংশ) অম্বাড়উ>ও আম্বড়া। সর্বা টীং স অম্বাড়, কুং কী আম্বড়া।

বহেড়া—সং বিভীতক>প্রাং বহেড়অ>ওং বাহাড়া, হিং বহেড়া, মং বেহেড়া। ফল লোমশ। আমলকী হরিতকী বহেড়া মিলিয়া ত্রিফলা। সর্বাং টীং সং বহেড়ী, বহড়ী। কুং কীং বহড়া।

হরিড়া—সং হরীতকী>ওং হরিড়া, হিং হরড়া, মং হিরড়া।

ধব—সং ধব>ওং ধ। হরীতকী বর্গের গাছ; গাছ হইতে গঁদের ন্যায় আঠা পাওয়া যায়।

ভেজাল্যা—সং আবৃজ, অপবৃজ ধাতু>আওজা>ভেজা। হিং ভেজনা=প্রেরণ। প্রঃ—

কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ভেজাই ঘরে।—চণ্ডীদাস।

জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাইলাম আগুনি।—জ্ঞানদাস।

অনল ভেজায়ে কুণ্ডে বেড়ে চার সতী।—ঘনরাম।

দব—স দাব=তাপ, তেজ। দাব=বন, এখানে দাবাগ্নি অর্থে দব ব্যবহৃত হইয়াছে।

কুকুরছাড়্যা—কুকুরচূড়া, ও কুকুর ছেলিয়া। Pavetta Indica

গাম্ভারী—স গম্ভারী, ও° গম্ভারি, বা গামার। প্রঃ—

ভ্রমন করি বুলে গাম্ভারি লইআ মিলে।—শূন্যপুরাণ।

গামারি মঙ্গলে চলিল ভকতাগনে।—শূন্যপুরাণ।

নদীয়া জেলায় এর নাম ভুককুণ্ডা।

গো—? গুবা > গো ?

হোগলা—স এরকা। জলার ধারে জন্মে, হোগলা-পাতায় চালা বেড়া ছাওয়া হয়। বোধ হয় ইহার জন্মস্থান বলিয়া নাম হুগলী। প্রঃ-

হোগলার ঝাপ, হুগলের কুড়ে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

হোগলের বনে বৃক্ষ লুকাইল গিয়ে।—শিবায়ন।

হিজলী দক্ষিণে রহে হোগলের বন।—নরসিংহ বসুর ধর্ম্মমঙ্গল।

হেন্তাল—স হিন্তাল, হেমতাল। তালাদি বর্গের খর্জ্জুর গণের গাছ, দুই-তিন ইঞ্চি মোটা কিন্তু দশ-বারো হাত লম্বা হয়। হিন্তালের লাঠি প্রসিদ্ধ। সৌন্দরনন্দ কাব্যে হেমতাল।

চামারকশ—চামড়া কষ করিবার গাছ। স চর্ম্মকষা। বন্য ক্ষুপ।

কাটিকারী—স কণ্টকারী। গুটিবেগুন তুল্য গাছ ও ফল।

গখরি—স গোক্ষুর > গোখুরা। বর্ষাকালে ঘাসের মধ্যে জন্মে শাক, ফল পাঁচকোণা বা দশকণ্টক—যেন গোরুর পাঁচজোড়া খুর।

বাখালশশ—স? মহাকাল > মাকাল > বাখাল (শশা)। লতা গাছ, ফল পাকিলে সুন্দর লাল, কিন্তু বিষাক্ত। সর্বা° টী° স গোরক্ষকর্কটী।

শাল—স° শাল। প্রসিদ্ধ সুপরিচিত গাছ।

পেয়াশাল—স° পীতসাল। আসন গাছ। হি° বীজসাল, অসন। ও অসন'। কিংবা স° পিয়ালশ্চ প্রিয়ালক ইতি মাধবঃ।

অর্জ্জুন—স° অর্জ্জুন, আসন গাছের তুল্য, নদীর ধারে জন্মে, ফলে পাঁচটা পাখা থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যে যমল অর্জ্জুন-বৃক্ষ ভগ্ন করিয়াছিলেন।

দেবছাট—? স° দেবদারু > হি° দেওদার ?

বিরছাট—?

জয়ন্তি—স° জয়ন্তী। বকফুলের মতন গাছ, ফুল হয় ছোট ছোট অতসী ফুলের মতন, বং কমলালেবুর চেয়েও আপীত লাল।

শোনা—স° সুবর্ণকা, স্বর্ণালু>সোঁদাল, সোনা; ও° সুণাবি। গুচ্ছাকারে আঙুরের থোলোর মতন উজ্জ্বল পীত বর্ণের ফুল হয়, ফল লম্বা লাঠির মতন হয়।

সর্বা° টী° স সোনালু, কু° কী° সৈনাহুল, হি° শঙ্খাহুলী।

বাকশানা—স° বঙ্গসেন। বকফুলের গাছ। বর্দ্ধমানে এখনো বাক্‌সনা বলে।

কোকিলাক্ষ—বা° কুলেখাড়া, ও কোইলিখিআ। জলের ধারে জন্মে, কাঁটা-গাছ। সর্বা° টী স° কোইলখা।

চিরাতা—স° কিরাতক, কিরাততিক্ত। বৈদ্যকল্পদ্রুমে—চিরতিক্ত। হিমালয়ের গাছ, ছোট ছোট গাছ হয়, অতিতিক্ত, জ্বরঘ্ন। রাঢ়ে জন্মে না; কবিকঙ্কণের শোনা নাম। সর্বা টী° স চিরাম্বিত।

ডেফল—স° ডহু, ও° জেউট, বা° ডেফল, ডেঁফল, মাদার। মালদহে ডোহা। অম্ল ফল। রাঢ়ে এই নাম অজ্ঞাত; কবি কোথায় পাইলেন?

কাফল—স° কাফল, কটফল; হি° কায়ফল। হিমালয় ও খাসিয়া পাহাড়ে জন্মে; ছাল সুগন্ধ ও কষায়ী, ঔষধে লাগে। রাঢ়ে জন্মে না; কবিকঙ্কণের শোনা নাম।

করন্দা—? করঞ্জা?

করঞ্জী—স করঞ্জক। করঞ্জা, করমচা।

মোহান্দী—? স মহাম্লা (=তেঁতুল)? মুন্দী—সোমরাজি-আদি বর্গের বর্ষায়ু শাকবিশেষ (?)। উর্দ মেহেন্দী? বৈদ্যকশব্দসিন্ধুতে মেন্দিকা, মেন্ধী=ক্ষা হেনা, যার পাতা বাঁটিয়া মুসলমান নারীরা হাত পা পাকা খদির-বর্ণ করে।

আসন—স আসন, অন্য নাম পীতসাল। পিয়াসাল অর্জ্জুন প্রভৃতি গাছের তুল্য গাছ। ও অসন, হি অসৈন, বা° আসন।

য়েরণ্ড—স° এরণ্ড > বা° ভেরেণ্ডা, বেড়ি।

মামড়ি—?

বাবলা—স° বব্বূল, বর্ব্বর। ও° ববুর। বা° অন্য নাম বাবুল। কাঁটা গাছ, পাতা জিরে জিরে, ফুল হলদে তুলির মতন, আঠা থেকে গঁদ হয়। ছাল চামড়া কষ করিতে লাগে; কাঠে লাঙ্গল ও গাড়ীর চাকা হয়।

২৩৪ পৃষ্ঠা

শরণ—? স° সরল? দেবদারু সদৃশ হিমালয় পর্ব্বতের গাছ; এই গাছের কাঠ চোয়াইয়া তার্পিণ তৈল হয়। এ গাছ রাঢ়ে নাই।

ছাতিম—সং সপ্তপর্ণ > প্রা ছত্তিবণ্ণ। ও ছাতিঅনা। সর্বা টীং সং চাতিপন্ন ; কৃং কীং ছাতীঅন, ছাঞ্চিঁয়ণ।

আখুলা—? সং অক্ষোড়, আক্ষোট, অক্ষোট, ফাং আখ্‌রোট। অথবা, আফুলা—ফুলহীন ?

নিম—সং নিম্ব।

দেবদারু—সং দেবদারু।

পারুলী—স পাটলী > বা পারুল—পাটলবর্ণ ফুল, ও ফল ফাটিয়া যায় বলিয়া নাম পাটলী, পাটলা।

মরুণা সীম—মরুণা=মৃৎতুল্য, মবকটিয়া, মবাটিয়া, কপ্ন বিবর্ণ ক্ষুদ্র বস্তুকে মরুণী মকণা বলে। সীম—স শিম্বা, শমী।

তেউড়ি—স ত্রিপুটা, ত্রিবৃতা, ত্রিবৃৎ > তিউড, তেউডি। লতা গাছ, খেঁসাবী কলাই।

দন্তি—স দন্তী। মুহী আদি বর্গের স্থূল ক্ষুপ বিশেষ, পাতা অণ্ডাকার দন্তুর ঈষৎ-লোমশ ত্রিশিব, ফল তিন-আঁঠিয়া।

আঙ্গলা—স আমলক > প্রা আমলও > আমলা, ও আওলা, হি আওঁলা।

মুগর—স মূর্ব্বা > বা মুর্গা। বন্য শাক ছায়াবৃত স্থানে জন্মে, পূর্ব্বে এর পাতার আঁশে ক্ষত্রিয়ের কটিসূত্র ও ধনুকের গুণ প্রস্তুত হইত।

তবল—তবল বাঁশ, তলদা বাঁশ—নরম ফাঁপা সরু বাঁশ। প্রঃ—

> তবল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।—চণ্ডীদাস।
>
> তবলে জনম তোর, সবল হৃদয় মোর,
> ঠেকিয়াছ গোঁড়ারের হাতে।
> কানাই খুটিয়া কয় মোর মনে হেন লয়
> বাঁশী হৈল অবলা বধিতে॥
>
> —অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী (পদরসসার)।

ভালুকা বাঁশ—খুব লম্বা মোটা নিরেট বাঁশ -Bambusa balcooa

মুড়া—সং মুণ্ড বা মূল > মুড়া।

উপাড়িয়া—সং উৎপাটি > উপাড় ধাতু।

সিম্বলী—বৈদিক শিম্বল, পালি শিম্বল > সং শাল্মলি > শিমুল, শিমল।

ধনিচা—সং জয়ন্তী ? জয়ন্তী গাছের মতন ছোট ঝোপ গাছ, সবুজ-সার স্বরূপ ক্ষেতে রোপা হয়। ধঞ্চে।

শিবীকর্জ্জ—ফা° শীর্‌খিশ্‌ত্‌; স যবাসশর্করা। হিমালয়ের মিষ্ট-নির্য্যাস-স্রাবী বৃক্ষ; পোকায় ডালে ক্ষত করিলে মিষ্ট নির্য্যাস (manna) নির্গত হয়।

বন চালিতা—ঢোলসমুদ্র তুল্য বন্য ক্ষুপের নাম বনচালিতা। অথবা, বুনো চালিতা।

ঝল্যাড়া—স° ঝল্লা > হি° ঝাল=ঢেউ। ঝালর—তরঙ্গের আকারে যাহা ঝুলিয়া থাকে। ঝল্যাড়া=ঝালরযুক্ত, ঝলঝলিয়া, পত্রল।

বাকুচি—অমরকোষে বাগুচী সোমরাজীর নামান্তর। কিন্তু বা° বাকুচি ও সোমরাজী পৃথক্। ম° বাবচী, হি° বকচী-দানা, ও বাকুচী। এই গাছের বীজ ধবলের ঔষধ। অন্য নাম হাকুচ।

কুচাইলতা—অন্য নাম কুচুইকাটা—কণ্টকী ক্ষুপ, পাতায় ডাঁটায় সর্ব্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ কাঁটা, পাতা শাঁই বাবলা গাছের মতন।

কুসুম—স° কুসুম্ভ; প্রসিদ্ধ লালরঙের ফুলের গাছ, ফুলে কাপড়ের রং হয়, বীজ ও বীজতৈল মানুষের খাদ্য। Safflower.

আতা—স° আতৃপ্য; ও আতা, হি আতা, সাতাফল, ফা° আতা। Custard apple.

..বিচা—? বনবিছা ? বনবিঠা ?

পলাস—স° পলাশ, কিংশুক। ও পলাশ, হি ঢাক।

পাকড়ি—স পর্কটী > পাকুড়। অশ্বত্থ তুল্য গাছ।

খরিরের বন—? আ খরিফ্ (=হৈমন্তিক) ? খদিরের বন খুব সম্ভব। আগে এ অঞ্চলে খদির-বৃক্ষের বন ছিল, যারা খয়ের করিত তারা খয়রা জাতি।

মোহাকড়া—? স° মহাকরঞ্জ ?

কাল্যাকড়া—? স° কালীয়ক=দারুহরিদ্রা। স° কলায়ক=শালিধান্য। কাল্যাকড়া বা কেলেকড়া লতা, সাপের ঔষধ, ফল তিক্ত, লোকে দশহরার দিন খায়।

উলু—স° উলূক, উলুপ। উলু খড়।

বিরণ—স° বীরণ>বা° বেনা, হি° খস্‌খস্। তৃণ বিশেষ।

ভাটি—স° ঘণ্টক>ভাঁইট, ভাঁট, ঘেঁটু। ও° গেন্টুটি।

আদাড়ে—বৈদিক আদার>স° আদ্রক, বা° আদা। অথবা, অন্ধকার>অন্ধআড়> আদাড়—অস্থান, কুস্থান, জঙ্গলাকীর্ণ স্থান।

মুড়রি—? মুড়ুর কাঁটা নামে খ্যাত লতা, লোকে বেড়াতে দেয়।

পাড়ুরি—? স° পাটলি>পারুল ?

শতমূলী—স° অন্য নাম শতাবরী>ও° হি° সতাবরী। রজনীগন্ধাদি বর্গের কাঁটা লতা।

কুলী—(১) বৈদিক কুলী, কুডী, কুবল; স° কোল>কুল, কুলি। প্রঃ—

লেম্বু কুলি।—চৈতন্যচরিতামৃত।

(২) কুলেখাড়া। স° কুলিক। সর্বা° টী° স° কোইলখা; অমরকোষের টীকাকার ভরত—কুলিয়াখারা।

(৩) তু° কুলী=মজুর, জন। তা° কুলী=দিনমজুরী।

নাদন—স° নন্ধ (বন্ধ), হি° নাধনা; বা° নাদনা=মোটা লাঠি। বৃক্ষকাণ্ড। প্রঃ—

বিচিত্র ভাণ্ডার-ঘর ভাণ্ডার পানের স্তম্ব লাগে
চন্দনর নাদন।—শূন্যপুরাণ।

অথবা নাগদনা গাছ।

চারুদন—? চারুদল?

বেড়াজাল—? বেড়েলা?

ছুরতি—?

কুচিলা—বৈদ্যশাস্ত্রে কুচেল, কুচিল। ও° হি° কুচিলা, ম° কুচলা। বিষবৃক্ষ। ইং Strychnos Nux-vomica.

আঠিল—? অস্থি>প্রা° অট্ঠি, স° অষ্ঠি>আঁঠি। আঁঠি+ল=আঁঠিল—আঁঠিওয়ালা, বড় বড় বীজওয়ালা? আঁঠিলা—এক প্রকার বড় গাছ।

শিব-আওলা—শিল-আমড়া নামে খ্যাত ফলবান্ বৃক্ষ, নোয়াড় গাছ। শির-আওলা নামই ঠিক, কারণ ফল আমলকীর তুল্য ও গায়ে শিরা আছে।

হারীশ—?

নির্ব্বাসী—স° নির্ব্বিষা>নির্ব্বিষী।

আলনা—?

অগস্তে—? অগস্তি, অগণনীয়?

জিউধর—? আসন অর্জ্জুন গাছের নাম জীবক। দীর্ঘজীবী বলিয়া। জীবল> জিওল—যাহা শীঘ্র মরে না। জিয়াপোতা গাছও হইতে পারে।

কাখড়া—কাখুরা নাম রঙ্গপুরে; আসামে নাম রিহা, ইং নাম rhea। গাছের ছালে দড়ি হয়।

২৩৫ পৃষ্ঠা

কাঠসিম—বন্য গাছের শক্ত শিম। Canavalia virosa.

গুলঞ্চ—ফা° গুল্-ই-চীন=চীন দেশের ফুল। লতা গাছ, ছাল অরম্য। গুড়চী।

ভূমিকুমুড়া—স ভূমিকুষ্মাণ্ড, অন্য স° সাম বিদারী, ক্ষীরবিদারী। হি° বিলাইখন্দ, ও° ভুই-কখারু। লতা গাছ, মাটিতে মোটা কন্দ হয় বলিয়া নাম।

বনখেজুর—খেজুর-গাছের তুল্য ছোট গাছ।

গোঠিলা—কাসমর্দ্দ বা কাসন্দা গাছের অপর নাম।

জইপানা—স° বারিপর্ণী, হি° জলখুম্বি। জলের পানা। জুঁইপানা—স° পৃথিকাপর্ণী, দক্ষিণ ভারতে নাম নাগমল্লী, বাসকাদি বর্গের ক্ষুপ, ফুল শাদা ওষ্ঠবৎ। Rhinacanthus communis।

দুগ্ধা—স° দুগ্ধিকা, তিক্তদুগ্ধ>দুধিয়া>দুগ্ধা। লতাগাছ, গাছের আঠা দুধের মতন, আকন্দের মতন ফলে তুলা হয়।

বেলেন—?

পাটকালকোবণ্ডা—? পাট ও কালকোবণ্ডা? পাটকাল ও কোবণ্ডা? পাট কাল কোবণ্ডা?

জোকা—জোকা বেডেলা। এর পাতা বাটিয়া ফোড়ায় পুলটিশ দেওয়া হয়।

তোখা—?

গাবত—?

যেণ্ডা—?

কুকুড়ি—? স কর্কটী>কাকুড়, কাকুডী

কাবত—? নিশ্চয় কয়েত হইবে।

কায়েম—? আ° কায়েম=চিরস্থায়ী।

বাম কড়ি—?

করাড়—? স° করীর, হি করীল=মরুভূমির কাটা গাছ? কড়ার নামক আরণ্য বৃক্ষ।

কেন্ড—স কেন্দুক। ও কউ, কউকা। কেঁউ গাছ। কেঁদ। ওড়িষ্যার কেণ্ডুঝর বা কেন্দুঝর রাজ্য এই গাছ হইতে নাম পাইয়াছে।

কুটাটি—?

বেউড়ি—বেউড় বাঁশ।

লাট—স° লটা>লাটা, নাটাকরঞ্জ। সর্বা° টী° স° লাটা করঞ্জ।

বিনা —?

বিম্ব—স° বিম্ব—তেলাকুচা।

কটটি—? স° কটুকা—হিমালয়ের শাক বিশেষের কন্দ বা মূল। কটফল—হিমালয় পাহাড়ের আরণ্য বৃক্ষ। স° কটুকরঞ্জ, হি° কটকরঞ্জা।

যগতমর্দ্দন—জগৎমদন—বাসকাদি-বর্গের সুশ্রী ক্ষুপ বিশেষ।

গুড় মরেন—স° কাকাদনী, বা° গুড়কামাই।

সেন্দোলা—স° স্বর্ণালু, সুবর্ণকা>সোঁদাল। ও° সুণাবি, হি° নাম আমলতাস। সোনা রঙের আঙুর থোলোর মতন ফুল হয়।

গন্ধালী—স° গণ্ডালী, অন্য স° নাম সর্পাক্ষী>গন্ধনকুলী। আসাম ও ব্রহ্মদেশের সুগন্ধি গাছ। স° গন্ধভদ্রা, বৈদ্যকে গন্ধালি>গন্ধভাদালে, গাঁদাল। লতা গাছ। প্রঃ—

চামলী গন্ধলি তুলিলা শ্রীফল দুইবটি।—শূন্যপুরাণ।

অশ্বকন্দ ? অশ্বগন্ধা ? অশ্বকন্দ ?—আগ তুল্য বাসগন্ধ কন্দ—আম আদা বা অম্ববেল নামক বুনো কচু হইতে পারে।

মৌল—স মধুক>মউল, মহুয়া, হি ও মহুআ, কোল ভাষায় মদকুম, তামিল নাম ইপ্পা। সবা টী স মহুআ প্রা মহুআ।

শঙ্খজট—অন্য স নাম রুদ্রজটা। ছোট ঝোপ গাছ, জলের ধারে ছায়াতে জন্মে, পাঁচ হইতে নয় পর্ণে পাতা, পর্ণ সব সরু, শুঁটি হয়

আডান্দ—? এরণ্ড ? আকন্দ ?

উজড—?

সাগাউতি—? স সেবতী, সেমন্তী সেবন্তী>সেঁউতী সেঁউতী ?

চাপাতি—?

উলটকম্বল—উল্টা কম্বল, উলট কম্বল>উল্ট কম্বল। ফল নীচু মুখে ঝুলে বলিয়া নাম। শিকড়ের ছাল স্ত্রীরোগের ঔষধ।

বোহারী—স° বহুবার ও গবগণ্ডী। ছোট গাছ, অনেক ডাল চারিদিকে ঝুলিয়া পড়ে বলিয়া নাম বহুআরি, বহুয়ারি>বোহারী। বাটে নাম বরবরুড। ফলের ভিতরে আঠা, লোকে খায়।

আকলা—স° বিদ্ধকর্ণী, অবিদ্ধকর্ণী। হি আকনাদি ও অকানবিধি, বা আকনা, নিমুখা, নিমুখা—পাতার মধ্যস্থলে বোঁটা বলিয়া নাম, পাতা ফোড়ার উপর বসাইলে ফোড়া ফাটে, পাতার রস খাইতে দিলে পাথুরি সারে।

দিন—?

গুশ—?

আলঙ্গ—?

সিআবিসা—? স শিবাষ।

ধুধু—?

যোগিনী—?

চড়র—?

কালমেঘ—সং কিরাত>হিং কিরয়াত; ওং ভুই-নিম্ব। অন্য সংস্কৃত নাম মহাতিক্ত। ছোট বর্ষায়ু গাছ, পাতা মৎস্যাকার। জ্বরের ঔষধ।

ব্যাপাগলা—? ব্যাপা (ব্যাপ্ত হইয়াছে) গলা (কণ্ঠ) যাহার—ঝিণ্টীর এক নাম আর্ত্তগল হইতে? অথবা বিয়ে-পাগলা?

তড়েক—? বিষতড়কা, বিদ্ধাড়ক—সং বৃদ্ধদারক (অমর)। কলম্বী-আদি বর্গের বৃহৎ রোহিণী বিশেষ, পাতা বড় বড় পানের মতন, নিম্নপৃষ্ঠ কোমল রোমময়, এই হেতু ওড়িয়া নাম মখমল। The Elephant creeper

জাঙ্গা—লোহাজাঙ্গা, আরণ্য বৃক্ষ।

খির—হিং ক্ষীরণী, খিরণী, ওং ক্ষীরী। ফলে ক্ষীর—দুধ—থাকে বলিয়া নাম, ফল মানুষে খায়। চৈতন্যচরিতামৃতে ক্ষীরিলি।

ভেরকুণ্ডা—বরিশালে ভুরকুণ্ডা=চোরকাঁটা, ভাঁটই, ঝুরকুণ্ডা, ছিনারী, নিলাজী। নদীয়ায় ভুরকুণ্ডা=গাম্ভার, গামার।

বারঙ্গা—?

ভানুলোদ—? লোদ—লোধ্র।

চিকল—?

ছাগলা—(১) ছাগল-খুরী—বুনো লতা, পাতা দ্বিখণ্ডিত ছাগলের খুরের মতন, সুন্দরবনে ও ওড়িষ্যায় প্রচুর জন্মে—ওড়িয়া নাম কন্সারি লটা। (২) ছাগল-বাঁটী—বুনো লতা, প্রত্যেক ফুল হইতে ছাগলীর বাঁটের মতন একজোড়া ফল হয়। (৩) ছাগল-নাদী=বন্য শাক, ধানক্ষেতে জন্মে, ফুল ছোট ছোট গোলাকার ছাগলের নাদীর মতন।

কুড়ড়ি—কুড়চি? কুরুই?

সাজিলা—সাজিনা, সজিনা, সজনে। দীর্ঘ তরু, ফুল পাতা শুঁটি সবই মানুষের খাদ্য তরকারী। সং শোভাঞ্জন, সর্বাং টীং স সোহঞ, তবতে শজিনা।

বিলাই ছাঞ্চি—? বিড়াল-ছানি?

ঘোড়ামুগ—সং মহামুদ্গ—বড় বড় মুগ কলাই। বুনো মুগ।

গুড় কাঙাঞ্চি—গুড়কামাই। সং কাকাদনী।

আড়াশ—? বোধহয় অরস, আরাস—বেগুনাদি বর্গের বন্য ক্ষুপ।

আবলুশ—ফা° আবনুস, হি° আবনুস, ইং ebony। স° তিন্দুক, হি° তেন্দু; স° কাকেন্দু, বা° ও কেন্দু। গাব জাতীয় গাছ, কাঠ কৃষ্ণবর্ণ। আবলুশ নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক, প্রাচীন নাম কেঞ্জ কেঁদ।

বড় গোয়ালা—স° গুহালিকা>গোয়ালা, গোয়ালে। লতা গাছ; ঘরের কাঁথের বা গাছের ছালের গুহা গর্তে শিকড় চালাইয়া চড়ে, পাতার তিনটা পর্ণ আঙুলের মতন—ও নাম আঙ্গুলিআ।

বড় গোয়ালে—স° নাম গোধাপদী, হংসপদী। এর পাতায় সাতটা পর্ণ বলিয়া এ বড় আখ্যা পাইয়াছে।

আগমিচি—?

মড়ু—মাড়ুয়া মাচা নামক তৃণশস্য ?

সুভাকলী—?

আতমোড়া—স° আবর্তনী>আঁতমোড়া। বড় ঝোপ গাছ, পাতা দাঁতাল, ফুল পাটকিলা বং, ফল ২।৩ আঙুল লম্বা লোমশ পেঁচানো ঘুরানো—সেইহেতু নাম।

হীজল—স ইজ্জল, হিজ্জল, নিচুল, অম্বুজ। জলের ধারে জন্মে।

গজপিপ্পলি—স গজপিপ্পলী। লতা গাছ, গাঁঠে গাঁঠে শিকড় হয় ও তদ্দ্বারা অন্য গাছে চড়ে।

বনজাম্বির—স জম্বার=গোড়া বা কর্ণা নেবু, যাতারা নেবু। Lemon, Citrus medica। যে জম্বীর বনজ তাহা বনজাম্বির।

বাগনলা—(১) বাঘনখা, ও বাঘনখ, হি বঘনহা—ফলে দুটা বাঘনখের মতন বাঁকা কাঁটা থাকে। আদিবাস মেক্সিকো দেশে।

(২) বাঘলালা—জলের ধারে জন্মে, কাঁচড়া বর্গের শাক, পানিকাচড়া নামও আছে। দেখিতে ঘাসের মতন, রস লালার মতন।

ডাল্যা—? তখনো এদেশে ইংরেজী Dahlia ফুলের গাছ আসে নাই।

পলা—পলাশ ?

পিপলী—স° পিপ্পলী>পিপুল। পান-গাছের মতন লতা, কাঁচা ফল শুকাইয়া ঔষধে ব্যবহৃত হয়, ফল ঝাল। Piper longum. ফলের ইং নাম Long pepper.

দয়া—দয়া কলা, ফলে বড় বড় বহু বীজ হয়। অথবা, দইয়া-খইয়া—দধি বা খই তুল্য বর্ণ বলিয়া নাম, ধূসরবর্ণ বন্য শাক।

চন্দ্রমূলী—চন্দ্রমল্লী, চন্দ্রমল্লিকা—chrysanthemum—চীন ও জাপান দেশের গাছ। স° চন্দ্রমূলী—বন্য ক্ষুপ, মূল খাদ্য।

ভূঞা—? ভুঁই-আদা, ভুঁই-আমলা, ভুঁই-কামড়ি, ভুঁই-কুমড়া, ভুঁই-চাঁপা, ভুঁই-জাম ?

শিলাঙ্গুল্যা—? শিল-আঙলা, শিল-আমড়া ? ভূঞা শিলাঙ্গুল্যা—ভূঞা শিরআঙলা—ভূম্যামলকী—ক্ষুদ্র শাক—ভুঁই-আমলা, Phyllanthus niruri.

হাফরমালী—সং ভদ্রবল্লী। লতানে ঝাড় গাছ হয়—Vallaris heynei.

২৩৬ পৃষ্ঠা

কন্ধ—সং কন্দ। কিংবা স্কন্ধফল=ডুমুর।

মথুরি—?

বিদত জেক—সং বৃদ্ধদারক > বিদ্ধাড়ক। ও নাম মথমল—পাতা বড় বড় পানের মতন, নিম্নপৃষ্ঠ কোমল রোমময় মখমলের মতন।

বাতবাজ—কুকুরশোঁকা (বাতরক্তঘ্ন)? অশ্বত্থ (বাতরঙ্গ)? গুলঞ্চ (বাতরক্তারি)? বন্য শিম বিশেষের নাম বাতবাজ।

গুণসাগর—? কাঞ্চনের বিশেষণ?

কাঞ্চন—সং অন্য নাম যুগপত্রক, কাঞ্চনার, কোবিদার, দেবকাঞ্চন।

হাতভাঙ্গা—সং অস্থিভঙ্গ, অস্থিসংহার > বা ও হাড়ভাঙ্গা, হিং হড়সঙ্কারী। বন্য চতুষ্কোণ লতা—ডাঁটা আঁকা-বাঁকা যেন হাড় ভাঙিয়া গিয়াছে। অন্য নাম হাড়জোড়া—লোকের বিশ্বাস ইহার প্রয়োগে ভাঙা হাড় জোড়া লাগে।

চাকঘা—?

মুর্ব্বর—সং মূর্ব্বা, মুর্ব্বী। দীর্ঘপত্র গুল্ম, পাতার আঁশের দড়িতে ধনুকের ছিলা হয়। ইংরেজী নাম bow-string hemp, সংস্কৃত অন্য নাম ধনুগুর্ণা, ধনুঃশাখা, ধনুঃশ্রেণী।

সর্ব্বজাবক—? সর্ব্বজয়া ? সুগন্ধ শাকবিশেষ সর্ব্বজাবক।

ঘাটুফুল—সং ঘণ্টক, ঘণ্টাকর্ণ। ভাঁটফুল, ঘণ্টার মতন বলিয়া নাম।

ঘাটুকাল—সং ঘেঞ্চুলিকা > ঘেঁচু, কচু জাতীয় গুল্ম। সং ঘণ্টাকর্ণ > ঘাটুকান > ঘাটুকাল।

কেয়া—সং কেতকী।

উকুন্থা—? বন্য ক্ষুপ; পাকা ফল টিপিলে পুটপুট শব্দ হয়।

চিরুণ্ডা—? হিং চিরঞ্জি ? বন্য ক্ষুপ, ফলে চিরুণীর মতন দাঁত আছে।

বারাহী—সং বারাহী কন্দ=চুপড়ি আলু। ওং হাণ্ডিয়া আলু।

খড়ী—সং খটী, খটিকা > প্রা খড়িঅ। তা খাট্টাই=জ্বালানি কাঠ; তা খাড়=বন। সং খড়ী=কাশ গাছের মতন গাছ, তৃণ জাতীয়।

কাসী—স° কাশ। লম্বা ঘাস।

বারিচা—?

বাম কলাখত—? রামকলা খেত? বুনো কলাব ক্ষেত বন?

ভিতপুঙ্গি—? তিতপুঙ্গি—লতা বিশেষ, ফল তিক্ত।

বন নাবেঙ্গ—বন্য নাগবঙ্গ বা নাবাঙ্গা নেবু।

আগাই—?

মোহাশমুদ্র—? ঢোলসমুদ্র—স° ঢোলসমুদ্রিকা—বন্য শাক বিশেষ। ও° হাতীকানী —হস্তীব কর্ণ তুল্য বৃহৎ পত্র যাব।

বনজাম—বন্য জম্ব।

শবই—স° শব তৃণ?

ঈশবমূল—স° নাম অর্কমূলা—বন্য লতা। পাখালতা। Aristolochia indica. লোকেব বিশ্বাস মূলেব গন্ধে সাপ পালায়।

ইশ্বব মূলেব গন্ধে পলায় ভুজঙ্গ।—কবিকঙ্কণ।

চাকুত—স চক্রমর্দ্দ>হি ও বা চাকুন্দা, চাকন্দা।

চন—? খুব সম্ভব ছন—ভুলে চন পাঠ হইয়াছে। ছন—ঘব ছাদনেব তৃণ।

কবকজ—?

কব—? কুড়?

কামবঙ্গ—স কর্ম্মবঙ্গ, ও করমঙ্গা, বা কামবাঙ্গা। পাঁচশিবা অম্ল ফলেব গাছ।

দ্রক্ষা—স দ্রাক্ষা। আঙুব।

জায়ফল—স জাতিফল। মালাক্কা দ্বীপেব গাছ। ই° nutmeg

লবঙ্গ—মালয় বুঙ্গা=ফুল, মালয় ভাষায় লবঙ্গেব নাম—বুঙ্গাচিঙ্গকে। অমবকোষে লবঙ্গ আছে।

লবঙ্গলতা—লতানে কাঁটা গাছ, নেবুব মতন বড বড ফল হয়।

বন-লবঙ্গ—বন্য শাক বিশেষ, ভিজা ক্ষেত্রে জন্মে, ফল লবঙ্গেব মতন লম্বা, উপবে দল, তাই নাম লবঙ্গ।

লেয়ালী—স° নবমল্লিকা, নবমালিকা>প্রা নোমালিআ>সবা টী স নেবালী।

চাম্পা নাগেশ্বব আব নেআলী মাল্লী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। শূন্যপুবাণে নিঅলি।

ভূজঙ্গ কেশর—স° ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, ভৃঙ্গ, কেশরঞ্জন, ভৃঙ্গাব, ভৃঙ্গবজঃ, ভৃঙ্গাহ্ব। বোধ হয়, ভৃঙ্গবাজ ও কেশবাজ নাম মিলিয়া হইয়াছে ভুজঙ্গকেশব। কেশুবে—এব পাতার রস টাকে মাখিলে চুল গজায় বলিয়া নাম। নাগকেশরেব অপর নাম।

কেশর—বকুল, পুন্নাগ, হিঙ্গু বৃক্ষ ও ফুল।

রঙ্গণ—পুষ্পলতা, Rangoon Creeper. প্রঃ—

গড়িল পারুল ফুলে তূণ মনোহর।
বোঁটা সহ রঙ্গণে পূরিয়া দিল শর ॥—ভারতচন্দ্র।

রঙ্গণ মালতী কুন্দ করবীর অরবিন্দ
থরে থরে লাগয়ে তাহাতে।—চণ্ডীদাস।

কাননে কুসুম তুলিলা রঙ্গন আর ঝাটি।—শূন্যপুরাণ।

করুনা—করুণা বা কর্ণা নেবু, জামীরের জাত।

কমলা—নাম খুব পুরাতন নয়; সং নাগরঙ্গ, আং ফাং নারন্‌জ্, পর্ত্তু° laranga, ফরাশী oranger, ইং orange; নারী-অঙ্গ সদৃশ বলিয়া এর এক নাম নার্য্যঙ্গ। বাংলা সাহিত্যে পঞ্চদশ শতক হইতে কমলা নাম সুপ্রচলিত দেখা যায়।—

নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর।—চৈতন্যচরিতামৃত।

লক্ষ্মীর মূর্ত্তি কল্পনাতে তাঁহার হস্তে বসুপাত্র স্বর্ণপদ্ম ও মাতুলুঙ্গ নেবু থাকে; কমলার হস্তধৃত নেবু কমলা?

ছোলঙ্গ—সং মাতুলুঙ্গ>ছোলঙ্গ। মন্দিরচূড়ার আকারের নেবু; নারকলে নেবু। ফরিদপুরে বাতাবী নেবুকে ছোলঙ্গ নেবু বলে। এই আকার হইতে ছোলঙ্গ মানে Cone, Conical হইয়াছে।

ছোলঙ্গ নারঙ্গ কামরঙ্গ আম্ব লেম্বু ডালিম্ব
জাম্বু জাম্বার আম্বড়া।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ছোলঙ্গ চিপিঞা রস দিলেঁ নিমঝোলে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

টাবা—স মাতুলুঙ্গ; ছোলঙ্গ নেবু। ফাং তুরঞ্জ, ওং টভা। নেবু বড় বড় গোল গোল বলিয়া নাম টাবা। ঈষৎ অম্ল, সুগন্ধ।

গুবাক নারিকল অমৃত সম ফল
দাড়িম্ব টাবা সারি সারি।—শূন্যপুরাণ।

শঙ্কর পূজিতে রাখিলা বিল্ববন—

বিল্ববৃক্ষঃ প্রিয়ঃ শম্ভোস্ তব যোনির্ ভবিষ্যতি।
—বহ্নিপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাব-নাম-অধ্যায়।

স তরুর্ মম বৈ লক্ষ্মি পরমঃ সুপ্রিয়ো ভবেৎ।
তৎপত্রৈরেব মে পূজা ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥

যথা মে ত্রীণি নেত্রাণি যথা গঙ্গাজলং মম।
তথা প্রিয়তমো লক্ষ্মি ত্রিপত্রঃ শ্রীফলচ্ছদঃ।

—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১০ অধ্যায়।

বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ মহেশস্য সদা প্রিয়ঃ।
শিবপূজক মাত্রঃ প্রিয়স্পর্শ মহাতবো॥
বিল্ববৃক্ষ-বনং যত্র সা তু বারাণসী পুরী।
একো বিল্বতরুর্ যত্র তত্র শম্ভুর্ ময়া সহ॥
বিল্ববৃক্ষা যত্র দশ তত্র শম্ভুর্ গণৈঃ সহ॥
চৈত্রাদি-চতুরো মাসান্ সদা ভ্রমতি শঙ্করঃ।
নবীন-বিল্বপত্রার্থী ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়কঃ॥

—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১১ অধ্যায়।

তৎফলৈস্ তৎপ্রসূনৈর বা তৎপত্রৈর্ যঃ প্রপূজয়েৎ।
তৎকাষ্ঠচন্দনৈর্ বাপি স মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

—যোগিনীতন্ত্র পূর্ব্বখণ্ড ৫ পটল।

মাতৃকাতন্ত্র ৫৫ পটল, জ্ঞানভৈরবতন্ত্র ৬ পটল।

বিল্বস্য প্রসবাগ্রেণ ত্রিপত্রেণ প্রজায়তে।
একেনাপি যথা তুষ্টিস তথান্যেষাং ন কোটিভিঃ॥

—স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ২৭১।১৪৪।

বাকসানা—সং বঙ্গসেন; বকফুলের গাছ। প্রঃ—

বাবলা বাকানম বেঙুচ বাসকনা। —মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

আচু—সং আচ্ছক > আচু।
শপুলা—সং সপুলা—নবমালিকা, গুঞ্জা, পাটলা গাছ।
জাতি—(সং) চামেলী, মালতী। প্রঃ—

সেঅতি মালতী জাতি চম্পা নাগেশ্বর।—শূন্যপুরাণ।

জুতি—সং যূথী।
বাছিয়া—সং বিচ ধাতু পৃথক্‌করণ; স বাঞ্ছ ধাতু ইচ্ছানুরূপ বস্তুগ্রহণ; ও হিং বাছ ধাতু। প্রঃ—

ভাল ভারী আণিলেহেঁ সংসারে বাছিআঁ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

২৩৭ পৃষ্ঠা

বট রাখিলা ষষ্ঠীর ধাম—

শালগ্রামে ঘটে বাথ বটমূলে হথবা মুনে।
ভিত্তৌ পুত্তলিকাং কৃত্বা পূজয়েদ বা বিচক্ষণঃ ॥
—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড।

থইকর—স্থলকর, স্থপতি, রাজমিস্ত্রী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বৃন্দাবনখণ্ডে বহু ফুলের ও গাছের তালিকা আছে। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলের ১৮৫ পৃষ্ঠায় বনকর্ত্তনের বিবরণ আছে। এক গাছের নাম একাধিক বার দেখিয়া রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় অনুমান করেন—ইহাতে একাধিক কবির হাত আছে।

কালকেতু কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব (২৩৭ পৃষ্ঠার ফুটনোটে অতিরিক্ত পাঠ)

শক্তিরূপা তিন দেবে— আদ্যাশক্তি প্রকৃতি পঞ্চধা হইয়া হইয়াছিলেন দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী রাধা ষষ্ঠী।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

মহিষাসুর বধের সময় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ললাট হইতে শুক্ল পীত ও কৃষ্ণবর্ণা শক্তি নির্গত হইয়া দুর্গারূপ ধারণ করেন।—দেবীপুরাণ।

শাকম্ভরী—২১২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

হরতনু—কালী গৌরী হইয়া শিবের বামার্দ্ধভাগিনী হন।—কালিকাপুরাণ। শিব হিমালয়ের দুই দুহিতা গঙ্গা ও উমাকে বিবাহ করিয়া যথাক্রমে মস্তকে ও বামাঙ্গে ধারণ করেন।—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ। শিবের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

কৌষিক-কুমারী—২১২ পৃষ্ঠার কৌশিকী শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

বিন্ধ্যবাসিনী—১৪ পৃষ্ঠার পাঠান্তরের টীকা দ্রষ্টব্য।

বাশুলী—বৌদ্ধ ধর্ম্মের দেবতা ধর্ম্ম ঠাকুরের শক্তি বাশুলী। বাশুলীর ধ্যান পূজা ধর্ম্মপূজাবিধানে ৩১ পৃষ্ঠায় আছে। বজ্রযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবী বজ্রতারা।

"নিত্যাষোড়শী নামে এক দেবী আছেন বৌদ্ধদের। তাঁহার ষোলজন সহচরী ছিল। ষোলজন সহচরী-সুদ্ধ নিত্যার মন্দির ও বাঁকুড়া বা বীরভূম জেলায় আছে। বাসুলী তাঁহার এক সহচরী। .. সেকালে বড় বড় মন্দিরে দেবদাসী থাকিত। বাসুলী তাহাও হইতে পারেন। তিনি বিশালাক্ষী নহেন। ধর্ম্মপূজার বিধিতে ধর্ম্মঠাকুরের যত আবরণ-দেবতা আছেন, তাহার মধ্যে একজন আছেন বিশালাক্ষী,

একজন আছেন বাসুলী। সুতরাং দুজনে এক হইতে পারেন না। বাসুলীর নমস্কারে তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডী বলা হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডী আমাদের একজন পুরাণ দেবতা। তিনি ব্রাহ্মণের দেবতা নন, বৌদ্ধদের অঞ্চল হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে সকল জাতিই পূজা করিতে পারে। প্রতিমায়, পটে, খোলায় খাব্‌রায় তাঁহার পূজা হয়। তিনি কিন্তু খুব প্রাচীন দেবতা। ঢাকায় টাউন-হলের পাশে এক চণ্ডী-দেবীর মূর্ত্তি আছে; উহা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যের তৃতীয় বৎসরে খোদাই করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) রাধিকা চণ্ডীর পূজা করিয়াছেন। চণ্ডীর দাসেরা সকলেই গান করিয়া বেড়াইতেন এবং সকলকেই চণ্ডীদাস বলিত।"—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চণ্ডীদাস প্রবন্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৯, ৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীফলশাখাবাসিনী—বিল্বশাখা নব পত্রিকার এক উপকরণ।—

সপ্ত বিল্বদলা যত্র তত্র দুর্গা যুতো হরঃ।
এক বিল্বতরুর যত্র তত্র শম্ভুর্‌ময়া সহ॥

—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১১ অধ্যায়।

জ্যোতীরূপং মদংশম্।
তদা সা বৃক্ষরূপেণ স্থিতা গিরিপ্রিয়া সতী।—যোগিনীতন্ত্র ১।৫।
ব্রহ্ম বিষ্ণু-শিবাঃ পত্রে, বৃন্তঞ্চ শক্তিরূপিণী।

—জ্ঞানভৈরব তন্ত্র ৬ পটল।

বর্গভীমা—তমলুকের দেবী, আসলে এটি নাকি পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্ত্তি।

গুজরাট নির্ম্মাণ (২৩৮—২৪১ পৃষ্ঠা)

২৩৮ পৃষ্ঠা

শীতপক্ষ ত্রয়োদশী...... কার্ত্তিক মাস—

বৈশাখ-শ্রাবণাষাঢ়-মার্গ-ফাল্গুন-কার্ত্তিকাঃ।
সুপ্রশস্তা গৃহারম্ভে পত্নী-পুত্র-সমৃদ্ধি-দাঃ॥
শুক্ল-পক্ষে ভবেৎ সৌখ্যং কৃষ্ণপক্ষে ভবেদ্ ভয়ম।
আদিত্য-ভৌম-বর্জ্জন্ তু সর্ব্বে বারাঃ শুভাবহাঃ॥

—যুক্তিকল্পতরু। মৎস্যপুরাণেও এইরূপ ব্যবস্থা।

বেশ্মারম্ভঃ শুভঃ স্যাৎ সুতিথি-শুভবিধৌ
ভৌম-সূর্য্যেতরাহে ।—মহাভারত ।

[গৃহারম্ভ] কার্ত্তিকে বিন্দ্যাৎ ধনধান্যকম্ ।—মৎস্যপুরাণ ।

আয়ুষ্মান্ যোগ সম্বন্ধে জ্যোতিষ ও পঞ্জিকার কত—

শেষা যথার্থনামানঃ শুভকার্য্যেষু শোভনাঃ ।

গরুড় ও মৎস্যপুরাণে বাস্তমান-লক্ষণাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ।

চন্দ্রাদিত্যবলং লগ্নং তথা শুভানবীক্ষিতম ।
দশমী পৌর্ণমাসী চ তথা শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশী ॥ —দেবীপুরাণ ।

বৃহস্পতি-যুক্ত চন্দ্র "ব্রতারম্ভে প্রতিষ্ঠে চ গৃহারম্ভ-প্রবেশনে" শুভ ।

সুরগুরৌ দৈতেয়-পূজ্যে হপি বা ভবনং কার্য্য প্রবেশো হপি বা ।
বর্ষান্তে হভ্যুদিতে শুক্রে কেন্দ্রে সুরগুরো শুভে ।
বাস্তুকর্ম্ম সমারম্ভং শুক্র চন্দ্রাক-ভূমিজে ।

চন্দ্র ও বৃহস্পতি এক রাশিতে থাকিলে চন্দ্রপ্রভা যোগ হয় । এই যোগ সর্ব্বকর্ম্মে শুভজনক ।—জ্যোতিষ ।

বিশ্ব —বিশ্বকর্ম্মা ।

তোলে—উত্তোলন করে অর্থাৎ গঠন করে ।

আওয়াস—আবাস ।

কবাত—স কবপত্র, সবা টী স. কবরত্ত, ম কববত, ও কত্ত, হি কবাণ্ড

প্রঃ—

কবাত ভেজাএ দিল রামর মাথে ।
চেরা না জাঅ রাম সভরে কবতার ।—শূন্যপুরাণ ।
কানুর পিরীতি কুলের কবাতি পরাণ টানিয়া নিল ।—চণ্ডীদাস ।

চৌরী—চতুঃ+আলি > চৌ+আড়ি > চৌড়ি, চৌরী । চার চালা ঘর—চার চালা টাঙাইতে চারিদিকের খুঁটির মাথায় চারটা আড়া থাকে বলিয়া নাম চৌআড়ি—মালদহ অঞ্চলে এখনো বলে । প্রঃ—

নেতের কানাৎ দিয়া বেড়িল চৌউরি ।
তার মধ্যে রহিলেন শ্রীরামসুন্দরী ।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

চতুঃশালা—২২৫ পৃষ্ঠার মূলের টীকা দ্রষ্টব্য ।

মাঝ্যা—সং মধ্য > প্রাং মজ্‌ঝ > মাঝ । মাঝ+ইয়া (সম্বন্ধে)—মাঝিয়া > মাঝ্যা ।

পিড়া—স° দ্বারপিণ্ডী; ও° পিণ্ডা। দ্বারেব সম্মুখস্থ গৃহভিত্তি। প্রঃ—

পিড়াঅ সভা কবে সুনাব কলস।—শূন্যপুবাণ।

গৃহপিণ্ডায় বসিলা পড়িয়া।—চৈতন্যচরিতামৃত।

খোয়ে ঢালা—স ক্ষয়>খোয়া=ইষ্টকখণ্ড। শূন্যপুবাণে মেঝে ও পিড়া কাট ঢালা—

কাঞ্চন বাঁধিল মেজে কবিল কাট ডাল। - শূন্যপুবাণ।

ইষ্টকা-রচিত প্রাচাব প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত গৃহদ্বাবে।

হিঙ্গুল হবিতাল কাচ ঢাল চৌখণ্ডা চৌকাঠা শালে॥ -জয়ানন্দ।

বাট -স বর্ত্ম>প্রা বট্ট>স বাট=পথ।

কিসেব আস্তবে কাহ্নাঞি আগোলসি বাট।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বেহদ—স বৃহন্দ=বহির্দ্বাব, দেউড়ী। প্রঃ

বহন্দেব বহির্গত হইল বাজন।- কৃত্তিবাস

এক বৃন্দ আওয়াস যে দেখিতে রূপস

চালে শোভা কবিতেছ বত্নেব কলস। কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড

২৩৯ পৃষ্ঠা

কনক কলস বৈসে—গৃহ বা মন্দিবচূড়ায় স্থাপিত কলসাকৃতি তৈজসভূষণ। প্রঃ -

সুনাব কলস সোভে দেউল উপবে -শূন্যপুবাণ।

বিষ্ণুব দেউল—চণ্ডীব অনুগ্রহে কালকেতু-ব্যাধেব ঐশ্বর্য্য সম্পদ, সে তাব নূতন নগবে আগে চণ্ডীব দেউল না তুলিয়া "নিবমিল বিষ্ণুব দেউল।" এই বিষ্ণুপ্রীতি হইতে মনে হয় কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন।

নিলা খাণ্ডী—নীলা বা নীলবর্ণেব হীবক খণ্ড কবিয়া দিল

বিজুলী—স বিদ্যুৎ>প্রা বিজ্জুল, ও বিজুলী, হি বিজলী, ম বিজলী। প্রঃ--

মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহ্ন বিজুলী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

দুর্গামেলা—দুর্গাব মন্দিব, চণ্ডীমণ্ডপ।

গাজনে দুর্গাব মেলা সেত ফুলে গাঁথি মালা

নিবন্তব জোগাঅ ঈশ্ববে।—শূন্যপুবাণ।

পূর্ব্বে-জলাশয়—খনাব বচনে বাস্তুবিন্যাস-বিধি আছে—

পূবে হাঁস, উত্তবে কলা,
পশ্চিমে বাঁশ, দক্ষিণে খোলা।

খড়কি—স° খড়ক্কী>জৈন প্রা° খিড়ক্কি (তুআব); হি° খিড়কি = ঝবকা; ঢাকায় খেবকি = ঝর্কা।

জলহবি—জলকে যে হবণ বা আহবণ কবে—(১) কলাগাছ, (২) পুষ্কবিণী।

বাষাড়ি—স° বাসক, ও° বসা = প্রবাসগৃহ। বাসা+আড়ি = বাসাড়ি (বাসাড়িয়া, বাসাড়ে)—বাসাঘবে থাকে যে।

দিঘল—স দীর্ঘ>প্রা দিঘ্‌ঘ>দিঘ; দিঘ+ল (ভাবে) = দীর্ঘতাব ভাব আছে যাহাতে তাহা দিঘল। [অথবা স দীঘ>দীবঘ>দীঘব>দীঘল, দিঘল।—বায়বাহাদুব যোগেশচন্দ্র বায।] প্রঃ—

অরুণনয়ান-লোবে তিতল কলেবব বিলোলিত দীঘল কেশা।
বিদ্যাপতি।

গোটা দশ বাব হাত লেজটা দীঘল।—ঘনবাম।

বোঝা—স বদ্ধ>প্রা বজ্‌ঝ, বোঝা = একত্র বদ্ধ বা বাহিত দ্রব্য। প্রঃ—

পাঁচ ছয় পয়সা হয় একেব বোঝাতে।—চৈতন্যচবিতামৃত।

বেগাবী বেতন পায় তবে আনে বোঝা।—ঘনবাম।

কুমাব—স কুম্ভকাব>প্রা কুম্ভআব, কুম্ভাব>ম ও কুম্ভাব, হি কুমহাব, বা কুমাব, কুমোব। প্রঃ—

ঘন পাকে ফিবে যেন কুমাবেব চাক।—কৃত্তিবাস।

পাজা—ফা পাজাওা, পঞ্জাবা>হি পজ্‌ওা = ভাটি, পোয়ান, kiln

ইট—স° ইষ্টক। ও° হি ইটা।

দেউল—বা মঠে—দেউল দেহাবা মঠে। স দেবকুল>দেউল। স দেবালয়>হি দেবালা, দেরল>দেউল। স দেবগৃহ>হি দেওবব, দেওবা>দেহাবা, স মঠ = আশ্রম, মন্দিব। প্রঃ—

না মৈঁ দেরল, না মৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাস-মেঁ।—কবীব।

দেহাবা দেউল নাহি পববত সকল।—শূন্যপুবাণ।

সৌধ—স° সুধা = চুন, চুনকাম, চুনকাম-কবা বাড়ী সৌধ, ইষ্টকালয়।

দোলা পিণ্ডি কদম্বকানন সন্নিধান—চণ্ডীব দয়ায় অনুগৃহীত ব্যাধ কৃষ্ণলীলার প্রিয় কদম্বকানন-সন্নিধানে দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ কবাইল!

পাছীমেতে—স° পশ্চিম>প্রা পচ্ছিম, পচ্চিম। প্রঃ—

পচ্ছিম দুআবে দানপতি জাঅ।—শূন্যপুরাণ।

শয়—স° শত>প্রা° শঅ; হি° সও।

নমাজ—(আ°) কোরান-নির্দ্দিষ্ট উপাসনা। তুঃ স নমস। প্রঃ—

শূন্য ঘরে নমাজ, কি কাজ তাহে আছে।—অন্নদামঙ্গল।

গয়—? গৃহ ? ফা ওগয়রহ > গয়রহ, আ গয়র (অন্য) ?

দলিজ—ফা° দহ্‌লীজ = বৈঠকখানা, ঘরের বারান্দা। তুঃ স দেহলী, হি বা দেউড়ী।

প্রঃ—

দলুজে বসিয়া দুঃখ ভাবে মহামদ। ঘনরাম।

মসিধ—আ° মসজিদ। মুসলমানদের ঈশ্বর উপাসনা-মন্দির

বিবি—ফা বীবী - মহিলা।

চাখে—স° চক্ষ ধাতু দর্শনে (স চক্ষণ – চাটান)। স চক ধাতু তৃপ্তি। হি চিখ্‌না, চখ্‌না। প্রঃ—

চাকিতে চাকিতে লাগিল উদরেতে পড়িলে লাগিল মীঠ।

—কৃত্তিবাস।

পার্ব্বতী বলেন প্রভু তুমি কেন খাবে।

চাক্ করিলে ভাঙ্গ, এখন পাক করিতে হবে॥—শিবায়ন।

বাঁদী—ফা বান্দা (দাস), বান্দী (দাসী)। প্রঃ—

পরদার পাপ বাল বাঁদী রাখে নাই।—ভারতচন্দ্র।

বান্দী বান্দা বলিয়া ডাকাইবার লাগিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

২৪০ পৃষ্ঠা

দ্বারকা সমান—কালকেতু ব্যাধের প্রতিষ্ঠিত নগর শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকার সমান বলিয়া কবিকঙ্কণ নিজেরই বৈষ্ণবত্বের পরিচয় দিতেছেন।

আরাধিলা হবি হর তুমি—আরাধনের যোগ্য তোমরা তিন জন, কিন্তু অগ্রগণ্য হবি। চণ্ডীর স্তব করিতে গিয়া ব্যাধের এ কথা বলা অশোভন, কিন্তু কবিকঙ্কণ নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রধান না করিয়া পারেন নাই।

এই নগর নির্ম্মাণে কবিকঙ্কণ বাস্তুবিদ্যা ও নগর-পত্তন বিদ্যা (Town planning) সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। আদর্শ রাজার স্থাপিত নগরে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর সুবিধা থাকা উচিত, মুসলমানগণের অত্যাচারে কবিকে সাতপুরুষের ভিটামাটি ছাড়িতে হইলেও কবিকঙ্কণ আদর্শভ্রষ্ট হন নাই—ইহাতে তাঁর চরিত্রমাহাত্ম্য ও সদাশয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। কবিকঙ্কণের এই উদারতার মধ্যে ভারতেরই সর্ব্ব জাতিকে ও সর্ব্ব ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া

সমাদর করিবার বিশেষ শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তবে ঐ নগরপত্তনের ব্যাপারটি গতানুগতিক; কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতিতে এইরূপ নগরপত্তনের বর্ণনা অনেক আছে।

২৪১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

স্বপ্ন কহেন চণ্ডী কেহ নাই শুনে—ইহার কারণ চণ্ডী এখনো লোকের পরিচিত দেবতা নন, তাঁর শক্তির পরিচয়ও তিনি এখন পর্য্যন্ত কিছু দেন নাই এবং তাঁর আদেশ মান্য করিবার মতন বিশেষ প্রলোভনও তিনি প্রজাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন নাই, যাহাতে তাহারা তাহাদের পৈতৃক বাস ছাড়িয়া বিদেশ বিভূঁইএ যাইবে। যখন অনুরোধে ফল হইল না, তখন চণ্ডী অকারণে বল প্রকাশের আয়োজন করিতে ব্যস্ত—শক্তির ইহাই স্বভাব, শক্তি ইচ্ছাকে প্রতিহত দেখিতে পারে না, যেন তেন প্রকারেণ স্বেচ্ছাচার করাই শক্তির ধর্ম্ম।

গঙ্গার সহিত ভগবতীর কলহ (২৪১–২৪৩ পৃষ্ঠা)

২৪১ পৃষ্ঠা

কাম—স কর্ম্ম > প্রা কম্ম > কাম। প্রঃ—

হেন কাম কৈল রাধা তোহ্মার কারণে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বহিনী—স ভগিনী > প্রা° বহিনী, ভইনী। প্রঃ—

কি কারণে কৈলা ভইন অশক্য কথন।—নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ।

বহিন-বিহীন পুত্র কার্ত্তিক গণাই।—শিবায়ন।

সরমা বোহিনীর তুমি করিহ পালন।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

কমলাএ বোলে ভন নাটুয়া সুন্দর।—গোরক্ষবিজয়।

কি কারণে কহ ভৈন অশক্য কথন।

—নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল (১৩ শতাব্দী)।

দশ গিরির মাও বইন বরে স্বামী লইবে কোলে।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

হাজাহ—স অর্দ্দ ধাতু হইতে অথবা ফা হরূজ (=জলাভূমি) হইতে। স° মজ্জ > হাজা ?
মৈথিল হজ = পঙ্ক। প্রঃ—

শুখা হাজা পড়িল পশ্চাতে বিপরীত।—শিবায়ন।

কলিঙ্গ দেশ হাজাইতে গঙ্গাকে অনুরোধ করা চণ্ডীর অত্যন্ত অন্যায় ও পূর্ব্বাপর-বিরোধী শক্তির খেয়াল। কলিঙ্গ-রাজা যখন চণ্ডীর স্বপ্নে আশ্বাস পাইয়া চণ্ডীর পূজা প্রবর্ত্তন করেন তখন চণ্ডী খুব লম্বাচওড়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন (৯৪ পৃষ্ঠা), কিন্তু এখন কলিঙ্গ-রাজের বিনা দোষে তাঁর রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ চণ্ডী দেখান নাই—চণ্ডীর এই ব্যস্ততা কেবল অধুনা-অনুগৃহীতের সুবিধা করিবার জন্য। তাই ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন—

"বড়র পিরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।"

২৪২ পৃষ্ঠা

হরির দাসী—বৈষ্ণব কবির অন্তরের প্রতিধ্বনি গঙ্গার উক্তি।

হরিপদ হৈতে আসী—(১) মহাদেবের হরিগুণ গানে শ্রীকৃষ্ণ দ্রব হইলে গঙ্গার উৎপত্তি হয়।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৩৪ অধ্যায়। (২) আদ্যাশক্তির ও রাধাকৃষ্ণের অংশ গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলে রাধা কুপিত হন, এবং ক্রুদ্ধ রাধার ভয়ে গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুষ্ঠবিবরে লুক্কায়িত হন; রাধার শাপে গঙ্গা দ্রবীভূত হইয়া কৃষ্ণপদ হইতে নির্গলিত হন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ১১ অধ্যায়। (৩) ভগীরথের তপস্যায় বিষ্ণুর দ্রব পদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি।—রামায়ণ। (৪) বামন অবতারে বলিরাজা বামনের পদে যে পাদ্য দান করেন তাহা বামনের অঙ্গুষ্ঠবিবর হইতে স্খলিত হইয়া গঙ্গারূপে প্রবাহিত হয়।—পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৪০ এবং সৃষ্টিখণ্ড ৬২, স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য ১৮। (৫) জগদ্যোনি নারায়ণের ধ্রুবাধার নামক যে পদ আছে তাহা হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছেন।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৬ অধ্যায়। (৬) বিষ্ণুরূপী সূর্য্যের বামপাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠনখ হইতে গঙ্গা স্রোতঃস্বরূপে নির্গত হন।—বিষ্ণুপুরাণ ২।৮। দেবীভাগবত ৯।১১, ব্রহ্মপুরাণ ৮ ও ৭১ অধ্যায়, ভাগবত দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ-অংশা—যেহেতু গঙ্গা কৃষ্ণের চরণ-নিঃসৃত ধারা।

গরব—স° গর্ব্ব। প্রঃ—

মান গরব ধন জনি মিটি যায়।—বিদ্যাপতি।
গর্ব্বিণী সে গরবখাকী তিন ছেলের মা।—ঘনরাম।

বালীঘট—বালিভরা ঘট গলায় বাঁধিয়া লোকে গঙ্গার জলে মরিবার জন্য ডুবে, ঘট বালুকা-পূর্ণ থাকাতে ভারী হয় ও ভাসিয়া উঠিয়া পরিত্রাণ পাইবার পথ বন্ধ হয়।

নিচ পশু নাহি ছাড় বরা—পৌরাণিক দেবীর নিকট সমস্ত পশুপক্ষী বলি দিবার ব্যবস্থা পুরাণে থাকিলেও হিন্দু সমাজের উচ্চস্তরে গো শূকর প্রভৃতি বলিদান রহিত হইয়া আসিয়াছিল; অল্প দিন আগে পর্য্যন্ত বৌদ্ধ শক্তিদের কাছে শূকর বলি সুপ্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণের সময়েও আমাদের এই লৌকিক গেঁয়ো দেবতা চণ্ডী শূকর বলি ছাড়েন নাই দেখা যাইতেছে। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে চণ্ডী আদিতে বৌদ্ধ তন্ত্রের দেবী ছিলেন, নয় ত সমাজের নিম্নস্তরের নীচ বলিয়া গণ্য লোকদের দেবী ছিলেন।

কবিলা পান সুরা—মহাভারতে ও পুরাণে দুর্গাকে বারম্বার "সীধু-মাংস-পশু-প্রিয়া" বলা হইয়াছে।

পিয়াছিল জহ্নুমুনি—ঋগ্বেদে (১।১১৬।১৯ ও ৩।৫৮।৬) দুইবার জহ্নাবী দেশ ও জহ্নাবী নদীর উল্লেখ আছে। জহ্নাবী জনপদের নদী জহ্নাবী। পরে জহ্নু মুনির উপাখ্যান সৃষ্টি হয় রামায়ণে ও পুরাণে। জহ্নুমুনি সুহোত্রের পুত্র, রাজর্ষি ছিলেন; তিনি যখন যজ্ঞে ব্যাপৃত তখন ভাগীরথী সাগর-গমনের পথে জহ্নুর যজ্ঞ সম্ভার ভাসাইয়া লইয়া যান, তখন জহ্নু ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে এক গণ্ডূষে পান করিয়া ফেলেন। পরে ভাগীরথীর অনুনয়ে জহ্নু জানু ভেদ করিয়া (বা কর্ণপথে) গঙ্গাকে নির্গত করিয়া দেন। এবং তদবধি এই নদীর নাম জাহ্নবী।—রামায়ণ। ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

না করি তোমার জল পান—যেহেতু তুমি উচ্ছিষ্ট।

মড়া—সং মৃত>মরা, মড়া। প্রঃ—

পচা-গন্ধ মড়া হএ আইলা নারায়ণ।—শূন্যপুরাণ।

২৪৩ পৃষ্ঠা

বড়াঞী—বড়+আঞী (আই) প্রত্যয়=বড়র ভাব। তুঃ—লম্বাই-চওড়াই, হি বাড়াই। প্রঃ—

জ্ঞান কর্ম্ম নিন্দি কহে ভক্তির বড়াই।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ঝি-সোহাগী মাগী করে ঝিয়ের বড়াই।

চাঁদের গায়ে মলিন আছে বাছার গায়ে নাই॥—শিবায়ন।

ভুবনে তুলনা দিতে নাই—এখানে দ্ব্যর্থ আছে—(১) তোমার সমতুল্য নদী জগতে নাই শ্রেষ্ঠত্বে (২) অপকৃষ্টত্বে। বৈষ্ণব কবি সাহস করিয়া চণ্ডীর জবানীতেও গঙ্গার স্পষ্ট নিন্দা উচ্চারণ করিতে পারেন নাই; সমস্ত প্রসঙ্গটাতেই নিন্দার মধ্যে

প্রচ্ছন্ন প্রশংসা চণ্ডী ও গঙ্গা উভয় পক্ষেই করা হইয়াছে। নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা করিলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়।

আজ্ঞা কৈলা জলনিধি—চণ্ডীর একেবারে শেষ আপীল। শক্তির সতত চেষ্টা প্রবলের প্রতাপে দুর্ব্বলকে দমন করিয়া হুকুম মানাইয়া লওয়া। শক্তি সহ্য করিতে পারে না যে কেউ তার হুকুম অমান্য করিবে—সে হুকুম যতই অসঙ্গত ও অন্যায় হোক না কেন। তাহা হইলে যে শক্তির prestige যায়। প্রকৃতির মধ্যে যেখানে moral purpose নৈতিক আদর্শ নাই,—যেমন অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ মারী ইত্যাদি—সেইখানকার দেবতা শক্তি—চণ্ডী মনসা শীতলা ওলাবিবি ইত্যাদি।

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মের আদেশে এইরূপ ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল দেখা যায় (৩২ পৃষ্ঠা, ১ম কলম)।

সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট ভগবতীর গমন

(২৪৩—২৪৪ পৃষ্ঠা)

২৪৩ পৃষ্ঠা

হবে—সং অদ্যাপি > আম প্রা এবহিং > ম এবহঁ, ও এবে, হি অভী, বা এবে, হবে। প্রঃ—

হুহুঁক অদর্শনে দুহুঁ হবে আকুল।
—প্রেমদাস (অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী)।

বন্ধু হবে সে জানিলাম তোর।
—ধনঞ্জয় (অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী)।

২৪৪ পৃষ্ঠা

কোঙর—সং কুমার। ও কোঙার, হি কুঁয়র। প্রঃ

রাজার কোঁঅরী ভৈলী আইহনের রাণী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

জটা ফুল তুলে কুঙর থুইলা একভিতা।—শূন্যপুরাণ।

চারি মেঘে—'আবর্ত্তং বিদ্ধি সংবর্ত্তং পুষ্করং দ্রোণম অম্বুদম।" এই চার মেঘের গুণ বিভিন্ন—

আবর্ত্ত নির্জ্জলো মেঘঃ, সংবর্ত্তশ্চ বহূদকঃ।
পুষ্করো দুষ্করজলো, দ্রোণঃ শস্যপ্রপূরকঃ॥—জ্যোতিস্তত্ত্বম্।

কালিদাস মেঘদূতে এইসব মেঘের উল্লেখ করিয়াছেন—

"জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাম্।"

ইংরেজী আবহবিদ্যার মতেও মেঘ চার প্রকারের—Cumulus, Stratus, Cirrhus, Nimbus.

গজ—চার মেঘের প্রত্যেকের সঙ্গে এক এক জোড়া করিয়া আট দিগ্‌গজ থাকে; গজ মেঘ হইতে জল লইয়া ছিটাইয়া দেয়।

ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদো ঽঞ্জনঃ।

পুষ্পদন্তঃ সার্ব্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ ॥—অমরকোষ।

মেঘগণের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ

(২৪৪—২৪৬ পৃষ্ঠা)

২৪৪ পৃষ্ঠা

বরাবর—ফা। নিকটে, সম্মুখে। প্রঃ—

প্রধান বলে বায়ত সকল এ বুদ্ধি নাই আমার বরাবর।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

২৪৫ পৃষ্ঠা

ঘোর বজ্র জলকালে—গোপরাজ নন্দ ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করিলে কৃষ্ণ তাহা নিবারণ করেন (বৈদিক দেবতাকে অস্বীকার)। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র গোকুলে বর্ষণ করিতে থাকেন ও কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনগিরি উত্তোলন করিয়া ছাতা ধরার মতন গোকুলকে রক্ষা করেন।—ভাগবত ১০।২৪-২৫ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ ৫ অংশ ১০-১১ অধ্যায়; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ড ২১ ধ্যায়; হরিবংশ।

ডুবহ—সং বুড়>ডুব। অনুজ্ঞায় হ বিভক্তি যোগ। প্রঃ—

ডুবিআঁ মাইলেঁ কাহ্ণাঞি জলের ভিতরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মিত—সং মিত্র; ও° মিত। প্রঃ—

সবহু দিবস তোর সম নহি যায়ব,

বিহি পুন মিলায়ব মীতে।—শশিশেখর।

তাতল সৈকতে বারি-বিন্দু সম সুত মিত রমণীসমাজে।—জ্ঞানদাস।

পঞ্চাশ বাতে—বায়ু ঊনপঞ্চাশ সংখ্যক, পঞ্চাশ নয়।

২৪৬ পৃষ্ঠা

মল্লার—মল্লার রাগ বর্ষণের রাগ; কিম্বদন্তী যে মল্লার রাগে বর্ষা নামে। বর্ষার সূচনায় তাই মল্লার রাগের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কলিঙ্গে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ (২৪৬—২৪৭ পৃষ্ঠা)

২৪৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

চিকুর—স চিকুর = চপল > চপলা বা বিদ্যুৎ।—প্রঃ—

কালো মেঘের উপর যেন চিকুর পরিপাটি।

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

২৪৬ পৃষ্ঠার মূল

মানিয়া—অনুমান করিয়া, বোধ করিয়া। প্রঃ—

এক তিলে শত যুগ দরশনে মানি।—চণ্ডীদাস।

গুণি গুণি দোখ বোধ যব মানিয়ে তৈখনে উপজয়ে হাস।

—গোবিন্দদাস।

আট মুখে—আট দিকে, আট দিক হইতেই।

রড—স রণ > রড় = গতি। দ্রুতগমন, পলায়ন। পূর্ববঙ্গে রড—দৌড়। স লঙ্ঘ > রড ? প্রঃ—

ঢেকেয়া ফেলাইয়া ময়নাক দিল লড়।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ভঙ্গী দেখি ভয় পেয়ে ভীম দিল রড।—শিবায়ন।

উঠিতে উঠিতে ঘাড়ে উঠে দিল রড।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

বুলে—স বল ধাতু সঞ্চরণে > প্রা। বায় = পরিক্রমে। আর প্রা বোলএ। প্রঃ—

তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ।—চৈতন্যচরিতামৃত।

রাধিকা হারাঞা বড়ায়ি বুলে থানে থানে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

২৪৭ পৃষ্ঠা

ঢেয়—? হিং ঢেউ, অস ঢো। প্রঃ—

দুকূলের ঢেউ আইসে দুকূল ভাইসাইআ।—শূন্যপুরাণ।

নদীর উপর জলের বসতি, তাহার উপরে ঢেউ।—চণ্ডীদাস।

বাএ—স বাদ্য>প্রা বাজ্জ। প্রঃ—

কি করিতেঁ পারে তোর সে না কংশ বাঅ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ঝাঁট গিআঁ আণাওঁ আইহন কংস বাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বাজ্জ রাজ্জ বাজ্জাবে অবর বাজ্জ মোহেরা বাধা।

—চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, বৌদ্ধগান ও দোঁহা।

২৪৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

হরিত—সবুজবর্ণ দূর্ব্বাদি উদ্ভিদ ও শস্য।

বেঙ্গতড়কা—স ভেক; সং ব্যঙ্গ—ব্যঙ্গো ভেকে চ হীনাঙ্গে।—মেদিনী। সর্বা টী স বেঙ্গ, ও বেঙ্গ, হি বেঙ্গ। তড়কা—সং তট ধাতু আঘাত, তড় ধাতু তাড়না; ত্বরা+ক>তড়াক>তড়কা। তড়কা=আক্ষেপ, বিক্ষেপ, বজ্রাঘাত। বেঙ্গতড়কা=বেঙ্গের মতন থাকিয়া থাকিয়া তড়াক তড়াক করিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া পড়ে যে তড়কা বা বজ্র।

করীকর সমান—এই উপমা মনে হওয়া স্বাভাবিক, কারণ দিগ্‌গজেরাই বর্ষণ করিতেছে।

দা—সং দাত্র>প্রা দাত, দাঅ>দাও, দা=কত্তরা, কাটারী। প্রঃ—

সাত নারিকলতলে দাখানি পানিঅল।—শূন্যপুরাণ।

আজ্ঞা দিলেন হর ধান যে দাইতে (দা দিয়া কাটিতে)

—শূন্যপুরাণ।

বাসিলী—বৈ বাশা, স বাসী, বাশ, পা বাশা, ও বাসি (স বস ধাতু ছেদে)। বাইস, বাস, কাঠ-কাটা কুঠার-বিশেষ।

পরিচ্ছন্ন—পরিষ্কৃত। পরিচ্ছিন্ন=সীমাবদ্ধ, নির্ণীত, অবধিযুক্ত। (এখানে পরিচ্ছিন্ন পাঠই হইবে।)

সোঙরে—সং স্মর > সোমর, সোঙর। স্মরণ করে। প্রঃ—

গোসাঞিঁ সোঁঅরি কাহাঞিঁ ঝাঁট বাহ নাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

জৈমুনি—জৈমিনি মহাভারত ও পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনশাস্ত্র প্রণেতা মুনি। ইনি ও বৈশম্পায়ন প্রভৃতি অপর চারজন মুনি বজ্রবারক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।

পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ॥

প্রচণ্ড-পবনাঘাতে মেঘেষু স্তনিতেষু যঃ।

ত্রিঃ পঠেজ্‌ জৈমিনীয়ো হস্মি প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।

তস্য মাভূদ্ ভয়ং ঘোরং বিদ্যুতীয়ো হ্যসীদতি ॥—ব্রহ্মপুরাণ।
মুনেঃ কল্যাণমিত্রস্য জৈমিনেশ্চাপি কীর্ত্তনাৎ।
বিদ্যুদ্-অগ্নি-ভয়ং নাস্তি পঠিতে চ গৃহোদরে ॥—পুরাণ।

ঝনঝনা—সং ঝঞ্ঝনা=বজ্র।

পাড়িতে—সং পাটিত=নিপাতিত (করিতে)।

তের—সং ত্রয়োদশ > প্রা তেরহ। হি তেরহ। প্রঃ—

আমার সঙ্গতি আছে তের ঘর ডোম।—মাণিক গাঙ্গুলি।

গণ্ডা—সং গণ্ডক=চার সংখ্যক। প্র৹

আছিল দেড় বুড়ি থাকনা নৈল পোনার গণ্ডা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

খাল জুলি—সং খাত, খল্ল, কুল্যা > খাল, খালি তা পল্বল= পুষ্করিণী। তা চুল্লাই, স চুল্লী > জোল, জুলি। প্রঃ—

খালে জোলে বনে টালে বেড়িয়াছে পর্ব্বত।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড।

তুব্বার পাঙ্গেত বহুত খালি জোলি।—শূন্যপুরাণ।

খাল জোর ভরিতে কারণ।—গোরক্ষবিজয়।

হনুমান হনুমান পবনের পুত্র, বাপের সঙ্গে বেটাও ঘর ভাঙিতেছে।

দোলমাল—দলিত মলিত, দলিত মর্দ্দিত হওয়ার ভাব দলমল স দুল > দোল, মাল—মাল্যবৎ লম্বিত।

দলমল দলমল গলে মুণ্ডমালা।—অন্নদামঙ্গল।

কলিঙ্গ অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার সংস্থান এমন যে সাগর হইতে উত্থিত কালবৈশাখী ঝড় (nor'wester) বা সাইক্লোন উত্তর পশ্চিমে বাহিত হইবার সময় মেদিনীপুরের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। Midnapur Gazetteer এ এক ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ১৩টি বড় সাইক্লোনের প্রলয়কাণ্ডের উল্লেখ ও বিবরণ আছে।

অতিরিক্ত পাঠ (২৪৮-২৫০ পৃষ্ঠা)

২৪৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

হাথী—সং হস্তী > প্রা হত্থী > হাথী। প্রঃ—

আস্কার আইহন বীর ময়মত হাথী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মহল—(আ) অট্টালিকার অংশ, বিভাগ।

পালঙ্ক—সং পর্য্যঙ্ক > প্রা পল্লঙ্ক > স পালঙ্ক।

হীরাবতী—?

শববতী—?

কাণা—বৰ্দ্ধমান জেলার নদী, দামোদরের শাখা। মগরার খালকেও কাণা নদী বলে।

বুড়া—শিলাই নদীর সঙ্গে নাড়াজোলের নিকটে মিলিত নদী, অন্য নাম বুড়ী।

মুণ্ডেশ্বর—হুগলী জেলার নদী।

২৫০ পৃষ্ঠা

বহুতব বন্যা—স` বন্য=নদীর প্রবাহ-বেগ। প্রবল-গতি-বিশিষ্টা।

করতোয়া—গৌরীর বিবাহকালে হরের করতল-পতিত তোয় হইতে উৎপন্ন ঋক্ষপর্ব্বত-নিঃসৃতা নদী, অপর নাম সদানীরা। জলপাইগুড়ী রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা নদী।

ভৈরবী—(১) ভৈরব নদ, যশোহর জেলায়। (২) ভয়ঙ্করা, কর্ম্মনাশার বিশেষণ।

কর্ম্মনাশা—শাহাবাদ জেলার কাইমুর পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া বেহারের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়া চৌসার কাছে গঙ্গায় পড়িয়াছে, এই নদীতে স্নান করিলে পুণ্য লোপ পায় বলিয়া নাম কর্ম্মনাশা। পূর্ব্ববঙ্গেও কর্ম্মনাশা নামে একটি শাখা-নদী আছে।

সোনাই—?

বাহুদা—হিমালয় হইতে নিঃসৃতা নদী, সংহিতাকার শঙ্খের ভাই লিখিত ভ্রাতার অনুমতি বিনা শঙ্খের গাছ হইতে ফল পাড়িয়াছিলেন বলিয়া শঙ্খ চৌর্য্যাপরাধে ভাইএর হস্তচ্ছেদন করেন, এই নদীতে স্নান করিয়া লিখিতের ছিন্ন বাহু পূর্ব্ববং অখণ্ড হয়, এজন্য নদীর নাম বাহুদা।

বিপাশা—বশিষ্ঠের শাপে রাজা কল্মাষপাদ রাক্ষস হইয়া বশিষ্ঠের পুত্রদিগকে বিনাশ করেন, বশিষ্ঠ পুত্রশোকে কাতর হইয়া আপনাকে পাশ-বদ্ধ করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু নদী তাঁর পাশ মুক্ত করিয়া দেয়; সেইজন্য নদীর নাম বিপাশা। পঞ্জাবের পঞ্চনদের অন্যতম, ইংরেজী নাম Beas.

এইসব নদীর নাম-তালিকায় কোনো-রকম শৃঙ্খলা বা ক্রমান্বয় নাই। কতকগুলি প্রসিদ্ধ নদীর সঙ্গে অনেকগুলি অখ্যাত স্থানীয় নদীর নাম এলোমেলো মিশাইয়া স্থানীয় গ্রাম্য শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রোতারা যখন শুনিতেছিল যে তাদের জানা-শোনা নদীরাও কলিঙ্গ হাজাইতে গিয়াছিল তখন তাদের আনন্দ ভয় বিস্ময় প্রচুর হইয়াছিল নিঃসন্দেহ এবং চণ্ডীর প্রতি ভয় ও ভক্তিও হইয়াছিল প্রগাঢ়।

মেদিনীপুর জেলায় বন্যা ও জলপ্লাবন প্রায়ই হইয়া থাকে, জেলার প্রাকৃতিক সংস্থান এরূপ যে অল্প বর্ষাতেই নদী ছাপাইয়া বন্যায় দেশ প্লাবিত হয়—The district (of Midnapur) is particularly liable to floods from the streams and rivers, which flow down from the hills of the neighbouring districts. If there is a very heavy fall of rain on these hills, the rivers overflow the embankments and cause considerable loss of property. The mouths of the rivers, more-over, are insufficient to discharge the excess water, and consequently many miles of country remain submerged for weeks after a flood.—Midnapur Gazetteer

ধর্মপূজাবিধানের মধ্যে (২৪-২৫ পৃষ্ঠা) ও শূন্যপুরাণে (২৪-২৫ পৃষ্ঠা) নদীসমাগমের এইরূপ তালিকা আছে।

কলিঙ্গরাজ কর্তৃক বর্ষার শান্তি (২৪৮—২৫০ পৃষ্ঠা)

২৪৮ পৃষ্ঠা

সোঁত—স স্রোতঃ>প্রা সোত্ত>বা সোঁত, সোঁতা। প্রঃ—

সোতের সেঁওলা ভাসাইয়া কালা কাটিলা প্রেমের ডোর।—চণ্ডীদাস।

গোঃ করে সোঁং ঠেলে ভাটি গাং ছেড়ে।—ঈশ্বর গুপ্ত

২৪৯ পৃষ্ঠা

সাজন—সজ্জিত, সজ্জা। প্রঃ—

জলের উপরে কর ছত্রের সাজন।—শূন্যপুরাণ।

ইন্দ্র জিনিবারে করে এতেক সাজনি।—কৃত্তিবাস, উত্তরাকাণ্ড।

২৫০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

পাঁজি—স পঞ্জী, পঞ্চাঙ্গ—যে পুস্তকে বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ এই পঞ্চ বিষয়ের আলোচনা আছে।

কাঁধে—স° কক্ষ>প্রা কখ্‌খ।

জনু—হিং জনউ, স° যজ্ঞোপবীত। তুঃ—

সিপাহিন কী কাঁধ-মে জনেউ বাধো।—ভূষণ কবি।

এই ব্যাপারটি কৃত্তিবাসের অনুকরণ।—রাবণের মৃত্যুবাণের সন্ধানের জন্য হনুমান

মায়া করি হৈল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ।
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ॥
কক্ষতলে পাঁজি পুঁথি ডানি হস্তে বাড়ি।
কপালেতে দীর্ঘ ফোঁটা যান গুড়ি গুড়ি॥
লোলিত চক্ষের মাংস পাকা সব কেশ।
মলিন হয়েছে মাংস ছেড়ে গণ্ডদেশ॥
কুশমুষ্টি কুশাঙ্গুরী যজ্ঞসূত্র গলে।
রাবণ রাজার জয় ঘন ঘন বলে॥
জ্যোতিষ গণনে আমি বড়ই পণ্ডিত।
এই বলে রাণীর অগ্রেতে উপস্থিত॥—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

নবম শনির দোষ—জন্ম-কুণ্ডলীর লগ্ন-স্থান হইতে নবম ঘর ভাগ্যস্থান, সেখানে পাপগ্রহ শনির দৃষ্টি দুর্ভাগ্যসূচক। শনির দৃষ্টি নবম স্থানে পড়িলে—

মতিস তস্য তিক্তা, ন তিক্তং তু শীলম।
রতি যোগশাস্ত্রে, গুণো রাজসঃ স্যাৎ।
সুহৃদ্‌বর্গতো দুঃখিতো দীনবুদ্ধ্যা।
শনির্ধর্মগঃ শম্ভুকং সন্ন্যাসং বা॥—

লোকে উদাসীন সন্ন্যাসী হয়, অর্থাৎ তার সকল সম্পত্তি নষ্ট হয়।

ভাগ্যস্থানে গতে মন্দে ভিক্ষাশী চ নরো ভবেৎ।—ভাবকুতূহলম।

শনির এক নাম মন্দ।

কলিঙ্গবাসিগণের খেদ (২৫১—২৫২ পৃষ্ঠা)

২৫১ পৃষ্ঠা

উভরায়—স° ঊর্দ্ধ>প্রা উভ, হি° উভ; স রাব, রব>রায়। উচ্চ রবে। বৌদ্ধগান ও দোহায় ঊর্দ্ধ স্থানে উভ প্রয়োগ আছে। প্রঃ—

শিঙ্গা দিয়া চাঁদ-মুখে।
উভ করি দিল ফুকে॥—জ্ঞানদাস।

উর করি বান্ধি চাচর চুল।—নিমানন্দ দাস।
মাথায় কঙ্কণ হানি উরবায় কান্দে।—ঘনরাম।
রণ ছেড়ে সুগ্রীব পলায় উরবায়।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ভীণ—স ভিন্ন। প্রঃ—

তিলেক নয়ন-ওত   জীউ নাহি সহ
না রহ তুহুঁ তনু ভীন।—রায় শেখর (অপ্রকাশিত পদাবলী)।

বাল ভিণ একু বাকু ণ ভুলহ রাজপথ কণ্টারা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

বিল—স বিল=গর্ত্ত। জলা, হ্রদ।

ডরাই—স দর=ভয়।

থুয়্যাছিনু—স স্থাপি ধাতু।

দেসমুখ—দেশের মুখ্য বা প্রধান। মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনায়কের উপাধি ছিল দেশমুখ বোধহয় বর্গীদের নিকট হইতে বাংলার এই শব্দ গৃহীত হইয়াছিল।

বোল—স বদ>প্রা বোল্ল>বোল=বাক্য। প্রাকৃতব্যাকরণকারগণ বদ ধাতু বিস্মরণ হইয়া নিয়ম করেন স কথ ধাতু স্থানে প্রাকৃতে বোল্ল আদেশ হয়।

দোল—স দোলা>প্রা ডোলো=শিবিকা। স ঢোল=বাদ্যযন্ত্র। ঢুলি বা ঢোলের ন্যায় পাত্র।

উঠান—স উত্থান প্রাঙ্গণে।—মেদিনী। হি উঠহন।

উঠানখানার মত ধরে তুহু কর্ণ।—কৃত্তিবাস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

আথল—স অস্থল>অথল, অগহ=গভীর।

আথল পলিএ দাঅ, বড়া বড় লাঅ।—শূন্যপুরাণ।

সাঁতার—স সন্তর।

চুল—স চূড, পা চুল>পরবর্ত্তীন চল=কেশ।

২৫২ পৃষ্ঠ

মশাত—আ মসাহৎ=পরিমাণ, মাপ। আ মসা'দত=সাহায্য।

মসীল—আ মসীল=অত্যাচার।

মাইশর—স মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ), ও মগুশির, হি মগসির।

তেয়াই, তেহাই—স তৃতীয়। হি তিহাই। প্রঃ—

অর্দ্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই সলিলে।—শুভঙ্কর।

তেশন—স° ত্রি>তে=তিন। আ সন=বৎসর।

ইনাম—(ফা°) পুরস্কার। প্র:—

বাজপুরে পুরস্কার কত ধন পাব।

ইনামে ময়নামতী অবশ্য আনিব।—ঘনরাম।

সিমুল ইলাম খায় দেই নাই কর।

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

ধর শত হেম তঙ্কা ইনাম মাহিনা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ঠাকুর—অপ্রকাশিত স° ঠক্কুর=শ্রেষ্ঠ। হি° ঠাকুর=রাজপুত, ক্ষত্রিয়, নাপিত।

ঠাকুর=দেবতা।

ভেলা—বৈদিক স বৃষি, পা° ভিসী, ভীসা>ভেলা? অপ্রাচীন স° ভেলক, ভেল।

প্র:—

যৌবন-সাগরে তোর কাহ্ণাঞি ভেলা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

আগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ভবসিন্ধু তরিবারে রাম নাম ভেলা।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

সিন্দুড়া—মালব রাগের রাগিণী সিন্দুড়া।

গ্রামবাসীদের সচরাচর যে-রকম দুঃখবিপত্তি ঘটে এই প্রসঙ্গে তারই ছবি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ বিবরণ অবিকল দ্বিজ হরিরাম ও মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আছে—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ৩১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৫৩—১৫৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ—

বুলান মণ্ডলের গুজরাটে আগমন

২৫৩ পৃষ্ঠা

ধান্য গরু টাকা দিয়া—সেকালে নূতন প্রজা বসাইবার নিয়ম এই প্রসঙ্গ হইতে জানিতে পারা যায়।

সিংহাসনে বসিয়াছে.. নর্ত্তকীরা নাচে—সেকালের রাজসভার ছবি—কবিকঙ্কণ যে রাজসভায় আশ্রয় পাইয়া এই গান রচনা করিতেছিলেন সেই রাজসভারই ছবি হয়ত।

সম্বিত—সং সম্বিত=চৈতন্য ; এখানে সম্বোধন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সং সংবীত= সম্মিলিত ; তাহা হইতে সম্বোধন অর্থ আসিয়াছে। প্রাচীন পদ্যে সম্বোধন পদের পরিবর্তে সম্বোধ প্রয়োগ হইত ; সম্বোধ>সম্বিত। প্রঃ—

চুম্বনে বদন বদন রহু সম্বিত।

—রাসানন্দ (অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী)।

কিসের—সং কিম্>প্রাং কিস ; ওং কিস-অ, কেসনে; হিং কিস, কিস্‌সে (সং কস্মাৎ), কিস্ লিয়ে ; মং কশালা ; ইত্যাদি। এইরূপে বাং কিসের, কিসে। প্রঃ—

কিসের কারণে তোঁ এবেঁ করসি বল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কিসেরে বঞ্চহ রাধা প্রথম যৌবনে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

২৫৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

খাজনা—ফাং খাজানা=রাজস্ব। প্রঃ—

আছিল দেড় বুড়ি খাজনা নৈল পোনার গণ্ডা।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

নৌতুন—সং নূতন, নবতন। অসং নোতুন, নতুন। প্রঃ—

নৌতন মণ্ডপে ধর্ম্মর সমীপে রাণী মাগে পুত্রবর।—শূন্যপুরাণ।

রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ।—বিদ্যাপতি।

জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরিতি নিতি নৌতুন রঙ্গ।

বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতু (২৫৩—২৫৪ পৃষ্ঠা)

২৫৩ পৃষ্ঠা

ভায়া—সং ভ্রাতঃ>ভাঅ>ভায়া। ভাই+ইয়া (সাদৃশ্যার্থে)=হিং ভাইয়া>ভায়্যা> ভায়া=ভাই সদৃশ। প্রঃ—

মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষ্মণে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর ভায়া ভায়া বলি ডাকে।

—শশিশেখর (অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী)।

আসুই—আইসই, এসই। আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, আমার কথা সত্য কি না।

মুলে—মূল্য স্থির করিয়া, ওজন করিয়া। প্রঃ—

বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

কিংবা, আসল মূলধন পুঁজি স্থির করিয়া। প্রঃ—

পালাইলেঁ দান এড়ান না জাএ
পাইলেঁ মূল আফাবে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

আছুক লাভ মোর, মূলত আফার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

চাষ চষ—সং চাষ=কৃষি, ভূমিকর্ষণ। প্রঃ—

চাষ চসিয়া গোসাঞি লাঙ্গল তুলিল।—শূন্যপুরাণ।

বই—সং ব্যতীত—অতীত হইলে। সময় বাহিত হইলে, সময় বহিয়া গেলে। প্রঃ—

শুন সব সই তুই জনা বই
তিন জনা নাহি সয়।—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

আত্ম বৈ পরের বচন নাহি ধরে।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

শাশুড়ীর সেবা বৈ আর নাহি মনে।—ঐ

২৫৪ পৃষ্ঠা

হালে হালে—সং হল=লাঙ্গল। প্রত্যেক হালে। প্রত্যেক বুঝাইতে শব্দের দ্বিত্ব হয়।

তঙ্কা—সং টঙ্ক, ফা তনখা। পরে সং তঙ্ক।

ধর শত হেম তঙ্কা ইনাম মাহিনা।
—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

পাটায়—সং পট্ট=জমি ভোগ করিবার জন্য জমিদারের প্রদত্ত অনুমতি পত্র।

নিশান—ফা নিশান=চিহ্ন।

বাউড়ি—সং বৃদ্ধি=সুদ।

[ফুটনোট—বাড়ডি—সং বৃদ্ধি। দাবড়ি—সং দর্প>পা দপ্প>দাপট (দর্পের ভাব)>দাবড়, দাবড়ি=দমন নিমিত্ত তর্জ্জন। বাড়ি=সং বৃদ্ধি। খন্দ—সং কন্দ=ফসল। প্রঃ— খন্দ নষ্ঠ করে বেড়ে উদাওঁ সাণ্ডে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।]

ডেড়ি—দেড়া সুদ।

ডিহিদারি—ফা দিহ্ (তুঃ সং দেশ)=গ্রাম, ফা দার=যে রাখে। দেহ দার+বা ই (ভাব অর্থ-সূচক প্রত্যয়)=ডিহিদারি—গ্রামের কর্তৃত্ব।

পার্ব্বণী—পার্ব্বণ বা উৎসব উপলক্ষে দেয় অর্থ।

পঞ্চক—পাঁচ জনের মিলিত চাঁদা কর বা খাজনা।

গুড়া—? সং গণ্ড, ও গর, বা গুঁড়ি=বৃক্ষকাণ্ড।—মূলাচ্ছাখাবধির্ গণ্ডিঃ। —হেমচন্দ্র। গুঁড়ি কাঠ দিয়া নির্ম্মিত নৌকার গোড়া গোলুই বা পাটাতন বা

নৌকার এক ডালি হইতে অপর ডালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত কাষ্ঠখণ্ড। তাহা হইতে এখানে—নৌকার কাঠাম; নৌকার কাঠাম প্রস্তুত করিবার কর। প্রঃ—

শ্রীফল-কাঠের নৌকাখানি মধ্যে জোড় গুড়া।—সূর্য্যের গান।

তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে শঙ্খতালি।
চন্দনকাষ্ঠের তার গুড়া আর ডালি ॥—বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

চারি পাট চিরী নাঅ দিল যোখ মাপে।
তাত গুঢ়া যোড়ী দিল তৌলঝাঁপে ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

নায়ের গুড়ায় দুখানি পা।—বংশীবদন (অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী)

সুজল তরণি খানি প্রবাল মুকুতা মণি
মাঝে মাঝে হীরার গাঁথনি।
সারি সারি যোড়ে গুড়া রতন কাঞ্চনে মোড়া
কেরয়ালে বাজত কিঙ্কিণি ॥
—গোবিন্দদাস (অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী)

লোণ—সং লবণ > প্রাং লোণ। লবণ বিক্রয়ের জন্য কর। প্রঃ—

জিম লোণ বিলিজ্জই পাণিএহি তিম ঘরিণী লই চিত্ত।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

শানা—সং শাণী = শণসূত্রময়ী পট্টিকা। ও সানা। তাঁতের অঙ্গ সরু শলাকার চিরুণী, ইহার ভিতর দিয়া টানার জোড়া জোড়া সূতা যায়। এখানে সমগ্র তাঁত অর্থে শানা;—তাতের কর, খাজানা। প্রঃ—

তাঁতির তাঁতের সানা লাউসেন বলে।—ঘনরাম।

সং সন্নাহ (বর্ম্ম) > সানা—বর্ম্ম প্রস্তুত করার কর। প্রঃ—

গায়েতে পরিল শানা মাথায় টোপর।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

সং শানী = বস্ত্রাবরণ, অঙ্গাবরণ। প্রঃ—

তাহার উপরে তুমি হয়ে যাও সানা।—ঘনরাম।

সানা—? চৌকিদারী (?)।—ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণের টীকা।

ভাত—সং ভৃতি > ভাতা = বেতন, কর, শুল্ক।

ধানকাটি—ধান কাটিবার জন্য শুল্ক।

কমশেকসুরে—? কম শে কসুরে—কসুর বা ভ্রান্তি হেতু যাহা কিছু কম হইবে। কম ও কসুর ফার্সী শব্দ। বঙ্গবাসী সংস্করণের পাঠ—কলম-কসুরে—(ফাং) লেখনীর ভুলভ্রান্তি—হিসাবনিকাশে ভুল হওয়ার সম্ভাবনায় কিছু বেশী খাজনা আদায়, ইংরেজী বিলে যেমন লেখা থাকে E. & O. E. = Errors and Omissions Excepted.

কালকেতুর প্রতি ভাড়ুদত্ত (২৫৭—২৫৮ পৃষ্ঠা)

২৫৭ পৃষ্ঠা

নড়িয়া—স° নড় ধাতু ভ্রংশে ; তা° নড=চল , স° লড় ধাতু চলন কম্পন। বৌদ্ধগান ও দোহায়—চপল, লম্পট অর্থে নাড়িয়া শব্দ আছে। প্রঃ—

মায়ে বলে বিশ্বম্ভর যাহ নড দিয়া।

তোমার ভাইরে ঝাট ডাকি আন গিয়া।—চৈতন্যমঙ্গল।

গাঙ্গুটি—স° গঙ্গাট, গাঙ্গট=গঙ্গা-চিঙ্গড়ী মাছ। গাঙ্গুটি প্রসঙ্গ=গঙ্গা-চিঙ্গড়ী মাছের অঙ্গচেষ্টার অনুকরণে লম্বা লম্বা হাত পা নাড়িয়া।

কণা-কথা—স° কণ, ক্বণ=শব্দ করা। কাঁসার পাত্রে আঘাতের ন্যায় তীব্র অথচ সূক্ষ্ম শব্দের কথা। তুঃ—

ফণিরাজ ফণফণি কঙ্কণের কণকণি

নানা অলঙ্কার ঝলমল।—ভারতচন্দ্র।

তাড়—স° তাটঙ্ক=বাহুভূষণ। প্রঃ—

সোনার নূপুর তাড় বালা।—জ্ঞানদাস।

বালা—স° বলয়, তা° বলৈ=বেষ্টন।

নিশয়—স° নি (সম্যক্, নিশ্চয়, নিয়ত, নিবেশ)+শয় (শয়ন, নিদ্রা)=নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন।

ছাইয়াপত্র—স° ছায়ামিত্র=ছত্র, ছাতা।

মেক ছাইয়াপত্র লব=আমি একচ্ছত্র অধিকার লইব।

বন্দে বন্দে—ফা° বন্দ্, স° বন্ধ—দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সমষ্টি পরিমাণ, খণ্ড। বন্দে বন্দে—মাপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, খণ্ডে খণ্ডে, প্রণালীবদ্ধ ভাবে, কেতা-মাফিক। প্রঃ—

পচিশের বন্ধ যেন ঘর একখান।—কৃত্তিবাস।

খন্দ—স° কন্দ=শস্য, ফসল। প্রঃ—

খন্দ নঠ করে যেহ্নে উদাওঁ সাণ্ডে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ধন্ধ—স° দ্বন্দ্ব, হি° ধুন্দ (ঝাপ্‌সা, অস্পষ্ট)। ধাঁধা, বিবাদ, বিস্ময়কর ব্যাপার, সন্দেহ। প্রঃ—

নিকুঞ্জ-মন্দিরে আজু কি হোয়ল ধন্দ।—বিদ্যাপতি।

এ বড় লাগল ধন্ধ।—চণ্ডীদাস॥

স° ধনদ (ধনদাতা), হি° ধান্দা, ও° ধন্দা=অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা।

নাগা—স° নগ্ন > হি° নাঙ্গা, বা° নাগা = উলঙ্গ। হি° নাগা = আটক, অনুপস্থিত। ফা° নাগাহ্ = অকস্মাৎ, হঠাৎ। ফা° নিগাহ্ = দৃষ্টি।

দাগা—স° দাহ > প্রা° দাঘো; আ দাঘা। আঘাত, পীড়ন, ক্লেশ, প্রবঞ্চনা। প্রঃ—

নারীহীন পুরুষ পেয়েছে বড় দাগা।—শিবায়ন।

মনে মনে করে বেটা দাগাবাজ বড়ি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

দেয়ান—ফা° দীওয়ান = রাজসভা, রাজমন্ত্রী। প্রঃ—

খালিফা দেওয়ান কাজি খোজার প্রধান।—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

আজি আমি শুনিনু দেয়ানে সব কথা।

রাজার আজ্ঞায় দুই নৌকা আইসে হেথা॥—চৈতন্যভাগবত।

ভেটের—ভেট = উপাধি-বিশেষ; অথবা ভাট শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে ভেটের। তুঃ—

চেলের পোকা, ডেলের খুদ, মেগের কাছে পেগের বড়াই।

বেটা—স° বটু, বীত (প্রসূত), অথবা পুত্র হইতে নিষ্পন্ন শব্দ। প্রা° বিট্টো। প্রঃ—

হামি ত রাজার বেটা নামে রঙ্কচারী।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

আজ্ঞায় কোটাল বেটা কাল সম ধায়।—মাণিক গাঙ্গুলি।

হরি হরি প্রাণ গেল করি বেটা বেটা।

সে বেটা মায়ের বুকে মেরে যায় জাঠা॥—ঘনরাম।

শুনিয়া অগ্নির কথা বেটা পায় ত্রাস।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

চিঠা—স° চিট ধাতু প্রেরণে। যে লিপি প্রেরিত হয়; জমিদারী সেরেস্তায় গ্রামের জমির হিসাবের কাগজ পত্র। প্রঃ—

গোদা যমের নামে চিঠি হাওলাত কৈরে দিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

২৫৭ পৃষ্ঠার ফুটনোট

কবজ—ফা° কব্জ্ = ঋণ। প্রঃ—

দুশত লইলা টাকা দ্বাদশ মোহর।

কবধা লইয়া এলো বাইতির ঘর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ঢালাও—ধারা-ক্রমে, প্রচুর।

খত—আ° খৎ = রেখা, আঁচড় > কলমের আঁচড় > তমসুক, দলিল। প্রঃ—

দোয়াত খত কলম যোগাইল আনিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ছেয়া—স° ছেদ = খণ্ড, টুকরা।

২৫৮ পৃষ্ঠা

নহে—নাহি হয়।

কাচা—সং কচ্ছ, হিং কাছটি। ছোট কাপড়। প্রঃ—

তখন সাজায়ে মাচা কলসী কাচা
বিদায় দিবে দণ্ডীর বেশে।—রামপ্রসাদ।

ভাচা—সং ভৃতি=ধান ভানার বেতন, ভানিবার ধান।

সুকা—সং শুষ্ক শব্দজ নাম।

হব—হইবে, ১ম পুরুষের একবচন।

দেশমুখ—দেশমুখ্য, দেশনায়ক। মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের প্রধান এক কর্ম্মচারীর উপাধি ছিল দেশমুখ, এই শব্দটি মহারাষ্ট্র বর্গীদের কাছে পাওয়া বোধ হয়।

রাখাল—সং রক্ষা>প্রাং রক্‌খা>রাখ; রাখ+আল=রাখাল=রক্ষক। অথবা সং রক্ষপাল>রাখাল। হিং রখওয়াল, রখওয়ালা, ও রখুআল। প্রঃ—

আমি নহি এখানে চণ্ডীর রাখআল।—সীতারামের ধর্ম্মমঙ্গল।

নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

খাণ্ডা—সং খড়্গ। যাহার দ্বারা খণ্ডিত করা যায় তাহা খণ্ডা, খাণ্ডা। প্রঃ—

বাম হাতে খর্পর দক্ষিণ হাতে খাণ্ডা।—কৃত্তিবাস।

বহুড়ি—সং বধূটী, সং বধূ+তে টী প্রত্যয়=বধটী।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। বধূ> প্রাং বহূ, বহু+তে টী অথবা ডী=বহুড়া, বহুডী। প্রঃ—

সুসুরা নিদ গেল, বহুডী জাগঅ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

বডার বহুআরী আহ্মে বডার ঝী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

রাজার ঝিআরী তুমি রাজার বহুআরী।—কৃত্তিবাস, অযোধ্যাকাণ্ড।

ভাণ্ডা—সং ভাণ্ডাগার>অপ্রাচীন সং ভাণ্ডার=কোষাগার, ধনাগার।

মোক্ষ—সং মুখ্য=প্রধান।

শহর—ফা শহর=নগর। প্রঃ—

হাড়ি রাজা চলিয়া গেল পরদেশ সহরত।— মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

২৫৮ পৃষ্ঠার ফুটনোট।

আগু—সং অগ্রে>প্রাং অগ্‌গে>বাং আগে, আগু। প্রঃ—

আগু গিয়া রাবণের গলে দিব ফাঁস।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড

তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহিঁ সরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

নফর—ফাং। ভৃত্য, দাস। প্রঃ—

নফর হইয়া কালু যায় নিজ বাস।— কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

মুসলমানগণের আগমন (২৫৮—২৬০ পৃষ্ঠা)

২৫৮ পৃষ্ঠা

লইয়া বীরের পান—পান দেওয়া ও লওয়া কর্ম্মে নিয়োগ ও কর্ম্মভার গ্রহণে অঙ্গীকারের প্রতীক ছিল। এখনো গ্রামে পান সুপারি দিয়া নিমন্ত্রণ করা হয়। ১৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পান—স পর্ণ > প্রা পণ্ণ > ও হি ম বা পান। প্রঃ—

রাম রাম বলিয়া পাণর খিলি ঢালিয়া ফেলাইল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

মুছলমান—আ মুসলমান = ধর্ম্মবিশ্বাসী, মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম্মবিশ্বাসী। স স্থানে ছ হইয়াছে।

পশ্চীমে—স পশ্চিমে। ভারতবর্ষ হইতে মুসলমানী তীর্থ মক্কা পশ্চিমদিকে, এইজন্য ভারতীয় মুসলমানের কাছে পশ্চিম দিক পবিত্র। মুসলমানদের পবিত্র পশ্চিম দিকে বাস করিতে দিয়া তাহাদের মনস্তুষ্টি ও সম্মান করা হইল। ইহার দ্বারা প্রজাচ্ছন্দানুবর্ত্তী রাজার আদর্শ উপস্থিত করা হইয়াছে।

চাপিয়া—স চপ = চূর্ণ করা, স চর্ব্ব ধাতু = চর্ব্বণ কর। > ভার দেওয়া, জোর দেওয়া, কোনো কিছুর উপর আরোহণ করিলে তাতে চাপ লাগে, এইজন্য গৌণ অর্থ—আরোহণ, চড়া। ও ছপ, হি ছাপ, ম চেপ। প্রঃ—

তবনি চাপিআ জান বৈকুণ্ঠ দুআর।—শূন্যপুরাণ।
বাম দাহিণ চাপি মিলি মিলি মাগা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

তাজি—ফা তাজি = আরবী। আরবী ঘোড়া। প্রঃ—

বড় বড় তাজী ঘোড়া করে নানা সাজ।—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।
অবিসার অশ্ব লয়ে আরোহণে তাজি।
মার মার করিয়া চলিল মন্দ গাজি॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

সইদ—আ সৈয়িদ = মহম্মদের বংশের লোক, শ্রেষ্ঠ মহৎ ব্যক্তি।

হাসন সৈদের সাজে সাত ফরজন্দ।
সৈয়দ হাসন কাজি বসে বিছানাত।—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।
সৈয়দ মোল্লা যত লেখাযোখা নাই।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।
শেখজাদা সাজিল সৈয়দ সম কাল।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মলনা—আ° মৌলানা = আমাদের প্রভু; মুসলমানদের সম্ভ্রান্ত উপাধি। প্রঃ—

তেজিয়া আপন ভেক   নারদ হইলা সেক,
পুরন্দর হইল মলনা।—শূন্যপুরাণ।

মোল্লানার হরিষ অন্তর।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য

কাজি—আ°। মুসলমান বিচারক। প্রঃ—

গনেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি

ফকির হইল্যা জত মুনি।—শূন্যপুরাণ।

হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল

শুনিয়া বলেন রায়—দোঁহে যদি রাজী।

কি করিতে পারে তবে মীর মিঞা কাজী॥—ঘনরাম।

কিতাব কোরাণ পড়ি করে কাজিয়ালা।—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল

খইরত—আ° খয়রাত=ভিক্ষা, দান। প্রঃ—

রাজকর খরচ খয়রাত হেন জানি।—ঘনরাম।

হাসনহাটি—আ° হাসন (=সততা, সৌন্দর্য্য, খলিফা আলীর পুত্র, মহম্মদের দৌহিত্র, কারবালার যুদ্ধে হাসন ও হোসেন দুই ভাই নিহত হন)+হাটি (স° হট্ট>হাট; হাট+ই ক্ষুদ্রার্থে বা সম্বন্ধার্থে)=সুন্দর বা সৎ হাট বা গ্রাম, হাসনের নামে গ্রামের নাম। তুঃ—

দক্ষিণে হোসেনহাটি গ্রামের নিকট।

—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল (১৫ শতাব্দী)।

দ্বিজ হরিরামের চণ্ডী প্রভৃতিতেও এইরূপ মুসলমান বাসের বর্ণনা আছে।—

হাসনহাটীর মাঝে সৈদ সকল বাজে।

মুধুনীতে—স° মূর্দ্ধা (মূর্দ্ধন্, মূর্দ্ধন্য)>মুধনী, অস মুধ=যাহা মূর্দ্ধায় অবস্থিত থাকে—ঘরের চালের মট্‌কার কাঠ। তুঃ—ও° মুদ্ধনী=গৃহপতি।

২৫৮ পৃষ্ঠার ফুটনোট।

পাটী—স° পাটকঃ গ্রামার্দ্ধে।—হেমচন্দ্র। পাটকঃ কটকান্তরে।—মেদিনী। পাড়া। স পট্ট, পট্টী>পটী, পাটী=দীর্ঘ অল্প-পরিসর ভূমিখণ্ড।

২৫৯ পৃষ্ঠা

ফজর—আ°। প্রত্যূষ, প্রভাত।

বিছায়্যা—স° বিস্তার (বি+স্তৃ>বিস্তৃ>বিছা ধাতু)। ও হি° বিছা। বিস্তৃত করিয়া।

প্রঃ—

কিশলয়েঁ শয়ন বিছাইআঁ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

পাটি—স° পট্টী। পট্টঃ পেষণপাষাণে ব্রণাদীনাঞ্চ বন্ধনে।—মেদিনী। সরু সরু ফালি ফালি গাছের ছাল বুনিয়া যে শয্যা প্রস্তুত হয়। স° পংক্তি>পাটী। প্রঃ—

শীতল পাটী বিছাইয়া দিমু বালিসে হেলান পাও।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

মেঝে জুড়ে ফেলে সপ দিয়া ফুল ঝাঁটী।

ফেলিল পালঙ্গ পায় পাতাইল পাটী ॥—ঘনরাম।

পাঠাবরি—পাঁচ বেরি হইবে, পাঠের ভুলে পাঠাবরি হইয়াছে। প্রঃ—

উত্তম বিছানা পায়্যা পশ্চিমের মুখ হৈয়া

পঞ্চ বার করএ নেমাজ।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

নামাজ—আ॰ নমাজ=কোরান্-নির্দ্দিষ্ট মুসলমানের ঈশ্বরোপাসনা। তুঃ—স॰ নমস্।

প্রঃ—

শূন্য ঘরে নমাজ কি কাজ আছে তাহে।—অন্নদামঙ্গল।

ছিলমালী—সোলেমানী। আ॰ সুলেয়মান (Solomon) প্রবর্ত্তিত জপমালা, তসবি মালা।

তুঃ—নবাব ছোলেমান গররানি নাম পাঠান ছোলেমানের।—রামরাম বসুর রচিত রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র। তুঃ—

উঠিয়া প্রভাতকালে তসবি লইয়া করে

জপ করে কারে নাহি শঙ্কা।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

পীর—ফা॰ পীর=বৃদ্ধ, মুসলমান পুণ্যাত্মা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, মহাপুরুষ। প্রঃ—

পীরের দরগা পড়ি হাত দিয়া পুছে দাড়ি।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডী।

পেকাম্বর—আ॰ পয়গাম=খবর, সংবাদ আ॰ পয়গাম্বর—যিনি ঈশ্বর-প্রেরিত স্বর্গদূত ঈশ্বরের ধর্ম্মসংবাদ বহন করিয়া আনিয়া পৃথিবীতে বিতরণ করেন। প্রঃ—

ব্রহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর

আদম্ফ হৈল সুলপাণি।—শূন্যপুরাণ।

মোকাম—আ॰ মকান=বাড়ী, আস্তানা, মন্দির। প্রঃ—

মগ্ন হয়ে মোকাম করিল নদীতটে।—ঘনরাম।

মহানদ পার হয়ে কটকে মোকাম।—অন্নদামঙ্গল।

বসিল মোকাম দিয়া ব্রহ্মাণীর তীরে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

সাঁজ=স॰ সন্ধ্যা>প্রা॰ সঞ্ঝা>সাঁঝা, সাঁঝ, সাঁজ=সন্ধ্যা। সাঁজ দেওয়া=সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালা।

সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন।—শূন্যপুরাণ।

পীরের মোকামে দেই সাঁজ—পীরের আস্তানায় সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালিয়া দেয়—পুণ্য হইবে এই বিশ্বাসে।

সাঁঝার বেলে সাঁঝা দিলে হএ সুমঙ্গল।—শূন্যপুরাণ।

মসজিদে দেই সৈয়া সাজ।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

বিশ—সং বিংশ। প্রঃ—

নবা গঙ্গা বিশা শয়।—খনার বচন।

রতন জ্বলিছে ঘরে বিশা শয় বাতি।—গোবিন্দচন্দ্রের গান।

বেরাদার—ফা বিরাদার। তুঃ—সং ভ্রাতৃ, ই Brother, লাং Frater, ফ্রেং Frere, গ্রীং Phrater জ্ঞাত ভাই, সমধর্মী, স্বসমাজীয়।

কেতাব—আং কিতাব = পুস্তক। প্রঃ—

তকাই নামে মোল্লা কেতাব ভাল জানে।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।

কোরাণ—আং কুরান্ = পুস্তক, মুসলমানের প্রধান ধর্মপুস্তক, যার মধ্যে মহম্মদ-প্রচারিত ঈশ্বর-বাণী সংগৃহীত আছে। প্রঃ—

কিতাব কোরাণ পড়ি করে কাজিয়ালা।—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

কেতাব কোরাণে তার বড়ই অভ্যাস।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।

সিরণী—ফাং শিরীনী = মিষ্ট খাদ্য। ফাং শীর (সং ক্ষীর) = দুগ্ধ। শিরীনী = দুগ্ধ শর্করা মিশ্রিত নৈবেদ্য দেবভোগ।

মার শির্ণি মেনে নাহি দিল বেনে
পূর্ব্ব বিবরণ কই।—অযোধ্যারামের সত্যনারায়ণ-কথা।

না খায় পীরের ছিন্নি ভয় ঠাক্রি ঠাক্রি।—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল।

বাটে—সং বণ্ট্ ধাতু বিভাজনে। প্রঃ—

যতনে যতেক ধন পাপে বাটাইনু।—বিদ্যাপতি।

দাগড়ি—সং দগড় = দামামা, আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। প্রঃ—

মার মার বলিয়া দগড়ে দিল কাটি।—কৃত্তিবাস।

ঘন বোল দামামা দগড়ে পড়ে ঘা।—ঘনরাম।

ঢাক ঢোল কাঁসর দগড় বীণা বেণী।—শিবায়ন।

নিসান—ফা নিশান = চিহ্ন, ধ্বজা, পতাকা, সঙ্কেত। প্রঃ—

ঘরে সই শুনি যবে বাঁশির নিশান।—চণ্ডীদাস।

রাখিতে নিশান কালু দিল চূণ-ফোঁটা। —ঘনরাম।

নিশান নামে কোনো রকম বাজনা ছিল বোধ হয়, কারণ আমরা পাই—

সাজ রে সাজ রে নিশান ফুকরে
নাগরায় ঘন পড়ে কাটী।—মাণিক গাঙ্গুলি।

রেনা বায শঙ্খ বাজে দণ্ডীর নিশান।
—সীতারাম রায়ের ধর্ম্মরাজের গীত

ঘহি ঘট বাজৈ তবল নিসান।
বহিরা শব্দ সুনৈ নহি কান ॥ —কবীর।

দানিসবন্ধ—ফা দানিশ্‌মন্দ্ = বিজ্ঞ, পণ্ডিত, ধার্ম্মিক।

ছন্দ—স° √ছদ্ √ছন্দ্—আচ্ছাদনে। যাহা অন্যকে আচ্ছাদন করে তাহা ছন্দ,—ছলনা, প্রবঞ্চনা।

রোজা—ফা° রুজাহ্ = উপবাস। মুসলমানদের রমজান মাসের পালনীয় উপবাস-ব্রত।

প্রঃ—
দেব দেবী পূজা বিনে কি হবে রোজায়।—অন্নদামঙ্গল।

কম্বজ বেশ—কাম্বোজ-দেশবাসীর ন্যায় মুণ্ডিতশির।

প্রাচীন ভারতে কাম্বোজের অবস্থান নিম্নোক্ত শ্লোকটি হইতে জানিতে পারা যায়:—

"কাম্বোজ-দেশো দেবেশি বাজিরাশিপরায়ণঃ।
বৈদর্ভদেশাদ উদ্ধঞ্চ ইন্দ্রপ্রস্থাচ্চ দক্ষিণে।" —(শক্তিসঙ্গমতন্ত্র)

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়।

"ভারতের ভূগোলে এক সময়ে দুইটি কম্বোজ লিখিত হইয়াছিল,— একটি বর্ত্তমান ভারতের উত্তর-পশ্চিমে, অপরটি পূর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। প্রথমটি মুসলমান অধিবাসী কর্ত্তৃক অধ্যুষিত, অপরটি সুবিশাল হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। * * * প্রথমোক্ত কম্বোজই আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমান গ্রন্থকারেরা ইহাকে কম্বোজ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আজকাল কেহ কেহ তিব্বতকে কম্বোজ নামে নির্দ্দেশ করিতেছেন।"—সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩১৯। শ্রীনরেন্দ্রকিশোর গুপ্ত।

কম্বোজ বর্ত্তমান ক্যাম্বোডিয়া (Cambodia) শ্যামরাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা ঠিক ভারতবর্ষে নহে। তখনকার ভারতবর্ষ এখন অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনেক বড় ছিল, কিন্তু এখন ক্যাম্বোডিয়া কিম্বা কম্বোজ ভারতবর্ষে আছে বলিলে ভ্রমে পড়িতে হয়।—শ্রীমন্মথনাথ চৌধুরী।

রঘুবংশে রাজা রঘুর দিগ্বিজয়ে তাঁহার নিকট কম্বোজ-নরপতিদিগের পরাজয়ের কথা উল্লেখ আছে। রঘু পারস্য-বিজয়ের পর সিন্ধুনদীর তীর দিয়া উদীচ্য নরপতি-দিগকে পরাজয় করিবার মানসে ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কম্বোজ প্রদেশে উপস্থিত হন। পূর্ব্বে পারস্যদেশ ভূমধ্যসাগর হইতে সিন্ধুনদীর পশ্চিমতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়েও পারস্য রাজ্যের সীমা এইরূপ ছিল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে পারস্য রাজ্যের পূর্ব্বসীমাস্থ

সিন্ধু নদীর তীর দিয়া উত্তর দিকে যাইলে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে আসা যায়। রঘু সিন্ধুতীরস্থ হূণদিগকে পরাস্ত করিবার পর কম্বোজ আক্রমণ করেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে কম্বোজ ভারতবর্ষের সীমার পরপারে ঠিক উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। কম্বোজ মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের সময়েই বাক্ট্রীয়া প্রদেশ নামে অভিহিত ছিল এবং ঐ প্রদেশ আলেক্‌জাণ্ডার অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ প্রদেশ সেলুকাসের শাসনাধীন হইয়াছিল। সেলুকাসের সহিত মৌর্য্যবংশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের যে সন্ধি হইয়াছিল তাহাতে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে পঞ্জাবস্থিত গ্রীক অধিকার ও কাবুলপ্রদেশ ছাড়িয়া দেন এবং কাবুল-প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমস্থ বাক্ট্রীয়া প্রদেশ ছাড়িয়া দেন এবং কাবুলপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমস্থ বাক্ট্রীয়া প্রদেশ নিজে প্রাপ্ত হন। মহাভারতের সময়ে এই প্রদেশের নাম বাহ্লিক রাজ্য ছিল। আধুনিক নাম "বল্‌ক্‌" এবং আফ্‌গান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বাহ্লিক, কম্বোজ, বাক্ট্রীয়া ও বল্‌ক্‌ একই রাজ্য, তবে বিভিন্ন সময়ে উপরোক্ত বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছিল, এবং এই প্রদেশ যে সকল সময়েই একই সীমার ভিতর আবদ্ধ ছিল এরূপ কথা বলা যায় না।—সময়ভেদে আয়তনের বৃদ্ধি অনুসারে সীমার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সিংহরায়।

হরিবংশ হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজা সগর রাজ্যে অনুপস্থিত থাকার কালে কতকগুলি বহির্ভারতীয় জাতি তাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল; রাজা ফিরিয়া আসিয়া তাদের পরাজিত ও দণ্ডিত করেন—

অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং, কাম্বোজানাং তথৈব চ॥

ইহা হইতে এই জানা যায় যে যেদিকে শক ও যবনদের দেশ, সেই দিকে কাম্বোজ, ও সেই দেশের লোকেরা সমস্ত মাথা নেড়া করে।

রঘুবংশে দেখা যায় যে রঘু দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়া সিন্ধুতীর দিয়া কাশ্মীর অতিক্রম করিয়া হূণ দেশ জয় করেন ও তার পর কাম্বোজে যান এবং কাম্বোজ হইতে হিমালয়ে উপস্থিত হন (রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ ৬৭-৭১)। কালিদাসের যেরূপ নির্ভুল ভূগোল-জ্ঞান ছিল দেখা যায়, তাতে এই জানা যায় যে কাম্বোজ দেশ কাশ্মীরের উত্তরের কোনো দেশ।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অনুমান করিয়াছেন যে কাম্বোজ মধ্য-এসিয়ায় বর্ত্তমান পারস্যের নিকটে ছিল ; পরে সেখানকার লোক ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে কাম্বে উপসাগরের সন্নিহিত জনপদে আসিয়া বাস করে ও সেই দেশ কাম্বোজ নামে খ্যাত হয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে আফ্‌গানিস্তানই কাম্বোজ। বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত পুস্তকে প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যাম্বে প্রদেশকেই কাম্বোজ বলিয়াছেন।

হিন্দুকুশ ও কারাকোরাম পর্ব্বতমালার কাছে কৌমজি কামতেজী ও কামোজ নামে শিয়াপোষ জাতি বাস করে; তাদের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে ঐ জাতিরা মুসলমানদের ভয়ে কান্দাহার-সন্নিহিত দেশ হইতে পলাইয়া হিন্দুকুশ ও কারাকোরাম পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছে। নাম-সাদৃশ্য হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন এরাই প্রাচীন কাম্বোজ জাতি, কাম্বোজ দেশের লোক।

অশোক-অনুশাসন হইতে জানা যায় যে অশোক প্রচারক পাঠাইয়া হিমালয়-সন্নিহিত বহু দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন; সেইসব দেশের অন্যতম কাম্বোজ। নেপালের লোকেরা এখনও তিব্বতকে কাম্বোজ বলে (Foucher, *Iconographie Bouddhique, p. 134*)। সেইজন্য ভিন্‌সেন্ট স্মীথ তিব্বতকেই কাম্বোজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (Vincent Smith, Early History of India, p. 173, 2nd ed.)।

কেহ কেহ দক্ষিণ-পশ্চিম কাশ্মীরে রাজাউর (রাজাপুর) নামক স্থানকে কাম্বোজ বলিয়া সনাক্ত করিতে চাহেন।

দশ রেখা টুপি—দশ-কলিয়া টুপি; দশ টুকরা ত্রিভুজ মন্দিরাকৃতি কাপড় পাশাপাশি সেলাই করিয়া জুড়িয়া টুপি করিলে যে টুপিতে দশটি সেলাইএর দাগ বা রেখা হয়। A cap having ten stripes.—J. N. Gupta's Bengal in the Sixteenth Century.

টুপি—সং স্তূপ>পাং টোপ>সিংহলী, মালদ্বীপী, হিং টোপ, টোপী; ও টোপি। তুর্কী ফোটা>বর্ণবিপর্যয়ে টোপা>টোপ, টোপী, টুপী। তুঃ—গ্রীক topos, ইং top। প্রঃ—

ধর্ম্ম হৈল জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি।—শূন্যপুরাণ।

পাওজামা নিমা টুপী পরি কটীবন্ধ।—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

ইজার—ফাং ইজার = অধোবস্ত্র, পাজামা। প্রঃ—

জতেক দেবতাগন সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার।—শূন্যপুরাণ।

অধোবস্ত্র ইজার উজার অধোদেশে।—ঘনরাম।

পরিধান ইজার আমার দেখ সব ভাঙ্গা।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।

দৃঢ় নাড়ি—দৃঢ় নারী। মুসলমান মহিলারা দৃঢ় ও ইজার পরে।

খালী—আ॰। শূন্য। প্রঃ—

আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

সারিয়া—সৃ+ণিচ=সারি ধাতু অপসারণ। জোরে বাড়ি মারিবার জন্য হাত পশ্চাৎ দিকে অপসৃত করিয়া। তুঃ—

দূরে থাকিয়া কেহ মেলিয়া মারে ঢেলা।

—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল (১৫ শতক)।

ডাঁড়া—স॰ দণ্ড>হি॰ ডাণ্ডা>বা॰ ডাঁড়া=লাঠি। তুঃ—শিবডাঁড়া।

মুরিদ—আ॰। মুসলমান তাপস; মুসলমান ধর্ম্মগুরুর শিষ্য।

দোয়া—আ॰। আশীর্ব্বাদ।

ভেক—স॰ বেশ>হি॰ ভেষ>ভেক। ম ভেশ, ভেষ। প্রঃ—

তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক.
পুরন্দর হইল মলনা।—শূন্যপুরাণ।

সেখ—মুসলমানদের চার প্রধান জাতি—সৈয়দ সেখ মোগল পাঠান। আ॰ শেখ= মহম্মদ-বংশীয় মুসলমান, মুসলমান পুরোহিত।

বীরের সম্মান পায়্যা পশ্চিম দিগেতে গিয়া
বস্যে যত মোগল পাঠান।
হাসনহাটীর মাঝে সৈদ সকল বাজে
সেক-জাদা বৈস্যে পায়্যা পাণ॥

—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য (দীনেশ-বাবুর মতে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর পূর্ব্ববর্ত্তী)।

সেখজাদা সব চলে যেন গজবাজ।—দ্বিজ বংশীবদন।

কালা—ফা॰ কুলাহ্=উপুড়-করা উ:টা ঠোঙার মতন কোণ-উঁচু-করা টুপী। অথবা কাল রঙের।

পাগ—স॰ প্রগ্রহ>প্রা॰ পগ্গহ>বা॰ পগ্গ, পাগ; হি॰ পাগড়ী। ম॰ ও॰ অস॰ তে॰ পাগ, পাগড়ী। প্রঃ—

ওহে পাগধারী, পাসরেছ নবীন কিশোরী।—চণ্ডীদাস।

শোভিল অপূর্ব্ব পাগ মস্তকমণ্ডলে।—কৃত্তিবাস।

ভিঠী হেন পাগ মাথে মুখে লম্বা দাড়ি।

—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে, জ্ঞানদাসে, মাণিকচন্দ্র রাজার গানে, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে, ভারতচন্দ্রে পাগ ও পাগড়ী শব্দের প্রয়োগ আছে।

গয়ের—আ ঘয়ের্=অন্য, পৃথক্ ইত্যাদি।

২৬০ পৃষ্ঠা

সুরাদী · ·পাঠান—পাঠান জাতির বিভিন্ন শ্রেণী বা থাক। প্রঃ—

পাঠান সৈয়দ সাজিল মগধ

আর সাজে সেখজাদা কাজি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

তার সনে সাজি আইল হাজার পাঠান।—দ্বিজ বংশীবদন।

টবর—টোপর, অর্থাৎ টোপলা>পোটলা। টোপর শব্দের ব্যুৎপত্তি টুপি শব্দে দ্রষ্টব্য।

তুঃ—ইং tub, হি টপ্পর।

মিঞা—ফা । মান্য মুসলমান, মহাশয়, প্রভু, প্রধান, মণ্ডল। প্রঃ—

কাজির ভাই কাজির শালা সব হৈল মিঞা।

-দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

শুনি মিয়া তসবী কোরাণ ফেলাইয়া।

দড়বড় বড় দিলা ওঝারে লইয়া॥—অন্নদামঙ্গল।

নিকা—আ নিকাহ -বিবাহ। বাংলায় এই কথার অর্থ হইয়াছে বিধবার বা বিপত্নীকের অথবা তালাক-দেওয়া বা খুলা-দেওয়া স্ত্রী-পুরুষের প্রথম বারের পরের বিবাহ। প্রঃ—

কেহ বা মোল্লা হয় বালক পড়ায়্যা রয়

নিকা বান্ধি পায় এক তঙ্কা।

—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

আর দেখ নারীর খসম মরি যায়।

নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায়॥—অন্নদামঙ্গল।

সিকা—স চতুষ্কা, হি সুকা, ও সুকা=টাকার চতুর্থাংশ। প্রঃ—

সিকি আনি দুআনি দাগিল অঙ্গময়।—শিবায়ন।

দোয়া—আ । আশীর্ব্বাদ।

কলিমা—আ কলিমা, কলমা - মুসলমান ধর্ম্মের মূল মন্ত্র—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহা মুহম্মদ্-উর রসূল্-উল্লাহ্ = আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নাই, মুহম্মদ আল্লার পয়গম্বর অর্থাৎ বার্ত্তাবহ।

তার যত গোষ্ঠী জোলা কলিমা জানিয়া।

কাজির ভাই কাজির শালা সব হৈল মিঞা।—দ্বিজ বংশীবদন।

আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পরাই ॥—ভারতচন্দ্র।

করাচ্চুরী—?

কুখড়ী—সং কুক্কুট > কুকড়া = মোরগ। প্রঃ—

বকরী বকরা মবে কুঁকড়ী কুঁকড়া।—ভারতচন্দ্র।

জবাই—আং জবীহা, জিবা = ধর্ম্মসঙ্গত ভাবে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করিয়া পশু বলি।

বকরী—সং বর্কর, বর্করী = ছাগ, মেষ; আং বকর্ = গোরু। বক্রী = ছাগী। ইহা দ্বারা এই জানানো হইতেছে যে মুসলমানেরা মাদী পশুও বধ করিয়া খায়, যাহা হিন্দুর শাস্ত্রনিষিদ্ধ। তুঃ—

বকরি জবাই করি কড়ি পায় ছয় বুড়ি
মোল্লানার হরিষ অন্তর।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

মখদম—আ ম-খাদিম = মুসলমান গুরুমহাশয়, মৌলবী। ইহা মক্তব হইলে অর্থ সুসঙ্গত হয়; মক্তব—(আ) মুসলমান শিশুদের পাঠশালা।

এই প্রসঙ্গ হইতে আমরা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মুসলমানদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারি।

মুসলমানদিগের শ্রেণীবিভাগ (২৬০—২৬১ পৃষ্ঠা)

২৬০ পৃষ্ঠা

গোলা—আং গুল, গোল = জনতা; জনতার ভাব—গোলা = সাধারণ। সামান্য, অশিক্ষিত। তুঃ—গোলা পায়রা।

তাশন—সং ত্রসরঃ সূত্রবেষ্টনম্।—হেমচন্দ্র। তসর পাট বুনিবার পূর্ব্বে সূতায় মাড মাখানো।

জোলা—ফাং জোলাহ্ = তাঁতি। প্রঃ—

ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দ-কন্যায়াং জোলা-জাতির্ বভূব হ।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ১০।১২১।

কেহ করে জোলা বৃত্ত কাপড় বুনএ নিত্য।—দ্বিজ হরিরাম।
পা পোছার বেটা টুনিয়া জোলার ভায়্যা।—দ্বিজ বংশীবদন।

মুকেরি—উর্দূ। বলদিয়া, যাহারা বলদে করিয়া বেপার করে।

২৬১ পৃষ্ঠা

কাবাড়ি—স° কর্ব্বট=হাট। হাটুরে, মাছুয়া। অথবা, আ° কব্‌র=সমাধি, কাবাব -শেষ, বধ, কাবাড়ি=যারা বধ করে, কসাই। প্রঃ—

কুজুড়া কাবাড়ী হৈয়া নানা দ্রব্য আনে বৈয়া।—দ্বিজ হরিরাম।

গয়শাল—আ° গয়ের (ব্যতীত, বিনা)+সাল (দল)=দলছাড়া, জাতিভ্রষ্ট।

পট্যা—স° পট বা পট্ট=কাপড়, পট্যা—ফাটা=পাগড়ী। ও° ম° ফেটা, হি° ম° ফেঁটা =পাগড়ী। স° ফটা=সর্পফণা বা স° বেষ্ট বা পট্ট>ফেটা।

তীর করাইয়া—ফা° তীর=বাণ, শর। তীর নির্ম্মাণ করে যে সে তীর-করাইয়া।

সিয়ে—স° সীব ধাতু>সিয়, স° সি ধাতু বন্ধনে>অস° সি, ও° সি, হি° সা, ম° শিও।

প্রঃ

কোন দিনা রাজার বেটা সিলাইবে ঝুলি কাঁথা।
—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

শ্রীবাসের বস্ত্র সিঞে দরজী যবন।—চৈতন্যচরিতামৃত।

সিয়া পাতে খায় দুধ।
বলে ডাক সে বড় অবুধ।—ডাকের বচন।

দরজী—ফা দরজ্‌ (সেলাই) করে যে সে দরজী।

ঘটা—স°। সমূহ।

নেয়াল—হি নেওয়ার=সাদা সুতায় বোনা লম্বা ফিতা, যাহা দিয়া খাট ছায়।

বুনিঞা—স বয়ন>বুন ধাতু। ও বুণ, হি° বিন, ম° বিণ।

কেহ করে জোলা বৃত্ত কাপড় বুনএ নিত্য।—দ্বিজ হরিরাম।

বেনটা—হি° বনাওট=যে বয়ন করে।

কাগজ—কাগজ প্রথম আবিষ্কার হয় চীন দেশে ৯৫ বা ১০৫ খৃষ্টাব্দে। ৎসাই লুন নামে একজন চীনা ইহার উদ্ভাবন করেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর কাগজে-লেখা পুঁথি তুর্কিস্তানে খোটান ও সমর্‌খন্দের নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্র-লাল মিত্র বলেন যে অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয়েরাও কাগজের ব্যবহার ও প্রস্তুত-প্রণালী অবগত ছিল। ব্যাস-সংহিতায় আছে যে কোনও দলিলের মুসাবিদা প্রথমে কাষ্ঠফলক অথবা মাটির উপর করিবে, ভ্রমাদি সংশোধন করিয়া পত্রে নকল করিবে। এই পত্র বৃক্ষপত্র নহে। ভারতীয়েরা নিজেরাই ইহা উদ্ভাবন করিয়াছিল কি চীনাদের নিকট হইতে পাইয়াছিল তাহা বলা কঠিন

(Records of Ancient Sanskrit Literature I. 16-17)। আলেক্‌জান্দারের সেনাপতি নিয়ার্কস লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতে তিনি মসৃণ ও তুলোট কাগজ দেখিয়াছিলেন। নিকোলো কোন্তি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণ করিতে আসিয়া বলেন যে তখন কাম্বে ব্যতীত ভারতের অপর কোথাও কাগজ প্রস্তুত হইত না। ৬৩০ বৎসর পূর্ব্বে শিয়ালকোটে কাগজ প্রস্তুত হইত স্থির হইয়াছে। অপ্রাচীন তান্ত্রিক গ্রন্থে কাগজ নাম পাওয়া যায়। আরবী ফারসী কাগজ, ম° কাগদ। প্রঃ—

মন তারিখ শ্রী কাগজত লিখিলা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

বুলে—স° বল ধাতু সঞ্চরণে।

কলন্দর—আ° কলন্দর্‌=মুণ্ডিতকেশ মুসলমান সন্ন্যাসী যারা ভালুক বাঁদর নাচাইয়া খেলা দেখাইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে।

রশাণ—স° রসায়ন= জাঁকজমক।

দেসধি—?

সানা—স° শাণী, ও° সানা। তাঁতের অগ্র সরু সরু শলাকার চিরুণী, যাহার ভিতর দিয়া টানার জোড়া জোড়া সূতা যায়। সানা বান্ধা=শানার ভিতর দিয়া টানার সূতা প্রবেশ করানো। প্রঃ—

তাঁতির তাঁতের সানা লাউসেন বলে।—ঘনরাম।

অথবা শানা=শাণযন্ত্র, অস্ত্রাদি শাণিত করিবার যন্ত্র।

কেহ হৈয়া শাণগর . শাণা বান্ধে নিরন্তর

কেহ অস্ত্রের মলা দূর করে।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

সুনত—আরবী সুন্নত=খৎনা, মুসলমান করার অনুষ্ঠান, circumcision. প্রঃ—

মোর বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।

সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই।—অন্নদামঙ্গল।

শিবাজী মহারাজ ন হোতা ত সুন্নৎ হোতা সব কোই।—ভূষণ কবি।

হাজাম—আ° হজ্জাম=অস্ত্রচিকিৎসক, নাপিত। নাপিতেরাই আগে অস্ত্রচিকিৎসা করিত।

রঙ্গরেজ—ফা° রঙ্গ্‌রিজ্‌=যে রঞ্জন করে। তুঃ—মালদহের নাম রঙ্গরেজাবাজার, ভ্রমবশতঃ এখন ইংরেজবাজার হইয়াছে।

রঙ্গন—স° রঞ্জন, রঙ্গন=চিত্রকরণ, রং ছোপানো।

হালান—? আ° হলাল=বিধিসঙ্গত, পবিত্র। প্রঃ—

হালাল না করি করে নাহক হারাক।—অন্নদামঙ্গল।

প্রাচীন বাংলায় ন ও ল প্রায় একরূপ ছিল, অতএব হালান=হালাল পাঠই ঠিক মনে হয়।

কুদ্দুর—৭ আ° কদুস=পবিত্র।

২৬১ পৃষ্ঠার ফুটনোট

কসাই—আ° কসসাব=পশুঘাতক। উর্দু—কসাই।

এই প্রসঙ্গ হইতে সেকালের মুসলমানদের ব্যবসায়ের একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণগণের আগমন (২৬২—২৬৪ পৃষ্ঠা)

২৬২ পৃষ্ঠা

মুখটি ইত্যাদি—নব "অভ্যুদিত পালরাজগণের প্রভাবে আদিশূর-তনয় ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হারাইয়া ব্রাহ্মণবর্গের সহিত রাঢ়দেশে আসিয়া বসতি করেন রাঢ় দেশে শূররাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, ভূশূর-তনয় মহারাজ ক্ষিতিশূর রাঢ়দেশবাসী ভট্টনারায়ণাদির সন্তানদিগের ভরণপোষণ ও বাসস্থানের জন্য ৫৬ খানি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গ্রামের নামানুসারে গ্রামী বা গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে নিম্নে ৫৬ খানি গ্রামের নাম লিখিত হইল—(১) বন্দ্য বা বাড়র, (২) কুসুমকুল, (৩) বুলভ, (৪) গড়গড়, (৫) ঘোষল, (৬) সেউ, (৭) দীর্ঘ, (৮) কড়ী, (৯) মাস, (১০) বড়া, (১১) কেশরকোণা, (১২) পারি, (১৩) বসু বা বসুয়া, (১৪) কুশ, (১৫) ঝিকুরা, (১৬) বোকট্টা, (১৭) ডিণ্ডী, (১৮) বায়, (১৯) মুখটি (২০) সাহড়া (২১) চট্ট বা চাটুতি, (২২) গুড়, (২৩) শিমলা, (২৪) পালধী, (২৫) হড, (২৬) দন্ধবাটী, (২৭) পোষ, (২৮) তৈলবাট বা তিলাড়া, (২৯) অম্বুল বা আমুল, (৩০) ভূরি বা ভূরিশ্রেষ্ঠ, (৩১) পলসা, (৩২) পর্কট বা পাকুড়, (৩৩) মুল, (৩৪) পীতমুণ্ড, (৩৫) পিপ্পল, (৩৬) ঘোষ, (৩৭) পূর্ব্ব, (৩৮) পূতিতুণ্ড, (৩৯) বাপুল, (৪০) হিজ্জল, (৪১) কাঞ্জি, (৪২) কাঞ্জা, (৪৩) চতুর্থ, (৪৪) মহন্ত, (৪৫) শিমুল, (৪৬) গাঙ্গো বা গাঙ্গুড়, (৪৭) ঘণ্টা, (৪৮) পালি, (৪৯) বালি, (৫০) কুন্দ, (৫১) নন্দি, (৫২) সিদ্ধ, (৫৩) সাগুা, (৫৪) দায়া, (৫৫) শিব বা শিহর, ও (৫৬) নাঞি।

. .. উপরোক্ত ৫৬ খানি গ্রামের মধ্যে ভট্টনারায়ণের ১৬টি পুত্র প্রথম ১৬ খানি, তৎপরে শ্রীহর্ষের চারি পুত্র পররর্ত্তী ৪ খানি, দক্ষের ১৪ পুত্র তৎপরবর্ত্তী

১৪ খানি, ছান্দড়ের ১১টি পুত্র পরবর্ত্তী ১১ খানি, এবং বেদগর্ভের ১১ পুত্র শেষোক্ত ১১ খানি গ্রাম পাইয়াছিলেন। ...

উক্ত ৫৬ খানি গ্রাম পাইয়া তথায় গিয়া যিনি যে গ্রামে বাস করেন তিনি সেই গ্রামী বা গাঞি আখ্যা প্রাপ্ত হন। কালক্রমে তাঁহার বংশধরগণের ঐ গাঞি উপাধি-স্বরূপ গণ্য হইল। এইরূপে অদ্যাপি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ স্ব স্ব নামের অন্তে গাঞি নাম যোগ করিয়া স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের আদি বাসস্থানের পরিচয় দিতেছেন।"—রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক সংগৃহীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ১ম ভাগ, ১১৫—১১৮ পৃষ্ঠা।

মুখটি—বাঁকুড়া জেলায় অম্বিকানগর মহকুমার অন্তর্গত মুকুটী গ্রাম। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষের প্রথম পুত্র ধাঁধু বা ধুবন্ধর এই গ্রামে বাস করিয়া মুখটী গাঞি হইয়াছিলেন।

চাটাতি—বর্দ্ধমান জেলায় থানা-জংসন হইতে কিঞ্চিদধিক দেড় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত চাটতি গ্রামে কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের ষষ্ঠ পুত্র সুলোচন বাস করিয়া চট্ট গাঞি হইয়াছিলেন।

বন্দ্য—বর্দ্ধমান জেলায় মেমারি ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত বাড়ুর গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের প্রথম পুত্র বরাহ বাস করিয়া বাঁড়রী বা বন্দ্যঘটী গাঞি হইয়াছিলেন।

কাঞ্জী—বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া শহর হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কাঞ্জী গ্রামে বাৎস-গোত্রীয় ছান্দড়ের অষ্টম পুত্র শ্রীধর বাস করিয়া কাঞ্জিয়াল বা কাঞ্জিলাল গাঞি হইয়াছিলেন।

বিল্ব—? ৪৯ নম্বরের বালি গ্রাম ? মুর্শিদাবাদ হইতে কিঞ্চিদধিক ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ভৈরব নদের দক্ষিণ কূলে বালি গ্রামে সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের ষষ্ঠ পুত্র কুমার বাস করিয়া বালি গাঞি হইয়াছিলেন।

গাঙ্গুলি—বর্দ্ধমান জেলার শক্তিগড় ষ্টেশন হইতে কিঞ্চিদধিক ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত বর্ত্তমান গাঙ্গুর বা গাঙ্গুড় নামক গ্রাম বাঁকা নদীর ধারে। এই গ্রামে সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের প্রথম পুত্র হল বাস করিয়া গাঙ্গোলী বা গাঙ্গুলী গাঞি হইয়াছিলেন।

ঘোষাল—মানভূম জেলায় বরাকর নদী হইতে অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে এবং পাণ্ডুয়া হইতে দেড় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ঘোষলদি গ্রামের পূর্ব্ব নাম ছিল ঘোষল। এই গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের সপ্তম পুত্র গুণ বাস করিয়া ঘোষলী গাঞি হইয়াছিলেন।

অথবা, বীরভূম জেলায় স্বরূপসিং পরগনার মধ্যে মল্লারপুর ষ্টেশনের নিকটে ঘোষগ্রামে বাৎসগোত্রীয় ছান্দড়ের দ্বিতীয় পুত্র সুরভি বাস করিয়া ঘোষাল গাঞি হইয়াছিলেন।

পুইতুণ্ড—মুর্শিদাবাদ জেলায় জেমোকান্দির ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত পুতুণ্ডা বা পাতুণ্ডা গ্রামের পূর্ব্ব নাম পুতিতুণ্ড। এই গ্রামে বাৎসগোত্রীয় ছান্দড়ের ষষ্ঠ পুত্র শঙ্কর বাস করিয়া পুতিতুণ্ড গাঞি হন।

হড়—বর্দ্ধমান জেলায় খড়িয়া নদীর উভয় পারে অবস্থিত বর্ত্তমান হড়্‌গ্রাম, কঙ্কনা হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ও বর্দ্ধমান শহর হইতে কিঞ্চিদধিক ৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে কাশ্যপ-গোত্রীয় দক্ষের সপ্তম পুত্র কাক বাস করিয়া হড় গাঞি হইয়াছিলেন।

বাগাঞ্ছি—? ফুটনোটের পাঠ রাইগাঁই পাঠই ঠিক, বোধ হয় রাইগাঞি বাগাঞ্ছি হইয়াছে লিপিকর-প্রমাদে।

বর্দ্ধমান জেলায় সাতশইকা পরগনায় কামমোহিনী খালের উত্তরে ও খড়িয়া নদীর দেড় ক্রোশ পশ্চিমে রায়গ্রামে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষের চতুর্থ কনিষ্ঠ পুত্র রাম বাস করিয়া রায়া গাঞি হইয়াছিলেন।

কেশর—বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের ১০ ক্রোশ পূর্ব্বে দারকেশ্বর নদের নিকটে কেশরকোণা গ্রামে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের পঞ্চম পুত্র নিপো বাস করিয়া কেশরকোণী গাঞি হইয়াছিলেন।

গড়—বীরভূম জেলায় সেউড়া হইতে ৬০ কোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত গড়গড়ে নামের বর্ত্তমান গ্রাম। এখানে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের তৃতীয় পুত্র রাম বাস করিয়া গড়গড়ী গাঞি হইয়াছিলেন।

অথবা মুর্শিদাবাদ শহর হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত গুড়া গ্রাম। এখানে কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের প্রথম পুত্র বীর বাস করিয়া গুড়ী বা গুড়গ্রামী হইয়াছিলেন।

ঘণ্টেশ্বরী—ঘণ্টা বা ঘণ্টেশ্বর গ্রাম। বর্ত্তমান সংস্থান অনিশ্চিত এখানে সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের দশম পুত্র মধুর বাস করিয়া ঘণ্টা বা ঘণ্টেশ্বরী গাঞি হইয়াছিলেন।

কুলিকাল—? কুলকুলী? "আকাশ, কুলকুলী ও কোয়ারী—এই তিনটী গাঞি কোথা হইতে আসল? রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ এ সম্বন্ধে নিরুত্তর।"—রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিরচিত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ১ম খণ্ড ১২৮ পৃঃ। সাতশতী ব্রাহ্মণদের এক গাঞি। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের বংশীয় বাসুদেব কুলকুলি গ্রামে বাস করেন।

পাবীঘাতি—? ৫৬ গাঞিব দ্বাদশ পারি বা পারিহা। বর্ত্তমান নাম পারিহারপুর। বীরভূম জেলায় সাঁইথিয়া ষ্টেশনের দেড় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র বাটু বাস করিয়া পারিহাল গাঞি হইয়াছিলেন। নিম্নে পাবীয়াল গাঞিব উল্লেখ আছে। তবে এই পারীঘাতি কি?

পীতমুণ্ডী—এখন এর ডাকনাম পীতমুড়া বা পীতমড়া। পাকুড় ষ্টেশন হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে। কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের পঞ্চম পুত্র কৌতুক এখানে বাস করিয়া পীতমুণ্ডী গাঞি হন।

ঝিকবাক্তি—বহরমপুর হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে ঝিক বা ঝিকরা গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের পঞ্চদশ পুত্র কান বাস করিয়া ঝিকবাড়ী বা ঝিকবাল গাঞি হইয়াছিলেন। এই গাঞি এখন লুপ্ত হইয়াছে।

মালখণ্ডী—?

ঘুষুণ্ডী—? ঘোষলী?

বলাল—? বড়াল? এখন বোডা বা বৈকুণ্ঠপুর নামে পরিচিত বাকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর হইতে ১১ ক্রোশ পূর্ব্বে ও দারকেশ্বর নদ হইতে ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের নবম পুত্র বিক বা বিকর্ত্তন বাস করিয়া বড়াল বা বটব্যাল হইয়াছিলেন।

কুণ্ডমাল—বর্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট হইতে দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে কুন্দ গ্রামে সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের দ্বিতীয় পুত্র বাজু বাস করিয়া কুন্দলাল গাঞি হইয়াছিলেন।

ছোটখণ্ডী—বর্দ্ধমান জেলার মেমারি ষ্টেশন হইতে দেড় ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে অবস্থিত চোৎখণ্ড গ্রামের নাম ছিল চতুর্থখণ্ড। এখানে বাৎস-গোত্রীয় ছান্দড়ের নবম পুত্র গুন বাস করিয়া চতুর্থখণ্ডী বা চৌৎখণ্ডী বা চোৎখণ্ডী হইয়াছিলেন।

পলসাঞী—মুর্শীদাবাদ জেলায় মুরারই ষ্টেশনের আধ মাইল উত্তরে বাঁসলোই নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত পলশা গ্রামে কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের একাদশ পুত্র ভানু বাস করিয়া পলশাঞী গাঞি হন।

দিগাড়ি—হুগলী জেলায় জাহানাবাদ হইতে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে দারুকেশ্বর নদের তীরে দীর্ঘ বা দীঘড়া গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের দশম পুত্র গুঠ বাস করিয়া দীর্ঘাঙ্গী বা দীঘাড়ী গাঞি হন।

কুসুম-গাঞি—কুসুম বা কুসুমকুল গ্রাম। বর্দ্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর গ্রামের দেড় ক্রোশ দক্ষিণে ও পরস্পর হইতে দেড় ক্রোশ ব্যবধানে কুসুম ও কুলী নামে দুটি গ্রাম

আছে; দুই গ্রামের নাম পরস্পর যোগে তাহাদের পরিচয়। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের চতুর্থ পুত্র নান এখানে বাস করিয়া হন কুসুমকুলী।

সাঁগাঞি—এখন সেউর নামে খ্যাত মুর্শীদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর হইতে ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত সেউ গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের ত্রয়োদশ পুত্র দেবা বাস করিয়া সেউ গাঞি হইয়াছিলেন।

কুলভি—এখন কুলহা নামে পরিচিত, বর্দ্ধমান জেলায় ইন্দাস হইতে ৩॥০ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত কুলভ গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের ষষ্ঠ পুত্র গুঞি বাস করিয়া কুলভি গাঞি হইয়াছিলেন।

পারীয়াল—পূর্ব্বের পারীবাতি গাঞি দ্রষ্টব্য।

কড়িয়াল—এখন কড়ি বা কৌড়ি নামে খ্যাত বীরভূম জেলায় অজয় নদের দক্ষিণকূলে ও সিউড়া হইতে কিঞ্চিদধিক ২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের দ্বাদশ পুত্র মধু বাস করিয়া কড়িয়াল বা কড়্যাল গাঞি হইয়াছিলেন।

কুলখাল—কুলকুলি গাঞি। পূর্ব্বের কুলিয়াল গাঞির টীকা দ্রষ্টব্য।

সিহলাই—হুগলী জেলায় গাঙ্গুড় নদীর নিকট ও বৈঁচা ষ্টেশন হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত শিমলা গ্রামে কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের নবম পুত্র কুবের বাস করিয়া সিমলাঞি গাঞি হইয়াছিলেন।

কুলিয়াল—পূর্ব্বে উল্লিখিত কুলকুলি গাঞি।

পিপিলাই—বীরভূম জেলায় মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে কিঞ্চিদধিক ২।০ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে ও ময়ূরেশ্বর হইতে কিঞ্চিদধিক ১ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত পিপ্পল গ্রামের বর্ত্তমান নাম পেপুল বা পেপুলগ্রাম। এখানে বাৎসগোত্রীয় ছান্দড়ের পঞ্চম পুত্র ধাব বাস করিয়া পিপ্পলী বা পিপলাই গাঞি হন।

পূর্ব্বগাঞি—মুর্শীদাবাদ শহরের ৩।০ ক্রোশ পশ্চিমে পূর্ব্বগ্রামে বাৎসগোত্রীয় ছান্দড়ের সপ্তম পুত্র বিশ্বম্ভর বাস করিয়া পূর্ব্বগ্রামী হইয়াছিলেন।

বাপুলী—বর্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট হইতে কিঞ্চিদধিক দেড় ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত বাপুলা গ্রামের আধুনিক নাম বাবুলা বা বাবলা। এখানে বাৎসগোত্রীয় ছান্দড়ের চতুর্থ পুত্র মহাযশা বাস করিয়া বাপুলী গাঞি হইয়াছিলেন।

পিশাচখণ্ড—? ৫৬ গাঞির বহির্ভূত কোনো গাঞি।

কর্ণাই—? ৫৬ গাঞির মধ্যে এ নামের গ্রাম নাই। সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের গাঞির মধ্যে কালাই আছে।

সেড়ো—বর্দ্ধমান জেলায় বায়না ও দামুন্যা হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ পশ্চিমোত্তরদিকে সিহাবা গ্রামে সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের একাদশ কনিষ্ঠ পুত্র গুণাকর বাস করিয়া শিয়াড়ী বা সিহারী গাঞি হইয়াছিলেন।

বৈস—মুর্শিদাবাদ জেলায় বামপুর হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে বসুয়া গ্রামে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের একাদশ পুত্র নিনো বাস করিয়া বসুয়াড়ী বা বেসো গাঞি হন।

পালধি—বর্দ্ধমান জেলায় কাঁটোয়া হইতে ৫ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত এখন পালতি বা পাল্‌তিয়া নামে পরিচিত গ্রামে কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের দশম পুত্র রাম বাস করিয়া পালধি গাঞি হন।

হিজল গাঞি—বর্দ্ধমান শহর হইতে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে দামোদরের দক্ষিণ কূলে হিজল গ্রামে বাৎসগোত্রীয় ছান্দড়ের দশম পুত্র মন বাস করিয়া হিজল বা হিজ্জল গাঞি হন।

মাসশ্চটক—বীরভূম জেলায় সিউড়ী হইতে কিঞ্চিদধিক ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে ও সাঁইথিয়া ষ্টেশন হইতে কিঞ্চিদধিক দেড় ক্রোশ দক্ষিণে এখন মাসদহা নামে পরিচিত গ্রামে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের অষ্টম পুত্র গূঢ় বাস করিয়া মাসচটক নামে পরিচিত হন।

দিণ্ডীসাঞী—বর্দ্ধমান জেলায় গোপীভূমের অন্তর্গত দিগ্‌নগরের ১ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত গ্রাম ডিণ্ডীসা, এখন ডিংসা বা ডিসা নামে পরিচিত। এখানে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষের দ্বিতীয় পুত্র জন বাস করিয়া ডিণ্ডীসাঞী গাঞি হইয়াছিলেন।

কবড়ি—৫৬ বা ৫৯ গাঞিরও অতিরিক্ত তিন গাঞি পরে প্রচলিত হইয়াছিল—আকাশ, কুলকুলী ও কোয়ারা। বর্দ্ধমান জেলায় সেলিমাবাদ পরগনার মধ্যে কোয়ড়া বা কয়ড়া গ্রাম হইতে কয়ড়ী গাঞি। কবিকঙ্কণের বংশ এই গাঞির অন্তর্গত। সপ্তশতীদের মধ্যে কোয়াড়ী, কড়ারী, কোয়াড়া গাঞি আছে।

দানড়ি—"কুল-রমাতে সাবর্ণ গোত্রে 'দায়ী' স্থানে 'দানিয়াড়া' গাঞি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হরিমিশ্র হইতে বাচস্পতিমিশ্র পর্য্যন্ত কোন কুলাচার্য্য এই দানিয়াড়া গাঞির উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে অনুমান হয়, রাঢ়া-শ্রেণীর মধ্যে গাঞি উৎপত্তির পরবর্ত্তীকালে দানিয়াড়া হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ মনে করেন মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘির ১ ক্রোশ পশ্চিমে যে দানগ্রাম আছে তাহা হইতেই দানী বা দানিয়াড়ী গাঞি হইয়াছে।"—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠার ফুটনোট।

ভূরিষ্ঠাল—বর্দ্ধমান নাম ভূরসুট। হুগলী জেলার প্রসিদ্ধ পরগনা। এই গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় দক্ষের তৃতীয় পুত্র সুজ বাস করিয়া ভূরিগ্রামী বা ভূরিশ্রেষ্ঠিক গাঞি হইয়াছিলেন।

বটগ্রামী—পূর্ব্বে বন্দাল শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। বটব্যাল।

নন্দি-গাঞি—বর্দ্ধমান জেলায় যেখানে ফড়িয়া ও ব্রহ্মাণী নদী মিলিত হইয়াছে, তাহারই পূর্ব্বাংশে কিয়দ্দূরে এবং কাটোয়া হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দক্ষিণে নন্দীগ্রাম। এখানে সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের পঞ্চম পুত্র বিভু বাস করিয়া নন্দী বা নন্দিয়াল গাঞি হইয়াছিলেন।

ভাট্যাতি—সাতশতা ব্রাহ্মণদের এক গাঞি ভট্ট। মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি মহকুমার মধ্যে অবস্থিত ভট্টগ্রাম বা ভাটগা হইতে এই গাঞি-নাম।

শীতলশাঞী—?

লালসী—সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের নালসী গাঞি।

কোঙড়ী—সপ্তশতীদের কোঁযাড়ী গাঁই।

মতিলাল—?

২৬৩ পৃষ্ঠা

বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ—"আদিশূরের সময় অথবা পরে যে-সকল সপ্তশতী বারেন্দ্রে গিয়া বাস করেন, তাহাদের গাঞি গোত্র সম্বন্ধে কোন কথা উক্ত কুলাচার্য্যগণ প্রকাশ করেন নাই।"—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা।

শারী—স° শ্রেণী।

আগুয়ারী—স অগ্রহারম—বাসস্থান। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণপাড়াকে এখনো অগ্রহারম্ বলে। দশকুমারচরিতে ও রাজতরঙ্গিণীতে অগ্রহারম শব্দ আছে।

অধিষ্ঠাতা—যজ্ঞের অধ্বর্য্যু বা হোতা।

পড়ুয়া—স° পাঠ>পড়া ; পড়া + উয়া (বৃত্তি অর্থে) = পড়ুয়া = পাঠার্থী, বিদ্যার্থী। প্রঃ—

শত শত পঢ়ুয়া আসি লাগিলা পঢ়িতে।—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি।

পঢ়িতে পঢ়ুয়া সঙ্গে করিল কন্দল।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

নগর্যা—নগরিয়া = নাগরিক।

কোপী—স° কূপ—কূপ-সদৃশ গভীর পাত্র কূপী, কোপী, চামড়ার শিশি। হি° কুপ্পী। কৃত্তিবাসে—কোপী।

মাসরা—আ° মুশাহ্‌রা>মাসহরা>মাসরা = মাসিক বৃত্তি, মাসিক বেতন।

হালখানায় মাসরা সাধে দেড় বুড়ি কড়ি।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

শাতরী—স° সন্তর>সাঁতার। বৌদ্ধগান ও দোহায়—সন্তারে = সন্তরণ, সাঁতার।

হাতে কুশে দক্ষিণা শারণ—শ্রাদ্ধ করিয়া হাতের কুশাঙ্গুরী খুলিবার আগেই অর্থাৎ অনুষ্ঠান সাঙ্গ হইতে না হইতেই যজমানের নিকট হইতে দক্ষিণা আদায় করিয়া পুরোহিত তাকে অব্যাহতি দেয়। দান করিতে হইলে কুশহস্ত হইতে হয়, কারণ—

যস্মান্ মধু-বধে বিষ্ণোর্ দেহ-স্বেদ-সমুদ্ভবাঃ।
তিলাঃ কুশাশ্চ মাষাশ্চ তস্মাচ্ ছান্তে ভবন্ত্বিহ॥

—মৎস্যপুরাণ, দানমাহাত্ম্য।

গৃহীত্বৌড়ুম্বরং পাত্রং বারিপূর্ণং গুণান্বিতম্।
দর্ভত্রয়ং সাগ্রমূলং ফল-পুষ্প-তিলান্বিতম্।
জলাশয়ারাম-কূপে সঙ্কল্পে পূর্ব্বদিঙ্মুখঃ॥—ভবিষ্যপুরাণ।

"শুচিঃ শুক্ল-দ্বিবাসাঃ .....দর্ভপাণিং উদঙ্মুখং আসনে উপবেশ্য.. ...বারিণা দেয় দ্রব্যং প্রোক্ষ্য বাম-হস্তেন স্পৃশন্ দক্ষিণপাণিনা কুশ-তিল-জলান্যাদায়......" দান করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন—দানক্রিয়াকৌমুদী।

২৬৪ পৃষ্ঠা

গালি—স° গর্হিকা > প্রা° গল্হিআ (অপভ্রংশ মাগধী) > স° গালি। বিরুদ্ধশাসনং গালিঃ।—হেমচন্দ্র।

লণ্ডভণ্ড—স° লণ্ড ধাতু উৎক্ষেপণে, ভণ্ড ধাতু প্রতারণে, যুদ্ধে। ম° লডথড, অস° রণ্ডভণ্ড। বিপর্য্যস্ত করে।

ঘটক—স°। প্রঃ—

ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেরা কুল কয়।—ভারতচন্দ্র।

কুলপঞ্জি—বংশের ইতিহাস যে গ্রন্থে লিখিত থাকে।

গ্রহ-বিপ্র—গ্রহাচার্য্য, দৈবজ্ঞ, যারা লোকের গ্রহদৃষ্টি গণনা করিয়া দোষ কাটাইবার জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে।

বর্ণ-দ্বিজগণ মঠপতি—ব্রাহ্মণেতর বর্ণের পুরোহিত ব্রাহ্মণ। দেশের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ হইয়া আবার যখন হিন্দুসমাজে পুনঃপ্রবেশ করে তখনও আবহমান কালের হিন্দুরা তাদের সঙ্গে সামাজিক সংস্রব পরিহার করিয়া চলিত; এজন্য বৌদ্ধ মঠের শ্রমণেরাই তাহাদের পৌরোহিত্য করিত এবং ক্রমে তারা বর্ণ-ব্রাহ্মণে পরিণত হয়।

"They (the Buddhist and the Hindu) were rivals and were very exclusive. But now they are all disorganised. They have lost their monks who were either killed (by the Muhammadans) or had to flee the country. Those who remained were not powerful enough to organise their community and laterly as priests they called themselves Brahmins and are known as Varna-Brahmins, i. e., priests of those castes with whom Brahmanas and their followers hold no intercourse.—Buddhists in Bengal by Mahāmahopādhyāya Haraprasād Shāstri, Dacca Review, October 1921.

দ্বিপকা—মহিন্তাপনীয় শ্রীনিবাস-কৃত জ্যোতিষ-গ্রন্থ দীপিকা—উদ্বাহাদিষু শুদ্ধিগ্রহণার্থং দীপিকা ক্রিয়তে। শুদ্ধিদীপিকা নামে এই গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে, বটতলার পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ভাস্বতি—বরাহের সূর্য্যসিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া শতানন্দ ভাস্বতী নামক জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তুঃ—

ভাস্বতী দীপিকা কেহ পড়ে রাশিচক্র —দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

জাইয়াতি—জন্ম ও আয়ু যে পত্রিকায় লিখিত হয়—জন্মপত্রিকা, কোষ্ঠী।

ঝুপড়ি—স° ক্ষুপ>ঝোপ। ঝোপ+ড়ি (সাদৃশ্যে)=হি ঝোপড়ী=ক্ষুদ্র কুটীর।

কাথা—বৈদিক কুন্থ>স° কন্থা>বা° কাথা=জীর্ণ কাপড় একত্র সেলাই করা তুলাহীন শয্যা বা আবরণ। প্রঃ—

কোন্ দিনা রাজার বেটা সিলাইবে ঝুলি কাঁথা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
নারী হের চাকন চিকন পুরুষ কৈন্থা ওড়া।—ঐ

লাঠি—স° যষ্টি>প্রা° লট্‌ঠী>লাঠি।

কাঠী—স° কষ্ঠী>কাঁঠী।

দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্যে এইরূপ বহুবিধ ব্রাহ্মণ-বাসের কথা আছে। দীনেশবাবুর মতে হরিরাম কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী।

———

ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির আগমন (২৬৫—২৬৭ পৃষ্ঠা)

২৬৫ পৃষ্ঠা

ক্ষেত্রী—স° ক্ষত্রিয়। স° ক্ষত্রিন্>ক্ষত্রী। প্রঃ—

ক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।—দ্বিজ অভিরামের মহাভারত (১৫ শতাব্দী)।

বাণিয়া জাতি ক্ষেত্রী কুল হেলাতে হাবামু।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ক্ষেত্রী বংশে কর্ণসেন ময়নাব ঈশ্বর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ভানুবংশ—পরমেশ্বরের পুত্র ব্রহ্মা; ব্রহ্মাব পুত্র মবীচী; মবীচীব পুত্র কশ্যপ; কশ্যপের পুত্র সূর্য্য; সূর্য্যের পুত্র বৈবস্বত মনু, প্রথম সূর্য্যবংশীয় রাজা সত্য যুগে; তাঁব বংশে ইক্ষ্বাকু; ইক্ষ্বাকুর বংশে রঘু দশবথ বাম কুশ ইত্যাদি ক্রমে ত্রেতা দ্বাপব কলিযুগ পর্য্যন্ত সমাগত রাজবংশ।—ভাগবত; মৎস্যপুবাণ ১১ অধ্যায়; গরুড়-পুবাণ ১৪৩ অধ্যায়; ইত্যাদি।

চন্দ্রবংশ—ব্রহ্মার পুত্র অত্রি; অত্রির পুত্র চন্দ্র; চন্দ্রেব পুত্র বুধ; বুধ ও বৈবস্বত মনুব কন্যা ইলার পুত্র পুরূরবা প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান বা বিঠুবে চন্দ্রবংশীয় প্রথম রাজা; তাঁর বংশে নহুষ যযাতি যদু পুরু ইত্যাদি; যদুবংশীয় কৃষ্ণ ইত্যাদি, এবং পুরুবংশীয় দুষ্মন্ত ভরত ইত্যাদি; কুরু-পাণ্ডব-বংশ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়; মগধের নন্দবংশও চন্দ্রবংশীয়।

দোসর—স° দ্বি-সদৃশ। হি° ম° ও° দোসবা=দ্বিতীয়।

যার কান্ধ বসে দোষর মাথা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কনক-শম্ভু এক ভেখ বিলোকন দোসর দেখায়বি মোয়।—বিদ্যাপতি।

রাজপুত—স° রাজপুত্র। ক্ষত্রিয়।

সবে—শুদ্ধ পাঠ সেবে=সেবা করে। গুজরাটে যত লোক বাস করিতে আসিতেছে সবাই বৈষ্ণব—ইহা লক্ষ্য করিবাব বিষয়।

খেয়াতি—স° খ্যাতি। প্রঃ—

কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে,
আর কি কাহারে ডর।—জ্ঞানদাস।

উলিয়া—স° উত্তরণ>উর>উল ধাতু=অবতরণ, নামা। তুঃ— হি° উলার (গাড়ীর একদিক ঝুঁকিয়া পড়া), হি° উলর্না=নামা; বা° ওলা-উঠা। প্রঃ—

বেহুলা রন্ধন করি উলাইল ভাত।—মনসার ভাসান।
বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিষের কূপে উলব না গো।—রামপ্রসাদ।
রথ হইতে উলিলেন চারি মহামতি।—কৃত্তিবাস।
তবে ধনঞ্জয় বীর রথ হইতে উলি।
—কাশীরামদাসের মহাভারত, আদি পর্ব্ব।

"উলিয়া আখড়া ঘরে" মানে আখড়া-ঘরের কুস্তির জায়গায় অবতরণ করিয়া, নামিয়া। আখড়া ঘরের মধ্যে চারিদিকে উঁচু দাওয়া ও মধ্যে উঠানের মতন গর্ত্ত থাকে, সেখানে ঝুরা মাটির উপর কুস্তি লড়া হয়।

আখড়া—সং অক্ষবাট > প্রা অক্‌খআড়ো > হিং আখাড়া ও অখড়া, ম অখাড়া, বাং আখড়া = কুস্তির আস্তানা। প্রঃ—

অতঃপর আখড়া প্রবেশি শুভক্ষণে।
মল্লবিদ্যা আরম্ভ করিল দুইজনে॥—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল।
অপূর্ব্ব আখড়া ঘর করেন নির্ম্মাণ।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

মালবিদ্যা—সং মল্লবিদ্যা।

গুলী—সং গুলী—গুলী তু গুটিকা-ভেদে।—মেদিনী। হিং গোলী।

চাপগরি—সং চাপ (ধনুক) + ফা গরি (ধারণ, বৃত্তি)—ধনুক চালনা অভ্যাস।

বাজা বাজা—? সং বাজ = যুদ্ধ। যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোনো অস্ত্র?

মালপাজা—সং মল্ল > মাল, সং পঞ্জ, ফা পন্‌জহ্ > পাঁজা = হস্তবেষ্টন।—

পাঁজা করে চন্দ্রকেতু ধরিল সত্বর।—ভারতচন্দ্র।

মল্ল বা পালোয়ানের পেঁচ অভ্যাস।

ভাট—সং ভট্ট। প্রঃ—

ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেরা কুল কয়।—ভারতচন্দ্র।

পিঙ্গল—পিঙ্গলাচার্য্য-কৃত ছন্দ-শাস্ত্র সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে। ভাটদিগকে সর্ব্বদা স্তুতিপাঠ করিবার জন্য পদ্য রচনা করিতে হয় এবং সেইজন্য নব নব ছন্দ আয়ত্ত করিবার জন্য ছন্দশাস্ত্র পাঠ করিতে হয়। তুঃ—

সন্নিধানে সুকারা পিঙ্গল পড়ে ভাট।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

খাসা—আ। উৎকৃষ্ট। প্রঃ—

ওরে মনের মতন কর যতন,
রতন পাবে অতি খাসা।—রামপ্রসাদ।
খাসা মকমলী পাদুকা পাএ।—মাণিক গাঙ্গুলি।

খাসা নামে একরকম বিশেষ উৎকৃষ্ট বস্ত্রই ছিল।—Cotton Manufacture of Dacca, by Taylor, Ch. V. pp. 44-45.

জোড়া—স° যুক্ত > স° জুড় (বন্ধন)। যুগ্ম বস্ত্র, যুগল উত্তরীয়, দুখণ্ড বস্ত্র ও উত্তরীয় একত্র, দোশালা।

প্রত্যূষে উঠিয়া পাত্র পোষে জামা জোড়া।—মাণিক গাঙ্গুলি।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥—কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়।

বৈশ্য—

বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন-সম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥
—পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড বর্ণবিভাগ ২৬ অধ্যায়

দণ্ডস্ তথা ক্ষত্রিয়স্য, কৃষির্ বৈশ্যস্য শস্যতে।—গরুড় পুরাণ ৪৯ অ।
বিশতি প্রবিশতি সর্ব্বত্র ইতি বৈশ্যঃ।

কলন্তব—স° কলান্তর—বৃদ্ধিঃ কলান্তরম্।—হেমচন্দ্র। ও কলন্তব = সুদ।

পশূনাং রক্ষণং দানম্ ইজ্যাধ্যয়নম্ এব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিম্ এব চ॥—পদ্মপুরাণ।

কালে কিনী রাখে—যে সময়ে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তখন তাহা সস্তায় পাওয়া যায়; সস্তার সময় কিনিয়া অসময়ে চড়া দামে বিক্রয় করিয়া লাভ করা Economical speculation, বৈশ্যকর্ম্ম।

২৬৬ পৃষ্ঠা

তোলা—স° তোলক = ১ ভরি, ১ টাকার ওজন।

চারি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা।—গোরক্ষবিজয়।
হাতে করি আনিলেন তিন তোলা মাটী।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

হীরা—স° হীরক।

মতী—স° মৌক্তিক, মুক্তা > প্রা° মোত্তিঅ, মুত্তা > মোতী।

পলা—স° প্রবাল। শূন্যপুরাণে—পবাল। প্রঃ—

গলায় রসের কাটি হিঙ্গুলের পলা দুটি।—শিবায়ন।

ভোট—স° ভোট (ভুটান) দেশের কম্বল। প্রঃ—

ভোটে হতে জটে ধরে ভাটে পাড়ি পিটে।—ঘনরাম।
ভোট কম্বলের পানে প্রভু চাহে বারে বার।—চৈতন্যচরিতামৃত।

গৌরাঙ্গ সুন্দর পরে নিরন্তর
ভোট কম্বলে বসিঞা।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

শগল্লাথ—আ° সাকৃলাৎ=রঙিন কাপড়, মূল্যবান্ রেশমী বস্ত্র।—Arabic *Siqlatun*; High German *Cicalat*; Latin *Cyclas*, Romance *Ciclaton*; in Chaucer *Ciclatoun*.—See in Kittredge Anniversary Papers (Harvard University) the article *Ciclatoun* by Prof. G. F. Moore.

পাটনেত ভোট সৌজ সকলত কম্বলে।—জয়ানন্দ।
পাট নেত ভোট শ্বেত সকলাত কম্বলে।—লোচনদাস।

ঘোট—সর্বা° টী° স° ঘোটা। তে° গুররা>ঘোড়া>স° ঘোট, ঘোটক।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

করভ—স°। উট, হাতীর বাচ্চা।

পট্টীশ—স° পট্টিশ=পুরুষ-প্রমাণ দোধারা তরোয়াল।

আঙ্গরাখি—স° অঙ্গ>আঙ্গ, স° রক্ষী>রাখি, অঙ্গ যে রক্ষা করে—বর্ম, কবচ। জামা, পিরাণ। হি° অঙ্গরখা।

বৈদ্যক—মহর্ষি গালব ও বৈশ্যকন্যা বারভদ্রা হইতে জাত সন্তান ধন্বন্তরি আদি-বৈদ্য, বেদমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ধন্বন্তরিকে উৎপন্ন করা হয় বলিয়া উপাধি বৈদ্য, অম্বাকুলে (মাতৃকুলে) সংস্থাপিত বলিয়া নাম অম্বষ্ঠ।

ধন্বন্তরি ও স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারের কন্যা সিদ্ধবিদ্যা হইতে তিন পুত্র জন্মেন—সেন দাস গুপ্ত।—স্কন্দপুরাণ।

বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ২৮ অধ্যায়।

পৌরাণিক মতে দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমার আদি-বৈদ্যের পিতা ও ব্রাহ্মণী তাঁর মাতা। মনু (৮-১০ অধ্যায়), যাজ্ঞবল্ক্য (১।৯১) প্রভৃতি বহু সংহিতাকার অম্বষ্ঠ বৈদ্যকে ব্রাহ্মণের বৈশ্যাস্ত্রীর পুত্র বলিয়াছেন। পূর্ব্বে যখন সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ক্ষত্রিয়াকে ও বৈশ্যাকে বিবাহ করিতে পারিত; আর সেই-সকল স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পিতৃজাতি পাইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইত। ব্রাহ্মণ-পুত্র বলিয়াই তাঁহাদের বেদ পঠন-পাঠনে অধিকার বর্ত্তিয়াছিল এবং নামই হইয়াছিল বৈদ্য,—অর্থাৎ বেদবিদ্, বেদপারগ, বিদ্বান্, পণ্ডিত। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ (৯।৩৬) বলেন যে ঋষিগণ অম্বষ্ঠকে বৈদ্য নাম ও আয়ুর্ব্বেদ প্রদান করেন। এই অম্বষ্ঠ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধেও আমরা নানা মুনির নানা মত

জানিতে পারি। বৈদ্যবংশের আদিপুরুষের নাম অমৃতাচার্য্য; তাঁর পিতা মহর্ষি গালব, ও মাতা বৈশ্যা বীরভদ্রা। অম্বা বা মাতার নামে পরিচিত হন বলিয়া বৈদ্যদের অপর বংশনাম অম্বষ্ঠ। আবার কারো মতে অম্বষ্ঠ দেশ আফগানিস্থানে; সেই অম্বষ্ঠদেশবাসী বংশ অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত হয়। অমৃতাচার্য্যের অনেকগুলি কন্যা ছিলেন; নানা মুনি ঐ কন্যাদের পাণিগ্রহণ করেন। মদ্রদেশ (পঞ্জাব)-নিবাসী ঋষি ধন্বন্তরি অমৃতাচার্য্যের দ্বিতীয়া কন্যা মলয়াকে বিবাহ করেন। মলয়া ও ধন্বন্তরির পুত্রের নাম হয় সেন। অপরাপর কন্যাদের অপর সাত পুত্র হয়— গুপ্ত, দত্ত, দেব, দাশ, কুণ্ড, নন্দী, সোম। সেইসব পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম এখনো বৈদ্যেরা নিজেদের উপাধি রূপে ব্যবহার করেন এবং দাশ উপাধি তালব্য শ দিয়া লেখেন। সেন ও দাশ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দ্রবিড়দেশে গিয়া বাস করেন, এবং তাঁহাদের বংশ দ্রবিড়দেশ হইতে বঙ্গদেশে আসেন। দ্রবিড় কর্ণাট দেশে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর আগে হইতেই জৈনধর্ম্ম হীনবল হইতে আরম্ভ করে ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। সেন-উপাধিধারী যেসব জৈনপুরোহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্বীকার করে, তারা সব ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়া যায়। দ্রবিড়দেশে বল্লাল নামে এক জাতি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী ছিল, তারা রাজাদের সৈন্য সেনাপতি যোদ্ধা হইত, বড় বড় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত; আবার তারা বেদপাঠ ও যাগযজ্ঞও করিত। এই বল্লাল জাতি তখন দ্রবিড়দেশের খুব প্রতিষ্ঠাপন্ন প্রবল জাতি ছিল বলিয়া তাদের নাম হয় বল্লাল,— বল্লম্ মানে বন্যাস্রোত, ও অলম্ মানে রাজা; তাহা হইতে বল্লালম্ মানে নদীমাতৃক দেশের রাজা, অথবা বল হইতেছেন যুদ্ধদেবতা, এই যুদ্ধদেবতার নাম হইতেও বল্লাল নাম হইয়া থাকিতে পারে। বল্লাল জাতি বেদাধ্যায়ী হইয়া চোল ও পাণ্ড্য বংশীয় রাজাদের পুরোহিতের কাজও করিত, তখন তাদের নাম হয় বৈদ্য। যারা যোদ্ধৃবৃত্তি বা পৌরোহিত্য না করিত, তারা হইত চিকিৎসক। দাক্ষিণাত্যে চিকিৎসককে অম্বট্টন্ বলে, চিকিৎসাব্যবসায় ক্রমে নাপিত জাতের ব্যবসায় হইয়া পড়ে, সেইজন্য এখনো নাপিতদের দাক্ষিণাত্যে অম্বট্টন বলে। অতএব দেখা যাইতেছে বল্লাল-বৈদ্য চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করাতে তৃতীয় নাম লাভ করে অম্বষ্ঠ। তামিল দেশের বল্লাল-বৈদ্যের এক শাখা শানান নামে পরিচিত হয়। রাজেন্দ্র-চোল যখন বঙ্গবিজয় করিতে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে বল্লাল-বৈদ্য অম্বষ্ঠ-শানান নামে পরিচিত দ্রবিড়দেশী জাতি বঙ্গদেশে আসেন ও বঙ্গেই থাকিয়া যান। এই জাতি বঙ্গদেশেও প্রবল হইয়া বঙ্গ ও মিথিলার রাজা হন এবং সেন ও কর্ণাট বংশীয় রাজা বলিয়া পরিচিত হইতে থাকেন। বঙ্গের সেন-রাজারা আপনাদিগকে কর্ণাট-ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন, এই ক্ষত্রিয়-পরিচয় অবলম্বন করিয়া বাঙালী-ক্ষত্রিয়

কায়স্থরা সেনরাজাদের কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে চান। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বল্লাল-শানান জাতির বংশেই যে বঙ্গের সেনরাজা বল্লাল-সেন উৎপন্ন তাহা এখন ঐতিহাসিক প্রমাণে স্থির হইয়া গেছে; ঐ বল্লাল-শানান জাতি একদিকে যেমন ব্রাহ্মণধর্ম্মী বৈদ্য ছিলেন, অপরদিকে তেমনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী বল্লাল ছিলেন; সুতরাং সেনরাজাদের কর্ণাট-ক্ষত্রিয় পরিচয়ে ও সেই বংশের যারা ব্রাহ্মণধর্ম্মী তাঁদের বৈদ্য জাতি বলিয়া পরিচয়ে কোনো বিরোধ নাই। বঙ্গের সেনবংশ নিজেদের চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন; বোধ হয় ঐ বংশের আদিপুরুষের নাম চন্দ্র ছিল; গোবর্দ্ধন আচার্য্য আর্য্যাসপ্তশতী কাব্যে এই কথাই ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন বোধ হয়।—

সকলকলাঃ কল্পয়িতুম্ প্রভুঃ প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ।
সেনকুলতিলক-ভূপতিরেকো রাকা প্রদোষশ্চ॥

এই শ্লোকে কুমুদবন্ধু ও রাকা চন্দ্রের নামান্তর।

পাণিনি ব্যাকরণে ও ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে দাস ও দাশ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেওয়া আছে।—'দসো ভৃত্যো—দাসঃ', দাস শব্দের মুখ্য অর্থ দস্যু, গৌণ অর্থ ভৃত্য। 'দন্শ দংশনে .. কৈবর্ত্তে দাশঃ'; দংশন হইতে উৎপন্ন দাশ শব্দে, কৈবর্ত্ত ধীবর (যারা মাছকে দংশন অর্থাৎ হত্যা করে) বুঝায়। 'তালব্যান্ত দাশ্ দানে—দাশ্যন্ত্যস্মৈ দাশো বিপ্রঃ'; তালব্যান্ত দাশ শব্দের মানে দাতা; যিনি বেদবিদ্যা দান করেন তিনিই দাশ।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—শব্দকল্পদ্রুম "বৈদ্য" শব্দ, পণ্ডিত শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত ও সম্পাদিত জাতিতত্ত্ববারিধি ও মন্দারমালা, পণ্ডিত শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত History of the Bengali Language (Calcutta University); শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত বাংলার ইতিহাস ও প্রবন্ধ (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, no. 3); ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি লিখিত "সেনরাজগণের কুল-পরিচয়" প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ মাঘ ১৩২৮; জাতিতত্ত্ব—বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য, শ্রীগিরিশচন্দ্র বসুর প্রণীত, প্রবাসী ফাল্গুন ১৩২৭, ৪৫৩-৪৫৫ পৃষ্ঠা।

গুপ্ত সেন দাস দত্ত ইত্যাদি—

সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করস্তথা।
রাজসোমাবপীতাষ্টৌ রাঢীয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
উত্তমৌ সেন-দাসৌ চ গুপ্ত-দত্তৌ তথৈব চ।
দেবঃ করশ্চ মধ্যস্থৌ রাজ-সোমৌ কুলাধমৌ॥

—গৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজ-ভরতসেন-কৃত বৈদ্যকুলতত্ত্বম্। অম্বষ্ঠ-কুল-চন্দ্রিকা।

অমৃতাচার্য্য তাঁহার কন্যাদিগকে বৈশ্যত্ববাচক উপাধিকের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, তদ্ধেতু তাঁহার দৌহিত্রগণও বৈশ্যত্ববাচক গুপ্ত, সেন, দত্ত, দেব, দাস (অধুনা দাশ), কুণ্ড, নন্দী এবং সোম উপাধিক , এবং ইহাঁদিগের বংশধর অম্বষ্ঠ বৈদ্যরাও এই উপাধি ব্যবহার করেন। অমৃতাচার্য্যকে বৈদ্যের আদিপিতা বলা যায় না, তিনি মাতামহ ; তাঁহার দৌহিত্রগণ অম্বষ্ঠ বৈদ্যের আদিপিতা। পিতৃকুল ধরিয়াই বংশপরিচয়, সেইজন্যই অম্বষ্ঠ বৈদ্যরা ঐ-সকল উপাধি ব্যবহার করেন। এই-সকল উপাধি ব্যতীত অম্বষ্ঠ বৈদ্যের মধ্যে যে ধর, কর, নাগাদি আরও উপাধি দেখা যায় তাঁহারা বোধহয় দ্বিতীয় প্রকারে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ বৈদ্য। ঐ-সকল উপাধি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে নাই ; আছে কেবল বৈশ্যদিগের আর কায়স্থই বল বা শূদ্রই বল আছে তাহাদের মধ্যে। অম্বষ্ঠ, বৈশ্য এবং কায়স্থর উপাধি যখন এক, তখন ইহাদের আদিপুরুষ এক বলিয়াই মনে হয়, বৃত্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছে। —শ্রীবৈকণ্ঠনাথ দেব, প্রবাসী ১৩২৭ ফাল্গুন, ৪৫৩ পৃষ্ঠা। "বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য"-প্রণেতা শ্রীগিরিশচন্দ্র বসুরও এই মত।

কুলস্থান—কুলীন, গোষ্ঠীপতি।—

কুলীনাঃ শ্রোত্রিয়াঃ সর্ব্বে যস্যান্নং ভুঞ্জতে মুহুঃ।
কুলীনায় সুতাং দত্বা স গোষ্ঠীপতির্ উচ্যতে॥

মৌলীকায়—? মৌলিক=মূলসম্বন্ধীয়। রোগের নিদান সম্বন্ধে।

কেহ প্রয়োগের রস—কোনো কোনো বৈদ্য ঝাড় ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রে অনুরক্ত। তন্ত্রশাস্ত্র হইতে রসায়নের উৎপত্তি, সেইজন্য বৈদ্যগণ তন্ত্রবশ। প্রয়োগ=অনুষ্ঠান।

বসন মণ্ডিত করি শিরে—সেকালের বৈদ্যরা মাথায় পাগড়ী বাঁধিত দেখা যাইতেছে ; ইহা তাহাদের অবাঙালীত্বের পরিচায়ক।

কর্পূর—সেকালে দুর্লভ সামগ্রী ছিল দেখা যাইতেছে।

রোজা—সং উপাধ্যায়>প্রাং উঅজ্ঝায়, উজ্ঝায়>হিং ওঝা>রোজা=প্রাচীন কালের বৌদ্ধ তান্ত্রিক>চিকিৎসক। সং বৌদ্ধ>ওঝা>রোজা। প্রঃ—

কেহ কহে মাই ওঝা দে ঝাড়াই
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতে।—চণ্ডীদাস।
ওঝাগুলিক হয়া বিষ ঝাড়িয়া নামায়।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

২৬৭ পৃষ্ঠা

অগ্রদানী—যে পতিত ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ ও মৃত্যুকালীন দান গ্রহণ করে।

লোভী বিপ্রশ্চ শূদ্রানাম্ অগ্রে দানং গৃহীতবান্।
গ্রহণে মৃতদানানাম্ অগ্রদানী বভূব সঃ॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

রাজকর নাঁহি দেই—রাজা বল্লাল সেনের মাতৃশ্রাদ্ধে উৎসৃষ্ট স্বর্ণধেনু কোনো ব্রাহ্মণ লইতে অস্বীকার করিলে এরা গ্রহণ করে, রাজা ইহাতে তুষ্ট হইয়া ইহাদের খাজনা মাপ করিয়া দেন।—বল্লালচরিত। মনু শ্রোত্রিয় মাত্রকেই নিষ্কর করিয়াছেন।

বৈতরণী ধেনু—

নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা রুধিরাবহা।
উষ্ণতোয়া মহাবেগা অস্থি-কেশা-তরঙ্গিণী॥

—প্রায়শ্চিত্তবিবেক-ধৃত জমদগ্নি-বচন।

কালিকাপুরাণ ১৮ অধ্যায়, কূর্ম্মপুরাণ ১২ অধ্যায় প্রভৃতিতে বৈতরণী নদীর উৎপত্তির গল্প ও বর্ণনা আছে।

আসন্ন-মৃত্যুনা দেয়া গৌঃ সবৎসা চ পূর্ব্ববৎ।
তদভাবে চ গৌর একা নরকোদ্ধারণায় বৈ॥—শুদ্ধিতত্ত্ব।
যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
তাঞ্চ তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম॥—শুদ্ধিতত্ত্ব।

কায়স্থগণের আগমন (২৬৭—২৬৮ পৃষ্ঠা)

২৬৭ পৃষ্ঠা

ভেট—স° মেল>হি° ভেঁট, ম° ও° বা° ভেট=মিলন>মিলন-সময়ে প্রদত্ত উপহার। শাস্ত্রনির্দ্দেশ—রিক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং (দেবতাং) গুরুম।—বিক্রমচরিত ১১৫, বেদান্তসারের বিদ্বোন্মনোরঞ্জনী টীকা, সম্যকৃতত্ত্বকৌমুদী। প্রঃ—

পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে।—কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়।
ভেট দেয় আনি।—চৈতন্যচরিতামৃত।

গাছ—বাঁক, ভার বহিবার দণ্ড। বড় জালা।

কাঁয়স্থ আইলা—বাংলার উচ্চ স্তরের সকল জাতিই বাহির হইতে আগত উপনিবেশী; ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আসিয়াছিল কান্যকুব্জ হইতে ও বৈদ্যেরা আসিয়াছিল কর্ণাট হইতে। গুজরাটে নূতন নগর পত্তনে নব নব জাতির আগমনের মধ্যে সমগ্র বঙ্গের

জাতীয় ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। "খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও ২৭ জন কায়স্থ গৌড়ে আগমন করেন।"—বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য।

মাইসিয়া—মাহেশ গ্রামের, হুগলি জেলায় শ্রীরামপুর মহকুমার প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহা কায়স্থদের সমাজ-স্থান।—

বহিমপুর মহেশপুর সমাজ করিল।
কেহ হামকুড়া রৈল, কেহ মহেশ বৌহাল ॥
প্রধান সমাজ এই লিখিল সকল।—ঠাকুর।

বসু মিত্র আদি কুলজন—

ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগাড় ॥—কায়স্থকৌস্তুভ।

পাল.... .বন্দ্য—

আদৌ প্রজাপতের্ জাতা মুখাদ্ বিপ্রাঃ স-দারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্বোর্ বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে ॥
পাদতশ্ চ শূদ্রাঃ সম্ভূতাস ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ ॥
হীম-নামা সুতস তস্য প্রদীপস্ তস্য পুত্রকঃ।
কায়স্থস্ তস্য পুত্রো হভূদ্ বভূব লিপিকারকঃ ॥
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ-বিখ্যাতা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তশ্ চিত্রসেনো বিচিত্রশ্ চ তথৈব চ ॥
চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ।
চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ হাত শাস্ত্রং প্রচক্ষতে।
বসু-ঘোষৌ গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ।
মৃত্যুঞ্জয়ানুকরণৌ চিত্রসেন-সুতা ভুবি ॥
করণস্য সুতা জাতা নাগো নাথশ্চ দাসকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়াৎ সমুদ্ভূতা দেবঃ সেনশ্ চ পালিতঃ ॥
সিংহশ্ চৈব তথা পশ্চাজ্ জাতাশ্ চ বহুসংখ্যকাঃ ॥

—অগ্নিপুরাণ, জাতিমালা।

মহারাজ বল্লাল সেন ঘোষ বসু গুহ মিত্র বংশকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন। লক্ষণ সেনের প্রপৌত্র মহারাজ দনৌজামাধব কায়স্থদের কুলমর্য্যাদা নির্ণয় করেন। কায়স্থগণের কুলীন ব্যতীত অপর বংশের ৭২ রকম উপাধি পাওয়া যায়।

সিদ্ধকুল, সাধ্য কেহ—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুল্‌তান হোসেন শাহের মন্ত্রী গোপীনাথ বসু (পুরন্দর খাঁ নামে পরিচিত) দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগকে কুলীন সিদ্ধ-মৌলিক ও সাধ্য-মৌলিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন।—বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য।

প্রসন্না সভাবে বাণী—কায়স্থেরা সকলেই লেখাপড়া জানিত—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। শিক্ষিত বলিয়া তারা ভব্য ছিল।

আসার—স° আশা = দিক্‌।

দ্বিজ হরিরাম প্রভৃতির পূর্ব্বপ্রণীত চণ্ডীকাব্যে এইরূপ অবিকল বর্ণনা আছে।

গোপ প্রভৃতি জাতির আগমন (২৬৮—২৭১ পৃষ্ঠা)

২৬৮ পৃষ্ঠা

তেশন—স ত্রি > তে, আ সন = বৎসর। প্রঃ—

সহরে সকল প্রজা সুখে করে ঘর।
তিন সন অপর না লয় রাজকর ॥—ঘনরাম।

ইনাম—আ। দান, পুরস্কার। প্রঃ—

রাজপুরে পুরস্কার কত ধন পাব।
ইনামে ময়নামতী অবশ্য আনিব ॥—ঘনরাম।
ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে।—অন্নদামঙ্গল।

২৬৯ পৃষ্ঠা

হনীফ— ?

উপড়ায়—স° উৎপাটন > উপাড় ধাতু। প্রঃ—

শালগাছ উপাড়িয়া ঘন দিল পাক।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

বৌদ্ধগান ও দোহায়—উপাড্ডিঅ, উপাড়ী—খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।

মাস—স° মাষ।

মুগ—স° মুদ্গ। ও° মুগ-অ, হি° মুংগ্‌। প্রঃ—

মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।—শূন্যপুরাণ।

শারিসা—স° সর্ষপ > প্রা° সরিস ; ও° সোরিষ-অ, হি° সরসোঁ ; বা° সর্ষা, সরিষা
প্রঃ—

তিল সরিসা চাস কর গোসাই বলি তব পাএ।—শূন্যপুরাণ।

কাপাস—স° কার্পাস > প্রা° কপ্পাস > হি° কপাস, ম° কাপূস, ও° কপা। প্রঃ—

কাপাস চসহ পবভু পরিব কাপড় ।—শূন্যপুরাণ।

সভার—স° সর্ব্ব > প্রা° সব্ব > বা° সব, হি° সব, ও° সবু ; প্রাচীন বাংলায় সভ। প্রঃ—

সভাকাব কপালে মবণ আছে লেখা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকাব ।—শূন্যপুরাণ।

আনন্দজুত হএ চলিল সভে লএ।—শূন্যপুরাণ।

য়েক জায়—স° এক ; ফা° জা = জয়গা, স্থান ; > উর্দ্দু একজা = এক স্থানে, একত্র।

তন্তুবায়—স°। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরাই তন্তুবায় ছিল ; মনুসংহিতার পরবর্ত্তী বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার সময় হইতে তন্তুবায়-ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া তন্তুবায় জাতির সৃষ্টি করে বোধ হয়।—প্রবাসী ১৩২৮ বৈশাখ ১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বেদেব সময় বয়নকাবীকে বায় বলিত (ঋক্‌সংহিতা ১০।২৬।৬)।—প্রবাসী ১৩২৭ চৈত্র ৫৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভূনী—ক্ষৌম > ক্ষুঞি > খুনি > ভুনি ? মোটা তসরেব পাড়হীন শাদা ধুতি। প্রঃ—

পরিল বিচিত্র সরু দিব্য বস্ত্র ভুনি ।—চৈতন্যমঙ্গল।

চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী ভুনী-ফোতা পট্টপাড়ি ।—চৈতন্যচরিতামৃত।

পরিতে দিলেন সীতাকে বিচিত্র পাটের ভুনি ।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

খনী—স° ক্ষৌম > ক্ষুঞি > খনী ? তুঃ—

খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত ।—ভারতচন্দ্র।

মনসা জন্মিল রে গায়েনে দেও খনি ।—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

খাদি—স° ক্ষুদ্র > ও° খদি, হি° খাদী। তুঃ—স° ক্ষুদ্রনাসিক > খাঁদা নাক। ছোট কাপড়, খণ্ডবস্ত্র।

ধুতি—স° ধৌতী—যাহা ধৌত করা যায় ; শূন্যপুরাণে—দ্বিবিধ রূপ দেখা যায়—

কেমন বরন আপুনি কেমন পরিছ ধৌতি।

সুনার কলস তথি উড়য়ে নেতর ধুতি ।—শূন্যপুরাণ।

হি° ধোতী ; ও° ধোতি ; তে° ধোতি ; ম° ধোতর, ধোত্র।

বুনে—স° বপন > বঅন > বয়ন > বুন ধাতু। হি° বুন্‌না, ও° বুণ। বপন অর্থে বুন ধাতু শূন্যপুরাণে আছে। প্রঃ—

নানা জাতি বস্ত্র সব বুনএ কুবিন্দ ।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য

কাটিমু চিকন সুতি তোহ্মিহ বুনিবা ধুতি
হাটে নি বেচিলে পাইবা কৌড়ি।—গোরক্ষবিজয়।

গড়া—স° গাঢ়, হি° গাঢ়া=গাঢ় বোনা মোটা বস্ত্র।

কুড়ি—স° কুণ্ডী—ছোট পাত্র।

গড়ি—স° গঠ, ঘট>হি° ও° গঢ়, ম° ঘড়। নির্ম্মাণ করা। শূন্যপুরাণে গঠ ধাতুরই প্রয়োগ আছে।—সুনার কান্তাখানি গঠিআ জুগাল। বৌদ্ধগান ও দোহায়—গটই=গড়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—গড়া, গঢা দুই রূপই আছে।

পিটে—স° পিট ধাতু সংঘাতে, শব্দে। প্রঃ—
মার খাইতে খাইতে যমক নি যায় পিট্টিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

মৃদঙ্গ—মাটির তৈরি অঙ্গ বা খোলের মুখে চামড়া-ছাওয়া আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। প্রঃ—
মিদঙ্গ মন্দিরা বাজএ জয়সঙ্খ ঘণ্টা।—শূন্যপুরাণ।

কাড়া—স° কটাহ। কটাহ-মুখে চর্ম্মাচ্ছাদন দেওয়া বাদ্যযন্ত্র। প্রঃ—
মৃদঙ্গ কাড়া বাজে ফুলর মালা সাজে
আনন্দেত ধর্ম্মর পূজনা।—শূন্যপুরাণ।

পড়্যা—স পটহ>পড়া, পঢা। আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র।
কংস করতাল বাজে তিন লক্ষ পড়া।—কৃত্তিবাস।

তেলী—স° তৈলিক। স° তৈল>প্রা তেল্ল, ও° হি ম° বা° তেল; তেল করে যে সে তেলী।

ঘনা—স° হন>ঘনা, ঘানী। ঘনা-গাছ তৈল-নিষ্পীড়ন-যন্ত্র, ঘনাগাছের তেল নেকড়া ভিজাইয়া তুলিতে হয়, ঘানীগাছের তেল জিভ দিয়া বাহির হয়। ও° ঘণা; ম° ঘাণা, ঘণা। স° হন+অ=ঘন=মুদ্গর, যাহা পরস্পরে আহত হয়। ঘন>ঘানী, ঘনা।

কিনিঞা—স° ক্রী ধাতু; ক্র্যাদি-গণীয় ধাতুতে না আগম হয়—স° ক্রীণাতি>বা° কিনা, কেনা, হি° কিন্না, ও° কিনিবা।
বেচে কিনে ভাবে জেবা মন।—শূন্যপুরাণ।

বিচয়ে—স° বিক্রী>বিক, বিচ, বেচ; ও হি° বেচ। প্রঃ—
চোর গাই গান্ধি-চুষা ধান।
যে বিচে সেই সিয়ান।
ইহা বিচিতে না পুছির মান॥—ডাক।
উঠ দধি বিচ নিঞা মথুরার হাটে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কামার—বৈদিক কর্ম্মার>কামার >স° কর্ম্মকার। প্রঃ—

পবেসে কামার ঘরে।—শূন্যপুরাণ।

শাল—স° শালা—গৃহ; কর্ম্মশালা।

কোদালী—স° কুঠার; দ্রবিড় কোদাল, কোদালি। স° কুদাল, কুদ্দাল; বা° কোদাল।

ফাল—স° ফাল=লাঙ্গলের লৌহফলক, যাহা দিয়া মাটি ভেদ করা হয়।

সুনার জে লাঙ্গল কৈল রূপার জে ফাল।—শূন্যপুরাণ।

শরাক=স° শ্রাবক=বৌদ্ধ বা জৈন। শরাক পাঠও শ্রাবক হইতে আসিতে পারে। বৌদ্ধ শ্রাবকেরা ব্রাহ্মণ্য প্রাদুর্ভাবে হীনাবস্থ হইয়া তাঁতির ব্যবসায় অবলম্বন করে।

... a certain weaver class called Saraki Tanti in the Western Thanas of the districts of Puri and Cuttuck and even in the neighbouring Tributary Mahals . They worshipped him (Buddha) even in marriage ceremony Saraki Tantis are to be found in almost all the districts in Western Bengal. These, however, do not worship Buddha, but abstain carefully from meat and drink and are more cleanly than their brother caste men. The word Saraki seems to be a corruption of Sravaka, an undoubted Buddhist term. .. ..—Buddhists in Bengal, by M.M. H.P. Shastri, Dacca Review, October 1921

প্রবাসী ১৩২৯ কার্ত্তিক মাস ৫৫ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত রমেশ বসুর শরাক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের (ব্রহ্মখণ্ড ১০ অধ্যায়) মতে—

ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দ-কন্যায়াং জোলা-জাতির্ বভূব হ।

জোলাৎ কুবিন্দ-কন্যায়াং শরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১২১ শ্লোক।

গোপালভট্ট-রচিত বল্লালচরিত-ধৃত পরশুরামসংহিতার মতে নাপিত ও কুবেরী জাতি হইতে শরাক জাতির উৎপত্তি।

"পূর্ব্বে যে ইহারা বৌদ্ধ ছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"—বীরভূম-বিবরণ ২য় খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ঐ পুস্তকের ভূমিকায় (১০পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন—জৈন বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিলনের ফলে এখানে শরাক জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে (উত্তর খণ্ড ১৩ অধ্যায়) শাবক নামে এক জাতির উল্লেখ আছে।—মালাকারাৎ তু সম্ভূতো নটঃ শাবক এব চ।—৪২ শ্লোক।

নিরামিস্ত—সং নিরামিষ। হবিষ্য-শব্দসাদৃশ্যে নিরামিষ্য, আমিষ্য। তুঃ—

সুক্রবার দিনে গো ঝিএ করিব হবিস্ত।
ভাজা পোড়া পরপাক না খাব আমিস্ত ॥—শূন্যপুরাণ।
নিত্ত নিরামিস্ত খাই ব্রাহ্মনি জোগিনি হই।—গোরক্ষবিজয়।

হরিস—সং হর্ষ>হরিষ। প্রঃ—

হইয়ে হরিষ-যুক্ত চলে তিন জন।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

তাম্বুলিক—সং তাম্বলী=তাম্বূল-ব্যবসায়ী। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন তাম্বূল ও তাম্বূলী তামিল শব্দজ, তামিল জাতি পান লইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়া তামলী জাতি হয়। তুঃ—

নগরে তামেলী বসি বেচা কেনা করে।
অপূর্ব্ব লইয়া পান দেহ মহাবীরে ॥—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

এই জাতির ইতিহাস তাম্বূলীজাতি-পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

বিড়া—সং বীটিকা, বীটি> ও বিড়া বিড়ি, হিং বীড়া=পানের খিলি, তাম্বূল-বল্লী। ২০ গণ্ডা পানে এক বিড়া—চট্টগ্রামে, এক গোছ পান, এক পয়সার পান—বরিশালে।

কোই পান-বিড়ি কর পর লেই
কপূর বিবিধ দেত।—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

আচমন করি দিল বিড়ক সঞ্চয়।—চৈতন্যচরিতামৃত।

মালাকার—সং মাল্যকার, মালকার>স মালাকার। তুঃ—

নগরের একদেশে রহে মালাকার।
মালঞ্চ সাজিয়া করে পুষ্পের পসার ॥—দ্বিজ হরিরাম।

মালঞ্চ—তাং মালা=ফুল। ফুলের বাগান।

পুষ্প তুলিবাক পচ্ছিম গেলা মালুঞ্চার বাড়ি।
পরভুব মালঞ্চএ জাগন্তি নন্দি মহাকাল।—শূন্যপুরাণ।

মৌড়—সং মুকুট>বিজয়-বাবু বলেন—সং মস্তক > মটুক > মকুট > সং মুকুট। মকুট> মউড়। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে—মটুক।

পুটলী—সং পুট, হিং পোথ্‌লা, মং পুডকা, সং পোট্টলী, হিং পোট, পোটলা।

ফুলসাজি—ফুলের শয্যা বা সজ্জা > সাজি।

সাজি লএ ফুল পাড়ে জাওসি মালঞ্চে।—শূন্যপুরাণ।

কান্ধে—স° স্কন্ধে।

বারোই—স° বারজীবী, বারকী।

ব্রাহ্মণস্তু তাম্বূল্যাং পুত্রোঽংসৌ বারুজিঃ স্মৃতঃ।

তাম্বূল-ব্যবসায়ী চ কলৌ সচ্ছূদ্রবৎ স্মৃতঃ ॥—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

বোরজ—স° ব্রজ > ও° বরজ-অ, হি° বরজ। আ° বুর্জ্=দুর্গ; দুর্গবৎ সুরক্ষিত স্থান বরজ। তুঃ—

বারুই বসিয়া তারা বরোজ করয়।

কলিঙ্গ হইতে পাণ আনিয়া রোপয় ॥—দ্বিজ হরিরাম।

পান যে বঙ্গদেশের নয় তাহা দ্বিজ হরিরাম স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

দোহাই—হি° দুহাই=শপথ, দিব্য; দুঃখ জানাইয়া সুবিচার প্রার্থনা। প্রঃ—

শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।—বিদ্যাপতি।

মদক—স° মোদক। তুঃ—

সূত্রধর মোদক বসিল দিয়া সারি।—দ্বিজ হরিরাম।

কারখানা—ফা° কার্=কর্ম্ম, খানা=গৃহ। প্রঃ—

কারখানা কেবল যেমন কামরূপ।—মাণিক গাঙ্গুলি।

খণ্ড—স°। খাঁড় গুড়, পাটালি গুড়।

লাড়ু—স° লড্ডুক > হি° লাড্ডু।—

লাড়ু দিয়া যেমন ভাণ্ডাও ছাওয়ালে।—কৃত্তিবাস, আদি।

ক্ষীর খীরিসা দুগ্ধ সর লাড়ু খাএ রঙ্গে।—জয়ানন্দ।

প্রবোধ করিলা শিশু নাড়ু কলা দিয়া।—গোবিন্দচন্দ্রের গান।

পশরা—স° পণ্যশালা > হি° পন্সার > বা° পশার, পশরা। প্রঃ—

চউশঠী খড়িয়ে দেট পসারা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

হাট—স° হট্ট > হাট। প্রঃ—

অনেক কড়ীর পসারা।

হাট জাইতেঁ না পাইলোঁ মথুরা ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সুনার পাটেত বেসাতির বৈসএ হাট।—শূন্যপুরাণ।

যোগান—সরবরাহ। প্রঃ—

বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।

নাপীত—সং স্নাপিত > পাং নহাপিত > বাং নাপিত ; অমরকোষে নাপিত শব্দ আছে।

কাতা—সং কর্ত্তরী। হিং কত্তান = ক্ষুর ইত্যাদি রাখিবার পাত্র বা আধার।

রশাল—সং রস (= পারদ) + আল (অস্ত্যর্থে) = পারদপ্রলিপ্ত।

আগুরী—সং উগ্রক্ষত্রিয়। মনুসংহিতায় ক্ষত্রোগ্র।

জানা—উগ্রক্ষত্রিয়ের উপাধি। আগুরী দুই ভাগে বিভক্ত—সূত ও জানা। জানাদিগের বিবাহ-সময়ে উপনয়ন হয়।—সম্বন্ধনির্ণয়।

বীরবানা—বীর + বানা (তাং বানা = পতাকা) = বীরচিহ্ন।

গন্ধবাস্থা—গন্ধবণিক্। রামায়ণের কাল হইতে এই জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়—দন্তকারাঃ সুধাকারা যে চ গন্ধোপজীবিনঃ।—অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৩ অধ্যায়। এঁরা কৌশাম্বী (প্রয়াগ) হইতে উড়িষ্যার ভিতর দিয়া আসিয়া বঙ্গে ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (আসাম) উপনিবেশ করেন। তুঃ—

গন্ধবণিক বস্যা নগর ভিতর।
জৈত্রী লবঙ্গ জীরা বেচে জায়ফল।
নানা দ্রব্য আনি তারা করএ পসরা।
বীরে ভেটে গন্ধ দিয়া, পরএ ফুল্লরা॥—দ্বিজ হরিরাম।

ইঁহাদের ইতিহাসের জন্য গন্ধবণিক্‌পত্রিকা ১৩২৯, ১৩৩০ সাল দ্রষ্টব্য।

শঙ্খবান্যা—ঘৃতাচী-বিশ্বকর্ম্মণোর্ নব পুত্রাশ্চ শিল্পিনঃ।
মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকার ষড়েতে শিল্পীনাং বরাঃ॥—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।
শঙ্খকারী শঙ্খ কাটে অবলার হেতু।—দ্বিজ হরিরাম।

মনীবান্যা—সং মণিবণিক্। তুঃ—
মন্য-বণিক বেচে হীরা নীলা পলা।
নগরের লোক লয় পরয় অবলা॥—দ্বিজ হরিরাম।

কংশারী—সং কাংসকার। তুঃ—
কাংস্যবণিক বস্যে নগর ভিতর।
ঝারি থালা ঘটী বাটী গড়ে নিরন্তর॥—দ্বিজ হরিরাম।

ইতিহাসের জন্য কংসবণিক্-পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

ঝারি—সং ঝৄ ধাতু ক্ষরণে। সং ধারা > ঝারা, ঝারি। হিং ঝঝ্ঝর। প্রঃ—
চরিত্রা ভুরিতে রূপার ঝারিতে
লইল খীর পুরিআ।—শূন্যপুরাণ।

সোণার খাড়ু, সোণার ডাবর, সোণার সব ঝারি।—কৃত্তিবাস, অযোধ্যাকাণ্ড।

খুরি—স° কুণ্ডী > কুঁড়ি, কুড়ি (তুঃ—হাঁড়িকুড়ি ২৬৯ পৃঃ) > খুরি। স° খোলক > হি° খোর > খোরা > ক্ষুদ্রার্থে খুরি। ফা° খুর = খাওয়া ; খাওয়ার পাত্র খুরি। হি° খোরী। প্রঃ—

থালি খুরি ডাবরেতে পুরিআ লহি চন্দন।—শূন্যপুরাণ।

বাটী—স° বাট (বেষ্টিত) পাত্র বাটী ; স° পাত্রী > বাটী। হি° বটুরী, ম° বাটী।

বট—স° বট (বেষ্টিত, বর্ত্তুলাকার) = বড় বাটী।

ঘাঘর—স° ঘর্ঘর = কাঁসার বাদ্যযন্ত্র, করতাল ; ছোট ছোট ঘণ্টা। প্রঃ—

চন্দন-চর্চ্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

নৃপ বলে নাচ নাচ নাচ বাছাধন।
ঘাঘর ঘুঘুর বাজে শুনিনা কেমন॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

সাপুড়া—স° সম্পুট।

উড়িয়া গৌড়িয়া কুলুপা চিরণী
বিচিত্র সাঁপুড়া।—জয়ানন্দ।

চুনা বাটা—চুন রাখিবার বাটী।

শঙ্খ বাটা বাটি সরঙ্গী থাল রসময় রসখুরী।—জয়ানন্দ।

সুবর্ণবণিক—"সুবর্ণবণিক জাতি অযোধ্যানিবাসী।"—গোবর্দ্ধনমিশ্রের কুলজী। অযোধ্যা হইতে গৌড়ে, গৌড় হইতে রাঢ়ে বঙ্গে সুবর্ণবণিক্‌দের বিস্তৃতি ঘটে।

কসে—স° কষ। পাথরের উপর সোনা-রূপার দাগ পাড়িয়া পরীক্ষা করে। তুঃ—

ঢর ঢর কষিল-কাঞ্চন তনু গোরি।—জ্ঞানদাস।

২৭১ পৃষ্ঠা

পশুতহর—স° পশ্যতোহর = যে দেখিতে দেখিতে চোখের সামনে চুরি করে—স্যাক্‌রা। শুক্রনীতিসারে স্যাক্‌রাদের চোরের বাবা বলা হইয়াছে—

চৌরাণাং পিতৃভূতাস্ তে স্বর্ণকারাদয়স্ততঃ॥—৪।৪।৪২।

পল্ল গোপ—পহ্লব গোপ, পল্লব গোপ। স° পল্ল = শস্যরক্ষণস্থান। পল্ল গোপ = চাষী গোয়ালা। গোপ-ব্যবসায়ী পহ্লব জাতি। কনৌজের রাজা মহেন্দ্রবল ও মহীপালের সভাকবি রাজশেখর (৯ম শতাব্দীর শেষ ও ১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে) তৎকৃত কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে দক্ষিণাপথের পল্লব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পহ্লব জাতিকে বিভিন্ন বলিয়াছেন। See The History and Institutions of the Pallavas, by C. S. Srinivasachari, M. A., Mysore.

বাথান—স° প্রস্থান (=গোষ্ঠ), স° বাসস্থান>বাথান।

বাথানে রহিল গাই আইস ভাই কানাই
বনের মাঝে করি গিয়া খেলা।—কলঙ্কভঞ্জন।

পরাশর-সংহিতায় এই নয় জাতিকে নবশায়ক বলা হইয়াছে—কিন্তু নব-শায়কের কোনো অর্থ হয় না। কেউ কেউ বলেন—নব-শাক অর্থাৎ নয়টি শক জাতি বা নূতন শক জাতি।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহাদের বলিয়াছেন—নবশাখ—হিন্দু সমাজের নূতন শাখা; এরা-সব বৌদ্ধ ছিল, পরে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছে।—

The Vajrayanists, the Sahajiyas, the Nathists, and the Kalachakrayanists . were either converted to Islam or forced to join the Brahmins... . They took these within the pale of their society and called them নবশাখা or the new branch. Those who tried to maintain a separate existence were excluded from the pale of their society and these formed অনাচরণীয় জাতি or the depressed classes.—Introduction to the Modern Buddhism by Nagendranath Basu.

......The so-called depressed classes in Bengal were at one time Buddhists, and lived in complete rivalry with the Hindus. ......The goldsmiths and carpenters however are still Buddhists but they do not know they are so.........They have lost their monks who......called themselves Brahmins and are known as Varna-Brahmins, *i.e.* priests of those castes with whom Brahmanas and their followers hold no intercourse.—Buddhists in Bengal by MM. H. P. Sastri, Dacca Review, October 1921.

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে (ব্রহ্মখণ্ড ১০।৮৫) নবশাখদের উৎপত্তিস্থল—মলয়ং চন্দনালয়ম্।

ধীবর প্রভৃতি অন্যান্য জাতির আগমন

(২৭১—২৭৩ পৃষ্ঠা)

২৭১ পৃষ্ঠা

দুই জাতি বসে দাস—কৈবর্ত্তে দাস-ধীবরৌ।—অমর।

কলু—কল (ঘানি) চালায় যে সে কলু। হি° কোল্হূ। তেলী।

কুমার কামার সাজে কলু মালি ধবা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বাইতি—স° বাদতি, বাদিত্রী>বাইতি=বাদ্যকর জাতি। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে বহুস্থানে এই জাতির উল্লেখ আছে।

মাজুরি—স° মন্দুরা, মন্দোদরী। প্রঃ—

আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।—কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ।

ধোবা—স° ধুপ ধাতু দীপনে>ধুপা, ধোপা, ধোবা। যে বস্ত্র ধবল করে।—স° ধাব্ ধাতু প্রক্ষালন, মার্জ্জন, শুদ্ধীকরণ। ম° হি ধোবী, ও° ধোবা, শ্রীহট্টে মেদিনীপুরে ধুপা। তুঃ—

পাইয়া পুখুর ঘাট রজক পাতিল পাট
বসন সকল ধৌত করে।—দ্বিজ হরিরাম।

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে—ধবা।

সুঁড়ি—স° শৌণ্ডিক, শুণ্ডী। মদ চোলাই করিবার যন্ত্র শুণ্ডাকৃতি; এজন্য মদ্যবিক্রয়ীর নাম শৌণ্ডিক, শুণ্ডী, শুঁড়ী।

কোচ—মাংসচ্ছেদি-গর্ভে তীবর-ঔরসে জাত জাতি; শিব হইতে উৎপন্ন জাতি।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

কোচাখ্যানে চ দেশে চ যোনিগর্ত্তসমীপতঃ।—শ্রীযোগিনীতন্ত্র, ১৩ পটল।

এই টীকার ২০৫ পৃষ্ঠায় কোচ জাতির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কাঙরাল—কামরূপ>কাঙর; কাঙর+আল=কামরূপ-দেশবাসী।

২৭২ পৃষ্ঠা

পটুনী—হি° পটনী=নেয়ে, নাবিক, পাটনী। প্রঃ—

সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।—অন্নদামঙ্গল।

পাটনী করিয়া পার গেল ভব জিনে।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

বুলে—স° বল ধাতু সঞ্চরণে।

সিয়লী—স° শৃঙ্খলী—খেজুর-গাছ কাটা ব্যবসা যাহাদের।

খাজুর—স° খর্জ্জুর। হি° খজুর; পূর্ব্ববঙ্গে খাজুর। কৃত্তিবাস, মাণিক গাঙ্গুলি প্রভৃতিতে খাজুর। শূন্যপুরাণে খেজুর।

তাল খাজুর আর নানা বর্ণ ফুল।—গোরক্ষবিজয়।

তাল খাজুর নারিকেল মনোহারী।—মৃগলুব্ধ।

ছুতার—স° সূত্রধার > ম° হি° সুতার। গোরক্ষবিজয়ে—সুতার, সুথার।

সুথারের হস্তে তুক্ষি সমর্পিলা তরু।—গোরক্ষবিজয়।

কোটে—স° কুট্ট ধাতু ছেদনে।

দলই—যারা চিনির দলা তৈরি করে। তুঃ—

এ ক্ষীর মোদক চিনীক দলক কে তোর আঁচরে দিল।—জ্ঞানদাস।

স° দলপতি > ও° দলই।—সিংহদ্বারের দলই।—চৈতন্যচরিতামৃত।

জাতির পদবী।

ঘড়ই— ? ঘরই = ঘরামী ?

জাল্যা—স° অলিঞ্জর, ফা° জার্‌রা, ইং jar > জালা = মাটির বৃহৎ জলপাত্র। মাথা জাল্যা—ক্ষেপলা জাল, যাহা মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া ফেলিতে হয়; অথবা মাথার মতন গোলাকার জালা।

সোলা—স° অলম্বুষা, ও° সোল-অ, হি° সোলা। অলম্বুষা হইতে সোলা হওয়া শক্ত; সলিলা > সোলা হইতে পারে। প্রঃ—

শোলার মত আছিল শরীর, ক্রমে ভারী হইয়া গেল।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কিরাত—With reference to the geography of the Mahabharata and the Puranas, we may say that the main portion of Northern Bengal and some portion of the district of Mymensingh were included in the Pragjyotisa country or Assam, over a portion of which the Kiratas predominated .....a broad leaf is the emblem of the Kiratas, who now reside in the wild tracts of Cachar.—History of the Bengali Language by Bijoy Chandra Majumdar, page 36.

কোল—ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসী।

জাইয়াজিবি—জায়াজীবী, যারা স্ত্রী ভাড়া দিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে।

কেয়লা— ?

কাঁওরা কেয়রা—স° কিরাত।

হাড়ী—স° হডিক, হড্ডি > ও° হাড়ি, অস° হারি। বৌদ্ধ তান্ত্রিক গুরুসম্প্রদায়—হাড়িঝি হাড়িপা মন্ত্রসিদ্ধ বৌদ্ধ।

এক হাঁড়ী গঙ্গার জল হাড়ি আনিল যোগাইয়া।
—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

পাইশালে খাটে হাড়ি রাজার আওয়াসে।—গোবিন্দচন্দ্রের গান।

পানুঞি—স° উপানহ > ও° পাণ্ডোই, হি° পনহী, ম° পায়তণ, নদীয়ায় পানাই। কৃত্তিবাসে পানই।

জীন—ফা°। প্রঃ—

আস্তাবন্দী নফর বাজীব বান্ধে জীন।—ঘনরাম।
জয়পত্র সহিত ঘুড়িব পৃষ্ঠে জিন।—মাণিক গাঙ্গুলি।

চামার—স° চর্ম্মকাব, চর্ম্মাব।

বিউনী—স° ব্যজনী। প্রঃ—

গোসাঞি দিলেন তবে বিউনির বাঅ।
জত ছিল ছাব পাঁস উড়িআত জাঅ॥—শূন্যপুরাণ।

চালুনী—স° চালনী, হি° চাল্না।

চাটা—স° চটু = ব্রতীর আসন।—মেদিনী। হি° ম° চটাই; ও° চটেই, বা° চেটাই, চাটা = দরমা।

ডোম—স° ডোমজাতি—এরাও বৌদ্ধ ছিল, এখনো ধর্ম্মপূজক।

নাটা—স° নর্ত্তকী > নাটাই, লাটাই। প্রঃ—

বুকে বাণ বাজিয়া নাটাই হেন ঘুরে।—কৃত্তিবাস।

চহুলী—স° চতুর্দ্দোল + ঈ = যারা চতুর্দ্দোল বহন করে; দুলে জাতি।

চুনারা—যারা চুন তৈয়ার করে। স° চূর্ণকার > হি° চুনার।

মাঝি—নৌকা বা নদীর মধ্যে যে থাকে।

কোরঙ্গা—স° কোর = মাড়; যে জাতি কাপড়ে মাড় বা রং লাগায়। যে জাতির চিঁড়া প্রস্তুত ও বিক্রয় ব্যবসায়।

খোয়রা—? যারা খোয়ার কাজ করে ?

ধাঙ্গী—?

মাল—স° মল্ল। অসভ্য জাতি, ইহাদের সাপ ধরা ব্যবসা।

২০৩ পৃষ্ঠা

চণ্ডাল—ব্রাহ্মণী মা ও শূদ্র পিতার সন্তান চণ্ডাল নাম পাইয়াছিল।—মনু।

কেসুর—স° কশেরু, হি° কসেরু, ও° কেসুর। ঘাসের কন্দ।

কালসী—ফা°। বাদ্যযন্ত্র। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে উল্লেখ আছে।

থমক—ফা°। বাদ্যযন্ত্র। প্রঃ—

রবাব থমক বীণা সুমিল করিয়া
প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া।—জ্ঞানদাস।

সিকা—স° চতুষ্কা > হি° সুকা, ও° সুকা।

গোয়াল্যা—স° গোশাল > প্রা° গোহাল > গোয়াল। গোয়াল + ইয়া (সম্বন্ধীয়) = গোয়ালিয়া, গোয়াল্যা।

কেয়ালী—স° ক্রয় + আল – ক্রয়কালে যে তৌল করে = কয়াল; কয়ালের বৃত্তি কয়ালি (?)।

মারহাটা—মহারাষ্ট্রী।

শলঙ্গে—স° শলাকা; স° শলল = শল্লকীলোম, সজারুর কাঁটা, স° শল্লকী = সজারুর কাঁটা।

পেনই—?

ছানী—স° ছাদনী—যাহা চক্ষুর দৃষ্টি আচ্ছাদন করে। হি° ছানী।

ফোড়ে—স° স্ফুট ধাতু ভেদনে।

যোগী—নাথপন্থী। যোগীদের ইতিহাস ১৩২৮ ফাল্গুন চৈত্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নাথপন্থী ও সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। যোগিসখা পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

সিঙ্গা সে ডমুরু বায়—নাথপন্থী যোগীরা গলায় গণ্ডারের খড়্গের শিঙ্গা ঝুলাইয়া রাখে এবং পূজা ও ভোগের সময় তারা সেই শিঙ্গা ও ডমরু বাজাইয়া থাকে। এরা কানে শাঁখের কুণ্ডল পরে।

পাতি—স° পংক্তি। প্রঃ—

দমকত দামিনি-পাঁতি।—বিদ্যাপতি।

সুমুকুন্দ ধব্যা তাঁতি—? সুকুবিন্দ ধব্যা তাঁতি ?—কুবিন্দ=তাঁতিদের এক উপাধি; ধব্যা যারা ধবল অর্থাৎ শুদ্ধ, অথবা বস্ত্র ধৌত উজ্জ্বল শুদ্ধ করে।

টুরী—? কুরী (?)=মোদক, ময়রা। জুড়ি ?—জুড়িয়া।

আঙ—স° আম=কাঁচা। প্রঃ—

গলে গেল আঙ হাড়ী উনান সহিত।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ভরত রাজার অবিশাপে—? স° ভরত=তাঁতি। গুজরাটে প্রবাদ আছে তন্তুবায় জাতি রাজবিরোধী হইয়া উঠিলে তাহাদের রাজা তাহাদিগকে সমাজে নিম্নস্থানীয় করিয়া দণ্ড দেন এবং তাহাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদের নিকট হইতে কর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা বন্ধ করেন। গুর্জ্জর প্রতিহারদের বঙ্গবিজয়ের সময় অনেক গুজরাটী তাঁতি এদেশে আসিয়া বাস করে। তাহাদের সেই প্রবাদের কথাই কবিকঙ্কণ উল্লেখ করিয়াছেন বোধ হয়।

ভোজের মাইয়া—প্রাচীন ভারতের ধারা নগরের রাজা ভোজ (১০১৮-১০৬০) ইন্দ্রজালবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্রজালবিদ্যার অপর নাম হয় ভোজ-মায়া বা ভোজ-বাজি। তুঃ—

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি।—রামপ্রসাদ।

বাজিকর—ফা° বাজী, স° বাজ=খেলা; বাজি করে যে সে বাজিকর বাজিকার বাজিগর=ঐন্দ্রজালিক, কুহক। প্রঃ—

বাজিকার নাচাএ যেন কাষ্ঠের পুত্তলী।—চৈতন্যমঙ্গল।

বাজার—ফা°। প্রঃ—

ধর্ম্মর বাজার মাঝে পঞ্চ নাদে বাজনা বাজে

কোলাহল হৈল উতুরোল।—শূন্যপুরাণ।

বায়—স° বাদি ধাতু > বা° বা ধাতু। প্রঃ—

কেহ গায় কেহ বায় কেহ তাল ধরে।—জ্ঞানদাস।

কুচুনী পাগল কর সিঙ্গা ডম্বুর বায়্যা।—বংশী দাসের পদ্মাপুরাণ।

গায়—স° গৈ ধাতু—গায়তি > বা° গায়, গা ধাতু।

একভীতে—এক দিকে, এক পাশে। প্রঃ—

জটা ফুল তুলে কুঙর থুইলা একভিতা।—শূন্যপুরাণ।

নূতন নগর পত্তন হইলে বিবিধ জাতি আসিয়া বাস করার বর্ণনা প্রাচীন বহু কাব্যে আছে। দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য হইতে নমুনা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে; তুলনার জন্য অন্নদামঙ্গল হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল—

আগুরী প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগী চাসাধোপা কৈবর্ত্ত অনেক॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগ্দী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী॥
কুর্ম্মী কোরাঙ্গা পোদ কপালী তিয়র।
কোল কল্ ব্যাধ বেদে মালী বাজীকর॥
বাইতি পটুয়া কাণ কসবী যতেক।
ভাবুক ভাকুয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥—ভারতচন্দ্র।

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে (৯২-৯৩ পৃষ্ঠায়) অনেক জাতির নাম আছে—একুনে ছকুড়ি জাতি ছটি আর বাড়া

হাটপত্তন (২৭৪ পৃষ্ঠা)

মঙ্গরা—স মঙ্গর = বংশযষ্টি। ধ্বজদণ্ড।

বনমালা—

আজানুলম্বিনা মালা সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলা।
মধ্যে স্থূলকদম্বাঢ্যা বনমালেতি কীর্তিতা॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

দাপনা—স দীপনী - মঙ্গরের শিখা, যাহা দীপ্তি বা শোভা পায়, এখানে পতাকা। প্রঃ—

ঝলমল অঙ্গতেজ মদনদাপনি।—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল।
সোনার দাপনি লয় নব অঙ্গে বহি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।
এক হাতে ধরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গদাপনি।—ঐ।

সাধু—আ° সুদ (লাভ) পাইবার জন্য ব্যবসায় করে যারা তারা সাউদ>সাধু; স° সাধু =যারা ব্যবসায়ে সাধুতা রক্ষা করিবে লোকে আশা করে—honesty is the best policy যাদের হইয়া উচিত। বাংলার সাধু শব্দ যে সংস্কৃত সাধু শব্দ নয়, আরবী সাউদ শব্দ, তার পরিচয় এই শব্দের প্রাচীন রূপ দেখিলে বুঝা যায়—

বন্দরর সাউদ মহাজনকে আনিল ডাকিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
সাউত সদাগর দেয় খাজনা নাউ নৌকা বেচাগ্রা।—ময়নামতীর গান।

লণ্ডেভণ্ডে—স° লণ্ড ধাতু উৎক্ষেপণে, ভণ্ড ধাতু প্রতারণে, যুদ্ধে। ম° লডথড; অপ° রণ্ডভণ্ড।

তোলা—সং তুল ধাতু। হাটের বেপারীর নিকট হইতে যাহা বিনামূল্যে নিষ্ক্রয় শুল্ক স্বরূপ তুলিয়া লওয়া হয়।

কিল—সং কীল = কণুই, খোঁটা—কণুই বা খোঁটার ন্যায় মুষ্টির আঘাত। প্রঃ—

মাণ্ড কিলেঁ কিলাঁআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

চাপড় চোপড় মারে আরো মারে কীল।—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল।

লাথি—সং লত্তা = পদাঘাত, হিং মং লাত, লাথ, ফাং লক্দ্। প্রঃ—

কোপ করি রাণীর উদরে মারে লাথি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

পিঠে মাখি চুণ—পিঠে ব্যথার জন্য চুনের প্রলেপ।

আর্দ্দাসে—ফা আর্জ্‌দাস্ত্ > হি অবদাস = অভিযোগ, নালিশ। প্রঃ—

রাজারে আর্দ্দাশ ক'র জামতি লুঠিতে।—ঘনরাম।

রাজ-সমীপে হাটুয়াদিগের আবেদন
(২৭৫—২৭৬ পৃষ্ঠা)

২৭৫ পৃষ্ঠা

খুন—ফাং খুন = রক্ত; > রক্তপাত, আঘাত > হত্যা, বধ।

ঘরের সেবক বলি না করিল খুন।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

বলির দ্বারে চেড়ীর এঁটো খেয়ে হলি খুন।

—কবিচন্দ্রের রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, অঙ্গদরায়বার।

লুটে—সং লুণ্ঠ, লুন্ট ধাতু > বাং লুট, লুঠ। বৌদ্ধগানে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—লুড় ধাতু।

বাড়ি—? লাঠি। অথবা—বাড়ী—গৃহ।

চাল্যা—চালিয়া, চাল প্রস্তুত করে যে—চালকী, চালতী।

ঠেঠা—সং ধৃষ্ট > হিং ঠেঠা। কর্পূরমঞ্জরী ও দেশীশব্দসংগ্রহে—টেণ্টা।

খণ্ডউ সব জঞ্জাল আর ঠেঁঠা দান।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কি করিত ঠেটা বুড়ী মায়্যা বই তো নয়।—লোচনদাস।

বনী—সং ভগিনী > প্রাং ভইনী, বহিনী > বহিন, বোন, বনী, বৈন, ইত্যাদি বাংলায় বহু রূপ দেখা যায়। ২৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাণ্ডী—হিং রাণ্ডী = স্ত্রীলোক।

অতি দীঘলী হয় রাণ্ডী।—ডাকের বচন।

না রাণ্ডী না পুরুষ বাজাক করিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

তাহা হইতে পরে বিধবা স্ত্রীলোক—স° রণ্ড = নিষ্ফল > রণ্ডা, রাণ্ডী = নিষ্ফলা, বিধবা। নিষ্ফলত্ব অর্থ হইতে রাণ্ডী শব্দে বেশ্যা বুঝায়।

বেহুলা বলেন আমি হইলাঙ কড়্যা রাণ্ডী।—কেতকা দাস।

কুমার—স° কুম্ভকার > প্রা° কুম্ভআর > কুম্ভার, হি° কুম্হার, ও° ম° কুম্ভার, বা° কুমার। প্রঃ—

কুমারের চাক যেন মাণিক অঙ্গুরা।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

জান—ফা°। জীবন।

সিকা—স° চতুষ্কা > হি° সূকা, ও° সুকা, বা° সিকা, সিকী।

ধুতি—উৎকোচ, ঘুষ। প্রকাশ্যে ঘুষ বলিয়া না দিয়া ধুতি পরিবার জন্য দেওয়া টাকা; এখন পান খাইতে দেওয়া মানে ঘুষ দেওয়া। পা লঞ্চ, লাঞ্চ = উৎকোচ স্বরূপ লজ্জানিবারক বস্ত্র। প্রঃ—

ধুতি খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায়।—ভারতচন্দ্র।

কতি—স° কুত্র > কতি, কথি, হি° কতি—তুলসীদাস। ব্রজবুলি—কতি। স° কিম্ + ডতি (অতি, পরিমাণার্থে) = কিমতি > কতি। প্রঃ—

কতিক্ষণে আওব কুঞ্জরগমনী।—বিদ্যাপতি।

নূতন মণ্ডপে পাতুকা নাই কামিন্যা পাইব কথি।—শূন্যপুরাণ।

খিলা—স° ক্রীড় > প্রা° কিল, খেল > স° কেলি, খেল > বা° খেলা, হি° খেল।

জলেরে—জলের জন্য—নিমিত্তার্থে রে বিভক্তি, কে বিভক্তি হয়।

ঢেলা—স° দল > প্রা° ডলো > হি° ডল্লা, ডলা, ঢিলা, ঢেলা, ও° ঢেলা, ডেলা; ম° ঢোলা।=লোষ্ট্র।

কালকেতুর সমীপে ভাঁড়ুদত্তের আগমন

(২৭৬—২৭৮ পৃষ্ঠা)

২৭৬ পৃষ্ঠা

রত্নমালা ছন্দ—সংস্কৃতে এক মণিমালা ছন্দ আছে; কিন্তু এখানে নামের বিশেষত্ব ছাড়া ছন্দে কোনো বিশেষত্ব পাওয়া যায় না—ছন্দ একেবারে পয়ার।

ঠকা—স° স্থগ (=ধূর্ত্ত)>হি° ঠগ। অনাদরে আকার যোগ হইয়াছে। প্রঃ—

ঠেকেছে ঠকের ঠাঁই আর যায় কোথা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বেভার—স° ব্যবহার>ও° বেভার-অ; হি° বেব্‌হার। প্রঃ—

সকল বেভার তোর দেখি বিপরীতে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বেভার।—বিদ্যাপতি।

বেবাজ—বেয়াজ হইবে বোধ হয়। স° ব্যাজ>বেয়াজ=লাভ। আ° বেয়াজ=দলিলের পরিষ্কার নকল। প্রঃ—

মূল বিনু পরধনে সাগরে বেয়াজ।—বিদ্যাপতি।

বাজার—ফা°। প্রঃ—

অপরূপ ধর্ম্মর বাজার।—শূন্যপুরাণ।

২৭৭ পৃষ্ঠা

হাসীল—আ°। বুদ্ধি ও কৌশলপূর্ব্বক কার্য্য উদ্ধার, আদায়। বালি পতিত প্রভৃতি অনুর্ব্বর জমিকে উর্ব্বর করা; ফলদায়ক করা। প্রঃ—

এক-দিলে অল্প ধনে যে তোমারে সিন্নি মানে

হাসিল করহ তার কাম।—সত্যনারায়ণের পাঁচালি।

পড়েই—? পতিত?

পাইরাবত—স° পারাবত। লোকের বিশ্বাস গৃহস্থের অভ্যুদয়ের সময় পায়রা আসিয়া গৃহে বাস করে, কিন্তু অবস্থা হীন হইলে তাহারা উড়িয়া অন্যত্র যায়।

হেলা—স°। অবহেলা, অবজ্ঞা। প্রঃ—

এবে কেহে শশীমুখী কর মোরে হেলা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বাণিয়া জাতি ক্ষেত্রী কুল হেলাতে হারামু॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

তুঞি—স° ত্বং>প্রা° তই>বা তুই, হি ও তু, ম° তূ, ফা তু; ই° thou, ফরাশী tu (তু); জার্ম্মান্ du; ইত্যাদি।

যে কর সে কর তুঞি কাহ্নাঞি গ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

চাহসী—স° চত ধাতু যাচনে>চাহ, চা ধাতু, স° চায় ধাতু পূজা ও চাক্ষুষ জ্ঞানে>হি° ম° চাহ ধাতু ইচ্ছায়, প্রেম করায়। অশোক-অনুশাসনে—চাগ=দেখা। বা° চাহ+সি (অনুজ্ঞার বিভক্তি)=চাহসি। প্রাচীন বাংলায় অনুজ্ঞায় সি বিভক্তি-যুক্ত ধাতুরূপ অনেক দেখা যায়। তুঃ—

কেলি করিতেঁ পরি হাস মরণ ইচসি।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বোল চালেঁ হাট জাইতে চাহসি সুন্দরী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

তাবে হরি চাহসি যদি।—শশিশেখর।

ও তিন আখর মনে জনি রাখসি
সপনে করসি জনি সঙ্গ।—জ্ঞানদাস।

দ্বিজরাজ—চন্দ্র।

ঘুচালে—সং ঘুষ ধাতু সঙ্গোপনে, বধে > হি ঘুসা = প্রবেশ, প্রেরণ, মং ঘুসণে = সবলে প্রবেশন।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। সং গম (গচ্ছ), হি চুকনা > ঘুচ।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস।

ঠাকুরালী—ঠাকুর + আলী (ভাবার্থে, অস্ত্যর্থে বা আলি বা আলী প্রত্যয়), তুঃ—চাতুরালি, নাগরালি।

মাঠে থাক ধেনু রাখ ধূলায় ধূসর থাক
ঠাকুরালি যমুনার ঘাটে।—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

বাস—ধনুক।

লাঘব—অপমান।

—মে—বিক্রমে পাঠ ছিল বোধ হয়।

২৭৮ পৃষ্ঠা

রাজভেট—"রিক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুম।" এইশাস্ত্রনির্দেশ (৫২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অনুসারে পূর্ব্বে রাজদর্শনের সময় সকলেই কিছু উপহার লইয়া যাইত। তুঃ—

রাজা ভেটি হরিষে বসিলা সদাগর।
রাজা ভেটি যত বস্ত্র দিলেক গোচর॥
—দ্বিজবংশীবদনের মনসামঙ্গল (১৬ শতক)।

সং মেল > ভেট। হি ভেঁট, ম ও ভেট।

আলু—সং আলু = ছোট ঘটী বা গাড়ু (অমর)। ঘটাকার মূল আলু। সং ঋ (গমন করা) + উ—আক > আলু = মাটিতে বা জলেতে যাহা গমন করে—কন্দ, মূল।

মূলা—সং মূলক।

মোচা—সং মোচা = কদলী।—অমর, মেদিনী, হেমচন্দ্র। পরে কলার ফুল = মোচা।

মাগের বসন—ভাঁড়ুর নামেই ভণ্ডামি, কাজেও পদে পদে ভণ্ডামি; তার নিজের সব কাপড় খাটো ছেঁড়া, তাই স্ত্রীর কাপড় পরিয়া 'বাহিরে কোঁচার পত্তন' করিল।

মাগের—পালি মাতুগামো চ মহিলা; দ্রবিড়ী কোটা প্রভাষায় মুকণ, মোকন, মোগ্গণ = স্ত্রীলোক; ওরাওঁ—মুক্কা = স্ত্রী; ও° মাইকিনা = স্ত্রীলোক। হি° মাঙ্গ্ = সীমন্ত, মাগী = সীমন্তিনী। স° মার্গী > মাগী। প্রাচীন বাংলায় মাগু = স্ত্রী; মাগী = স্ত্রীলোক।

লাম্বে—স° নামি ধাতু নতি। ও° নাম্ব ধাতু। শূন্যপুরাণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীনতর পুস্তকে নাম্ব ধাতু।

সিনান করেন্ত দেব নিরঞ্জন
নাম্বিআ আগমর জলে।—শূন্যপুরাণ।

কাখের কলস নাম্বাআ তোহ্মে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কোচা—স° কচ্ছ > কোঁচা। স° কুঞ্চ > কোঁচা = ধুতির সম্মুখের কুঞ্চিত অংশ। স° কক্ষা = বস্ত্রাঞ্চল। পা° কচ্ছা (হেমচন্দ্র), প্রা° কচ্ছ = বস্ত্রাঞ্চল।

কেশাইর—স° কেশর = জাফ্‌রান্, কুঙ্কুম।

কইফিত—আ° কৈফিয়ৎ = বিবরণ, মন্তব্য। যে পাঁজী কেবল সাঙ্কেতিক নয়, যার মধ্যে জ্যোতিষতত্ত্ব বিস্তারিত করিয়া লেখা আছে সেইরূপ পাঁজী।

কলম—২৯৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

গুজে—স° গুহ ধাতু গোপনে। স° গুহ্য > প্রা° গুজ্ঝ > গুজ। স° গম ধাতু হইতে ?—

আপন বাঁসার চালে রাখিল গুজিয়া।—চৈতন্যচরিতামৃত।

মাথা গুজে যত সাপ যায় পলাইয়া।—ভারতচন্দ্র।

বিভা—স° বিবাহ > প্রা° বিআহ > বিভা, বিয়া।

কলিঙ্গরাজের নিকট ভাঁড়ুদত্তের আগমন
(২৭৯—২৮০ পৃষ্ঠা)

২৭৯ পৃষ্ঠা

মিছা—স° মিথ্যা > প্রা° মিচ্ছা > মিছা। প্রঃ—

মিছ নাহি ভাখী।—বিদ্যাপতি।

উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

কাজ—স° কার্য্য > প্রা° কজ্জ, কজ্জ ; পা কয্য ; হি° বা° কাজ। বৌদ্ধগান ও দোহায়—কাজন।

পিতা—পান করিত। স° পা ধাতু (পিব) ; স পী ধাতু পান করা ; > বা° ও° হি° ম° পি ধাতু। প্রঃ –

যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিল জল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

কুসুম-সমূহ-মধু পিআ মধুমত্ত মধুকর-
নিকরে মধুর ঝঙ্কারে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বৌদ্ধগান ও দোহায—পিব ধাতু।

চডন—স° চর ধাতু চলা > আরোহণ। বৌদ্ধগানে –চড ধাতু। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—চড়, চঢ ধাতু ; শূন্যপুরাণে—চাপ ধাতু। প্রঃ—

চুরি গেল ভূপতির চডনের ঘোঁড়া।—মাণিক গাঙ্গুলি।

২৮০ পৃষ্ঠা

কুলধনু—মদন, কামদেব।

গড—স গড় (= পরিখা , বা গড - পরিখা-বেষ্টিত থাকে বলিয়া দুর্গ। প্রা° গঢো = দুর্গ।—হেমচন্দ্রের দেশীনামমালা। প্রঃ—

সুমেরু আঙ্কাক গঢে।
তার শৃঙ্গে মোর মেঢে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

মাতোযা—স° মত্ত > মাত ; মাত + উআ = মাতোয়া। হি মতওযালা, ও মাতুআলা। বৌদ্ধগান ও দোহায—মাতা, মাতেল মাতেলা = মাতাল। প্রঃ—

মুকুল-মধু-মাতিয়া নব কোকিল। বিদ্যাপতি।

নাটুযা ঠমকে যায ফিরিযা ফিরিযা চায়
যেন গজরাজ মদমাতা।—পদকল্পাবলী (শ্রীনিবাস দাস)।

উড়যা পড়িয়া মাতল ভমরা ঘুরিয়া ঘুরযা বুলে।—গোবিন্দদাস।

বার—স বহিঃ > বহির > বাহির > বাইর > বার – প্রকাশ হইয়া সভায বসা। ফা° দরবার = সভা , ফা বার = প্রবেশ , স বার - দ্বার। প্রঃ—

রত্ন সিংহাসনে বার দিল জুগপতি।—শূন্যপুরাণ।

দণ্ডপাটে—পট্টঃ পেষণ-পাষাণে, ব্রণাদীনাঞ্চ বন্ধনে।

চতুষ্পথে তু রাজাদি-শাসনান্তর-পীঠযোঃ।—মেদিনী।

রাজ-সিংহাসনে।

পট্টঃ স্যাৎ ফলকে নৃপশাসনে।—ত্রিকাণ্ডশেষ।

শোঙরি—সং স্মৃ ধাতু; ফাং শুমার্ = গণনা, সংখ্যা। ওং সুমর ধাতু। প্রঃ—

কহই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত।—বিদ্যাপতি।

গোসাঞিঁ সোঁঅরি কাহ্নাঞিঁ ঝাঁট বাহ নাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সুখে থাকি আবড়া নগরে—কবিকঙ্কণ যে দুঃখের পর আবড়া নগরে রাজাশ্রয়ে সুখে আছেন ইহা তাঁহার আশ্রয়দাতাকে শুনাইয়া দিতেছেন।

গুজরাটে কলিঙ্গরাজের দূত প্রেরণ
(২৮১—২৮২ পৃষ্ঠা)

২৮১ পৃষ্ঠা

পাত্র—মন্ত্রী।

জোহার—স জয়কার। প্রঃ—

মাহুত হাতীর কাঁধে জানায় জোহার।—ভারতচন্দ্র।

কালু কয় সম্মুখে জুহাক সাত বার।—মাণিক গাঙ্গুলি।

কোটালীয়া—কোটাল শব্দের অনাদর রূপ।

পারা—সং প্রায়; ওং পরি, মং পরী, ফাং বার = তুল্য। প্রঃ—

বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা।—চণ্ডীদাস।

সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দৈব অবঘাত হৈয়াছে পারা॥—বিদ্যাপতি।

নিসাপতি—রাত্রিকালের প্রহরী, কোটাল। প্রঃ—

পশ্চাতে ধাইয়া এল নিশাপতিগণ।
মুনিরে সম্মুখে দেখি জিজ্ঞাসে বচন॥—কাশীরাম দাস।

পুটাঞ্জলী—পুট (= অঞ্জলি) + অঞ্জলি = অঞ্জলিবদ্ধ করপুটে।

খাণ্ডা—সং খড্গ > বাং খাঁড়া, খাণ্ডা = যাহা দ্বারা খণ্ডিত করা যায়; ওং খণ্ডা, হিং খাঁড়া। প্রঃ—

সীতারে কাটিতে খাণ্ডা তুলিল রাবণ।

হাতে করি নিল বীর খাণ্ডা এক ধারা।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।

সেই মত দাসে বক্ষ ধর নিজ খাণ্ডা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

যোগীর ধরে বেশ—গুপ্তচরের ছদ্মবেশ। চর দুই প্রকার—

প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ চরস্তু দ্বিবিধো মতঃ।

—ভোজরাজ-কৃত যুক্তিকল্পতরু।

অপ্রকাশ বা গুপ্ত চরেরা বিবিধ ছদ্মবেশে বিচরণ করিবে—

বণিজো মন্ত্রকুশলান্ সংবৎসর-চিকিৎসকান্।

তথা প্রব্রজিতাকারাংশ্চ চারান্ রাজা নিযোজয়েৎ॥

—মৎস্যপুরাণ, ২১৫ অধ্যায়।

কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রেও আছে যে গুপ্তচর সন্ন্যাসীর বেশে পররাজ্যের সন্ধান লইবে এবং গূঢ়পুরুষ "পরমর্ম্মজ্ঞঃ প্রগল্ভঃ ছাত্রঃ কাপটিকঃ" হইবে এবং—

প্রব্রজ্যাপ্রত্যবসিতঃ প্রজ্ঞাশৌচযুক্ত উদাস্থিতঃ।

মুণ্ডো জটিলো বা বৃত্তিকামস তাপসব্যঞ্জনঃ॥

পাক্য—স পদাতিক, পাদিক, পাম্মিক, ফা পাইক>পাক, পাইক শব্দের বর্ণবিপর্য্যয়ে পাকই>পাক্য = পদাতিক। প্রঃ—

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর।

ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর॥—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

শেষ কাল্‌ত ধৎেক পাইক ভাতার।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

চেলা—স চেট, চেল = দাস, চেলুক = বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষু। হি চেলা = শিষ্য। প্রঃ—

মোর ঘরর চেলা কোনা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

দক্ষিণ চরণে সিকলে—"আলেখিয়া নামক সন্ন্যাসীরা পায়ে জিঞ্জির পরে ও তাকে 'গিরনার হাল' বলে। সন্ন্যাসীরা নানা তীর্থে গিয়া নানা-প্রকার তীর্থসামগ্রী তীর্থচিহ্ন স্বরূপ অঙ্গের নানা অবয়বে ধারণ করেন। এইসব চিহ্নের নাম—পবিত্রী, ঠুমরা, ইত্যাদি"।—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ।

ত্রিবঙ্কা মস্করা দণ্ড—ত্রিভঙ্গ বংশযষ্টি। ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর চিহ্ন—

বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্ তথৈব চ।

যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥—মনু।

বাক্‌সংযম, মনঃসংযম ও ইন্দ্রিয়সংযম যার ব্রত ও আয়ত্ত সে ত্রিদণ্ডী। এই দণ্ড বা শাসন বা সংযম শব্দ-সাদৃশ্যে যষ্টিদণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া সন্ন্যাসীদের অবলম্বন ও চিহ্ন হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডং বৈণবং সম্যক্ সন্ততং সমপর্ব্বকম্।

* * * *

শৌচার্থং মানসার্থঞ্চ মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্॥

—হারীতসংহিতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশমান, এইজন্য যতিগণ ত্রিদণ্ডী আষাঢ় বা পলাশদণ্ড ধারণ করেন, যেহেতু—

অশ্বত্থ রূপো ভগবান্ বিষ্ণুর এব ন সংশয়ঃ।
রুদ্র-রূপো বটস তদবং, পলাশো ব্রহ্ম রূপ ধৃক্॥
দর্শন-স্পর্শ-সেবাসু তে বৈ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ।
দুঃখাপদ-ব্যাধি-দুষ্টানাং বিনাশ-কারিণো ধ্রুবম॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১৬০ অধ্যায়।

সিংহনাদ—নাথপন্থী সন্ন্যাসীরা গলায় গণ্ডারের শৃঙ্গ ধারণ করে ও পূজা-আরতির সময় তাহার নাদ করে, অর্থাৎ বাজায়, এই গণ্ডারের শৃঙ্গকে তারা শৃঙ্গনাদ বলে। শৃঙ্গনাদ>সিংহনাদ, শিংনাদ, সিংনাদ। প্রঃ—

তুড়ু তুড়ু করিয়া রাজা সিংনাদ বাজায়।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
সিংহনাদ শুনি তবে মীনে কহে ছলে।—গোরক্ষবিজয়।
সিংহনাদ সঘনে সাজিল সাথা বীর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

শহর—ফা°। নগর।

কোটালের গুজরাট দর্শন (২৮৩—২৮৪ পৃষ্ঠা)

২৮৩ পৃষ্ঠা

ধ্বস্ত—স° ধ্বান্ত = অন্ধকার।

নিত্য—প্রত্যহ; অথবা—নৃত্য।

মঙ্গল—কল্যাণ; অথবা—মঙ্গলকাব্য গান।

২৮৩ পৃষ্ঠার ফুটনোট

কমলবাসে—কমলের ন্যায় বাস—সুগন্ধ বা বস্ত্র। কমলাবাস বা কমলাবিলাস বস্ত্র প্রসিদ্ধ ছিল—

কমলাবিলাস বাস পরি অভিলাষে।—ঘনরাম
বসন লক্ষ্মীবিলাস।—ভারতচন্দ্র।

২৮৪ পৃষ্ঠা

কণ্ঠেতে কুঠার মাগে পরিহার—কুঠার যমের অস্ত্র –
কুঠারো মুষলো দণ্ডঃ খড়্গশ্চ ছুরিকা তথা।
এতানি যমহস্তেষু দৃশ্যানি পাপকর্ম্মিণাম॥—গরুড়পুরাণ।
রাজরোষে পতিত ব্যক্তি যমের অস্ত্র কুঠার ইত্যাদি গলায় বাঁধিয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইবে—
স্কন্ধেনাদায় মুষলং লগুড়ং বাপি খাদিরম।
শক্তিঞ্চোভয়তস্তীক্ষ্ণাম আয়সং দণ্ডম এব বা॥—মনু ৮।৩১৫।
ইহা বশ্যতার চিহ্ন, ইহা দ্বারা এই জানানো উদ্দেশ্য যে আমি বধ্য—বধ করিবার অস্ত্র পর্য্যন্ত গলায় বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আপনি নিগ্রহ-অনুগ্রহ-সমর্থ প্রভু, ইচ্ছা করিলে মারিতে বা রাখিতে পারেন।
ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড্ ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে ক্যালে নগর অবরোধ করিলে ক্যালের ছয়জন বুর্জেস বা প্রধান নগরবাসী গলায় ফাঁশি (halters) বাঁধিয়া আসিয়া রাজার কাছে পরিহার প্রার্থনা করেন।
বৃহস্পতিবার নিশি সমাপ্ত—মঙ্গল গান অষ্টাহ ব্যাপিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই পালা করিয়া ষোল পালায় শেষ হয়। এইজন্য এই গানের এক নাম—অষ্টমঙ্গলা।

২৮৪—২৮৬ পৃষ্ঠার ফুটনোট

গড় চারিভিতা চৌদিকে বেউড় বাঁশ—চারিদিকে পরিখা ও বাঁশ দিয়া ঘেরা। সেকালের দুর্গ গড় ও বাঁশের বেড়ায় ঘেরা থাকিত। তুঃ—বাঁশবেড়ে।
বেড়্ বাঁশে বেষ্টিত বিষম গড়খানা।
দ্বার বন্ধ পাষাণে সম্মুখে দিল হানা॥—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ৭ম সর্গ।
ষড়্‌বিধ দুর্গের মধ্যে এইরূপ দুর্গকে বনদুর্গ বলে।—শুক্রনীতিসার।
ভিতা—সং ভিত্তি > ভিত, ভিতা = দিক্। প্রঃ-
ভিতা ভিতি যম পালাবার লাগিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
জাগিতে ঘুমাতে চাহি চারি ভিতে।—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।
কুটুম্ব বান্ধব যত সভে বহে চারিভিত।—শূন্যপুরাণ।
মহাকোপে ধায় বীর রাক্ষসের ভিতে।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।
সে না বাঁশী আ ল বাধা নিলী কোণ ভিতে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

চৌদিকে—স° চতুর্দ্দিকে। স° চতুঃ>প্রা° চউ>চৌ। তুঃ—

চৌদিকে জঅ জঅ আনন্দেত পূর্ব্বল।—শূন্যপুরাণ।

সখিজন হুলাহুলী পড়ে চৌদিশে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বেটিল হাক পড়অ চৌদীস।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

বেউড়—স° বেষ্ট>বেউড়। কাঁটা-বাঁশ—পূর্ব্বকালে গড়েব চাবিদিকে এই কাঁটা-বাঁশের দুর্ভেদ্য বেড়া কবা হইত; বাঁশ আঁকাবাঁকা। এই বাঁশে বংশলোচন জন্মে। পূর্ব্বকালে এইরূপ বৃক্ষ-বেষ্টিত দুর্গকে বার্ক্ষ্য-দুর্গ বলিত। দুর্গ বক্ষাব বহু প্রকাব ছিল—

খাত-কণ্টক-পাষাণৈর্ দুষ্পথং দুর্গম্ ঐবিণম্।

পবিতস্তু মহাখাতং পাবিখং দুর্গম্ এব তৎ ॥

ইষ্টকোপল-মৃদ্-ভিত্তি-প্রাকারং পবিঘং স্মৃতম্।

মহাকণ্টকবৃক্ষৌঘৈর্ ব্যাপ্তং তদ বনদুর্গমম্ ॥

জলদুর্গং স্মৃতং তজ্জ্ঞৈর্ আসমন্তাম্ মহাজলম্। ইত্যাদি।

বার্ক্ষৈশ্চৈবাম্বুদুর্গঞ্চ গিবিদুর্গঞ্চ পার্থিব।

দুর্গঞ্চ পরিখাপেতং বপ্রাট্টালকসংযুতম্ ॥

শতঘ্নী-যন্ত্রমুখ্যৈশ্চ শতশশ্চ সমাবৃতম্ ॥—মৎস্যপুবাণ ১৯১ অধ্যায়।

শুক্রনীতিসাব ৪ অধ্যায় ৬ প্রকবণে দুর্গবর্ণনা আছে।

সীতাবাম দাসেব ধর্ম্মবাজের গীতে বেতগড় গুয়াগড় কেয়াগড় প্রভৃতিব উল্লেখ আছে।—বঙ্গসাহিত্যপরিচয় ৪০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গোবিন্দচন্দ্রেব গানেও (বঙ্গ সাহিত্য-পবিচয় ১০৩ পৃষ্ঠায়) বহুবিধ গড়েব বিবরণ পাওয়া যায়।

জড়—স° জট্ (=সংহতি) অথবা জল (=আচ্ছাদন)>জড়=শিকড। হি° জড়=শিকড়। এখানে গড়ের ভিত্তি। প্রঃ—আনিলু বেণাব জড়।—চণ্ডীদাস।

কঙ্গুরা—ফা° কুংগবা>হি° কংগূরা=শিখব, চূড়া, বুরুজ, মিনার।

কণক কংগূরা।—তুলসীদাস।

পুবট—স°। স্বর্ণ।

রাজদূতের গুজরাট-বার্ত্তা নিবেদন।

২৮৫ পৃষ্ঠা

ঠাট—স° স্থিতি>হি° ঠাট, ও° ঠাট-অ=সমূহ>সৈন্যদল।

চলিল অঙ্গদ বীর লয়ে সেনাগণ।

এক চাপে চলে ঠাট মেঘের গর্জ্জন ॥—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।

বুঝি—স° বুধ > প্রা° বুজ্ঝ > বা° বুঝ।

কাতি—স° কর্ত্তরী > প্রা° কত্তরি > হি° কাতা, বা° কাতি। প্রঃ—

তুমি তাকে অকাতরে কাট কাতি ধর্যা।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

আওয়াস—স° আবাস = গৃহ; প্রাচীন বাংলায় অর্থ—রাজপ্রাসাদ। ও° আওয়াস = রাজবাড়ী। প্রঃ—

গঠিছে আওয়াস ঘর থাকিবেন রঘুবর।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।

পাইশালে খাটে হাড়ি রাজার আওয়াসে।
—দুর্লভ মল্লিক কৃত রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গান।

২৮৬ পৃষ্ঠা

হাথী—স° হস্তী > প্রা° হত্থী > হি° হাথী, ম° হত্তী, ও° বা° হাতী।

দামা—স° দমম, ফা° দম্মামা > বা° দামামা, দামা। প্রঃ—

অশনির শব্দ যেন দামায় নিশান।—শিবায়ন।

রঙ্গিনী রণজই দুন্দুভি বাজই
ঘন ঘোর বাজাইয়া দামা।—ঘনরাম।

ঘন ঘন বাজে তায় কত কোটি দামা।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

থানা—স° স্থান। উপবেশন-স্থান > অবরোধ করিয়া স্থিতি, প্রহরা। মনুর টীকাকার গোবিন্দরাজ থানা অর্থে স্থানক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রঃ—

সেহি থানে বটে জম রাজার বসিবার থানা।—শূন্যপুরাণ।

না যাইও যমুনার জলে তরুয়া কদম্বমূলে
চিকণ কালা করিয়াছে থানা।—চণ্ডীদাস।

যার জাগায় চৌকি পহরা, তের জাগায় থানা।
—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

দাতা বীর কর্ণের সমান—(১) বীর কালকেতু কর্ণের সমান দাতা, বা (২) কালকেতু কর্ণের সমান দাতা ও বীর। পাণ্ডু-মহিষী কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণ প্রসিদ্ধ বীর ও দাতা ছিলেন—তিনি কোনো প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিতেন না: তিনি ব্রাহ্মণের পারণার জন্য নিজের হাতে করাত ধরিয়া পুত্র বৃষকেতুকে কাটিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনের জনক ইন্দ্রের প্রার্থনায় নিজের সহজাত কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া শত্রু অর্জ্জুনের জন্য দান করিয়াছিলেন।—মহাভারত।

ভয়ানকে ভয় হবে—(১) যে ভয়ানক তার ভয়ানকত্ব নষ্ট করে তাকে পরাজিত ও দমন করিয়া, (২) যে ভয়ার্ত্ত তার ভয় মোচন করে। খুব সম্ভব কবি ভয়ানক শব্দ ভীত অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, ভয়ঙ্কর অর্থে নহে।

পেলা—সং পেল ধাতু গতিতে > প্রাং পেল্ল—ক্ষেপণে।

লোফে—সং লম্ফ ধাতু বা লপ ধাতু—উৎপতনে, সং লম্ফ্ ধাতু প্লুতগতিতে। প্রঃ—

সব অস্ত্র লুফে ধরে পবন-নন্দন।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।

ফুলের গেড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে।—চণ্ডীদাস।

দণ্ডপাটে কর দিয়া—পট্ট রাজাদিশাসনাস্তর-পীঠয়োঃ।—মেদিনী। রাজাসনে হাতের ভর দিয়া বসিয়া।

নখ জিনি, গজমতি জিনিয়া—ব্যতিরেক বা অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্যরূপক অলঙ্কার।

কলিঙ্গরাজ-সমীপে কোটালের গুজরাট বর্ণনা

(২৮৫—২৮৮ পৃষ্ঠা)

২৮৬ পৃষ্ঠা

বৈষ্ণবের হরি-সংকীর্ত্তন—গুজরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে চণ্ডীর কৃপায়, চণ্ডীর সেবকের দ্বারা, কিন্তু সেখানকার প্রায় সবাই বৈষ্ণব। আর সেই পুরীর তুলনা কৃষ্ণ রাম প্রভৃতি বৈষ্ণব দেবতা বলিয়া গণ্য রাজাদের রাজধানীর সঙ্গে। ইহার কারণ কবির নিজের বৈষ্ণবত্ব ও চৈতন্যদেব-প্রচারিত ধর্ম্মের বহুবিস্তৃতি।

২৮৭ পৃষ্ঠা

বেণী—বীণা বা বেণু বা বংশ-নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র। প্রঃ—

ঢাক ঢোল কাসর দগড় বাণা বেণী।—শিবায়ন।

[৪৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

দোখণ্ডী—দুই খণ্ড আছে যে বাদ্যযন্ত্রের। তুঃ—

দোহরী মোহরী শাণী গণিতে অসংখ্য।—কৃত্তিবাস, উত্তরাকাণ্ড।

ঢোল—সং। প্রঃ—

কাড়া পড়া ঢাক ঢোল তবোল টিকারা।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ঢাক ঢোল বাদ্দ আনন্দিত নিত্ত
সঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি বাজে।—শূন্যপুরাণ।

বন্ধকী—? কৃত্তিবাস বিন্দুয়ান নামে এক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন—

কত কোটি বাজে সিন্ধু আর বিন্দুয়ান।—লঙ্কাকাণ্ড।

সানী—ফা° শাহ্ (রাজা, শ্রেষ্ঠ)+নাএ (নল)—শাহ্‌নাএ=শানাই বাঁশী; স° সানেয়ী, সানিকা। প্রঃ—

ত্রিশ কোটি শানাই বাজে আর যে ঝাঁঝরী।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।
দোহরী মোহরী শাণী গণিতে অসংখ্য।—কৃত্তিবাস, উত্তরাকাণ্ড।

বিস্তা—বিস্তাযুত।

মাতো—স° মত্ত।

কামান—ফা° কমান্=ধনুক, ই° Cannon, ফরাসী Canon; বেদে কর্ণকাবতী, কর্ণী; মনুসংহিতায় কর্ণি=তোপ। আগে ধনুক অর্থেই বাংলায় কামান শব্দ ব্যবহৃত হইত—

কামের কামান জিনি ভুরুব ভঙ্গিমাখানি।—চণ্ডীদাস।

ছত্রিশ—স° ষট্‌ত্রিশ>ছত্রিশ>ছত্রিশ।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে পুরবর্ণন-প্রসঙ্গে ছত্রিশ জাতির উল্লেখ আছে—

চলে যায় পাছু করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ কারখানা॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ১৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে আছে—

ষট্‌ত্রিংশজ্ জাতয়ঃ শূদ্রাঃ।

কিন্তু যতগুলি নাম দেওয়া হইয়াছে তাহা গণনায় হয় ৩৯। আবার মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে আছে—

একুনে ছকুড়ি জাতি ছটি আর বাড়া!

২৮৮ পৃষ্ঠা

বুদ্ধিবল—বুদ্ধিবল যাহার সে, অথবা মন্ত্রী।

বাঁটে—স° বণ্ট>বাঁট—বিতরণ।

বাটে—স° বর্ত্ম>প্রা° বট্টা>স° বাট—বাটো মার্গে বৃতিস্থানে।—মেদিনী।

আড়ে—স° আয়তি=প্রস্থ। হি° আর, ওয়ার—নদীর এপার।

যোজন দশেক ধনু আড়ে পরিসর।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

দিগে—স° দীর্ঘ>প্রা° দীঘ্‌ঘ>বা° দীঘ। প্রঃ—

বৈতরণী আড়ে দাঘে উবু সোল কোস।—শূন্যপুরাণ।

বেঞা—?

তীর—ফা°। প্রঃ—

ভূপতির তীরের ওস্তাদ নিরুপম।—অন্নদামঙ্গল।

শেল শূল মারে কেহ, কেহ গুলি তীর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

কক্ষা—স° কক্ষ=প্রতিযোগিতা, সমতুল্যতা। তুঃ—সমকক্ষ, তুল্যকক্ষ। কক্ষা=তর্কে পূর্ব্বপক্ষ। প্রঃ—

যার কক্ষা মাত্র নাহি বুঝে কোন জনে।—চৈতন্যভাগবত।

বালকেহো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।—চৈতন্যভাগবত।

মালানী—স° মল্ল>মাল; মাল+আনী (বৃত্তি বা ভাব অর্থে)—মালানী=পালোয়ানী।

লাটে—নাটে, নৃত্যে।

বাখান—স° ব্যাখ্যান। প্রঃ—

তার সনে অনুমানে যোগশাস্ত্র বাখানে।—চৈতন্যমঙ্গল।

দূর বেটা চর আর না কর বাখান।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

বাশুলী—বৌদ্ধদেবী বাশুলি বা বজ্রতারা বা বিশালাক্ষী।

দেয়াশীল—স° দেববাসিনী—যার উপর দেবতার ভর হইয়াছে; দেবকন্যা। >দেয়াসিনী=যে নারী তন্ত্রমন্ত্র জানে। তুঃ—ও° ভুআসিনী=স° ভূবাসিনী। দেয়াসিনী >দেয়াশীল। প্রঃ—

দেয়াশিনী-বেশে মহলে প্রবেশে

রাধিকা দেখিবার তরে।—চণ্ডীদাস।

গোকুলে দেব দেয়াসিনি আওল।—বিদ্যাপতি।

চালে মাথা—দেবতার ভর হইলে মাথা চালনা করা, মাথা ঘন ঘন নাড়া, লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ওঝা—উপাধ্যায়>প্রা° উঅজ্ঝায়, ওজ্‌ঝায়>ওঝা=বৌদ্ধ তান্ত্রিক, ভূতপ্রেত-চিকিৎসক। প্রঃ—

কেহ কহে মাই ওঝা দে ঝাড়াই

বাইয়েরে পেয়েছে ভূতা।—চণ্ডীদাস।

ঝাপান—স° ঝম্প=উচ্চ হইতে লম্ফ—গাজনে সন্ন্যাসীদের অগ্নি-কণ্টকাদির উপর পতন।

দশমী—স°। দশম দশায় উপনীত—বৃদ্ধ। প্রঃ—

কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল।—বিদ্যাপতি।

কলিঙ্গ-রাজের যুদ্ধ-সজ্জা (২৮৯—২৯০ পৃষ্ঠা)

২৮৯ পৃষ্ঠা

ধ্বনী—স° ধ্বনি=শব্দ ; এখানে অর্থ বৃত্তান্ত।

ডাক—স° ড ধাতু শব্দে>পালি ডাক—ডক্কার=শব্দ করা। প্রঃ—

উপজিয়ে মায়কো দিলে ডাক।
সেই সে কারণে তার নাম থৈলা ডাক॥—ডাকের বচন।

রাউত—স° রাজপুত্র>রাজপুত (প্রা° রাঅপুত্ত)>বা° ম° ও° রাউত=অশ্বারোহী সেনা।— প্রঃ—

রাউত মাহুত দূত আরো সৈন্যগণ।—কাঞ্চীকাবেরী।
ব্রাহ্মণ রজপুত ক্ষত্রিয় রাহুত মোগল মাহুত রণ অনিবারা।—অন্নদামঙ্গল।
রাউত সাজিল কত রণে অভিসার।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মাহুত—স° মহামাত্র>হি° মহারং, মহোৎ ; ম° মহাৎ ; ও° মাহুন্ত ; বা° মাহুত=হস্তী-চালক। প্রঃ—

আগে চড়ে হস্তীর মাহুত, পিছে চড়ে রাজা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

নড়ে—স° নড ধাতু ভ্রংশে, চালনে।

উত্তরোল—স° উচ্চরোল ; উৎ+তরল=চঞ্চল। হি° রওলা=কোলাহল। প্রঃ—

কোলাহল হৈল উতুরোল।—শূন্যপুরাণ।
উপবনে অলি উতরোল।—চণ্ডীদাস।
আকুল অতি উতরোল।—বিদ্যাপতি।
সখীর বচন শুনি হিয়া উতরোল।—জ্ঞানদাস।
রাধাক দেখিয়া কাহ্নে উতরল ভৈলা মনে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
মনে না মানেন সীতা হয়ে উতরোলী।—কৃত্তিবাস।

ব্যালীস বাজনা—স° দ্বাচত্বারিংশ>দ্বিচল্লিশ>বিয়াল্লিশ। স° বাদন>বাজন, বাজনা। ২৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বোল—স° বদ>প্রা° বোল্ল>বোল=বাক্য। প্রঃ—

উলুকের বাক্য শুনি বোলে মাআধর।—শূন্যপুরাণ।

প্রতীত নাহি বোলে।—বিদ্যাপতি।

বোলে চালে গেল দিবা আইল যামিনী।—অন্নদামঙ্গল।

বোল চালে হাট জাইতেঁ চাহসি সুন্দরী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

পড়ে—স° পট্, পৎ ধাতু গতি অর্থে > পড় ধাতু। এখানে অর্থ—আরম্ভ।

দড়—স° দ্রগড় > দগড়, দড়।

ঢাক—স° ঢক্কা। প্রঃ—

বাজএ জএঢাক মেঘের সম ডাক সুনিতে সুধনি বাজনা।—শূন্যপুরাণ।

পৃঠে—স° পৃষ্ঠে। স° পৃষ্ঠ > প্রা° পিট্‌ঠ > পিঠ।

শেল—স° শেল, শল্য।

ভীঠে—স° ভিত্তি > ভিত > ভিট = দিক্; স° মিল > মিড় > ভিড় > ভিট।

মোহারয়—মহা + রয় (বেগ) = অতি বেগবান্।

বেলক—? বন্দুক।

ভূষণ্ডী—স° ভুশুণ্ডী, ভুশুণ্ডী, ভূশণ্ড, ভুসুণ্ডী, ভুসুণ্ড, ভূষণ্ডী = কামান; ইহা বাহুত্রয়-পরিমাণ লম্বা, বড় বড় গ্রন্থিযুক্ত ও স্থূলকায়; ইহার মুষ্টিদেশ উত্তম, বর্ণ কৃষ্ণ, সর্পের ন্যায় উগ্রদর্শন, এবং ইহা পাতন ও ঘূর্ণন এই উভয় গতি-বিশিষ্ট। অথর্ব্ববেদ ও রামায়ণ প্রভৃতিতে এর বর্ণনা আছে। ৪৩৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

ডাবুশ—স° দর্ব্বি (= হাতা) > ডাবু, হি° ডব্বু। ম° ডরলা, ডরলী—নারিকেল-মালার হাতা। ডাবুশ = হাতার আকার অস্ত্র।

ভূঞা—স° ভূমিক, ভূমিজ > ভূঁইয়া, ভূঞা—স্থানীয় সামন্ত ভূস্বামী।

গণভুত—অনুচর সহিত, সৈন্য সমেত।

নিশান—৪৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। প্রঃ—

এ সখি রঙ্গিনি কহল নিসান।—বিদ্যাপতি।

স° নিস্বান > নিসান; অস° নিসান = বাদ্যযন্ত্রের শব্দ।

২৮৯-২৯১ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

ফরিকাল—আ° ফরীক্ (= সৈন্যদল) + স° আলী (দল) বা বা° আল (স্বার্থে)। সৈন্যদল। ফা° ফরিকইন = যুধ্যমান দুই পক্ষ। প্রঃ—

অপর টাঙ্গন টাটু ঢালি ফরিকার।—ঘনরাম।

চলে ঢালীপাক ফরিকালে ধর ধর বলি।—ঘনরাম।

ধানুকী বন্দুকী ঢালী রায়বেঁশে ফরিকালী

রাহুত মাহুত সমুদায়।—ঘনরাম।

ফরিকান লইয়া কেহ ধায় রড়ারড়ি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

রায়বাঁশ—স° রাজা > প্রা° রাআ > রায় ; বংশ > বাঁশ। রায়বাঁশ = শ্রেষ্ঠ বাঁশ, অর্থাৎ বল্লম, বর্শা ; দীর্ঘ বাঁশের লাঠি। প্রঃ—

তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।—অন্নদামঙ্গল।

রায়বেঁসে রাউত বসেছে রণসাজে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

তের কাহন—স° ত্রয়োদশ > প্রা তেরহ > হি তেরহ। স° কার্ষাপণ > প্রা° কাহাপণ > কাহন। ১৬ পণে এক কাহন, ১৩ কাহন = ১৩ × ১৬ × ৪ = ৮৩২—এক Battalion সৈন্য। ১৩ সংখ্যা সৈন্যদলের একটা নির্দ্দিষ্ট unit ছিল বোধ হয়। তুঃ—

ডাক দিয়া আনাইল ডোম তের জন।—মাণিক গাঙ্গুলি।

কোল—বঙ্গের আদিম অধিবাসী—ইহারা প্রধানত কোল দ্রাবিড় ও মোঙ্গল এই তিন ভাগে বিভক্ত ; ইহাদের দেব ও দেবীর নাম—বঙ্গা ও বঙ্গী। ইহারা কলিঙ্গ দেশের অধিবাসী।

কাড়—স° কাণ্ড = বাণ, তীর।

তিন কাঁটি—ত্রিফলক-বিশিষ্ট।

ফটিক—স° স্ফটিক।

খড়ি—স° কটক (= বলয়) > কড়ি = মাকড়ি। প্রঃ—

সুবর্ণের কড়ি-বউলি রজতপত্র পাশুলি
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।—চৈতন্যচরিতামৃত।

রতন কড়িয়া কেবা যতন করিয়া গো
কে না গড়াইয়া দিল কানে।—পদরত্নাবলী।

বাহুব বলয়া লএ কাড়ী।
কানের হিরাধর কড়ী॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

রাঙ্গা—স° রঙ্গ (= বর্ণ, রং) > রাঙ্গা = লোহিত, বিশেষ একটি রং।

রাঙ্গা বাস পরে বিরতি আহারে
যেমতি যোগিনী পারা।—চণ্ডীদাস।

কানু-অনুরাগ-রাঙ্গা-বসন পরিয়া।—চণ্ডীদাস।

নীল বসন পরিধান তাহে রাঙ্গা পাড়ি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

মামা—স° মাম, মামক।

আগু—স° অগ্র > প্রা° অগ্‌গ > আগ, আগু। প্রঃ—

আগু গিয়া রাবণের গলে দিব ফাঁস।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

শুণী আগু পাছু আপন মনে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

২৯০ পৃষ্ঠা

গাজন—স° গর্জ্জন=কোলাহল। স° গা (পৃথিবী)+জন (জীব)=পৃথিবীতে জীবসৃষ্টি। তাহার উৎসব।—ব্রহ্মবিদ্যা, চৈত্র ১৩৩০ দ্রষ্টব্য। প্রঃ—

গাজনে দুর্গার মেলা শ্বেত ফুলে গাঁথি মালা
নিরন্তর যোগাঅ ঈসরে।—শূন্যপুরাণ।

দোসর—স দ্বিতীয়>প্রা° দোজ্জো, দুইজ্জ, দোজ্জ: পা° দুচ্চ>দো; স সদৃশ>সর। দোসর=দ্বিতীয় সদৃশ, সহচর।

কালে—স কাল=যম, যম সদৃশ।

কাংরালে—? কাওরা জাতি? কামরূপ>কাঙর, কাঙর-দেশ-বাসী কাঙরাল?

খানখানা—ফা° খাঁ-ই-খানান্=খাঁ-উপাধিকদের প্রধান।

জবন—স° যবন, গ্রীক Ionian>ভারতের বহির্ভাগের পশ্চিমাঞ্চলের সকল জাতিই যবন নামে পরিচিত ছিল। পরে মুসলমান বুঝাইত।

পত্রশানা—ধাতুপত্রের সন্নাহ (বর্ম)। প্রঃ—

শাণায় ঠেকিয়া বাণ না করে প্রবেশ।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

সে মোর পরম বন্ধু বান্দে বীরপণা।
তাহার উপরে তুমি হয়ে যাও সানা॥—ঘনরাম।

বীরবাণা—স বীর+তা° বানা (=পতাকা, চিহ্ন)। প্রঃ—

উড়ে সর্পবাণা।—অন্নদামঙ্গল।

অর্জ্জুনের সেনা শ্বেত পীত বাণা
বিবিধ বাজনা বাজে।—কাশীরাম দাস।

শিলী—স° শিলী=হল, তীক্ষ্ণাগ্র। শিলীমুখ=বাণ।

ফিরিঙ্গি—ই° Frank, জার্ম্মানীর Franconia প্রদেশবাসী জার্ম্মান উপজাতি, তাহারা খৃষ্টীয় ৫ম শতকে Gaul দেশ জয় করিয়া নিজেদের নামে দেশকে পরিচিত করে France. Crusade বা জিহাদ যুদ্ধের সময় মুসলমানেরা পশ্চিম-য়ুরোপের সকল জাতিকেই Frank বা ফিরিঙ্গী বলিত। ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজ ও ভারতীয়ের মিশ্রণ-জাত জাতি ফিরিঙ্গী নামে পরিচিত হয়, পরে সমস্ত Eur-asian জাতিই ফিরিঙ্গী আখ্যা পায়। ভাবপ্রকাশে (১৬ শতক) ফিরঙ্গ শব্দ আছে।—

ফিরঙ্গ-সংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যজ্ভবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ ব্যাধি-বিশারদৈঃ॥

সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকাব রঙ্গনাথ (বারাণসীবাসী, ১৬২৫ শকে=১৬০৩ খৃষ্টাব্দে) লিখিয়াছেন—ইয়ং স্বয়ংবহবিদ্যা সমুদ্রান্তর্নিবাসিজনৈঃ ফিরঙ্গাখ্যৈঃ সম্যগ্ অভ্যস্তেতি।—প্রথম স্বয়ংবহ যন্ত্র (কালনির্দ্দেশক ঘড়ী) এদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ফিরিঙ্গীরা সে যন্ত্রের উন্নতি করিয়াছিল।

পাকরাজ-গ্রন্থে ফিরঙ্গ-রোটী—পাঁওরোটী—বর্ণিত হইয়াছে।

ফা° ফরাঙ্ক্, ফরাঙ্গ্, ফরঙ্গ্, ফরঙ্গী, ফরঙ্ক্।

পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর উৎপাত এক সময় ভারত-সমুদ্রে প্রবল হইয়াছিল।

চতুরঙ্গ—হস্ত্যশ্ব-রথ-পাদাতং চতুরঙ্গং সমাশ্রিতম্।

কলিঙ্গ-রাজসেনার যুদ্ধযাত্রা (২৯১—২৯২ পৃষ্ঠা)

২৯১ পৃষ্ঠা

উমর গাজি—হিন্দু নৃপতির মুসলমান সেনাপতি—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পাখরিয়া—পা+খর (দ্রুত)+ইয়া=দ্রুতগামী। স° পক্ষল>পাখর, পাখর+ইয়া =পাখরিয়া=পক্ষীরাজ ঘোড়া, পক্ষীরাজের ন্যায় দ্রুতগামী। প্রঃ—

সুখে নিদ্রা গেল ঘোড়া আগুির পাখর।

—গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ম্মরাজের গীত (১৫ শতক)।

ভূপতির দত্ত ঘোড়া অস্থির পাখরে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

রণাগল—রণ-অর্গল, রণ যে আগলিয়া থাকে।

গাউ—?

রণঝাটা—স° রণ+ঝট (ঝটিতি, শীঘ্র, দ্রুত)=যে দ্রুত রণ করে। রণ+ঝাঁটা=যে ঝাঁটার মত রণ নিবৃত্ত করে।

রাজপুরোহীত—সেকালের পুরোহিতেরাও যুদ্ধ করিত দেখা যাইতেছে।

কাছে—স° কক্ষ>প্রা° কচ্ছ>স° কচ্ছ>হি° বা কাছ=নিকট। প্রঃ—

জহঁা কুনজ গৃহ কাছে।—সুরদাস।

স° কচ্ ধাতু বন্ধনে>হি° কাছনা। প্রঃ—

কাছিয়া কাপড় পিন্ধে রূপে কামদেব নিন্দে।

—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল।

ইড়িক—সং ইড়া = ত্বরা ; সং ইড়াচিকা = বোল্‌তা। ঘোড়াকে ত্বরিত গমনে উত্তেজিত করিবার জন্ম সূচি-হুল সওয়ারের জুতায় সংলগ্ন থাকে ; Spur. প্রঃ—

ইড়্‌কি দিতে চলে ইসারাতে।—ঘনরাম।

মারীয়া—সং মৃ + ণিচ = মারি ধাতু অর্থান্তর লাভ করিয়া বাংলায় প্রহার। তু° ম° হি° মার = প্রহার।

হেলীলেক—সং হিল ধাতু = পার্শ্বে নত হওয়া। হি° হিল্‌না।

ঠাট—সং স্থিতি > প্রা° ঠাট = সমূহ, সৈন্যদল। কৃত্তিবাসে ভূরিপ্রয়োগ।

তাজি—আ° তাজী = ঘোড়া। প্রঃ—

বড় বড় তাজী ঘোড়া করি নানা সাজ।

সেখজাদা সব চলে যেন গজবাজ ॥—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

শইন্য—সং সৈন্য।

চরমুখে কালকেতুর গুজরাট আক্রমণ শ্রবণ (২৯৩—২৯৪ পৃষ্ঠা)

২৯৩ পৃষ্ঠা

পুটলী—সং পটল = অংশ, বিভাগ ; সমূহ, দল।

সান্ন—সং সানু = পথ। প্রঃ—

সর্প কোলে নিদ্রা যায় শয়নে সানুর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ধানুকী—ধনুকধারী সৈন্য। প্রঃ—

তবকী ধানুকী ঢালী।—অন্নদামঙ্গল।

আরোহণ কৈল রথে লক্ষ্মণ ধানুকী।

—ঘনশ্যাম দাসের সীতার বনবাস (১৬২৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব সময়ের)।

তেইশ অক্ষৌহিণী ঠাট যুদ্ধের ধানুকি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

এথা লক্ষণের সহ শ্রীরাম ধানুকী।

ব্যগ্র হৈলা কুটীরে সীতারে নাই দেখি ॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

হয় হেঁশ রব—হয়ের (ঘোড়ার) হ্রেষা রব।

মর্দ্দল—সং। মাদল।

কালকেতুর রণসজ্জা (২৯৫—২৯৬ পৃষ্ঠা)

২৯৫ পৃষ্ঠা

চেয়াড়—? বাঁশের বাখারির মুখে ফলা লাগানো বাণ।

২৯৬ পৃষ্ঠা

মহলা—স মুখ > প্রা° মুহ। মুহ + ডা = মুহডা, মহডা, মুহ + আড়া = মুহাড়া, মোহাড়া, > মহলা। কর্ম্মের প্রারম্ভিক অভ্যাস, শিক্ষার পরিচয়, পূর্ব্বপ্রয়োগ, rehearsal.

কালকেতুর যুদ্ধ (২৯৬—৩০৪ পৃষ্ঠা)

২৯৬ পৃষ্ঠা

খানা—স° খাত, খনি > খানা।

পত্রভাগে—বাণপক্ষে, শরপুঙ্খে।

সিঞ্জিনী—স শিঞ্জিনী = ধনুকের ছিলা বা গুণ। তুঃ—

গিরিবর ধনু, শেষ শিঞ্জিনী।—অন্নদামঙ্গল।

শেষ—স শেষ। শেষ নাগ। ত্রিপুর-দহন কালে মহাদেবের ধনুকের ছিলা হইয়াছিল শেষ নাগ, সেই আখ্যায়িকা স্মরণ করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে।

উন্মত্ত ভৈরব-বেষ—যিনি ভীষণ, কুপিত, ভয়ানক, তিনি ভৈরব, সেই ভৈরব আবার উন্মত্ত, এমনই ভীষণতর মূর্ত্তি।

অণুবলে—স° অনুবল = পশ্চাৎ-রক্ষী সৈন্য; সহায়ক সৈন্য; প্রভাব। প্রঃ—

ধর্ম্ম-অনুবলে তাহা হইল পূরণ।—কাশীরামদাস, সভাপর্ব্ব।

ব্যাস জপে অনশনে অন্নদা জানিল মনে,
ব্যাসের তপের অনুবলে।—অন্নদামঙ্গল।

জুঝে—স° যুদ্ধ > প্রা° যুজ্ঝ > বা° যুঝ।

উলট পালট—স° উৎ-লুট, উৎ-লুঠ, উৎ-লুণ্ঠ > উলট, প্রা° অল্লট্ট। পরাবর্ত্ত,

প্রত্যাবৃত্ত>পালট ; প্রা° পাল্লট্ট। অল্লট্ট-পাল্লট্ট (পার্শ্বপরিবর্ত্তন)।—হেমচন্দ্রের দেশীনামমালা।

ফেলাফেলি ঠেলাঠেলি উলটা পালটা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

হানা—স° হন ধাতু। প্রঃ—

তেঁই বিপক্ষের প্রতি নাহি দেয় হানা।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

২৯৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

পাইক—স° পাদিক, পায়িক, পদাতিক, ফা° পাইক।

চাপ—স° চাপ = ধনু। স° চর্পটী = খণ্ড। চাপ = যোদ্ধা, সৈন্য (কৃত্তিবাসে), জনতা সহ যাত্রা (ঔ)। প্রঃ—

কটকের চাপ দেখি লাগয়ে তরাস।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

উরমাল—ফা° রুমাল। ১৫৭ পৃষ্ঠায় উরুমাল দ্রষ্টব্য।

রাঢ়—বাড় শব্দের টীকা ৩২৮, ৪০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হাড়িয়া চামর—হাঁড়ির মতন বড় গোলাকৃতি চামর।

২৯৭ পৃষ্ঠা

লুফি—স° লম্ফ, ই° leap, Anglo-Saxon (past tense) hleop, লাট° rampa, হি লপক, জর্ম্মন laufen —ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ, স লপ ধাতু উৎপতনে। প্রঃ—

নানা অস্ত্র ইন্দ্রজিত করে বরিষণ।
সব অস্ত্র লুফে ধরে পবননন্দন॥—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।

চৌষট্টী—স° চতুঃষষ্টি।

ফিরে—২৮৫ পৃষ্ঠায় ফিরাতে শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

রাথ—স° রক্ষা>প্রা° রক্‌খা>রাখা, রাথ।

ঝাঁকে—১৩৫ পৃষ্ঠায় ঝাঁকে ঝাঁকে শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

ঢালী—স° ঢাল = চর্ম্মফলক, অস্ত্রবারক। যে ঢাল ধরিয়া যুদ্ধ করে সে ঢালী।

সামালিয়া খায় তালি, কালু সিংহ মহা ঢালি।—ঘনরাম।
তবকী ধানুকী ঢালী।—অন্নদামঙ্গল।

তয়—? তর্ক (সতর্ক)>তয় = তাক, সন্ধান, সাবধান। আ° তয় = পাট, ভাঁজ, নিষ্পত্তি, শেষ। আ° তায়নাতী = বিশেষ কাজের নিমিত্ত নিযুক্ত প্রহরী।

অব্যাহতি—অব্যাহত, যাকে রণে ব্যাহত বা পরাজিত করা যায় না।

তাজী—আ°। ঘোড়া।

ডিণ্ডীম—স°। যাহাতে আঘাত করিলে ডিন্‌ডিম শব্দ হয়। তুঃ—ইং ding, মধ্য ইং dingen—শব্দ।

২৯৮ পৃষ্ঠা

রণঝাটা—রণের ঝাঁটা স্বরূপ যে। স° ঝাটো মার্জ্জনে।—মেদিনী।

চাহসী—স° চায় ধাতু পূজা অর্চ্চনা চাক্ষুষ-স্থানে; স° চত ধাতু যাচনে, >হি° ম° চাহ ধাতু ইচ্ছা, যাচনা। চাহ+অনুজ্ঞাব বিভক্তি সি=চাহসি=তুমি চাহিতেছ। প্রঃ—

পাছে আসিতে কেহে চাহসি মোর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

২৯৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

আওসার— ?

ভেজায়্যা—হি ভেজনা=প্রেরণ, নিক্ষেপ, লাগানো। প্রঃ—

কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ভেজাই ঘরে।—চণ্ডীদাস।
জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাইলাম আগুনি।—জ্ঞানদাস।
মন্ত্র পড়ি ফুঁক দিয়া মাটিতে ভেজায়।—অন্নদামঙ্গল।
অনল ভেজায়ে কুণ্ডে বেড়ে চারি সতী।—ঘনরাম।
অবশেষে শ্রীফলে আঁকড়ি ভেজাইল।—কৃত্তিবাস, আদি।
ক্রোধ করি যেই ধরে কোদালির মুষ্টে।
এক চোটে ভেজায় পাতালে কূর্ম্মপৃষ্ঠে॥—কৃত্তিবাস, আদি।
কাটিব করিয়া শেষে কুঠারু ভেজায়।—মাণিক গাঙ্গুলি

২৯৯ পৃষ্ঠা

বট—স° বর্ত্ততে>প্রা বট্টই, পা° বট্টতি>বট।

তো সনে—তোর সঙ্গে। প্রঃ—

যার লাগি তো সবায় দিনু দুঃখভরা।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।
তো বিনে উনমত কান।—বিদ্যাপতি।
তো সেবা নাহি জানি।—চণ্ডীদাস।
এ সব চরিতেঁ তো নাসিলি ছুষ্ট লোকে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কাঠরিয়া ছিলা কিনা কলিঙ্গ-নৃপতি—কলিঙ্গের রাজা চণ্ডীর আদি পূজক, তিনিও কাঠরিয়া—নিম্নশ্রেণীর অরণ্যচারী লোক—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কাঠরিয়া—স° কাষ্ঠ>প্রা° কট্‌ঠ>কাঠ; কাঠ+ইয়া (বৃত্তি অর্থে), র আগম উচ্চারণে।

শিলী—স° শিলী = হুল। শিলীমুখ=বাণ। কিন্তু এখানে শিলী ফেলাতে ধূমে অন্ধকার হইতেছে, অতএব শিলী এখানে বাণ বা ফলা অস্ত্র নয়। আ° সিলাহ্ = অস্ত্রশস্ত্র। প্রঃ—

দুর্গা-নামের দুর্গ গেঁথে রেখেছি মা সেলেখানা।
তাতে গুলি গোলা সকল তোলা ভক্তি-অস্ত্র আছে শানা॥—রামপ্রসাদ।

বিন্ধ্যাবিন্ধী—স° বিধ, বিদ্ধ>বিন্ধ। পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করা বিন্ধ্যাবিন্ধী।

মণী হেতু রণ ইত্যাদি—যদুবংশীয় সত্রাজিত সূর্য্যপ্রদত্ত স্যমন্তক মণি ধারণ করিয়া মথুরায় আসিলে কৃষ্ণ বলিলেন—ঐ দুর্লভ মণি মথুরার রাজা উগ্রসেনের যোগ্য, তাঁকেই দেওয়া উচিত। উগ্রসেন ত ছিলেন নামে রাজা, আসল রাজা ছিলেন কৃষ্ণ। সত্রাজিত মনে করিলেন মণিটির উপর কৃষ্ণের লোভ হইয়াছে; সত্রাজিত তাই মণিটি তাঁর ছোট ভাই প্রসেনকে দান করিলেন এই ভাবিয়া যে কৃষ্ণ ছেলেমানুষ প্রসেনের নিকট হইতে উহা আর চাহিতে বা বলে কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। প্রসেন ঐ মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া মৃগয়া করিতে গেলে এক সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়া ঐ মণি অপহরণ করে।—ভাগবত ১০।৫৩; বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ। (৯৭ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)।

শচান—স° শ্যেন>প্রাচীন বা° সঞ্চান, সচান, শচান, শাচান; ও সঞ্চা, সঞ্চাণ।

প্রঃ—

আকাশে ভ্রমন্ত দেখে সাচান গৃধিনী।—ষষ্ঠীবরের মনসামঙ্গল।
শকুনি সাঁচান তথা শোভিল আকাশে।—রাজেন্দ্র দাসের মহাভারত।
এক দিন ঘুঘু পক্ষে সয়চান বেড়ায়।—মাণিক গাঙ্গুলি।
সাচন উড়য়ে যেন গগন উপর।—গোরক্ষবিজয়।

দাপট—স° দর্প>প্রা° দপ্প>দাপ; দৃপ্ত>দাপট = প্রতাপ, পরাক্রম। প্রঃ—

চরণের দাপটে পাষাণ হয় চুর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

চাপনে—স° চপ ধাতু চূর্ণীকরণে, চর্ব্ব ধাতু চর্ব্বণে। তাহা হইতে অর্থ—পেষণ, পীড়ন, ভার আরোপণ। প্রঃ—

আঁটুর চাপান দিয়া চারি ধনু ভাঙ্গে।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

হেলাতে—স° হেলা = অবলীলা। প্রঃ—

প্রাণে মারিবোঁ কংসাসুর মোএঁ হেলে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বাণিয়া জাতি ক্ষেত্রী কুল হেলাতে হারামু।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

য়াটে—স° অট ধাতু ভ্রমণ > যোগ্য হওয়া, সমান হওয়া। প্রঃ—

ত্রিভুবন নাহি আঁটে যাহার সংহতি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

বোলাবুলী—বোলের প্রত্যুত্তরে বোল, উত্তর প্রত্যুত্তর, বাদানুবাদ।

হয় বোলাবুলি করে ঠেলাঠেলি হৈল অবাজক পারা।—চণ্ডীদাস।

৩০০ পৃষ্ঠা

তাড়িপত্র খাণ্ডা—খাঁড়া, যাহা তালপত্রের ন্যায় লঘু ও নমনীয় ও পাতলা

উত্তর দুয়ারে ইত্যাদি—তুঃ—

পুষ্প জল দিয়া পূর্ব্ব দ্বার রাচাইয়া।

উত্তর দ্বারে লক্ষ্মা উদ্ধবিল গিয়া॥

* * * *

রাচায়্যা উত্তর দ্বারে দিয়া পুষ্প জল।

পশ্চিম দ্বারে গেলা লক্ষ্মা পাষাদল।

—গোবিন্দরাম বন্দোপাধ্যায়ের ধর্ম্মরাজের গীত (১৫ শতক)।

দ্বিজরাজ—ব্রাহ্মণভূম পরগনার ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথ।

ললিত—বসন্ত রাগের রাগিণী ললিতা, পূর্ব্বাহ্ণে গেয়, আনন্দব্যঞ্জক।

কাছিয়া—স° কক্ষ > প্রা কচ্ছ > স কচ্ছ (= পার্শ্ব) > কাছ = পার্শ্ব, নিকট। কাছ ধাতু = পাশে আনা, বাঁধা। প্রঃ—

কাছিয়া কাপড় পিন্ধে রূপে কামদেব নিন্দে।

—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল (১৫ শতক)।

অগুলালী—স° অগ্র > প্রা° অগ্গ > বা আগ, আগু, আগু + ল + আলী = অগ্রসর, অগ্রযায়ী, প্রধান, প্রথম। তুঃ—

গোটা কত নাগ পোষ তে কারণে লোকে ঘোষ

বিবাদে আগল বিষহরী।—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল।

কানটি গেল বান্দী আগেয়া পান খাও।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

রাবণের কাছে দেখে পরমাসুন্দরী।
ময়দানবের কন্যা রাণী মন্দোদরী॥
সোহাগে আগুলি সেই রত্নে বিভূষিতা।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।
সোহাগে আগুলি হৈল ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।—চৈতন্যভাগবত।
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।—জ্ঞানদাস।

খালী—স° খল্ল, কুল্যা, খাত। ইং Canal। প্রঃ—

সাগর যোজন শত দেখি খালিজুলি।—কৃত্তিবাস।

৩০১ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

পানীর—স° পানীয়>পানী = জল। প্রঃ—

তিণ ন ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

শূন্যপুরাণে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—জল, কৃত্তিবাস জল ও পানি দুই ব্যবহার করিয়াছেন—

শয্যা হৈতে উঠে বীর চক্ষে দিল পানি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

পসলা—ফা° পাশীদন্ = ধারা বর্ষণ (to sprinkle)—তুঃ—গোলাবপাশ। স° প্রবর্ষণ> পসলা। ম° পহাল।

ঠেকিয়া—স° স্থগ ধাতু থামা, বাধা পাওয়া, স্থগিত হওয়া।

পাছু—স° পশ্চাৎ>প্রা° পচ্ছা>বা° পাছ, পাছু, পাছা। প্রঃ—

পাছু পাছু করি তাহাএ আলিঙ্গন দিল।
—সঞ্জয়-রচিত মহাভারত (১৪ শতক)।

নেত ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু লাম্বাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

যেইছন—স° যস্মিন, হি° জৈসা, ব্রজবুলি যৈছন = যেমন।

যৈছন বাঢ়ত মৃণালক সুত।—বিদ্যাপতি।
যৈছন সেবলুঁ নাগর কান।—গোবিন্দদাস।

টান—স° তন ধাতু বিস্তারে।

ছিণ্ডিল—স°√ছিদ। ছিন্ন>ছিণ্ড : প্রাচীন বাংলায় ছিণ্ড প্রয়োগ অধিক। প্রঃ—

গাছে লাগি ছিণ্ডিল সকল গজমুতী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কাঁখড়ি—স° কর্কটী, হি° ককড়ী; বা° কাঁকড়ী, কাঁকুড়। বৌদ্ধগান ও দোহায়—কাঙ্গুরি।—কাঙ্গুরি ন পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।

ফড়া—স° ফটা = ফণা—সর্পফণাকৃতি পশুর কাটা পা ; ফা° ফরা = শাখা—বৃক্ষশাখাকৃতি পশুর কাটা পা। স° স্ফার > ফাড় = ছিন্ন করা। ফড়া = ছিন্ন অঙ্গ।

অষ্ট কুলাচল—কুল (প্রধান) পর্ব্বত মৎস্যপুরাণের মতে সাতটি—

মাহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষবান্ অপি।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ ইত্যেতে কুলপর্ব্বতাঃ॥—৯৫ অধ্যায়।

(১) মাহেন্দ্র—রামায়ণে উক্ত দক্ষিণ-সমুদ্রের উপকূলে স্থিত পর্ব্ব ত, হনুমান এই পর্ব্বত হইতে লাফ দিয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন। চিল্কা হ্রদের নিকট হইতে গণ্ডোয়ানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী।

(২) মলয়- তামিল মলৈ = পাহাড়। পরে একটি বিশেষ পাহাড়ের নাম। নীলগিরি পর্ব্বতমালার একটি শৃঙ্গ, কাবেরী নদী হইতে উদ্ভূত, মহর্ষি অগস্ত্যের বাসস্থান। কেহ বলেন ইহা কেরল দেশে, ত্রিবাঙ্কুরের পূর্ব্বসীমাস্থ Cardamum Mountain।

(৩) সহ্য—পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা।

(৪) শুক্তিমান্—শক্তিমান্ পর্ব্বত, বিন্ধ্য পর্ব্বতের সন্নিহিত উত্তর ও পশ্চিম দিকের ঋক্ষবান্ ও পূর্ব্বের মাহেন্দ্রগিরির সংযোজক পর্ব্বত-শ্রেণী।

(৫) ঋক্ষবান্—নর্ম্মদার নিকটস্থ পর্ব্বত, রামায়ণে ইহা জাম্ববান ও বানরদিগের বাসস্থান। চিন্দ্‌ওয়ারা বিলাসপুর ও বালঘাটের অন্তর্গত পর্ব্বত। সাতপুরা পাহাড়, বিন্ধ্যপর্ব্বতের সমান্তরালে অবস্থিত।

(৬) বিন্ধ্য—কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণস্থ সহস্রশৃঙ্গ পর্ব্বত (রামায়ণ), মধ্যভারতের পর্ব্বতমালা যাহা উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথকে বিভাগ করিয়াছে।

(৭) পারিপাত্র বা পারিযাত্র—বিন্ধ্যগিরির উত্তর-পশ্চিমাংশ। পশ্চিম সমুদ্রে স্থিত পর্ব্বত, গন্ধর্ব্বের বাসস্থান (রামায়ণ)। অবন্তী ও শল্যদেশের মধ্যবর্ত্তী আবু পর্ব্বত ও সালাম্বর পর্ব্বত।

(৮) হিমালয়—স্বনামখ্যাত পর্ব্বত, ভারতের উত্তরসীমা।

ঘুরে—স° ঘূর্ণ ধাতু > বা° ও° ঘুর, হি° ম° ঘুম।

৩০২ পৃষ্ঠা

শারী—স° সৃ + ণিচ = সারি ধাতু—অপসারণ, প্রসারণ। প্রঃ—

বার তিন ফলঙ্গ সারিল বীর দাপে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বাংলা সার ধাতুর বহু অর্থ।

৩০২ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

দাবড়—সং দাব = প্রতাপ, তেজ ; হিং দাব = চাপ, প্রতাপ। দাব+ড় = দাবড়। সং ধাবন > দাবড়। সং দর্প > দাপ > দাব ; দাব+ড় = দাবড়। সং দমন > দাবন > দাবড়।

উভাবে—সং উদ্ধার > উধাব, উভাব = নামানো, অবতারণ। প্রঃ—

এক ভাব দুই ভাব তিন ভাব ডুবাইল।
দিনটাত মহাবাজ বাব ভাব উভাইল।—মাণিকচন্দ্রবাজার গান।
পুষ্পবৃষ্টি নালাচলে গন্ধের উভাব।—চৈতন্যমঙ্গল।
উলটি উলটি চলু পদ দুই চাবি।
কলসে কলসে জনু অমিয় উভাবি॥—জ্ঞানদাস।
উবভেঁ ভোঅণে হোই জাণ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

৩০৩ পৃষ্ঠা

মালসাট—সং মল্লাস্ফোট = মল্লের বাহুর আস্ফোট, তাল ঠোকা। সং মল্ল+শাট (বস্ত্র) = মালকোঁচা। প্রঃ—

মালসাট মারি ধায় বানর কটক।—কৃত্তিবাস।
সিংহের গর্জ্জন করি মারে মালসাট।—জয়ানন্দ।

মণ্ডলে—(১) মণ্ডলাকারে ঘূর্ণিত হইয়া, (২) সেনামণ্ডলের উপর।

রাজসেনাভঙ্গ দর্শনে ভাঁড়ু দত্তের চিন্তা
(৩০৪ পৃষ্ঠা)

দাগে—সং দাহ > প্রাং দাঘো, ফাং দাঘ্ > দাগ = চিহ্ন। দাগ ধাতু = চিহ্ন করে।

প্রঃ—

ভট্ট হো অব ভণ্ড ভয়া।
কবিতাই ভটাই-মে দাগ চঢায়া॥—অন্নদামঙ্গল।

ভেলকী—সং ভুল > ভেল ; কৃ (করা) > কী ; ভেল+কা = ভেলকী = যাহা ভ্রম উৎপাদন করে। সং ভেল = ক্ষিপ্র ; ভেলকী = যাহা ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদিত হয়। সং মেল > ভেল = মিশাল, যাহা খাঁটি নয়, কৃত্রিম।

কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ
(৩০৫-৩০৬ পৃষ্ঠা)

৩০৫ পৃষ্ঠা

জিজিবিসা—স° জীব+সন্+অ=জিজীবিষা=বাঁচিবার ইচ্ছা, জীবিত থাকিবার ইচ্ছা।

নখবরঞ্জিনী—নখর রঞ্জন করে যে—নরুন। প্রঃ—

হাতে দিয়া দরপনী খোলে নখরঞ্জনী।—চণ্ডীদাস।

খুরু—স° ক্ষুর, খুর=মুণ্ডনাস্ত্র।

রামায়ণে শুনেছি—রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

আরোপিলা হৃদয়ে পাশান—মূল বা কৃত্তিবাসের ভাষা রামায়ণে এমন কথা নাই।

বালীর রমণী—তারা। রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৫ সর্গে তারা বালীকে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধে যাইতে বারণ করেন।

ঋষ্যমূক—ঋষ্যমূক পর্বত, পূর্বঘাট ও নীলগিরির পর্বতশ্রেণীর মধ্যস্থিত পর্বত। ইহা পম্পা সরোবর ও কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান। এখানে মতঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল, বালী দুন্দুভি অসুরকে বধ করিয়া এই আশ্রম রক্তে কলুষিত করিয়াছিলেন বলিয়া মুনি শাপ দিয়াছিলেন বালী এখানে প্রবেশ করিলে তাঁর মৃত্যু হইবে (কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড, ১১ সর্গ)। এই শাপের ভয়ে বালী এখানে আসিতে অক্ষম ছিলেন বলিয়া বালীর ভয়ে সুগ্রীব এই পর্বত আশ্রয় করিয়াছিলেন।

বাল্যে—বালীকে।

রামায়ণ উপাখ্যান—তুঃ—

তং তু তারা পরিষ্বজ্য স্নেহাদ্-দর্শিত-সৌহৃদা।
উবাচ ত্রস্তসংভ্রান্তা হিতোদর্কমিদং বচঃ॥
সাধু-ক্রোধমিমং বীর নদীবেগমিবাগতম্।
শয়নাদুত্থিতঃ কাল্যং ত্যজ ভুক্তামিব স্রজম্॥
কাল্যমেতেন সংগ্রামং করিষ্যসি চ বানর।
বীর তে শত্রুবাহুল্যং ফল্গুতা বা ন বিদ্যতে॥
সহসা তব নিষ্ক্রামো মম তাবন্ন রোচতে।
শ্রূয়তাম্ অভিধাস্যামি যন্নিমিত্তং নিবার্য্যতে॥

পূর্ব্বম্ আপতিতং ক্রোধাৎ স ত্বাম্ আহ্বয়তে যুধি।
নিষ্পত্য চ নিরস্তস তে হন্যমানো দিশো গতঃ॥
ত্বয়া তস্য নিরস্তস্য পীড়িতস্য বিশেষতঃ।
ইহৈত্য পুনর আহ্বানং শঙ্কাং জনয়তীব মে॥
দর্পশ্চ ব্যবসায়শ্চ যাদৃশস্ তস্য নদতঃ।
নিনাদস্য চ সংরম্ভো নৈতদ্ অল্পং হি কারণম্॥
নাসহায়ম্ অহং মন্যে সুগ্রীবং তম্ ইহাগতম্।
অবষ্টব্ধ সহায়শ্চ যম্ আশ্রিত্যৈষ গর্জতি॥
প্রকৃত্যা নিপুণশ্চৈব বুদ্ধিমাংশ্চৈব বানরঃ।
নাপরীক্ষিতবীর্য্যেণ সুগ্রীবঃ সখ্যম্ এষ্যতি॥ ইত্যাদি।

—রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৫ সর্গ, ৬-১৮ শ্লোক।

তারা মহাদেবী তার অতি বুদ্ধি ধরে।
বালিকে বারণ করে যাইতে সমরে।

* * * *

কালি গেল তব স্থানে সুগ্রীব হারিয়া।
কি বলে আইল আজি প্রবল হইয়া॥
অবশ্য কাহার ঠাঁই পাইয়াছে বল।
নতুবা আসিবে কেন নিজে সে দুর্ব্বল॥
যুদ্ধে না যাইহ তুমি থাক অন্তঃপুরে।
ডাকিছে সুগ্রীব ডাকে ডাকুক বাহিরে॥

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

কবিকঙ্কণ রামায়ণের অনুকরণ করিতে গিয়া কালকেতুর বলিষ্ঠ চরিত্র একেবারে মাটি করিয়া ছাড়িয়াছেন।

"দুই তিন সমা জায় শিশুগণ মিলে।
ভল্লুক বানর ধরি কালকেতু খেলে॥"

যে কালকেতুর "দুই বাহু লোহার শাবল", সে স্বভাবভীরু স্ত্রীলোকের একটি কথায় সুবোধ শিশুর মতন "লুকাইলা গিয়া ধান্যঘরে"। এখানে কালকেতুকে বীর শব্দে অভিহিত করায় শব্দের অপব্যবহার ও কালকেতুর অপমান উভয়ই হইয়াছে। কবিকঙ্কণ এমনি করিয়া সকল চরিত্রকেই নষ্ট করিয়াছেন, একটিও মানুষের মতন মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডী রচয়িতা মাধবাচার্য্যের কালকেতু-চরিত্র বেশ বলিষ্ঠ হইয়াছিল। ফুল্লরা স্বামীকে যুদ্ধে যাইতে বারণ করিল;—

শুনিয়া ত বীরবর ক্রোধে কাঁপে থরথর,
শুন বামা আমার উত্তর।
কবে লৈয়া শর-গাণ্ডী পূজিব মঙ্গলচণ্ডী,
বলি দিব কলিঙ্গ-ঈশ্বর॥
অবোধিয়া দণ্ডধরে এত দণ্ড করে মোরে,
দেবাই পাঠাইয়া দিছে ঠাটে।
আজ রণে হানা দিব, ভুবনে ঘোষিতে থুব,
মুণ্ডমালা দিব গুজরাটে।—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী।

ধান্যঘর—ধান রাখিবার গোলা বা মরাই। প্রঃ—
কৌড়ি মড়াই যে বহুত ধানঘর।—গোবিন্দচন্দ্রের গীত (১১-১২ শতাব্দী)

কোটালের চিন্তা (৩০৬—৩০৭ পৃষ্ঠা)

৩০৭ পৃষ্ঠা

পটুল—স পটল—ধানের মরাই। তুঃ—
ভীমক চাই বাঅন পটল তাউলর আন।—শূন্যপুরাণ।

উভ—স উর্দ্ধ > প্রা উভ। শূন্যপুরাণে—উবু, বৌদ্ধগানে—উহ।
উভ লেজ করিয়া পলায় কপিগণ।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ভাড়ুদত্তের চাতুরী (৩০৮—৩০৯ পৃষ্ঠা)

৩০৮ পৃষ্ঠা

থাকহ—সং স্থা > প্রাং থক্ক > বাং থাক। হিং থা, ওং থিলা। থাক+হ অনুজ্ঞার বিভক্তি। পঃ—এবার থাকহ মন নেবারী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বুদ্ধে—বুদ্ধিতে।

ব্রাহ্মণ—শঠ ভাঁড়ুদত্ত ব্রাহ্মণের ধার্ম্মিকতার প্রতি লোকের বিশ্বাস আশ্রয় করিয়া মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণকে অবলম্বন করিয়া নিজের কর্ম্মসাধন করিতেছে। এই ব্যাপারে ব্রাহ্মণের চরিত্র যে কতখানি হীন ও হেয় হইয়া গেল সেদিকে ব্রাহ্মণ কবির লক্ষ্য নাই।

সাবহীত—সং সাবহিত = অবহিত হইয়া, সাবধান হইয়া।

তুরিত—সং ত্বরিত। প্রঃ—

তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।—চণ্ডীদাস।
তুরিতে ঘুচায়লু নীবিক কাচ।—বিদ্যাপতি।
দুআর মুক্ত কর তুরিতে।—শূন্যপুরাণ।
এ কথা শুন সবে শুনহ তুরিত।—গোরক্ষবিজয়।

নির্ব্বন্ধ—নিয়ম, করার, অঙ্গীকার। তুঃ—

তবে সেএ দেশেত নিরবন্ধ করিল।
বৎসরে একবার পূজিতে বলিল॥—গোরক্ষবিজয়।

বেড়্যা—বেড়িও, বেষ্টন করিও।

দুয়ারি—সং দ্বারী > প্রা দুআরী, দুবারী। প্রঃ—

দুয়ারী পহরী দাসী যতেক নফর।—গোবিন্দরাম বন্দোপাধ্যায়ের ধর্ম্মরাজের গীত (১৫ শতাব্দী)।

বেহার—সং বিহার = ক্রীড়াস্থান। প্রঃ—

বিহার উদ্যান ঘর ভাঙ্গে যত কপিবর
তরুবর ভাঙ্গে রামসেনা।—কৃত্তিবাস।

খুড়ি—সং ক্ষুদ্রক > গাথা বা বৌদ্ধসংস্কৃতে খুড্ডক > খুড়অ > খুড়া, খুড়ী। চরকসংহিতায়—খুড্ডাক শব্দ স্বল্পার্থে।

জোহার—সং জয়কার, জয়হার > হিং জুহার, ও জোহার। প্রঃ—

মাহুত হাতীর কাঁধে জানায় জোহার।—ভারতচন্দ্র।
বন্দন করিয়া যায় রাজার দরবার।
হেন কালে ডিঙ্গা-চোর করিল যোহার॥
কালু কয় সম্মুখে জুহার সাত বার।
তের ডোম সঙ্গে কালু করিল যুহার॥
—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল ৪।১।২।৪২; ১১৬।২।৩২, ১১৭।১।৭০।

ফুল্লরার নিকট ভাঁড়ুদত্তের কপটতা

(৩০৯—৩১০ পৃষ্ঠা)

৩০৯ পৃষ্ঠা

ডেড়ি—ফা° দের = দেরী, বিলম্ব > অসমাপ্ত। প্রঃ—

ক্রোধ হল কালুব সহিতে হয় ডোড।—মাণিক গাঙ্গুলিব ধর্ম্মমঙ্গল।

নাবড়—না + বড় = ছোট লোক।

নাবড়, নেবড, নয়বব, নেবব, নাবেবড রূপ দেখা যায়। যোগেশ-বাবুব মতে—নাবব (বৌদ্ধ ভিক্ষু) > নাবড। শ্রীযুক্ত বসন্তবঞ্জন বিদ্বদ্‌বল্লভের মতে—নটবর > নাবড়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—নাবেবড রূপ আছে।

নিত্যানন্দ প্রিয় বড নাবড় শ্রীগর্ভ।—চৈতন্যমঙ্গল।

ঠক ঠেঁটা নাবড় ছেবড লোকে রটে।—ঘনবাম।

নব লক্ষ দল লয়ে মাহুত্যা নাবড়।—মাণিক গাঙ্গুলিব ধর্ম্মমঙ্গল।

ন্যায়—যুক্তি, তর্ক, বাদানুবাদ।

জাইগিব—ফা জাগীব = কর্ম্মেব পুবস্কাব স্বরূপ দত্ত জমি।

জয়গ্রাম জাইগিব পাবে যত্নে কই শুন। —মাণিক গাঙ্গুলিব ধর্ম্মমঙ্গল।

জায়গিব কবি দিল দক্ষিণ ময়না।—ঘনবাম।

অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীব তবু শিবেব মাইনে ভাবি।—বামপ্রসাদ।

পত্তি—স° পত্তি = পদাতি সৈন্য। প্রঃ—

অশ্বাবোহী অশ্বাবোহী পত্তি পত্তি যুঝে।—কাশীরাম দাস।

বাসীহ—স° বস ধাতু স্নেহ প্রীতি বাসনা প্রত্যাশা-জ্ঞানয়োঃ।—মেদিনী। ২৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আন—স° অন্য > প্রা অন্ন > আন। প্রঃ—

কভু না হেরিয়ে আন।—চণ্ডীদাস।

বড়ায়ি চলিলী আন পথে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

অণ চাহন্তে আণ বিণঠা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ঠকের—স° স্থগ, ষ্টগ ধাতু গোপনে, স° স্তগ = ধূর্ত্ত, স° স্তক, ষ্টক ধাতু প্রতিঘাতে। ঠক = প্রতারক। হি° ঠগ = প্রবঞ্চক। প্রঃ—

ঠেকেছে ঠকের ঠাঁই আর যায় কোথা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ঠক-ভরা দরবার ছলে লয় ঘর দ্বার।—ভারতচন্দ্র।

ধান্যঘরে দিলা বিলোচন—ফুল্লরা দুষ্ট ভাঁড়ুদত্তের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া মনস্থির করিতে পারিতেছিল না যে স্বামীর গোপনস্থান বলিবে কি বলিবে না; সেইজন্য সে ইতস্ততঃ করিতে করিতে ধান্যঘরের দিকে চাহিল এবং "সুচতুর ভাড়ুদত্ত ইঙ্গিতে বুঝিলা তত্ত্ব।"

একাকী কালকেতুর যুদ্ধ (৩১০—৩১১ পৃষ্ঠা)

৩১১ পৃষ্ঠা

মুঠকী—সং মুষ্টিক। প্রঃ—

চরণ প্রহার আর মুঠকি তাড়ন।—সঞ্জয়ের মহাভারত।

মারি বজ্রমুঠকি পাষাণে করে গুঁড়া।—ঘনরাম।

এক মুটকির ঘায়ে তোমার লইতাঙ প্রাণ।—কৃত্তিবাস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

দুহে—সং দ্বয়, দ্বৌ > দুই, দুহু।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—দুইহো, দুইহাঁর। প্রঃ—

ত্রিভুবনে পরাভব তোমা দোহা ঠাঁই।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

তুয়া ইথে লাগি পাও দুহু পড়ইতে
ততহি উধস ভৈ কেশা।—বিদ্যাপতি।

চক্ষু দান দেহ তুহ্মি ভাই দুহি জনে।—শূন্যপুরাণ।

গড়াগড়ি—সং ঘূর্ণিত > ঘরাঘরি, গড়াগড়ি। প্রঃ—

রাজার কমর ছাড়িয়া সব ঘরাঘরি গেল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কেবল গড়ি শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়—

ফুলশরে জরজর সকল কলেবর
কাতর মহি গড়ি যায়।—চণ্ডীদাস।

ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে গড়ি যায়।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ক্ষণে গড়ি দিয়া কান্দে ধূলায় ধূসর।—জয়ানন্দ।

কাছি—সং কক্ষ > প্রাং কচ্ছ > সং কচ্ছ > কাছ = নিকট। কাছি = গ্রহণ করিয়া।

শাণা—সং শানী = অঙ্গাবরণ। বর্ম্ম, সাঁজোয়া। প্রঃ—

গায়েতে পরিল শানা মাথায় টোপর।—কৃত্তিবাস।

৩১১ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

বাজিয়া—সং বাজ ধাতু—বাজো নিঃস্বন-পক্ষয়োঃ।—মেদিনী। বাজ=শব্দ, গতি, যুদ্ধ > আঘাত। প্রঃ—

চণ্ডীদাস কহে বেজেছে হৃদয়ে
শ্যামের পিরিতিবাণ।

পাছাইয়া—স পশ্চাৎ > প্রা' পচ্ছা > বা পাছ, পাছা। প্রঃ—

পাছাইল পদ্মমুখী পেয়ে মহা ভয়।—শিবায়ন।

কোটাল কর্ত্তৃক কালকেতুর বন্ধন (৩১২—৩১৩ পৃষ্ঠা)

৩১২ পৃষ্ঠা

হাবলা বীরের বাহুবল—এইখানে মানুষকে একেবারে দৈবনির্ভর করিয়া ছাড়া হইল। চণ্ডীর চরিত্র কিন্তু এতে উন্নত থাকিল না; কালকেতুকে নিজে যাচিয়া ধন দিয়া রাজা করিয়া তাকে এখন অপমান করানো নৈতিকবিধানসঙ্গত মোটেই নয়।

চতুরঙ্গ—হস্ত্যশ্ব-রথ-পাদাতম্।

ঠেলাঠেলী—স বল ধাতু সঞ্চরণে, তা পেল=নিক্ষেপ; বলা > পেলি; প্রাচীন বাং পেলাপেলি > ঠেলাঠেলি। অথবা, স স্থল ধাতু গাত হইতে ঠেল। মং হিং বাং ওং ঠেল। ঠেলার বিরুদ্ধে ঠেলা=ঠেলাঠেলি—ব্যতীহার বহুব্রীহি সমাস।

প্রথমেতে উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি।
ঠেলাঠেলি হইতে হইল গালাগালি॥—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

হয় বোলাবুলি করে ঠেলাঠেলি
হৈল অরাজক পারা।—চণ্ডীদাস।

ফেলাফেলি ঠেলাঠেলি উলটী পালটী।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বিশ বিশ—এক হাত বিশ জনে ও অপর হাত বিশ জনে—বহুত্ব বুঝাইতে দ্বিত্ব হয়।

৩১৩ পৃষ্ঠা

শিকল—সং শৃঙ্খল > সর্বাং টীং সং সিঙ্কল, সিকল; ওং সাঙ্কুড়ি।

সাত-শিবা লোহার শিকল তায় বেড়া।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল

গলা টানি বান্ধে কেহ লোহার শিকলে।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড

প্রথম ছিকলি হইলো লিঙ্গের উৎপত্তি।—মৃগলুব্ধ।

গোরক্ষবিজয়ে ছিকলি, ছিগাল দুই রূপ।

হাথে বাগা—হাতের বল্গা। স° বল্গ ধাতু গতি; যাহা দ্বারা গতি সংযত হয় তাহা বল্গা, বল্গা > বা° বাগ ধাতু=সংযত করা, শাসন করা। হাতকে যাহা বাগাইয়া রাখে তাহা হাথ-বাগা।

জিঞ্জির—ফা° জঞ্জীর। প্রঃ—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে—জিঁজির, জিঞ্জির, ঝিঝির—তিন রূপ দেখা যায়—

কাঁকালে ঝিঝির শিরে সোনার টোপর।

বন্ধ করে তেহেরি জিঞ্জিরে বান্ধে কটী।

গোরক্ষবিজয়ে জিঞ্জলি—কামের গলাতে দেহ লোহার জিঞ্জলি।

সোনার জিঞ্জির দিল, কানে দিল সোনা।—ঘনরাম।

গলাতে কুঠার বান্ধি—৫৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কোটালের প্রতি ফুল্লরার বিনয় (৩১৩—৩১৪ পৃষ্ঠা)

৩১৩ পৃষ্ঠা

সতেশ্বরি মাল—যে মালায় বা হারে একশত ছালা বা নরী আছে। প্রঃ—

বেশর-খচিত শতেশ্বরী পহিরল।—বিদ্যাপতি।

ছাঁগুআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সাতেসরী হার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বারেক—বার+এক=বারেক (বাংলা সন্ধি)।

আইয়াত—আয়ুষ্মতীর অর্থাৎ সধবার চিহ্ন—স্ত্রীলোকের আয়ু স্বামীর মৃত্যুতেই সহমরণে শেষ হইত বলিয়া আয়ুষ্মতী অর্থে সধবা হইয়াছিল। স° আয়তি, আয়ত্তি= স্বামীর স্নেহ, প্রভাব, বশিত্ব>সধবা অবস্থা।

আয়তিস্ তু স্ত্রিয়াং দৈর্ঘ্যে প্রভাবাগামিকালয়োঃ।

আয়ত্তিস্ তু স্ত্রিয়াং স্নেহে বশিত্বে বাসরে বলে॥—মেদিনী।

আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা এক গাছি।—ভারতচন্দ্র।

জন্মায়তি হয়ে বাছা জিয়া থাক সুখে।—শিবায়ন।

আশিষ দিলেক চণ্ডী বাড়ুক আয়ত।—মাণিক গাঙ্গুলি।

লাদিয়া—হিন্দী লাদনা=বোঝাই করা। আসা হি° ম° লাদ, ও° লদ, ই° load ; সুতরাং কোনো এক সাধারণ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। স° লড ধাতু উৎক্ষেপণ>ভার চাপানো।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

তিন গোটা—তিনটা। স একটা>গোটা। তৃ° ওকটি>গোটা।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। প্রাচীন বাংলায় বহুরূপে এই শব্দ ব্যবহৃত হইত। এখন গোটা স্থানে টা মাত্র ব্যবহার হয়। প্রঃ—

এড়িলেক গাছ গোটা করিয়া হুঙ্কার।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

পাখী গোটেক দেখিয়া চেন না মারিমু।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

গোটা চারিক কথা যখন রাজাক শিখাইল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

অষ্টমা পূজার দিন পাঁটা গোঠে লয়।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

অত্যল্প-বয়স মম পুত্র চারি গুটি।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

অষ্ট গোটা বাহু তার চারি গোটা মুণ্ড।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

বাঁশাগুটি থইত তৃষ্ণে কলসা ভাতর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

না—বিতর্কে, জিজ্ঞাসায়।

লালিয়া—স ললং=লোলুপ, লালসাসক্ত, স লল ধাতু ইচ্ছা অর্থে। লুণ্ঠন করিয়া। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে লুণ্ঠন করিতেছ অর্থে লাড়সি আছে, লুণ্ঠন করিয়া=লুড়িআঁ। বৌদ্ধগানে লুড়িউ=লুট কর, লোড়িব=লুট করিব।

গড়িয়া—স° গড ধাতু ক্ষরণ, সেচন। ছিনাইয়া।

লেগু—স° নী, লা, লভ ধাতু হইতে বা ল ধাতু।

লা তু দানে স্যাদ গ্রহণেঽপি নিগদ্যতে।—মেদিনী।

বাংলা ল ধাতু প্রাচীন বাংলায় লে রূপও ধরিত। প্রঃ—

ওঢনি লেহ অঙ্গে।—গিরিধরের গীতগোবিন্দ।

আবেশে হিয়ার মাঝারে লেই।—বিদ্যাপতি।

বলে নাহি লেওত জীবন হামার।—বিদ্যাপতি।

কোলে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।—বিদ্যাপতি।

সব রস লেয়ল রসিক মুরারি।—বিদ্যাপতি।

বৌদ্ধগানে লাহু, লেহু, লোউ=লও। লেগু=লউক। অনুজ্ঞায় প্রাচীন বাংলায় ধাতুর শেষে উ লাগিত—করু, হউ, মরু, হকু, ইত্যাদি।

কুণ্ড—চিতার গর্ত্ত।

৩১৪ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

ডাকা—ডাকিয়া জানাইয়া অপহরণ ও লুণ্ঠন, ডাকাতি। প্রাচীন কাব্যে ডাকা।—

দুর্ভিক্ষ হইল রাজ্যে, হৈল ডাকা চুরি।—কাশীরাম দাস।

সভা মাঝে দিয়া ডাকা প্রাণ করে চুরি।—গোবিন্দচন্দ্রের গান।

নিত্য ডাকা চুরি হৈলে নগরে না বৈসে।—গোরক্ষবিজয়।

যায় অন্তরীক্ষেতে অঙ্গদ ডাকা-বুকা।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ডাকা চুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

ফুল্লরার স্বামীপ্রীতি ও স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা তার চরিত্রকে বড় উন্নত মধুর করিয়াছে; তার প্রত্যেক বাক্য করুণরসে অভিষিক্ত।

ফুল্লরাকে কোটালের সান্ত্বনা ও কালকেতুকে লইয়া রাজসমীপে গমন (৩১৫—৩১৬ পৃষ্ঠা)

৩১৫ পৃষ্ঠা

শতন্তর—স° স্বতন্ত্র=স্বাধীন, স্বপ্রধান। প্রঃ—

কিবা চায় কোটাল হয়েছে স্বতন্তর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

সামী তুরুবার মোর নহোঁ সতন্তর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

রোহিণী কিঙ্কর হল নৃপবর

স্বতন্তর মহাশূর।—ঘনরাম।

নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা।—ভারতচন্দ্র।

পাঠক সিংহ—যে শাস্ত্রপাঠ করিয়া শোনায় সে পাঠক; সিংহ শব্দ শ্রেষ্ঠত্ব-বাচক।

ডাহিন বামে শোভে শত শত ভাট।

বেতাল সিংহ আদি পঢ়ে স্তবপাঠ॥—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

ইতিহাস—পুরাণ প্রভৃতি।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে নারদ ঋষি আপনার শিক্ষার পরিচয় দিবার সময় বলিতেছেন—"আমি তিন বেদ, চতুর্থ অথর্ব্বন, পঞ্চমত ইতিহাস-পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছি।"—৭।১।২।

সভায় বিদুর—কুরুসভায় বিদুরের ন্যায় ধার্ম্মিক উচিতবক্তা ন্যায়বান্। স° বিদ্ ধাতু (জানা) + উর (শীলার্থে) = বিদুর = যাহার জানাই স্বভাব, জ্ঞানী, পণ্ডিত।

৩১৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

বাঘহাতা—বাঘের থাবার সদৃশ হাতকড়ি।

ডাড়ুকা—স° দণ্ডিকা, দণ্ডবেষ্টিকা = পদবন্ধনার্থ দণ্ডবেষ্টন, পায়ের বেড়ি।

দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

হস্তীর দারুকা দিলে কাটিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কোমরেত তোপ দিল পাএত ডাড়ুকা।—শূন্যপুরাণ।

৩১৬ পৃষ্ঠা

আঠার—স° অষ্টাদশ > প্রা° আটাড় > বা° আঠার।

ভাগিনা—স° ভাগিনেয় = ভগিনীর পুত্র। প্রঃ—

গৌরী দেখি বলে আইস গুণের ভাগিনা।—শিবায়ন।

ভাগিনা তোহ্মাক জাণী
আহ্মে তোর মাউলানী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

রাহুত—২৮৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য। প্রঃ—

রাহুত মাহুত সাজাইল হাতী ঘোড়া।—কৃত্তিবাস।

কলিঙ্গ-নৃপতির সহিত কালকেতুর কথোপকথন
(৩১৬—৩১৮ পৃষ্ঠা)

৩১৬ পৃষ্ঠা

মল্লার রাগ—বর্ষণের সময় গেয়।

চিন—স° চিহ্ন > প্রা° চিন্ন > বা° চিন। চি° চিন্‌হা।

অনবের—?

গুজুরাটে বসতি ইত্যাদি—কালকেতুর দ্ব্যর্থ উত্তর আদর্শ করিয়া ভারতচন্দ্র সুন্দরকে দিয়া দ্ব্যর্থ উত্তর দেওয়াইয়াছিলেন মনে হয়। গুজুরাটের উল্লেখ ধর্ম্মপূজাবিধানে, মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে আছে।

পালী—পাইলি।

ছুঁতে—সং ছুপ্ ধাতু স্পর্শে। সং স্পৃশ>প্রাং ছিব>বাং ছুঁ। প্রঃ—

ছোঁবার থাকুক কায না হেরি রমণী॥
যাত্রাকালে ছুঁলে নারী পড়িবে প্রমাদ।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

জুয়ায়—সং যুজ ধাতু হইতে। যোগ্য হয়। প্রঃ—

ঐ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না যুয়ায়।—চৈতন্যচরিতামৃত।
নিশাও প্রহর দেড় দুইও বা হয়।
ইহাতে কি আর পাক করিতে যুয়ায়॥—চৈতন্যভাগবত।
এবেঁ মথুরার হাট জাইতেঁ জুআএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ভাঁতি—সং ভাতি=দীপ্তি>প্রকার। ওং ভন্তি, হিং মং ভাঁতি। প্রঃ—

চিত্র কৈল নানা ভাঁতি।—শূন্যপুরাণ।
নানা পক্ষী জলচর গড়ে নানা ভাঁতি।—ভারতচন্দ্র।
লোহিত লোচন পঙ্কজ-ভাঁতি।—বিদ্যাপতি।

ভারি—দায়ী, ভারপ্রাপ্ত। গৌরব। তুঃ—

তব ভারি-ভুরি ভাঙ্গিব মুরারি।—চণ্ডীদাস।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি।—চৈতন্যচরিতামৃত।

পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে। প্র,—

এক কথা মায়ে যদি দিল পাতিয়ান।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ডরায়—সং দর (=ভয়)>ডর। ডরায=ভয় পায। প্রঃ—

দৈবকীনন্দন কাহ্নু কাহো না ডরাঅ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বৌদ্ধগান ও দোহা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন সকল কাব্যে ডর শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়।

কালকেতুর কারাদণ্ড (৩১৮—৩১৯ পৃষ্ঠা)

৩১৮ পৃষ্ঠা

থুতে—সং স্থাপি>বাং থু ধাতু। প্রঃ—

বাঁশীগুটি থুইহ তোহ্মে কলসে ভীতর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
পসার নাম্বাঞা থোহ ডহরার মাঝে।—ঐ
রূপা থোই মহিকে ঠাবী।—বৌদ্ধগান।

পোতামাঝি—পোতের মাঝির সদৃশ বলবান্ প্রহরী ও রক্ষী (?)। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে কারাগৃহ অর্থে পোতাঘর আছে—

মেরে ধেরে পোতাঘর প্রবেশ করায়।

শয়া—স° সপাদ > সওয়া = এক চতুর্থাংশ সহিত এক। প্রঃ—

এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

দুপর—স° দ্বিপ্রহর > দুপর। প্রঃ—

বাধে দুপহর বেলে কদমের তলে
বলেঁ খাইলেঁা তোর দহী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ঠিক দুপুর ভাড়ুযা গম করিযা গেল মেলা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

শ্যামের বাঁশাটি দুপুরে ডাকাতি
সরবস হরি নৈল।—চণ্ডীদাস।

যাতায়াতে গত দিবা যে কালে দুপর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

অত পাষী—?

ভাই ভাই—এই সম্বোধনে কালকেতুর চরিত্রের মহত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, সে রাজা হইয়াও অহঙ্কৃত হয় নাই।

উশারিযা—স° উৎসারণ, হি উসারনা = সরানো, দূর করা, তফাৎ করা। তুঃ—ওসার।

যেতটুকি—স এতাবৎ > হি এত্তা স ঈষৎ > হি এৎনা, ও এত্তে, ম এবঢা। স এতৎ > এত। স স্তোক > টুক, টুকু, টুকি। স° টুন্টুক, ত্রুটি—

ত্রুটিঃ স্ত্রী সংশয়ে স্বল্পে সূক্ষ্মেলা কালমানযোঃ।—মেদিনী।

ও টিকিএ, টিকে, হি টুকসা।

হাডী—স° হডি, হডিকাষ্ঠ > ও হবিকাঠ অ = যূপকাষ্ঠ।

ঊর্দ্ধমুণ্ডা—ঊর্দ্ধমুখ যার। মুখ > মুণ্ড, মুণ্ড হয় বহুব্রীহি-সমাসে ও বিভক্তি-যোগে।

পদ্মবনে পদ্ম করে পোড়ামুণ্ডে কাক।—মাণিক গাঙ্গুলি।

তুঃ—মুণ্ডে আগুন।

তুষধুণ্ডা—তুষধূম। ধূম > ধুঁয়া—

ধুঁযার ছলনা করি কাঁদি।—চণ্ডীদাস।

চাল—স° শালা, তা° চালা > বা° চালা, স চাল। প্রঃ—

বিবিধ পতাকা উড়ে চালের উপর।—কৃত্তিবাস, অযোধ্যাকাণ্ড।

ঘর হইল চাল হইল কামিনা বাথিল পাছ ভর।—শূন্যপুরাণ।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন-বাবু—স° চল ধাতু বিস্তার হইতে চাল—যাহা ঘরের উপর বিস্তৃত হয়—নিষ্পাদন করিয়াছেন।

সাঙ্গা—স° শঙ্কু>বা° সাঙ্গ, ম° সাঙ্গ, ও° সাঙ্গি। ঢাকায় চাঙ্গ, অস° চাং। একজনের বহন-অশক্য ভার বহনের বাঁক—বহনীয় ভার দণ্ডের মধ্যস্থানে ঝুলাইয়া দণ্ডের দুই প্রান্তে দুজন বা ততোধিক ব্যক্তি উহা বহন করে। প্রঃ—

সাঁগী দিয়া তুলে লয়ে শালঘরে ফেলে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী।—চৈতন্যচরিতামৃত।

চাঙ্গে চড়াইল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

বিপরীত বেশ তার হাতে লোহার সাঙ্গ।

—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল।

বড় বড় সাঙ্গি দিয়া হনুমানে বান্ধে।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।

বাইশ মোন পাষাণ নেও সাইঙ্গ করিয়া।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

চাপান—স° চপ ধাতু চূর্ণ করা; ধ্বংস করা>পেষণ, ভারার্পণ।

কালকেতুর খেদ (৩২০—৩২১ পৃষ্ঠা)

৩২০ পৃষ্ঠা

মাথা খায়্যা—তুঃ—

লুটাঞা বুলহ কেনে মায়ের মাথা খাঞা।—চৈতন্যমঙ্গল।

নিদান দারুণ দিব্য দিলা দেবরায়।

আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খায়॥—শিবায়ন।

বৈলা—বলিলে।

অনুত্তর—ন (না)+উত্তর (উত্তম)=রূঢ়।

শে—স° স্বিৎ>সিন, সেন, সি, সে। হি° হি>সি>সে=নিশ্চয়।

যে কানুর গুণে হিয়া জরজর সে কানু সে দিল শোক।

—বিদ্যাপতি।

মনের ভরমে রতন হারানু বিধি সে লাগিল বাদে।—চণ্ডীদাস।

কাত্যায়নী—কাত্যায়ন-কুলের দেবতা, বা কাত্যায়ন ঋষির দ্বারা প্রথম পূজিতা দেবী অর্দ্ধবৃদ্ধা কাষায়বসনা বিধবা। পরে দুর্গার এক নাম। মহিষাসুরের বধের জন্য হিমাদ্রিস্থ কাত্যায়নাশ্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব দেহ হইতে ইঁহাকে

সৃজন করেন; আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে ইনি উদ্ভূতা ও শুক্লা সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীতে পূজিতা হন এবং দশমীতে মহিষাসুরকে বিনাশ করেন।—কাত্যায়নীতন্ত্র।

কাত্যায়নী ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ভগিনী (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব ১৭৮ অধ্যায়)। ক শব্দে ব্রহ্মা ও শিব, ইঁহাদিগকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া দেবীর নাম হয় কাত্যায়নী (দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়)। কাত্যায়নী দ্বাপরে কার্ত্তিকেয়-কোপ হইতে প্রাদুর্ভূতা হন (স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ৭, নাগরখণ্ড ১২০—১২১, ১৪৯।৮ অধ্যায়)। কালিকাপুরাণ ৬০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চৌতিসা (৩২১—৩২৮ পৃষ্ঠা)

৩২১ পৃষ্ঠা

কালী—চণ্ডবধের সময় উৎপন্না দেবী (মার্কণ্ডেয় পুরাণ), দক্ষযজ্ঞে যাইবার সময় সতী এই মূর্ত্তি ধারণ করেন (শিবপুরাণ), কালস্বরূপ শিবের শক্তি কালী। স্ত্রীবধ্য দারুকাসুরকে বধ করিবার জন্য জগতের কারণ দেবী মহাদেবের দেহে প্রবেশ করিয়া শিবের কণ্ঠবিষে নিজের শরীর নির্ম্মাণ করেন, এবং কালকণ্ঠী কালীরূপে উৎপন্ন হন (লিঙ্গপুরাণ পূর্ব্বভাগ ১০৬ অধ্যায়)। যোগিনীগণের প্রধানা কালী (স্কন্দপুরাণ আবন্ত্যখণ্ডে অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য ৬৪।৬)। কালিকা মাতৃকাগণের অন্যতমা, প্রজ্বালজ্বলনাকারা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা নরমালাবিভূষণা কপালকর্ত্রিকাহস্তা (স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্যখণ্ড, চতুরশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্য ৮২।৩৩,৩৪)। কালী দুর্গা ও উমা ভিন্ন, কারণ উমার বিবাহে কালী মাতৃকাগণের পশ্চাতে পশ্চাতে বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিলেন (কুমারসম্ভব ৭।৩৯)। পরে উমা কালী ও দুর্গা একই দেবীর বিভিন্ন নাম হয়।—শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, ১০, ১৭; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৪৩ অধ্যায়, স্কন্দপুরাণ কুমারিকাখণ্ড ২৯ অধ্যায়; কালিকাপুরাণ ৪৫, ৬০ অধ্যায়; মৎস্যপুরাণ ১৫৫ অধ্যায়; দেবীভাগবত ৫।২৩, ৯।২২; ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

কপালীনী—কপালিনী। শিব কপালী, তাঁর স্ত্রী দুর্গা কপালিনী।

কান্তা—সুন্দরী, মনোরমা, প্রিয়া।

কপোলকুন্তলা—কপোলে কুন্তল লম্বিত যাঁর। কপালকুণ্ডলা?

কালরাত্রী—কল্পান্ত রাত্রির তুল্যা যে দেবী দুরতিক্রমা—"কালরাত্রীব ভূতানাং সর্ব্বেষাং দুরতিক্রমা।"—

"সা দুর্গা শক্তিভিঃ সার্দ্ধং কাশীং রক্ষতি সর্ব্বতঃ।
তাঃ প্রযত্নেন সংপূজ্যাঃ কালরাত্রিমুখা নরৈঃ॥"
—স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড।

কঞ্জমুখি—স কং (জল)+জ (জন্ম)=কঞ্জ=পদ্ম। কঞ্জের ন্যায় মুখ যাঁর তিনি কঞ্জমুখী =পদ্মমুখী।

কলিকার—সং কলি=দ্বেষ, কলহ, যুদ্ধ, অথবা কলিকাল—

যদা সদানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম।
শোক-মোহৌ ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ॥—শ্রীমদ্‌ভাগবত।

কলি+কার (করে যে)=কলি-উৎপাদক।

৩২২ পৃষ্ঠা

গকুলরক্ষিণী—গোকুলে অসুরদিগের উপদ্রবের সময় কাত্যায়নী-ব্রত করিয়া গোপগণ নিরুপদ্রব হইয়াছিল।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভাগবত।

গোপকুলে অবতার—নন্দগোপকুলে জাতা।—মহাভারত।

গোরী—গৌরী। প্রঃ—

এত শুনি গোরী দুবাহু পসারি
বঁধুয়া করিল কোলে।—চণ্ডীদাস।

ঘোররূপা—যিনি সংহারার্থ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন।

ঘোরতপা—বিষম দারুণ তপ করিয়াছিলেন যিনি।

ঘোষণ ভূষণা—উচ্চ শব্দ ভূষণ যাঁর।

কাল ঘাম—কাল (মৃত্যুকাল)+ঘাম—মৃত্যুকালীন ঘর্ম্ম। সং ঘর্ম্ম, প্রা ঘম্ম, বা ঘাম, হিং ঘাম (=রৌদ্র)।

ঘোরা—ভয়ঙ্করী।

চল্লিশ—সং চত্বারিংশৎ>চল্লিশ।

ছিএে—সং ক্ষুদ্র>পালি চুল্ল>ছুল্ল>ছুয়া (=ছেলে—মালদহে), ছিয়ে=ছেলে, পুত্র। শাবক>ছুয়া>ছিয়ে।

৩২৩ পৃষ্ঠা

জয়কারী—জয়কর্ত্রী, জয়দাত্রী।

হাকার—সং হুঙ্কার বা হাহাকার শব্দজ।

জিউ—স° জীব। প্রঃ—

জঠব-অনলে যেন জিউ জ্বলে মোর।—শিবায়ন।

ঝোব ঝংকাব—স° ঝাট, ঝটি > প্রা ঝাড = ক্ষুদ্র সংহতশাখ বৃক্ষ (মেদিনী)। স° ঝট, জট ধাতু বাশীকবণে > ঝাড়, ঝোড = ক্ষুপ, ঝাঁকড়া গাছ। ঝোপ-ঝাড়।

ঝগড়াকে—ঝগড়াব জন্য। নিমিত্তার্থে বাংলায় কে প্রত্যয় হয়। তুঃ—

"বেলা যে পড়ে গেল জলকে চল।"—ববীন্দ্রনাথ।

স° ঝর, ঝঞ্ঝা > প্রা° ঝড় > ঝগড়া। হি° ঝক্কব = ঝড়, ঝক্কোড় = ঝড়বৃষ্টি। চট্টগ্রামে ঝড় = বৃষ্টি, মালদহে ঝড়ি = বৃষ্টি। সাদৃশ্যে ঝগড়া = কলহ। মাণিক গাঙ্গুলিব ধর্ম্মমঙ্গলে—ঝকড়।

ঝনঝনা—স° ঝঞ্ঝনা = বজ্র।

স্বন—শব্দ।

টানাটানি—স তন ধাতু বিস্তাবে। টানেব বিরুদ্ধে টান = টানাটানি।

টঙ্কব—স° টঙ্ক = খড়্গ, দৃঢ়। টক্কব, ঠোক্কব।

৩২৪ পৃষ্ঠা

ঠাটা—বা ঠাঠা = বজ্র, বা টেঁঠা = বর্শা, বল্লম; বা° ঠাট = সৈন্যদল।

ডাকিনী—দুর্গাব প্রধানা সহচবী, ৬৮ যোগিনীব অন্যতমা।—বৃহন্নন্দিকেশ্বব পুবাণ

ডম্বব-রূপিণী—ডমরু রূপিণী। ডম্বব = কুমাবেব অনুচর।

ডমুরু-মধ্যমা—ডমরুব ন্যায় মধ্য বা কটিদেশ যাব।

ডিণ্ডিম—ঢোল। ডিম ডিম শব্দ কবে বলিয়া নাম।

ডাকাতি—স° ড ধাতু শব্দে। পালি ডঙ্কাব (= হুঙ্কাব) > বা ডাক, ডাকা ডাক দিয়া জানাইয়া শুনাইয়া যে অপহবণ ও লুণ্ঠন তাহা ডাকাতি।

লোহি—? নাহি ?

ঢঙ্গ—স° দম্ভস্ত কৈতবে।—মেদিনী। দম্ভ > ঢঙ্গ = শঠ।

ঢোক—স° ঢৌক = গমন কবা। ঢোক = অন্তঃপ্রবেশ, গলাধঃকবণ।

নীঞা—নিয়া, লইয়া? অথবা ঢোকনীঞা = গোপনকাবক?

খেদে—স° খিদ ধাতু সন্তাপে > বা° খেদ ধাতু তাড়নে।

তপনী—গোদাববী নদী।

তপীত—স° তপ্ত, তাপিত।

থবহরি—প্রা° থরহরিঅ = ভয়ে কম্প। প্রঃ—

দেখি ধর্ম্মব আমিনি সাত পাঁচ মনে মানি

ডবএ জম কাঁপএ থবথর।—শূন্যপুবাণ।

সঙ্গে ননদিনী ছিল সকল দেখিয়া গেল
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ।—জ্ঞানদাস।

৩২৫ পৃষ্ঠা

ধিষণা—(সং) বুদ্ধি।

ধারণা—চিত্তসংযম, ব্রহ্মে চিত্ত অভিনিবেশ।—

স তু অদ্বিতীয়বস্তুনি অন্তরেন্দ্রিয়ধারণম্।—বেদান্তসার।

তস্মাৎ সমস্তশক্তীনাম্ আধারে তত্র চেতসঃ।

কুর্ব্বীত সংস্থিতং সা তু বিজ্ঞেয়া শুদ্ধধারণা॥—বিষ্ণুপুরাণ।

ধারণাবতী = সংযমময়ী।

৩২৫ পৃষ্ঠার ফুটনোট

ধরণী ধ'রলে—মধুকৈটভ বধের সময়ে মহামায়া যোগনিদ্রা পাতালগত ধরণীকে সমুদ্রগর্ভ হইতে তুলিয়া বিষ্ণুকে যুদ্ধ করিবার স্থল দিয়াছিলেন ও টলটলায়মানা ধরণীকে তিনি ধারণ করিয়া ছিলেন।—কালিকাপুরাণ, ৬১ অধ্যায়।

ব্রতধর—হিমালয় (?)।

নিধু-নিদ্রা—?

কুণ্ডলে বসতি—কুলকুণ্ডলিনী, কুণ্ডলিনী শক্তি, জীবের শ্বাসপ্রশ্বাসরূপিণী শক্তি।

নিল-পতাকীনা—নীলপতাকিনী = নীলপতাকাধারিণী। তন্ত্ররাজ তন্ত্রে নীলপতাকিনা দ্বাদশ নিত্যাদেবীর অন্যতমা; তান্ত্রিক অভিষেকে দুর্গাকে নীলপতাকিনী বলা হইয়াছে। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে দুর্গার হস্তধৃত বস্তুর তালিকার মধ্যে পাওয়া যায়—ধ্বজং ডমরুকং পাশম্। দুর্গার সঙ্গে নীলের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায় -(১) শিব নীললোহিত, নীলকণ্ঠ, (২) দুর্গার দশমহাবিদ্যা রূপের দ্বিতীয়া তারার নাম নীলসরস্বতী, (৩) নীলগণেশ অন্যতম গণপতি, (৪) নীলকুন্তলা দুর্গার সখী (বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, মধ্যখণ্ড, ৪ অধ্যায়). (৫) নীলগঙ্গা হরিদ্বারের চণ্ডীপর্ব্বতের তলবাহিনী গঙ্গাধারা, (৬) নীলতন্ত্র দুর্গার বিশেষ পূজাপদ্ধতি, (৭) নীলব্রত শৈবব্রত, (৮) রামচন্দ্র নীলোৎপল দিয়া দুর্গাকে প্রসন্ন করেন, (৯) নীলকণ্ঠ পাখী বিজয়াদশমীতে দর্শনীয়।

নিগম-নিগুঢ়া—নিগম-নিগূঢ়া—নিগমে (শাস্ত্রে) যাঁর মহিমা নিগূঢ় (গুপ্ত, গভীর, রহস্যাবৃত)।

হয়—হয়ো, হইও, হও।

৩২৬ পৃষ্ঠা

ফার—স° স্ফুট > ফুট, ফোট, ফার। স° স্ফার > ফার = ছিদ্র। প্রঃ—

জগদ্দল পাথর বিন্দিয়া কৈল ফার।

দুফার হৈল শিলা কালীর কৃপায় ॥—মাণিক গাঙ্গুলি

এক শরে বিঁধে যদি করে দিস ফার।—ঘনরাম।

হই—হইয়া।

নলে—স° নল = পদ্ম।

ভদ্রকালী—দক্ষযজ্ঞ নাশের সময় দেবীক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া ইনি বীরভদ্রের সহিত দক্ষযজ্ঞ নাশ করেন। পরে এই মূর্ত্তিতে দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন—কালিকাপুরাণ, ৫৯ অধ্যায়। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের সময় ক্রুদ্ধা সতীর নাসাগ্র হইতে ভ্রূকুটিবক্ত্রা এক স্ত্রী উৎপন্ন হয়; ঐ স্ত্রীর চারিটি দাঁত, তিনটি লোচন, সে গোধা এবং অঙ্গুলীত্রয় বন্ধন করিয়াছে, তাহার মেখলা কবচবদ্ধ, তাহার হস্তে খড়্গ তূণ ধনু ও পতাকা বিরাজিত, তাহার বদন সহস্রসংখ্যক, ভুজ একশত, এবং চরণ ও উদর সহস্র, সে প্রতিকূল পদবিন্যাসে ধরা কম্পিত করিতে লাগিল; তাহাকে তমোময়ী দেখিয়া দেবী সতী তাহার নাম রাখিলেন ভদ্রকালী ও মায়া। শঙ্করের সৃষ্ট বীরভদ্র এই ভদ্রকালীকে সঙ্গে করিয়া দেবতাগণের সহিত দক্ষকে ও তাহার যজ্ঞকে বিধ্বস্ত করেন।—স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্যখণ্ড, চতুরশীতিলিঙ্গ-মাহাত্ম্য, ৮২ অধ্যায়।

যিনি সর্ব্বসময়ে, মৃত্যুকালে, ও মৃত্যুর শেষেও ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন তিনি ভদ্রকালী।—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

ভূতমতি—ভূত (পঞ্চভূত, জীব, পিশাচ) + মতি (ইচ্ছা) = যাঁর ইচ্ছায় ভূতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়।

ভামার—স° ভ্রামরী = পার্ব্বতী, দুর্গা। মহাসুরকে ছলনা করিতে পার্ব্বতী ভ্রমররূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

ভ্রামরী চ মাং লোকে সদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

মহেন্দ্র-মোহীতা = মহেন্দ্র-মহিতা = মহেন্দ্র কর্ত্তৃক পূজিতা।

৩২৬ পৃষ্ঠার ফুটনোট

ফারক—আ° ফারীগ্ = নিষ্কৃতি, খোলশা।

মধুকৈটভনাশিনী—মধুকৈটভ নাশের সময় মহামায়া আদ্যাশক্তি বিষ্ণুকে সাহায্য করেন।—কালিকাপুরাণ, ৬১ অধ্যায়।

মহেশের অর্দ্ধতনু—অর্দ্ধতনু হইবার বিবরণ শিবঠাকুরের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

মধুপুরে কৈলে মধুবংশের মাননা—?

৩২৭ পৃষ্ঠা

যজ্ঞযুশা = যজ্ঞযুষা = যিনি যজ্ঞ (দক্ষ-যজ্ঞ) বধ বা পণ্ড করেন।

যশোদানন্দিনী—মহামায়া একানংশা, যাঁর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে পরিবর্ত্তন করা হয়।—
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভাগবত, ভবিষ্যপুরাণ, হরিবংশ, ইত্যাদি।

বঙ্কু—মৃগ। তুঃ—পরিণতরঙ্কুরোমপাণ্ডু।—কাদম্বরী।

বহুত—সং প্রভূত > প্রাং বহুঅ, বহুত্ত; পালি পহুত, হি বহুত। স বহুতর > (র
লোপে) বহুত। বহু + ত পাদপূরণে।

বহুত মিনতি করি তোয়।—বিদ্যাপতি।

বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব।—চৈতন্যচরিতামৃত।

রঙ্কিনী—ক্রীড়াশালা, লীলাময়ী। বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী।

রক্ষিণী—রক্ষণকর্ত্রী।

গারী—স অগার, আগার বা গোবর শব্দজ।

লাপা—স লপ ধাতু কথা বলা। লাপা = বাচাল।

কৈল—কবিল।

শাকম্ভরী—(১) শক জাতির দেবতা, (২) কৃষিজীবীদের দেবতা যিনি শাক (উদ্ভিজ্জ)
ভরণ করেন, (৩) যিনি শতবার্ষিকা অনাবৃষ্টির সময় শাক রূপে জীব রক্ষা করেন।
—দেবীভাগবত ৭।২৮।

৩২৮ পৃষ্ঠা

ষড়্গুণধারিণী—দণ্ডনীতিনির্দ্দিষ্ট সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ আশ্রয় ষড়্গুণ যাঁর
আশ্রিত, অথবা সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ ও সৎ চিৎ আনন্দ তিন স্বরূপ যাঁর।

ষড়ঙ্গরূপিণী—শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ—বিদ্যার এই ছয় অঙ্গ যাঁর রূপ।

ষষ্ঠিরূপা—ষষ্ঠীরূপা। আদ্যাশক্তি পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী ও ষষ্ঠী
রূপ ধারণ করেন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। ষষ্ঠী = দুর্গা।—মেদিনী।

যোড়া = যোঢ়া = ছয় প্রকার। ছয় প্রকার বিধিতে শরীরে মন্ত্র বিন্যাস করিয়া দুর্গা-পূজা
করিতে হয়।—তন্ত্রসার।

ষট—শঠ।

ষড়্বরষা—ষড়্রসা। ছয় প্রকার রস যিনি—

মধুরো লবণস্ তিক্তঃ কষায়োঽম্লঃ কটুস্ তথা।—রাজনির্ঘণ্ট।

ষড়্বর্গধাবিণী—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য ছয় বর্গ যিনি ধাবণ করিয়া আছেন।

হরি হর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল—

রুদ্ররূপেন সংহর্ত্তা বিশ্বানাম্ অপি নিত্যশঃ।
ভক্তানাং পালকো যো হি হবিস তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

রুদ্ররূপে যিনি বিশ্বকে হবণ কবেন তিনি হবি। যিনি সৃষ্টি হবণ করেন তিনি হব। যিনি স্বর্ণময় পদ্মের গর্ভে জন্মলাভ কবিযাছিলেন তিনি হিবণ্যগর্ভ ব্রহ্মা—

হিবণ্যবর্ণম অভবৎ তদ্ দণ্ডম উদকেশযম।
তত্র জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুব্ ইতি বিশ্রুতঃ॥—দেবীপুবাণ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদ্যাশক্তি হইতে উৎপন্ন হন—

বিষ্ণুঃ শবীবগ্রহণম অহম (বহ্মা) ঈশান এব চ।
কাবিতাস তে যতো হতস্ ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥

—মার্কণ্ডেয়পুবাণ, দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী, মধুকৈটভ-বধ-প্রকবণ, ৮৩, ৮৪ শ্লোক।

সর্ব্বমন্ত্রময়ী ত্বং হি ব্রহ্মাদ্যাস ৎব (দুর্গা) সমদ্ভবাঃ।—কাশীখণ্ড।
সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বেষাং জননী পবা।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণ, গণেশখণ্ড, ৭৩ অধ্যায়।

হেলে—অবলীলাক্রমে। সং হেড্ (ঘৃণা কবা) + অ (ভাবে) + আপ।

ক্ষ্ণীব—ক্ষৌণীব = পৃথিবীব। ক্ষব (খনন) বা ক্ষু (শব্দ কবা) + নি = ক্ষৌণী।

ক্ষুধব—ক্ষুধা? ক্ষুব্ধ?

শিববাম—কবিকঙ্কণেব জ্যেষ্ঠ পুত্র।

বাংলা বর্ণমালাব ৩৪ ব্যঞ্জনবণ ক্রমান্বযে আদিতে আছে এমন শব্দবিন্যাসেব দ্বারা স্তুতিকে চৌতিশা বলে। মন্ত্র অক্ষবময়, দেবতা মন্ত্রবশ, তন্ত্রে এক এক অক্ষবেব বিশেষ বিশেষ দেবতাকে বশ কবিবাব শক্তিব উল্লেখ আছে। কোন্ অক্ষবে কেমন গুণ ধবে তাহা বলা কঠিন, সকলেব জানা না থাকাবই কথা; অতএব লাগাইয়া দাও ক্রমান্বয়ে সব কয়টা, যেটা লাগে ভালো, না লাগে ক্ষতি নাই।

চৌতিশা স্তুতির মূল আদশ পুবাণে। বৃহদ্ধর্ম্মপুবাণে (মধ্যখণ্ড, ২০ অধ্যায়) ভগীরথকৃত গঙ্গাব স্তবে অকাবাদিক্রমে শব্দবিন্যাস না থাকিলেও একই অক্ষর আদিতে আছে এমন বহু শব্দ একত্র গ্রন্থন কবা হইয়াছে। শিবপুবাণে (জ্ঞান-সংহিতা, ৩য় অধ্যায়) মহাদেবের শব্দময় রূপেব স্তব কবিয়া অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত অক্ষর ক্রমে ক্রমে শিব-অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙালী কবিদের কাব্যে বারমাস্তা দেওয়ার মতন চৌতিশা দেওয়াও একটা দস্তুর হইয়া পড়িয়াছিল। এইসব চৌতিশা স্তুতি অনেক সময় ছেলেমানুষী হইয়া দাঁড়াইত, তার মধ্যে রচনাপারিপাট্য কিছুমাত্র থাকিত না।

শ্রীচাঁদ দাস নামে এক কবির কেবলমাত্র "কালকেতুর চৌতিশা" পাওয়া গিয়াছে। তার বিবরণ ১৩১৬ সালের সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় আছে।

কবিকঙ্কণ কালকেতুকে দিয়া চণ্ডীর চৌতিশা স্তুতি করাইবার উপলক্ষে বার বার কৃষ্ণের ও বিষ্ণুর সঙ্গে চণ্ডীর সম্পর্কের উল্লেখ করাইয়াছেন। ইহা বোধ হয় কবিকঙ্কণের বৈষ্ণব পক্ষপাতের ফল।

কালকেতুর বন্ধন মোচন (৩২৯ পৃষ্ঠা)

নাচাড়ি—সং নৃত্য > প্রাং নচ্চ > নাচ। নাচ + ওয়ালী = নাচওয়ালী > নাচাড়ি = যে ছন্দ নৃত্যের তালে তালে পঠিত বা গীত হইতে পারে। ত্রিপদী ছন্দকে প্রাচীন কালে নাচাড়ি বলিত।

শ্রীরাগ—ছয় রাগের অন্যতম রাগ।

অভয়া—যাহার দ্বারা ভয়ের উৎপত্তি ও বিলয় হয়।

লজ্জাবতী—চণ্ডীর এই লজ্জাটুকু থাকাতেই প্রমাণ হয় যে তিনি জানিয়া বুঝিয়াই অপকর্ম করিতেছেন—নির্দোষ কালকেতুকে কেবা রাজ্য দিতে বলিয়াছিল, আর কেনই বা তাকে লাঞ্ছিত করা? কিন্তু চণ্ডী অপকর্মে এমন পাকা নন যে তিনি লজ্জা পাওয়ার বাহিরে যাইতে পারেন—ইহাই চণ্ডীচরিত্রের ঈষৎ প্রশংসার বিষয়।

আশ্বাশন—আশ্বাসন = আশ্বস্ত।

দুরাদৃষ্ট দোসে—চণ্ডী কালকেতুর দুরদৃষ্টের দোষের দোহাই দিয়া নিজের কৃতকর্মের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পশুবধ-হেতু কালকেতুর গুরুপাপের মূলাধারও ত চণ্ডীই।

ধবল ছাতি—রাজচিহ্ন। রাজছত্রের লক্ষণ এই—

> চান্দনো দণ্ড-কন্দো চেৎ, শুক্লে রজ্জু-বাসসী।
> ছত্রং মনোহরং রাজ্ঞাং স্বর্ণকুম্ভোপশোভিতম্॥
> শুক্লানি রজ্জু-বাসাংসি স্বর্ণকুম্ভস্তথোপরি।
> ইদং কনকদণ্ডাখ্যং ছত্রং সর্ব্বার্থসাধকম্॥
>
> —ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু।

কালিদাসের রঘুবংশে রাজার শ্বেত ছত্রচামরের উল্লেখ আছে—

অদেয়ম্ আসীৎ ত্রয়ম্ এব ভূপতেঃ—
শশিপ্রভং ছত্রম্ উভে চ চামরে ॥ ৩।১৬।

বাণভট্টের কাদম্বরীতে ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত ছত্র রাজচিহ্ন বলা হইয়াছে।

পালাইতে চাহে—কালকেতু চণ্ডীর আচরণ দেখিয়া তাঁর কথা আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

কলিঙ্গরাজার প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ
(৩৩০—৩৩১ পৃষ্ঠা)

৩৩০ পৃষ্ঠা

কাণ্ড—স কন্থা মৃন্ময়ভিত্তৌ প্রাবরণান্তরে।—মেদিনী। কাথ, মাটির দেয়াল।

কুলিতার ধনু— কুলিতা-কাঠের ধনু।

অগার—স° অগার = আগার = গৃহ। প্রঃ—

দোহাই রাজার, লুঠিল অগার,
ধরিয়া খাইল জাতি।—অন্নদামঙ্গল।

পোতা পাক্যগণ পোতনাবিক ও পায়িকগণ।

উরক—স উরগ = সীসক। সাসার গুলি যাতে ছাড়ে— বন্দুক।

বিলক —? বন্দুক।

ঠার—স ' স্থ ধাতু আচ্ছাদনে। চোখের পাতা আচ্ছাদন করিয়া ইঙ্গিত।

য়েক পোতামাঝীরে কিলায় তিনজনে—পোতামাঝি বেচারারা হুকুমের নফর, তাদের দোষ কি? কিন্তু চণ্ডী নিজের চরদের লেলাইয়া দিলেন তাদের কিলাইতে। কবিকঙ্কণের সময় ডিহিদারের পেয়াদারা যে অত্যাচার উৎপীড়ন করিত, কল্পনায় তাদের কিলাইয়া কবি ও শ্রোতারা একটু আনন্দ সম্ভোগ করিয়া লইলেন।

এই ব্যাপারের আদর্শ আছে শিবপুরাণে (ধর্ম্মসংহিতা, ৭ম অধ্যায়)। বাণরাজ অনিরুদ্ধকে কারারুদ্ধ করিলে অনিরুদ্ধ কালীর স্তব করেন; স্তবে তুষ্টা কালী কারাগারে উপস্থিত হইয়া কারারক্ষীদের—

গুর্ব্বীভির্ মুষ্টিভির্ ঘাতৈর্ দারয়ামাস পঞ্জরম্।
শরাংস্ তান্ ভস্মসাৎ কৃত্বা সর্পরূপান্ ভয়ানকান্ ॥

মোচয়িত্বানিকদ্ধস্তু ততশ্চান্তঃপুরং ততঃ।
প্রবেশয়িত্বা দুর্গা তু তত্রৈবাদর্শনং গতা ॥

ডাণ্ডা—স' দণ্ড>দাণ্ডা, ডাণ্ডা।

কর্পর—স° কর্পর, খর্পর =নরকপাল বা খড়্গ।

ধরাইয়া ছাতা—রাজা করিয়া।

রাম রাম শোঙরণে—রাম নামে দুঃস্বপ্ন দুর্বিপাক বিপদ্ নষ্ট হয়।—

দুঃস্বপ্নদর্শনে চৈব গ্রহপীড়াসু জৈমিনে ॥
ঔৎপাতিকে ভয়ে চৈব বহ্নি-রোগ-ভয়ে তথা।
রাম-নাম স্মরন্ মর্ত্ত্যো নাশুভং লভতে ক্বচিৎ॥
রাম-নাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাশুভনিবারণম্।
কামদং মোক্ষদং চৈব স্মর্ত্তব্যং সততং বুধৈঃ।

—পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ১৪শ অধ্যায়।

—·—

রাজার স্বপ্ন বিবরণ (৩৩১—৩৩২ পৃষ্ঠা)

৩৩২ পৃষ্ঠা

শঙ্খের কুণ্ডল—নাথপন্থী যোগদের ও তান্ত্রিক ভৈরবীর ভূষণ-চিহ্ন।

পরিধান রাঙ্গা লোহিত বসন—

কাষায়বস্ত্রধারিত্বং তদবৎ স্ত্রীক্রীড়নং তথা।
স্নেহ-পানাবগাহৌ চ রক্তমাল্যানুলেপনম্।
এবম্ আদীনি চান্যানি দুঃস্বপ্নানি বিনির্দ্দিশেৎ ॥

—মৎস্যপুরাণ, ২৪২ অধ্যায়।

আঁতড়ি—স অন্ত্র>আঁতড়ি।

কেশ কুশাঙ্গুরী—কুশাঙ্গুরী শুদ্ধ বৈদিক ঋত্বিকের চিহ্ন। কেশাঙ্গুরী অঘোরপন্থী ভৈরব কাপালিকের চিহ্ন।

হাড়ের চন্দনে—চন্দনকাষ্ঠের বদলে হাড় ঘষিয়া সেই পঙ্ক লেপন।

গর্দ্ধবে চাপায়্যা—গর্দ্দভ অসদ্‌যান ; তাতে চড়া অপমানজনক।

স্বপ্নে কি দেখিলে কি হয় তার ব্যাখ্যা—

খরোষ্ট্র-মহিষারূঢ়ো মৃত্যুস্তস্য ন সংশয়ঃ।
দেবতা যত্র নৃত্যন্তি গায়ন্তি চ হসন্তি চ ॥
আস্ফোটয়ন্তি ধাবন্তি তস্য দেশো বিনশ্যতি
রক্তাম্বরধরাং নারীং রক্তমাল্যানুলেপনাম।
উপগূহতি যঃ স্বপ্নে ব্যাধিস্তস্য বিনিশ্চিতম ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ৬৩-৮২।

মরণের প্রাক্‌কালে কংস এইরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পরশুরামের দুঃস্বপ্ন (৩৩ অধ্যায়), কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের দুঃস্বপ্ন (৩৪ অধ্যায়); দেবীপুরাণে ঘোর অসুরের দুঃস্বপ্ন (২২ অধ্যায়), এবং কালিকাপুরাণে (৮৭ অধ্যায়) ও মৎস্যপুরাণে (২১৬ অধ্যায়) স্বপ্নার্থ বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে বহু দুঃস্বপ্ন ও স্বপ্নদৃষ্ট নিমিত্তের অর্থ বহু স্থলে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

উড়মাল—ওড় ফুলের মালা। ওড্র > ওড় = জবাফুল। চীন দেশ হইতে ওড্রদেশে ও ওড্রদেশ হইতে বঙ্গে জবাফুল আসে।

শাবাড়ি—স॰ সর্ব্বান্ত > সাবাড় = শেষ, সমাপ্ত। অথবা পাবাড়ি—স॰ পর্ব্ব > পাবড়ি, পাবাড়ি = বাঁশের পাব।

৩৩২ পৃষ্ঠার ফুটনোট

আসা বাড়ি—আ॰ আসা = লাঠি, বাড়ি (ʼ) = আঘাত, যষ্টি।

পাত্র মিত্র সহ কলিঙ্গরাজার পরামর্শ

(৩৩৩—৩৩৪ পৃষ্ঠা)

৩৩৩ পৃষ্ঠা

গুজরী—বসন্ত রাগের রাগিণী গুর্জ্জরী—গুর্জ্জর দেশে গীত রাগিণী; পূর্ব্বাহ্নে গেয়

গান্ধারী—শ্রীরাগের রাগিণী—গান্ধার দেশে গীত রাগিণী, সায়াহ্নে গেয়।

আজুকার—সং অদ্য>প্রা° অজ্জ>আজ, আজি, আজু। সম্বন্ধে কার বিভক্তি।
প্রাচীন বাংলায় আজুক পদও প্রচলিত ছিল—

আজুক কৌতুক কহন না হোয়।—বিদ্যাপতি।

আজুক শয়নে ননদিনী সনে
শুতিয়া আছিনু সই।—চণ্ডীদাস।

শেষ নিসী—শেষ নিশিতে স্বপ্নে দেখা ঘটনা সত্যই ঘটে এই বিশ্বাস—

স্বপ্নস্তু প্রথমে যামে সংবৎসর-ফলপ্রদঃ।
দ্বিতীয়ে চাষ্টভির্ মাসৈস্ ত্রিভির্ মাসৈস্ তৃতীয়কে ॥
চতুর্থে চার্দ্ধমাসেন স্বপ্নঃ স্যাৎ তু ফলপ্রদঃ।
দশাহে ফলদঃ স্বপ্নো হ্যরুণোদয়দর্শনে ॥
প্রাতঃ স্বপ্নশ্চ ফলদস্ তৎক্ষণং যদি বোধিতঃ।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৭৭ অধ্যায়।

অরুণোদয়বেলায়াং দশাহেন ফলং ভবেৎ।
—মৎস্যপুরাণ ২৪২ অধ্যায়।

মাল্যো—মারিলে।

আহীড়িব—সং আভীর>হি° অহীর, সং আভীরী>হি° অহীরী। গোপ জাতি। প্রঃ—

ভুবাহু পসারি আসে আহিরী-অঙ্গনা।—যদুনাথ।
দেখি হাসে যতেক আহিরী।—কৃষ্ণানন্দ।

নাট—সং নষ্ট>নাট, নাট=বিশৃঙ্খলা। সং নাট=নৃত্য, অভিনয়। সং নট্ট=
দুর্জ্জন, ধূর্ত্ত। প্রঃ—

আনন্দে প্রতাপরুদ্র ছাড়ি রাজ্যপাট।
মিশ্রের ভবনে আসি নিত্য দেখে নাট ॥—গোবিন্দদাসের কড়চা।

এরূপে করিয়া হাট ঘরে গিয়া আর নাট
বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা।—ভারতচন্দ্র।

সব নাটের গুরু কালা।—চণ্ডীদাস।

আবেশ—আসক্তি, অনুরাগ। প্রঃ—

সে যে সুবদনী সুন্দরী রাই।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লই ॥—বিদ্যাপতি।

ছোড়ান—সং সৃ ধাতু অপসারণে>বা° ছাড়। হি° ছোড়না, ছোড়ান। ছোড়ান=
মুক্তি।

শগল্লাত—৫১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কলিঙ্গরাজ কর্ত্তৃক কালকেতুর সম্মান

(৩৩৪—৩৩৫ পৃষ্ঠা)

৩৩৪ পৃষ্ঠা

বন্দীঘর—কারাগারের সকল বন্দী। সং গৃহ > প্রা° ঘর।

মাগি—সং মৃগ ধাতু অন্বেষণ, সং মার্গণ = প্রার্থনা। প্রাচীন—বাং ও° মাঙ্গ, হিং মঙ্গ, মং মাগ।

বসাইলা—সং উপবিশ > বাং বস ধাতু।

৩৩৫ পৃষ্ঠা

ভূঞাগণ—সং ভূমি > ভূঞ, ভুঁই; সং ভৌমিক, ভূমিক, ভূমিজ > ভুঁইয়া, ভূঞা = ভূস্বামী, সামন্ত ভূস্বামী।

কালি—সং কল্য > প্রা কল্ল > ও° অস' বাং কালি, হিং মং কাল।

ভৃগুসুত—শুক্রাচার্য্য। অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য সুরাসুরযুদ্ধে হত অসুরদের পুনর্জীবিত করিবার ইচ্ছায় মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা লাভের জন্য মৃত্যুঞ্জয় শিবের তপস্যা করিতে যান। এই সুযোগ পাইয়া অমরেরা অসুরদের আক্রমণ করিলে সাধ্বী ভৃগুপত্নী পুত্রের অনুপস্থিতকালে অসুরদের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন। দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু শুক্রাচার্য্যের মাতার শিরশ্ছেদ করেন। তখন ভৃগু স্বীয় তপঃপ্রভাবে মৃত পত্নীকে সঞ্জীবিত করেন ও বিষ্ণুকে পৃথিবীতে মানুষ হইয়া অবতার হইবার শাপ দেন। শুক্রাচার্য্যের তপস্যাও এই সময় সম্পূর্ণ হইলে—

> তস্য তুষ্টেন দেবেন শঙ্করেণ দেবাত্মনা।
> মৃতসঞ্জীবনী নাম বিদ্যা দত্তা মহাপ্রভা॥
> তান্তু মাহেশ্বরীং বিদ্যাং মহেশ্বরমুখোদ্গতাম্।
> ভার্গবে সংস্থিতাং দৃষ্ট্বা যুযুধুঃ সর্ব্বদানবাঃ॥
>
> —মৎস্যপুরাণ, ২৪৯।৫-৬।

> তস্মাৎ সঞ্জীবনীং বিদ্যাং ভবান্ (ভার্গবঃ) জ্ঞাস্যতি তত্ত্বতঃ।
>
> —বামনপুরাণ, ৬২ অধ্যায়।

এই বিদ্যা শিখিবার জন্য সুরগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।—মহাভারত, ভাগবত।

দৈত্যদানবগণের গুরু সেই কবি দুঃসহ তুষধূম সহস্র বৎসর সেবন করিয়া মহাদেবের নিকট মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই অতি দুষ্কর বিদ্যা সুরগুরু বৃহস্পতিও জানেন না। শিব, কার্ত্তিকেয়, পার্ব্বতী এবং গজানন ব্যতীত এ বিদ্যা আর কেহই জানেন না।—স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, ১৬ অধ্যায়, বঙ্গবাসীর অনুবাদ। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ১৩, হরিবংশ এবং ব্রহ্মপুরাণ ৯৫ অধ্যায়েও এর বিবরণ আছে।

শুক্রোপাসিত মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র এই—ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং ভর্গো দেবস্য ধীমহি উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। হৌঁ ওঁ জুং সঃ ইত্যাদি।—তন্ত্রসার।

মৃত সৈন্যগণের প্রাণদান (৩৩৬—৩৩৭ পৃষ্ঠা)

৩৩৬ পৃষ্ঠা

ধানসী—ধানসী বা ধনশ্রী ছয় রাগের অন্যতম সঙ্গীত-দামোদরের মতে। মধ্যাহ্ন কালে গেয়। ধানসী আনন্দ-প্রকাশক সুর।

উষণা—উশনা = শুক্রাচার্য্য।

কুশপাণী = কুশপাণি।

উলটে—সং উল্লট।

কাছীয়া—কক্ষে লইয়া। ৫৮৫ পৃষ্ঠায় কাছিয়া দ্রষ্টব্য।

কচালে—স কচ ধাতু দীপনে। মার্জ্জনা করে, রগড়ায়। প্রঃ—

এক হাতে সখি কচালিয়া আঁখি
নয়ানে দেখিয়ে অরি।—চণ্ডীদাস।

কাঁচা—ফা° কুচক > কাঁচা, কচি, কুচো।

আনক্রি—স° অন্য > আন।

৩৩৭ পৃষ্ঠা

উদ্গারে—উদ্‌গারে, উদ্‌গার করে।

এইখানে চণ্ডীর মহিমা সুপ্রকাশিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যাঁর কৃপায় ব্যাধ রাজা হয়, যাঁর ইচ্ছায় বীর নির্ব্বীর্য্য হয়, রাজা বন্দী হয়, যাঁর চক্রান্তে দেবতাকে ব্যাধকুলে জন্মিতে হয়, যাঁর কৃপায় বন্ধন মোচন হয়, নষ্ট রাজ্য উদ্ধার হয়, এমন কি মরা পর্য্যন্ত বাঁচে, তাঁকে ভক্তিতে না হোক ভয়ে ও লোভে লোকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

গুজরাটে আনন্দোৎসব (৩৩৭—৩৩৮ পৃষ্ঠা)

৩৩৭ পৃষ্ঠা

শ্রীগৌরী—শ্রী রাগ, ও শ্রী রাগের অন্যতমা রাগিণী গৌরী। গৌরী রাগিণী সায়াহ্ন কালে গেয়।

৩৩৮ পৃষ্ঠা

খোল—অর্ব্বাচীন স° খোলক।

মন্দিরা—মন্দিরাকৃতি বলিয়া নাম। স° মঞ্জীর > মন্দিরা।

গায়ন মঙ্গল গায় গীত—গায়ক মঙ্গলজনক অথবা মঙ্গল নামে পরিচিত বিশেষ ধরণের ও সুরের দেবমহিমা-প্রকাশক গান গাহিল।

কাকে—স° কক্ষ > প্রা° কক্খ > কাক, কাখ, কাঁক, কাঁখ।

সম্ভ্রমে—সত্বর। সম্ভ্রমস্ত্বরা সংবেগ-সম্ভ্রমৌ।—অমর।

কালকেতুর প্রতি ভাড়ুদত্তের কপট বাক্য (৩৩৯—৩৪০ পৃষ্ঠা)

৩৩৯ পৃষ্ঠা

কাচকলা—কলা শব্দের সঙ্গে সমাসে কাঁচা শব্দ কাচ হয়।

কচু—স° কচু।

বচনেক—বচন + এক (বাংলার নিজস্ব সন্ধি)।

অপজান—অবজ্ঞা।

গো পথ—গোপথ = গোপত = গুপত = গুপ্ত। অথবা আছিলা গো পথ-বেশে (= পথিকবেশে)।

ক্ষাত = খ্যাত।

৩৪০ পৃষ্ঠা

দুপর—স° দ্বিপ্রহর > দুপহর, দুপর।

বহু—স° বধূ > বহূ, বহু।

উমাপদ-হীত চিতা—উমাপদ-হিত-চিত্ত = উমার পদে আহিত স্থাপিত চিত্ত যার।

ব্রাহ্মণ মহীধর—ব্রাহ্মণভূমির ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথ রায়।

৩৪০—৩৪১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

খোয়াল্যে—স° ক্ষয় শব্দজ।

করজ—আ° কর্জ্=ঋণ।

ফারক—আ° ফারিগ্=মুক্ত।

কুড়ায়্যা—স° কূল=রাশি>কুড়া ধাতু=খুঁটিয়া খুঁটিয়া সংগ্রহ করা। আ° কুল=সমস্ত>
কুড়া=সমস্ত সংগ্রহ।

নীচ হয়্যা—কবিকঙ্কণের সময় রাজপুত অপেক্ষা কায়স্থ সামাজিক মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিল
দেখা যাইতেছে।

খারিজ—(আ°) পরিত্যাগ, ছাড়ান।

কাহে—স° কথং>প্রা° কহং>হি° কাহে=কি কারণে।

কনক কমল নাহি কাহে মনোলোভা।—বিদ্যাপতি।

মসাতে—আ° মুসাওয়াৎ=Equation, evenness, ন্যায্য হিসাবে।

সদরে—আ° সদর। প্রধান অধিকারীর নিকটে।

উত্তরোল—উৎ+তরল=চঞ্চল; উচ্চরোল>উত্তরোল। প্রঃ—

কোলাহল হৈল উতুরোল।—শূন্যপুরাণ।

উপবনে অলি উতরোল।—চণ্ডীদাস।

মনে না মানেন সীতা হয়ে উতরোলী।—কৃত্তিবাস।

মুণ্ডায়্যা—মুণ্ডন করিয়া, নেড়া করিয়া। মাথার চুল মুণ্ডন করে সন্ন্যাসীরা; মুণ্ডন মানে civil death। সেই রীতি অনুসারে কারো মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া সমাজচ্যুতির চিহ্ন। মনু কায়দণ্ডের যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তার অন্যতম মস্তক-মুণ্ডন—

মূত্রেণ মৌণ্ড্যম্ ঋচ্ছেৎ তু ক্ষত্রিয়ো দণ্ডম্ এব বা।

গ্রীকরাজ সেলিউকস-নিকটর চন্দ্রগুপ্তের দরবারে মেগাস্থিনিসকে দূত পাঠান ৩০৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে। মেগাস্থিনিস সেই সময়কার ভারতবর্ষের বিবরণ যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই—"কেহ নিরতিশয় গর্হিত অপরাধ করিলে রাজা তাহার কেশ ছেদন করিতে আদেশ করেন—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ড।"—মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ ১১৭ পৃষ্ঠা শ্রীরজনীকান্ত গুহ দ্বারা অনুবাদিত।

অভক্ষে পুরিয়া তুণ্ড—?

দুই গালে দেহ কালি চুণ—এক গালে কালী ও অন্য গালে চুন দেওয়া অত্যন্ত অপমান।

শুক্রনীতিসারে (৪ অধ্যায়, ১ প্রকরণ) দণ্ডের বিবিধ বিধি আছে—

নির্ভৎর্সনং চাপমানো হ্যনশনং বন্ধনং তথা।
তাড়নং দ্রব্যহরণং পুরান্‌-নির্ব্বাসনাঙ্কনে॥
ব্যস্তক্ষৌরম্‌ অসদ্‌যানম্‌ অঙ্গচ্ছেদো বধস্‌ তথা।
যুদ্ধম্‌ এতে হ্যপায়াশ্চ দণ্ডস্যৈব প্রভেদকাঃ॥

অঙ্কন=চুনকালী দেওয়া।

প্রাচীন কালে বাংলায় এই শাস্তি বিশেষ প্রচলিত ছিল—

দাঁতে খড়, গলায় বড়, চুনকালী কপালে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ভাঁড়ুদত্তের অপমান (৩৪০—৩৪৩ পৃষ্ঠা)

৩৪০ পৃষ্ঠা

মল্লার—ছয় রাগের অন্যতম। বর্ষাকালে গেয়। এখানে মল্লার রাগ নির্দ্দেশ করায় ভাঁড়ুদত্তের অশ্রুবর্ষণ সূচনা করা হইতেছে।

চৌপদী—সাধারণ পয়ার ছন্দকে যে চৌপদী নাম কেন দেওয়া হইল বলা কঠিন। কবিকঙ্কণের ছন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান ভালো ছিল না; কতকগুলি নাম জানা ছিল, তাহাই স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করিতেন।

অনল জেন জলে—অনল যেন জ্বলে।

৩৪১ পৃষ্ঠা

কি করিতে পারী—তুই কি করিতে পারিস।

৩৪২ পৃষ্ঠা

মহাধন্দ—দ্বন্দ্ব > হি° ধান্দা, বা° ধন্ধ, ধন্দ।

ইনাম—ফা° ইনাম=পুরস্কার। ইনাম-বাড়ীতে=পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত বেষ্টিত স্থানে।

বাড়ি—বৃদ্ধি, সুদ।

সন—আ°।

বেড়াবাড়ি—স° বেষ্ট > প্রা° বেট্‌ঠ > বা° বেড়, হি° ও° বেঢ়, ম° বিঢ়। বেড়া=বেষ্টনী বাড়ি=আঘাত। বেষ্টন করিয়া আঘাত।

ভণীব—? ভণ্ডের ? ভণীর সন্তাপে—ভণ্ডকে সন্তাপ দিবাব জন্য ?

বোড়াধাব—স° ভুগ্ন (=বক্র, নত)>ভোঁতা, বোড়া। স° মুণ্ডিত>মুড়া। স° ব্রুড়>
প্রা° বুড্ড>বা° ও° হি° ম° বুড়=মজ্জন, ডুবা। বুড়>বোড়া=ডোবা,
ভগ্নধাব।

ভাড় ব ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ামূত—মনুব ব্যবস্থা—মূত্রেণ মৌণ্ড্যম্ ঋচ্ছেৎ তু।

ভিজায়—স° মৃদ, মিদ, মস্‌জ, মজ্জ ধাতু হইতে ভিজ আসিয়া থাকিবে। হি° ভীগা,
ভীজা, ম° ভিজকা।

আনাত—?

চড়বড়ি—স° চট ধাতু ছেদনে, বল ধাতু বধে।

ঠাই ঠাই অন্তব মাথায় বাথে চুলি—এই অপমানজনক দণ্ডকে শুক্রনীতিসার বলিয়াছে—
ব্যস্তক্ষৌরম্ (৪।১)। ইহাকে সংস্কৃতে পঞ্চচূড় বলে। পাণ্ডবদেব বনবাসকালে
জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে অপমান কবিলে ভীম জয়দ্রথকে পঞ্চচূড় কবিয়া ছাড়িয়া
দিয়াছিলেন—

এবম্ উক্ত্বা সটাস্ তস্য পঞ্চ চক্রে বৃকোদবঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন কিঞ্চিদ্ অব্রুবতস্ তদা॥

তখন সন্তুষ্টা দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন—

দাসো ঽয়ং মুচ্যতাং রাজন্ ত্বয়া পঞ্চসটঃ কৃতঃ।
—মহাভাবত, বনপর্ব্ব।

ধর্ম্মমঙ্গলে আছে যে বৃদ্ধ গৌড়েশ্বব যুবতী রাজকুমারী কানড়াকে বিবাহ করিবাব
প্রস্তাব লইয়া ভাট পাঠাইলে ক্রুদ্ধা রাজকুমাবী কানড়া গৌড়েশ্ববেব ভাটকে পঞ্চচূড়
করিয়া দণ্ডিত কবেন—

লঘু ডেকে নাপিত কবায় পাঁচচুল্যা।
সহর-বাহিব কবে শিরে ঘোল ঢেল্যা॥
পাঁচচুলা করিয়া মাথায় ঢালে ঘোল।
বাজার-বাহির করে বাজাইয়া ঢোল॥—মাণিক গাঙ্গুলিব ধর্ম্মমঙ্গল।
কানড়া বলেন ভাল থাক ভট্ট বেটা॥
আঁথিঠার দিতে দাসী দিলে ঘাড়কাতা।
ভিজায়ে ঘুড়ীর মুতে মুড়াইল মাথা॥
পাঁচচুলে করে দিল পেঁচ গোটা দশ।
মুখ বুক বেয়ে রক্ত পড়ে টশটশ॥
গলায় ওড়ের মালা মুখে চুনকালি।—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, ১৬ সর্গ।

ওড়মাল—বধ্য পশুর গলায় জবাফুলের মালা দেওয়া রীতি হইতে।

টিটকারী—স° ধিক্কার>টিটকার। অথবা মুখে টিটটিট শব্দ করিয়া নিন্দা প্রকাশ

প্রঃ—

দেখিয়া হাসয়ে যত ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
টিটকারি দিয়া নাচে দেই করতালি ॥—কাশীরাম দাস।
ছি ছি বলি কুম্ভকর্ণ দিল টিটকারি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

শিরে ঢালে ঘোল—মাথায় ঘোল ঢালিয়া দণ্ড দেওয়ার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় কেলীশীল জাতকে (Fausboll, Vol. II. English Translation, pp. 98-99)।

কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্ত যৌবনে বৃদ্ধ নরনারী বা পশুপক্ষী কিছুই দেখিতে পারিতেন না; বৃদ্ধাদের পরিহাস করিয়া বিরক্ত করিতেন। ইহাতে ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধবেশে নগরভ্রমণে আসেন; রাজার আদেশে এই বৃদ্ধকে পুরবহিষ্কৃত করিবার চেষ্টায় সকল রাজকর্ম্মচারী পরাস্ত হইলে স্বয়ং রাজা আসেন; তখন ইন্দ্র রাজার মাথায় দুই হাঁড়ি ঘোল ঢালিয়া দিয়া রাজাকে অপ্রস্তুত ও লোক-সমক্ষে অপমান করেন।

বাংলা-সমাজে এই দণ্ড বিশেষ প্রচলিত ছিল—ইহার পরিচয় প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়।

যদি পুন হেন বোল
মাথায় ঢালিব ঘোল।—পদকল্পতরু।

পিছে ভাণ্ডুর বাজায় কেহ ঢোল—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে ঢোল বাজাইয়া পুরবহিষ্কার করার উল্লেখ আছে দেখিয়াছি। উদ্দেশ্য—ঢোল বাজাইয়া লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া অপমানিতের অপমান সাধারণের গোচর করা।

ভাণ্ডুর লাঘবে—ভাঁড়ুর অপমানে। এই অপমান শাস্ত্রসম্মত—

রাজ্ঞো রাষ্ট্রস্য বিকৃতিং তথা মন্ত্রিগণস্য চ।
ইচ্ছন্তি শত্রুসম্বন্ধাদ্ যে তান্ হন্যাদ্ধিদ্রাঙ্ নৃপঃ॥
—শুক্রনীতিসার ৪।১।

হরি হরি বল ইত্যাদি—কবিকঙ্কণের বৈষ্ণবত্বের পরিচায়ক।

কালকেতুর শাপান্ত (৩৪৩—৩৪৪ পৃষ্ঠা)

৩৪৩ পৃষ্ঠা

বৃহন্নল—পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস-কালে অর্জ্জুন ক্লীববেশে বিরাটরাজার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন—

গায়ামি নৃত্যাম্যথ বাদয়ামি
ভদ্রোঽস্মি গীতে কুশলোঽস্মি নৃত্যে।······
বৃহন্নলাং মাং নরদেব বিদ্ধি······
কলাসু নৃত্যেষু তথৈব বাদিতে॥

—মহাভারত বিরাটপর্ব্ব ১১ অধ্যায়।

তৎপরে গোগৃহে যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তরকে বৃহন্নলা আপনার শৌর্য্যবীর্য্য-মহিমার পরিচয় দিয়াছিলেন।—২৫ অধ্যায়।

বৈকাল—স° বিকাল, বৈকাল।

কৃষ্ণের করয়ে পূজা—চণ্ডী বেচারা নিজের পূজা প্রচারের জন্য এত কাণ্ড করিবার পরও বৈষ্ণব কবির কাব্যনায়ক কালকেতু চণ্ডীকে পূজা না করিয়া কৃষ্ণকে পূজা করিতেছে; এ কাব্য রচনার উদ্দেশ্য যে চণ্ডীপূজা-প্রচার তাহা যে কৃষ্ণপূজায় পণ্ড হইয়া যাইতেছে সেদিকে কবির লক্ষ্যই নাই।

নীলাম্বরের জন্য ইন্দ্রের শোক (৩৪৪—৩৪৫ পৃষ্ঠা)

৩৪৪ পৃষ্ঠা

পুলোমজা—ইন্দ্র পুলমন দানবকে বধ করিয়া তার কন্যাকে বিবাহ করেন।

প্রজা—প্রজা স্যাৎ সন্ততৌ জনে। সন্তান।

বাতি—স° বর্ত্তি।

৩৪৫ পৃষ্ঠা

শূলপাণি—মহাদেব শূলপাণি হইবার উপাখ্যান শিব-ঠাকুরের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

কালকেতুর প্রতি স্বপ্নাদেশ (৩৪৫—৩৪৬ পৃষ্ঠা)

৩৪৫ পৃষ্ঠা

শমাকুল—সম্ (সম্যক্) + আকুল = অতিকাতর।

৩৪৬ পৃষ্ঠা

কুররী—মেষী বা উৎক্রোশ-পক্ষিণী। উৎক্রোশ = যে পাখী উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে।

মোহে—মমতায়।

বিভাবরী—বিভাকে আবৃত করে বলিয়া রাত্রির নাম।

জাতিস্বর—জাতিস্মর—পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত যে স্মরণ করিতে পারে।

পুষ্পকেতুকে রাজ্য সমর্পণ (৩৪৬—৩৪৭ পৃষ্ঠা)

৩৪৭ পৃষ্ঠা

সিংহজানে—সিংহযানে = সিংহ হইয়াছে যান (বাহন) যাঁহার তাঁহাকে = দুর্গাকে।

নীলাম্বরের স্বর্গারোহণ (৩৪৮—৩৪৯ পৃষ্ঠা)

৩৪৮ পৃষ্ঠা

চাপী—সং √চপ্ = চূর্ণীকরণ, পেষণ > আরোহণ।

তৃদশগণের নাথ—ত্রিদশগণের নাথ, ইন্দ্র। ১৫৫ পৃষ্ঠায় ত্রিদশ শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

কেবা দেবতার রাজা—স্বর্গে নিত্য দৈত্য-উপদ্রব, কখন কে স্বর্গাধিকারী হয় তার ঠিক নাই; এইজন্য নীলাম্বরের এই প্রশ্ন। কবিকঙ্কণের সময়কার দেশের অবস্থার ন্যায় স্বর্গের অবস্থা।

কোন্ দেব কুসুম যোগান—ফুল জোগাইবার কাজ ছিল নীলাম্বরের; সেই কাজ করিতে গিয়াই তাঁকে শাপভ্রষ্ট ব্যাধ হইতে হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি জানিতে চান এই বিপদসঙ্কুল কর্ম্ম এখন কে করিতেছে।

প্রবর—১২০ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৪৯ পৃষ্ঠা

নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ—নট যেন বেশ পরিবর্ত্তন করিল।

চড়ে—সং চর (চল) ধাতু > বাং চড় ধাতু = আরোহণ।

আস্যা—আসিয়া।

দণ্ডধর—যম।

জলাধিপ—বরুণ।

নিছিয়া পেলিলা পাণ—৩০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মপুত্র বীণাপাণি—নারদ।

অঙ্গিরা—প্রাচীন ঋষি হইলেও ইনি বর্ত্তমান ভারত-সীমার বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন।

৩৫০ পৃষ্ঠা

উলসীত—স° উল্লসিত।

উর্থীয়া—স° উত্তরণ > উরথন = বরণ। উরথিয়া > উর্থীয়া = বরণ করিয়া। প্রঃ—

বর উরথিতে ধনী চলিলা আপনি।—চৈতন্যমঙ্গল।

নিকেতনে পুত্রবধূ উথানিল রঙ্গে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মাণিক গাঙ্গুলির প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় উত্থান হইতেও উবথন আসিয়া থাকিতে পারে।

কামনা করিয়া—সঙ্কল্প করিয়া পূজা অর্চ্চনা পাঠ করিতে হয়—

সঙ্কল্পেন বিনা রাজন্ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।

ফলং চাল্পাল্পকং তস্য ধর্ম্মস্যার্দ্ধক্ষয়ং ভবেৎ।—ভবিষ্যপুরাণ।

আশাস্য চ শুভং কার্য্যম্ উদ্দিশ্য চ মনোগতম্।—ব্রহ্মপুরাণ।

সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।

ব্রতা নিয়ম-ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ। —একাদশীতত্ত্ব।

মননীত—স° মনোনীত = মন দ্বারা নীত (প্রাপ্ত) = বাঞ্ছিত, প্রার্থিত, মনোমত। এখানে বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—প্রার্থনা, বাঞ্ছা।

স্ত্রীলোকের পূজা—এই কথার মধ্যে চণ্ডীপূজার ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। পশু ও ব্যাধ হইতে পূজা এইবার স্ত্রীসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতেছে।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর প্রথম খণ্ড আক্ষটি উপাখ্যানের টীকা সমাপ্ত।

নিদর্শনী

অ

অকথ্য কথন—১০৩
অঙ্কটি—৩২২
অখণ্ড—৪৩৭
অখণ্ড শ্রীফল—২৬৩
অগস্তে—৪৫৭
অগস্ত্য—৩৭৫
অগার—৫৯১
অগ্নি—
অগ্নি দেবতাদের হবি বহন করেন—৪০৭
বৈদিক মন্ত্রে অগ্নির নিকট অসুরগণকে বধ করা হইত—৪০৮
অগ্নির সাত শিখা বা জিহ্বা—৩৯০
অগ্রদানী—৫২২
অগ্রদানী রাজকর দেয় না—৫২৩
অঘাসুর—৩৭০
অঙ্গজন্মু—১৮
অঙ্গদ—৩৮৭
অঙ্গদ (অলঙ্কার)—৩৪৬
অঙ্গিরা—২৫৩, ৩৭৫, ৬০৪
অতসী—২৬১
অত্যাহৃতি—৩২৩
অত্রি—৩৭৫
অত্রিমুনিসুত—৩৫২
অদ্ভুতনী—২৩৫
অধিপাপ—১৩৮
অধিষ্ঠাতা—৫১৩
অনবের—৫৭৯
অনম্র—৪১৭
অনাথিনী—১৭০
অনিবার বিভাবরী—৩৯৭
অনুত্তর—৫৮২
অনুদিন—৩০৭
অনুপতি—৩৯৭
অনুবন্ধ—১৫৮
অনুবল—২২৩
অনুবলে—৫৬১
অনুমৃতা—১৭১
অনোত্তর—১৪৯
অন্তবন্ধ—৩০৩
অন্তুস্তর—২০২
অপর্ণা—৪২৬
অপামার্গ—২৬২
অবতার—৩১৬
অবতংস—৩৩
অবদাত—১২০, ২৬২
অবশ্য অবিসাঁপ—২৭০
অবিসাঁপ—২৭০
অব্যাহৃতি—৫৬৩
অভয়া—৪২০, ৫৯০
অভিধান—১২৩, ৪১৯
অম্বুকন্ধ—৪৫৯
অম্বিকা—৪২৪

অযাত্রা ও অযাত্রিক দ্রব্যাদি—২৬৮, ২৬৯, ৩৩৪
অরবিন্দবন্ধু—১২৯
অরিষ্টনেমি—৩৭৭
অরুণবন্ধু—৬২
অরুন্ধতী দেখিলা (বিবাহের সময়)—১৯০, ৩০৩
অর্ঘ্য—১৩৭, ১৪৫
অর্জ্জুন (বৃক্ষ)—৩৬৯, ৪৫৩
অর্দ্ধতন্ত্র—৫৮৮
অর্দ্ধনারীশ্বর—৫২, ১৬৭
অষ্টদিন—২৬৮
অষ্টনায়িকা—৪১৬
অষ্টবাসব—১২১
অষ্টমঙ্গলা—১২১
অষ্টমাতৃকা—৭১৪
অষ্টমাতে চণ্ডীপূজা—১৩১
অষ্টসিদ্ধি (সিদ্ধি দ্রষ্টব্য)
অষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ নতি—২৬৭
অষ্টাদশ ভাষা—১০
অষ্ঠা-কড়াইয়া—২০৭
অসিত—৩৭৬
অস্তগিরি—১৩৮
অহঙ্কার—১৫৬

আ

আইয়াত—১৪৬, ৫৭৬
আইয়াস—৪০৪
আইলা—৩৩০, ৫২১
আওয়াস—৪৬৮, ৫৫২
আওসার—৫৬৩
আকড়—৪৪৮
আকন্দ—২৬৪
আকলা—৪৫৯
আকস্মীত—২৩৪
আকাড়ি—২৯২
আঁকুড়ি—২৬৮
আঙ্কটি—৩৮২
আখড়া—৫১৭
আখি—৩৩৭, ৭৮৬
আখিঠার—১৯২
আখুলা—৪৫৫
আগ—১১২, ২১৭
আগমিচি—৮৬১
আগল—৩৩৬
আগলায়—৩১৫
আগাই—৮৩১
আগু—৯৯৪, ৫১৭
আগুয়ান—২০৬ ৪৮১
আগুয়ারী—৫১৩
আগুরী—৫৩১
আগুলালী—৫৩৫
আচু—৫৩৮
আঙ্গরাখি—৫১০
আঙ্গলা—২৬২, ৮৫৫
আঙ্গিনা—৮৪১
আচড়—৩১৭
আচডায়—৪৪৬
আচমন—১৬৭
আচম্বিত—১১৬, ১৩২, ১৯৬
আচল—৩৪০
আচার—২৭০
আচু—৪৬৫

আছয়ে—১৯৮
আছাড়—২৫৬, ৩১৬, ৩৪০
আছুক—৯০
আছে—৩৩৭
আজি—৩১৮
আজিকার—২১৩
আজু—১৭৭
আঞ্জীয়ালী—৩৯৬
আটশর—৪৪৮
আটা ফান্দ—৩০৫
আটে—৩৯৯
আঠার—৫৭৯
আঠিল—৪৫৭
আড়ড়া স্থান—৩০৮
আড়তি—১৬৮, ২৫৯
আড়া (পুকুরের)—১১৮, ২৬০
(ধানের মাপ)—১২০
আড়াই—১১৭
আড়ান্দ—৪৫৯
আড়াশ—৪৬০
আড়ি—৪৩৪
আড়ে—৪৪১, ৫৫৩
আঢ়ি—৩৪১
আঁতড়ি—৫৯২
আতপ্তী—৪৫১
আতমোড়া—৪৬১
আতা—৪৫৬
আত্মঘাতি—২১৫
আথল—৪৮৫
আদা—২১০, ৪৪৯
আদাড়ে—৪৫৬
আদি—৫২৪
আদিদেব—১২৪
আদ্যাদেবীসুতা—৪২৩
আন (অন্য)—১২৪, ১৫৯, ১৮৬, ২৫৯, ২৮৮,
৪৩৫, ৫৭৩
আনা—১১৭
আনিলা—২৮৯
আনন্দে তরল—১৭৭
আপনার—১১৮
আপনে হানহ দারু—২৭২
আপাঙ্গ—৪৪৮
আবলুশ—৪৬১
আম—২৪২
আমড়া—২৮০, ৪১২
আমড়াগুা—২১০
আমতা—১১৩
আমলহাড়ার দত্ত—১৯০
আমসী—২৮০
আমানী—৩১১
আমোদর নদ—১১৮, ৪৮০
আম্রডাল—২৭৫
আয্যজাত—৪২৯
আয়্য—১৮১
আর—২৫৫, ২৮১, ৩০৬
আরড়া—১২০
আরড়ার ব্রাহ্মণরাজা—১২০
আরড়া নগরে—৫৪৬
আরতি—১৬৮, ১৭০
আর্দাস—৩১৪, ৫৯০
আলক—২৯৩
আলঙ্গ—৪৫৯

আলনা—৪৫৭
আলাইয়া—২৮১
আলাইলা—২৭৪
আলীপনা—২৯৯
আলু—৩১২, ৫৪৩
আলু (আসিলাম)—৪০৫
আল্যা—১৯১
আল্যাঙ—৩৪১
আশংশীয়া—২২৬, ৩৬৪
আশ্বিনে অম্বিকাপুজা—৪০০
আসন (গাছ)—৪৫৪
আসন—১০৩, ১৪৫, ১৬৮
আসব—১০৩
আসা (দিক্)—৪৪৫
আসার (দিক্)—৫২৫
আসি—৩৩৩
আসিব—৪০৬
আস্ত—২১৫
আস্তই—৪৮৭
আস্থা—৬০৩
আস্বাশন—৫৯০
আহড়ে—৩২১
আহনে বিহনে—৩২১, ৩৩৭

ই

ইকড়ি—৪৪৭
ইকনী—৩৪৫
ইচলি—২৮০
ইজার—৫০১
ইট—৪৭০
ইড়াই—৩৮৮
ইড়িক—৫৬০
ইতিহাস—৫৭৮
ইথে—৩১৪
ইনাম—৪৮৬, ৫২৫
ইন্দীবর—২৬০
নীল ইন্দীবর—২৯১
ইন্দ্র (যজ্ঞভঙ্গ)—৪৭৬
ইন্দ্রফুল—২৬৪
ইন্দ্রবালা—২৭০
ইন্দ্রাণী—৪১৯
ইবে—৪৭৫
ইলাবৃত দেশ—৩৮৯

ঈ

ঈষরমূল—১৮৪, ৪৬১

উ

উইচারা—৩২২
উকড়া—৪৪৮
উগ্রচণ্ডা—৪২৩
উচ্ছগী—২৩৫
উজড়—৪৫৯
উজাড়ে—৩১১
উজান—২০৪
উজানী নগর—২২৩
উঠ—২৪৪
উঠান—৪৮৫
উঠি—১৯২
উঠিয়া—৩৩৬
উঠিলা—৩১৬
উড়—২৬১

উড়িতে—৪০২
উড়ে—৩৩৯
উডম্বর—৪৫১
উড়ুম্বর—২৮০
উৎকুন্থা—৪৬২
উতাবিয়া—৩৪৪
উত্তরোল—৫৫৫
উথাল—২০০
উদয়গিরি—১৩৪
উদগ্র—৩৪০
উদ্ধাব—২১৩
উধাব—২১৬, ৩০৭
উন্মত্ত ভৈরব-বেষ—৫৬১
উপষিত—৩৯৫
উপড়ায়—৫২৫
উপাড়িয়া—৪৫৫
উপাড়ে—২৫৫, ৩২৫
উভ—১৫২, ৫৭১
উভবায় —৩১৭, ৪৮৮
উভাবে—৫৬৮
উমব গাজি—৫৫৯
উমা—৪১, ৬২, ৬৯, ৭০, ৭২
উমা দুর্গার কলামূর্তি—৯৭
উমার জন্মতিথি—১৬১
উমা প্রথমে কালা, পরে গোরা—১৬২
উমা রাত্রি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কালী—১৬৩
উমার তপস্যা—১৭৪
উমাকে শিবের ছলনা—১৭৪
উমার বিবাহ—১৮৯
উমানিয়া—৪৩৪, ৪৩০
উর—১০২, ১১৫, ২১৬
উবক—৫৯১
উরুমাল—১৫৭, ৫৬২
উর্দ্ধীয়া—৬০৪
উলটকম্বল—৪৫৯
উলটপালট—৫৬১
উলটিয়া—২৮৯
উলশাত—৬০৪
উলিয়া—৫১৬
উল (তুলু দ্রষ্টব্য)—১৩৮, ৪৫৬
উশাবিয়া—৫৮১
উশ্বাস—১৭২

ঊ

ঊরুমুণ্ড—৫৮১

ঋ

ঋবত—১১২
ঋষ্যমুখ—৫৬৯

এ

একভাতে—১৩৮
একাকিনী—৩৮৯
এগুনে—৫৩১
একেশ্বরী—৩৯০
এড়িলা—১৬৯
এড়ে—৩১৫
এথাই নরক স্বর্গ—৩৪০
এমত—৩৯৭
এরণ্ড—৪৫৪

ও

ও—৪১৮
ওঝা—২৮৮, ৫৫৪

ওড়মাল—৬০১
ওদন—১১৮
ওদন-প্রাশন—১৬২
ওল—৩১২

ঔ

ঔষধ—২৭৬

ক

কই (কহি)—১৭৪
কই—২৮৪, ৩৪৪
কইফিত—৫৪৪
কক্কা—৫৫৪
কঙ্কা (পাখী)—৩৮৬
কস্তুরা—৫৫০
কঞ্জমুখি—৫৮৪
কটক—১২৭
কটটি—৪৫৮
কটাশ—২৪২
কটু তৈল—২০৯
কড়ই—২০৮
কড়মড়ি—৩২০
কড়া—২৯১
কড়ি—২৭৬, ৩০৭, ৩৩১
কড়িয়াল—৫১১
কণা-কথা—৪৯২
কণ্ঠেতে কুঠার—৫৪৯
কতি—১৮৬, ৫৪১
কথ—১০৫, ৩০৮
কথো—১৩৫
কদলী—২৩০
কনক—২৬১
কনক কলস—৪৬৯
কন্দরে—৪১৭
কন্দল—২০৭, ২১৬
কন্দল (ফুল)—২৬০
কন্দুক—১৪৪
কন্ধ—৪৬২
কন্ধে—১৯২
কন্যাব দর্শনী—২৯৮
কপাল—২০৪
কপালিনী—৪২১, ৫৮৩
কপিন—৩৬
কপিল—৩৫২, ৩৭৪
কপোত—৩৮৬
কপোলকুন্তলা—৫৮৩
কব—২০২
কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব—২০, ২১, ৩৭, ৬৪, ১০৫, ১০৭, ১৫৪, ১৬১, ২৩৯, ২৭৩, ২৭৭, ৩০২, ৩৯৫
কবিকঙ্কণের পিতৃপরিচয়—৩৬, ৬৪, ১০৯
কবিকঙ্কণের বংশপরিচয়—১০৩, ১১৮
কবিকঙ্কণেব রচিত শিবের গান—১১৪
কবিকঙ্কণের আত্মপরিচয়—১৪২
কবিকঙ্কণ বলরাম—১১৪
কভু—১০৫, ১৯৯
কম—১১৭
কমঠ—২৯৫
কমলবাসে—৫৪৮
কমলা—৪৬৪
কমশেকস্থরে—৪৮৯
কম্বজ বেশ—৪৯৯
কয়াড়ি—১১৫

কর—৪৬৩
করকঞ্জ—৪৬৩
করঙ্ক—৩৬
করঞ্জ—৪৯৩
করঞ্জ—২৬৪
করঞ্জা—২১০
করঞ্জী—৪৫৪
করড়ি—৫১২
করণ্ড—২৬৮
করন্দা—৪৫৪
করবী—২৬১
করভ—৩১০, ৪৩৯, ৫১৯
করমন্দ—২৩০
করাচ্ছুরী—৫০৪
করাড়—৪৫৮
করাত—৪৯৮
কবাহ—১০৭
করির—২৬১
করীকর সমান বর্ষণ—৪৭৮
করুণা (নেবু)—২৩০, ৪৬৪
কর্ণ দাতা—৫৫২
কর্ণপূব—১৭৮
কর্ণবেধ—৩৪৩
কর্ণাই—৫১১
কর্ণীকার—২৬৪
কর্দ্দম—৩৭৪
কর্পরে—৩২৫
কর্পর—৫৯২
কর্পূর—৫২২
কর্কটী—২৬৪
কর্ম্মকাণ্ড—৩০০
কর্ম্মনাশা (নদী)—৪৮২
কলধৌত—৪১৭
কলস্বর—৫০৬, ৫১৮
কলম—২৯৫, ৫৪৪
কলশীত—২৩৪
কলস—৩৯২
কলা—২৬০, ৩৪৫
কলি—১৯৬, ২১৬, ২২২
কলিকার—৫৮৪
কলিঙ্গ—২১৭
কলিঙ্গ (পাখী)—৩৮৬
কলিঙ্গ বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ আশ্রয়—২২৬
কলিঙ্গবাজ—৪০৫
কলিমা—৫০৩
কলু—৫৩৪
কল্কি—৩৬৮
কল্বাব—২৬০
কল্যা—৪৪৯
কল্যাকড়া—২৬৩
কশ্যপ—৩৭৫
কংশাবী—৫৩১
কংসনদী—২২৭, '৪১, ৪৮০
কসাই—৫০৭
কসে—৫৩১
কহ—১৯১, ১৯৭
কহিব—২৫৫
কাইথি—১১২
কাওরা কেয়বা—৫৩৬
কার্কাড়—১৫২
কাথ—১৭৩, ৩০৭
কাথড়া—৪৫৭

কাঁথড়ি—৫৬৬
কাঁথে—৪৮৩
কাগজ—৫০৫
কাঙবাল—৫৩৪
কাচড়া—৩১২, ৩৪৪
কাচলী—৩৪৭, ৪৩৮
কাচা—৪৯৪
কাছিয়া—৫৬৫
কাছি—৫৭৪
কাছে—৩৩১, ৫৫৯
কাজ—১৯৮, ৫৪৫
কাজো—৩৪১
কাজব—৩৪৬
কাজি—৪৯৬
কাঞ্চন (ফুল)—২৬১, ৪৬২
কাঞ্জড়ি—১১৫
কাঞ্জি—২৭৭
কাঞ্জী—৫০৮
কাঁটা—২০১
কাঁটাদিয়া বন্দিঘাটী—১১৫
কাটিকারী—৪৫৩
কাটে—২৯৯
কাট্টি—৪৪৯
কাঠ—২১০, ২৮৩
কাঠ-দা—৪৪৫
কাঠবিয়া—৫৬৪
কাঠ-সিম—৪৫৭
কাঠা—১১৬
কাঁঠাল—২০৯
কাঠি (ছোট কাঠ)—৪৩২
কাঠী—২৯১, ৫১৫
কাঁড়—৫৫৭
কাড়া—৩০১ ৫২৭
কাড়িয়া—১৫১
কাণ্ড—৩২৫
কাণ্ডাবপট্ট—১৮৯
কাণা (দামোদবের শাখা)—৪৮২
কাণাকাণি—২৭৭
কাত—৫৯১
কাতা—৫৩১
কাত্যাযনী—৭০, ৮৭, ৫৮২
কাত্যায়নী পূজা—২৩৯
কাতি—৫৫১
কাথা—৫১৫
কানাকানি—১৮৪
কান্থা—৫৮৩
কান্দে—২১৫
কান্দে (স্কন্ধে)—২৮৩
কান্ধে—৫৩০
কাপড়—৩০৯
কাপড়ি সন্ন্যাসী— ৩০৯
কাপাষ—২০২
কাপাস—৫২৬
কাফল—৪৫৪
কাবাড়ি—৫০৫
কাম—৪৭২
কামনা—৬০৪
কামবঙ্গ—৪৬১
কামরূপ কামাখ্যা—১৫৪
কামরূপিণী—৪২৪
কামসমরী—২৭২
কামাখ্যা—৪২৫

কামান—৪৩৯, ৫৫৩
কামার—৫২৮
কামিনা—৩৬৮
কাংবালে—৫৫৮
কায়স্ত—৪৯০
কায়স্থ—৪৩৫—৪৩৭, ৫২৩
কায়স্থ সকলেই লেখা পড়া জানিত—৫২৫
কায়েম—৪৫৮
কারখানা—৫৩০
কাবত—৪৫৮
কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে আমিষ ত্যাগের ব্যবস্থা —৩৯৯
কার্ত্তিকী—৪২৪
কার্ত্তিকেয়—১৯৩—১৯৫
বিঘ্নকারক বিনায়ক গণপতি—১২, ১৯৪
কুমার—১২, ৪০—৪১, ১৯৪
কার্ত্তিকের মূর্ত্তিপূজা—২৩, ১৯৩, ১৯৫
অগ্নিপুত্র—৪৪, ১৯৫
শিবপুত্র—৪৪, ৪৭, ১৯৪
দুর্গার পুত্র—৭০
অসুরহন্তা—৭২
গুহ—৮৭
জন্মবৃত্তান্ত—১২১, ১৯৩
নামের কারণ—১৯৩
বাহন—১৯৩, ১৯৫
স্ত্রী—১৯৩, ১৯৪
অনার্য্য দেবতা—১৯৪
চোরের দেবতা—১৯৪
বঙ্গের প্রাচীনতম দেবতা—১৯৪
দাক্ষিণাত্যে প্রভাব—১৯৪
গণেশের জ্যেষ্ঠ—১৯৪
কার্ত্তিকের শ্বশুর—১৯৪
অবিবাহিত থাকার কারণ—১৯৪, ১৯৫
তারকাসুরকে বধ করেন—১৯৩, ১৯৫
ক্রৌঞ্চপর্ব্বত ভেদ করেন—১৯৫
জন্মস্থান—১৯৫
জন্ম প্রভৃতির তিথি—১৯৫
বাহন ময়ূর স্বয়ং শিব—১৯৫
কুমার-শক্তি চামুণ্ডা—১৯৫
কারুকর্মা—২৪৪
কালকেতু—৮৪, ৮৬
কাল ঘাম—৫৮৪
কালমেঘ—৪৬০
কালরাত্রী—৫৮৪
কালসী—৫১৭
কালা—১৮৬, ৫০২
কালা (নালফুল)—২৬০
কালি—৩৪৭
কালিকা—৪২৪
কালী—৪১, ৫১, ৫২, ৫৩, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৮১, ৮২, ১৬২, ১৬৩, ৩৯৩, ৪১৩, ৪২১, ৫৮৩
উমা রাত্রি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কালী—১৬৩
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে কালীর রূপ বর্ণনা— ৪১২—৪১৩
কালীর জয়া, সিদ্ধা, অপরাজিতা, উমা, দুর্গা, গায়ত্রী প্রভৃতি নামের কারণ—৪১৩
কালীর বর্ণ কৃষ্ণ—৪১৪
কালী (রং)—১৯৯
কালীয় নাগ—৩৭০
কালে—৫৫৮
কাল্যাকড়া—৪৫৬
কাশী—৩৩৮

কাষ্ঠভার (অযাত্রিক)—২৬৯
কাসন্দা—৪৫২
কাসন্দী—২১২
কাসী—৪৬৩
কাসীমালা (গাছ)—৪৫২
কাহন—২৯৭, ৫৫৭
কাহিনী—৪০১
কি—২৫৫
কিচক—৩২১
কিছু—২৭৯, ৩৪৪
কিনি—২০১
কিনিতে—২৯৬
কিনীঞা—৫২৭
কিবা—৩২৯, ৩৯৮
কিবাত—৫৩৫
কিরাতী—৪২৫
কিরীটকোণা—১১৩
কিল—৫৪০
কিসের—৩২৭, ৪৮৭
কুকুড়ি—৪৫৮
কুকুবছাড়্যা—৪৫৩
কুথড়ী—৫০৪
কুচ—২৯২
কুচাইলতা—৪৫৬
কুচিলা—৪৫৭
কুজা—১৮৭
কুঞ্জর-ছালে—৩০১
কুটস্তালি—১১৭
কুটা—১৫৬
কুটা নিল দাঁতে—১৫৬
কুটাটি—৪৫৮
কুটিয়া—২৮৩
কুঠাই—৪৮০
কুঠার—৫৭৬
কুড়চি—২৬২
কুড়ড়ি—৪৬০
কুড়া (বিঘা)—১১৬
কুড়া (কাণ্ড বা রাশি)—৪৩৭
কুঁড়া—৩৯৯
কুড়ি—৫২৭
কুড়ি—২১১, ২৬০, ৩৪১
কুড়ি (খনন)—১৭১
কুঁড়িয়া—৩৯৮
কুড়্যা—৩৮৯
কুণ্ড—৫৭৭
কুণ্ডমাল—৫১০
কুণ্ডলে—৫৮৬
কুন্দুর—৫০৭
কুম্ভ—৩৪৬
কুম্ভক—৩৮৮
কুন্তী (নদী)—৪৮১
কুন্দ—২৯১
কুবলয় গজ—৩৭৩
কুবেরের ঘর—১২২
কুমকুম—৩৪৩
কুমড়া—২০৮
কুমার (কুম্ভকার)—৪৪৬, ৪৭০, ৫৪১
কুমারহট্ট—১১২
কুমারী—৪২০
কুমুদ (বানর)—৩৮৭
কুরইক—২৩১
কুরণ্টক—২৬০

কুররী—৬০৩
কুরু—৪০৩
কুরুবক—২৬০
কুলজন—৫২৪
কুলধর্ম্ম—৩০০
কুলপঞ্জি—৫১৪
কুলভি—৫১১
কুলখাল—৫১১
কুলস্থান—৫২২
কুলা—৪৯১
কুলাচল—১৫২, ৫৬৭
কুলিতা—৪৫১
কুলিতাকাষ্ঠ—৩১৩
কুলিতার ধনু—৫৯১
কুলিয়াল—৫১১
কুলিলাল—৫০৯
কুলী—৪৫৭
কুলীনের লক্ষণ—১৬৪
কুশ—২০, ১১২
কুশ হস্তে করিয়া শাপ দেওয়া—১৪০
কুশ হস্তে করিয়া দক্ষিণা দেওয়া—৫১৪
কুশাঙ্গুরী হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা—১০৩
কুসুম (কুলের গাছ)—৪৫৬
কুসুমখুলী—২৯৫
কুসুম গাঞি—৫১০
কুসুম যোগান—৬০৩
কুসুমবড়ী—২৭৯
কূর্ম্ম অবতার—৩৫৪-৩৫৫
কৃষ্ণ যশোদানন্দন—৩৫৯-৩৬৭
কৃষ্ণ ইন্দ্রমথ-ভঙ্গকারী—৩৭১
কৃষ্ণের ঐতিহাসিক তত্ত্ব—৩৫৯-৩৬৭
কৃষ্ণের শকট ভঙ্গ—৩৬৮
" পুতনা বধ—৩৬৮
" তৃণাবর্ত্ত বধ—৩৬৯
কৃষ্ণের বদন মধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন—৩৬৯
" যমল অর্জ্জুন বৃক্ষ ভঙ্গ—৩৬৯
কৃষ্ণের বকাসুর বধ—৩৬৯
" বৎসক অসুর বধ—৩৭০
" অঘাসুর বধ—৩৭০
" ব্রহ্মাকে দেখিয়া দয়া—৩৭০
কৃষ্ণের কালীয় দমন (কালীমাথে দিয়া পদ)—৩৭০
কৃষ্ণের দাবানল পান—৩৭০
কৃষ্ণ সবাকার মনোহারী—৩৭১
কৃষ্ণের কুবলয় গজ বধ—৩৭১
" চানুর বিনাশ—৩৭১
কৃষ্ণের মঞ্চস্থ কংস বধ—৩৭১
কৃষ্ণ তুলসীর শাপে শালগ্রাম-শিলায় পরিণত হন—৪০১
কৃষ্ণের পূজা করে—৬০২
কৃষ্ণ অংশা—৪৭১
কেহয়া পাতা—৪৪০
কেউ—৪৫৮
কেজাপুর—১১১
কেতাব—৪৯৮
কেতুতারা—৩২০
কেঁদো—১৫৮
কেন—১৮৭
কেনে—৩২৯
কেনী—১৭৪
কেমনে—৩৯৭
কেয়লা—৫৩৬

কেয়া —২৬২, ৪৬২
কেয়ালী—৫৩৭
কেযুর (অলঙ্কার)—৩৪৬
কেল্যাগণ—৩৮৮
কেশ-কুশাঙ্গুরী—৫৯২
কেশব ভারতী—৩২
কেশর (ফুল)—২৬১, ৩৪৬, ৬৬৭
কেশর—৫০৯
কেশাইর—৫৪৪
কেশের সঙ্গে নীল বস্ত্রর তুলনা—৩৯১
কেসুর—৫৩৭
কেহ—১১৮, ৬০১
কৈবল্যাধার—১৫৬
কৈরব—২৬০
কৈল—১৩৫, ৫৮৮
কৈলা—৩১০
কৈলাশ গিরি—২০১
কোক—২৪৩, ৩১৮
কোকনা—৬৪৯
কোকিলাঙ্গ—২৩৫
কোকিলাক্ষ—৪৫৪
কোচ্ছ্রিনগর—১১০
কোওড়ী—৫১৩
কোণ্ডর—৪৭৫
কোচ—২০৫, ৫৩৪
কোচা—৫৪৪
কোটাল—৩১৭
কোটালীয়া—৫৪৬
কোটে—৫৩৫
কোটোয়াল—২৪৪
কোথা—১৬৪
কোথাকারে—৩৯৪
কোদালী—৪২৮, ৫২৮
কোন্দল—৩৯৪
কোঁপি—২০৬
কোপী—৫১১
কোপীদার—২৬২
কোযা—১৮৬
কোরঙ্গা—৫৩৬
কোবা— ২১১
কোবাণ —৪৯৮
কোল— ১৭৩, ৫১৬, ৫৫৭
কোলাকোলী —২৯৭, ৩৪৪
কোস —৬৪১
কৌপীন—৩৬
কৌশিকা—৪২১
কৌমার-কুমারী—৪ ৩
কৌ বা —১৬২
কৌস্তুভ—১২৭
ক্রোশ— ১২৮
ক্ষমা—৪২৫
ক্ষয়াই— ৬৮০
ক্ষীরগ্রাম —১১৩, ১৫৪
ক্ষীরি—২১২
ক্ষণীর—৫৮৯
ক্ষুধ্র—৫৮৯
ক্ষেত্রী তৈল—১৫০
ক্ষেম—২৪৪
ক্ষেত্রী—৫১৬

খ

খই—২০৬, ২৭৯, ৩৪৫
খইরত—৪৯৬

খইরী—২৬৪
খগেশ্বরী—৪২৪
খড়—৪৪২
খড়কি—৪৩২, ৪৭০
খড়ি—৫৫৭
খড়ী—৪৬২
খড়গপুর—১১১
খণ্ড (গুড়)—২০৯, ৩০৭, ৫১০
খণ্ড (খড়্গ)—৪০৫
খণ্ডকপালী—২৭৫
খত—৪৯৩
খনতা—৪২৮
খনী—৫২৬
খন্দ—৪৯২
খমক—৫৩৭
খবা—৩৯৮
খবিরের বন—৪৫৬
খাবস—৩৮৮
খাই—৩৪০
খাগড়া—৪৪৭
খাজনা—৪৮৭
খাজুর—৫৩৫
খাট—৩০৭
খাটশর—৪৪৮
খাণ্ডা—৪৪৬, ৪৯৪, ৫৪৬, ৫৬৫
খাণ্ডাই—৪৮১
খাতক—৪৩১
খাদি—৫২৬
খান—৩২৮
খান খান—১৫২
খানখানা—৫৫৮
খানা—৪৮১, ৫৬১
খান্দা—১৮৭
খাপরা—৩১১
খামা—৩৯৮
খায়—৩১২
খালি (খাল)—৪৭৯
খালী (শূন্য)—৫০২
খালী (খাল)—৫৬৬
খাসা—৫১৭
খাসা—৪৩৯
খিলা—৫৪১
খীর—২৮১, ৪৬০
খীরগ্রাম—১১৩, ১৫৪
খীল—১১৭
খুঙ্গি—১০২
খুঁচে—৩২৮
খুজিবারে—৩৯৫
খুজিয়া—২৪২
খুণ্ডে—৪৩৪
খুড়া—৭৯০
খুঁড়—৫৭২
খুদ—২৮১
খুন—৫৭০
খুনে—৪২৯, ৫৩০
খুপ—২৮৩
খুপকচু—২৮৩
খুব—৩৩৭
খুবি—৫৩২
খুক—৫৬৯
খুলি—৪৪৭
খেটক—৪৩৯

খেদা—১১৬
খেদি—২১৭
খেদে—৫৮৫
খেপুত—১১১
খেয়াতি—৫১৬
খেল—১৯৭
খেলহ—১৯৭
খলে—২৯২
খোঁটা ১৬১, ২০২
খোড়া—১৮৭
খোয়ে ঢালা—৪৬৯

গ

গ (গো)—৯০, ২৭৬
গকুলবক্ষিলি—২৩৮, ৫৮৪
গথর্বি—৪৫৬
গঙ্গা—১১১, ৪২২
গঙ্গা বিষ্ণুর স্ত্রী—৭
গঙ্গা কার্ত্তিকের মাতা—১২, ১২৪, ১২
গঙ্গা সুমেরু-শিখরে ১২৮
গঙ্গা রত্নাকরে মিলিত—১৭
গঙ্গা হরির দাসী—৬৭৩
গঙ্গা হরিপদ হইতে উদ্ভূতা—৬৭৩
গঙ্গা জাহ্নবী—৪৭৪
গঙ্গাদাস—১১৮
গজ—৪৭৬
গজঘটা—৩১৪
গজপিপ্পলী—৪৬১
গড়—৫০৯, ৫৪৫
গড় চৌদিকে বেউড় বাঁশ—৫৪৯
গড়গড়—৪৫১
গড়া—৫২৭
গড়াগড়ি—৩২১, ৫৭৪
গাঁড়ু—৫২৭
গাড়য়া—৫৭৭
গণজ্বত—৫৫৬
গণপতি, বেদে—৪
কাল্বিক গণপতি—১২
শিব গণপতি ১৭, ৪০
কচ গণপতি ৩
গনাগ্রি—২০০
গণেশ—১ -২১, ৭০
বেদে গণেশ—৪
উপনিষদে গণেশ—৫
ধর্মসূত্রে গণেশ ৫
সংহিতায় গণেশ—৫
পুরাণে গণেশ—৬, ৮, ৯
গণেশ শূদ্রদের দেবতা—৭
গণেশ ও শিব অভিন্ন—৭, ৯
রামায়ণে গণেশ ৭
মহাভারতে গণেশ—৭
গণেশ ক্ষেত্রপাল—৮
গণেশের জন্মকথা—৯—১১, ১৩, ১১০, ১৯১
গণেশ ও কৃষ্ণ অভিন্ন—১০
গণেশের গজমুণ্ড—৪, ৯—১১, ১৮
গণেশের মাথায় জটা—১০, ১৮
গণেশের দেহ রক্তবর্ণ কেন—১১, ১৮, ২০
গণেশের বিবাহ—১১, ১২
গণেশের একদন্ত—১২
গণেশ নাগযজ্ঞোপবীতী—১০, ১৩, ২০, ১০৬

গণেশের বাহন ইঁদুর— ১১, ১১০
৫৪ জন গণেশ—১১
গণেশ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ—১১
বিঘ্নেশ বিঘ্নবিনাশন—১৭
কাব্যে গণেশ—১৪
দাক্ষিণাত্যে গণেশপ্রাধান্য –১৪
গণেশ-মূর্ত্তি—১৫, ১৬
গণেশ-পূজা নিন্দনীয়—১৭
গণেশের দেবাগ্রগণ্যতা—৯, ১৭
গণেশ ব্রহ্ম—১৭
গণেশ প্রধান পুরুষ ১৭
গণেশ বিঘ্নের হেতু ও অন্তরায় ১৭
গণেশ খর্ব্বপীবরতনু—১০, ১৮ ১০৬
গণেশের শুণ্ডে মাতুলুঙ্গ –১৯
গণেশের হস্তে শনীদণ্ড—১৯, ১০৭
গণেশ শিবসুত—৯, ১০, ৭৭
গণেশ পার্ব্বতীসুত –৯ –১১, ১৮, ২০
১৯২
গণেশের পরিধানে ব্যাঘচর্ম— ১৯, ১৯,
১০৬
গণেশের হস্তে কুশ—২০, ১০৬
গণেশের মুখে মধুপ—২০, ১০৬
গণেশ তপস্বর্ত্তিনিরত –২০, ১০৬
গণেশ পঞ্চদেবতার অগ্রগণ্য ১১
কপালে কুঙ্কুম-ফোঁটা—১০৬
হস্তে বর—১৯, ১০৭
কলাভিজ্ঞ—১০৭
ত্রিনয়ন—১০৭
গণেশের জন্মস্থান ও বাসস্থান –১০১
অনার্য্যদেবতা—১৯২
গণেশের মাতা—২০৮

গণ্ডা ২৮১, ৪১২, ৭৭৯
গণ্ডা (গণ্ডার)— ১১৪
গণ্ডারের খড়্গ-কোষে তর্পণ—১০৯
গণ্ডি—৩১৬
গন্ধবাস্থা— ৫৩১
গন্ধমাদন—১১১, ২১১
গন্ধাধিবাসন ১৭৮
গন্ধার[illegible] ৫০
গয়—৪৭১
গয়ের ৫১
গবর ৬৭১
গবধ্যান –১৯৯
গবশাল ৫০২
গর্ব— ২২১ (চালের দ্রব্য)
গরুড়—১৩৬, ৩৭৭— ৩৮৫
ঋগ্বেদে গরুড়—৩৭৮
মহাভারতে বিষ্ণুরূপী সূর্যের বাহন-পক্ষী
৩৭৮
[illegible] গণেশের পুরাণে পক্ষী-বাহন ৩৭৮
মহাভারতে গরুড়-উপাখ্যান—৩৮১—৩৮৩
গরুড় বিষ্ণুর বাহন –৩৮১
গরুড় নাগগণের ভক্ষক—৩৮১, ৩৮৯
গরুড়-মন্ত্র—৩৮৪
গরুড় সর্পভয়-নিবারক – ৩৮৩
গরুড় নাগপাশ-বিমোচক—৩৮১
গরুড়ের পক্ষচ্ছায়া— ৩৮৭
গরুড় অরুণপক্ষী অরুমানব—৩৮৫
গরুড় শয়ন (গরুড়-শয়ন) –১৮৭
গবাক্ষ— ৭৮৯
গর্গ – ১৭২
গান্ধার –৫৫২

গর্ভ-লক্ষণ—২৭৭, ২৮২

গর্ভকালে মৃত্তিকা ভক্ষণে সাধ— ২৭৭

গলাতে—৫৭৬

গা—২৮১

গা (গণনার সংখ্যা)—২৯৭

গাঁগুলি—৫০৮

গাঙ্গ-চিল—৩৮৬

গাঙ্গুটি—৪৯২

গাছ আরোপিয়া নিজে কাটা ১৭০

গাছ (বাঁক)—৫২৩

গাছে—২৫৯, ৩২৮

গাজন—৫৫৮

গাড় (ঘাড)—৩ ৭

গাড়ী—৪৪১

গাড়ে—৩১১

গাথিল—২৬৫

গাথুনি—৩১৯

গাধা—১৭৪

গাম্ভারা—৩৪৫, ৪৫৩

গায়—৫৩৮

গায়ন—১০৯, ১২০

গারত—৪৫৮

গাবী—৫৮৮

গালি—৫১৪

গালা—৩৯৩

গিমা—২৮৩

গিলা (গাছ)—৪৫২

গুছিতা—১১৮

গুজাবাট—৪২৯

গুজে—৫৪৪

গুড়কাউলী—৪৫০

গুড়কাণ্ডাক্রি—৪৬০

গুড়ময়েন ৭৫৯

গুড়া—৪৮৮

গুড়ি—২৮৯

গুড়িগুড়ি—১৮৫, ৩১৯

গুড়ুব—৩৮৬

গু-সাগর—৪৬২

গুণে—৪৩৪

গুপ্ত ৫২১

গুপ্ত বারাণসী—৩৯৩

গুয়া—২০৬, ২৫২

গুয়াপান—কন্যানিয়োগের চিহ্ন—২২৮ (১৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

গুকানন্দা—১৪২

গুলঞ্চ—৫৫৭

গুলি—২০৫

গুলী—৫১৭

গুল্লাল—২৩২

গুশ—৭৫৯

গুহ—২০৭

গৃহকলি—৩৩৩

গৃহারম্ভের প্রশস্তকাল—৪৬৭

গো - ৪৫৩

গোটা—২১০, ৩৪৫, ৫৭৭

গোটা (মসলা)—২১২, ২৮৩

গোঠিলা—৪৫৮

গোঠে—৭০০

গোতান—১১২

গোদ—১৮৬

গোদা—১৮৬

গোদা (গোধা=গোসাপ)—৩৮৭

গোনস—৩৮৮
গোপ—৫৩২
গোপকুলে অবতার—৫৮৪
গোঁপ—৪৪৬
গোফ—৩১১
গোমতী—৪২৩, ৪৮১
গোমস্ত ১১৩, ২৩৩
গোয়াল্যা—৫৩৭
গোবকচাউল্যা—৪৫২
গোবা—৫৮৪
গোলা—৪৪০, ৫০৪
গোলাহাট—২৯৮
গোষ্ঠদান—৩৬৭
গোসাঞী —২১৩
গোহাবি—১১৬, ১১৭, ২০১
গোবী—৫২, ৫১, ৬৯, ৭০, ৭২, ১৬১, ৫১১
গোবীদেহ-সমুৎপন্না সবস্বতী —১০০
গোবীব জন্মতিথি- ১৬১
তপস্যা কবিয়া গোববর্ণ লাভ—১৬২
বিবাহ—১৮৯
শিবেব সহিত অভিন্ন— ১২৯
শিবেব অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী—৫২, ৫১
গোবা বাগিণা—১২৯
গ্রন্থছড়া—১৮৯
গ্রহ-বিপ্র—৫১৪

ঘ

ঘটক—৫১৪
ঘটা—৫০৫
ঘড়ুই-—৫৩৫
ঘড়া—৪২৮
ঘণ্ট—২১০, ৩১২
ঘণ্টেশ্ববী —৪২৬, ৫০৯
ঘনসাব ৪৩৭
ঘনা—৫২৭
ঘব – ৩৩, ৯০, ১৮৭, ৩৪১
ঘলঘণী—২৬১
ঘা— ১৯৮
ঘাঘব—১৫৭, ৫৩২
ঘাট -২৩০
ঘাটকাল—৪৬২
ঘাটফুল—১৬৩, ৪৬২
ঘাটশিলা—১১২, ১৫৪
ঘাডে—৩১১
ঘাম- ৩৩৬
ঘুঘু ৮৫৯
ঘুচায়া— ২৬২
ঘুচাপে—৫৪৩
ঘবে—৫৬৭
ঘুমুণ্ডী—৫১০
ঘুঙ্গবা—৪৮১
ঘোট—৫১৯
ঘোড়া—২৩৪
ঘোডামুগ- ৪৬০
ঘোড়াক্ক—২৮৮
ঘোড়াশালে বানব বাখিবাব বীতি—৩১০
ঘোড়াসাজ—৪৪৯
ঘোবতপা—৫৮৪
ঘোবরূপা—৫৮৪
ঘোবরূপিনী— ৪২৫
ঘোবা—৫৮৪
ঘোল—২৮৩

মাথায় ঘোল ঢালা—৬০১

ঘোষ—৪৯১

ঘোষণভুষণা—৫৮৪

ঘোষাল—৩৯০, ৫০৮

ঘোসলা (খোসলা ?)—৪০২

চ

চকোর—৩৮৫

চক্রবাক—৩৮৫

চক্রিনী—৪১৯

চক্রী—২১২

চটক (পক্ষী)—৩৮৬

চড়—৩১৬

চড়ক—৩৭৩

চড়ক পূজা (চবখ)—২৫০

চড়ন—৫৪৫

চডবড়ি—৬০০

চড়য়ে—৩০২

চড়র—৪৬০

চড়া—৩১৮

চডায়্যা—৪৩২

চড়ে—৩২৭

চড়িলাড—৩৪১

চড়ীচড়ী—২০৯

চণ্ডবতী—৪১৯

চণ্ডমুণ্ডা—৪২৫

চণ্ডাল—৫৩৭

চণ্ডিকা—৪১৯

চণ্ডী—৭৪, ৮২—৮৬, ২০২

চণ্ডী পরবর্তী কালের দেবতা—৭৪

পুরাণে চণ্ডী—৮২

চণ্ডী দুর্গা ও বৌদ্ধ দেবতার মিশ্রণ—৮৪—৮৬

কবিকঙ্কণকে চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ—১১৯

চণ্ডীর জন্মতিথি—১৬১

চণ্ডীর পূজা মঙ্গলবারে—২২৪, ৪২৯

চণ্ডীপূজায় বলিদান—২৩৫—২৩৭

চণ্ডীপূজার বিবরণ—২৩৬, ২৩৭

চণ্ডী শঙ্করগৃহিণী—৩৩০

চণ্ডী গোকুলরক্ষিণী—২৩৮

চণ্ডী কৃষ্ণের যমুনা-পারের সহায়—২৩৮

চণ্ডী উঠিলা গগনে—২৩৮

দেবকী ও রুক্মিণীর চণ্ডীপূজা—২৩৯, ২৪০

চণ্ডী ব্রহ্মের-রক্ষিতা—২৪০

রামচন্দ্রের চণ্ডীপূজা—২৪০

চণ্ডী সপ্তশতী—২৪১

চণ্ডী আদ্যাশক্তির অংশ—২৪১

চণ্ডী কল্যাণ-নিদান—২৭৬

চণ্ডীর কপটতা—২৮৫

জয়চণ্ডী—৩২৯

চণ্ডীর বাহন সিংহ—৩২০

চণ্ডীর বাহন গোধিকা—৩৩০

চণ্ডীর গৃহে সাত সতা—৩৯০

চণ্ডী দশভুজা—৪১৭

চণ্ডীর রূপ—৪১৭, ৪১৮

চণ্ডীর বিভিন্ন নাম—৪১৯—৪২৬

চণ্ডী কুমারী—৪২০

চণ্ডী নারায়ণী—৪২০

চণ্ডীই দুর্গা ও কালী—৪২১

চণ্ডী কৌশিকী—৪২১

চণ্ডী বৈষ্ণবী—৪২২

চণ্ডী শাকম্ভরী—৪২২

চণ্ডী যশোদানন্দিনী—৪২১
চণ্ডীর নিকটে বরাহ বলি—৪৭৪
চণ্ডী হরি-হর-হিরণ্যগর্ভের মূল—৫৮৯
চণ্ডীবাটী—১১৮
চণ্ডীমঙ্গল—৮৬
প্রথম চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা মাণিকদত্ত—৮৬
চতনা—২৯৪
চতুরঙ্গ—৫৫৯, ৫৭৫
চতুশালা—৪৪২, ৪৬৮
চতুলা—৫৩৬
চন্দ—১৯৬
চন্দন—২৩১
চন্দ্র হরিণলাঞ্ছন ও রোহিণীতে আসক্ত—১৯৮
চন্দ্রকোণা—১১১
চন্দ্রবংশ—৫১৬
চন্দ্রভাগা (নদী)—৩৮০
চন্দ্রভানু—৩৫৬
চন্দ্রমূলী—৪৬১
চন্ননে—৫৯২
চবথ ২৫০
চাচ্চকা—৪১৯
চলদল—১১৪
চল্লিশ—৫৮৪
চশ—৪৮৮
চাক—৩১৬
চাকা—২৮০
চাকঘা—৪৬২
চাকন্দা (গাছ)—৪৫২
চাকুল্যা—৪৫১
চাঁকুত—৪৬৩
চাথে—৪৭১
চাটা—৫৩৬
চাটাতি—৫০৮
চাতক—৩৮৬
চাঁদ—২০৪
চানুর—৩৭৩
চান্দ—১২৮
চাপ—৫৬২
চাপগাব—১৯৩, ৫১৭
চাপড়—১০৫, ৪৪৭
চাপনে—৫৬৪
চাপান—৫৮২
চাপায়্যা—৫৯২
চাঁপা—২৬১
চাঁপা-কলা—২৭৯
চাঁপাতি—৪৫৯
চাপিয়া—৩১৬, ৪৯৫
চাপল—৩১২
চাপে—১৪৫
চামার—৫৩৬
চামার-কষ (গাছ)—৪৫৩
চামুণ্ডা—২৩৫, ৪১৯
চামুণ্ডা কৌমারী শক্তি—১৯৫
চামের—২৯৪
চারণ—১২৭
চারি—২২৯, ২৩৫, ৩৪৪
চারিপর—৪৩২
চারিভিতি—৩২১
চাকদন—৪৫৭
চালতা—২৮০
চালা—৫৮১
চালিতা—৪৫১

চালু—২০৫
চালুনী—৫৩৬
চালে মাথা—৫৫৪
চাল্যা—৩০৭, ৫৪০
চাশ—৪৮৮
চাষবাস—২০০
চাহনী—২১৪
চাহসী—৫৪২, ৫৬৩
চাহিতে—২৭৮
চাহে—৩১৭, ৫৯১
চিকন—৪৬০
চিকিচ্ছা—২৪৪
চিকুর—২৫১
চিক্কা—৪৫২
চিটা—৪৯০
চিঠা—৪৯৩
চিড়া—২৮১
চিংড়ী—২৭৯
চিত্রক—২৬৫
চিন—৫৭৯
চিনি—২৭৯
চিনু—৩৯৩
চির—৩১৮
চিরদিন—৩১৮
চিরাতা—৪৫৪
চিরুণী—৩৪৫
চিরুন্যা—৪৬২
চিরে—২২৯
চুচুড়া—৩২৩
চুণ পিঠে—৫৪০
চুনা—৫৩২
চুনারা—৫৩৬
চুপড়ি—৩৪২
চুবড়ি—৩৪২
চুল—৪৮৫
চুয়া—৩৪৩
চেড়ী—১৪৪
চেয়াড়—৪০৩, ৫৬১
চেয়াড়ে—৪২৮
চেলা (শিষ্য)—২৯২, ৫৪৭
চেলা (চাপড়া)—৪৪২
চৈতন্যদেব—৩১—৩৬
 চৈতন্যদেবের সময়—৩১
 স্বয়ং হরি—৩১
 সন্ন্যাসচূড়ামণি—৩৩
 চৈতন্যদেবের ষড়ভুজ—৩১
 কপট-সন্ন্যাসী—৩৪
 চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর—৩২—৩৬
চৈত্রমাসে শিবপূজা—২৫০
চোটে—১৯১, ৪৪৭
চোয়াড়—৪৩০
চোর—৪৬৯
চৌদিকে—২০৫, ৫৫০
চৌধুরী—৩২৩
চৌপদী—৪৯৯
চৌরঙ্গ—১৯৮
চোরা—৪৬৮
চৌষট্টী—৫৬২

ছ

ছড়—৩৩৯
ছড় (ছাল)—৪০০

ছড়া—২২৯, ৩৩১
ছয়—১৯৬, ২২৩
ছর্দ্দিশ—৫৫৩
ছলিয়া—২২২
ছন্দ—৪৯৯
ছা—৩১৩, ৩২৭
ছাইয়া—২২০
ছাইয়াপত্র—৪৯২
ছাওনা—৩৯৮
ছাগলা—১৬
ছাডচ—৯০
ছাড়িতে—৪০৫
ছাডীলান—১০৫
ছাতা বাজচিহ্ন—১১১, [illegible]
ছাতিম—৪৭৫
ছানা—১৮৪, ৩৩৭
ছান্দন—২২৯
ছামনি—১৮৯, ৩০১
ছাগ—১৪২
ছায়ামণ্ডপ—৩০২
ছার—৩১১
ছারখার—৩১৭
ছাদ—২০০, ২১৬, ৩০২
ছালা—৪৩১
ছি—৪৯১
ছিত্র—৫৮৯
ছিণ্ডুয়া—১৫০, ৩৭৬
ছিণ্ডুল—৫৬৬
ছিণ্ডুলান—১৫০
ছিলমালী—৪৯৭
ছিলা—৩২৪
ছুতার—৫৩৫
ছুঁচে—৫৮০
ছুঁব—৩৩৫
ছুবায়—২৯৪
ছুবতি—৪৫৭
ছুবি—৩১৯
ছেয়া—৪৯৩
ছো—১৮৪
ছোট—৩৩০
ছোটখণ্ড—৩১০
ছোডান—৫২৭
ছোডিতে—৪০৫
ছোলঙ্গ—৩১৭
ছোলা—২০৯

জ

জইছন—১৫১
জইপানা—১৫৮
জইয়া—১৭০, ২৩৮
জইবা (ফল)—২৬১
জথি—২৫৬
জগজন—১২৪
জগতৃষ্ণা—২৩১
জগৎনন্দন—১২৯
জগদি—১১৩
জগন্নাথ মূর্ত্তি—৬৯
জঞ্জাল—৩৯৩
জটা (গাছ)—১৬২, ১৫১
জড—১৭৯, ৩৯৩
জড় (গড়ের ভিত্তি)—৫৫০
জড়িমা—১০২

জড়িয়া নগরী—১১১
জন—৪৪৫
জনম-ভিখারী শিব—২৭১
জম্বু—৩৯১, ৪৮৩
জন্তু—২৭৪
জবন—৫৫৮
জবাই—৫০৪
জবে—৩২৭
জমদগ্নি—৩৭৬
জমধর—৩১৭
জম্বুদ্বীপ—৩২
জম্ভ—২৫১
জয জয়—২৬৫
জয়ঙ্করী—৪২০
জয়ঙ্কারী—৫৮৪
জয়ন্তী—৪১৩,৪৫৪
জয়ধ্বতি—৪২৪
জয়া—৪১০
জয়া বিজযা—৭০, ১৭০
জরঠ—১৯৫
জলধিসুতা—৪১৭
জলপান—২১৩
জল শয়—১৮০
জলশাহি—২৭৪
জলহরি—৪৭০
জলাঞ্জলী—৩৯৩
জলেরে—৫৪১
জলেশ্বরী—৪২৪
জাইগিরি—৫৭৩
জাইয়া—২৮৫
জাইয়াজিম্বি—৫৩৬
জাইয়াপতি—২৮৫
জাইয়াতি—৫১৫
জাউ—২৮১, ৩১২
জাঙ্গা—৪৬০
জাজপুর—১১০, ১৫৪
জাঁত—১১৭
জাতি (ফুল)—২৬০, ৪৬৫
জান—১০৫, ৫৭১
জানা—৫৩১
জানি—২৯৫
জাম—২৪২
জাম্বীর—২১২
জাম্বুবান—৩৮৬
জায়ফল—১৬৩
জাল—৩০৫
জাল্যা—৫৩২
জাহ্নবী—২১৬
জাহ্নবীজলগর্ত্তা—২৩৭
জিউ—৫৮৫
জিউধ্বর—৪৭৭
জিজ্ঞাবিসা—৫৬৯
জিজ্ঞর—৫৭৬
জিতি—২৫৮
জিনিয়া—৩৩৯
জিনে—২৭৪
জিব (জিহ্বা)—৪৪৬
জিরা—২১০
জ্ঞান—৫৩৬
জীয়ন্তে—৩২৯
জীয়া—৩২৬
জুঝে—৫৬১

জুড়াইতে—১৪২
জুড়ি—৮৯
জুড়িলান—৩৩৮
জুতি—৪৬৫
জুম্মায়—২১৪, ৫৮০
জুলি—৪৭৯
জেন—১৯৫
জোক—৩৯৯
জোকা (গাছ)—৪৫৮
জোথা—৪৩১
জোড়—২৬১
জোডা—৫১৮
জোলা—৫০৪
জোহাব—৪৩২, ৫৪৬, ৫৭২
জৈর্মানি—৩৭৪
জৈমুনি—৪৭৮
জ্বর্তি—২৭৬
জ্বরেব উৎপত্তি—২৭১
জ্বালামুখী—১৫৫

ঝ

ঝংকাব—৫৮৫
ঝগড়া—৪৩৩
ঝগডাকে—৫৮৫
ঝড়—১৮২, ৩১৯
ঝনকাট—৪৪২
ঝনঝনা—৪৭৯, ৫৮৫
ঝবঝব—৩১৯
ঝলক—১৮৩, ২৭১, ৩১৯
ঝলমলী—৩৯১
ঝলী—২৯৫
ঝল্যাডা—৪৫৬
ঝশ—২৮৪
ঝাউ—৩৩৭
ঝাঁকে ঝাঁকে—৩১৫
ঝাঁকে—৫৬২
ঝাট—১৬৯, ২১২, ২৭১, ৩৪৩
ঝাটা—৫৪১
ঝাটি (ফুল)—৪৪৯
ঝাটী—৩১১
ঝাড়েন—১৩৩
ঝাপ—৩৩৬
ঝাপান—৫৫৭
ঝাপে—৩১৫
ঝাবি—৫৩১
ঝাবা—১৪৫ ১৬৯
ঝাল—২১২
ঝি—১৩৮, ১৮৭
ঝিকবাজি—৫১০
ঝিণ্ট—২৬০
ঝিণ্টী—৩৩৭
ঝিমিকে—৩৯৪
ঝিয়ে—৩২৬
ঝুড়ি—৩১২
ঝুপড়ি—৫১৫
ঝুমঝুমি—৪৮১
ঝুল—২০৫
ঝুলি—১৯৭
ঝোকনা—৩৩৭
ঝোড়—৩৩৬
ঝোব—৫৮৫
ঝোল—১৮৭

ঝোলে—৩৯১

ট

টগর—৩৮৮
টঙ্কর—৫৮৫
টবর—৫০৩
টলটল—২১৪
টাকা—১১৭, ৪৩৪
টাকাকের—১১৮
টাঙ্গ—২৪৭
টাঙ্গন—৪৩৭
টাঙ্গী—৩১৯, ৪৩৮
টাঙি—৪৪৫
টান—১৫২ ৫৬৬
টানাটানি—৫৮৫
টানে—৩৩৮
টাবা—২১০, ৪৬৪
টাযুর—৪৪৯
টিকুরি—১১২
টিয়া (পাখী)—৩৮৬
টুটরে—৩৯৯
টুটালা—১৭৩
টুটিল—১২৪
টুটে—৩১৬
টুনি (পাখী)—৩৮০
টুপি (দশবেখা)—৫০১
টুপি—৫০১
টুরী—৫৩৮
টেটক (পাখী)—৩৮৬
টেটাক (পাখী)—৩৮৬
টোপ—৩২৮
টোপর—২৯৫

ঠ

ঠকা—৫৪২
ঠকের—৫১৩
ঠনঠন—২৭৯
ঠাই—২০৭, ৩২৯
ঠাই ঠাই অন্তর মাথায় বাথে চুলি—৬০০
ঠাকুর—১৯৮, ৪৮৬
ঠাকুরাণ—৪৪১
ঠাকুরালী—৫৬১
ঠাট—৩১৬, ৫৫০, ৫৬০
ঠাটা—৫৮৫
ঠার—১৯২, ৫..
ঠারেঠোরে—১৮৭
ঠিক—২৯২
ঠীত—১৯৬
ঠুঠার—৩১০
ঠেকাইয়া—৩১৯
ঠেকিয়া—১১৫, ৫৬৬
ঠেঠা—৫৭০
ঠেটাঠেট—৫..

ড

ডগা—২৭৯
ডমরু ডিমিডিমি—১৬৬
ডমরু যোগী বাজায়—৫৩৭
ডমরু-মধ্যমা—৫৮৫
ডম্ফ—২৬৬, ৪৪৪
ডম্ব—২৩৪
ডম্বর-রূপিণী—৫৮৫

ডব—১১৮, ৭২৭
ডবাই—৪৮৫
ডবায—৫৮০
ডাক—১০৫ [illegible]
ডাকা—৫৭৮
ডাকাতি—৫৮৫
ডাকনা—৮৫
ডাক (পাখী)—[illegible]
ডাডা—[illegible]
ডাড্কা—[illegible]
ডাণ্ডা—[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ডিঙ্গা—[illegible]
ডিণ্ডিম—[illegible]
ডিণ্ডিম—[illegible]
ডিঙদার—[illegible]
ডুবং—[illegible]
ডুবিন্ধু—২৭৫
ডেফল—৫৫৪
ডোব—১৪৮, ৩০৬, ৪২৮, ৮০৮
ডোড—৫৭৩
ডোডভাব—৪২৮
ডেলা—২৯৪
ডোম—৫৩৬
ডোমচিল—২৬৯
ডোব—৩৬, ১৫১

ঢ

ঢঙ্গ—৫৮৫
ঢাক—[illegible] ৫৫৬
ঢাল—[illegible], ১০৯, ৩১৫, [illegible]
ঢালম—১৫৩
ঢালাদ—[illegible]
ঢালা—[illegible], ৫৩১
ঢেও—৩৭৭
[illegible]—২৪৩
ঢেকি—৪২১
ঢেমচা—[illegible]
[illegible]—৫০৭
ঢেল—৫৪০
ঢোক—২৮৫
[illegible]—২৮২, ৫৫১
[illegible]—২৪৭

ত

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
তন্তুবায—[illegible]
তন্তু—[illegible]
তপন (আকন্দ গাছ)—[illegible]
তপনকাটা—২৬৬

তপনী—৫৮৫
তপস্বিনী—৪২৪
তপাষ—২৯৬
তপীত—৫৮৫
তবক—৪৩৮
তবকের—৪৪৭
তবে—২১৩
তমালী—৪৪৯
তম্বু—৪৪০
তম্বুলিপ্ত—২০৩
তব—৫৬২
তবক্ষু—২৪৩
তরঙ্গ—৪৮১
তবল (বাঁশ)—৪৫৫
তবাজু—৪৩২
তবে—৩০, ৩১১
তসর—৪৪০
তাই—৩০৬
তাজি—৪৯৫, ৫৬০
তাজী—৫৬৩
তাড়—৪৯২
তাড়াঘাত—২৯৩
তাড়াতাড়ি—৩২৭
তাড়িপত্র—৪৩৮, ৫৬৫
তাঁতি—৫৩৮
তামাল—২৬৪
তাম্বুলিক—৫২৯
তাম্রচূড়—৩৮৫
তাম্রলিপ্তি—১১০, ২৩৩
তাব (ধাতুসূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম অথচ কঠিন)—৩৩৬
তাব (তাড়, বাহুর অলঙ্কার)—৩৯১
তারকাসুর—১৬৭
তাবাজুলি—৪৮১
তাবেশ্বর—১১৩
তার্ক্ষ্য—৩৭৭
তালপুর—১১৩
তালী—৩১৬
তালুক—১১৬, ৩২৩
তাশন—৫০৪
তিত—২০৮
তিন—১২৩, ৫৭৭
তিন কাঁটি—৫৫৭
তিন বিলোচন—১৫০
তিলক—২৬২
তীনা—৩৪২
তীব—৫৫৪
তীব-করাইয়া—৩০৫
তু—১৪৮
তুক্রি—৫৪২
তুন্দ—১৯১
তুম্বা—১০২, ৩২৬
তুবিত—৫৭২
তুলা—২৪১
তুলাক—৩১৭
তুলিবাব—২৫৮
তুলী—৪০১
তুষধুণ্ডা—৫৮১
তৃণাবর্ত্ত—৩৬৯
তৃতীয়ার চাঁদের সঙ্গে সুন্দরীর তুলনা—৪০৩
তেউড়ি—৪৫৫
তেওটিয়া—১১৮

তেক্রি—৩৯৫
তেয়াই—৪৮৫
তের—৪৭৯, ৫৫৭
তেলী—২০৬, ৫২৭
তেশন—৪৮৫, ৫২৫
তেহাই—৪৮৫
তোক—৩২২
তোথা—৪৫৮
তোলা (১ ভরি)—৫১৮
তোলা (উত্তোলন)—৫৪০
তোলায়—৪৪১
তোলে—৪৬৮
তো সনে—৫৬৩
ত্রপা—৪২৬
ত্রিতত্ত্ববাদ—১৩০
ত্রিদশ—১৫৫
ত্রিনেত্রা—৪২৪
ত্রিপুর—১৪৯
ত্রিপুরা—১৯৬, ৪২৪
ত্রিপুরারি—৬১, ১৯৭
ত্রিবলী—২৯১, ৩৪৬
ত্রিবিধ—৩৩৯
ত্রিমূর্ত্তি—৪৪
ত্রিশক—২২৯
ত্রিসক—৪৪৩

থ

থইকর—৪৬৬
থরথর—১৪৮
থরহরি—৫৮৫
থরে থরে—২২৮, ৩৯১, ৪৪৩
থলী—৪৩২
থাক—৯০
থাকহ—৫৭১
থাকু—২৯৫
থানা—১১৭, ৫৫১
থাল—২৭৯
থালে—২০৫
থির—৩৯৫
থুইল—১৩১
থুতে—৫৮০
থুয়্যাছিনু—৪৮৫
থুল্যা—২৮৯
থোড়—২৮০
থোপা—৩৯১
দইয়া—৩৭, ৯০, ১৬১
দকদক—২১৬
দক্ষ—১৩৭, ১৩৮
দক্ষ ব্রাহ্মণের রাজা—১৬১
দক্ষযজ্ঞ—৪৫, ৫০, ৭২, ১৫৩, ১৫৯, ১৬১
দক্ষালয়—১৪৩
দক্ষের ছাগমুণ্ড—১৫৯
দক্ষজনী—২৩২
দক্ষিণা (কুশহস্ত হইয়া দেওয়া)—৫১২
দগাড়ি—৩৩১
দগদগী—২৮০
দড়—১৮৬, ৩০৬, ৩১৬
দড় (দ্রগড়)—৫৫৬
দড়া—১১৬, ৩৩৬
দড়ি—৩২২
দণ্ডপাটে—৫৪৫
দণ্ড বিবিধ প্রকার—৫৯৮, ৬০০

দণ্ডি—১০৮, ৪২৬
দত্ত—৫২১
দত্তাত্রয়—৩৫২
দধি (পায়ে ঢালা, বিবাহে)—১৮২
দনা—২৬১
দনার—৪৮০
দন্তাদন্তি—২১৬
দন্তি—৪৫৫
দর—৪৫৩
দয়া (কলা)—৪৬১
দর—৩১০, ৫৩২
দরজা—৫০৫
দরি (গুহা)—৩১৬
দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে—১৭৪, ১৭৫
দর্পণ—২২৯
দলই—৫৩৫
দলিজ—৪৭১
দশ দুই চারি—১৯৮
দশমী—৫৫১
দশাক্ষর মন্ত্র—১২০
দশানন—২৫০
দা—৪৭৮
দাক্ষায়ণী—১৪৪
দাগা—৪৯৩
দাগে—৫৬৮
দাড়ি—৩৭৪
দাড়ী—১৫১
দাড়িম্ব—২৬৪
দাড়িম্ব-তরু—৪২৮
দাঁতে কুটা—১৭৬
দাঁত্যা—৫৪২
দান (খেলার)—১৯৮
দানাড়—৫১২
দানা—১৩৯, ১৫০, ১৮২
দানিসবন্ধ—৪৯৯
দাপট—৫৬৬
দাপে—৩১৫
দাবড়—৫২৮
দামা—১৫০, ২৩৫, ৫৫১
দামামি—৪৮১
দামিন্যা—১১২, ১১২
দামোদর—৪৮০
দারিকেশ্বর—১০৮, ৪৮০
দারিদ্র্য গুণরাশি নাশে—১৭৫
দারুপিপিলিকা—২৭০
দাস—৫২১, ৫৩৪
দিক্‌কবি—২৫৫
দিক্‌পাল—১১০, ১৩৭, ১৩৯, ২৩৮, ২৩৯
দিগম্বর—১৯০
দিগাড়ি—৫১০
দিগে—৪৪১, ৫৫৩
দিঘল তরঙ্গ—২৬৭
দিঠ—২৬৬
দিঠে—৩১৭
দিগোঁসাঞী—৫১২
দিন—৫৫৯
দিনকরসুতা (যমুনা)—৪৮১
দিশা—৫৭৪
দিলান—১০২
দিশপাশ—৪৪০
দীঘল—২৯১, ৪৭০
দুই কুলে—২৭৫

দুইপর—২৭০
দুইবুটী—২৬০
দুকাঠা—৩৪৪
দুটা—৩১১
দু-তিয়া—১৯৮
দুদ্যা (লতাগাছ)—৪৫৮
দুপর—৫৮১, ৫৯৭
দুয়ার—৩৪৪
দুয়ারি—২৪৪, ৫৭১
দুরদুর—২১৪
দুরাদৃষ্ট—১৪৭, ৫৯০
দুরী—১৯৮
দুর্গা—৪০৬—৪১৬
দুর্গা শিব গণেশ ক্ষেত্রপাল দেবতা—৮
দুর্গা—৬৯, ৭০, ২৩৭
দুর্গা বিন্ধ্যবাসিনী—৭১, ৭৪, ১০৭
দুর্গা অনার্য্যপূজিতা—৭১, ৭৫
দুর্গাপূজা—৭২, ৮১, ৪০৬, ৪১৫
সিংহবাহিনী—৭৩, ৮৭, ১১০
দুর্গা শাকম্ভরী—৭৫, ৪২১
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মাতা ও পত্নী—৭৬,৭৭
মহিষাসুরমর্দ্দিনী—৮৮
দুর্গা আদ্যাপ্রকৃতি—৯৭, ১২১
দুর্গার বাহন বৃষ—১৪৪
বৈদিক যজ্ঞবেদি পরে দুর্গার মূর্ত্তিতে কল্পিত—৪০৭
বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী—৪০৮
বৃহদ্দেবতায় অদিতি বাক্ সরস্বতী ও দুর্গা অভিন্ন—৪০৯
দুর্গা ও অগ্নি অভিন্ন (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)—৪০৯, ৪১৪
দুর্গার জয়া, সিদ্ধা, অপরাজিতা, উমা, গায়ত্রী, গৌরী, চণ্ডিকা প্রভৃতি নামের কারণ—৪১৩—৪১৪
দুর্গার বিভিন্ন নাম—৪১৯—৪২৬
দুর্গা কুমারী—৪২০
দুর্গা নারায়ণী—৪২০
দুর্গা বৈষ্ণবী—৪২১
দুর্গা শকদের দেবতা—৪২২
শক্তিরূপা তিন দেবে—৪৬৬
শ্রীফলশাখাবাসিনী—৪৬৭
দুর্গা সুরাপায়িনী—৪৭৪
দুর্গা হরি-হর-হিরণ্যগর্ভের মূল—৫৮৯
দুর্গা-মেলা—৫৬৯
দুর্জ্জন—৩৩৯
দুর্ব্বা—২৬১
দুর্ব্বাকর ভূমি—২২২
দুর্ব্বাসা—২৫৩
দুর্ব্বাসার শাপ—৮৮, ৯১
দুলাল—২৬৫
দুলিচা—৪৩৫
দুঁহাকার—৩১৭, ৩৯৬
দুহু—১২৯
দুঁহে—৫৭৬
দূরগতি—৩৩৭
দূর্ব্বা ও ধান্য—৩০১
দে (দেহ)—৪০৩
দেউটী—৩০১
দেউল—১১৪, ২৩৫, ৪৭০
দেওর—৩২৪

দেখ—১০৫

দেখে—৩৩১

দেবছাট—৪৫৩

দেবতা একাদশ—৮, ৩৮

দেবতা তিন—২১, ৩৮

দেবতা তেত্রিশ, তিন হাজার তিন শত উনচল্লিশ—৩৮, ৩৯

দেবতা তেত্রিশ কোটি—৩৮

দেবতার বাহন—১০৯, ১১০, ১৩৬

দেবতার মাস—২৭২

দেবদারু—৪৫৫

দেবধান—৪৫১

দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি—১৫, ২৩

দেয়ড়ি—১৮২

দেয়ান—৪৯৩

দেয়াশীল—৫৫৪

দেশমুখ—৪৯৪

দেসধি—৫০৬

দেসমুখ—৪৮৫

দেহারা—২২১, ২৩৫

দেহালা—২৮৯

দৈন্য-দোষে কেন সকগুণে—৩৩৮

দোখণ্ডী—৫৫২

দোপাটা—৪০১

দোয়া—৫০২, ৫০৩

দোয়া চারি—১৯৮

দোয়াদশী—২৭৫

দোলমাল—৪৭৯

দোলা-পিণ্ডি—৪৭০

দোসর—৩২২, ৫১৬, ৫৫৮

দোসে—৫৯০

দোহাই—৫৩০

দ্যগড়ি—৪৯৮

দ্যূতক্রীড়া—১২১, ১৯৬

দ্বত (দোয়াত)—৪৩৫

দ্বারকা—৪৭১

দ্বারকাপুরী—৩৬৮

দ্বারবাসিনী—৪২৪

দ্বারাগারে—৩৯৬

দ্বিজরাজ—৫৪৩, ৫৬৫

দ্বিপ—৪৩৭

দ্বিপকা—৫১৫

দ্বীপনী—৫৩৯

দক্ষা—৪৬৩

ধ

ধড়া—৩১৮, ৩৩১

ধনঞ্জয়—২৭২

ধনপতি—৮৪, ৮৬, ১২৩, ২২৪

ধনপতি তমলুকে বর্গভীমার মন্দির গঠন করান—১১০

ধনিচা—৪৫৫

ধন্ধ—৪৯২

ধন্বন্তরী—৩৫৫

ধব (গাছ)—৪৫২

ধবলছাতা রাজচিহ্ন—২৪৩

ধবল ছাতি (রাজচিহ্ন)—৫৯০

ধব্যা—৫৩৮

ধরণী—৫৮৬

ধরাইয়া ছাতা—৫৯২

ধরিলে—৫৮৬

ধর্ম্মঠাকুর—৮৪, ৮৬, ১৪৭

ধর্ম্মপুত্র—৩৫২
ধর্ম্মসেতু—২৫৪
ধাই—২০৭
ধাউয়াধাই—১৫০
ধায়্যা—২১৪
ধাঙ্গী—৫৩৭
ধাতকী—২৬১, ৪৫০
ধান—২০২
ধান (ওজন)—৪৩২
ধানকাটি—৪৮৯
ধানসী—৫৯৬
ধানুকী—৫৬০
ধান্ধা—১৮৯
ধান্যঘব—৫৭১
ধান্যঘবে—৫৭৯
ধাব—৩৪০
ধাবণা—৫৮৬
ধাবী—৩৪১
ধাবেতে—৩০৭
ধিষণা—৫৮৬
ধুকড়িয়া—৩৮৬
ধুকড়িয়া কন্থা—৩৮৬
ধুতি—১০১, ৫২৬
ধুতি (ঘুষ)—১১৭, ৫৪১
ধুতুরা—৪৪৮
ধেনুক—৩৫৯
ধোবা—৫৩৪
ধোয়বা—৫৩৭
ধৌম্য—৩৭৬
ধ্বনী—৫৫৫
ধ্বস্ত—৫৪৮

ন

নকুল—২৪৩
নকুল গউলা—৩১০
নকুল পণ্ডব বৈশ্য—৩৭৬
নখববৰ্জ্জিনী—৫৮৯
নগবকোট—১১৩, ১৫৪
নগব্যা—৫১৩
নগেন্দ্রনন্দিনী—৭২৮
নঙ্গেট—২১০
নট—২২৩
নটিষা—২০৯
নড়িয়া—৪৯২
নড়ে—৫৫৫
নন্দি-গাগ্রি—৫১৩
নন্দী—১৩৯
নফব—২৪৯, ৪৯৪
নবভাগে—২৩২
নমহু—১০৩
নমাজ—৪৭১
নয—৩৯৮
নবক (অসুব)—৩৬৭
নবনারায়ণ—৩৫২
নবসিংহ—৩৫৫—৫৬
নবসিংহবাহিনী—৩২০
নলে—৫৮৭
নহে—৫৯৩
না—৫৭৭
নাক—৩৯৩
নাকাব—১৮৬, ২৮৪
নাগা—৪৯৩

নাগাঙ্গী—৪২৬
নাগেশ্বর—২৬০
নাগ্যের—২০৬
নাচাড়ি—১৩২, ১৭৩, ৩৩৮, ৫৯০
নাছ—১১৭, ২৩০, ৪৪৩
নাগ্রি—২০০
নাট—১২৪, ৩০২, ৫৯৪
নাটা—২৯২
নাড়য়ে—২৭৫
নাড়িচা—১১২
নাতি—১৮৭, ৩২৩
নাদন—৪৫৭
নাদিয়া—৪৩৪
নানা উপহারে চণ্ডীপূজা—২৩৩
নান্দী—১৮০
নান্দীমুখ—১৮০
নাপীত—৫৩১
নাবড়ু—৫৭৩
নামাজ—৪৯৭
নায়ক—১২৪
নারক—৩৮৫
নারদ—১৬৪—১৬৭
নারদের জন্ম—১৬৪, ১৬৫
নামের অর্থ—১৬৫, ১৬৬
হরিভক্ত—১৬৫
মানব—১৬৬
বিশ্বপর্য্যটন—১৬৬
কলহপ্রিয়—১৬৬
সঙ্গীতজ্ঞ ও বীণা-যন্ত্রের উদ্ভাবক—১৬৬
চিরযৌবন—১৬৬
ঢেঁকিবাহন—১৬৬
শিব-বিবাহের ঘটক—১৬৬
পুরাণকার—১৬৭
ব্রহ্মর্ষি—১৬৭
নারদের বীণা-ধ্বনিতে হরিনাম কীর্ত্তন—২৫৪
নারায়ণ—১০৫
নারায়ণের বাহন—১০৯
নারায়ণ নদী—১১৮
নারায়ণী—৮৬, ১২৪, ২৮৬, ৪২০
নারি—২১৫
নারিকেল—২১১, ২৮১
নারীর ক্রন্দন অযাত্রিক—২৬৯
নারে—৩৩৯
নালিতা—৩০৪
নাহি—১৯২, ৩১৪, ৩৩৮
নিকলয়ে—৪৪৭
নিকলে—৩১৭
নিকা—৫০৩
নিগম—১৮, ৩৪৮
নিগম-নিশুঢ়া—৫৮৬
নিয়—১৮
নিছনি—১৪৯, ১৮৯, ২৬৬
নিছে—৩০৬
নিত—৩৯৬
নিত্য—৫৪৮
নিত্যপুটা—৪২৪
নিত্যানন্দ—৩২
আনন্দ-কন্দ—৩২
নিদইয়া—২৭৬, ২৯৪
নিদান (হেতু)—২৮৫
নিদান (শেষ)—৩৯৭

নিদ্রারূপা—২৩৮
নিধানী—২৮৩
নিধু-নিদ্রা—৫৮৬
নিধনে কেহ না আদরে—১৭৪, ১৭৫
নিবাঙ—২৯৭
নিবাত-কবচ—২৫৫
নিবেদন (নিবেদন করেন)—১৩২, ১৪১, ১৪৬
নিম—২০৮, ৪৫৫
নিয়ড়—২৯২
নিয়লী—৪৪৮
নিরঞ্জন—২৮, ৬৪, ১২৪, ১৫৬, ৩৪৮
নিরবস্থ—১১৪
নিরামিশ্য—৪০০, ৫২৯
নিরীশন—২২২
নির্ব্বন্ধ—৫৭২
নির্ব্বাসী—৪৫৭
নির্ম্মিতি—১৯২
নিল-পতাকিনী—৫৮৬
নিলা খাণ্ডী—৪৬৯
নিশয়—৪৯২
নিশান—৪৮৮, ৫৫৬
নিশাপতি—৩৯৬, ৫৪৬
নিশি—৩০৫
নিসান—৪৯৮
নিসুন্দা—৪৫২
নিস্বরে—৪০৫
নীচ হয়্যা—৫৯৮
নীঞা—৫৮৫
নীম—২৮৪
নীলকণ্ঠ (পশু)—২৪৪
নীলগিরি—১১০, ১৩৪
নীলপুর—১১১
নীললোহিত—১৩০
নীলাঙ্গী—৪২৬
নীলাম্বর—২২২
নেউগী—৩২৩
নেউটিলা—৩২৭
নেঙ্গা—২৯৪
নেয়াল—৫০৫
নেয়ালী—২৩০, ২৬১
নেহালয়—৩১৬
নৈমেষ কানন—২৩২
নোয়াবী—২৮০, ৪৫০
নৌতুন—১০২, ৫৮৭
ন্যায়—৫১১

প

পইতা—১৪১, ১৮৩
কনক পইতা—১৪১
পঞ্জি—২৫২
পঞ্চ উপচার—৩০০
পঞ্চক—৪৮৮
পঞ্চতপ—১৭১
পঞ্চতীর্থ (উড়িষ্যায়)—১১০
পঞ্চ দুর্গতি—৩২১
পঞ্চবাণ—১৬৯, ১৭১, ২৭০
পঞ্চানন—৩১৭
পটি—২০৫
পটুনী—৫৩৪
পটুল—৫৭১
পট্টিস—৪৩৯

পট্টীশ—৫১৯
পট্যা—৫০৫
পড়সি—১৪২
পড়স্তা—৩৪১
পড়া—৪৪৪
পড়াশী (গাছ)—৪৫১
পড়ি (তোষক)—৪০১
পড়িলা—১২৩
পড়ুয়া—৫১৩
পড়ে—২৮১, ৫৫৬
পড়েই—৫৪২
পড্যা—৫২৭
পড়্যান—৪৩২
পণ—২৭৭, ৩৪১
পতিনিন্দা—১৮৫, ১৮৮
পত্তি—১৫০, ৫৭৩
পত্রভাগে—৫৬১
পত্রশানা—৫৫৮
পথর—২২৯
পদ্মহাত—৩১০
পদ্মা—৭০
পদ্মাসন—১০৩
পনষ—২৩০
পনস (বানর)—৩৮৭
পবন উনপঞ্চাশ—১৩৬
পবনের বাহন হরিণ—১৩৬
পয়ান—৩০৮
পয়ার—৪৪১
পর (প্রহর)—১৪৫, ২০৬, ২২৯
পরবন্ধ—২৫৬
পরমাই—১৩১
পরশ—৪৩০
পরশুরাম—৩৫৭
পরাবেশ—২৮৯
পরাশর নদ—১১৮
পরাশর মুনি—৩৫৭, ৩৭৪
পরিচ্ছন্ন—৪৭৮
পরিল—২৬৫
পরীক্ষা -
প্রাচীন ভারতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধিতা ও নিরপরাধিতা নির্ণয়ের পরীক্ষা—৩৯৪
পর্ব্বত (ঋষি)—৩৭৬
পর্ব্বতের নাম—১২৮, ১৩৩, ১৩৪
পলঙ্ক—২১২
পলতা—২০৯
পলসাঞী—৫১১
পলা—৩৩৩, ৫১৮
পলায়—৪৪৫
পলাশ—৪৫৬
পলাশন—১১২
পল্ল—৫৩২
পশরা—৫৩০
পশারিলা—১৫১
পশুপতি—১৪৩
পশ্চীমে—৪৯৫
পসলা—৫৬৬
পসার—৩৪৩
পসারে—২৯৪
পস্তুতহর—৫৩২
পঙ্কছিল—৪৩৩
পা—২৮১

পাই—১১৭
পাইক—৫৬২
পাইরাবত—৫৪২
পাওলপুরী (পাত্তলপুরী বা পাতুলপুরী)—১১৮
পাকড়ি—৪৫৬
পাঁকাইড়—১৮৬
পাকাল্যা—৩৩৮
পাকুড়ি—৩৮৭
পাকে—১৯১, ২০১, ২১৪
পাক্য—৫৪৭
পাক্যগণ—৫৯১
পাথ—৪০২
পাথরিয়া—৫৫৯
পাথাল—২৬৬
পাথালীলা—৩১১
পাখী—৩৩৭
পাগ—১১২, ৫০২
পাগল—৩৯৪
পাঁচড়া—১১৩
পাছ—১১৭
পাছড়ি—৪০১
পাছাইয়া—৫৭৫
পাছীমেতে—৪৭০
পাছু—৫৬৬
পাজা—৪৭০
পাঁজা—২৪৪
পাঁজি—৪৮৩
পাঁজ্যাত—৪৫০
পাঞ্চালী (পাঁচালী দ্রষ্টব্য)—১৪৬
পাট (থাক)—৪৪২
পাট (পিঁড়ি)—৩০২
পাট (রেশমী বস্ত্র)—৩১৮
পাটের পড়া—৪৩৭
পাট (থলে)—৪৩৪
পাটকাল কোরণ্ডা—৪৫৮
পাটন কাণ্ড—২৯৭
পাট-নেত—২৭১
পাটলা—২৬২
পাটশাল—৪৪৩
পাটা—২০৪
পাটি—৪৯৬
পাটী—১২২, ৪৩৯, ৪৯৬
পাটী (কাঠের তক্তা)—৪০৩
পাট্যায়—৪৮৮
পাঠক সিংহ—৫৭৮
পাঠাই—২৫৯
পাঠাবধি—৪৯৭
পাঠ্যা—১২২
পাঠাল্যা—১৩৫
পাড়—১১৬, ৪৪৩
পাড়া—৩৪১, ৪৫১
পাড়িতে—৪৭৯
পাড়ুবি—৪৫৬
পাণ—৪৩৪
পাণি—২০০, ৩১১
পাতাল—১৩২
পাতাসিজ—৪৫০
পাঁতি—১২৭, ২২৮, ২৯১, ৫৩৭
পাতি পাতি—৪৪৩
পাতিয়া—৪৪৫
পাতিয়ায়—৫৮০
পাত্যারা—৪০৬

পাত্র (মন্ত্রী)—৫৪৬
পাথবা—৩১১, ৪০২
পাথি—৩০৭
পাস্থ—১৩৭, ১৪৫
পান—২০৬, ৩০৬, ৪৯৫
পান দিয়া (কর্ম্মে নিয়োগ)—১২৮
পান নিছিয়া ফেলা—৩০৫
পান লইয়া (কর্ম্ম স্বীকার)—৪৯১
পানা—১৫৩
পানি-পশালা—১৫১
পানি সিউলী—৪৫০
পানীব—৫৬৬
পানুক্রি—৫৩৬
পানে—২৭০
পান্তু—২৭৮
পাবঙ্গ—৪৮১
পায়—৩২৯, ৩৩৭
পাবলী—৪৫৫
পারা—১৮৬, ৫৪৬
পারাবত—৩৮৬
পারি—৩২৮
পারিজাত—২৬১
পারীঘাতি—৫১০
পারীয়াল—৫১১
পার্ব্বণী—৪৮৮
পাল—৫২৪
পালঙ্ক—৪৭৯
পালঙ্গ—৪৩৯
পালধি—১৪১, ২৪৫, ৫১২
পালা—১২১, ৪৩০
পালাইতে—৫৯১
পালান—১৫৭
পালাব—৩৩৯
পালী—২১৩, ৫৭৯
পালীটা—৪৪৯
পাশা—১৯৭
পাশাখেলা—১২১, ১২২, ১৯৬
পাশুল (অলঙ্কাব)—৩৪৬
পাশে—৩৪৩
পাষণ্ড—৩৬৮
পাষ্টি—১৯৭
পাসবিলা—১৭০, ৩৪২
পিঙ্গল—৫১৭
পিঙ্গলা—৪২৪
পিছে—৪২৮
পিটে—৫২৭
পিঠ—২৩৫, ৩১৭
পিঠা—২৮১
পিঠে—২৯৯
পিঠে চূণ—৫৮০
পিড়া—৪৬৯
পিড়ি—১৮৬, ২৭৬
পিড়িব বাড়ি মারয়ে—১৮৬
পিড়িবা (গাছ)—৪৫১
পিণ্ডীকা—৪৪৩
পিতা (কন্যা বিবাহেব) প্রমাণ—১৭৭
পিতা (পান কবিত)—৫৪৫
পিতৃগণ—১২৩
পিনাক—১৪৮
পিনাকেব শিঞ্জিনী—১৪৯
পিনাকের শর—১৪৯
পিপলী—৬৮৭, ৪৬১

পিপিড়াব—৪০৩
মৃত্যুর হেতু পিপীলিকাব পাখা হয়—৪০৩
পিপিলাই—৫১১
পিয়া—৩৯৫
পিয়াল—২৬৪
পিব—৪৪৫
পীব—৪৯৭
পিলান—২৮৫
পিশাচ খণ্ড—৫১১
পিসি—২৮২
পীঠস্থান—১৫৪, ১৫৫
পীতমুণ্ডী—৫১০
পুই—২৮৩, ৩১২
পুইতুণ্ড—৫০৯
পুজি—৩০৯
পুটলী—২০৬, ৫২৯, ৫৬০
পুটাঞ্জলী—৫৪৬
পুডা—৪৯১
পুডিয়া—১৭২
পুডীতি—৪৫১
পুথি—১০২, ২৫২
পুবট—১২৭, ৫৫০
পুবধা—৪৩০
পুরন্দব মিশ্র—৩৩
পুবমথন—২৭০
পুবহর—২৬৬
পুবাণ—১৮, ৭২, ৭৬
পুরু—২৫৯
পুরুষ প্রধান—১৭
পুরুষ পুরাতন—১২৪
পুরুষার্থ—১৮
পুরুষেব দীর্ঘকেশ—১৫৫
পুরুলীয়া—৪৪৯
পুলমজা—২৭৭
পুলহ—৩৭৬
পুষিয়াছে—৩৩৯
পূজামূল—২২৬
পূতনা বাক্ষসী—৩৬৮
পূববী—৮৬
পূর্ব্বগাত্রি—৫১১
পূর্ব্বপক্ষ—১৩৭
পূর্ব্বে জলাশয়—৪৬৯
পুষা—১৫৩
পৃঠে—৫৫৬
পৃথিবী হবণ—১৩২
পৃথু—৩৫৩
পেকাম্বব—৪৯৭
পেথম—৩৮৫
পেথস্থান—৪৪৫
পেট—২৭৭
পেটাবিয়া—৪৪৯
পেটবাগু—৩২৪
পেড়ি—১৪৪
পেনই—৫৩৭
পেয়াশাল—৪৫৩
পেলা—৫৫২
পেলাইলা—১৫৩, ১৮৯
পৈল—২১৩
পো—১৮৩
পোড়ে—২১৬, ২৭১, ৩৩৭
পোতদার—১১৭, ৪৩১
পোতা—২২৮, ৫৯১

পোতামাঝি—৫৮১, ৫৯১
পোনা—২৮৩
পোনের—১১৬
পোয়ের—২১৬
পোহাল্য—২০৭
পৌলস্ত্য—৩৭৫
প্রকৃতি—১২১, ১২৮, ১৩০
প্রণালী (গাছ)—৪৫১
প্রতি আসে—৪৯০
প্রতিমা-পূজা—১৫, ২৩, ৯৭
প্রত্যাঙ্গী—৪২৬
প্রবর—২৭৪
প্রবাল—৩৩৯
প্রলম্ব—৩৫৮
প্রশস্ত দীপপাত্র—১৭৮
প্রসুতি-মারুত—২৮৪
প্রসূন—২৬৭
প্রহবণ—৪১৭
প্রিয়ব্রত—১৩৫
প্রেম্মায়ে—২৮৮

ফ

ফক্কর—৪৯৬
ফটিক—২৯২, ৫৫৭
ফড়া—১৫২, ৫৬৭
ফরিকাল—৫৫৬
ফাউরা—২৯৪
ফান্দ—৩০৫, ৩৩৬, ৩৪২
ফাপর—১৫৫
ফাঁফর—৪০৫
ফার—৫৮৭
ফারক—৫৮৭, ৫৯৮
ফাল—৫২৮
ফালি—১৮৪
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত—৪০২
ফিকীর—৩৮৫
ফিরাতে—২৮৫
ফিরি—২১৫
ফিরিঙ্গি—৫৫৮
ফিরে—৫৬২
ফুটে—২৭০, ৩১৯
ফুবণা—৩১৫
ফুবাইলা—২৯৭
ফুবাণ—৪৩৩
ফুল—২৪২
ফুলঝাবা—৪৪৪
ফুল ধনু—৫৪৫
ফুলবড়ি—২০৯
ফুলময় পঞ্চবাণ—১৬৯
ফুলবা—২২০, ৩৩৯
ফুলসাজি—৫৩০
ফের—২৯৭
ফেল—২০৯
ফেলিলা—১২৩
ফোটা—২০৪, ২৯৪, ৩৭৩
ফোড়ে—৫৩৭
স্ফটিকের স্তম্ভে অবতার—৩৫৬

ব

বই—৪৮৮
বউলী—৩৪৬, ৩৯২
বকরী—৫০৪

বকাসুর—৩৬৯
বগড়ির বগা—৪৮১
বঙ্গে ধর্ম্মসম্প্রদায়—৬০
বচনেক—৫৯৭
বট (কড়ি)—৪৩৩
বট (ষষ্ঠীর ধাম)—৪৬৬
বট (বড় বাটী)—৫৩২
বট (বর্ত্ততে)—৫৬৩
বটগ্রামী—৫১৩
বটে—১৮৭
বড়—১১৮, ২৭৯, ৩৩০
বড় গোয়ালা—৪৬১
বড়বানল শিবের ক্রোধ—১৭০
বড়শী—৩২৯
বড়াঞ্ৰী—৪৭৪
বড়ি—২০৬, ২৭৬
বৎসক অসুর—৩৭০
বদল—১২৯, ২৭৫, ৪০১
বনখেজুর—৪৫৮
বনচালিতা—৪৫৬
বনজাম—৪৬৩
বন জাম্বির—৪৬১
বন নারেঙ্গ—৪৬৩
বনবাগ্যান—৪৫১
বন বিচা—৪৫৬
বনমালা—৫৩৯
বনী—৫৪০
বন্দন (বন্ধন)—১৮৯
বন্দিঘাটী—১১৫
বন্দী (বন্দি = বন্দনা করিয়া)—১৪৫
বন্দীঘর—৫৯৫
বন্দে বন্দে—৪৯১
বন্দই—৩১
বন্দো—২৭, ৮৯
বন্দ্য—৫০৮, ৫২৪
বন্দ্যবংশ—৩৯০
বন্ধ—২২৮
সাত্তানইয়া বন্ধ—২২৮
বন্ধকী—৫৫৩
বন্ধুক—১৮
ববে—২৪৪
বরঙ্গ—২৩৩
বরমালা—২৯৭
বরাট্যা—৩২৩
বরাবর—৪৭৬
বরাহরি—৩৪৪
বরাহ-অবতার—১৩২
বরুণা—৪৫০
বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ—৫১৩
বর্যাত্তার—৩০০
বর্গভীমা—১১০, ২৩৩, ৪৬৭
বর্ণ দ্বিজ—৫১৪
বর্ত্তন—২৪৪
বর্দ্ধমান—১১৩
বলদ—২১৪, ৪৩১
বলয়া—১২৯
বলরাম—৩৫৮
বলরাম হলাগ্রে যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনয়ন করেন—৩৫৯
বলাল—৫১০
বলিদান—২৩৫
বলুকি—১২৯

বলে—৯০, ২৯৪
বসতি—৫৮৬
বসন—৫৪৩
বসন্তিকা—২৬৩
বসা—৪০৬
বসাইগা—৫৯৫
বসিব (বসিবে)—১৩২
বসিষ্ঠ—২৫৩
বসু—৪৯১, ৫২৪
বসুধারা—১৭৯
বসে—৪৩৫
বহবাস—৩৫২
বহিত্র—৩৫৪
বহিনী—২৮২, ৪৭২
বহু—৫৯৭
বহুড়ি—৪৯৪
বহুত—১৩০, ৫৮৮
বহুয়াবী—৩৯৭
বহেড়া—৪৫২
বা—৩১৮
বাইত্তি—৫৩৪
বাউড়ি—৩২০, ৪৮৮
বাউরি—৩০০
বাউলায়—৩১৯
বাকস—৪৫০
বাক্‌সনা—২৬১, ৪৫৪
বাকসানা—৪৬৫
বাঁকা—৪২৭
বাঁকা (নদী)—৪৮১
বাকী—২১৩
বাকুচি—৪৫৬
বাঁকুড়া—১২০
বাকুড়ি—২৯০
বাথান—৫৫৪
বাথানি—১৫৭
বাগনলা—২৬২
বাগনলা—৪৬১
বাগবজ্র—৩৯৬
বাগা—৪৪৫, ৫৭৬
বাগাক্ষি—৫০৯
বাগীশ—২৬৬
বাগ্যানে—২০৮
বাঘহাতা—৫৭৯
বাঙ্গালপাসী—১১৫
বাছা—৪২৭
বাছিয়া—৪৩৭, ৪৬৫
বাজ—১০৮
বাজন—২৫৬
বাজয়ে—২০৪
বাজা বাজা—৫১৭
বাজার—৪৪৫, ৫৩৮, ৫৪২
বাজিকর—৫৩৮
বাজিয়া—৫৭৫
বাজুবন্দ—৩৯১
বাজে—৩৯৬
বাট—২৩০, ৪৬৯
বাটা—৫৩২
বাটিয়া—২০৭
বাটী—৪৩৮, ৫৩২
বাটুল—২৯৩
বাটে—৫৫৩
বাটে—৪৯৮, ৫৫৩

বাড়বাড়া—৩১৭
বাড়া—৪৫১
বাড়াই—২৮১
বাড়ি (আঘাত)—১৮৬, ৫৪০
বাড়ি (বাটী)—৪৯০, ৫৪০
বাড়ী (আঘাত)—১৫১, ৩১৯
বাড়ী (ভবন)—৩০৭
বাড়া (সুদ)—৪৯০, ৫৯৯
বাড়ে—১৯৮
বাণ্যা—২০৬
বাতজমু—৩১৩
বাতরাজ—৪৬২
বাতাপী ইল্লোল—২৫১
বাতি—২৭৫
বাথান—৫৩৩
বাথুয়া—২০৯
বাদল—৩৯৯
বাঁদী—৪৭১
বাদিয়া—১৮৩
বাধক—২৫৮
বাধাই—২৩৩
বান (বন্যা)—৩৯৯
বানা (পতাকা)—৩১৫
বানা (বাণ)—৪৪৫
বান্যা (বণিক)—৪৩০
বান্ধা—২১৩, ৩০৬, ৩৪১
বান্ধি—৫৭৬
বান্ধুলী—২৩১, ২৬১
বাপ—১৪৬
বাপা—১৪২
বাপকালি ধন—৪২৯
বাপুলী—৫১১
বাব—৪৯০
বাবলা—৪৫৪
বামঞ্চ—১২২
বামদেব—৩৭৬
বামন অবতাব—৩৫৬-৫৭
বামন আটি—৪৫০
বামপথি—১৪৭
বাম বাহু স্পন্দন স্ত্রীলোকেব পক্ষে স্নেহলাভ ও ধনাগম সূচনা কবে—৩৮৯
বামা—৩৮৯, ৪২৩
বামুন্যাব—৪৮১
বায়—৩৩৩, ৫৩৮
বায়ু (পঞ্চাশ)—৪৭৬
বায়ু প্রতিকূল হইল—২৬৮
বায়্যাটী—৪৪২
বাব (বাহিব)—৩১৪, ৫৪৫
বাবঙ্গ—৪৬০
বারসিঙ্গা—২৪৪
বাবা—৪৪৪
বাবাহী—৪৬২
বারি (ঘট)—১২১
বাবী (ঘট)—১৭৮
বাবী (বাহির)—২৮৫
বাবিচা—৪৬৩
বাবেক—৫৭৬
বায়োই—৫৩০
বালা—৪৯২
বালি—৩৮৭
বালিডাঙ্গা—১১২, ১৫৪
বালীঘট—৪৭৩

বালীর—৫৬৯
বালো—৫৬৯
বাঁশ—৩১৮
তালুকা বাঁশ—৪৫৫
বাঁশগাড়ি—৪৯০
বাশুলী—৮৫, ৪৬৬, ৫৫৪
বাবাড়ি—৪৭০
বাঁস—৫৪৩
বাসক—২৬২
বাসর মঙ্গল—২২৪
বাসা—৩৩৭
বাসি—২৭৮
বাসিলী—৪৭৮
বাসী (পর্যুষিত)—২৭৯
বাসী (কুঠার)—৪৪৫
বাসীহ—৫৭৩
বাসুকি—৩৮৮
বাসুকি পিনাকের গুণ—১৪৯
পৃথিবী মাথায় ধারণ করেন—১৫২
বাহ (বাহন)—৫২১
বাহির—১২২, ৪০০
বাহুদা (নদী)—৪৮২
বাহুবল—৫৭৫
বিউনী—১৪৫, ৩৪৬, ৫৩৬
বিক্রমকেশরী—২২৪
বিক্রমন্তপুর—১১২
বিগ্ন (বিঘ্ন)—১৮
বিগ্রহ—৪৯০
বিচয়ে—৪৩৫, ৫২৭
বিচি—২০৯
বিছন—৪৯১
বিছাতি—৩৯২, ৪৫১
বিছায়্যা—৪৯৬
বিজইয়া—২৩৩
বিজপুর—২৩০
বিজুবন—২৪২, ৩১৮
বিজুলি—১২৯, ৩২০, ৪৬৯
বিজোগ—৪১৮
বিডায়—৩১৬
বিড়ঙ্গ—৪৮১
বিড়া—৫২৯
বিড়াই (নদ)—৪৮১
বিদত জেক—৪৬২
বিদারি—২৬৪
বিদুব—৫৭৯
বিষ্টা—৫৫৩
বিনয়ী—৪৩৪
বিনশন (গাছ)—৪৫১
বিনা—৪৫৮
বিনায়ক—৫, ৬, ৮, ১৬, ১৭
বিনু—৩২৬
বিন্ধ্যবাসিনী—৪৬৬
বিন্ধ্যাবিন্ধী—৫৬৪
বিন্ধে—২৮৫
বিপাথ (বিপাক)—৪০০
বিপাশা—৪৮২
বিবাহের আচার অনুষ্ঠান—১৭৭—১৮২,১৮৯, ১৯০, ২৯৯—৩০৫
বিবাহের শুভ দিন ইত্যাদি—২৮৯, ২৯৯
বিবি—৪৭১
বিভা—১৬৭, ৫৪৪
বিমরিশ—২৭১

বিম্ব—৪৫৮
বিয়াল্লিশ বাজন—২৫৬
বিরছাট—৪৫৪
বিরল—৪৫৬
বিরল করি স্থল (শুভদৃষ্টি)—১৮২
বিরিঞ্চি—১৩৬
বিল—৪৮৫
বিলক—৪৩৮, ৫৯১
বিলশোনা—২৬৫
বিলোচন—৫৭৪
বিল্ব (শিব পূজায় আবশ্যক)—৪৬৪
বিল্ব (বালি গ্রাম)—৫০৮
বিলাই ছাঞ্চি—৪৬০
বিশ—৪৯৮
বিশ বিশ—৫৭৫
বিশঙ্কটে—২২৩
বিশাই—২২৬, ৩৪৮
বিশালাক্ষী—৮৫
বিশ্ব (বিশ্বকর্ম্মা)—৪৬৮
বিশ্বকর্ম্মা—২২১, ২২৬
বিশ্বকাইয়া—২৩৩
বিশ্বামিত্র—৩৭৬
বিষলাঙ্গলীয়—২৬২
বিষ্ণু—১২১
নবথর্বপৃথিবীব্যাপী—১৩৪
শিশুমাররূপী—১৩৪
বিষ্ণুর বাহন গরুড়—১০৯, ১৩৬
শিবের পিনাকের শব—১৪৯
বিষ্ণুর নানা অবতার—৩৪৮—৩৫১
বিষ্ণুর বরাহমূর্ত্তি—৩৫০-৫১
বিষ্ণুর দেউল—৪৬৯
বিহাই—২৯৭
বিহনে—৩৪০
বিহান—৪৩১
বীণাধ্বনি—২৫৪
বীব ধড়ি—৩০২
বীরবানা—৩৬, ৫৩১, ৫৫৮
বীবের—৫৭৫
বুক—২৭০, ৩৩৫
বুঝ—১০৫, ১৯৭
বুঝি—৫৫১
বুড়া (নদী)—৪৮২
বুড়ি—৩৪১, ৪৩১
বুদ্ধিবল—৫৫৩
বুদ্ধে—৫৭১
বনিঞা— ৫০৫
বুনে—৫১৬
বুপ—২৮৩
বুল—২৯০
বুলে—২১৪, ৪৭৭, ৫০৬, ৫৩৫
বুন্দা—৩৭২
বৃষ দুর্গাব বাহন—১৪৪
বৃহন্নলা—৩০৮
বৃহতী—২৬২, ৪৪৯
বৃহস্পতি—২৫৭
বৃহস্পতিবাব নিশি সমাপ্ত—৫৪৯
বেউচ—৪৫১
বেউড় বাঁশ—৪৫০, ৫৫০
বেউড়ি—৪৫৮
বেগবাতে—৩০৮, ৩৩৭
বেঙ্গতড়কা—৪৭৮
বেঙ্গাচি—৩৪৩

বেঙুচের ফল—৩৯৯
বেঙু—৪৪১
বেচিতে—২৯৬
বেচিল—২৭২
বেঞ্চা—৫৫৪
বেটা—৪৯৩
বেড়া—২২৯
বেড়াজাল—৪৫৭
বেড়াবাড়ি—৫৯৯
বেড়ি—৩০১, ৩২৯
বেড়িত—২০৪
বেড়্য—৫৭২
বেণী—৪৪৪, ৫৫২
বেতাড়গড়—১১১
বেতস—৪৫০
বেতাল—১৫৮
বেদবতী—৩৯৬, ৪২০
বেদবতীর সতীত্ব-শক্তি—৩৯৭
বেনটা—৫০৫
বেনা—৩৩৮
বেভার—৫৪২
বেরাজ—৫৪২
বেরাদার—৪৯৮
বেরূণ্যা—৪৪১
বেলক—৫৫৬
বেলেন—৪৫৮
বেলেবাত—২০১
বেশারি—২১০
বেসতি—৩০৭
বেসাত্যো—৩১৩
বেহদ—৪৬৯
বেহাব—৫৭২
বৈতরণী ধেনু—৫২৩
বৈন্তক—৫১৯
বৈলা—৫৮২
বৈশাখ পুণ্যমাস—৩৯৮
বৈশাখ মাসে আমিষ পরিত্যাজ্য —৩৯৯
বৈষ্ণবী—৪২২
বৈস—৫১২
বৈস্ত—৫১৮
বোঝা—৩৪৩, ৪৭০
বোড়গ্রাম—১১১
বোড়াধাব—৬০০
বোয়ালী—১৭৩, ২৮৩
বোবজ—৫৩০
বোল—৩৯৭, ৪৮৫, ৫৫৫
বোলাবুলী—৫৬৫
বোহাবী—৪৫৯
ব্যপদেশ—১২৪
ব্যাপাগলা—৪৬০
ব্যালিশ বাজনা—১৫০, ৫৫৫
ব্যাসদেব—১০৫, ৩৫৭-৫৮
ব্যোমযানে—৩১০
ব্রতধর—৫৮৬
ব্রহ্ম (বর্মা)—৪৩৮
ব্রহ্মা—
চতুর্মুখ—৪৮, ৯২
ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী—৯২
ব্রহ্মাণী—৯২
ব্রহ্মার বাহন—৯৮, ১০৯
ব্রহ্মার তেজ হইতে দেবীর উদ্ভব—১২১

ব্রহ্মার দ্বিখণ্ডিত তনু হইতে মনু ও শতরূপার উদ্ভব—১৩১
ব্রহ্মার প্রতি কৃষ্ণের দয়া—৩৭০
ব্রহ্মাণী—৪১৯
ব্রাহ্মণ মহীধর (রঘুনাথ দ্রষ্টব্য)—১৪৮, ৫৯৭
ব্রাহ্মণ—৫৭২
ব্রাহ্মণী—৩৮৯
ব্রাহ্মণের পদধুলা—২৪১
বানর ঘোড়াশালে—৩১০

ভ

ভগ—১৫৩
ভণীর—৬০০
ভগে—২১৫, ৩০৭
ভণ্ডিলা—২৩৮
ভদ্রকালী—৬৯, ৭০, ৫৮৭
ভদ্রবনা—২৬২
ভবানী—৬৮, ৬৯
ভয়ঙ্করা ভীমা—৪২৩
ভরত রাজার অভিশাপ তাঁতিদের উপর—৫৩৮
ভরদ্বাজী—৪৪৯
ভরসা—৩২৯
ভরা—২৭২
ভর্গ—২৭২
ভাই ভাই—৫৮১
ভাগিনা—৫৭৯
ভাঙড়—১৩৮
ভাঙ্গ—২০১
ভাঙ্গাতে—৪৩০
ভাঙ্গাল্য—৪৪৮
ভাঙ্গিয়া—২১১
ভাঙ্গিলান—১৫২
ভাচা—৪৯৪
ভাজি—২০৯
ভাট—২৫৩, ৫১৭
ভাট্যাতি—৫১৩
ভাটি (গঙ্গা)—৪৫৬
ভাটী—২০৪
ভাঠা—২৯২
ভাঁড়ু—৪৯০
ভাণ্ডা—৪৯৪
ভাণ্ডিব—১৭২
ভাণ্ডী—৩৪২
ভাণ্ডী (বটগাছ)—৩৮৭
ভাত—২১৬, ৩৩৯, ৪৮৯
ভাতার—৩৪২
ভাঁতি—৩৪৮, ৫৮০
ভাদুলা—৪৪৮
ভাদ্রপদ মাস—১৮৬
ভানুবংশ—৫১৬
ভানুলোদ—৪৬০
ভান্যা—৪৯১
ভাবকী—৩২১
ভামরি—৫৮৭
ভায়—১৭৬
ভায়া—৪৮৭
ভার—৪২৮
ভারত পুরাণ—৩৪৮
ভারতবর্ষ—২৩২
ভারি—৫৮০
ভারুই (পাখী)—৩৮৬
ভাল—১২১, ১৮৬
ভালা—৪৫২

ভালিয়া—১১৮
ভালুকা বাঁশ—৪৫৫
ভাসুব—৩২৪
ভাসে (ভাষে)—১৯৬, ৩৪৩
ভাস্বতি—৫১৫
ভিখারী—২৭১
ভিজায়—৬০০
ভিড়িয়া—১৫৭, ৪৩৩
ভিতপুঙ্গি—৪৬৩
ভিতর—২৬৮, ৪০০
ভিতা—৫৪৯
ভিমু—৩৯৩
ভিন্দিপাল—৪৩৮
ভীঠে—৫৫৬
ভীণু—৪৮৫
ভীত—২৩৫
ভীতব—২৬৮
ভীম-মুখে—২৭১
ভুবন-লোচন-চোব—৩৬
ভুরণ্ডা (গাছ)—৪৫১
ভুষণ্ডী—৪৩৮
ভুইচাপা—২৬২
ভুজঙ্গ কেশব—৪৬১
ভৃঙ্গা—৪৬২, ৫৫৬
ভৃঙ্গাগণ—৫৯৫
ভূতমতি—৫৮৭
ভূণী—৫২৬
ভূমি-কুমড়া—৪৫৮
ভূরিষ্ঠাল—৫১২
ভূষণ্ডী—৫৫৬
ভৃঙ্গ—১৩৬, ৩৭৪
ভৃঙ্গসুত—৫৯৫
ভেক—৫০২
ভেঙটিয়া (তেঙটিয়া হইবে)—১১৮
ভেজাল্যা—৪৫২, ৫৬৩
ভেট—১৭৩, ৫২৩
ভেটা (পাখী)—৩৮৬
ভেটেব—৪৯৩
ভেঠ—২৯৫
ভেবকুণ্ডা—৪৬০
ভেক—২৪৩
ভেরুয়া—১১৩
ভেরেণ্ডা—৩৯৮
ভেল—৩২৫
ভেলকী—৫৬৮
ভেলা—৪৮৬
ভৈবববামিনী—৪২৬
ভৈববী—১০৮
ভৈববী (ভৈরব নদ)—৪৮২
ভোক—২৮০
ভোগবতী—৪৮০
ভোগবতী-জল—২৩০
ভোজবাজ-অবতংস (কংস)—৩৭২
ভোজেব মাইয়া—৫৩৮
ভোট—৫১৮
ভোল—২৫৭, ৩৪০
ভ্রমরশিশু—৪২৬

ম

মথ—১৩৩, ১৪৭, ২৩২
মথদম—৫০৪
মগধ বন্দী ভাট—২৫২

মধুবন—২৫৪
মঙ্গল—১০২, ৫৪৮
মঙ্গলিয়া—২৮৬
মঙ্গলকোট—১১৩
মঙ্গল গীত—৫৯৭
মঙ্গলচণ্ডী (চণ্ডী দ্রষ্টব্য)
মঙ্গলচণ্ডীকাক্সপ—২২১
মঙ্গলবার—২২৪
মঙ্গলবারে পূজা—২২৪
মঙ্গলবাগ—১৭৭, ২৩৪, ৪৪৩
মজিয়া—৩৪৫
মজিলুঁ—৩২৪
মজুক—১৮৮
মঞ্জুল—২৬৬
মঠপতি—৫১৪
মড়া—৪৭৪
মড়ৃ—৪৬১
মণিকর্ণ—১২৩
মণ্ডলগ্রাম—১১২
মণ্ডলে—৫৬৮
মৎস্য অবতারের উপাখ্যান—৩৫৪
মৎস্যবাঙ্গা—৩৮৬
মতিলাল—৫১৩
মতী—৫১৮
মথুরি—৪৬২
মদক—৫৩০
মদন (ফুল)—২৬২
মদনভস্ম—১৬৯
মধুকৈটভনাশিনী—৫৮৭
মধুপর্ক—১৩৭
মধুপুর—৫৮৮
মধুবংশ—৫৮৮
মনকলা—১৮৮
মনীবাঙ্গা—৫৩১
মন্ত্র দশাক্ষর—১২০
মন্ত্রদান তান্ত্রিক পদ্ধতি—৪৪৪
মন্দাকিনী—৬৩, ২৭৩, ৪৮০
মন্দার পর্ব্বত—১৩৩, ১৮৭
শিবের পিনাক-দণ্ড—১৪৯
মন্দির নির্ম্মাণ পুণ্যকর্ম্ম—২৪৯
মন্দিরা—৪২৬, ৫৯৭
ময়রকাঁটা—৪৫১
মরিচী—৩৭৪
মরুজা—৪২৬
মরুবক—২৬১
মরুৎ বহির্ভাবতের দেবতা—৩৯
মরুৎ বায়ুদেবতা—৪০
মর্দ্দনাসীম—৪৫৫
মর্দ্দল—৫৬০
মলইয়া—২৩১
মলনা—৪৯৫
মলয়—৩৯১
মল্লার—৪০৬, ৪৭৭, ৪৭৯, ৫৯৯
মল্লিকা—২৬১
মশাত—৪৮৫
মসাতে—৫৯৮
মসিধ—৪৭১
মসীল—৪৮৫
মস্করা—৫৩৯
মস্ন—২৪৪
মহল—৪৭৯
মহলা—৫৬১

মহাদেব (শিব দ্রষ্টব্য)
মহ তপ সত্য জন (লোক)—১৩৩
মহাতেজা—৪২৩
মহাধন্দ—৫৯৯
মহান্ (প্রকৃতির পুত্র)—১৩০
মহানদ—৪৮১
মহানাদ—১১৩
মহামাইয়া—২৩৩
মহামায়া—৪১৯
মহাল—৪৪৩
মহিষ ঢাল—৪৩৮
মহিষমর্দিনী—৪১৬
মহিষা—২৭৯
মহিষাসুর—২৫১
মহুরী—৩৩৩
মহেন্দ্র-মোহীতা—৫৮৭
মহেশের—৫৮৮
মাইয়া—১৮৩, ২৬৮
মাইশর—৪৮৫
মাইসিয়া—৫২৪
মাখেন—৩৯৪
মাগি—৫৯৫
মাগিব—৩৪০
মাগু—৩২৩
মাগেন—২০৪
মাঘের—৫৪৩, ৫৪৪
মাঘমাসে মূলা সব চেয়ে বড় হয়—৪৪৬
মাছি—৩১৮
মাজুরি—৫৩৪
মাঝ—৬২, ৩০২
মাঝি—৫৩৬
মাঝ্যা—৪৬৮
মাটি—২৯৯
মাট্যা—৩০৫
মাঠ—৪০০
মাণিক দত্ত প্রথম চণ্ডীমঙ্গল-বর্চায়িতা—৮৬, ১১৩
মাতুলী—২৫২
মাতৃকা—৭০, ৭৪, ১৭৯
মাতো—৫৫৩
মাতোয়া—৫৪৫
মাথ—২৮৫
মাথা—৫৫৪
মাথা খায়্যা—৫৮২
মাথা চালে—৫৫৪
মাথে—৩৪৫
মান—২১০
মানব্য—৩৯৫
মানসিংহ—১১৬
মানিয়া—৪৭৭
মান্দারী—৪৫২
মাপ—১১৬
মামড়ি—৪৫৪
মামা—৫৫৭
মামুদ সরীপ—১১৬
মায় (মারী)—১৩২
মায়হাটা—৫৩৭
মারাটি—৪৫১
মারীচ—২৬৯, ৩৩৯
মারীয়া—৫৬০
মারে—৩৩৬
মাল—২০০
মাল (মল্ল)—৪৩৭, ৫৩৭

মালখণ্ডী—৫১০
মালঞ্চ—৫২৯
মালপাজা—৫১৭
মালবিস্তা—৫১৭
মালসাট—৫৬৮
মালাকার—৫২৯
মালানী—৫৫৪
মালিনী—৪২২
মাল্য (মারিল)—৩২৬
মাল্যবান্—১৩৪
মাল্যে—৫৯৪
মাস—২০২
মাস (মাষ কলাই)—৫২৫
মাসরা—৫১৩
মাসশ্চটক—৫১২
মাসী—২৮২
মাস্থর (অগ্রহায়ণ মাস)—৪০০
মাস্থর আপনি ভগবান—৪০০
মাহুত—৪৩৭, ৫৫৫
মাহেন্দ্রকুমার—২২২
মিছা—৫৪৪
মিঞা—৪৪৫, ৫০৩
মিঠা—২৮১
মিত—৪৭৬
মিত্র—৪৯১, ৫২৪
মিরাসে—৩২৫
মিলিব—৩৩৯
মীন—২৭৯
মীন অবতার—৩৫৩, ৩৫৪
মুকুতা-ছড়া—৪৩৭
মুকুতার বেড়ি—৪৪০
মুকেরি—৫০৪
মুখজাল—৩৩৫
মুখটি—৫০৮
মুখবাদ্য—২৬৬
শিবপূজায় মুখবাদ্য—২৬৬-২৬৭
মুখলাজ—১৫৭
মুগ—৪৪০, ৫২৫
মুগর—৪৫৫
মুগরা—৩১৮
মুছলমান—৪৪৫.৪৯৫
মুছি—২৬৬
মুছে—৩৪০
মুর্টকি—১৫১, ৩১৫, ৪৪৭, ৫৭৪
মুঠি—৪৩৮
মুড়সি—৪৫৬
মুড়াই—১১৮
মুড়া—৪৫৫
মুড়াল—৩৮৭
মুড়ি—৩২৫
মুড়িয়া—২৯৩
মুণ্ডথোপ—১১১
মুণ্ডল্যো—৩০০
মুণ্ডালী—৪৪২
মুণ্ডায়্যা—৫৯৮
মুণ্ডেশ্বর (নদী)—৪৮২
মুথা—৩২৪
মুদজুত—২৮৫
মুদা—২৪৪
মুদিতমনা—৩৬৪
মুনি—২৫৫
মুয়ে—৩১৭

মুরারী—৩৭৩
মুরিদ—৫০২
মুর্ব্বর—৪৬২
মূর্ব্বা—২৬১
মূলে—৪৮৭
মুশরি—২৮৪
মুশলী—২৫৮
মুশারে—২১৬
মুসরি—২১০
মুসবি (মশাবি)—৪৩৯
মুষ্টীক—৩৫৯
মুহরি—৪৪৩
মুধুনীতে—৪৯৬
মূর্ত্তি—৩৫২
মূল (মূল্য)—৪৩২
মূলা—২৮০, ৫৪৩
মূলে—৩২৮
মূল্যায়া—৪৪০
মৃগমদ—৩১০
মৃড়ানী—৪২৪
মৃত্তিকা-শঙ্কর—২৪৬
মৃদঙ্গ—৫২৭
মেঘ (চারি প্রকার)—৪৭৫
মেড়—১১৪
মেধা—৩৫২
মেরু—১৩২
মৈনাক—১৬২, ২০২
মৈল—১৫৭, ৩২৩
মোকা—৩১১
মোকাম—৪৯৭
মোঘ—৩৪১
মোচা—৫৪৩
মোত্তি—৩৩৩
মোতি-পাঁতি—২৯১
মোয় (মোহে, মমতায়)—১৮৩, ৩২৪
মোহাকড়া—৪৫৬
মোহান্দী—৪৫৪
মোহারম—৫৫৬
মোহাসমুদ্র—৪৬৩
মোহিনী—৩৫৫, ৪২৪
মোক্ষ—৪৯৪
মৌড়—৫২৯
মৌল—২৬৩, ৪৫৯
মৌলা—১১২
মৌলীকায়—৫২২

য

যগতি—২২৯, ৪২৮
যজ্ঞযুশা—৫৮৮
যজ্ঞেশ্বর—৩৫২
যত তত—২৭০
যতনেকমন—২৬৭
যড়কুণ্ড—১১৮
যম চতুর্দ্দশ—১৩৬
যমের বাহন মহিষ—১৩৬, ৩২৮
যমধর—৪৩৯
যমল বৃক্ষ—৩৬৯
যমুনা—৪২৩
যমুনা দিনকরসুতা—৪৮১
যশোদানন্দিনী—৪২৩, ৫৮৮
যক্ষী—৪২৪
যাজপুর—১১০ ১৫৪

যাত্রায় শুভাশুভ লক্ষণ—২৫৮, ২৬৮—২৬৯, ৩৩২—৩৩৫
যাবক—১২৮
যুগল—২৬৪
যুতি—২৬০
যেইছন—৫৬৬
যেগুা—৪৫৮
যেন—৩২০
যোগনিদ্রা—৪২৪
যোগপাটা—২০, ৬২
যোগান—২০৪, ৫৩০
যোগায়—৪৩৪
যোগিনী—৪২৩, ৪৬০
যোগী—৫৩৭
যোগীব ধবে বেশ—৫৪৭
যোগী সিঙ্গা ডমুরু বাজায়—৫৩৭

য়

য়াটে—৫৬৫
য়েক জায়—৫২৬
য়েতটুকি—৫৮১

র

রক্ষামালা—২৮৯
রক্ষিণী—৫৮৮
রঘুনাথ রাজা—১২০, ১৪৮, ২৪৫
রক্ষিণী—১১২, ৫৮৮
রঙ্গ—১২৯
রঙ্কু—৫৮৮
রঙ্গ—২০৪
রঙ্গণ—৪৬৪
রঙ্গন—৫০৬
রঙ্গরেজ—৫০৬
রড়—১৫৮, ৪৭৭
রড়ে—৪৪৬
রণঝটা—৫৫৯
রণঝাটা—৫৬৩
রণাগল—৫৫৯
রণ্ডিকা—৩২২
রতি (পরিমাণ)—৪৩২
রত্না—৪৮১
রত্নাম্বু নদ—১১৪
রন্ধনের তালিকা—২১৩, ২১৮
রমণা—৫৬৯
রশাণ—৫০৬
রশাল—৫৩১
রসাল—২২৯
রহ—১১৭, ১৮৭
রহাবাবে—১৫৪
রহায়—৩১৭
রাইপুর—১১১
রাউত—৪৩৭, ৫৫৫
রাএ—৪৭৮
রাকা—৩৮৯
রাকাপতি—২২৯
রাথ—৫৬২
রাথাল—৪৯৪
রাখালশশ—৪৫৩
রাগ—৫৭৯
রাঙ্গন—২৬০
রাঙ্গা—১৪৫, ৫৫৭
রাঙ্গা ধূলা মাখে—১৪৫, ২৯১
রাঙ্গী—১৯৯

রাজপুত—৫১৬
রাজবলহাট—১১৩, ১৫৪
রাজভেট—৫৪৩
রাজা—২৫২
রাড়—৩২৮, ৪০৪
রাঢ়—৫৬২
রাণ্ডী—৫৪০
রাতা—৩৯০
রাত্রিই কালী—১৬৩
রাধা—৯৭
রাধার ঐতিহাসিক তত্ত্ব—৩৭১—৩৭২
রাম—৩৭, ৩৫৮
রাম নামের মহিমা—৩৭, ২০৭, ৩৩৫
রামচন্দ্র রজকের কথা শুনিয়া সীতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন—৪০৪
রাম রাম—৫৯২
রাম কড়ি—৪৫৮
রাম কলাখত—৪৬৩
রামায়ণে—৫৬৯
রায়—২৩৩, ৩২৭
রায়বার—২৪৩, ৩১৮
রায়বাঁশ—৫৫৭
রাহুত—৫৭৯
রিক্ষ—২৪৪
রুদ্রাণী—৪৫, ৬৮
রুদ্র (শিব দ্রষ্টব্য)
রুদ্রাক্ষ—২৩৪
রুদ্রের অধ্যায় মহিমা—২৬৬
রুটি-ঘৃত—৪৪৫
রূপরায়—১১৮
রেজা—২৯৪
রোজা—৪৯৯, ৫২২
রোদসী—৪৫, ৬৮
রোহনগিরি—২২৮

ল

লইতে—১৯৭
লক্ষ্মণ—৩৫৮
লক্ষ্মী—৮৮—৯১, ১২১
লক্ষ্মী শিবপার্ব্বতীর কন্যা—৪৭, ৮৯
লক্ষ্মী প্রজাপতি রত্নাকর ও ভৃগুর কন্যা—৮৮, ৮৯
দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্রের লক্ষ্মীভ্রংশ—৮৮
লক্ষ্মী স্কন্দপত্নী ও হরিপ্রিয়া—৮৮
লক্ষ্মী পার্ব্বতীর অংশসম্ভূতা—৮৯, ৯৩, ৯৭, ১২১
লক্ষ্মীমূর্ত্তি—৮৯
লক্ষ্মীর সহিত অন্যান্য দেবদেবীর সম্পর্ক—৮৯
ব্রহ্মার জননী—৮৯
কৃষ্ণের মানস কন্যা—৮৯
বিষ্ণুর স্ত্রী—৯৭, ৯৮
লখি, লখিতে—১৬৩, ৩৩৯
লঙ্গট্টা—১৫৩
লজ্জিয়া—২২৩
লজ্জাবতী—৫৯০
লণ্ডেভণ্ডে—৫১৪, ৫৩৯
লবঙ্গ—২৬১, ৪৬৩
লবনীঞ্জা—২০৬
লভ্রী—২৮৮
ললিত—৫৬৫
ললিয়া—৫৭৭
লহ—৪২৮

লা—৪০৩
লাউ—২৭৯, ৩১২
লাখ—১৭
লাগ—৩১৬
লাগি—৪২৮
লাগিলা—১৫০
লাগে—২২৯
লাঘব—৫৪৩
লাঙ্গুড়—৩১৯, ৪৪৬
লাট—৪৫৮
লাটা—৪৪৮, ৫৩৬
লাটে—৫৫৮
লাঠি—৫১৫
লাড়ু—৩৪৪, ৫৩০
লাথালোথা—১৫৭
লাথি—৫৪০
লাদিয়া—৫৭৭
লাপা—৫৮৮
লাম্বে—৫৪৪
লাল—১১৭
লালসী—৫১৩
লুটে—৫৪০
লুফি—৫৬২
লেগু—৫৭৭
লেঞ্জ—৩০৯
লেনাদেনা—৪৩৩
লেপ—৪৩৯
লেম্বু—২৮৪
লেয়ালী—৪৬৩
লেহ—১৯৮
লেহালেহী—৩১৩
লৈল—১৪১
লোকপাল (দিক্‌পাল দ্রষ্টব্য)—১৩৭
লোকপাল দশজন—২৩৮
লোকালোক পর্ব্বত—১৩৪
লাটাইয়া—২৬৩
লোণ—২০৬, ৪৮৯
লোফয়ে—৩৩৯
লোফে—৩১৫, ৫৫২
লোম—১৮৩
লোয়া—৪৪৯
লোর—৩৬
লোলে—৩৯২
লোহি—৫৮৫

শ

শকুল—২৮৩
শক্তিরূপা তিন দেবে—৪৬৬
শক্তিপূজা—৬৪, ৮৬
শক্তিরূপিণী—৪২০
শগন্নাত—৫৯৪
শগন্নাথ—৫১৯
শঙ্খবজুট—৪৫৯
শঙ্করী—৪২০
শঙ্খ (সংহিতাকার)—৩৭৬
শঙ্খবাদ্য—৫৩১
শঙ্খের কুণ্ডল—৫৯২
শচান—৫৬৪
শচী—৩২
শতস্তুর—৫৭৮
শতমূলী—৪৫৬
শতরূপা—৯২

শতশিরা—৩৯৬
শতাবরী—২৬৪
শঁতে—২৩৫
শতেক—৪৩৪
শগুনা—২৩১
শগুলা—২৬২, ৪৬৫
শবাক—৫২৮
শমরাজী—৪৪৯
শয়—৪৭০
শয়া—৫৮১
শরই—৪৬৩
শরট—২৯৫
শরণ—৪৫৪
শরবতী—৪৮২
শরভ—২৪৩, ৩১০
শরভ অষ্টপদ জন্তু—৩২২৬
শরশা—২০২
শরাসন—৩০৬
শর্ব্বানী—৪২৬
শলঙ্গে—৫৩৭
শশক—৩৩৪
শসক—৩৩৪
শসারু—২৯৩
শঁসে—৩২৩
শহর—৪৯৪, ৫৪৮
শহীদ্—৫৬০
শাঁগাক্রি—৫১১
শাঁ ফেলে—১২৩
শাকম্ভরী—৪২২, ৪৬৬, ৫৮৮
শাথি—৩৩৭
শাঁক্রি—২৬২, ৪৫০
শাটী—৪৪০
শাড়ী—৩৪৬
শাণা—৫৭৪
শাতরী—৫১৩
শানে—৩৩৫
শাপ—১৪০, ১৪১
শাবল—২৯১
শাবাড়ি—৫৯৩
শরিসা (সরিষা)—৫২৬
শারী—৫১৩, ৫৬৭
শাল—২৬৯, ৪৫৩, ৫২৮
শালপানি– ৪৫১
শালবাহন—৮৪
শালভুঞ্জী—১৯২
শালা—৪৯০
শালিঘাট—১১২
শালুক নাড়া—১১৮
শাশুড়ী—২০১, ৩২৪
শিকল—৫৭৫
শিকলী—২৯১
শিকা—৪২৮
শিখী—৩৩৮
শিঙ্গা—২১৫, ২৬৬
শিঞ্জিনী—১৪৯
শিতশর—৪১৭
শিনান—২৭৬
শিব—৩৮-৬৪
শিব দুর্গা গণেশ ক্ষেত্রপাল দেবতা—৮
শিব নীলকণ্ঠ—৪১, ৪২, ৪৬, ৫২
শিব সর্পভূষণ—৪১, ৪২, ৫৭, ৬২, ১৪৮

শিব ব্রাত্যদের দেবতা—৪২, ৪৪, ৪৯, ৫০, ৫৫, ৫৬
শিব বৃষবাহন—৪২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬১, ১৪৮
শিব শূলপাণি—৪৩, ৫২, ৫৫, ৬২
শিবলিঙ্গ—৪৩, ৪১, ৫৭, ৫৯
শিব ভূতনাথ ও পশুপতি—৪৩, ৫১, ৫৯, ১৪৮, ১৪৩
শিব অক্ষ ও কৃষির দেবতা—৪৩, ৪৪, ৪৭
শিব তস্করদের দেবতা—৪৪
শিব কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস—৪৫
শিবের মূর্ত্তি—৪৫
শিব চন্দ্রশেখর—৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ৬৩
শিব বিষকণ্ঠ—৪৬
শিব পঞ্চানন—৪৬
শিবের জননী—৪৭
শিব মাদকসেবী—৪৭
শিব শ্মশানবাসী—৪৭, ৫১
শিব দরিদ্র—৪৭, ২০৩
শিব কার্ত্তিক-গণেশের পিতা—৪৭, ১৯৩, ১৯৫
শিব লক্ষ্মী-সরস্বতীর পিতা—৪৭
শিব অর্দ্ধনারীশ্বর—৪৭, ৫২, ৫৩, ৬২, ১৬৭
শিবের মাথায় গঙ্গা—৪৯, ৫২, ৬১, ৬৩
শিব বুদ্ধ ও জিন—৪৯
শিব ভস্মভূষণ—৫১, ৫২, ৬২, ৬৩, ১৪৭
শিবের মূর্ত্তিপূজা—২৩, ৫৯, ৬০
শিব ও গণেশ (গণেশ দ্রষ্টব্য)
শিবের বীজ মরুৎ—৩৯
শিব রুদ্র হইতে—৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৬৯
শিব জটাধর—৪০, ৪৮, ৬৩
অগ্নিই শিব—৪০, ৪১, ৪২
শিবের পত্নী—৪১, ৪৫, ৪৭
শিবের নাম—৪১, ৪২, ৪৩
শিব ত্রিলোচন বা ত্র্যম্বক—৪১, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৬১, ১৫০
শিব পর্ব্বতবাসী—৪১, ৪২ ৪৩
শিব কৃত্তিবাস—৪১, ৫৫, ৬১, ১৪৭
শিবের সহিত হিমালয়ের সম্পর্ক—৫২
শিবানুচর নন্দী—৫৪
শিবনির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য—৫৬
শিবপুরী কাশী—৫৭, ৬৪
শিব পঞ্চবিদ্যার প্রবর্ত্তক—৫৮
শিব ধনুর্দ্ধর—৪৩, ৫৮, ৫৯, ১৪৮
শিবের পিনাক মন্দর—১৪৯
শিব সঙ্গীতজ্ঞ—৫৯, ৬২, ৬৩
শিব অশ্বচিকিৎসক—৫৯
শিবমন্দির—৬০
শিবের ভালে শোভে বসুমতী—৬১
শিব রজতগিরিনিভ—৪৮, ৬২
শিব অস্থিমাল—৬২, ৬৬, ১৪৭
শিবের গানে গঙ্গার জন্ম—৬৩
শিব অবৈদিক—১৩৮, ১৩৯
শিবের ক্রোধ বড়বানল—১৭০
শিব কর্ত্তৃক উমাকে ছলনা—১৭৪
শিব অনাদি স্বয়ম্ভু—১৭৭
শিব কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর—১৯৫
শিব অক্ষক্রীড়ার উদ্ভাবক, দ্যূতাসক্ত, পাশাখেলায় সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া দিগম্বর ভিক্ষুক—১৯৬, ১২১
শিব জনম ভখারী—২৭১
শিব ত্রিপুরারি—৬১, ১৪৯, ১৯৭
শিব দিগম্বর—১৯৯

শিব শিঙ্গাডম্বরুধারী—৬২, ১৪৮
শিব ধুতুরা-ভক্ষক—১৪৮
শিব ব্রাহ্মণ্য দেবসমাজ-বহিভূর্ত—১৪৮, ১৫৩
শিব পিনাকপাণি—১৪৮
শিবানুচর ত্রিলোচন—১৫০
সতীর সহিত শিবের বিবাহ—১৬১, ১৬৬
গৌরীর সহিত শিবের বিবাহ—১৮৯
শিব চন্দ্রশেখর—১৯৮
শিব পার্ব্বতী অভিন্ন—১৯৯
পাতালে নাগগণের শিবপূজা—২৪৫
শিবদুর্গা শকদিগের দেবতা—২৪৬
মৃত্তিকা-শঙ্কর—২৪৫
শিবলিঙ্গ পূজার ইতিহাস—২৪৭—২৪৯
শিবের পূজা চৈত্র মাসে—২৫০
নানা বাদ্যে শিবের পূজা—২৫০
শিবপূজায় মুখবাদ্য—২৬৬—২৬৭
শিবের চড়ক পূজা—২৫০
শিব পূজার ফল—২৫১
চতুর্দ্দশী শিবপ্রিয় তিথি—২৫৬
শিবের নয়নে অগ্নি—২৭১
শিবের বিষপান—২৭২
শিব পূজায় বিল্ব—৪৬৪
শিববনিতা—৪২২
শিবরাম—৫৮৯
শিবাকুল—৪৫০
শিবা-ঘৃত—৩১০
শিয়নী—৪৪১
শিয়র—২৩১
শিয়লী—২৬০
শির-আগলা—৪৫৭
শিরীকর্জ্জ—৪৫৬
শিলাসুল্যা—৪৬২
শিশী—৫৫৮, ৫৬৪,
শিশুমার—১৩৪
শীতকশাঞ্জী—৫১৩
শীম—২৮৪
শুকদেব—১০৪-১০৫
ব্যাসের পুত্র—১০৪
ভাগবত বক্তা—১০৫
বাসবী-সুত—১০৫
শুখান—৩৩৮
শুনেছি—৫৬৯
শুভা—৪১৯
শুম্ভ নিশুম্ভ—২৫১
শুশুর—৩৮৭
শুষিয়া—৩৩৫
শূনী—১৯, ১০৭
শূন্যতত্ত্ব—১২৫
শৃগাল বামে থাকিলে শুভ—
শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত—১৩৪
শে—৫৮২
শেষ—৫৫৬
শেষ (নাগ)—৩৮৮
শেষ নিশী—৫৯৪
শৈব—৩০৮
শৈলক—৩৩৪
শোঙরণ—২৬০
শোঙরণে—৫৯২
শোঙরি—৫৪৬
শোনা (গাছ)—৪৫৪
শোয়াড়ি—৪৫০

শোহে—৩৯০
শ্রবণ ভেদন—২৯০
শ্রীগান্ধারী—৩৩৮, ৪০৫
শ্রীগৌরী—৫৯৭
শ্রীধানসা—৩৯২
শ্রীপতি—২২৪
শ্রীফল—২৬৩
  বিল্বের নাম শ্রীফল হইবার কারণ—২৬৩
শ্রীমন্ত—৮৬, ২২৪
শ্রীস্বখণ্ড—২৫২
শ্রীরাগ—৫৯০
শ্বশুর (পিতৃতুল্য)—১৩৯, ৩২৪
শ্বেতকাক—৩৮৫
শ্বেতগিরি—১৩৪

ষ

ষট—৫৮৮
ষাট্যার'—২৮৭
ষষ্ঠী—২৮৬—২৮৭
  ষষ্ঠী দুর্গার অংশ—৯৩
  ষষ্ঠীর উপাখ্যান—২৮৬—২৮৭
  ষষ্ঠীর ধাম বট—৪৬৬
ষড়্‌গুণধারিণী—৫৮৮
ষড়ঙ্গরূপিণী—৫৮৮
ষড়বর্গধারিণী—৫৮৯
ষড়্‌রসা—৫৮৮
ষষ্ঠিরূপা—৫৮৮
ষেষ—৫৬১
ষোড়শোপচার—১৬৭
ষোড়া—৫৮৮
ষোল—১৩৫, ২৫৬, ৩৪৬
ষোলচিতি—৩৮৮

স

সই—২১৫
সইদ—৪৯৫
সওয়া (জল)—১৮১
সকাল—৪৩১
সকালে—২০৮
সঙ্কেত মাধব—১১০
সঙ্গে—১৫৮
সম্ভোগ—৪১৮
সটা—৩২০
সতক্র—২১৪, ২২৩
সত'—২০২, ২২৩
সতী—৪২৩
সতীর জন্মতিথি—১৬১
সতীর বিবাহতিথি—১৬১
  বিবাহ-স্থান—১৬১
  বিবাহ—১৬৬
সতী গৌরাঙ্গী—১৬২
সতেশ্বরি মাল—৫৭৬
সত্তাকুল নাউয়ার—১১৩
সত্যবতা—৩৫৭
সত্যবান—৩৯৭
সত্যব্রত (নাম)—৩৫৪
সদা (ক্রয়বিক্রয়)—৪৩৩
সদাগর—২২৩
সধর্মকেতু—২৭৬
সন—৫৯৯
সনৎকুমার—৩৭৩
সনে—১১৮, ১৮৭, ২৫৫, ৩১৩, ৩৪০

সন্তলন—২১০
সন্ন্যাসী দক্ষিণ চরণে শিকল দেয়—৫৪৭
সন্ন্যাসীর হাতে ত্রিদণ্ডী—৫৪৭
সপ্তদ্বীপ—১২৪, ২১৭
সপ্তম পাতাল—২৪৫
সপ্তশতী—২৪১
সপ্ত সাগর—১৩৫
সবে—১৭৩, ২০০, ২৫৯, ৫১৬
সভা—৩২৪
সভাজন—২৫৭
সভায়—৫৭৯
সভার—২৭৫, ৫২৬
সভারে—১৪৪
সমা—২৯০
সমাঝ—১০২
সমাপ্তি ওঝা—২৯৬
সমুখে—১৭৭, ২২৩
সমুলিয়া—২১২
সমূলা—৪৩০
সম্পাতি—৩৮৫
সম্বর অসুর—১৭২
সম্বিত—৪৮৭
সম্ভ্রমে—১৭৭, ২৭০, ৫৯৭
সর—২৮১
সরকার—১১৭
সরণি—৩২
সরযূ (অযোধ্যাতলবাহিনী নদী)—৪৮১
সরস্বতী—৯১—১০৪, ৪২৫
শিবপার্ব্বতীর কন্যা—৪৭, ৯৩
ব্রহ্মার কন্যা—৯২
সরস্বতী পূজা—৯৩, ৯৪, ৯৭
সরস্বতী দুর্গার কলামূর্ত্তি—৯৩, ৯৭, ১২১
সরস্বতীর বাহন—৯৪, ৯৮, ৯৯
সরস্বতী কৃষ্ণের কন্যা—৯৭
সরস্বতী বিষ্ণুর স্ত্রী—৯৭, ৯৮
ব্রহ্মার পত্নী—৯৮
স্বরস্বতী-মূর্ত্তি—৯৮
সরস্বতী বর্ণময়ী—১০০
চন্দ্রশেখরা—৯৫, ৯৯, ১০১
হস্তে শুক—১০১
সর্ব্বজইয়া—৪৫০
সর্ব্বজারক—৪৬২
সর্ব্বদেব—১৫৮
সহমরণ—১৭১
সহস্রাক্ষী—৪২৬
সাগরে মরা—১৮৭
সাঙাউতি—৪৫৯
সাঙ্গা—৫৮২
সাঙ্গি—৪৩৮
সাঁজ—৪৯৭
সাজকুড়া—৪৩৭
সাজি—২৬০
সাজিলা—৪৬০
সাঁজুড়ি—২৯৩, ৩০৯, ৩১১
সাজ্যাত—৪৫০
সাটীনন্দো—১১৩
সাড়া—৩০০, ৩১৮, ৪৩১
সাণী—৫৫৩
সাত—২২৩
সাত তরী—২২৩
সাতনলা—৩০৫
সাঁত—৪৮৩

সাতার—৪৮৫
সাত'—১৯৮
সাতানইয়া—২২৮
সাতুলি—২৮৩
সাথ—১৯৮, ২৮১
সাধ—২৭৮, ২৮২
সাধ দেওয়ার কারণ—২৮৪
সাধু—৫৩৯
সাধ্য—৫২৫
সানা—৪৮৯, ৫০৬
সানু—৫৬০
সান্দীপণি—৩৩
সাপড়ি—৪৩২
সাপুড়া—৪৩৭, ৫৩২
সাবহিত—২৩২, ৫৭২
সাবিত্রী—৪২৫
সাবিত্রীব উপাখ্যান—৩৯৭
সায়—৪৩৪
সায়বাণী দোলা—৪৪০
সারক—৩৮৫
সারি—১৯৭, ২১০, ৩৯৯
সারিকা—১৪৪
সারিতে—৪২৭
সারিয়া—৩১৩, ৩৩৫, ৪৪৭
সারি সারি—৪৪৫
সারিয়া—৫০২
সারিল—৩৪২
সারীকচু—৩১২
সার্ব্বভৌম—৩৩
সালামী—৪৯০
সালিকা—৩৮৬
সিউলী—২৬০
সিকা—৫০৩, ৫৩৭, ৫৪১
সিগারে বেত—৪৫০
সিঙ্গা যোগী বাজায় —৫৩৭
সিঙ্গাদার—৩০৯
সিঞ্জিনী—৫৬১
সিতাশীত—৩৯৯
সিঁথি—১৭৯
সিদ্ধ—১২৭, ১৩১
সিদ্ধকুল—৫১৫
সিদ্ধা—৪১৮
সিদ্ধান্ত—১৩৭
সিদ্ধি—১৭৫
সিন্দুক—৪৩৩
সিন্দুড় —৪৮৫
সিন্দুর-তিলকের সহিত সূর্য্যের সঙ্গে প্রাচীন কাব্যে তুলনা—৩৪৭
সিন্দুড়'—৩১১
সিম—২০৮
মসৃণা সাম—৪৫৫
সিম্বনা—৪৫৫
সিয়লী (শেফালি)—৪৪৮
সিয়লী (খেজুর-গাছ কাটা ব্যবসা যাহাদের) ৫৩৫
সিয়ারিয়া—৪৫৯
সিয়ে—৫০৫
সিরফিনা—২৪২
সিবনী—৪৯৮
সিলাই নদ—১২০, ৪৮০
সিহলাহিঁ—৫১১
সিংহনাদ (শৃঙ্গনাদ)—১৮৫, ৫৪৮

সিংহ পশুরাজ—২২২
সিংহ দুর্গার বাহন—৩২০
সিংহ আদি পশু—৩২২
সীতাদেবী—৩৫৮
সুই—৩৩১
সুই বসন্ত—১০০
সুকতা—২০৮
সুকা—৪৯৪
সুগ্রীব—৩৮৭
সুড়া—৩৩৬
সুড়ি—৫৩৪
সুধন্নীল—৪৩১
সুধর্ম্ম—২৫২
সুধিন—২১৩
সুনত—৫০৬
সুনীমীতা (সুনিমিত্ত)—৩৩৪
সুপাট (পাখী)—৩৮৫
সুবর্ণ-বণিক—৫৩২
সুভগা স্ত্রী—৪৩৪
সুভগা স্ত্রী—৪৩৪
সুভাকলী—৪৬১
সুমুকুন্দ—৫৩৮
সুমেরু—১৩৩
সুমেরু-শিখরে গঙ্গা—১২৮, ১৩৫
সুর—২৫৫
সুরনদী—২৭৫
সুররায়—২৭২
সুরেশ্বরী—৪২৩
সুলিখিত—৩৭৬
সুসঙ্ক—১২২,২৬৬
সুসার—২৫২
সুহ—২০২
সূত্র (বিবাহে হস্তে বন্ধন)—১৪২, ১৭৮
সূর্য্য—২১-৩১
সূর্য্য নানা দেব—২১, ২২
বেদে সূর্য্য—২১, ২৩
সূর্য্যমূর্ত্তি ও মন্দির—২৩, ২৫
শাম্ব কর্ত্তৃক প্রথম সূর্য্যপূজা—২৩-২৫, ৩০
মগ ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যপূজক—২৪, ২৬
গ্রীক ও শক রাজাদের মুদ্রায় সূর্য্যমূর্ত্তি—২৫
শকেরা সূর্য্যপূজক—২৫
সূর্য্য জগৎ-অধিপ—২৭
সূর্য্য নিরঞ্জন—২৮
সূর্য্যের করে মণি—২৮
সূর্য্য আদি দেব—২৮
সূর্য্য রথাধিষ্ঠিত—২৮
সূর্য্য সপ্তাশ্ব—২৮
দ্বাদশ আদিত্য—২৯
সূর্য্যের দুই স্ত্রী—৩০
সূর্য্য কাশ্যপ গোত্র—৩০
সূর্য্য ত্রিলোচন—৩০
সূর্য্য সুমেরু পর্ব্বতে অধিষ্ঠিত—৩০
অন্ন শস্য দানে সূর্য্যপূজা—৩১
সূর্য্যকে সাক্ষী মানা—৪০৫
সূর্য্যমণি—২৬৪
সে—২১৩, ৩৩৯, ৪০৩
সেখ—৫০২
সেড়ো—৫১২
সেন—৫২১
সেন্দোলী—৪৫৯
সেবতী—২৬৪
সেয়ান—৪৩৩

সের—২৯৭
সেলেমাবাজ—১১৬
সেহাখালা—১১২
সৈলক (সজারু)—৩৮৭
সোঙরে—১৯, ৪৭৮
সোনা—২৬৪, ২৮৩
সোনাই—৪৮২
সোলা—৫৩৫
সোহাগ—২৭৬
সোহাগে—৩৯৩
সৌধ—৪৭০
স্কন্দ (কার্ত্তিক দ্রষ্টব্য)
স্ত্রীদেবতা পূজা—৬৪-৬৯
বেদে স্ত্রীদেবতার নাম ও অবস্থা—৬৮, ৬৯, ৭০, ৯৪
স্থল-নল-দল—৪২৬
স্যমন্তক মণির উপাখ্যান—২৩৯-২৪০
স্মন—৫৮৫
স্বপ্ন শেষরাত্রে—২৩১
স্বপ্নাদেশ—১১৯ ২২১
স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা—৫৯২
স্বর্ণযুক্তি—৪৪০
স্বস্তিক আসন—১৬৮
স্বস্তিক বচন—১৭৭

হ

হই—৫৮৭
হওসি—৩২৯
হড়িকা—৩৮৭
হটে—৩২৫
হঠে—৩১৬
হড়—৫০৯
হড়পী—৪৩২
হতে, হৈতে, হইতে—৯০, ১৩০
হন—৪৬৩
হনীফ—৫২৫
হনুমান—২২৭, ৩৮৭, ৪৭৮
হব—৪৯৪
হয়—৫৮৬
হয় হৈশ রব—৫৬০
হরতনু—৪৬৬
হরষিত—৩৩০
হরষিতা—১৪৫
হরি—৩৩৯
হরিড়া—৪৫২
হরিণলাঞ্ছনমৌলি—১৯৮
হরিত—৪৭৮
হরিদ্রাবাস—২৯৯
হরির দাসী (গঙ্গা)—৪৭৩
হরিলা—৫৭৫
হরিষ—৩০৬
হরিস—৫২৯
হরিহর—২৬৬
হলধারী রাম—৪৫৮
হাই ২৮১
হাইবাসে—৩২৬
হাকার—৫৮৪
হাকিনী—৫৮৫
হাজর—২৪৪
হাজরা—২৪৪
হাজাম—৫০৬
হাজার—৪৩৩
হাজাহ—৪৭২

হাট—২৯৪, ৪০০, ৫৩০
হাড়—১৪৭, ৪০৪
হাড়া—৩১১
হাড়িয়া চামর—৫৬২
হাড়ী—৫৩৬, ৫৮১
হাড়ের—৫৯২
হত্তী—২১২
হাতভাঙ্গা ৪৬২
হাথ—১৯৯, ২৬০, ৩৪০, ৩৯৬
হাথিকড়া—২৯১
হাথী—৪৭৯, ৫৫১
হাথে—৫৭৬
হানা—৫৬২
হাজরমালী—৪৬২
হাবাগুড়ি—২৮৯
হার (মাপিবার পাত্র)—৩৪
হারি—১৯৭, ৩২৮
হারে—২৯৩
হারীশ—৪৫৭
হালবাকি—৪৩১
হালা—৪৪২
হালান—৫০৬
হালে হালে—৪৮৮
হাসনহাটি—১১৩, ৪৯৬
হাসীল—৫৪২
হিংলাজ—১৪২
হিমুলাট—১১৩
হিজল—২৬৪, ৪৬১
হিজল গাজি—৫১২
হিয়া—১৯৮
হিয়ে—২৮০
হিরণ্যাক্ষ—১৩২
হিলতা—২৮৩
হিলয় —৩৯১
হীরা—১৯৭, ২৭৭, ২৯৪, ৫১৮
হীরাবতী - ৪৮২
হীরামুঠি—৪৩৯
হুঙ্কার—৩৪৫
হুল—৩৪১
হুলাহুলি ১৮১
হুমুই ধ্বনী—৩০১
হৃদে বিষ মুখে মধু—৩৯০
হেকটি—৩২৫
হেট—১৩৮, ১৪৬, ৩২৭
হেঁট—২৭৮
হেন—১৪৮, ১৮৩, ৩২৭, ৩৪২
হেনক—১৩৮
হেন্তাল—৪৫৩
হেমবারি—২৩৪
হেমহিমকুট পর্ব্বত—১৩৪
হের—১৮৪
হেরিতে—৩৯১
হেলা—৫৪২
হেলাইয়া—৩১৮
হেলাতে—৫৮৫
হেলীলেক—৫৬০
হেলে—৫৮৯
হৈমবতী—২৩৪
হৈল—২৯৫, ৩২৫
হোগলা—৪৫৩